পবিত্র ত্রিপিটক

(ষষ্ঠ খণ্ড)

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায়

(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২
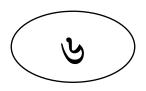
পবিত্র ত্রিপিটক (ষষ্ঠ খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

পবিত্র ত্রিপিটক

ষষ্ঠ খণ্ড

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু,
বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু ও রাহুল ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (ষষ্ঠ খণ্ড)

[সূত্রপিটকে **সংযুক্তনিকায়** - প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদকবৃন্দ : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু,
বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু ও রাহুল ভিক্ষু

ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-06

(Strapitake Sangjukta Nikay - 1st, 2nd & 3rd Part)

Translated by Ven. Indragupta Bhikkhu, Suman Bhikkhu,
Adikalyan Bhikkhu, Bangish Bhikkhu,
Ajit Bhikkhu, Sibak Bhikkhu & Rahul Bhikkhu
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3068-7

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

■ বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

■ সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

■ অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গাল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

[**জ্ঞাতব্য :** সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্বোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। 'এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে 'যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট', 'রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী' গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'থেরগাথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে 'যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট'। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত 'মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড' উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত অট্‌ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক
সম্পাদনা পরিষদ
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপিটকে

সংযুক্তনিকায়

(প্রথম খণ্ড)

সগাথা বর্গ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু,
অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল :

২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ

২৫ আগস্ট ২০১৭

অনুবাদকবৃন্দ :

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু,

অজিত ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (প্রথম খণ্ড)

সগাথা বর্গ

নিবেদন

'বনভন্তে' একটি অবিস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম, একটি অনন্য গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের নাম। তিনি পার্বত্যাঞ্চল তথা এদেশের ম্রিয়মান মৌলিক বুদ্ধধর্মকে এক অভাবনীয় সুউচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞানগরিমা ও ত্যাগদীপ্ত জীবনাচারে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর শাসন-হিতৈষীতায় এতদঞ্চলে রচিত হয়েছে বুদ্ধধর্মের নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। তিনি একজন মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও আমাদের অপরিসীম প্রেরণার উৎস।

জগদ্দুর্লভ অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তের অন্যতম এক লালিত স্বপ্ন ছিল, সমগ্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে। বাংলায় ভাষায় পাঠকসমাজ ভগবান বুদ্ধের বহুজনের হিত-সুখের জন্য প্রচারিত সদ্ধর্মের অনুপম বাণীগুলো পুরোটাই (কোনো অংশবিশেষ নয়) পড়ার, জানার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশগুলো ভালোমতো অধ্যয়ন, উপলব্ধি ও চর্চার মাধ্যমে এতদঞ্চলে বুদ্ধধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। পূজ্য ভন্তের সেই মহান স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই প্রথম বাংলায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে "সংযুক্তনিকায় ১ম ও ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করার কাজে হাত দিতে হলো। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এ গ্রন্থ দুটি এর আগেও পণ্ডিতপ্রবর শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছিল।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত—দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দকনিকায়। সংযুক্তনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলো দীর্ঘনিকায় ও মধ্যমনিকায়ের সূত্রগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্রাকার। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে সদৃশ বা সমজাতীয় বা সমবিষয়ক সূত্রগুলো এই নিকায়ে রয়েছে বলে 'সংযুক্তনিকায়' নামকরণ করা হয়েছে। সংযুক্তনিকায় পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যথা : সগাথা বর্গ, নিদান বর্গ, স্কন্ধ বর্গ, ষড়ায়তন বর্গ ও মহাবর্গ। প্রতিটি বর্গে বেশ কয়েকটি সংযুক্ত রয়েছে আর প্রত্যেকটি সংযুক্তে রয়েছে বহুসংখ্যক সূত্র। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে ভিত্তি করে সংযুক্তের সূত্রগুলো গ্রথিত হয়েছে। সেই বিষয় অনুসারে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি সংযুক্তের নাম। যেমন, দেবতাদের সাথে ভগবান বুদ্ধের কথোপকথন, তাদের নানা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানমূলক সূত্রগুলো যেখানে সন্নিবেশিত রয়েছে, সেটা দেবতা-সংযুক্ত। ব্রাহ্মণগণের সাথে বুদ্ধের কথোপকথন, তাদের ধর্মদেশনা করা বিষয়ক সূত্রগুলো যেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেটা ব্রাহ্মণ-সংযুক্ত। তথাগত বুদ্ধের গম্ভীর ধর্মতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি সম্পর্কিত সূত্রগুলো যেখানে রয়েছে, সেটা

নিদান-সংযুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংযুক্তনিকায়-১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থ দুটির বিষয়বস্তু যথাক্রমে সগাথা বর্গ ও নিদান বর্গ। সগাথা বর্গে রয়েছে ১১টি সংযুক্ত। সেগুলোর নাম হলো—দেবতা-সংযুক্ত, কোশল-সংযুক্ত, মার-সংযুক্ত, ভিক্ষুণী-সংযুক্ত, ব্রহ্ম-সংযুক্ত, বঙ্গীস-সংযুক্ত, বন-সংযুক্ত, যক্ষ-সংযুক্ত, ও শক্র-সংযুক্ত। নিদান বর্গে রয়েছে ১০টি সংযুক্ত। সেগুলোর নাম হল—নিদান-সংযুক্ত, অভিসময়-সংযুক্ত, ধাতু-সংযুক্ত, অনমতগ্‌গ-সংযুক্ত, কাশ্যপ-সংযুক্ত, লাভসৎকার-সংযুক্ত, রাহুল-সংযুক্ত, লক্ষণ-সংযুক্ত, ঔপম্য-সংযুক্ত, ভিক্ষু-সংযুক্ত। বুদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও গভীর অন্তর্নিহিত ভাব-তাৎপর্যে ভরা গ্রন্থটি।

পূর্বে উল্লেখ করেছি *ত্রিপাসো, বাংলাদেশ* এ সংস্থাটি এই প্রথম একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, আর সেই উদ্যোগকে সফল করার এক অংশ হিসেবে আমাদের এই অনুবাদে হাত দেওয়া। অনুবাদ কাজে আমরা মূলত ষষ্ঠ সঙ্গায়নে বিশোধিত সমগ্র ত্রিপিটকের সফটওয়ার-এর সিডি রোমে রূপান্তরিত সংযুক্তনিকায় পালিগ্রন্থটি অনুসরণ করেছি। প্রয়োজনীয় স্থানে সংযুক্তনিকায়-এর অট্‌ঠকথা গ্রন্থটির দ্বারস্থ হতেও ভুল করেনি। মূল (সংযুক্তনিকায়) গ্রন্থের প্রায় শব্দের সঠিক অর্থ ও ভাবরস সুনিশ্চিত করতে প্রায়ক্ষেত্রেই অট্‌ঠকথার সাহায্য নিয়েছি। আমরা এটাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে শীলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক অনূদিত সংযুক্তনিকায়ে ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থটির কাছ থেকেও সাহায্য নিয়েছি। অন্যদিকে পুরো অনুবাদ কাজের সময় পালি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ উদ্ধার করতে ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত ও বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধানটি হাতের কাছে রেখেছি। অনুবাদের কিছু অংশের গাথাগুলো পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক ভদন্ত করুণাবংশ স্থবির মহোদয় তার দক্ষ হাতের ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছেন। উপরোক্ত লেখকগণের কাছে আমরা অনেকাংশে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এতসব প্রচেষ্টার পরও আমাদের অনুবাদ কাজ ভুলত্রুটি থাকতে পারে। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুল ও দুর্বলতার দিকগুলো বিজ্ঞজন উদারচিত্তে গ্রহণ করবেন এই প্রত্যাশা থাকলো।

নিবেদক

অনুবাদকবৃন্দ

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়
(প্রথম খণ্ড)

সগাথা বর্গ

১. দেবতা-সংযুক্ত

১. নল বর্গ

১. ওঘ অতিক্রম সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। সেই সময় জনৈক দেবতা শেষ রাতে অতি মনোরমরূপে সমস্ত জেতবনকে আলোকিত করে ভগবানের সকাশে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, "'বন্ধু, তুমি কিভাবে ওঘ[১] বা স্রোত অতিক্রম করেছ?' উত্তরে ভগবান বললেন, 'সৌম্য, আমি অপ্রতিষ্ঠ বা নিরাশ্রয় (কোনো কিছুতে আবদ্ধ নয়), অনায়াসী হয়ে স্রোত অতিক্রম করেছি।' ভগবানের এই প্রচ্ছন্ন উত্তর বুঝতে না পেরে দেবতা পুনঃ বললেন, 'বন্ধু, কিরূপে যেন অপ্রতিষ্ঠ ও অনায়াসী হয়ে স্রোত অতিক্রম করলে?' প্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন, 'সৌম্য, যখন আমি (ক্লেশ, অভিসংস্কার, তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টিগুলোতে) প্রতিষ্ঠিত হতাম, তখন আমি নিমজ্জিত হতাম। অন্যদিকে যখন আমি (কামসুখ ও কৃচ্ছসাধনে) উদ্যোগী বা চেষ্টাশীল হতাম, তখন আমি (মুক্তির পথ না পেয়ে দুঃখেই) প্রবাহিত হতাম। এই কারণে আমি

---

[১]। চার প্রকার ওঘ; যথা—কামোঘ, ভবোঘ, মিথ্যাদৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ।

অপ্রতিষ্ঠ, অনায়াসী হয়ে স্রোত অতিক্রম করেছি।'"

এরূপ উত্তর শুনে দেবতা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্ন, তুষ্ট চিত্তে বলে উঠলেন :

'জগতে অপ্রতিষ্ঠা, অনায়াসী, তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রমকারী
পরিনিবৃত ব্রাহ্মণকে দীর্ঘকাল পর দর্শন করছি।'

দেবতা এরূপ বললেন, ভগবানও সেটা অনুমোদন করলেন। 'শাস্তা আমাকে অনুমোদন করেছেন' এই ভেবে সেই দেবতা ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

২. নির্মোক্ষ সূত্র

২. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় জনৈক দেবতা শেষ রাতে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন :

'বন্ধু, আপনি সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ[১], প্রমোক্ষ[২] ও বিবেক অর্থাৎ নির্বাণ জানেন কি?'

'সৌম্য, হ্যাঁ, আমি সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ ও বিবেক জানি।'

'বন্ধু, আপনি কিভাবে সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ ও বিবেক সম্বন্ধে জানেন?'

'তৃষ্ণা, কর্মভব পরিক্ষয়ে সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও বেদনার নিরোধ, উপশম হয়—এরূপে আমি সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ, প্রমোক্ষ ও বিবেক সম্বন্ধে জানি।'

৩. উপনেয় সূত্র

৩. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে জনৈক দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'রাখাল যেমন গরুকে গোশালায় নিয়ে যায়, তেমনি জরা জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়; আয়ু অল্পমাত্র। জরা যখন জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তখন জরা দ্বারা নীত ব্যক্তির প্রাণ থাকে না। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে সুখাবহ পুণ্য অর্জন করা উচিত।'

---

[১]। মার্গের দ্বারা সত্ত্বগণ ক্লেশ-বন্ধন হতে নির্মুক্ত হয়, তদ্ধেতু মার্গই সত্ত্বগণের নির্মোক্ষ।

[২]। ফল লাভের ক্ষণে সত্ত্বগণ ক্লেশ-বন্ধন হতে প্রমুক্ত হয়, তদ্ধেতু ফলকে সত্ত্বগণের প্রমোক্ষ বলা হয়।

(দেবতার কথিত বাক্য আরও অর্থবহ করতে ভগবান বুদ্ধ দ্বিতীয় গাথা বললেন :)

'রাখাল যেমন গরুকে গোশালায় নিয়ে যায়, তেমনি জরা জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়; আয়ু অল্পমাত্র। জরা যখন জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তখন জরা দ্বারা নীত ব্যক্তির প্রাণ থাকে না। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে পরম শান্তি নির্বাণকামীর লোকামিষ বর্জন করা উচিত।'

৪. অতিবাহিত সূত্র

৪. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'(পূর্বাহ্ন, অপরাহ্নাদি) কাল অতিবাহিত হচ্ছে, রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। বয়ঃরাশি অনুক্রমে বিনষ্ট বা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে সুখাবহ পুণ্য অর্জন করা উচিত।'

(দেবতার কথিত বাক্য আরও অর্থবহ করতে ভগবান দ্বিতীয় গাথা বললেন :)

'কাল অতিবাহিত হচ্ছে, রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। বয়ঃরাশি অনুক্রমে বিনষ্ট বা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে পরম শান্তি নির্বাণকামীর লোকামিষ বর্জন করা উচিত।'

৫. কয়টি ছিন্ন সূত্র

৫. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথায় প্রশ্ন করলেন :

'কয়টি ছিন্ন বা ছেদন করা উচিত? কয়টি পরিত্যাগ করা উচিত? কয়টি উত্তরোত্তর বর্ধিত করা উচিত? কয় প্রকার সঙ্গ বা বন্ধন অতিক্রম করলে ভিক্ষু ওঘোত্তীর্ণ বলে কথিত হন?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) 'পাঁচটি অধঃভাগীয় সংযোজন[১] ছেদন করা উচিত। পাঁচটি ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন[২] পরিত্যাগ করা কর্তব্য। (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা) এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় উত্তরোত্তর বর্ধিত করা উচিত।

---

[১]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

[২]। রূপরাগ বা রূপভবের প্রতি অনুরাগ, অরূপরাগ, অহংকার, ঔদ্ধত্য বা চঞ্চলতা, অবিদ্যা।

পাঁচ প্রকার সঙ্গ[১] অতিক্রম বা ধ্বংস করলে ভিক্ষু ওঘোত্তীর্ণ বলে কথিত হন।'

৬. জাগ্রত সূত্র

৬. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা একান্তে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমীপে এই গাথায় প্রশ্ন করলেন :

'জাগ্রত হলে কয়টি সুপ্ত হয়? সুপ্ত হলে কয়টি জাগ্রত হয়? কয়টি দ্বারা রজ গ্রহণ করে আর কয়টি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) 'জাগ্রত হলে অর্থাৎ মনে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয় জাগ্রত হলে কামচ্ছন্দ (কামাসক্তি), ব্যাপাদ (হিংসা-বিদ্বেষ), স্ত্যান-মিদ্ধ (মন ও শরীরের জড়তা), চঞ্চলতা-অনুশোচনা, বিচিকিৎসা (সন্দেহ) এই পাঁচটি নীবরণ সুপ্ত হয়। অন্যদিকে পঞ্চ নীবরণ সুপ্ত হলে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, চঞ্চলতা-অনুশোচনা, সন্দেহ এই পাঁচটি দ্বারা রজ গ্রহণ করে। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।'

৭. অবিদিত সূত্র

৭. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'যাদের ধর্ম বিদিত হয়নি এবং যারা পরবাদে বা পরমতে নীত তথা চালিত হয়; তারা নিদ্রিত, জাগ্রত নয়। তাদের জাগবার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

'ধর্ম যাদের সুবিদিত হয়েছে এবং যাঁরা পরবাদে নীত হন না, সেই সম্বুদ্ধ বা প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞানলাভী অর্হৎগণ জগতে প্রতিকূল পরিবেশেও সমভাবে বিচরণ করেন।'

৮. ভুলে যাওয়া সূত্র

৮. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'যাদের ধর্ম (উপলব্ধি করতে না পারায়) নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং যারা

---

[১]। রাগসঙ্গ, দ্বেষসঙ্গ, মোহসঙ্গ, মানসঙ্গ, মিথ্যাদৃষ্টি-সঙ্গ।

পরবাদে চালিত হয়; তারা নিদ্রিত, জাগ্রত নয়। তাদের জাগবার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

'যাদের ধর্ম (উপলব্ধি করতে পারায়) নষ্ট হয়ে যায়নি এবং যারা পরবাদে চালিত হন না, সেই সম্বুদ্ধ বা প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞানলাভী অর্হৎগণ জগতে অপ্রতিকূল পরিবেশেও সমভাবে বিচরণ করেন।'

৯. অহংকার সূত্র

৯. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'এই জগতে অহংকারী ব্যক্তির সংযম নেই। সমাধিহীন ব্যক্তির মৌন বা তূষ্ণীম্ভাব উপলব্ধি নেই। প্রমত্ত ব্যক্তি একাকী অরণ্যে অবস্থান করেও মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে পরপারে বা নির্বাণে উত্তীর্ণ হতে পারে না।'

'যিনি একাকী অরণ্যে অবস্থান করে অহংকার পরিত্যাগ করে সুসমাহিত, পরিশুদ্ধ চিত্ত এবং সর্বপ্রকারে বিমুক্ত, তিনিই মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে নির্বাণে উত্তীর্ণ হন।'

১০. অরণ্য সূত্র

১০. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'কেন অরণ্যে অবস্থানকারী একাহারী শান্ত ব্রহ্মচারীদের দেহবর্ণ প্রসন্ন, উজ্জ্বল হয়?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) 'তাঁরা অতীতকে (বা অতীতের বিষয়কে) নিয়ে অনুশোচনা করেন না, ভবিষ্যৎকে নিয়ে কল্পনা করেন না বা ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় ভাবাবিষ্ট হন না; কেবল বর্তমানকে নিয়ে অবস্থান করেন। তাই তাঁদের দেহবর্ণ প্রসন্ন, উজ্জ্বল হয়। ভবিষ্যতের কল্পনায়, অতীতের অনুশোচনায় অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কেটে ফেলা হরিৎ বা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া নলের মতন শুষ্ক হয়ে থাকে।'

নল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ওঘ, নির্মোক্ষ, উপনেয়, অতিবাহিত, আর কয়টি,
জাগ্রত, অতিবাহিত, ভুলে যাওয়া, অহংকার মিলে নয়টি;
দশমে অরণ্য—ব্যক্ত হলো পুরো বর্গটি।

২. নন্দন বর্গ

১. নন্দন সূত্র

১১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুদের সম্বোধন করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, পূর্বকালে তাবতিংস স্বর্গের জনৈক দেবতা নন্দনকাননে বহু অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য পঞ্চকামগুণ দ্বারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে সেক্ষণে এই গাথা বললো :

যারা যশস্বী স্বর্গবাসী দেবতাদের আবাসভূমি নন্দনকানন দেখেনি, তারা সুখ কী তা জানে না।'

'সে এই কথা বলামাত্রই অন্য এক দেবতা গাথায় তার প্রতিবাদ করলো :

তুমি নির্বোধ, অর্হৎগণের বাক্য যথাযথ জান না। (অর্হৎগণের বাক্য) সংস্কারগুলো একান্ত অনিত্য। উৎপন্নশীল মাত্রেই ব্যয়ধর্মী বা বিনাশ স্বভাব। যে সংস্কারগুলো উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, সেই সংস্কারগুলোর উপশমে সুখ লাভ হয়।'

২. আনন্দ সূত্র

১২. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'পুত্রবান পিতামাতা পুত্রকে নিয়ে আনন্দ করে, গোধনের মালিক গোধন নিয়ে আনন্দ করে। উপাধি বলে উক্ত পঞ্চকামগুণ লোকের সুখ বা আনন্দের উৎস। যার কোনো প্রকার পঞ্চ কামগুণ সুখ নেই সেজন আনন্দ করে না।'

(ভগবান উত্তরে বললেন) 'পুত্রবান পিতামাতা পুত্রের জন্য শোকাভিভূত হয়। গোধনের মালিক গোধন দ্বারা শোক পায়। উপাধি বলে উক্ত পঞ্চ কামগুণ ও কামনা লোকের যতো শোকের উৎস। যিনি উপাধি হতে মুক্ত, তাঁর কোনো শোক নেই।'

৩. পুত্রসম নেই সূত্র

১৩. শ্রাবস্তী নিদান। জনৈক দেবতা ভগবানের সমীপে একান্তে দাঁড়িয়ে এই গাথা ভাষণ ভাষণ করলেন :

'পুত্রপ্রেমের সমান কোনো প্রেম নেই। গোধনের সমান ধন নেই। সূর্যের

ন্যায় দীপ্তি বা আলোক নেই। নদীগুলো সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয় বা সমুদ্রে মিশে যায়।'

(ভগবান বললেন) 'আত্মপ্রেমের সমান প্রেম নেই। ধান্য সম ধন নেই। প্রজ্ঞার মতন দীপ্তি নেই। নদীগুলো বৃষ্টির পানিতে পরিপূর্ণ হয়।'

৪. ক্ষত্রিয় সূত্র

১৪. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'দ্বিপদ বা মানুষের মধ্যে রাজাই শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে বলদ শ্রেষ্ঠ, ভার্যাদের মধ্যে যুবতী ভার্যাই শ্রেষ্ঠ এবং পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ।'

(ভগবান বললেন) 'দ্বিপদের মধ্যে সম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ, আজানীয় নামক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, আজ্ঞাবহ জন্তুই চতুষ্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ভার্যাই ভার্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুবোধ পুত্রই পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

৫. শব্দমান বা শব্দায়িত সূত্র

১৫. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'নিস্তব্ধ-উদাস দুপুরে হঠাৎ পাখিরা নীড়ে এসে বসে পড়লে গহীন অরণ্য যে শব্দায়িত হয়, তা আমার কাছে ভীতিকর বলে প্রতিভাত হয়।'

(ভগবান বললেন) 'নিস্তব্ধ-উদাস দুপুরে হঠাৎ পাখিরা নীড়ে এসে বসে পড়লে গহীন অরণ্য যে শব্দায়িত হয়, তা আমার কাছে আনন্দপ্রদ বলে প্রতিভাত হয়।'

৬. নিদ্রা-আলস্য সূত্র

১৬. শ্রাবস্তী নিদান। দেবতা বললেন, 'নিদ্রা, আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা (বা কর্মবিমুখতা), উৎসাহহীনতা ও ভোজনজনিত তন্দ্রাচ্ছন্নতা এগুলো দ্বারা ইহজন্মে সত্ত্ব বা ব্যক্তিগণের নিকট আর্যমার্গ তথা নির্বাণের পথ প্রকাশ পায় না।'

(ভগবান বললেন) 'নিদ্রা, আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা (বা কর্মবিমুখতা), উৎসাহহীনতা ও ভোজনজনিত তন্দ্রাচ্ছন্নতা বীর্যের দ্বারা বিদূরিত করলে আর্যমার্গ বিশুদ্ধ হয় বা নির্বাণের পথ পরিষ্কার হয়।'

৭. দুষ্কর সূত্র

১৭. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'মূর্খ ও অজ্ঞানীর পক্ষে শ্রামণ্য বা ভিক্ষুজীবন দুষ্কর ও দুর্বিষহ। এই জীবনে বহু বাধা—যেখানে মূঢ় পদে পদে

ভগ্নোৎসাহ বা নিরাশ হয়ে পড়ে যদি চিত্তকে (উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা-চেতনা হতে) নিবৃত করা না হয়, তাহলে কতোদিন ভিক্ষুজীবন যাপন করবে। মিথ্যাসংকল্প বা পাপ চিন্তায় বশীভূত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে অবসাদগ্রস্ত হবে।'

(ভগবান বললেন) 'কচ্ছপ যেমন স্বীয় খোল বা আবরণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো (বিপৎকালে) সংবৃত করে, তেমনি ভিক্ষুও মারকে সুযোগ না দিয়ে মনের বিতর্কগুলো সংবৃত করে এবং (তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টির) অনুরক্ত হয়ে অন্যকে পীড়ন না করে পরিনিবৃত বা শান্ত হয়ে কারোর অপবাদ করে না।'

৮. লজ্জা সূত্র

১৮. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'যেই ব্যক্তি পাপের প্রতি লজ্জাবশত অকুশল ধর্মগুলো নিবারণ করেন; সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন গায়ে কশাঘাত পড়ার সুযোগ দেয় না, তেমনি যিনি অপরের নিন্দাবাদ ঠেকিয়ে রাখেন, সে রকম কেউ জগতে আছেন কী?'

(ভগবান বললেন) 'যাঁরা পাপের প্রতি লজ্জাবশত অকুশল ধর্মগুলো নিবারণ করেন; সর্বদা স্মৃতিমান বা ভাবনারত হয়ে দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হয়ে প্রতিকূল পরিবেশেও সমভাবে বিচরণ করেন, তাঁরা জগতে বিরল।'

৯. কুটি সূত্র

১৯. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'তোমার কি কুটির নেই? তোমার কি আবাস নেই? তোমার কি সন্তান নেই? তুমি কি বন্ধন থেকে মুক্ত?'

(ভগবান বললেন) 'হ্যাঁ, তাই। আমার কোনো কুটির নেই, আবাস নেই, সন্তান নেই এবং আমি বন্ধন হতে মুক্ত।'

(দেবতা বললেন) 'আমি তোমার কোনটিকে কুটির বলছি, কোনটিকে আবাস বলছি, কোনটিকে বলছি সন্তান এবং বন্ধন কোনটিকে বলছি?'

(ভগবান বললেন) 'তুমি মাতাকে কুটির বলছ, আবাস বলছ ভার্যাকে, সন্তান বলছ পুত্রকে আর তৃষ্ণাকে বন্ধন বলছ।'

(দেবতা বললেন) 'সাধু ভন্তে। সত্যিই তোমার কোনো কুটির নেই, আবাস নেই, সন্তান নেই, তুমি বন্ধন হতে মুক্ত।'

১০. সমৃদ্ধি সূত্র

২০. শ্রাবস্তী নিদান। আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের তপোদারামে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করতে তপোদায় গেলেন। স্নান শেষ করে অন্তর্বাস পরিধান করে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা মুচতে লাগলেন। ঠিক সে-সময় জনৈক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত তপোদা আলোকিত করে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির সামনে উপস্থিত হলেন। আর শূন্যে দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধিকে গাথায় বললেন :

'হে ভিক্ষু, তুমি ভোগ (পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ) না করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছ; ভোগ করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করোনি। তুমি আগে ভোগ করে পরে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ কর; সময় তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

(উত্তরে সমৃদ্ধি বললেন) 'আমি কাল বা সময় তো জানি না (অর্থাৎ কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যুর সময় আসবে, তা আমি জানি না), কাল আচ্ছন্ন (কিছুতেই চর্মচক্ষুতে) দেখা যায় না। সেই কারণে আমি ভোগ না করেই ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছি, যাতে করে আমার কোনো সময় বৃথায় অতিবাহিত না হয়।'

অতঃপর সেই দেবতা মাটিতে দাঁড়িয়ে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে এরূপ বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি বয়সে তরুণ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের চুলবিশিষ্ট, প্রথম বয়সের ভরা যৌবন সমন্বিত, ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত। তুমি মনুষ্যলোকের কাম্যসুখ ভোগ কর। মনুষ্য কাম্যসুখ পরিহার করে লোকোত্তর ধর্ম অনুসন্ধান করো না।'

(সমৃদ্ধি বললেন) 'আমি তো লোকোত্তর ধর্ম পরিহার করে মনুষ্য কাম্যসুখ অনুসন্ধান করছি না। মনুষ্য কাম্যসুখ পরিহার করে সাংদৃষ্টিক (লোকোত্তর ধর্ম) অনুসন্ধান করছি। ভগবান মনুষ্য কাম্যসুখকে নানা দুঃখে ভরা, উৎপীড়নদায়ক ও উপদ্রবময় বলে অভিহিত করেছেন। (তাঁর প্রবর্তিত) এই ধর্ম স্বয়ং দেখার উপযুক্ত, অকালিক, এসে দেখার উপযুক্ত, নির্বাণে উপনীত করে এবং জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার উপযুক্ত (ধর্ম)।'

(দেবতা বললেন) 'হে ভিক্ষু, কিভাবে ভগবান কালিক কাম্যসুখকে নানা দুঃখে ভরা, উৎপীড়নদায়ক ও উপদ্রবময় বলে অভিহিত করেছেন? আর কিভাবে (তাঁর প্রবর্তিত) এই ধর্ম স্বয়ং দেখার উপযুক্ত, অকালিক, এসে দেখার উপযুক্ত, নির্বাণে উপনীত করে এবং জ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার উপযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন?'

(সমৃদ্ধি বললেন) 'বন্ধু, আমি তো নবীন, অচির প্রব্রজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন আগত। কাজেই আমি এটা সবিস্তারে বলতে সক্ষম নই। ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রাজগৃহের এই তপোদারামে অবস্থান করছেন, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো। ভগবান যেভাবে বর্ণনা করবেন, সেভাবে তা বুঝে নিবে।'

(দেবতা বললেন) 'ভিক্ষু, ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়, তিনি অন্য প্রভাবশালী দেবতাদের দ্বারা আবেষ্টিত। (তুমিই ভগবানকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো) যদি তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর, তাহলে ধর্ম শ্রবণের জন্য আমিও আসবো।'

'হ্যাঁ, বন্ধু' বলে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি দেবতার কথায় সায় দিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। এবার আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে বললেন :

'ভন্তে, আজ আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করতে তপোদায় গিয়েছিলাম। স্নান শেষ করে অন্তর্বাস পরিধান করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা মুচতে লাগলাম। ঠিক সে-সময় ভন্তে, জনৈক দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত তপোদা আলোকিত করে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। আর শূন্যে দাঁড়িয়ে আমাকে গাথায় বললেন :

হে ভিক্ষু, তুমি ভোগ (পঞ্চ কামগুণ পরিভোগ) না করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছ; ভোগ করে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করোনি। তুমি আগে ভোগ করে পরে ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করো; সময় তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ভন্তে, দেবতা এরূপ বললে আমি তাকে গাথায় এভাবে প্রত্যুত্তর দিলাম :

'আমি কাল বা সময় তো জানি না (অর্থাৎ কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যুর সময় আসবে, তা আমি জানি না), কাল আচ্ছন্ন (কিছুতেই চর্মচক্ষুতে) দেখা যায় না। সেই কারণে আমি ভোগ না করেই ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছি। যাতে করে আমার কোনো সময় বৃথায় অতিবাহিত না হয়।'

"অতঃপর সেই দেবতা মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাকে এরূপ বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি বয়সে তরুণ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের চুলবিশিষ্ট, ভরা যৌবন সমন্বিত, ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত। তুমি মনুষ্যলোকের কাম্যসুখ ভোগ করো। কালিক (মনুষ্য কাম্যসুখ) পরিহার করে সাংদৃষ্টিক (দিব্য কাম্যসুখ) অনুসন্ধান করো না।'"

"দেবতা এরূপ বললে আমি তাকে এভাবে বললাম, 'আমি তো প্রত্যক্ষ (লোকোত্তর ধর্ম) পরিহার করে ক্ষণিক (পঞ্চকামগুণ) অনুসন্ধান করছি না। ক্ষণিক পরিহার করে প্রত্যক্ষই অনুসন্ধান করছি। ভগবান ক্ষণিক কাম্যসুখকে নানা দুঃখে ভরা, উৎপীড়নদায়ক ও উপদ্রবময় বলে অভিহিত করেছেন। (তাঁর প্রবর্তিত) এই ধর্ম স্বয়ং দেখার উপযুক্ত, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনীত করে এবং জ্ঞানীগণ কর্তৃক জানার বা উপলব্ধি করার যোগ্য (ধর্ম)।'"

"আমি এরূপ বললে সেই দেবতা আমাকে বললেন, 'হে ভিক্ষু, কিভাবে ভগবান ক্ষণিক কাম্যসুখকে নানা দুঃখে ভরা, উৎপীড়নদায়ক ও উপদ্রবময় বলে অভিহিত করেছেন? আর কিভাবে (তাঁর প্রবর্তিত) এই ধর্ম স্বয়ং দেখার যোগ্য, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনীত করে এবং জ্ঞানীগণ কর্তৃক জানার যোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন?'"

"দেবতা এরূপ বলার পর আমি তাকে এভাবে বললাম, 'বন্ধু, আমি তো নবীন, অচির প্রব্রজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন আগত। কাজেই আমি এটা সবিস্তারে বলতে সক্ষম নই। ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রাজগৃহের এই তপোদারামে অবস্থান করছেন, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো। ভগবান যেভাবে বর্ণনা করবেন, সেভাবে তা বুঝে নিবে।'"

"আমি এরূপ বলার পর দেবতা আবার আমাকে বললেন, 'ভিক্ষু, ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজলভ্য নয়, তিনি অন্য প্রভাবশালী দেবতাদের দ্বারা আবেষ্টিত। (তুমিই ভগবানকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর) যদি তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর, তাহলে ধর্ম শ্রবণের জন্য আমিও আসবো।' ভন্তে, যদি সেই দেবতার (এখানে আসার) কথা সত্য হয়, তবে তিনি অদূরেই রয়েছেন।"

এই কথা বলতেই সেই দেবতা আয়ুষ্মান সমৃদ্ধিকে বলে উঠলেন, 'ভিক্ষু, জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো, আমি এখানেই উপস্থিত রয়েছি।'

অতঃপর ভগবান সেই দেবতাকে গাথায় বললেন :

'সত্ত্বগণ সংজ্ঞাসংযুক্ত (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান—পঞ্চস্কন্ধ) বলে অভিহিত, পঞ্চস্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকায় মৃত্যুর মুখে পতিত হয় (সহজ কথায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত থাকে)। যিনি পঞ্চস্কন্ধ সম্যকভাবে জ্ঞাত হন, তিনি সত্ত্ব বা ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রকাশ করার মতন কিছু আছে বলে মনে করেন না। তখন তাঁর রাগ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা থাকে না; এসব পাপ যে থাকবে, তার কোনো কারণও নেই। হে যক্ষ, যদি তুমি আমার এই কথা বুঝে থাকো, তো বলো দেখি।'

(দেবতা বললেন) 'ভদন্ত, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। ভন্তে, আমাকে তেমনভাবে বলুন, যাতে আপনার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।'

(ভগবান বললেন) "যেজন নিজকে 'সম' বিশিষ্ট বা 'শ্রেষ্ঠ' ও 'হীন' বলে মনে করে, তজ্জন্য সে বিবাদে লিপ্ত হয়। এই তিন প্রকার অহংকারে যিনি অকম্পিত থাকেন, তাঁর মনে 'সম', 'শ্রেষ্ঠ' ও 'হীন' বলে ধারণা জন্মে না।

হে যক্ষ, যদি তুমি এই কথা বুঝে থাকো, তো বলো দেখি।"

(দেবতা বললেন) 'ভদন্ত, ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। ভন্তে, আমাকে তেমনভাবে বলুন, যাতে আপনার সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।'

(ভগবান বললেন) 'যিনি (ক্ষীণাসব হয়ে) প্রাকৃতজনের আখ্যা পরিত্যাগ করেছেন, মানাতীত হয়েছেন, এই নাম-রূপের প্রতি তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, সেই গ্রন্থিহীন ও দুঃখোত্তীর্ণ, নিস্পৃহ ব্যক্তির গতি ইহলোক, পরলোক তথা সমস্ত ভবে অন্বেষণ করে দেব-মনুষ্যগণে জানতে পারে না। যক্ষ, যদি তুমি আমার এই কথা বুঝে থাকো, তো বলো দেখি।'

(দেবতা বললেন) ভগবান, আমি আপনার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মর্মার্থ এরূপে বুঝেছি :

'জগতে কায়-বাক্য-মনে কোনো প্রকার পাপ না করা। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে অনর্থকারী দুঃখকে সেবন বা আলিঙ্গন না করা।'

নন্দন বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

নন্দন, আনন্দ, পুত্রসম নেই আর,
ক্ষত্রিয়, শব্দায়িত আলস্য ও দুষ্কর;
লজ্জা, কুটির মিলে নবম, সমৃদ্ধিসহ দশম।

৩. শেল বর্গ

১. শেল সূত্র

২১. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'শেলবিদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত মস্তকের ন্যায় ভিক্ষু কামরাগ প্রহীনের জন্য স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করবে।'

(ভগবান বললেন) 'শেলবিদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত মস্তকের ন্যায় ভিক্ষু সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ) প্রহীনের জন্য স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করবে।'

২. স্পর্শ সূত্র

২২. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'যে কর্মকে স্পর্শ করে না, তাকে

কর্মফল স্পর্শ করে না। কর্ম স্পর্শকারীকে কর্মফল স্পর্শ করবেই করবে। তদ্ধেতু অপ্রদুষ্ট বা ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি অন্যায় আচরণে দোষীকে দুষ্কর্মের বিপাক (ফল) স্পর্শ করে।'

(ভগবান বললেন) 'যে ব্যক্তি শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক বা নির্দোষ পুরুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, সেই মূর্খের কাছে পাপ বাতাসের প্রতিকূলে নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলির মতন নিজের শরীরে এসে পড়ে।'

৩. জটা সূত্র

২৩. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'অন্তরের জটা (তৃষ্ণা), বাইরের জটা; সেই জটাজালে আবদ্ধ সত্ত্বগণ। হে গৌতম, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—কে এই জটাজাল ছিন্ন করেন?'

(ভগবান বললেন) 'বীর্যবান, দক্ষ ও সপ্রাজ্ঞ ভিক্ষু শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, চিত্তকে ভাবনায় রত করে জ্ঞানের গভীরে নিমগ্ন হন। সেই শুদ্ধাত্ম ব্যক্তিই জটাজাল ছিন্ন করেন। যাদের রাগ, দ্বেষ, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বিদূরিত, সেই ক্ষীণাসব অর্হৎগণ জটাজাল ছিন্ন। যেখানে নাম-রূপ, প্রতিঘ (প্রতিসংজ্ঞাবশে সত্ত্বগণ কামভবে জন্ম গ্রহণ করে; তাই এখানে প্রতিঘ বলতে কামভবকে বুঝানো হয়েছে) ও রূপসংজ্ঞা (রূপভব) নামে উক্ত ত্রিভব নিঃশেষে ধ্বংস হয়, সে-ই নির্বাণ লাভে জটাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

৪. মনোনিবারণ সূত্র

২৪. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'যে যে বিষয় (সেটা পাপজনক হোক বা পুণ্যজনক হোক) হতে মনকে নিবৃত্ত করা হয়, সে সে বিষয় হতে দুঃখ উৎপন্ন হয় না। সব বিষয় হতে মনকে নিবৃত্ত করবে, তাতে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।'

(ভগবান বললেন) 'সব বিষয় হতে মনকে নিবৃত্ত করবে; তবে আত্মসংযত মনকে নিবৃত্ত করবে না। যে যে বিষয় হতে পাপ উৎপন্ন হয়, সে সে বিষয় হতে মনকে নিবৃত্ত করবে।'

৫. অর্হৎ সূত্র

২৫. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'যে ভিক্ষু অর্হৎ, কৃতি বা কর্তব্য সমাপ্তকারী, ক্ষীণাসব ও অন্তিম দেহধারী, তিনি কী 'আমি বলছি', 'আমাকে বলছে' এরূপ বলেন?'

(ভগবান বললেন) 'যে ভিক্ষু অর্হৎ, কর্তব্য সমাপ্তকারী, ক্ষীণাসব ও

অন্তিম দেহধারী, সে ভিক্ষুও 'আমি বলছি', 'আমাকে বলছে' বলে থাকেন। তবে সাধারণ প্রচলিত নিয়মে অভিজ্ঞ সেই ভিক্ষু জগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শুধু ভাষা প্রয়োগে 'আমি', 'আমার' শব্দ ব্যবহার করেন।'

(দেবতা বললেন) 'যে ভিক্ষু অর্হৎ, কৃতি বা কর্তব্য সমাপ্তকারী, ক্ষীণাসব ও অন্তিম দেহধারী, সেই ভিক্ষুও কী মান বা অহংকারে উপগত হয়ে 'আমি বলছি', 'আমাকে বলছে' এরূপ বলেন?'

(ভগবান বললেন) 'মান প্রহীনের (দরুন) কোনো গ্রন্থি নেই, সব মানগ্রন্থি বিনষ্টকারী, সেই মানাতীত, ধীসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ভিক্ষুও 'আমি বলছি' এসব বলে থাকেন। তবে সাধারণ প্রচলিত নিয়মে অভিজ্ঞ সেই ভিক্ষু জগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভাষা প্রয়োগে 'আমি', 'আমার' শব্দ ব্যবহার করেন।'

৬. উদ্ভাসিত সূত্র

২৬. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'জগতে কয়টি জ্যোতিষ্ক, যা দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হয়? তা ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসে কিভাবে আমি জানবো?'

(ভগবান বললেন) 'চারটি জ্যোতিষ্ক জগতে বিদ্যমান, পঞ্চম জ্যোতিষ্ক নেই। সূর্য দিনের বেলায় আলো প্রদান করে, চন্দ্র রাতে দীপ্তিমান হয়, অগ্নি দিনে ও রাতে সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত হয়। জ্যোতিষ্কদের মধ্যে সম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। তাঁর জ্ঞানরশ্মি অনুত্তর বা অতুলনীয়।'

৭. স্রোত সূত্র

২৭. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'কিরূপে সংসারস্রোত নিবৃত্ত হয়, কোথায় সংসারস্রোত প্রবাহিত হয় না, কোথায় নাম-রূপ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ বা নির্মূল হয়?'

(ভগবান বললেন) 'যে আপ (বা জল), মাটি, অগ্নি ও বাতাস দৃঢ়াবদ্ধ থাকে না, সহজ কথায় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, সেখানে (নির্বাণে) সংসারস্রোত নিবৃত্ত হয়, সংসারস্রোত প্রবাহিত হয় না এবং নামরূপ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়।'

৮. মহাধনী সূত্র

২৮. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'মহাধনী, ঐশ্বর্যশালী, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণ ভোগ বাসনায় অতৃপ্ত হয়ে একে অপরের ভোগৈশ্বর্যের

প্রতি প্রলোভিত দৃষ্টি পোষণ করেন। এভাবে তারা ভোগবাসনায় প্রলুব্ধ ও ভবস্রোত অনুসরণকারী হলে জগতে কে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছেন, আর জগতে বীতস্পৃহ ব্যক্তিই বা কে?'

(ভগবান বললেন) 'যাঁরা প্রিয় স্ত্রী-পুত্র, পশুসম্পদ ও গৃহ বিসর্জন দিয়ে প্রব্রজিত হয়ে রাগ, দ্বেষ, অজ্ঞানতা বিদূরিত করে ক্ষীণাসব অর্হৎ হয়েছেন, জগতে তাঁরাই একমাত্র বীতস্পৃহ ব্যক্তি।'

৯. চতুচক্র সূত্র

২৯. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'হে মহাবীর, চারি চক্রবিশিষ্ট (দাঁড়ান, গমন, শয়ন, উপবেশন এ চারি ঈর্যাপথই চারি চক্র), নব দ্বারযুক্ত, অশুচিপূর্ণ, লোভযুক্ত ও পঙ্কজাত তথা কদর্যপূর্ণ মাতৃকুক্ষিতে জাত দেহের যাত্রা বা শেষফল কী প্রকারে হবে?'

(ভগবান বললেন) 'অনুরাগ, ভোগবাসনার স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও পাপ ছিন্ন করে সমূলে তৃষ্ণা ধ্বংস করে দেহের শেষ ফল হবে।'

১০. এনিজঙ্ঘা সূত্র

৩০. শ্রাবস্তী নিদান। (দেবতা বললেন) 'এনি মৃগের মতো সুগঠিত জঙ্ঘাবিশিষ্ট, বীর্যবান, অল্পাহারী, অলোলুপ, কামে অনাসক্ত, একাচারী, অপ্রমত্ত সিংহ ও একচর নরনাগের সমীপে এসে জিজ্ঞেস করছি—কিরূপে (সংসার) দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়?'

(ভগবান বললেন) 'জগতে পঞ্চ কামগুণ এবং ষষ্ঠ মন বলে যে জ্ঞাপন করা হয়, তাতে আমোদ বা আসক্তি পরিত্যাগ করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।'

শেল বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

শেল, স্পর্শ, জটা আর মনোনিবারণ,
অর্হৎ, জ্যোতি, স্রোত ও মহাধনী;
চতুচক্র নবম, এনিমৃগসহ দশম।

৪. সদালাপ কায়িক বর্গ

১. সৎপুরুষ সূত্র

৩১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক

শ্রেষ্ঠীকর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন 'সদালাপ-কায়িক' নামক একদল দেবতা রাতের শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তাদের একজন ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে (বা ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে)। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শুভ বা পুণ্য হয়, কিছুতেই পাপ হয় না।'

অতঃপর অন্য দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা ছাড়া অন্যকিছু লাভ হয় না।'

অপর এক দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শোকের মধ্যেও শোক করে না বা শোক সংবরণ করা যায়।'

আরেক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে আত্মীয়স্বজনের মাঝে আলোকিত হওয়া যায়।'

অন্য এক দেবতা ভগবানের সমীপে বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে । তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সত্ত্বগণ সুগতি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।'

তাদের মধ্যে এক দেবতা এই গাথা ভগবানের সমীপে বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সত্ত্বগণ সুখ, শান্তিতে থাকেন।'

অবশেষে অন্য এক দেবতা ভগবানের সমীপে এরূপ বললেন, 'ভগবান, এদের মধ্যে কার বাক্য সুভাষিত?'

(এবার ভগবান উত্তরে বললেন) পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের বাক্য সুভাষিত। তবে আমার বাক্য শোনো—

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ হয়।'

ভগবান এরূপ বললেন। আর সে দেবতাগণ প্রীতমনে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে তথায় অদৃশ্য হলেন।

২. মাৎসর্য সূত্র

৩২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন 'সদালাপ-কায়িক' নামক একদল দেবতা রাতের শেষ প্রহরে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে এক দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'মাৎসর্য বা কৃপণতা ও প্রমাদের হেতুতে দান দেওয়া হয় না। পুণ্যকামী বিজ্ঞ ব্যক্তির দান দেওয়া উচিত।'

অপর দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'কৃপণ ব্যক্তি যে ভয়ে ভীত হয়ে দান দেয় না, দান না দেওয়ার সে ভয়ই তাকে হতভাগ্য করে। কৃপণ ব্যক্তি দান দিতে যে ক্ষুধা, পিপাসাকে ভয় করে, সে ক্ষুধা, পিপাসা ইহ-পরলোকে তাকেই স্পর্শ করে। তজ্জন্য কৃপণতা মল পরিত্যাগ করে উদার চিত্তে দান দেওয়া উচিত। পুণ্যকর্ম সত্ত্বগণকে পরলোকে সুখ লাভে সহায়তা করে।'

অতঃপর এক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন :

'দুর্গম গিরি-কান্তার পথে সহযাত্রীদের মাঝে স্বীয় খাদ্য বণ্টনের মতো যাঁরা নিজের সামান্য সম্পদ থেকেও দান করেন, তাঁরা অপুণ্যলাভী মৃতদের মধ্যে অমর হন। এটাই সনাতন বা চিরকালীন ধর্ম। এই জগতে কেউ নিজের সামান্য মাত্র সম্পদ থেকেও দান করেন, আর কেউ অনেক ধন-সম্পদ থাকার পরও দান করে না। তবে হ্যাঁ, সামান্য থেকে প্রদত্ত দান হাজার দান ফলের সাথে বিবেচিত হয়।'

অন্য দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'দুর্দেয় দানকারী ও দুষ্কর পুণ্যকর্মাদের আচরিত কর্ম অসৎপুরুষেরা সম্পাদন করে না। সৎ পুরুষগণের আচরিত ধর্ম পালন বা অনুসরণ করা সুকঠিন। তাই তো ইহলোক থেকেই সৎ ও অসৎ ব্যক্তিগণের আলাদা আলাদা গতি নির্ধারিত হয়। অসৎ ব্যক্তিরা (মরণের সঙ্গে সঙ্গে) নরকে গমন করে আর সৎ ব্যক্তিগণ সুগতি স্বর্গপরায়ণ হয়।'

অবশেষে আরেক দেবতা ভগবানের সমীপে এরূপ বললেন, 'ভগবান, এদের মধ্যে কার বাক্য সুভাষিত?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) পর্যায়ক্রমে এদের প্রত্যেকের বাক্য সুভাষিত। তবে আমার বাক্য শোনো—

‘যে ব্যক্তি কঠিন কষ্টে অর্থোপার্জনে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করেও ধর্মপথে চলে আর নিজের সামান্য থাকা সত্ত্বেও দান করে, হাজার লক্ষ দানকারীর দানও তাদৃশ দানের ষোলো ভাগের একভাগ হয় না।’

তাদের অন্য এক দেবতা ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন :

‘কী কারণে হাজার লক্ষ দানকারীর বিপুল মহাযজ্ঞ ধর্মপথে থেকে প্রদত্ত দানের ষোলো ভাগের একভাগ হয় না?’

(ভগবান এবার বললেন) ‘জগতে কেউ কেউ কায়-বাক্য-মনে অর্ধমপথে চলে অপর প্রাণীকে কেটে (অর্থাৎ প্রাণীর অঙ্গ ছেদন করে), হত্যা করে ও শোকগ্রস্ত করে দান দেয়। তাদের সেই অশ্রুসিক্ত, দণ্ডযুক্ত দানফল কিছুতেই ধার্মিকভাবে প্রদত্ত দানের সমান হয় না। এ কারণে হাজার লক্ষ দানকারীর সে মহাযজ্ঞ, ধর্মপথে থেকে প্রদত্ত দানের ষোলো ভাগের এক ভাগ হয় না।’

৩. সাধু সূত্র

৩৩. শ্রাবস্তী নিদান। একদা ‘সদালাপ-কায়িক’ নামক একদল দেবতা রাতের শেষভাগে পুরো জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। সে অবস্থায় একজন দেবতা ভগবানের কাছে এই ভাবপ্রবণ বাক্য প্রকাশ করলেন :

‘প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। কৃপণতা ও প্রমাদের কারণে দান দেওয়া হয় না। পুণ্যকামী বিজ্ঞ ব্যক্তির দান দেওয়া উচিত।’

অন্য এক দেবতা ভগবানের কাছে এই ভাবপ্রবণ বাক্য বললেন :

‘প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। সামান্য থাকলেও দান দেওয়া ভালো। জগতে কেউ কেউ নিজের সামান্য ধনসম্পদ থেকেও দান করেন আর কেউ কেউ বহু ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও দান দেয় না। সামান্য ধনসম্পদ থেকে প্রদত্ত দানের ফল হাজার দানের সমান হয়।’

আরেক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এই ভাবপ্রবণ বাক্য বললেন :

‘প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। সামান্য ধনসম্পদ থাকলেও দান দেওয়া উচিত। শ্রদ্ধাসহকারে দান দেওয়া উত্তম। যুদ্ধে যেমন অল্পসংখ্যক বীরযোদ্ধা বহুসংখ্যক ভীরু যোদ্ধাকে পরাজিত করে, তেমনি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি (শ্রদ্ধাসহকারে) সামান্য দান করেও তদ্বারা পরকালে সুখী হন।’

অতঃপর অন্য দেবতা ভগবানের সমীপে এই ভাবপ্রবণ বাক্য বললেন :

‘প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। সামান্য থাকলেও দান দেওয়া উচিত। শ্রদ্ধায়

প্রদত্ত দান উত্তম। তবে ধর্মদ্রষ্টা আর্যপুদ্গলকে দান দেওয়া শ্রেয়। যে ব্যক্তি দৃঢ়বীর্যের দ্বারা বা বহু কষ্টে অধিগত ভোগসম্পদ থেকে ধর্মদ্রষ্টা আর্যপুদ্গলকে দান করেন, তিনি ভয়ানক যমের বৈতরণী (যমলোকের দ্বারস্থ নদী) জয় করে দিব্যধামে উপনীত হন।'

অপর দেবতা ভগবানের সকাছে এই ভাবপ্রবণ বাক্য বললেন :

'প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। সামান্য থাকা সত্ত্বেও দান দেওয়া উচিত। শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত দান উত্তম। তবে ধর্মদ্রষ্টা আর্যপুদ্গলকে দান দেওয়া শ্রেষ্ঠ। (দান ও দানের উপযুক্ত পাত্র) বিবেচনা করে দেওয়া দানও শ্রেষ্ঠ হয়। এই বিবেচনা করে দেওয়া দান সুগত প্রশংসিত। এই জগতে যাঁরা দাক্ষিণ্যের উপযুক্ত, তাঁদেরকে দান দিলে উর্বর জমিতে বপিত বীজের মতো মহাফল লাভ হয়।'

অন্য একটি দেবতা ভগবানের কাছে এই ভাবপ্রবণ বাক্য বললেন :

'প্রভু, দান দেওয়া উত্তম। সামান্য থাকা সত্ত্বেও দান দেওয়া উচিত। শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দান উত্তম তবে ধর্মদ্রষ্টা আর্যপুদ্গলকে দেওয়া দান শ্রেষ্ঠ। বিবেচনা করে দেওয়া দানও শ্রেষ্ঠ। প্রাণীগণের প্রতি সংযত আচরণ বা দয়াশীল হওয়া উত্তম। যিনি প্রাণীর প্রতি অহিংসক ও পরনিন্দার ভয়ে পাপকর্ম সম্পাদন করেন না, সেই সাধু ব্যক্তি ভয়েই পাপ থেকে বিরত থাকেন। বিজ্ঞগণ তজ্জন্য সেই পাপভীরুকেই প্রশংসা করেন, পাপশূরকে নয়।'

অবশেষে আরেক দেবতা ভগবানের সমীপে এরূপ বললেন, 'ভগবান, এদের মধ্যে কার বাক্য সুভাষিত?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) এদের প্রত্যেকের বাক্য সুভাষিত। তবে আমার বাক্যও শোনো :

'শ্রদ্ধায় প্রদত্ত দান বহু প্রকারে প্রশংসিত। কিন্তু দান দেওয়া থেকে নির্বাণসম্ভূত ধর্মোপলব্ধি শ্রেয়। পূর্বে ও পূর্বতর কালে সাধু ব্যক্তিগণ নির্বাণই অধিগত হয়েছেন।'

৪. উপনীত না হওয়া সূত্র

৩৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন 'সদালাপ-কায়িক' নামক একদল দেবতা রাত্রির শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে

দাঁড়ালেন। তখন এক দেবতা ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'মনুষ্যলোকে যে কমনীয় (রূপ-শব্দাদি) বিষয়গুলো রয়েছে তাতে আবদ্ধ ও প্রমত্ত হয়ে লোকজন মৃত্যুর সীমা থেকে নির্বাণে উপনীত হতে পারে না। কিন্তু সেই কাম্য বিষয়গুলো নিত্য নয়।'

'পঞ্চস্কন্ধ তৃষ্ণাজাত, তাই তৃষ্ণা থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা ধ্বংস হলে পঞ্চস্কন্ধও নিঃশেষে ধ্বংস হয়; পঞ্চস্কন্ধ ধ্বংস হলে পুনর্জন্মজনিত দুঃখও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।'

'জগতে যে চিত্ত-আলম্বন (চিত্ত যে বিষয়কে অবলম্বন করে চিন্তা করে, অবস্থান করে) রয়েছে, সেগুলো কাম নয়; লোকের ক্লেশকামই কাম বলে অভিহিত। জগতে চিত্ত-আলম্বন সেভাবেই থাকুক না কেন, ধীর ব্যক্তিগণ সেই বিষয়ে তৃষ্ণা বা অনুরাগ ধ্বংস করেন।'

'ক্রোধ ও অহংকার পরিত্যাগ করবে, সকল সংযোজন অতিক্রম করবে। নাম-রূপে অনাসক্ত ও উদাসীন হলে দুঃখ অনুসরণ করে না বা দুঃখে পতিত হতে হয় না।'

'যিনি (ক্ষীণাসব হয়ে) প্রাকৃতজনের আখ্যা পরিত্যাগ করেছেন, মানাতীত হয়েছেন ও নাম-রূপের প্রতি তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, সেই গ্রন্থিহীন, দুঃখোত্তীর্ণ, নিস্পৃহ ব্যক্তির গতি ইহলোক-পরলোক তথা সমস্ত ভবে অন্বেষণ করেও দেব-মনুষ্যগণে জানতে পারে না।'

(আয়ুষ্মান মেঘরাজ বললেন) 'যদি এরূপ বিমুক্ত ব্যক্তিকে দেব-মনুষ্যগণ ইহলোকে ও পরলোকে খুঁজে পান না, তাহলে সেই জনহিতৈষী, নরোত্তমকে যারা প্রণাম করেন, তারাও প্রশংসার্হ।'

(এবার ভগবান বললেন) 'হে মেঘরাজ, যে ভিক্ষুগণ এরূপ বিমুক্ত পুরুষকে কায়, বাক্য দ্বারা তাঁর শিক্ষায় অনুগমন করে প্রণাম করেন, সেই ভিক্ষুগণ প্রশংসার্হ এবং তারা ধর্ম জ্ঞাত হয়ে সন্দেহ পরিত্যাগপূর্বক আসক্তি হতে বিমুক্ত হন।'

৫. ছিদ্রান্বেষণসংজ্ঞী সূত্র

৩৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তথায় 'ছিদ্রান্বেষণসংজ্ঞী' নামক একদল দেবতা রাত্রের শেষভাগে পুরো জেতবন দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত করে ভগবানের সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। অমনি এক দেবতা ভগবানকে এরূপ বললেন :

'যে ব্যক্তি অন্যের অধিকারভুক্ত দ্রব্য নিজের বলে দাবি করে আর চুরি করেও তা স্বীকার করে না, সেই ঠক ও ধূর্ত লোকের যাবতীয় ভোগসম্পদ চুরির দ্বারা লাভ হয়ে থাকে।'

'যা করবে তা বলবে। যা করবে না তা বলবে না। যারা বলার অনুসারে করে না, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাদেরকে মিথ্যুক বলে নিন্দা করেন।'

(এবার ভগবান বললেন) 'এই (ধর্মানুধর্ম) মার্গ এতোই কঠিন যে শুধুমাত্র বলার দ্বারা বা শুনার দ্বারা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এই মার্গ দ্বারা ধীর ও ধ্যানী ব্যক্তিগণ দুঃখ থেকে মুক্ত হন, মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনো নিজেকে শুধু বলা ও শুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁরা সংসারের গতিবিধি জ্ঞাত হয়ে প্রজ্ঞা দ্বারা সর্ব তৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন, দুরতিক্রম্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হন।'

তখন সেই দেবতাগণ মাটিতে অবতরণ করে ভগবানের পাদ বন্দনা করলেন। আর বলে উঠলেন—'ভন্তে, আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। আমরা মূর্খের মতো, জ্ঞানহীনের মতো ও অদক্ষ বা বেকুবের মতো ভগবানকে শিক্ষা দিতে চেয়েছি। ভন্তে, ভগবান আমাদের দোষ ক্ষমা করুন। ভবিষ্যতে এরূপ ভুল আর হবে না।'

অনন্তর ভগবান স্মিত হাসি হাসলেন। এবার সেই দেবতারা আকাশে উঠে গেলেন। এক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এসে এই গাথা বললেন :

'যে অপরাধ স্বীকারকারীকে ক্ষমা করে না, অন্তরে ক্রোধ ধারণ করে রাখে, সেই মহাক্রোধী ব্যক্তির বৈরিতা অবসান হয় না বরং বেড়েই চলে।'

'যদি দোষ বা অপরাধ কিছু না থাকে, (সংসারে) কেউই কোনো ভুল না করে এবং বৈরিতার অবসান না হয়, তাহলে কে জ্ঞানী হতে পারে?'

'মন্দ কার কাছেই থাকে না? কারই বা ভুল নেই? কে গাফিলতি করে বসে না? কোনো পণ্ডিত কী সবসময় স্মৃতিমান থাকেন?'

(এবার ভগবান বললেন) 'তথাগত বুদ্ধ সব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ বা দয়া প্রদর্শনকারী। তাঁর কোনো মন্দ নেই। তিনি কোনো ভুল করেন না এবং কখনো গাফিলতি করেন না। এই পণ্ডিত ব্যক্তি সব সময় স্মৃতিমান। যে অন্তরে ক্রোধ ধরে রাখে ও দ্বেষাভিভূত হয়ে অপরাধ স্বীকারকারীদের (অপরাধ) ক্ষমা করে, তার বৈরিতা অবসান হয় না। আমি সে বৈরিতা অভিনন্দন করি না, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি।'

৬. শ্রদ্ধা সূত্র

৩৬. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তথায় 'সদালাপ-কায়িক' নামক একদল দেবতা রাত্রের শেষ যামে সমস্ত জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। এবার তাদের মধ্য থেকে এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'শ্রদ্ধা লোকের (মনুষ্যত্ব, দেবত্ব এমনকি নির্বাণ লাভেও) সহায় হয়। যদি মনের মধ্যে অশ্রদ্ধা আশ্রিত না হয়, তাহলে তাঁর যশ, কীর্তি লাভ হয় এবং তিনি দেহত্যাগের পর স্বর্গে গমন করেন।'

আরেক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'ক্রোধ ও অহংকার পরিত্যাগ করা উচিত, সমস্ত সংযোজন অতিক্রম করা উচিত। নাম-রূপে অনাসক্ত ও উদাসীন (বা অননুরক্ত) হলে দুঃখ আক্রমণ করতে পারে না।'

'মূর্খ, অজ্ঞগণ প্রমাদে নিয়োজিত হয়। কিন্তু মেধাবী বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের মতন রক্ষা করেন। প্রমাদে অনুরক্ত হয়ে ভোগ বিলাসে মেতে উঠা উচিত নয়। অপ্রমাদ অনুশীলনকারী বিপুল সুখ (অর্হত্ত্ব সুখ) প্রাপ্ত হন।'

৭. সময় সূত্র

৩৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে কপিলবাস্তুর মহাঅরণ্যে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছেন। তখন দশ লোকধাতুর (বা দশ চক্রবালের) দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের দর্শন লাভের জন্য প্রায়ই সমবেত হন। একদা চারজন শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—'ভগবান পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে শাক্যরাজ্যে কপিলবাস্তুর মহাবনে অবস্থান করছেন। দশ চক্রবালের দেবতাগণ ভগবান ও সেই ভিক্ষুসংঘ দর্শন করতে প্রায়ই সেখানে সমবেত হন। চল, আমরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সমীপে প্রত্যেকে গাথা উচ্চারণ করি।'

বলবান ব্যক্তি যেমন (মুহূর্তেই) সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে, তেমনি সেই দেবতাগণও অল্পক্ষণের মধ্যেই শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন।

ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। এবার তাদের মধ্যে এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'এই বনভূমিতে মহাসম্মেলন, যেখানে দেবসংঘ সমাগত। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষুসংঘকে দেখার জন্য আমরাও এই ধর্ম সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি।'

আরেক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'এখানে ভিক্ষুগণ সমাহিত (ধ্যানস্থ) হয়েছেন, স্বীয় স্বীয় চিত্তকে বক্র (বা কপটী), কুটিল (মিথ্যা ও অসাধুতা) হতে সোজা, সরল করছেন। সারথি লাগাম গ্রহণ করে রথ পরিচালনা করার মতো জ্ঞানীগণ স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়গুলো রক্ষা বা সংযত করেন।'

অন্য এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'রাগ, দ্বেষ, মোহের খুঁটি ও বন্ধন ছেদন করে অবিদ্যার স্তম্ভ উন্মুলিত করে বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত, শুদ্ধ, নির্মল, চক্ষুষ্মান ও সুদান্ত ভিক্ষুগণ তরুণ নাগ বা হাতির মতো অকুতোভয় হয়ে বিচরণ করেন।'

অপর দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'যাঁরা বুদ্ধের শরণাগত হন, তাঁরা অপায়ে (নরকে) গমন করবেন না। মনুষ্যদেহ ত্যাগের পর তারা দেবলোক পরিপূর্ণ করবেন।'

৮. খণ্ড (টুকরা) সূত্র

৩৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে মদ্রকুক্ষি মৃগদাবে অবস্থান করছেন। তখন ভগবানের পদ প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে বিক্ষত হয়। এতে ভগবানের তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা অনুভূত হতে থাকে; তবুও তিনি তা স্মৃতিমান সম্প্রাজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করতে থাকেন। অন্যদিকে চার ভাঁজ পাতা সঙ্ঘাটিতে দক্ষিণপার্শ্ব ভর করে পায়ের ওপর পা রেখে সিংহশয্যায় শায়িত হন।

সে-সময় সাতশত 'সদালাপ-কায়িক' নামক দেবতা রাতের শেষ প্রহরে পুরো মদ্রকুক্ষি দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে এক দেবতা ভগবানের সম্মুখে এই আবেগপূর্ণ বাক্য বললেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই পুরুষ। পুরুষ বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রাজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

অন্য এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য ভাষণ

করলেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই পুরুষসিংহ। পুরুষসিংহ বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রাজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

আরেক দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য বললেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই মহাজ্ঞানী। মহাজ্ঞানী বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

অপর দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য ভাষণ করলেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রাজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

অনন্তর অন্য দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য বললেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই (সহ্য করতে) সামর্থ্যবান। সামর্থ্যবান বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রাজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

অন্য আরেকটি দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য ভাষণ করলেন, 'ওহে, শ্রমণ গৌতম একান্তই দান্ত। দান্ত বলেই তিনি তাঁর এই তীব্র, অসহ্য, কটু, দুর্বিষহ ও অপ্রীতিকর শারীরিক দুঃখবেদনা স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞ হয়ে নির্বিকারে সহ্য করছেন।'

পরের দেবতা ভগবানের সমীপে এই আবেগপূর্ণ বাক্য বললেন, 'দেখুন, আপনারা দেখুন সুভাবিত, সমাধিজ ও সুবিজ্ঞ চিত্ত (কী রকম)। (রাগ, দ্বেষাদির কবলে পড়লেও) তা অভিনত কিংবা অবনত হয় না; এমনকি সংস্কারবশেও গৃহীত ও বাধাগ্রস্ত হয় না। এরূপ পুরুষনাগ, পুরুষসিংহ, মহাজ্ঞানী, পুরুষোত্তম, সামর্থ্যবান ও দান্তকে যেজন ব্যথিত করতে চাই, সেটা তার দৃষ্টিহীনতা ও অজ্ঞানতা ছাড়া কিছুই নয়।'

'যাঁদের চিত্ত সম্যক বিমুক্ত নয় এবং যাঁরা হীনভাবাপন্ন, তাঁরা পঞ্চবেদজ্ঞ ও শতবর্ষ তপশ্চর্যাকারী ব্রাহ্মণ হলেও পরপারে উত্তীর্ণ নন তথা নির্বাণলাভী নন।'

'যাঁদের চিত্ত সম্যক বিমুক্ত নয় এবং যাঁরা হীনভাবাপন্ন, তাঁরা তৃষ্ণায় নিমগ্ন, শীলব্রত পরামর্শে আবদ্ধ ও হীন তপস্যাকারী। এরা শতবর্ষব্যাপী তপশ্চর্যাকারী হলেও পরপারে উত্তীর্ণ নন তথা নির্বাণলাভী নন।'

'এ জগতে অহংকারীর সংযম নেই। অসমাহিতের বা ধ্যানহীনের মৌন

বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি নেই। প্রমত্ত ব্যক্তি অরণ্যের নির্জনতায় একাকী অবস্থান করলেও মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে পরপারে উত্তীর্ণ বা নির্বাণলাভী হতে পারে না।'

'অপ্রমত্ত হয়ে একাকী অরণ্যে অবস্থান করে যিনি অহংকার পরিত্যাগপূর্বক সুসমাহিত, সুচিত্ত এবং সর্বথাবিমুক্ত তিনি মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে নির্বাণলাভী হন।'

৯. প্রথম পজ্জুন্নকন্যা সূত্র

৩৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছেন। তখন পজ্জুন্নকন্যা[১] কোকনদা রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত মহাবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পজ্জুন্নকন্যা কোকনদা ভগবানের সমীপে এই গাথায় বললেন :

'আমি পজ্জুন্নকন্যা কোকনদা, বৈশালীর মহাবনে অবস্থানরত সত্ত্বশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি। চক্ষুষ্মান বুদ্ধের উপলব্ধ ধর্ম সম্পর্কে আমার পূর্বে শোনা ছিল; এখন আমি মুনি সুগতের দেশনায় প্রত্যক্ষভাবে জানছি।'

'যে অজ্ঞজনেরা আর্যধর্মকে নিন্দা করে বেড়ায়, তারা ভয়ানক রৌরব নরকে উপগত হয়ে সুদীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করে থাকে।'

'যাঁরা আর্যধর্মে ক্ষান্তি ও উপশমে সন্নিবিষ্ট হন, তাঁরা মনুষ্যদেহ ত্যাগের পর দেবকায় লাভ করেন।'

১০. দ্বিতীয় পজ্জুন্নকন্যা সূত্র

৪০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছেন। তখন দেবতা পজ্জুন্নকন্যা কনিষ্ঠা কোকনদা রাতের শেষ যামে পুরো মহাবন দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন শেষে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর ভগবানের সম্মুখে এই গাথা উচ্চারণ করলেন :

'পজ্জুন্নের কন্যা বিদ্যুৎপ্রভ সদৃশ বর্ণের অধিকারিনী কোকনদা এখানে এসেছিলেন এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে নমস্কার করে অর্থপূর্ণ গাথাগুলো বলেছিলেন।'

---

[১]। চতুর্মহারাজিক দেবভূমির বৃষ্টি বর্ষণকারী রাজার নাম 'পজ্জুন্ন'; তার কন্যা। (অর্থকথা)

'এই ধর্ম সেরূপ যে তা বহুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। আমার মনে যতটুকু আয়ত্ত রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সারই বলবো।'

'জগতে কায়-বাক্য-মনে কোনো প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন করা উচিত নয়। কামনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিসম্প্রজ্ঞ হয়ে অনর্থবহ দুঃখভোগ থেকে বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয়।'

সদালাপ-কায়িক বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সৎপুরুষ, মাৎসর্য, সাধু, উপনীত না ও ছিদ্রান্বেষণ,
শ্রদ্ধা, সময়, খণ্ড সাথে দুই পজ্জুন্নকন্যা।

৫. প্রদীপ্ত বর্গ

১. প্রদীপ্ত সূত্র

৪১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন জনৈক দেবতা রাতের শেষ প্রহরে পুরো জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। অমনি ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমীপে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'গৃহ প্রজ্জ্বলিত হবার সময় বা গৃহদাহের সময় যে বস্তু সমুদয় (গৃহ হতে) বের করে নেয়া হয়, সেগুলো গৃহস্থের উপকারে আসে; কিন্তু যেগুলো পুড়ে যায় সেগুলো আর কোনো কাজে লাগে না। এভাবে জগৎ জরা-মৃত্যুর আগুনে প্রজ্জ্বলিত। এই জলন্ত সংসার থেকে (নিজ সম্পদ) দানের দ্বারা বের করে নেওয়া উচিত। দান দেওয়া বস্তুই উত্তমরূপে রক্ষিত থাকে।'

'প্রদত্ত দান সুখ ফলদায়ক হয়। দান না দেওয়া বস্তু তেমন সুখ ফলদায়ক হয় না। সেগুলো চোরেরা হরণ করে, রাজা বাজেয়াপ্ত করে, অগ্নি দগ্ধ করে, নানা কারণে বিনষ্ট হয় আর মৃত্যুকালে সে সম্পদ তো শরীরের সাথে ত্যাগ করতে হয়। এসব জ্ঞাত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি (জীবিত থাকতে) নিজেও ভোগ করে আর সাধুসন্তজনকেও দান দেয়। সাধ্যানুসারে দান করে আর নিজে ভোগ করে তিনি আনন্দের সাথে স্বর্গে উপনীত হন।'

২. কী দানকারী সূত্র

৪২. (দেবতা বললেন) 'কী দানকারী বলদাতা হন, কী দানকারী বর্ণদাতা

হন, কী দানকারী সুখদাতা হন, কী দানকারী চক্ষুদাতা হন এবং কিরূপে সর্বদাতা হওয়া যায়? আমার এই প্রশ্নের উত্তর বলুন।'

(ভগবান বললেন) 'অন্নদানে বলদাতা হন, বস্ত্র দানে বর্ণদাতা হন, যান দানে সুখদাতা হন এবং প্রদীপ দানে চক্ষুদাতা হন। যিনি ভাবনাকুটির দান করেন, তিনি সর্বদাতা হন। যিনি ধর্মানুশাসন বা ধর্মত উপদেশ ও শিক্ষা দেন, তিনি অমৃতদাতা হন।'

৩. অন্ন সূত্র

৪৩. (দেবতা বললেন) 'দেব-মনুষ্য সকলেই অন্ন তথা আহারকে সমাদর করেন। কোন প্রাণী আহারকে সমাদর করে না? যিনি শ্রদ্ধার সাথে প্রসন্ন চিত্তে অন্ন দান করেন, ইহ-পরলোকে সবায় তার গুণ-কীর্তন করে থাকে। তজ্জন্য কৃপণতা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে দান করা কর্তব্য। সত্ত্বগণকে পুণ্যগুলো পরলোকে (সুগতি স্বর্গে) প্রতিষ্ঠা করে।'

৪. একমূল সূত্র

৪৪. (দেবতা বললেন) '(তৃষ্ণা ও অজ্ঞানতা) একমূল বিশিষ্ট (শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টিরূপ), দুই আবর্তযুক্ত এবং (রাগ, দ্বেষ, মোহরূপ) ত্রিমল সম্পৃক্ত (অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক আয়তনরূপ), দ্বাদশ কারণবিশিষ্ট পুনর্জন্ম গ্রহণের চক্র ও অতল ভবসমুদ্র অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ সেতু অবলম্বনে ঋষি উত্তীর্ণ হয়েছেন।'

৫. অনোম সূত্র

৪৫. (দেবতা বললেন) 'উৎকৃষ্ট নামধারী, সূক্ষ্মার্থদর্শী প্রজ্ঞাদাতা, কামালয়ে অনাসক্ত, আর্যপথচারী সর্বজ্ঞ, সুপ্রাজ্ঞ মহর্ষিকে দর্শন করুন।'

৬. অপ্সরা সূত্র

৪৬. (দেবতা বললেন) 'অপ্সরাগণের (গীত-বাদ্যের) শব্দে মুখরিত ও পিশাচ আশ্রিত বন মুগ্ধকর। ভবিষ্যতের (অর্থাৎ সংসারের প্রতি মোহ ভঙ্গ করে নির্বাণের পানে) যাত্রা কিরূপ হবে?'

(ভগবান বললেন) 'সে পথ সোজা, সেদিক ভয়শূন্য। সে যাত্রাপথের রথ শব্দহীন তবে ধর্মচক্র-সংযুক্ত, পাপে ঘৃণা তার আলম্বন, স্মৃতি তার বেষ্টিত আবরণ, সম্যক দৃষ্টি তার (পুরাগামী) অশ্ব এবং ধর্মকে আমি সারথি বলি। যে নারী বা পুরুষ এতাদৃশ যানে আসীন, সে এই যান যোগে নির্বাণেরই নিকটে রয়েছেন।'

৭. বৃক্ষ রোপণ সূত্র

৪৭. (দেবতা বললেন) 'কাদের দিবা-রাত্রি পুণ্য বর্ধিত হয়? কারা ধর্মস্থ শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী হয়?'

(ভগবান বললেন) 'যাঁরা (জনসাধারণের হিতার্থে) ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেন, (চৈত্য, চঙ্ক্রমণস্থান, কুটির, গুহা, রাস্তা ও যেখানে লোকজন বিশ্রাম করেন, সেস্থান) ছায়াযুক্ত বৃক্ষ রোপণ করেন, সেতু নির্মাণ করেন এবং জলছত্র, জলাশয় ও পান্থনিবাস দান করেন, তাঁদের দিবা-রাত্রি সর্বদাই পুণ্য বর্ধিত হয়। আর যারা এরূপ পুণ্যকর্ম করে দশ কুশলধর্ম পূরণ করে ধর্মে স্থিত থাকেন, সেই ব্যক্তিগণ ধর্মস্থ শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী হন।'

৮. জেতবন সূত্র

৪৮. (দেবতা বললেন) 'ভিক্ষুসংঘ নিবেশিত ও ধর্মরাজ বুদ্ধ বাসকৃত—এই জেতবন আমার প্রীতিজনক। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম (সমাধি-সংযুক্ত ধর্ম) ও শীলময় জীবনই উত্তম। এসব দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়, গোত্র ও ধন দ্বারা নয়। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের হিত দর্শনে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে ধর্মাচরণ করা উচিত।'

'প্রজ্ঞা, শীল ও উপশান্তিতে সারিপুত্রই শ্রেষ্ঠ। যে ভিক্ষু নির্বাণের পারে উপনীত, তিনিও তাঁর অনুবর্তী।'

৯. মাৎসর্য সূত্র

৪৯. (দেবতা বললেন) 'এই জগতে যারা মাৎসর্যপরায়ণ, কৃপণ, তিরস্কারকারী এবং অন্য দাতাদের দানের অন্তরায়কারী, তাদের কিরূপ বিপাক হয়? তাদের পরকাল কিরূপ? তা ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। কিরূপে তা জানতে পারি?'

(ভগবান বললেন) 'এই জগতে যারা মৎসরী বা ঈর্ষাকারী, কৃপণ, তিরস্কারকারী ও দানের অন্তরায়কারী তারা নরক, তির্যকযোনি ও যমলোকে জন্ম গ্রহণ করে। যদি মনুষ্যকুলে জন্ম নেয়, তাহলে দরিদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে—যেখানে অন্নবস্ত্র, ভোগ-বিলাস কষ্টে লাভ হয়। সেই (হতভাগ্য) মূঢ়গণ পরের কাছে ভিক্ষা করে, তবুও তাদের লাভ হয় না। ইহজীবনে এরূপ পাপফল ভোগ করে আর পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।'

(দেবতা বললেন) 'এ তো এরূপে জানলাম। হে গৌতম, এবার অন্য প্রশ্ন করছি—যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করে বদান্য, অকৃপণ এবং বুদ্ধ-ধর্ম-

সংঘের প্রতি প্রসন্ন ও গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাদের পরিণতি কিরূপ? তাদের পরকালই বা কিরূপ?'

(ভগবান বললেন) 'যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে বদান্য, অকৃপণ এবং বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রসন্ন ও গভীর শ্রদ্ধাপরায়ণ, তারা স্বর্গে গমন করে স্বর্গকে উজ্জ্বল করে। আর যদি মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, তাহলে ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেয়, যেখানে সহজেই অন্ন-বস্ত্র, ভোগ-বিলাস লাভ হয়। পরনির্মিত বশবর্তী নামক দেবতাদের মতো তারা আনন্দ উপভোগ করেন। ইহলোকে এই সুফল আর পরকালে সুগতি লাভ হয়।'

১০. ঘটিকার (কুম্ভকার) সূত্র

৫০. (দেবতা বললেন) 'সাতজন ভিক্ষু দেহত্যাগের পর অবিহ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা ক্ষয় হয়ে সত্ত্বভূমি উত্তীর্ণ হন। কারা মর্ত্যের দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাস্রোত উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং কারা মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ[১] অতিক্রম করেছেন?'

(ভগবান বললেন) 'উপক, গলগণ্ড, পুক্কুসাতি, ভদ্দিয়, খণ্ডদেব, বাহুরগ্নি, পিঙ্গিয় এরা সকলেই মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ অতিক্রম করেছেন।'

'মারপাশমুক্ত যে ভিক্ষুদের সম্পর্কে তুমি নিপুণভাবে উক্তি করেছ, তারা কার ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন?'

(দেবতা বললেন) 'যাঁর ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তাঁরা ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন, তিনি ভগবান ছাড়া কেউই নন এবং তা আপনার শাসন ছাড়াও নয়। যেখানে (যে ধর্ম আচরণে) নাম-রূপ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেই ধর্ম ইহলোকে জ্ঞাত হয়ে তাঁরা ভববন্ধন ছিন্ন করেন।'

(ভগবান বললেন) 'তুমি তো বেশ দুজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য গম্ভীর বাক্য বলেছ, কার ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করেছ, বল তো দেখি?'

(দেবতা বললেন) 'পুরাকালে আমি বেহলিজ্ঞ গ্রামে কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক, পিতামাতার ভরণ-পোষণকারী, কামভোগ বিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার ছিলাম। সে-সময় আপনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। সেই আমি, এই সাতজন রাগ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা ক্ষয়কারী বিমুক্ত ভিক্ষুদের জানি।'

(ভগবান বললেন) হে ভাগ্যবান, তুমি যেভাবে বলেছ, তাই বটে। সে-

১। *দিব্যযোগ* বলতে রূপভব ও অরূপভবের প্রতি অনুরাগ।

সময় তুমিই ছিলে বেহলিঙ্ঘ গ্রামে কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক, পিতামাতার ভরণ-পোষণকারী ও কামভোগ বিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার। আরও ছিলে আমার প্রতিবেশী এবং বাল্যবন্ধু।)

'এভাবে ভাবিতাত্ম অন্তিম দেহধারী উভয় পুরানো বন্ধুর মিলন হয়।'

প্রদীপ্ত বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

প্রদীপ্ত, কী দানকারী, একমূল ও অনোম
অপ্সরা, বৃক্ষরোপণ, জেতবন, মাৎসর্য সাথে ঘটিকার।

৬. জরা বর্গ

১. জরা সূত্র

৫১. (দেবতা বললেন) 'কী জরাপ্রাপ্তি বা বৃদ্ধকাল পর্যন্ত শোভন হয়? কিসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম? নরগণের রত্ন কী? কী হরণ করা চোরের দুঃসাধ্য?'

(ভগবান বললেন) 'শীল বা চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা বৃদ্ধকাল পর্যন্ত শোভন হয়ে থাকে। অন্তরে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম। নরগণের রত্ন বা শ্রেষ্ঠধন হলো প্রজ্ঞা। পুণ্য হরণ করা চোরের পক্ষে দুঃসাধ্য।'

২. অজরাগ্রস্ত সূত্র

৫২. (দেবতা বললেন) 'অজরাগ্রস্তের শোভন কী? কিসে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম? নরগণের রত্ন কী? চোরের কী হরণ করা দুঃসাধ্য?'

(ভগবান বললেন) 'শীল পালন করা অজরাগ্রস্তের শোভন। চিত্তে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম। প্রজ্ঞাই হলো নরগণের রত্ন। পুণ্য হরণ করা চোরের পক্ষে দুঃসাধ্য।'

৩. মিত্র সূত্র

৫৩. (দেবতা বললেন) 'কে প্রবাসে (তথা ভ্রমণকালে) মিত্র? আর কে-ই বা স্বগৃহে মিত্র? কে প্রয়োজনকালে মিত্র? পরকালে মিত্র কে?'

(ভগবান বললেন) 'সহযাত্রী প্রবাসে মিত্র (বন্ধু)। মাতা স্বগৃহে মিত্র। সাহায্যকারীই হলো প্রয়োজনকালে মিত্র। নিজের কৃত পুণ্যসম্পদই হলো পরকালের মিত্র।'

৪. বস্তু সূত্র

৫৪. (দেবতা বললেন) ‘মানুষের বস্তু বা প্রতিষ্ঠা কী? কে পরম সখা? পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ কী অবলম্বনে জীবনধারণ করে?’

(ভগবান বললেন) ‘পুত্র মানুষের প্রতিষ্ঠা (বৃদ্ধকালে পুত্রের পরিচর্যার ওপর নির্ভর করতে হয় বলে)। স্ত্রী বা ভার্যা হলো পরম সখা। পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ বৃষ্টি অবলম্বনে জীবনধারণ করে।’

৫. প্রথম জন সূত্র

৫৫. (দেবতা বললেন) ‘কী কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে? তার কী বিধাবিত হয়? কে সংসার প্রাপ্ত হয়? তার মহাভয় কী?’

(ভগবান বললেন) ‘তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে। তার চিত্ত বিধাবিত হয় অর্থাৎ বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সত্ত্ব বা জীবই সংসার প্রাপ্ত হয়। দুঃখই তার মহাভয়।’

৬. দ্বিতীয় জন সূত্র

৫৬. (দেবতা বললেন) ‘কী কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে? তার কী বিধাবিত হয়? কে সংসার প্রাপ্ত হয়? কোথা হতে মুক্ত হয় না?’

(ভগবান বললেন) ‘তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে। তার চিত্ত বিধাবিত হয় অর্থাৎ বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সত্ত্ব তথা জীবই সংসার প্রাপ্ত হয়। দুঃখ হতে মুক্ত হয় না।’

৭. তৃতীয় জন সূত্র

৫৭. (দেবতা বললেন) ‘কী কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে? তার কী বিধাবিত হয়? কে সংসার প্রাপ্ত হয়? কী তার আশ্রয়?’

(ভগবান বললেন) ‘তৃষ্ণার কারণে সত্ত্বগণ জন্মধারণ করে। তার চিত্ত বিধাবিত হয় অর্থাৎ এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে ঘুরে বেড়ায়। সত্ত্ব বা জীবই সংসার প্রাপ্ত হয়। কর্মই তার আশ্রয়।’

৮. উন্মার্গ সূত্র

৫৮. (দেবতা বললেন) ‘কী উন্মার্গ বা কুপথ বলে বর্ণিত? দিবা-রাত্রি কিসের ক্ষয় হয়? ব্রহ্মচর্যের মল বা মালিন্য কী? বিনাজলে স্নান কী?’

(ভগবান বললেন) ‘রাগ কুপথ বলে বর্ণিত হয়। বয়স দিবা-রাত্রি ক্ষয় হয়ে থাকে। ব্রহ্মচর্যের মালিন্য হলো স্ত্রীলোক। মানবগণ স্ত্রীলোকে আসক্ত

হয়। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য বিনাজলে স্নান।’

৯. সহায় সূত্র

৫৯. (দেবতা বললেন) ‘ব্যক্তির সহায় কী? কে অনুশাসন করে? কী অনুরাগী হয়ে সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে?’

(ভগবান বললেন) ‘শ্রদ্ধাই হলো (সুগতি ও নির্বাণ যাত্রায়) ব্যক্তির সহায়। প্রজ্ঞায় তাকে অনুশাসন করে। নির্বাণানুরাগী ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।’

১০. কবি সূত্র

৬০. (দেবতা বললেন) ‘গাথার নিদান কী? এর ব্যঞ্জন বা প্রকাশন কী? গাথা কিসে আশ্রিত? গাথার আধারই বা কী?’

(ভগবান বললেন) ‘গাথার নিদান হলো ছন্দ। অক্ষরগুলো গাথার প্রকাশন। গাথাগুলো নামাশ্রিত। কবিই হলো গাথার আধার।’

জরা বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

জরা, অজরাগ্রস্ত, মিত্র, বস্তু ও তৃতীয় জন,
কুপথ, সহায় ও কবি দ্বারা বর্গ পূরণ।

৭. জড়িত বর্গ

১. নাম সূত্র

৬১. (দেবতা বললেন) ‘কী সমস্তকে জড়িত বা অভিভূত করে? কিসের চেয়ে অধিকতর নেই? সবাই কোন একটি বিষয়ের বশানুগত?’

(ভগবান বললেন) ‘নাম সমস্তকে জড়িত করে (অর্থাৎ নাম ছাড়া কিছুই নেই)। নাম থেকে অধিকতর নেই। সবাই নাম বলে উক্ত, এই একটি বিষয়ে বশানুগত।’

২. চিত্ত সূত্র

৬২. (দেবতা বললেন, ‘লোক বা প্রাণিজগৎ কীসের দ্বারা নীত হয়? কীসের দ্বারা আকর্ষিত হয়? সবায় কোন একটি ধর্মের বশানুগত?’

(ভগবান বললেন) ‘প্রাণিজগৎ চিত্তের দ্বারা নীত হয় এবং চিত্ত দ্বারা আকর্ষিত হয়। সবায় চিত্ত বলে উক্ত, এই একটি ধর্মের বশানুগত।’

৩. তৃষ্ণা সূত্র

৬৩. (দেবতা বললেন) 'প্রাণিজগৎ কিসের দ্বারা নীত হয়? কিসের দ্বারা আকর্ষিত হয়? সবাই কোন একটি ধর্মের বশানুগত?'

(ভগবান বললেন) 'প্রাণিজগৎ তৃষ্ণার দ্বারা নীত হয় এবং তৃষ্ণা দ্বারা আকর্ষিত হয়। সবাই চিত্ত বলে উক্ত, এই একটি ধর্মের বশানুগত।'

৪. সংযোজন সূত্র

৬৪. (দেবতা বললেন) 'প্রাণিজগতের সংযোজন কী? তার বিচারণ কী? কিসের পরিত্যাগই নির্বাণ বলা হয়?'

(ভগবান বললেন) 'আসক্তি হলো প্রাণিজগতের সংযোজন। বিতর্ক তার বিচারণ। তৃষ্ণার পরিত্যাগই নির্বাণ বলা হয়।'

৫. বন্ধন সূত্র

৬৫. (দেবতা বললেন) 'প্রাণিজগতের বন্ধন কী? তার বিচারণ কী? কিসের পরিত্যাগে সর্ব বন্ধন ছিন্ন হয়?'

(ভগবান বললেন) 'আসক্তি হলো প্রাণিজগতের সংযোজন। বিতর্ক হলো তার বিচারণ। তৃষ্ণা পরিত্যাগে তার সর্ব বন্ধন ছিন্ন হয়।'

৬. অর্হৎ সূত্র

৬৬. (দেবতা বললেন) 'প্রাণিজগৎ কিসের দ্বারা উৎপীড়িত? কিসের দ্বারা পরিবৃত? কোনো শল্য দ্বারা বিদ্ধ এবং কী সর্বদা ধূমায়িত হয়?'

(ভগবান বললেন) 'মৃত্যু দ্বারা প্রাণিজগৎ উৎপীড়িত, জরা দ্বারা পরিবৃত, তৃষ্ণাশল্য দ্বারা বিদ্ধ এবং ইচ্ছা সর্বদা ধূমায়িত হয়।'

৭. প্রলোভিত সূত্র

৬৭. (দেবতা বললেন) 'জগৎ কিসে প্রলোভিত? কিসের দ্বারা পরিবৃত? কিসের দ্বারা আচ্ছাদিত? কিসে প্রতিষ্ঠিত?'

(ভগবান বললেন) 'জগৎ তৃষ্ণায় প্রলোভিত, জরা দ্বারা পরিবৃত, মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত আর দুঃখে প্রতিষ্ঠিত।'

৮. আচ্ছাদিত সূত্র

৬৮. (দেবতা বললেন) 'জগৎ কিসে আচ্ছাদিত? কিসে প্রতিষ্ঠিত? কিসে প্রলোভিত? কিসের দ্বারা পরিবৃত?'

(ভগবান বললেন) ‘জগৎ মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত, দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, তৃষ্ণায় প্রলোভিত এবং জরা দ্বারা পরিবৃত।’

৯. ইচ্ছা সূত্র

৬৯. (দেবতা বললেন) ‘জগৎ কিসের দ্বারা বদ্ধ (বা আবদ্ধ)? কিসের বিনষ্টে (বা ধ্বংসে) মুক্ত হয়? কিসের পরিত্যাগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়?’

(ভগবান বললেন) ‘জগৎ ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ, ইচ্ছা ধ্বংস সাধনে মুক্ত হয়, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয় ইচ্ছা পরিত্যাগে।’

১০. লোক বা জগৎ সূত্র

৭০. (দেবতা বললেন) ‘কী হতে লোক উৎপন্ন হয়? কিসে লোক মমতাযুক্ত হয়? কী অবলম্বন করে লোক প্রবর্তিত হয়? কিসে লোক নিপীড়িত হয়?’

(ভগবান বললেন) ‘ষড় আয়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন) উৎপন্ন হলে লোক উৎপন্ন হয়। ষড় আয়তনে লোক মমতাযুক্ত হয়। ষড় আয়তন অবলম্বন করে লোক প্রবর্তিত হয়। এই ষড় আয়তনেই লোক নিপীড়িত হয়।’

জড়িত বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

নাম, চিত্ত, তৃষ্ণা, সংযোজন ও বন্ধন,
অর্হৎ, প্রলোভিত, আচ্ছাদিত, ইচ্ছা, লোক মিলে দশম।

৮. ছেদন বর্গ

১. ছেদন সূত্র

৭১. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে সে দেবতা ভগবানকে এই গাথা বললেন :

‘হে গৌতম, কী ছেদন বা বিনষ্ট করে (মনে) সুখ থাকে? কী ছেদনে শোক করে না? কোন এক বিষয়ের বধ আপনি পছন্দ করেন?’

(ভগবান বললেন) ‘হে দেবতে, ক্রোধ বিনষ্ট করে মনে সুখ থাকে; ক্রোধ বিনষ্টে শোক করে না (বা শোক হয় না); বিষমূল মধুরাগ্র ক্রোধের বিনাশ আর্যগণ প্রশংসা করেন, তা বিনষ্ট করে শোকাতীত হন।’

২. রথ সূত্র

৭২. (দেবতা বললেন) 'রথের নিদর্শন কী? অগ্নির নিদর্শন কী? রাষ্ট্রের নিদর্শন কী? স্ত্রীর নিদর্শন কী?'

(ভগবান বললেন) 'ধ্বজাই হলো রথের নিদর্শন। অগ্নির নিদর্শন হলো ধূম্র। রাজা হলো রাষ্ট্রের নিদর্শন। স্ত্রীলোকের নিদর্শন হলো পতি।'

৩. বিত্ত সূত্র

৭৩. (দেবতা বললেন) 'পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত কী? কী আচরণ সুখবহ হয়? রসের মধ্যে সুস্বাদুতর রস কী? কিরূপ জীবনকে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়?'

(ভগবান বললেন) 'শ্রদ্ধা পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত। ধর্মাচরণই সুখবহ হয়। রসের মধ্যে সুস্বাদুতর রস হলো সত্য। প্রজ্ঞাজীবী জীবনই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত।'

৪. বৃষ্টি সূত্র

৭৪. (দেবতা বললেন) 'উত্থানে (বা উৎপত্তিতে) কী উত্তম? কী নিপতনে উত্তম? গতিশীলের মধ্যে কী উত্তম? আর প্রবক্তাদের মধ্যে কী উত্তম?'

(ভগবান বললেন, 'উত্থান বা উৎপত্তিতে উত্তম হলো ধান্যবীজ। নিপতনে উত্তম হলো বৃষ্টি। গরু হলো গতিশীল বা পদ দ্বারা বিচরণকারীদের মধ্যে উত্তম। প্রবক্তাদের মধ্যে উত্তম হলো পুত্র।'

'আবার, উত্থানে লোকোত্তর জ্ঞানই উত্তম। নিপতনে উত্তম হলো অবিদ্যা। গতিশীলদের মধ্যে উত্তম হলো অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ। প্রবক্তাদের মধ্যে উত্তম হলো ভগবান বুদ্ধ।'

৫. ভীত সূত্র

৭৫. (দেবতা বললেন) 'নানাভাবে পথ (সম্বন্ধে) বলা হয়েছে, তবুও জনতা ভীত কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম, কিসে প্রতিষ্টিত হলে মানুষ পরলোককে ভয় করে না? তা জিজ্ঞেস করছি?'

(ভগবান বললেন) 'কায়-বাক্য-মনকে সম্যকভাবে সংকল্পিত করে পাপকর্ম থেকে বিরত হওত শ্রদ্ধা, কোমল-দয়াশীলতা, বদান্য ও দানীয় উপকরণসম্পন্ন গৃহস্ত (দান, শীল, শ্রদ্ধা এবং অহিংসা) এই চার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বা অধিষ্ঠিত হয়ে (মানুষ) পরলোককে ভয় করেন না।'

৬. জীর্ণ হয় না সূত্র

৭৬. (দেবতা বললেন) 'কী জীর্ণ হয়? কী জীর্ণ হয় না? কী কুমার্গ বলে কথিত হয়? ধর্মপথের পরিপন্থী কী? দিন-রাত কিসের ক্ষয় হয়? ব্রহ্মচর্যের মল কী? বিনাজলে স্নান কী? জগতে কয়টি ছিদ্র, যাতে চিত্ত স্থিত হয় না? এগুলো ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কিভাবে জানতে পারি?'

(ভগবান বললেন) 'সত্ত্বগণের রূপ বা ভৌতিক দেহ জীর্ণ (জরাগ্রস্ত) হয়। নাম-গোত্র জীর্ণ হয় না । রাগ বা আসক্তি কুমার্গ বলে কথিত হয়। লোভ ধর্মপথের পরিপন্থী। বয়স দিন-রাত ক্ষয় হয়। নারী হলো ব্রহ্মচর্যের মল। তপস্য ও ব্রহ্মচর্য হলো বিনাজলে স্নান। জগতে ছয়টি ছিদ্র, যাতে চিত্ত স্থিত হয় না। আলস্য, প্রমাদ, উদ্যমহীনতা, অসংযম, নিদ্রালুপতা ও তন্দ্রালুপতা এই ছিদ্রগুলো সর্বতোভাবে বর্জন করবে।'

৭. ঐশ্বর্য সূত্র

৭৭. (দেবতা বললেন) 'জগতে ঐশ্বর্য কী? উত্তম সম্পদ কী? শাস্ত্রের মল কী? জগতে বিনাশকারী কে? কে (চোরকে) বারণ করে? কোন গ্রহণকারী প্রিয়? কোন পুনরাগমনকারীকে পণ্ডিতেরা অভিনন্দন করেন?'

(ভগবান বললেন) 'আদেশ প্রবর্তন হলো জগতে ঐশ্বর্য। নারী হলো উত্তম সম্পদ (যেহেতু সব বোধিসত্ত্ব ও চক্রবর্তী রাজা মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করেন)। ক্রোধ হলো শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের মল। চোর হলো জগতে বিনাশকারী । গ্রহীতা চোরকে বারণ করে। গ্রহীতাদের মধ্যে ভিক্ষু প্রিয়। পুনঃপুন আগমনকারী ভিক্ষুকে পণ্ডিতেরা অভিনন্দন করেন।'

৮. কাম সূত্র

৭৮. (দেবতা বললেন) 'অর্থকামী (হিতার্থী) কী বিসর্জন দেয় না? মানুষ কী পরিত্যাগ করে না? কল্যাণবাক্য কী হৃদয়ে ধারণ করা উচিত? মন্দ কী হৃদয়ে ধারণ করা উচিত নয়?'

(ভগবান বললেন) 'হিতার্থী নিজেকে (স্বীয় আত্মসম্মানবোধ) বিসর্জন দেয় না। মানুষ নিজকে পরিত্যাগ করে না। হ্যাঁ, কল্যাণবাক্য হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। না, মন্দ বা মন্দবাক্য হৃদয়ে ধারণ করা উচিত নয়।'

৯. পাথেয় সূত্র

৭৯. (দেবতা বললেন) 'কে পাথেয় উপার্জন করে? ভোগসম্পদের উৎস কী? কে মানুষকে আকর্ষণ করে? জগতে কী ত্যাগ করা কঠিন? পাশবদ্ধ

শকুনের মতো জনতা কিসে আবদ্ধ?'

(ভগবান বললেন) 'শ্রদ্ধা পাথেয় (পথের বা মৃত্যুপথের সম্বল) উপার্জন করে। সৌভাগ্য হলো ভোগসম্পদের উৎস। লোভ মানুষকে (পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করতে) আকর্ষণ বা আকর্ষিত করে। জগতে লোভ ত্যাগ করা সুকঠিন। জনতা পাশবদ্ধ হয়ে শকুনের মতো লোভ দ্বারা আবদ্ধ।'

১০. প্রদ্যোত সূত্র

৮০. (দেবতা বললেন) 'জগতে প্রদ্যোত বা দীপ্তি কী? কে জগতে জাগ্রত? জীবন-ধারণের কর্মে সহায় কে? তার জীবিকাবৃত্তি কী? পুত্রকে মাতার পালনের ন্যায় কোনো অলস অনলসকে পালন করে? পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ কাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে?'

(ভগবান বললেন) 'প্রজ্ঞা হলো জগতে দীপ্তি। স্মৃতিই জগতে জাগ্রত বা জাগরণ। কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবন-ধারণে কর্মে সহায় হলো গরু, তার জীবিকাবৃত্তি হলো লাঙ্গল। পুত্রকে মাতার পালনের ন্যায় বৃষ্টি অলস অনলসকে পালন করে। পৃথিবীস্থ প্রাণীগণ বৃষ্টিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে।'

১১. নির্মল সূত্র

৮১. (দেবতা বললেন) 'এই জগতে নির্মল (বা ক্লেশহীন) কে? কাদের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয় না? কাঁরা ইচ্ছা বা লোভকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন? কাঁরা সর্বদা স্বাধীন? ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত কাকে মাতাপিতা ও ভ্রাতাগণ প্রণাম করেন? নিম্নবর্ণের কোন লোককে ক্ষত্রিয়গণ অভিবাদন করেন?'

(ভগবান বললেন) 'এই জগতে ক্ষীণাসব শ্রমণগণ হলো নির্মল বা ক্লেশহীন। আর্যমার্গে অধিষ্ঠিত শ্রমণদের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয় না। কল্যাণপৃথগ্‌জন শ্রমণগণ লোভকে পরিজ্ঞাত হয়েছেন। অর্হত্ত্বলাভী শ্রমণগণ সর্বদা স্বাধীন। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমণকে মাতাপিতা ও ভ্রাতাগণ প্রণাম করেন। নিম্নবর্ণ হতে প্রব্রজিত শ্রমণকে ক্ষত্রিয়গণ অভিবাদন করেন।'

ছেদন বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ছেদন, রথ, বিত্ত, বৃষ্টি, ভীত অজীর্ণ,
ঐশ্বর্য, কাম, পাথেয়, প্রদ্যোত ও নির্মল।

দেবতা-সংযুক্ত সমাপ্ত।

২. দেবপুত্র-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. প্রথম কাশ্যপ সূত্র

৮২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন কাশ্যপ দেবপুত্র রাতের শেষ প্রহরে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। অমনি সে দেবপুত্র কাশ্যপ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভগবান ভিক্ষু প্রকাশ (উদ্ভাবন) করেছেন বটে, কিন্তু ভিক্ষুদেরকে অনুশাসন করেননি।' ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, তাহলে তোমার অভিপ্রায় প্রতিভাত হোক।'

(এবার কাশ্যপ বললেন) 'সুভাবিত বাক্য ও শ্রমণচর্যায় শিক্ষিত হবে। নির্জনস্থানে ধ্যানাসনে বসে চিত্তোপশম নামক অষ্টসমাপত্তি আয়ত্ত করবে।'

কাশ্যপ দেবপুত্র এরূপ বললেন। ভগবান তা অনুমোদন করলেন। তখন দেবপুত্র কাশ্যপ 'শাস্তা আমার কথা অনুমোদন করেছেন' বলে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে তথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

২. দ্বিতীয় কাশ্যপ সূত্র

৮৩. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে সেই কাশ্যপ দেবপুত্র ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন :

'যদি হৃদয়ানুপ্রাপ্তি কথিত অর্হত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে উদয়-ব্যয় সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে জগতের প্রতি অনাসক্ত ভিক্ষু ধ্যানপরায়ণ, বিমুক্ত চিত্ত হবেন।'

৩. মাঘ সূত্র

৮৪. শ্রাবস্তী নিদান। তখন দেবপুত্র মাঘ রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন বিহারকে দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একপার্শ্বে দাঁড়ানো দেবপুত্র মাঘ ভগবানকে এই গাথা বললেন :

'হে গৌতম, কী বিনষ্ট করলে সুখ থাকে এবং শোক করে না (বা করতে হয় না)? কোন এক ধর্ম বা বিষয়ের বিনাশ আপনি পছন্দ করেন?'

ভগবান বললেন, 'হে দেবতে, ক্রোধ বিনষ্ট করলে সুখ থাকে এবং শোক করতে হয় না। বিষমূল মধুরাগ্র ক্রোধের বিনাশ আর্যগণ প্রশংসা করেন। তা বিনষ্ট করে শোকাতীত হন।'

৪. মাগধ সূত্র

৮৫. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে দেবপুত্র মাগধ ভগবানকে এ গাথা বললেন :

'জগতে কয়টি জ্যোতিষ্ক, যেগুলো দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হয়? ভগবানকে তা জিজ্ঞেস করতে এসেছি—কিরূপে জানতে পারি?'

(ভগবান বললেন) 'জগতে চারটি জ্যোতিষ্ক, পঞ্চম আর কোনো জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান নেই। দিনের বেলায় সূর্য কিরণ প্রদান করে, রাতে চন্দ্র আলোকিত হয় আর অগ্নি দিবারাত্রি এখানে-সেখানে প্রজ্জ্বলিত হয়। জ্যোতিষ্কদের মধ্যে সম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। তাঁর আভা বা জ্ঞানরশ্মি অনুত্তর।'

৫. দামলি সূত্র

৮৬. শ্রাবস্তী নিদান। তখন দেবপুত্র দামলি রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন বিহারকে দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। একপার্শ্বে দাঁড়ানো দামালি ভগবানকে এরূপ বললেন :

'নির্মল ও শুদ্ধাত্ম ব্রাহ্মণের করণীয় তথা তপস্যা করা উচিত। তা দ্বারা তিনি কামনা ত্যাগ করে ভব বা জন্ম-জন্মান্তর চান না।'

(ভগবান বললেন) 'হে দামলি, ব্রাহ্মণ বা শুদ্ধাত্ম লোকের কোনো করণীয় নেই, যেহেতু সে কৃতকৃত্য। যতক্ষণ লোক নদীতে ঠাঁই পায় না, ততক্ষণ সে সর্বশরীর দিয়ে ঠাঁই পেতে চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ঠাঁই পেয়ে স্থলে দাঁড়িয়ে গেলে, নদী পারগত ব্যক্তিকে আর কোনো প্রকার চেষ্টা করতে হয় না।'

'হে দামলি, ক্ষীণাসব, পূর্ণজ্ঞানী, ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও একই উপমা প্রযোজ্য। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত, নির্বাণ পারে পৌঁছেন, তাঁকে আর কোনো চেষ্টা করতে হয় না।'

৬. কামদ সূত্র

৮৭. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র কামদ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভগবান (দশ বছর... ষাট বছর একান্ত পরিশুদ্ধ শ্রামণধর্ম পালন করা) দুষ্কর! দুষ্কর।'

(ভগবান বললেন) ‘হে কামদ, শীলবান ও সমাহিত স্থিতাত্ম শৈক্ষ্যগণ দুষ্কর সাধন করেন। গৃহহীন প্রব্রজিতের যথালাভে তুষ্টি সুখবহ হয়।’

(কামদ বললেন) ‘ভগবান, এরূপ তুষ্টি তো দুর্লভ।’

(ভগবান বললেন) ‘হে কামদ, যাদের মন দিন-রাত ভাবনারত, সে চিত্তোপশমে নিরত সাধকগণ দুর্লভকে লাভ করে।’

(কামদ বললেন) ‘ভগবান, এরূপে চিত্তকে সমাহিত করা দুষ্কর।’

(ভগবান বললেন) ‘হে কামদ, যে চিত্তকে সমাহিত করা দুষ্কর, ইন্দ্রিয় উপশমরত সাধকগণ সেই চিত্তকে সমাহিত করেন। আর্যগণ মারের জাল ছিন্ন করে নির্বাণে গমন করেন।’

(কামদ বললেন) ‘ভগবান, সেই নির্বাণের পথ দুরূহ ও দুর্গম।’

(ভগবান বললেন) ‘হে কামদ, আর্যগণ দুরূহ, দুর্গম পথেও নির্বাণ গমন করেন। তবে অনার্যগণ কুপথ অবলম্বনে অধঃশিরে অধঃপতিত হয়। আর্যগণের মার্গ সমই হয়। কারণ তাঁরা অসম জগতেও সমভাবে বিচরণ করেন।’

৭. পঞ্চালচণ্ড সূত্র

৮৮. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পঞ্চালচণ্ড দেবপুত্র ভগবানকে এই গাথা বললেন :

‘ক্লেশাতীত পরিত্যাগে দক্ষ মুনি, মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ যে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তাতে তিনি নীবরণ-বাধার সংকটেও অবকাশ করেছিলেন।’

(ভগবান বললেন) ‘হে পঞ্চালচণ্ড, যারা নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য স্মৃতিসমন্বিত হয়েছেন, তাঁরা সম্যকভাবে সুসমাহিত হয়ে নীবরণ-বাধার সংকটেও ধর্ম অধিগত হন।’

৮. তায়ন সূত্র

৮৯. শ্রাবস্তী নিদান। তখন তীর্থঙ্কর তায়ন দেবপুত্র রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় দেবপুত্র তায়ন ভগবানকে এই গাথায় বললেন :

‘হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম তথা বীর্যের সাথে তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন করো, কাম (ক্লেশ কাম ও বৈষয়িক কাম) অপনোদন করো। কাম তথা কামনা-বাসনা পরিত্যাগ না করে মুনি নিবৃত্তিসুখ প্রাপ্ত হয় না।’

‘যদি করতে হয়, দৃঢ় পরাক্রমের সাথে করবে। শিথিলভাবে আচরিত প্রব্রজ্যা (বা সন্ন্যাস জীবন) অধিকতর ক্লেশরজ পূর্ণ হয় বা অপবিত্র ও কলঙ্কিত হয়ে থাকে।’

‘দুষ্কার্য তথা পাপকর্ম না করাই শ্রেয়। দুষ্কার্য পরে দুঃখ-মনস্তাপে তপ্ত করে। সুকার্য তথা পুণ্যকর্ম করাই শ্রেয়, যা করলে তপ্ত-অনুতপ্ত হতে হয় না।’

‘দুর্গৃহীত কুশতৃণ (ভুলভাবে গৃহীত কুশতৃণ) যেমন হাত কেটে ফেলে, তেমনি দুরাচরিত শ্রামণ্যজীবন নিরয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যে-কোনো শিথিল কর্ম, কালিমাযুক্ত বা পাপে লিপ্ত ব্রত এবং সংশয়যুক্ত ব্রহ্মচর্য তা কখনো মহাফলদায়ক হয় না।’

দেবপুত্র তায়ন এসব একটানা বললেন। এরপর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাত শেষে ভগবান ভিক্ষুদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এই রাতে সমস্ত জেতবনকে দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত করে ভূতপূর্ব তীর্থঙ্কর দেবপুত্র তায়ন আমার কাছে উপস্থিত হন। আমাকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে এই গাথাগুলো বলেন :

‘হে ব্রাহ্মণ, পরাক্রম তথা বীর্যের সাথে তৃষ্ণাস্রোত ছিন্ন করো, কাম (ক্লেশকাম ও বৈষয়িক কাম) অপনোদন করো। কাম তথা কামনা-বাসনা পরিত্যাগ না করে মুনি নিবৃত্তিসুখ প্রাপ্ত হয় না।’

‘যদি করতে হয়, দৃঢ় পরাক্রমের সাথে করবে। শিথিলভাবে আচরিত প্রব্রজ্যা (বা সন্ন্যাস জীবন) অধিকতর ক্লেশরজ পূর্ণ হয় বা অপবিত্র ও কলঙ্কিত হয়ে থাকে।’

‘দুষ্কার্য তথা পাপকর্ম না করাই শ্রেয়। দুষ্কার্য পরে দুঃখ-মনস্তাপে তপ্ত করে। সুকার্য তথা পুণ্যকর্ম করাই শ্রেয়, যা করলে তপ্ত-অনুতপ্ত হতে হয় না।’

‘দুর্গৃহীত কুশতৃণ (ভুলভাবে গৃহীত কুশতৃণ) যেমন হাত কেটে ফেলে, তেমনি দুরাচরিত শ্রামণ্যজীবন নিরয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়।’

‘যে-কোনো শিথিল কর্ম, কালিমাযুক্ত বা পাপে লিপ্তব্রত এবং সংশয়যুক্ত ব্রহ্মচর্য তা কখনো মহাফলদায়ক হয় না।’

দেবপুত্র তায়ন এসব একটানা বলে আমাকে শ্রদ্ধাভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হে ভিক্ষুগণ, তায়নের এই গাথাগুলো গ্রহণ করো, শিক্ষা বা আয়ত্ত করো, হৃদয়ে ধারণ করো। ভিক্ষুগণ, তায়নের

এই গাথাগুলো অর্থপূর্ণ এবং আদি ব্রহ্মচর্যের নিয়মধারা (তথা আদি ব্রহ্মচর্যের মহিমাযুক্ত)।

৯. চন্দ্র সূত্র

৯০. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় চন্দ্রিমা দেবপুত্র অসুরেন্দ্র রাহু কর্তৃক ধৃত হয় (বা রাহুগ্রস্ত হয়)। তখন দেবপুত্র চন্দ্রিমা ভগবানকে স্মরণ করে এই গাথা বললেন :

'হে মহাবীর বুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। আপনি তো সমস্ত কিছু বিমুক্ত। আমি মহাবিপদগ্রস্ত হয়েছি। তজ্জন্য আপনি আমার আশ্রয় হোন।'

তখন ভগবান দেবপুত্র চন্দ্রিমার জন্য অসুরেন্দ্র রাহুকে এই গাথা বললেন :

'চন্দ্রিমা অর্হৎ তথাগতের শরণাগত। রাহু, তুমি চন্দ্রিমাকে ছেড়ে দাও। বুদ্ধগণ সকলের প্রতি অনুকম্পাকারী।'

এবার অসুরেন্দ্র রাহু দেবপুত্র চন্দ্রিমাকে ছেড়ে দিয়ে ভীত হয়ে বেপচিত্তি অসুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভয়-বিহ্বলে উদ্বিগ্ন অবস্থায় একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একান্তে দাঁড়িয়ে অসুরেন্দ্র রাহু অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে গাথায় এরূপ বললেন :

'তুমি কেন ভীত হয়ে চন্দ্রিমাকে ছেড়ে দিয়েছ? সংবেগপূর্ণ হয়ে এসে কেনই-বা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

(উত্তরে রাহু বললেন) 'বুদ্ধের আজ্ঞা পেয়ে আমি চন্দ্রিমাকে ছেড়ে দিয়েছি। তা না হলে আমার মাথা সাতভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো এবং আমি জীবনে আর সুখ কখনো পেতাম না।'

১০. সূর্য সূত্র

৯১. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় সূর্য দেবপুত্র অসুরেন্দ্র রাহু কর্তৃক ধৃত হয় (বা রাহুগ্রস্ত হয়)। তখন দেবপুত্র সূর্য ভগবানকে স্মরণ করে এই গাথা বললেন :

'হে মহাবীর বুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার। আপনি তো সমস্ত কিছু বিমুক্ত। আমি মহাবিপদগ্রস্ত হয়েছি। তজ্জন্য আপনি আমার আশ্রয় হোন।'

তখন ভগবান দেবপুত্র সূর্যের জন্য অসুরেন্দ্র রাহুকে এই গাথাগুলো বললেন :

'সূর্য অর্হৎ তথাগতের শরণাগত। রাহু, তুমি সূর্যকে ছেড়ে দাও। বুদ্ধগণ

সকলের প্রতি অনুকম্পাকারী।'

'যিনি অন্ধকারে[১] আলোক প্রদানকারী, কিরণ বিকাশকারী, গোলাকার উগ্রতেজ। রাহু, আকাশে বিচরণকারী সেই সূর্যকে গিলবে না; হে রাহু, আমার পুত্র[২] সূর্যকে ছেড়ে দাও।'

'এবার অসুরেন্দ্র রাহু দেবপুত্র সূর্যকে ছেড়ে দিয়ে ভীত হয়ে বেপচিত্তি অসুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভয় বিহ্বলে উদ্বিগ্ন অবস্থায় একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। একান্তে দাঁড়িয়ে অসুরেন্দ্র রাহু অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে গাথায় এরূপ বললেন :

'তুমি কেন ভীত হয়ে সূর্যকে ছেড়ে দিয়েছ? সংবেগপূর্ণ হয়ে এসে কেনই-বা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

(উত্তরে রাহু বললেন) 'বুদ্ধের আজ্ঞা পেয়ে আমি সূর্যকে ছেড়ে দিয়েছি। তা না হলে আমার মাথা সাতভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো এবং আমি জীবনে আর সুখ কখনো পেতাম না।'

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুই কাশ্যপ, মাঘ, মাগধ, দামলি, কামদ,
পঞ্চালচন্দ্র, তায়ন, চন্দ্রিমা, সূর্য এ সূত্র দশম।।

২. অনাথপিণ্ডিক বর্গ

১. চন্দিমস সূত্র

৯২. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় দেবপুত্র চন্দিমস রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবনকে দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'যাঁরা ধ্যান লাভ করে একাগ্রতাসম্পন্ন দক্ষ স্মৃতিমান, তাঁরা মৎস্যশূন্য নদী কিনারায় বা পর্বতপার্শ্বে মৃগের মতো নিরাপদ স্থানে গমন করেন।'

'যাঁরা ধ্যান লাভ করে অপ্রমত্ত ও ক্লেশত্যাগী, তাঁরা মৎস্যের মতো জাল

---

[১]। চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তি বাধাদানের মাধ্যমে অন্ধত্বকরণে। (অর্থকথা)

[২]। চন্দ্রিমা ও সূর্য এই দুই দেবপুত্র নাকি মহাসময় সূত্র যেদিন দেশনা করা হয়েছিল সেদিনই দুজনে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলেন। তাই এখানে ভগবান সূর্যকে 'আমার পুত্র' বলছেন। (অর্থকথা)

ছিন্ন করে নির্বাণ পারে গমন করেন।’

২. বেণ্ডু সূত্র

৯৩. একান্তে দাঁড়ানো বেণ্ডু দেবপুত্র ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

‘যাঁরা সুগতের আনুগত্য স্বীকার করে অপ্রমত্তভাবে গৌতম শাসনে আত্মনিয়োগ করে শিক্ষারত হন, সে মানবগণ একান্তই সুখী।’

বেণ্ডু দেবপুত্রকে ভগবান বললেন, ‘হে বেণ্ডু, আমার প্রকাশিত শিক্ষাপদে যাঁরা শিক্ষা নিবিষ্ট হন, তাঁরা অপ্রমত্ত ধ্যানপরায়ণ হয়ে মৃত্যুবশাতীত হন।’

৩. দীঘলট্‌ঠি সূত্র

৯৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেনুবনে কলন্দক নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তখন দেবপুত্র দীঘলট্‌ঠি রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন বিহারকে দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন :

‘হৃদয়ানুপ্রাপ্তি অর্হত্ত্ব যদি আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে জগতের (প্রকৃত স্বভাব) উৎপত্তি ও বিলয় (বা ধ্বংস) জ্ঞাত হয়ে নির্বাণপ্রার্থী সুচিত্ত ভিক্ষুর অনাসক্ত, ধ্যানপরায়ণ ও নির্বাণমগ্ন হওয়া উচিত।’

৪. নন্দন সূত্র

৯৫. একান্তে দাঁড়ানো নন্দন দেবপুত্র ভগবানকে এই গাথা বললেন :

‘হে মহাপ্রাজ্ঞ গৌতম, আপনার জ্ঞানদৃষ্টি (সর্বদিকে) উন্মুক্ত। আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কিরূপ ব্যক্তি শীলবান? কিরূপ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান? কিরূপে ব্যক্তি দুঃখ অতিক্রম করবে? কিরূপ ব্যক্তিকে দেবতারা পূজা করেন?’

ভগবান বললেন, ‘যিনি শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ভাবিতাত্ম (বা আত্মনিয়ন্ত্রিত), সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, ক্ষীণাসব ও অন্তিম দেহধারী, তাঁর সর্ব প্রকার শোক বিগত, প্রহীন। এতাদৃশ ব্যক্তিকে বলা হয় শীলবান, প্রজ্ঞাবান, এরা দুঃখ অতিক্রম করেন। দেবতারা এরূপ ব্যক্তিকে পূজা করেন।’

৫. চন্দন সূত্র

৯৬. একপার্শ্বে দাঁড়ানো চন্দন দেবপুত্র ভগবানকে এই গাথা বললেন :

'এই জগতে কে দিবা-রাত্রি অধ্যবসায়ী হয়ে কামনাদি স্রোত উত্তীর্ণ হন? অনাবলম্বনযুক্ত গভীর ভবসমুদ্রে কে নিমগ্ন হন না?'

(ভগবান বললেন) 'সর্বদা শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত, আরব্ধবীর্য এবং নির্বাণোপলব্ধির জন্য দৃঢ়সংকল্পী ব্যক্তি দুঃসাধ্য ভবস্রোত উত্তীর্ণ হন।'

'যিনি কামসংজ্ঞা হতে বিরত (অর্থাৎ কামভবের প্রতি অনাসক্ত) রূপসংযোজন বা ভবাসক্তির অতীত এবং তৃষ্ণা প্রহীন, তিনি অতল গভীর ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হন না।'

৬. বাসুদত্ত সূত্র

৯৭. একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র বাসুদত্ত ভগবানকে এই গাথা বললেন :

'শেলবিদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত মস্তক ব্যক্তির মতো ভিক্ষু কামানুরাগ পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করবেন।'

'শেলবিদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত মস্তক ব্যক্তির মতো ভিক্ষু সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করবেন।'

৭. সুব্রহ্মা সূত্র

৯৮. একান্তে দাঁড়ানো সুব্রহ্মা দেবপুত্র ভগবানকে গাথায় বললেন :

'উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন দুঃখে এমন সর্বদা সন্ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন থাকে। যদি উদ্বেগহীন মন থাকে, তা আমাকে বলুন—আমি জিজ্ঞেস করছি।'

(ভগবান বললেন) 'সপ্ত বোজ্ঝাঙ্গ ভাবনা তপশ্চর্য, ইন্দ্রিয় সংযম ও নির্বাণ লাভ ব্যতীত প্রাণীগণের স্বস্তি আমি দেখি না।'

ভগবান এরূপ বললেন। আর দেবপুত্র সুব্রহ্মা প্রীতমনে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে তথায় অদৃশ্য হলেন।

৮. ককুধ সূত্র

৯৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান সাকেতের অঞ্জনবন মৃগদাবে অবস্থান করছেন। তখন দেবপুত্র ককুধ রাতের শেষ যামে সমস্ত অঞ্জনবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। এবার ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন :

'হে শ্রমণ, তুমি কি নন্দিত হও?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) 'বন্ধু, কিসের লাভে?'

(দেবপুত্র ককুধ বললেন) 'তাহলে কী অনুশোচনা বা শোক কর?'

(বুদ্ধ বললেন) 'বন্ধু, কী হারিয়ে?'

(দেবপুত্র বললেন) 'তাহলে তুমি কী নন্দিতও নও, শোকগ্রস্তও নও?'

(বুদ্ধ বললেন) 'হ্যাঁ বন্ধু।'

(দেবতা বললেন) 'হে ভিক্ষু, তুমি কী দুঃখহীন? তোমার কী তৃষ্ণা নেই? একাকী অবস্থান করলে তোমাকে কী উদ্বেগে অভিভূত করে না?'

(ভগবান বললেন) 'হে যক্ষ, আমি একান্তই দুঃখহীন। আমার কোনো তৃষ্ণা নেই। একাকী অবস্থান করলেও আমাকে উদ্বেগে অভিভূত করতে পারে না কিছুতেই।'

'ভবদুঃখে স্থিত ব্যক্তিরই তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে আর তৃষ্ণাযুক্ত ব্যক্তিরই দুঃখ বিদ্যমান। বন্ধু, আমাকে তৃষ্ণাহীন, দুঃখহীন ভিক্ষু বলে জানো।'

(দেবতা বললেন) 'তৃষ্ণাহীন, দুঃখমুক্ত ও জগতের স্রোতোত্তীর্ণ, নিবৃত্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুকে দীর্ঘকালের পর দর্শন করছি।'

৯. উত্তর সূত্র

১০০. রাজগৃহে উৎপত্তি। একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র উত্তর ভগবানকে এই গাথা বললেন :

'রাখাল যেমন গরুকে গোশালায় নিয়ে যায়, তেমনি জরা জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়; আয়ু অল্পমাত্র। জরা যখন জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তখন জরা দ্বারা নীত ব্যক্তির প্রাণ থাকে না। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে সুখাবহ পুণ্য অর্জন করা উচিত।'

(দেবতার কথিত বাক্য আরও অর্থবহ করতে ভগবান বুদ্ধ দ্বিতীয় গাথা বললেন)

'রাখাল যেমন গরুকে গোশালায় নিয়ে যায়, তেমনি জরা জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়; আয়ু অল্পমাত্র। জরা যখন জীবনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তখন জরা দ্বারা নীত ব্যক্তির প্রাণ থাকে না। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে পরম শান্তি নির্বাণকামীর লোকামিষ বর্জন করা উচিত।'

১০. অনাথপিণ্ডিক সূত্র

১০১. একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ভগবানের সমীপে এই গাথাগুলো বললেন :

'ঋষিসংঘ বা ভিক্ষুসংঘ নিবেশিত এবং ধর্মরাজ বুদ্ধ অবস্থিত জেতবন আমার প্রীতিজনক। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, শীলবিমণ্ডিত উত্তম জীবন—এগুলো

দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়; গোত্র কিংবা ধনের দ্বারা হয় না। তজ্জন্য নিজের হিতার্থে পণ্ডিত ব্যক্তির মনোযোগ সহকারে ধর্মচর্যা করা উচিত। এভাবে বিশুদ্ধি লাভ হয়।'

'সারিপুত্রই প্রজ্ঞা, শীলে ও উপশমে শ্রেষ্ঠ। যে ভিক্ষু নির্বাণের পারে উপনীত, তিনিও তাঁর (সারিপুত্রের) অনুবর্তী।'

এরূপ বলে দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে ও প্রদক্ষিণ করে সেখানে অদৃশ্য হলেন।

ভগবান রাত শেষ হলে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আজ রাতে জনৈক দেবপুত্র সমস্ত জেতবন দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত করে আমার কাছে উপস্থিত হন। আমাকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একান্তে দাঁড়িয়ে এরূপ বলেন :

'ঋষিসংঘ বা ভিক্ষুসংঘ নিবেশিত এবং ধর্মরাজ বুদ্ধ অবস্থিত জেতবন আমার প্রীতিজনক। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম, শীলবিমণ্ডিত উত্তম জীবন—এগুলো দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হয়; গোত্র কিংবা ধনের দ্বারা হয় না। তজ্জন্য নিজের হিতার্থে পণ্ডিত ব্যক্তির মনোযোগ সহকারে ধর্মচর্যা করা উচিত। এভাবে বিশুদ্ধি লাভ হয়।'

'সারিপুত্রই প্রজ্ঞা, শীলে ও উপশমে শ্রেষ্ঠ। যে ভিক্ষু নির্বাণের পাড়ে উপনীত, তিনিও তাঁর (সারিপুত্রের) অনুবর্তী।'

এরূপ বলে দেবপুত্র ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে ও প্রদক্ষিণ করে সেখানে অদৃশ্য হয়ে যান।

আয়ুষ্মান আনন্দ এটা শুনে ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, সে দেবপুত্র নিশ্চয়ই অনাথপিণ্ডিক হবেন। গৃহপতি অনাপিণ্ডিক তো সারিপুত্রের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন।'

(ভগবান বললেন) 'আনন্দ, উত্তম! উত্তম! যুক্তিতর্ক দ্বারা যা প্রাপ্য বা জ্ঞাতব্য, তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। অনাথপিণ্ডিকই সে দেবপুত্র।'

অনাথপিণ্ডিক বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

চন্দিমস, বেণ্ডু, দীঘলট্ঠি ও নন্দন,
চন্দন, বাসুদত্ত, সুব্রহ্মা আর ককুধ;
উত্তম মিলে নবম, অনাথপিণ্ডিক দশম।

৩. নানা তীর্থিয় বর্গ

১. সিব সূত্র

১০২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। তখন সিব দেবপুত্র রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবনকে দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একান্তে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় সিব দেবপুত্র ভগবানের সমীপে এই গাথাগুলো বললেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে (বা ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে)। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শুভ বা পুণ্য হয়, কিছুতেই পাপ হয় না।'

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে প্রজ্ঞা লাভ হয়, প্রজ্ঞা ছাড়া অন্যকিছু লাভ হয় না।'

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে শোকের মধ্যেও শোক হয় না বা শোক সংবরণ করা যায়।'

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে আত্মীয়স্বজনের মাঝে আলোকিত হওয়া যায়।'

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সত্ত্বগণ সুগতি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।'

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সত্ত্বগণ সুখশান্তিতে থাকেন।'

এবার ভগবান বুদ্ধ সিব দেবপুত্রকে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'সৎপুরুষগণের সাহচর্য করবে, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সদ্ধর্ম জ্ঞাত হলে সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।'

২. ক্ষেম সূত্র

১০৩. একান্তে দাঁড়ানো ক্ষেম দেবপুত্র ভগবানের সমীপে এই গাথাগুলো বললেন :

'দুর্বুদ্ধিপরায়ণ অজ্ঞজন তিক্ত ফলপ্রদ পাপকর্ম সম্পাদন করে নিজের প্রতি শত্রুতা আচরণ করে থাকে।'

'যে কর্ম সম্পাদন করলে অনুতাপ করতে হয় এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে

কাঁদতে কাঁদতে যার ফল ভোগ করতে হয়, সেরূপ কর্ম না করাই উত্তম।'

'যে কর্ম সম্পাদন করে অনুতাপ করতে হয় না, যে কাজের ফল সানন্দে ও প্রসন্ন মনে ভোগ করা যায়, সেরূপ কর্ম করা একান্ত বিধেয়।'

'যা নিজের হিতকর বলে জানবে, তা প্রথমেই করবে। বুদ্ধিমান ধীর ব্যক্তি পথবিভ্রম শকট চালকের মতো দ্বিধাগ্রস্ত হবে না।'

'অদক্ষ শকট চালক যেমন সমতল মহাসড়ক ত্যাগ করে এবড়ো-থেবড়ো দুর্গম পথ বেয়ে চলে চক্রদণ্ডের ভগ্নদশায় অনুশোচনা করতে থাকে, তেমনি মূর্খ ব্যক্তি ধর্ম ত্যাগ করে অধর্মানুবর্তী হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে অনুতাপগ্রস্ত হয়।'

৩. সেরি সুত্র

১০৪. একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র সেরি ভগবানকে এই গাথায় প্রশ্ন করলেন :

'দেবতা মনুষ্য উভয়েই আহারকে অভিনন্দন করেন তথা সানন্দে গ্রহন করেন। কোন প্রাণী আহারকে সমাদন করে না?'

(উত্তরে ভগবান বললেন) 'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায়, প্রসন্ন চিত্তে আহার দান করে, সে আহার ইহ-পরলোকে তারই সেবা করে। তজ্জন্য মাৎসর্য ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে দান করা উচিত। পুণ্যগুলো পরলোকে প্রাণীগণের প্রতিষ্ঠা করায়।'

(দেবপুত্র সেরি বললেন) ভদন্ত, আশ্চর্য! ভদন্ত, অদ্ভুত! এ আপনারই সুভাষিত—

'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায়, প্রসন্ন চিত্তে আহার দান করে, সে আহার ইহ-পরলোকে তারই সেবা করে। তজ্জন্য মাৎসর্য ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে দান করা উচিত। পুণ্যগুলো পরলোকে প্রাণীগণের প্রতিষ্ঠা করায়।'

"'ভন্তে, আমি সুদূর অতীতে সেরি নামক দানশীল দানপতি ও দানপ্রশংসক রাজা ছিলাম। নগরের চার দ্বারে দানশালা তৈরি করে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্র, পথচারী ও যাচকদের দান দিতাম (তথা আমার দান দেওয়া হতো)। একবার আমার অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকেরা আমাকে বললেন, শুধু মহারাজেরই দান দেওয়া হয়, আমাদের তো দান দেওয়া হয় না। বেশ, মহারাজকে আশ্রয় করে আমরাও দান দেবো, পুণ্য সঞ্চয় করবো। তাতে আমার মনে উদয় হলো—আমি দানশীল, দানপতি ও দান প্রশংসক। (তারা) দান দেবো বললে, আমি তাদের কী করতে পারি? সে কারণে

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদের প্রথম দ্বার ছেড়ে দিলাম। তথায় তাদের দান দেওয়া হতে লাগল আর আমার দান দেওয়া বন্ধ হলো।'"

"অতঃপর রাজঅমাত্য ক্ষত্রিয়রা (পদস্থ আমলারা) আমার নিকট গিয়ে বললেন, 'মহারাজের দান দেওয়া হয়, রাজান্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদেরও দান দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের দান দেওয়া হয় না। আমরাও মহারাজকে আশ্রয় করে দান দেবো, পুণ্যার্জন করবো।' এতে আমার মনে উদয় হলো—'আমি দানশীল, দানপতি ও দান প্রশংসক। এরা দান দেবো বললে, আমি তাদের কী বলতে পারি?' আমি পদস্থ আমলাদের জন্য দ্বিতীয় দ্বার ছেড়ে দিলাম। তথায় তাদের দান দেওয়া শুরু হলো আর আমার দান বন্ধ হলো।"

"এরপর সেনাদল আমার কাছে এসে বললেন, 'মহারাজের দান দেওয়া হয়, রাজান্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদেরও দান দেওয়া হয়, এমনকি পদস্থ আমলাদেরও দান দেওয়া হয়; কিন্তু আমাদের দান দেওয়া হয় না। আমরাও মহারাজকে আশ্রয় করে আমরাও দান দেবো, পুণ্যার্জন করবো।' তখন আমার মনে উদয় হলো—'আমি দানশীল, দানপতি ও দান প্রশংসক। এরা দান দেবো বললে, আমি আর কী বলতে পারি?' ফলত আমি তৃতীয় দ্বার সেনাদলকে ছেড়ে দিলাম। সেখানে তাদের দান দেওয়া হতে লাগল, আমার দান পরিনিবৃত্ত হলো।"

"এবার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা আমার সকাছে এসে বললো, 'মহারাজের দান দেওয়া হয়, রাজান্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদের দান দেওয়া হয়, দান দেওয়া হয় পদস্থ আমলাদের, এমনকি সেনাদলেরও দান দেওয়া হয়; কিন্তু আমাদের দান দেওয়া হয় না। আমরাও মহারাজকে আশ্রয় করে আমরাও দান দেবো, পুণ্যার্জন করবো।' তা শুনে আমার মনে উদয় হলো—'আমি দানশীল, দানপতি ও দান প্রশংসক। তারা দান দেবো বললে, আমি কী আর বলতে পারি?' অতএব আমি চতুর্থ দ্বার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের জন্য ছেড়ে দিলাম। তথায় তাদের দান দেওয়া চালু হলো, আমার দান বন্ধ হয়ে গেল।"

"অনন্তর রাজপুরুষেরা (তথা রাজকর্মচারীরা) আমার কাছে বললো, 'এখন তো মহারাজের কোনো দান দেওয়া হচ্ছে না।' ভন্তে, এরূপ বলা হলে আমি তাদেরকে বললাম, 'তাহলে বাইরের জনপদে যে-আয় হয়, তার অর্ধেক অন্তঃপুরে নিয়ে এসো। বাকি অর্ধেক দিয়ে সেখানেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্র, পথচারী ও ভিক্ষুকদের দান দিয়ে দাও।' ভন্তে, সে আমি দীর্ঘকাল ধরে এভাবে কৃত পুণ্যের সুফল অন্ত পাচ্ছি না—এতো পুণ্য, এতো পুণ্যের সুফল, এতো কাল পর্যন্ত স্বর্গে থাকতে হবে। ভন্তে, আশ্চর্য! বড়ই

অদ্ভুত! এ আপনার সুভাষিত বাণী—

'যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায়, প্রসন্ন চিত্তে আহার দান করে, সে আহার ইহ-পরলোকে তারই সেবা করে। তজ্জন্য মাৎসর্য ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে দান করা উচিত। পুণ্যগুলো পরলোকে প্রাণীগণের প্রতিষ্ঠা করায়।'"

৪. ঘটিকার সূত্র

১০৫. একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র ঘটিকার ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'সাতজন ভিক্ষু দেহত্যাগের পর অবিহ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা ক্ষয় হয়ে সত্ত্বভূমি উত্তীর্ণ হন। কারা মর্ত্যের দুরতিক্রম্য তৃষ্ণাস্রোত উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং কারা মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ[১] অতিক্রম করেছেন।'

উত্তরে ভগবান বললেন, 'উপক, গলগণ্ড, পুক্কুসাতি, ভদ্দিয়, খণ্ডদেব, বাহুরগ্গি, পিঙ্গিয় এরা সকলেই মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে দিব্যযোগ অতিক্রম করেছেন।'

'মারপাশমুক্ত যে ভিক্ষুদের সম্পর্কে তুমি নিপুণভাবে উক্তি করেছ, তাঁরা কার ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন?'

(দেবতা বললেন) 'যাঁর ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তাঁরা ভববন্ধন ছিন্ন করেছেন, তিনি ভগবান ছাড়া কেউই নন এবং তা আপনার শাসন ছাড়াও নয়। যেখানে (যে ধর্ম আচরণে) নাম-রূপ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, তাঁরা সেই ধর্ম ইহলোকে জ্ঞাত হয়ে ভববন্ধন ছিন্ন করেন।'

(ভগবান বললেন) 'তুমি, বেশ দুজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য গম্ভীর বাক্য বলেছ, কার ধর্ম জ্ঞাত হয়ে এমন বাক্য উচ্চারণ করেছ, বল তো দেখি?'

(দেবতা বললেন) 'পুরাকালে আমি বেহলিঙ্গ গ্রামে কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক, পিতামাতার ভরণ-পোষণকারী, কামভোগ বিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার ছিলাম। সে-সময় আপনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু। সে আমি, এই সাতজন রাগ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা ক্ষয়কারী বিমুক্ত ভিক্ষুদের জানি।'

(ভগবান বললেন) 'হে ভাগ্যবান, তুমি যেভাবে বলেছ, তাই বটে। সে-সময় তুমিই ছিলে বেহলিঙ্গ গ্রামে কাশ্যপ বুদ্ধের উপাসক, পিতামাতার

---

[১]। *দিব্যযোগ* বলতে রূপভব ও অরূপভবের প্রতি অনুরাগ।

ভরণ-পোষণকারী কামভোগ বিরত সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী কুম্ভকার। আরও ছিলে আমার প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু।'

'এভাবে ভাবিতাত্ম অন্তিম দেহধারী উভয় পুরানো বন্ধুর মিলন হয়।'

৫. জন্তু সূত্র

১০৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় অনেক ভিক্ষু কোশলরাজ্যে হিমালয় অঞ্চলের অরণ্যকুটিরে অবস্থান করছেন। তারা সবাই উদ্ধত, অহংকারী, চপল, মুখর, অসংযতভাষী, স্মৃতিভ্রষ্ট ও অসমাহিত; বিভ্রান্তচিত্ত এবং অসংযতেন্দ্রিয়।

একসময় পঞ্চদশী উপোসথ দিনে দেবপুত্র জন্তু তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুদের গাথায় বললেন :

'পূর্বে গৌতমশ্রাবক ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন ও শয়নাসন অন্বেষণে নির্লোভ বা নিতৃষ্ণ হয়ে সুখে জীবন-যাপনকারী ছিলেন। তাঁরা ভবের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখের অবসান করেছিলেন।'

'আমি সংঘের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলছি, এখানে কেউ কেউ গ্রাম মোড়লের মতো নিজেকে দুর্পোষ্য করে ভোজনান্তে পরস্ত্রীদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে শয়নরত হয়। তারা পরিত্যক্ত মৃতদেহের ন্যায় অনাথ। আমার এই উক্তি—যারা প্রমত্ত হয়ে অবস্থান করে তাদের সম্পর্কে। যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, আমি তাঁদেরকে প্রণাম করি।'

৬. রোহিতাশ্ব সূত্র

১০৭. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র রোহিতাশ্ব ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই সেই জগতের শেষ কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম কী?'

(ভগবান বললেন) 'বন্ধু, যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই সেই জগতের শেষ কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।'

(দেবপুত্র বললেন) 'ভন্তে, খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! আপনি যে বললেন, "যখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই সেই জগতের শেষ কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।" এটি আপনার সুভাষিত অর্থাৎ

আপনার কথাই সঠিক।'

"ভন্তে, আমি পূর্বজন্মে ভোজপুত্র রোহিতাশ্ব নামক ঋদ্ধিমান আকাশচারী ব্রাহ্মণ ছিলাম। সে-সময় আমার এরূপ গতিবেগ ছিল যে, সুশিক্ষিত ধনুর্ধর কৃতহস্ত সিদ্ধ ধনু আচার্য যেমন সূক্ষ্ম একটা তির দিয়ে অনায়াসে আড়াআড়ি তালবৃক্ষ ভেদ করতে পারে। সে কারণে আমি ক্ষণকালের মধ্যে একটি চক্রবাল অতিক্রম করতাম। আমার পদক্ষেপ ছিল পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত। তখন আমার এই ইচ্ছা হয়—'আমি পদব্রজে জগতের অন্তে পৌঁছাবো।' ভন্তে, শক্তিসমন্বিত হয়ে আমি পানাহার গ্রহণ, মল-মূত্র ত্যাগ ব্যতিরেখে নিদ্রা-ক্লান্তি অপসারণ করে শতায়ু, শতবর্ষজীবী হয়ে শতবর্ষ গমন করেও জগতের শেষ পেয়ে মাঝখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম।"

"ভন্তে, খুবই আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত! আপনি ঠিকই বলেছেন—'যখানে জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, চ্যুতি নেই, উৎপত্তি নেই সেই জগতের শেষ কেউ পদব্রজে গমন করে জ্ঞাত হতে, দর্শন করতে এবং উপস্থিত হতে সক্ষম আমি এরূপ বলি না।'"

(ভগবান বললেন) 'বন্ধু, আমি কিন্তু জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখের অবসান করা যায় বলি না। আমি এই ব্যাসমাত্র (প্রসারিত দুই বাহুর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চার হাত পরিমিত) সচেতন সচিত্ত দেহে জগৎ, জগতের উদয়, জগতের বিলয় এবং জগৎ বিলয়ের পথ (বা উপায়) দেখে থাকি।'

'গমনে কখনো জগতের শেষ (দুঃখ সত্য) পাওয়া যায় না। জগতের শেষ না পেয়ে দুঃখ থেকে মুক্তি নেই। তজ্জন্য লোকবিদ, সুপ্রাজ্ঞ, অর্হৎ, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণকারী ও পাপ প্রশান্তকারী জগতের শেষ জেনে ইহ-পরলোকে স্পৃহা করেন না।'

৭. নন্দ সূত্র

১০৮. একান্তে দাঁড়ানো নন্দ দেবপুত্র ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'(পূর্বাহ্ন, অপরাহ্নাদি) কাল অতিবাহিত হচ্ছে, রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। বয়ঃরাশি অনুক্রমে বিনষ্ট বা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে সুখাবহ পুণ্য অর্জন করা উচিত।'

(দেবতার কথিত বাক্য আরও অর্থবহ করতে ভগবান দ্বিতীয় গাথা বললেন)

'কাল অতিবাহিত হচ্ছে, রাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। বয়ঃরাশি অনুক্রমে বিনষ্ট

বা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মৃত্যুতে এই ভয় দেখে পরম শান্তি নির্বাণকামীর লোকামিস বর্জন করা উচিত।'

৮. নন্দিবিশাল সুত্র

১০৯. একান্তে দাঁড়ানো অবস্থায় দেবপুত্র নন্দি বিশাল ভগবানকে এই গাথা বললেন :

'হে মহাবীর, চার চক্রবিশিষ্ট (দাঁড়ান, গমন, শয়ন, উপবেশন এই চার ইর্যাপথই চার চক্র), নব দ্বারযুক্ত, অশুচিপূর্ণ, লোভযুক্ত ও পঙ্কজাত তথা কদর্যপূর্ণ মাতৃকুক্ষিতে জাত দেহের যাত্রা বা শেষফল কী প্রকারে হবে?'

(ভগবান বললেন) 'অনুরাগ, ভোগবাসনার স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, পাপ ছিন্ন করে সমূলে তৃষ্ণা ধ্বংস করে দেহের শেষফল হবে।'

৯. সুসীম সূত্র

১১০. শ্রাবস্তী নিদান। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একান্তে বসলেন। এবার ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আনন্দ, সারিপুত্রকে তোমার পছন্দ হয় কী?'

(আনন্দ বললেন) 'ভন্তে, কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না? ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, পৃথুপ্রাজ্ঞ (নানা বিষয় বেত্তা), হাসপ্রাজ্ঞ, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেদিক বা মর্মভেদী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অল্পেচ্ছু, (যথালাভে) সন্তুষ্ট, বিবেকরত, সংসর্গরহিত, আরব্ধবীর্য, বক্তা, মিষ্টভাষী, উৎসাহ প্রদানকারী ও পাপনিন্দুক। কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না?'

(ভগবান বললেন) 'হে আনন্দ, তা ঠিক। কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না? আনন্দ, আয়ুষ্মান সারিপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেদিক বা মর্মভেদী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অল্পেচ্ছু, (যথালাভে) সন্তুষ্ট, বিবেকরত, সংসর্গরহিত, আরব্ধবীর্য, বক্তা, মিষ্টভাষী, উৎসাহ প্রদানকারী ও পাপনিন্দুক। কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না?'

অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই গুণ বর্ণনার সময় দেবপুত্র সুসীম বিরাট দেবপর্ষদ পরিবৃত হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে

শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো অবস্থায় দেবপুত্র সুসীম ভগবানকে এরূপ বললেন :

'ভগবান, এটা সঠিক, এটা সঠিক। কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না? ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, পৃথুপ্রাজ্ঞ (নানা বিষয় বেত্তা), হাসপ্রাজ্ঞ, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ, নির্বেদিক বা মর্মভেদী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অল্পেচ্ছু, (যথালাভে) সন্তুষ্ট, বিবেকরত, সংসর্গরহিত, আরব্ধবীর্য, বক্তা, মিষ্টভাষী, উৎসাহ প্রদানকারী ও পাপনিন্দুক। হ্যাঁ ভন্তে, কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না?'

"ভন্তে, আমি যে যে দেবপর্ষদে উপস্থিত হই, সেখানে এই কথাই বহুলভাবে শুনে থাকি—'আয়ুষ্মান সারিপুত্র পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, পৃথুপ্রাজ্ঞ (নানা বিষয় বেত্তা), হাসপ্রাজ্ঞ, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞ, নির্বেদিক বা মর্মভেদী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অল্পেচ্ছু, (যথালাভে) সন্তুষ্ট, বিবেকরত, সংসর্গরহিত, আরব্ধবীর্য, বক্তা, মিষ্টভাষী, উৎসাহ প্রদানকারী ও পাপনিন্দুক।' কোন অমূর্খ, অদুষ্ট, অমূঢ় ও অবিপর্যস্তচিত্ত লোকের আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে পছন্দ হয় না?"

অতঃপর সুসীমের দেবপর্ষদ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের গুণ বর্ণনার সময় সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে বিবিধ বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রদর্শন করলেন।

'লাল রঙের কাপড়ে বসানো সুন্দরভাবে প্রস্তুতকৃত অষ্টকোনাবিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্য মূল্যবান বৈদুর্যমনি যেমন আলোকচ্ছটা ছড়ায়, উদ্ভাসিত হয়, দীপ্তিমান হয়; ঠিক তেমনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রশংসায় সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে দেবপুত্র সুসীমের দেবপর্ষদও বিভিন্ন বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রদর্শন করলেন।'

'লাল রঙের কাপড়ে রাখা অগ্নিকুণ্ডের রন্ধ্রে দক্ষ স্বর্ণশিল্পীর শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত স্বর্ণালংকার যেমন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণ ঘটায়, উদ্ভাসিত হয়, দীপ্তিমান হয়; ঠিক তেমনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রশংসায় সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে দেবপুত্র সুসীমের দেবপর্ষদও বিভিন্ন বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রদর্শন করলেন।'

'শরৎকালে রাতের অবসানে প্রত্যুষে শুকতারা যেমন আলোকিত হয়, উদ্ভাসিত হয়, দীপ্তিমান হয়; ঠিক তেমনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রশংসায় সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে দেবপুত্র সুসীমের দেবপর্ষদও বিভিন্ন বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রদর্শন করলেন।'

'শরৎকালে নির্মেঘ পরিষ্কার আকাশে উদীয়মান সূর্য যেমন আকাশগত

সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে, উদ্ভাসিত হয়, দীপ্তিমান হয়; ঠিক তেমনি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের প্রশংসায় সন্তুষ্ট, আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে দেবপুত্র সুসীমের দেবপর্ষদও বিভিন্ন বর্ণৌজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেন।'

অতঃপর দেবপুত্র সুসীম আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উদ্দেশ্যে ভগবানের সকাছে এই গাথা বললেন :

'পণ্ডিত বলে প্রখ্যাত ঋষি সারিপুত্র অক্রোধন, অল্পেচ্ছু (যথালাভে তুষ্ট), শান্ত, দান্ত এবং বুদ্ধকর্তৃক প্রশংসিত।'

এবার ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রের উদ্দেশ্যে দেবপুত্র সুসীমকে বললেন :

'পণ্ডিত বলে প্রখ্যাত ঋষি সারিপুত্র অক্রোধন, অল্পেচ্ছু, শান্ত, দান্ত এবং দিন শেষে বেতন প্রার্থীর মতো পরিনির্বাণকাল আকাঙ্ক্ষা করেন।'

১০. নানা তীর্থিয়-শ্রাবক সূত্র

১১১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন রাতের শেষ প্রহরে সমস্ত জেতবন দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করে অসম, সহলী, নিকো, অকোটক, বেটম্বরি ও মানবগামিয় নামক নানা তীর্থিয়-শ্রাবক দেবপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একান্তে দাঁড়ালেন। একান্তে দাঁড়ানো দেবপুত্র অসম তীর্থঙ্কর পূরণ কাশ্যপের উদ্দেশ্যে ভগবানের সকাছে এই গাথা বললেন :

'পূরণ কাশ্যপ এই জগতে অন্যকে হত্যা, প্রহার কিংবা ছেদনে, অন্যের ধনসম্পদ ক্ষতিসাধনে নিজের তথা কর্মকারীর পাপ কিংবা পুণ্য দেখেন না। সে শাস্তা (ধর্মগুরু) এই ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেন। এজন্য তিনি মান্যার্হ, পূজ্য।'

এবার দেবপুত্র সহলী তীর্থঙ্কর মক্ষলি গোশালের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'তপশ্চর্য ও পাপঘৃণা, সুসংযতাত্ম, কলহবাদ পরিত্যাগপূর্বক জনতার সাথে সাম্য রক্ষাকারী, অপরাধ বিরত, সত্যবাদী সে শাস্তা একান্তই পাপ করেন না।'

এরপর দেবপুত্র নিকো নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের উদ্দেশ্যে ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'পাপ ঘৃণাকারী জ্ঞানতাপস চতুর্যাম (ব্রত উদযাপনে) সুসংযত, দর্শন-শ্রবণাগত বিষয় প্রকাশকারী ও ভিক্ষান্নভোজী শাস্তা (গুরু) একান্তই

নিষ্পাপ।'

দেবপুত্র আকোটক বিভিন্ন তীর্থঙ্করকে লক্ষ করে ভগবানের কাছে এই গাথা বললেন :

'শ্রমণধর্মের পারপ্রাপ্ত ককুধ কাত্যায়ণ, নির্গ্রন্থ নাথপুত্র, মক্ষলি গোশাল, পূরণ কাশ্যপ ও গণশাস্তা তথা জনগুরুগণ একান্তই সৎপুরুষমণ্ডলী থেকে দূরে নন।'

অতঃপর দেবপুত্র বেটম্বরি আকোটক দেবপুত্রের প্রত্যুত্তরে বললেন :

'নীচ জম্বুক (শৃগালবৎ ধূর্ত প্রাণী, জম্বুক হেরে না যেতে সিংহরাজ সাজে) শৃগালের সাহচর্যেও কখনো সিংহের সমান হয় না, তেমনি মিথ্যাবাদী সন্দিগ্ধ আচারসম্পন্ন নগ্ন গণশাস্তা সৎপুরুষ সদৃশ হন না।'

তখন পাপী মার দেবপুত্র বেটম্বরিতে আবিষ্ট হয়ে ভগবানের সম্মুখে এই গাথা বললেন :

'যাঁরা তপস্যাযুক্ত, পাপ ঘৃণাকারী, প্রবিবেক পালনে রূপনিবিষ্ট (বা রূপাসক্ত) এবং দেবলোক অভিনন্দনকারী, তাঁরাই মানুষের পরলোক সম্বন্ধে সম্যক অনুশাসন করেন।'

ভগবান 'ইনি পাপী মার' এভাবে জ্ঞাত হয়ে মারকে প্রত্যুত্তরে বললেন :

'ইহলোকে বা পরলোকে যে রূপ আছে অথবা অন্তরীক্ষে প্রভাস্বর যে রূপ বিদ্যমান, সে সমস্তই মার প্রশংসিত এবং মৎস্য আকর্ষণে চাঁই বা মশলার মতন, যা ধ্বংসের জন্য স্থাপিত।'

এবার মানবগামিয় দেবপুত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে এই গাথা বললেন :

'যেমন রাজগৃহের পর্বতমালাদের মধ্যে বৈপুল্যগিরি শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণিত, হিমালয় পর্বতশ্রেণির মধ্যে কৈলাস শ্রেষ্ঠ, আকাশগামীদের মধ্যে সূর্য শ্রেষ্ঠ, জলাশয়গুলোর মধ্যে মহাসমুদ্র শ্রেষ্ঠ এবং নক্ষত্রগুলোর মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি দেব-মনুষ্যলোকে বুদ্ধ অগ্র, শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত।'

নানা তীর্থিয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সিব, ক্ষেম, সেরি, ঘটিকার, জন্তু, রোহিতাশ্ব,
নন্দ, নন্দবিশাল, সুসীম, নানা তীর্থিয় মিলে দশম।

দেবপুত্র-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৩. কোশল-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. দহর সূত্র

১১২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের দানকৃত বিহারে অবস্থান করছেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে প্রীতিসম্ভাষণ করলেন। প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ ও ভদ্রতাসূচক আলাপ-আলোচনার পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, আপনি অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেন কি?' "'মহারাজ, যদি কেউ কাউকে সম্যকরূপে বলতে চায় যে, 'অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছেন', তাহলে সে আমাকেই বলতে পারে। মহারাজ, আমিই অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছি।"

"প্রভু গৌতম, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সংঘনেতা, গণনেতা, গণাচার্য, প্রসিদ্ধ, যশস্বী, তীর্থঙ্কর (ধর্মপ্রবর্তক) এবং বহুজনের সম্মানিত; যেমন : পূরাণ কাশ্যপ, মক্খলি গোসাল, নির্গন্থ নাথপুত্র, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র, পকুধ কচ্চায়ন, অজিত কেশকম্বল; তারাও 'অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছেন, এরূপ স্বীকার করেন কি না?' আমার এরূপ প্রশ্নে অনুত্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করেছেন বলে দাবি করেন না। প্রভু গৌতম, আপনি তো বয়সে নবীন এবং নবপ্রব্রজিত?"

'মহারাজ, চার জনকে ছোটো ভেবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত। কোন চারজন? মহারাজ, ক্ষত্রিয় বা রাজকুমারকে ছোটো ভেবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত। সর্পকে ছোটো বলে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত। অগ্নিকে ছোটো ভেবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত। কোনো ভিক্ষুকে ছোটো বা নবীন বলে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত। মহারাজ, এই চার জনকে ছোটো ভেবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা অনুচিত।

ভগবান এরূপ বললেন। এভাবে বলার পর সুগত শাস্তা আবার এরূপ বললেন :

'জাতিসম্পন্ন, অভিজাত, যশস্বী ক্ষত্রিয় বা রাজকুমারকে বয়সে নবীন বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। লোকে তাকে অবহেলা করে না। কারণ, সেই ক্ষত্রিয় (রাজকুমার) রাজত্ব লাভ করে অবহেলাকারীকে ক্রোধবশে কঠোর

রাজদণ্ড দিতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাকে এড়িয়ে চলতে হবে।'

'গ্রামে বা অরণ্যে যেখানে সর্প দেখবে তাকে ছোটো বলে অবহেলা বা উপেক্ষা করবে না। লোকে তাকে উপেক্ষা (তথা উত্যক্ত) করে না। সর্প উচু-নিচু হয়ে নানাভাবে বিচরণ করে থাকে। সেই সর্প যেকোনো সময় (উত্যক্তকারী) মূর্খ নরনারীকে দংশন করতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার জন্য সর্পকে এড়িয়ে চলতে হবে।'

'সর্বভুক, প্রজ্জ্বলিত, কালো শিখা উত্তোলনকারী অগ্নিকে ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করবে না। লোকে অগ্নিকে অবহেলা করে না। কারণ, সেই ক্ষুদ্র অগ্নি উপাদান লাভ করে মহারূপ ধারণপূর্বক (অবহেলাকারী) মূর্খ নর-নারীকে দগ্ধ করতে পারে। তাই নিজের জীবন রক্ষার্থে ক্ষুদ্রাগ্নিকে এড়িয়ে চলবে।'

'কালো শিখা উত্তোলনকারী অগ্নি যখন বন দগ্ধ করে, দিবা-রাত্রি শেষে দগ্ধ বনে আবার তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতাদিও শাখা-পল্লব জন্মে। সেরূপ শীলসম্পন্ন ভিক্ষু স্বীয় শীলতেজে দগ্ধ হয়। তার কোনো পুত্র, পশুসম্পদ থাকে না, এবং উত্তরাধিকারীরাও ধনলাভ হতে বঞ্চিত হয়। তারা বংশহীন উত্তরাধিকারশূন্য হয়ে ছিন্নমস্তক তালবৃক্ষ সদৃশ হয়। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য সর্প, অগ্নি, যশস্বী ক্ষত্রিয় ও শীলবান ভিক্ষুকে সম্যকরূপে ভালো আচরণ করে।'

এরূপ বলা হলে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, অতি সুন্দর! অতি চমৎকার! ভন্তে, যেমন কেউ অধোমুখী পাত্রকে উর্ধ্বমুখী করে, আচ্ছাদিতকে উন্মুক্ত করে, পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেয়, অথবা চক্ষুষ্মানেরা যাতে রূপগুলো দেখে, সেজন্য অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে; ঠিক এভাবেই ভগবানও নানা পর্যায়ে ধর্মদেশনা করলেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণাপন্ন হচ্ছি, ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও শরণাপন্ন হচ্ছি। ভন্তে ভগবান, আজ থেকে আমাকে আমরণ আপনার শরণাপন্ন উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন।'

২. পুরুষ সূত্র

১১৩. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে

অবস্থানের জন্য মানুষের কত প্রকার ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হয়?'

'মহারাজ, অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থানের জন্য মানুষের তিন প্রকার ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হয়। তিন প্রকার কী কী? মহারাজ, অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থানের জন্য মানুষের লোভধর্ম, দ্বেষধর্ম এবং মোহধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হয়। মহারাজ, অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থানের জন্য মানুষের এই তিন প্রকার ধর্ম আধ্যাত্মিকভাবে উৎপন্ন হয়। ভগবান এরূপ বললেন...।

'ত্বকসার বাঁশ বা নল যেমন স্বীয় ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মজাত লোভ, দ্বেষ, মোহ পাপচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে।'

৩. জরা-মরণ সূত্র

১১৪. শ্রাবস্তী নিদান। একপাশে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির জরা-মৃত্যু থেকে অব্যাহতি আছে কী?' মহারাজ, জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির জরা-মৃত্যু থেকে অব্যাহতি নেই। যেমন মহারাজ, ক্ষত্রিয় মহাঐশ্বর্যশালী, ধনী, মহাধনী, বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী এবং বহু ধনধান্যে ধনী আছেন, তাঁদেরও জরা-মৃত্যু থেকে রেহাই নেই। মহারাজ, যেসব ব্রাহ্মণ মহাঔশ্বর্যশালী... যেসব গৃহপতি মহাঐশ্বর্যশালী, ধনী, মহাধনী, বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী এবং বহু ধনধান্যে ধনী আছেন, তাঁদেরও জরা-মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি নেই। মহারাজ, যেসব ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কৃতকরণীয়, দুঃখভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত; তাঁদের দেহও ভঙ্গুর স্বভাববিশিষ্ট, নিক্ষেপধর্মী।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'সুচিত্রিত রাজরথ যেমন নিশ্চিতরূপে জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহও জরায় উপনীত হয়। কিন্তু সৎপুরুষের ধর্ম কখনো জরাগ্রস্ত হয় না, সাধু ও ধর্মশীল ব্যক্তিরা এটি নিঃসন্দেহে বলেন।'

৪. প্রিয় সূত্র

১১৫. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানের সময় আমার মনে এরূপ

পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—‘আত্মা কাদের প্রিয়, কাদেরই বা আত্মা অপ্রিয়?’ ভন্তে, তখন আমার এরূপ মনে হয়েছিল—‘কোনো কোনো লোক কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে; সেসব লোকের আত্মা অপ্রিয়।’ কিন্তু তারা এরূপ বলে থাকে—‘আমাদের আত্মা প্রিয়’, অথচ তাদের আত্মা অপ্রিয়। তার কারণ কী? অপ্রিয় ব্যক্তি অপর অপ্রিয়জনের প্রতি যেরূপ আচরণ করে, তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি সেরূপ আচরণ করে; তাই তাদের আত্মা অপ্রিয়। কোনো কোনো লোক কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে; সেসব লোকের আত্মা প্রিয়। কিন্তু তারা এরূপ বলে—‘আমাদের আত্মা অপ্রিয়’; অথচ তাদের আত্মা প্রিয়। তার কারণ কী? প্রিয় ব্যক্তি অপর প্রিয়জনের প্রতি যেরূপ আচরণ করে, তারা স্বয় নিজেদের প্রতি সেরূপই আচরণ করে; তাই তাদের আত্মা প্রিয়।’

‘মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, কোনো কোনো লোক কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে; সেসব লোকের আত্মা অপ্রিয়। কিন্তু তারা এরূপ বলে থাকে—‘আমাদের আত্মা প্রিয়’, অথচ তাদের আত্মা অপ্রিয়। তার কারণ কী? অপ্রিয় ব্যক্তি অপর অপ্রিয়জনের প্রতি যেরূপ আচরণ করে, তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি সেরূপই আচরণ করে; তাই তাদের আত্মা অপ্রিয়। মহারাজ, কোনো কোনো লোক কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে; সেসব লোকের আত্মা প্রিয়। কিন্তু তারা এরূপ বলে—‘আমাদের আত্মা অপ্রিয়’; অথচ তাদের আত্মা প্রিয়। তার কারণ কী? মহারাজ, প্রিয় ব্যক্তি অপর প্রিয়জনের প্রতি যেরূপ আচরণ করে, তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি সেরূপই আচরণ করে; তাই তাদের আত্মা প্রিয়।’ ভগবান এরূপ বললেন...।

‘নিজেকে প্রিয় মনে করলে পাপকাজে লিপ্ত হবে না। দুষ্কার্যকারীর কখনো সুখ লাভ হয় না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির মনুষ্যভব পরিত্যক্ত হলে কি-ই বা তার নিজের হয়, এবং কী নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে? অনুগমনকারী ছায়ার ন্যায় তার কী অনুগামী হয়?’

‘মরণশীল ব্যক্তির কৃত পাপ ও পুণ্য উভয়ই তার নিজের হয়। তা নিয়েই সে মৃত্যুবরণ করে। এই পাপ এবং পুণ্যই অনুগমনকারী ছায়ার ন্যায় তার অনুগামী হয়।’

‘তাই পরলোকের জন্য নানাবিধ পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত, কারণ

পরলোকে প্রাণিগণের পুণ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।’

৫. আত্ম-রক্ষিত সূত্র

১১৬. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘ভন্তে, নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানকালে আমার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—‘কাদের আত্মা রক্ষিত, কাদের আত্মা অরক্ষিত?’ ভন্তে, তখন আমার এরূপ মনে হয়েছিল—‘যারা কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে, বাক্যে দুশ্চরিত আচরণ করে, মনে দুশ্চরিত আচরণ করে; তাদের আত্মা অরক্ষিত। যদিও হস্তি-আরোহী সৈন্যদল, অশ্বারোহী সৈন্যদল, রথারোহী সৈন্যদল ও পদাতিক সৈন্যদল তাদের রক্ষা করে; তবুও তাদের আত্মা অরক্ষিত। তার কারণ কী? কারণ, তারা বাহ্যিকভাবে রক্ষিত বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষিত নয়। সে-কারণে তাদের আত্মা অরক্ষিত। যারা কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে; তাদের আত্মা রক্ষিত। যদিও হস্তি-আরোহী সৈন্যদল, অশ্বারোহী সৈন্যদল, রথারোহী সৈন্যদল ও পদাতিক সৈন্যদল তাদের রক্ষা করে না; তবুও তাদের আত্মা রক্ষিত। তার কারণ কী? কারণ, তারা বাহ্যিকভাবে রক্ষিত না হলেও আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষিত। সেহেতু তাদের আত্মা রক্ষিত।’

‘মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! যারা কায়ে দুশ্চরিত আচরণ করে... তাদের আত্মা অরক্ষিত। তার কারণ কী? মহারাজ, তারা বাহ্যিকভাবে রক্ষিত বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষিত নয়; তাই তাদের আত্মা অরক্ষিত। মহারাজ, যারা কায়ে সুচরিত আচরণ করে, বাক্যে সুচরিত আচরণ করে, মনে সুচরিত আচরণ করে; তাদের আত্মা রক্ষিত। যদিও হস্তি-আরোহী সৈন্যদল, অশ্বারোহী সৈন্যদল, রথারোহী সৈন্যদল ও পদাতিক সৈন্যদল তাদের রক্ষা করে না; তবুও তাদের আত্মা রক্ষিত। তার কারণ কী? কারণ মহারাজ, তারা বাহ্যিকভাবে রক্ষিত না হলেও আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষিত; তাই তাদের আত্মা রক্ষিত।’ ভগবান এরূপ বললেন...।

‘যিনি কায়সংযমে সাধু, বাক্যসংযমে সাধু এবং মনসংযমেও সাধু, তিনি সব বিষয়ে সাধু। প্রত্যেক বিষয়ে সংযমী সেই (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিকে প্রকৃতভাবে রক্ষিত বলা হয়।’

৬. অল্প সূত্র

১১৭. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানের সময় আমার চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—'অল্প সত্ত্বগণ আছেন যারা জগতে উত্তম উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করেও সেসবে উন্মত্ত হন না, মাতাল হন না, কামাচারে তৃষ্ণা উৎপন্ন করেন না এবং সত্ত্বগণের প্রতি অনাচার করেন না। অথচ, বহু সত্ত্ব আছে যারা উত্তম উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করে সেসবে উন্মত্ত হয়, মাতাল হয়, কামাচারে তৃষ্ণা উৎপন্ন করে এবং সত্ত্বগণের প্রতি অনাচার করে।'

'মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, অল্প সত্ত্বগণ আছেন যারা জগতে উত্তম উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করেও সেসবে উন্মত্ত হন না, মাতাল হন না, কামাচারে তৃষ্ণা উৎপন্ন করেন না এবং সত্ত্বগণের প্রতি অনাচার করেন না। অথচ, বহু সত্ত্ব আছে যারা উত্তম উত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করে সেসবে উন্মত্ত হয়, মাতাল হয়, কামাচারে তৃষ্ণা উৎপন্ন করে এবং সত্ত্বগণের প্রতি অনাচার করে।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'পার্থিব ভোগসম্পত্তির প্রতি আসক্তজনেরা, কামাচারানুরক্ত, কামাচারে বিমোহিত ব্যক্তিরা ফাঁদে আবদ্ধ মৃগের মতো উপায় বোঝে না। পরিণামে সেই (অসদাচারণ) দুঃখদায়ক হয়, এটাই পাপীর বিপাক।'

৭. বিচারালয় সূত্র

১১৮. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেজিৎ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমি বিচারালয়ে বসে অনেক ক্ষত্রিয়মহাধনী, ব্রাহ্মণমহাধনী এবং গৃহপতিমহাধনীকে দেখি যে, তাঁরা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, বিপুল বিত্তসম্পত্তির অধিকারী এবং বহু ধন-ধান্যে ধনী হয়েও কামহেতু (কাম্যবস্তু লাভের জন্য), কামনিদানে (কাম্যবস্তুর প্রত্যয়ে) ও কামাধিকরণে (কাম্যবস্তুর কারণে) সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে। ভন্তে, তখন আমার এরূপ মনে হয়—'নিশ্চয়ই এখন আমার এই বিচারালয়ে কোনো ভদ্রমুখ (বিনীত স্বভাববিশিষ্ট লোক) দেখা যাবে।'"

'মহারাজ, তা ঠিক! মহারাজ, তা ঠিক! যারা ক্ষত্রিয়মহাধনী, ব্রাহ্মণমহাধনী এবং গৃহপতিমহাধনী, তাঁরা আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, বিপুল বিত্তসম্পত্তির অধিকারী এবং

বহু ধন-ধান্যে ধনী হয়েও কামহেতু (কাম্যবস্তু লাভের জন্য), কামনিদানে (কাম্যবস্তুর প্রত্যয়ে) ও কামাধিকরণে (কাম্যবস্তুর কারণে) সম্প্রজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ করে। তা তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের কারণ হবে।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'পার্থিব ভোগসম্পত্তির প্রতি আসক্তজনেরা, কামাচারানুরক্ত, কামাচারে বিমোহিত ব্যক্তিরা জালে আবদ্ধ মাছের ন্যায় উপায় বোঝে না। পরিণামে সেই (অসদাচারণ) দুঃখদায়ক হয়, এটাই পাপীর বিপাক।'

৮. মল্লিকা সূত্র

১১৯. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাণী মল্লিকা দেবীর সাথে রাজপ্রাসাদে আরোহণ করছেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাণী মল্লিকা দেবীকে এরূপ বললেন, 'মল্লিকা, নিজের চেয়ে তোমার অন্য কোনো প্রিয়তর আছে কি?' 'না মহারাজ, নিজের চেয়ে আমার অন্য কোনো প্রিয়তর নেই। মহারাজ, নিজের চেয়ে আপনার অন্য কোনো প্রিয়তর আছে কি?' 'মল্লিকা, নিজের চেয়ে আমারও অন্য কোনো প্রিয়তর নেই।'

অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রাসাদ থেকে নেমে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমি রাণী মল্লিকা দেবীর সাথে রাজপ্রাসাদোপরে আরোহণ করে রাণী মল্লিকা দেবীকে বললাম, 'মল্লিকা, নিজের চেয়ে তোমার অন্য কোনো প্রিয়তর আছে কি?' ভন্তে, আমি এরূপ বললে মল্লিকা দেবী আমাকে বললো, 'না মহারাজ, নিজের চেয়ে আমার অন্য কোনো প্রিয়তর নেই। মহারাজ, নিজের চেয়ে আপনার অন্য কোনো প্রিয়তর আছে কি?' ভন্তে, এরূপ বলা হলে আমি মল্লিকা দেবিকে বললাম, 'মল্লিকা, নিজের চেয়ে আমারও অন্য কোনো প্রিয়তর নেই।'

অনন্তর ভগবান এই অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

'মনে মনে সবদিকে খুঁজেও নিজের চেয়ে প্রিয়তর কোথাও পাইনি। স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা অন্য সবার কাছে নিজ তেমনই খুব প্রিয়। তাই আত্মপ্রেমী হয়ে অপরকে কেউ হিংসা করবে না।'

৯. যজ্ঞ সূত্র

১২০. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের মহাযজ্ঞ আয়োজন হয়। পঞ্চশত বৃষভ, পঞ্চশত বৎসতর (দামড়া গোশাবক), পঞ্চশত বৎসতরী, পঞ্চশত ছাগল এবং পঞ্চশত ভেড়া যজ্ঞের জন্য যূপকাষ্ঠে নীত হচ্ছে। দণ্ডে ভীত, ভয়ে ত্রাসিত দাস, দূত ও কর্মচারীরা অশ্রুমুখে রোদন করতে করতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মগুলো সম্পাদন করছে।

তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কোশলরাজ প্রসেনজিতের মহাযজ্ঞ আয়োজন হয়েছে। সেখানে পঞ্চশত বৃষভ, পঞ্চশত বৎসতর, পঞ্চশত বৎসতরী, পঞ্চশত ছাগল এবং পঞ্চশত ভেড়া যজ্ঞের জন্য যূপকাষ্ঠে নীত হচ্ছে। দণ্ডে ভীত, ভয়ে ত্রাসিত দাস, দূত ও কর্মচারীরা অশ্রুমুখে রোদন করতে করতে নিজ নিজ কর্তব্য-কর্মগুলো সম্পাদন করছে।'

অনন্তর ভগবান এর অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'অশ্বমেধ (অশ্ববলি), পুরুষমেধ (পুরুষবলি), শম্যপ্রাশ (এক প্রকার বলি দান), বাজপেয় (বা ঘৃতাহুতি যজ্ঞ) ও নিরর্গল মহোৎসবে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করলেও তা কখনো ফলপ্রসূ হয় না।'

'যে যজ্ঞে ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতি প্রাণী নির্মমভাবে নিহত হয়, সেই যজ্ঞে সর্বগুণে গুণান্বিত মহর্ষিগণ উপস্থিত হন না।'

'যে যজ্ঞগুলোতে পশুবলিহীন, সর্বদা দানের অনুকূল এবং ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করা হয় না, সেই যজ্ঞগুলোতেই সর্বগুণে গুণান্বিত মহর্ষিগণ উপস্থিত হন।'

'পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই দানযজ্ঞ সম্পাদন করেন, এরূপ যজ্ঞই মহাফলপ্রসূ হয়। এমন যজ্ঞ সম্পাদনকারীর পুণ্যই হয়, পাপ হয় না; যজ্ঞ মহৎ হয় এবং দেবতারাও আনন্দিত হন।'

১০. বন্ধন সূত্র

১২১. সে-সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নির্দেশে জনতা বন্ধিত হলো, কেউ কেউ দড়ি দিয়ে, কেউ কেউ শিকল দিয়ে এবং কেউ কেউ লোহার

শিকল দিয়ে।

তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলেন। শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কোশলরাজ প্রসেনজিতের আদেশে জনতা বন্ধিত হয়েছে, কেউ কেউ দড়ি দিয়ে, কেউ কেউ শিকল দিয়ে এবং কেউ কেউ লোহার শিকল দিয়ে।'

অতঃপর ভগবান ইহার অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'লৌহবন্ধন, কাষ্ঠবন্ধন বা রজ্জুবন্ধন প্রভৃতি বন্ধনকে ধীর ব্যক্তিরা দৃঢ় বন্ধন বলেন না। তাঁরা মণিকুণ্ডলগুলোতে অনুরক্ত ব্যক্তির বা স্ত্রী-পুত্রে আসক্ত ব্যক্তির তৃষ্ণাবন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন। এই অধোগতিদায়ক বন্ধন শিথিল করে, দুচ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন করে এবং কামসুখ পরিত্যাগ করে অনাসক্ত ব্যক্তিরা পরিভ্রমণ করেন।'

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দহর, পুরুষ, জরা, প্রিয়, আর আত্ম-রক্ষিত,
অল্প, বিচারালয়, মল্লিকা, যজ্ঞ ও বন্ধন উক্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. সপ্ত জটিল সূত্র

১২২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর মিগারমাতা (বিশাখা) প্রদত্ত পূর্বারাম বিহারে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা হতে উঠে বাহির দ্বারের প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ঠ হন। অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন।

সে-সময় সাতজন জটিল, সাতজন নির্গ্রন্থ, সাতজন অচেলক, সাতজন একবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী এবং সাতজন দীর্ঘ-চুল-নখ-লোমবিশিষ্ট পরিব্রাজক তাদের ব্যবহারযোগ্য বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ভগবানের নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আসন হতে উঠে উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করলেন এবং দক্ষিণ জানু মাটিতে রেখে সাতজন জটিল, সাতজন নির্গ্রন্থ,

সাতজন অচেলক, সাতজন একবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী এবং সাতজন দীর্ঘ-চুল-নখ-লোমবিশিষ্ট পরিব্রাজকের উদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন। আর তিনবার নিজের নাম প্রকাশ করলেন, 'ভন্তে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ।'

অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেই সাতজন জটিল, সাতজন নির্গ্রন্থ, সাতজন অচেলক, সাতজন একবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী এবং সাতজন পরিব্রাজকের গমনের পর আবার ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, পৃথিবীতে যেসব অর্হৎ বা অর্হত্ত্বমার্গলাভী আছেন, এরা সবাই তাঁদের মধ্যে অন্যতর।'

"হে মহারাজ, আপনার মতো গৃহী, কামভোগী, পুত্র-কন্যাসমন্বিত হয়ে বসবাসকারী, কাশিচন্দন-বিলাসী, মালা-গন্ধ-বিলেপনধারী ও স্বর্ণ-রৌপ্যগ্রাহীর পক্ষে জানা দুষ্কর যে, 'এরা অর্হৎ বা এরা অর্হত্ত্বমার্গলাভী।'

হে মহারাজ, একসঙ্গে বসবাসের মাধ্যমে শীল সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকালের সংসর্গে জানতে হবে, ক্ষণিক সংসর্গে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, আচার-ব্যবহারে শুদ্ধতা সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকালের আচার-ব্যবহারে জানতে হবে, ক্ষণিক আচার-ব্যবহারে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, বিপদ-আপদে শক্তি সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকালের দ্বারা জানতে হবে, ক্ষণিককালে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, কথোপকথনের মাধ্যমে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকাল কথোপকথনের দ্বারা জানতে হবে, ক্ষণিককালে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়।"

"ভন্তে, অতি মনোহর! অতি চমৎকার! ভগবানের এ ভাষণ সুভাষিত— 'হে মহারাজ, আপনার মতো গৃহী, কামভোগী, পুত্র-কন্যাসমন্বিত হয়ে বসবাসকারী, কাশিচন্দন-বিলাসী, মালা-গন্ধ-বিলেপনধারী ও স্বর্ণ-রৌপ্যগ্রাহীর পক্ষে জানা দুষ্কর যে, 'এরা অর্হৎ বা এরা অর্হত্ত্বমার্গলাভী।'

হে মহারাজ, একসঙ্গে বসবাসের মাধ্যমে শীল সম্বন্ধে জানতে হবে।

তাও আবার দীর্ঘকালের সংসর্গে জানতে হবে, ক্ষণিক সংসর্গে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, আচার-ব্যবহারে শুদ্ধতা সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকালের আচার-ব্যবহারে জানতে হবে, ক্ষণিক আচার-ব্যবহারে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, বিপদ-আপদে শক্তি সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকালের দ্বারা জানতে হবে, ক্ষণিককালে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়। মহারাজ, কথোপকথনের মাধ্যমে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জানতে হবে। তাও আবার দীর্ঘকাল কথোপকথনের দ্বারা জানতে হবে, ক্ষণিককালে নয়; মনোযোগের মাধ্যমে জানতে হবে, অমনোযোগের মাধ্যমে নয়; প্রজ্ঞাবানের দ্বারা জানতে হবে, দুষ্প্রাজ্ঞের দ্বারা নয়।”

‘ভন্তে, এই লোকেরা আমার গুপ্তচর, গোয়েন্দা; তারা জনপদ পরিদর্শন করে আগমন করছে। তাদের দ্বারা প্রথমে জনপদ পর্যবেক্ষিত হয়, তারপর আমি উপস্থিত হই। ভন্তে, তারা এখন দেহের ধূলি, কাদা পরিষ্কার করে সুস্নাত, সুবিলিপ্ত হবে, চুল-গোঁফ-দাড়ি মুণ্ডন করে শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্বক পঞ্চকামগুণে অলংকৃত ও লিপ্ত হয়ে বাস করবে।’

তখন ভগবান ইহার অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

‘দেহবর্ণে ও শারীরিক অবয়বে মানুষকে ভালোরূপে জানা সম্ভব নয়, ক্ষণিক দর্শনে লোককে বিশ্বাস করতে নেই। সুসংযত ব্যক্তির ছদ্মবেশে অসংযত ব্যক্তিরা জগতে বিচরণ করে। তারা অন্তরে অশুদ্ধ হয়েও মাটির নির্মিত কর্ণাবরণ সদৃশ বা স্বর্ণাচ্ছাদিত লৌহমুদ্রার অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক বাহ্যিকভাবে শোভনীয় হয়ে জগতে বিচরণ করে।’

২. পঞ্চরাজ সূত্র

১২৩. শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে পঞ্চকামগুণে মুগ্ধ, ভূষিত ও পঞ্চকামগুণ পরিচর্যাকারী কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রমুখ পাঁচজন রাজার মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠল—‘কামভোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?’ কোনো কোনো রাজা বললেন, ‘কামভোগের মধ্যে রূপ শ্রেষ্ঠ।’ কোনো কোনো রাজা বললেন, ‘কামভোগের মধ্যে শব্দ শ্রেষ্ঠ।’ কোনো কোনো রাজা বললেন,

'কামভোগের মধ্যে গন্ধ শ্রেষ্ঠ।' কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে রস উত্তম।' আবার কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে স্পর্শ শ্রেষ্ঠ।' তাঁরা কেউ পরস্পরকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেই রাজাদের বললেন, 'বন্ধুগণ, চলুন আমরা ভগবানের কাছে উপস্থিত হই; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। ভগবান আমাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন আমরা সেরূপে ধারণ করব।' 'বন্ধু, তা-ই হোক' বলে সেই রাজাগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

অনন্তর প্রসেনজিৎ প্রমুখ সেই পাঁচজন রাজা ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, পঞ্চকামগুণে মুগ্ধ, ভূষিত ও পঞ্চকামগুণ পরিচর্যাকারী আমাদের পাঁচজন রাজার মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ কথা উঠেছিল—'কামভোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?' কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে রূপ শ্রেষ্ঠ।' কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে শব্দ শ্রেষ্ঠ।' কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে গন্ধ শ্রেষ্ঠ।' কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে রস উত্তম।' আবার কোনো কোনো রাজা বললেন, 'কামভোগের মধ্যে স্পর্শ শ্রেষ্ঠ।' ভন্তে, কামভোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?"

'হে মহারাজ, মনোজ্ঞপূর্ণকেই (নিজ চিত্তপ্রসাদ) আমি পঞ্চকামগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি। মহারাজ, যে রূপ একজনের মনোজ্ঞ হয়, সেই রূপ অন্যজনের অপ্রিয় হয়। যে যেই রূপে পরিতৃপ্ত হয়, মনোবাসনা পরিপূর্ণ হয়; সে সেই রূপ হতে উৎকৃষ্টতর, উন্নততর অন্য কোনো রূপ কামনা করে না। সে রূপ তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়।

মহারাজ, যে শব্দ একজনের মনোজ্ঞ হয়, সেই শব্দ অন্যজনের অপ্রিয় হয়। যে যেই শব্দে পরিতৃপ্ত হয়, মনোবাসনা পরিপূর্ণ হয়; সে সেই শব্দ হতে উৎকৃষ্টতর, উন্নততর অন্য কোনো শব্দ কামনা করে না। সে শব্দ তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়।

মহারাজ, যে গন্ধ একজনের মনোজ্ঞ হয়, সেই গন্ধ অন্যজনের অপ্রিয় হয়। যে যেই গন্ধে পরিতৃপ্ত হয়, মনোবাসনা পরিপূর্ণ হয়; সে সেই গন্ধ হতে উৎকৃষ্টতর, উন্নততর অন্য কোনো গন্ধ কামনা করে না। সে গন্ধ তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়।

মহারাজ, যে রস একজনের মনোজ্ঞ হয়, সেই রস অন্যজনের অপ্রিয় হয়। যে যেই রসে পরিতৃপ্ত হয়, মনোবাসনা পরিপূর্ণ হয়; সে সেই রসে হতে উৎকৃষ্টতর, উন্নততর অন্য কোনো রস কামনা করে না। সে রস তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়।

মহারাজ, যে স্পর্শ একজনের মনোজ্ঞ হয়, সেই স্পর্শ অন্যজনের অপ্রিয় হয়। যে যেই স্পর্শে পরিতৃপ্ত হয়, মনোবাসনা পরিপূর্ণ হয়; সে সেই স্পর্শ হতে উৎকৃষ্টতর, উন্নততর অন্য কোনো স্পর্শ কামনা করে না। সে স্পর্শ তার কাছে পরম হয়, অনুত্তর হয়।'

সে-সময়ে চন্দনঙ্গলিক উপাসক সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন চন্দনঙ্গলিক উপাসক আসন হতে উঠে উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করলেন এবং ভগবানের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে ভগবানকে বললেন, 'ভগবান, আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে; সুগত, আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে।' ভগবান বললেন, 'হে চন্দনঙ্গলিক, (তোমার ইচ্ছা) প্রকাশ কর।'

তখন চন্দনঙ্গলিক উপাসক ভগবানের সম্মুখে তদনুরূপ গাথায় গুণগান গাইলেন—'সকালে প্রস্ফুটিত সৌরভযুক্ত লালপদ্ম যেমন অতীব সুগন্ধযুক্ত হয়; তেমনি মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখুন, তিনি আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় (গুণসৌরভে) দীপ্তিমান।'

অনন্তর পাঁচজন রাজা চন্দনঙ্গলিক উপাসককে পাঁচটি উত্তরীয় বস্ত্র দান দিলেন। চন্দনঙ্গলিক উপাসক পুনরায় সেই পাঁচটি উত্তরীয় বস্ত্র ভগবানকে দান করলেন।

৩. দ্রোণপাক সূত্র

১২৪. শ্রাবস্তী নিদান। সেমসয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দ্রোণপাক অন্ন ভোজন করতেন। তখন তিনি মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন।

অনন্তর ভগবান কোশলরাজ প্রসেনজিতের মাত্রাতিরিক্ত ভোজনের বিষয় অবগত হয়ে সেই সময়ে এই গাথা ভাষণ করলেন :

'স্মৃতিমান ব্যক্তি লব্ধ ভোজনে সর্বদা মাত্রা রাখেন, তাতে তাঁর বেদনা সূক্ষ্ম হয়, ভুক্তদ্রব্য আস্তে আস্তে পরিপাক হয়, এবং আয়ুও রক্ষা হয়।'

সে-সময়ে সুদর্শন মানব কোশলরাজ প্রসেনজিতের পেছনে স্থিত ছিলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সুদর্শন মানবকে ডেকে বললেন, 'বৎস সুদর্শন,

এসো, তুমি ভগবানের নিকটে এই গাথাটি সম্যকরূপে শিক্ষা করে আমার ভোজনের সময় ভাষণ কর। আমি প্রতিদিন তোমাকে একশত করে মুদ্রা দিব।' 'দেব, তা-ই হোক' বলে সুদর্শন মানব কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগবানের কাছে এই গাথাটি উত্তমরূপে শিক্ষা করে তদনুরূপে কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভোজনকালে ভাষণ করতেন :

'স্মৃতিমান ব্যক্তি লব্ধ ভোজনে সর্বদা মাত্রা রাখেন, তাতে তাঁর বেদনা সূক্ষ্ম হয়, ভুক্তদ্রব্য আস্তে আস্তে পরিপাক হয়, এবং আয়ুও রক্ষা হয়।'

অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নিয়মিত এক নালি পরিমাণ ভোজনের জন্য নিয়ম করলেন। এর ফলে তাঁর শরীরের স্থূলতা হ্রাস পেল। তিনি অন্য একদিন হাত দিয়ে দেহমার্জন করার সময়ে এই ভাবোদ্দীপক বাক্য বললেন, 'ভগবান আমাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় অর্থেই অনুকম্পা করেছেন।'

৪. প্রথম সংগ্রাম সূত্র

১২৫. শ্রাবস্তী নিদান। তখন বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু চতুরঙ্গিনী সৈন্য (হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য) রণসজ্জায় সজ্জিত করে কাশিরাজ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গমন করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সংবাদ পেলেন—'বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু নাকি রণসজ্জায় সজ্জিত চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করতে কাশিরাজ্যে আগমন করছেন।' অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎও চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল রণসজ্জায় সজ্জিত করে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে কাশিরাজ্যে অগ্রসর হলেন। অতঃপর বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই যুদ্ধে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে পরাজিত করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরাজিত হয়ে নিজের রাজধানী শ্রাবস্তীতে ফিরে আসলেন।

তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু চতুরঙ্গিনী সৈন্য (হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য) রণসজ্জায় সজ্জিত করে কাশিরাজ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গমন করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ

সংবাদ পেলেন—‘বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু নাকি রণসজ্জায় সজ্জিত চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করতে কাশিরাজ্যে আগমন করছেন।’ ভন্তে, অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎও চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল রণসজ্জায় সজ্জিত করে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে কাশিরাজ্যে অগ্রসর হলেন। ভন্তে, অতঃপর বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই যুদ্ধে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে পরাজিত করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরাজিত হয়ে নিজের রাজধানী শ্রাবস্তীতে ফিরে আসলেন।”

‘হে ভিক্ষুগণ, বৈদেহিপুত্র মগধের রাজা অজাতশত্রু পাপমিত্র, পাপসহায়, পাপবন্ধু; কিন্তু কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায় ও কল্যাণবন্ধু। ভিক্ষুগণ, মাত্র আজ রাত্রেই পরাজিত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দুঃখে শয়ন করবেন।’ ভগবান এরূপ বললেন...।

‘জয় শত্রুতা তৈরি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে শয়ন করে। উপশান্ত ব্যক্তি জয়-পরাজয় পরিত্যাগ করে সুখে শয়ন করে।’

৫. দ্বিতীয় সংগ্রাম সূত্র

১২৬. অনন্তর বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু চতুরঙ্গিনী সৈন্য (হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য) রণসজ্জায় সজ্জিত করে কাশিরাজ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গমন করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সংবাদ পেলেন—‘বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু নাকি রণসজ্জায় সজ্জিত চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করতে কাশিরাজ্যে আগমন করছেন।’ অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎও চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল রণসজ্জায় সজ্জিত করে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে কাশিরাজ্যে অগ্রসর হলেন। অতঃপর বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই যুদ্ধে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধের রাজা বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুকে পরাজিত করলেন, এবং তাকে জীবিত ধরে আনলেন। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের এরূপ মনে হলো—‘যদিও আমার বিনা দ্রোহীতায় এই বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু আমার সাথে বিদ্রোহ করছে, তবুও তো সে আমার ভাগিনেয়। যা হোক, আমি তাঁর সব হস্তি-আরূঢ়, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল অধিকৃত করে তাঁকে জীবিত ছেড়ে দিই।’

অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রুর সব

হস্তি-আরূঢ়, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল অধিকৃত করে তাঁকে জীবিত ছেড়ে দিলেন।

অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু চতুরঙ্গিনী সৈন্য (হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিক সৈন্য) রণসজ্জায় সজ্জিত করে কাশিরাজ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গমন করলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সংবাদ পেলেন—'বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু নাকি রণসজ্জায় সজ্জিত চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করতে কাশিরাজ্যে আগমন করছেন।' ভন্তে, অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎও চতুরঙ্গিনী সৈন্যদল রণসজ্জায় সজ্জিত করে বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে কাশিরাজ্যে অগ্রসর হলেন। ভন্তে, অতঃপর বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রু ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এই যুদ্ধে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রুকে পরাজিত করলেন, এবং তাকে জীবিত ধরে আনলেন। ভন্তে, তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের এরূপ মনে হলো—'যদিও আমার বিনা দ্রোহীতায় এই বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রু আমার সাথে বিদ্রোহ করছে, তবুও তো সে আমার ভাগিনেয়। যা হোক, আমি তাঁর সব হস্তি-আরূঢ়, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল অধিকৃত করে তাঁকে জীবিত ছেড়ে দিই।'

ভন্তে, অনন্তর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৈদেহিপুত্র মগধরাজ অজাতশত্রুর সব হস্তি-আরূঢ়, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল অধিকৃত করে তাঁকে জীবিত ছেড়ে দিলেন।' অতঃপর ভগবান এর অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'মানুষের যতদূর সম্ভব ততদূর (অন্যকে) বিলোপ সাধন করে। যখন কোনো ব্যক্তি (অন্যের সম্পদ) বিলোপ করে, তখন সেই বিলুণ্ঠিত ব্যক্তিও (সুযোগ উপস্থিত হলে তাকে) বিলোপ করে থাকে।

যতদিন পর্যন্ত পাপফল পরিপক্ব না হয়, ততদিন পর্যন্ত মূর্খলোক পাপকর্মকে সুখ বলে মনে করে। আর যখন পাপের ফল পরিপক্ব হয়, তখন সে দুঃখানুভব করে থাকে।

হত্যাকারী হত্যাকারীকে লাভ করে, জয়ী বিজয়ীকে পায়, আক্রোশকারী আক্রোশকারীর সম্মুখীন হয়, এবং রোষকারী রোষকারীর রোষানলে পড়ে। এরূপ কর্ম-বিবর্তনে (কর্মের ধারাবাহিক পরিবর্তনে বা বিপাকে) আক্রান্ত ব্যক্তি (প্রতিপক্ষকে) বিলোপ সাধন করে।'

৬. মল্লিকা সূত্র

১২৬. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট উপস্থিত হয়ে রাজার কানে কানে বললেন, 'দেব, মল্লিকা দেবী কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন।' এই সংবাদ শুনে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অসন্তুষ্ট হলেন।

তখন ভগবান রাজার অসন্তুষ্টিভাব জ্ঞাত হয়ে সে-সময়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'হে মহারাজ, কোনো কোনো মেধাবিনী, শীলবতী, শাশুড়িদেবী (শাশুড়িকে দেবীর ন্যায় পূজাকারিণী) ও পতিব্রতা নারী পুরুষ হতেও শ্রেষ্ঠা হয়, তার গর্ভজাত সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ রাজা হয়। তার মতো সৌভাগ্যশালিনীর পুত্র রাজ্যও শাসন করেন।'

৭. অপ্রমাদ সূত্র

১২৮. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করে ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এমন কোনো একধর্ম আছে কী যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে হিতের কারণ হয়?'

'হে মহারাজ, এমন একধর্ম আছে যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে হিতের কারণ হয়।'

'ভন্তে, সেই একধর্ম কী, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে হিতের কারণ হয়?'

'মহারাজ, অপ্রমাদই সেই একধর্ম, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে হিতের কারণ হয়। মহারাজ, যেমন সকল বন্যপ্রাণীর পদাঙ্ক হস্তিপদাঙ্কে সন্নিবিষ্ট হয়, এবং সেসব পদাঙ্কের মধ্যে বৃহত্ত্বের দিক দিয়ে হস্তিপদাঙ্কই অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়; ঠিক তেমনি মহারাজ, অপ্রমাদই একটি মাত্র ধর্ম, যা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে হিতের কারণ হয়।' ভগবান এরূপ

বললেন...।

‘আয়ু, আরোগ্য, বর্ণ, স্বর্গপ্রাপ্তি, উচ্চকুলে জন্মলাভ ও অপরাপর উত্তম উত্তম রতি বা অভিরুচি প্রার্থনাকারীর অপ্রমাদভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদনে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। ইহকালে যে অর্থ (হিত), পরকালেও সেই একই অর্থ। পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে এই উভয়ার্থ অধিকার করেন। অর্থাভিসময় (অর্থপ্রতিলাভ বা অর্হত্ত্বফল) লাভ করেন বলে ধীর ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা হয়।’

৮. কল্যাণমিত্র সূত্র

১২৯. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, একাকী নির্জনে অবস্থানকালে আমার এরূপ চিত্ত-পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সেই ধর্ম কল্যাণমিত্রের জন্য, কল্যাণসহায়ের জন্য, কল্যাণবন্ধুর জন্য; পাপমিত্র, পাপসহায় ও পাপবন্ধুর জন্য নয়।’”

‘মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক! আমার ধর্ম সুব্যাখ্যাত। সেই সুব্যাখ্যাত ধর্ম কল্যাণমিত্রের জন্য, কল্যাণসহায়ের জন্য, কল্যাণবন্ধুর জন্য; পাপমিত্র, পাপসহায় ও পাপবন্ধুর জন্য নয়।’

“মহারাজ, একসময় আমি শাক্যরাজ্যে শাক্যদের নগরক নামক নিগমে অবস্থান করছিলাম। তখন আনন্দ ভিক্ষু আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট আনন্দ ভিক্ষু আমাকে এরূপ বলল, ‘ভন্তে, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণবন্ধুত্বতা হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের অর্ধেক।’

মহারাজ, এরূপ বলা হলে আমি আনন্দ ভিক্ষুকে বললাম, ‘আনন্দ, তা নয়, তা নয়; কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণবন্ধুত্বতাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য। আনন্দ, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায় ও কল্যাণবন্ধু ভিক্ষুই এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বর্ধিত করবে, তা আশা করা যায়।’

আনন্দ, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায় ও কল্যাণবন্ধু ভিক্ষু কীভাবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বর্ধিত করে? আনন্দ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেকাশ্রিত, বিরাগাশ্রিত, নিরোধাশ্রিত, ত্যাগ-পরিণামী সম্যক দৃষ্টি ভাবিত করে;... সম্যক সংকল্প ভাবিত করে;... সম্যক বাক্য ভাবিত করে;... সম্যক কর্ম ভাবিত করে;... সম্যক জীবিকা ভাবিত করে;... সম্যক প্রচেষ্টা ভাবিত করে;... সম্যক স্মৃতি ভাবিত করে; এবং বিবেকাশ্রিত, বিরাগাশ্রিত, নিরোধাশ্রিত, ত্যাগ-পরিণামী সম্যক সমাধি ভাবিত করে। আনন্দ, কল্যাণমিত্র,

কল্যাণসহায় ও কল্যাণবন্ধু ভিক্ষু এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বর্ধিত করে। আনন্দ, এ কারণে জানতে হবে যে, কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণবন্ধুত্বতাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য।'

আনন্দ, আমাকে কল্যাণমিত্র হিসেবে পেয়ে জন্মপরায়ণ সত্ত্বগণ জন্ম হতে মুক্তি লাভ করছে, জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরা হতে মুক্ত হচ্ছে, ব্যাধিধর্মী সত্ত্বগণ ব্যাধি হতে মুক্ত হচ্ছে, মরণধর্মী সত্ত্বগণ মৃত্যু হতে মুক্তি লাভ করছে, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-দুর্দশাধর্মী সত্ত্বগণ শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-দুর্দশা হতে মুক্ত হচ্ছে। আনন্দ, এ কারণেই কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণবন্ধুত্বতা পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য বলে জানতে হবে।'

মহারাজ, সে-কারণে আপনার এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে, 'আমি কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণবন্ধু হব।' আপনার এরূপ শিক্ষা করা উচিত।

মহারাজ, কল্যাণমিত্র, কল্যাণসহায়, কল্যাণবন্ধুর এই একটি ধর্মকে উপনিশ্রয় করে আপনার অবস্থান করা উচিত; যথা—কুশলধর্মগুলোতে অপ্রমাদ।

মহারাজ, আপনি যদি অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে আপনার অন্তঃপুরবাসী প্রজাদের এরূপ মনে হবে—'আমাদের রাজা অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং আমরাও অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।'

মহারাজ, আপনি যদি অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে আপনার ক্ষত্রিয়-কর্মচারীদের এরূপ মনে হবে—'আমাদের রাজা অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং আমরাও অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করব।'

মহারাজ, আপনি যদি অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে আপনার সৈন্যদলের এরূপ মনে হবে—'আমাদের রাজা অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং আমরাও অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।'

মহারাজ, আপনি যদি অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, তাহলে আপনার নিগম-জনপদবাসীর এরূপ মনে হবে—'আমাদের রাজা অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং আমরাও অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।'

মহারাজ, আপনি যদি অপ্রমাদকে উপনিশ্রয়পূর্বক অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান

করেন, তাহলে আপনি নিজেও রক্ষিত ও সুরক্ষিত হবেন, অন্তঃপুরবাসীরাও রক্ষিত, সুরক্ষিত হবে এবং ধনাগার, শষ্যাগারও রক্ষিত, সুরক্ষিত হবে।'" ভগবান এরূপ বললেন...।

ভোগসম্পত্তি ও অপরাপর উত্তম উত্তম সম্পত্তি প্রার্থনাকারীর অপ্রমাদভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদনে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। ইহকালে যে অর্থ (হিত), পরকালেও সেই একই অর্থ। পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমত্ত হয়ে এই উভয়ার্থ অধিকার করেন। অর্থাভিসময় (অর্থপ্রতিলাভ বা অর্হত্ত্বফল) লাভ করেন বলে ধীর ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা হয়।'

৯. প্রথম অপুত্রক সূত্র

১৩০. শ্রাবস্তী নিদান। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দিন-দুপুরে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, আপনি এই দিন-দুপুরে কোথা হতে আগমন করছেন?'

'ভন্তে, শ্রাবস্তীতে এক গৃহপতি শ্রেষ্ঠী কালগত হয়েছেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। আমি তার সম্পত্তি নিয়ে রাজন্তঃপুরে আগমন করছি। ভন্তে, শ্রেষ্ঠীর আশি লাখ (মূল্যের) স্বর্ণ ছিল, আর রৌপ্যের কথাই বা কী! ভন্তে, গৃহপতি শ্রেষ্ঠীর এরূপ (সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও) তিনি খুদ ভাতের কাঞ্জি আহার করতেন; পোশাক ব্যবহার করতেন তিন টুকরোর শণবস্ত্র; এবং জরাজীর্ণ রথে পত্রনির্মিত ছাতা ধারণ করে চলাফেরা করতেন।'

'মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক! মহারাজ, অসৎপুরুষ প্রচুর ভোগসম্পত্তি লাভ করেও নিজেকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; মাতাপিতাকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; দাস-কর্মচারীকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের স্বর্গের সুখবিপাকপ্রদায়ী, স্বর্গ-সংবর্তনিক হিতকর দানের ব্যবস্থা করে না। তার সেই যথাযথ অব্যবহৃত ভোগসম্পত্তি রাজাগণ হরণ করেন, চোরগণ চুরি করেন, অগ্নি দগ্ধ করে, জল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী পুত্রেরা নিয়ে যায়। মহারাজ, অব্যবহৃত সেসব ভোগসম্পত্তি এরূপেই ক্ষয় হয়, পরিভোগ হয় না।

মহারাজ, যেমন অমনুষ্য অধিকৃত স্থানে পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ, শীতল, মনোরম, নির্মল হয় এবং তীরও সুন্দর ও রমণীয় হয়। সেই পুষ্করিণীর জল

লোকে নেয় না, পান করে না, স্নান করে না, যথেচ্ছা ব্যবহার করে না। এরূপে সেই জল যথাযথ ব্যবহার না হয়ে বিনষ্ট হয়, পরিভোগ হয় না। মহারাজ, ঠিক এভাবেই অসৎপুরুষ প্রচুর ভোগসম্পত্তি লাভ করেও নিজেকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; মাতাপিতাকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; দাস-কর্মচারীকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে না, পরিতৃপ্ত করে না; এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের স্বর্গের সুখবিপাকপ্রদায়ী, স্বর্গ-সংবর্তনিক হিতকর দানের ব্যবস্থা করে না। তার সেই যথাযথ অব্যবহৃত ভোগসম্পত্তি রাজাগণ হরণ করেন, চোরগণ চুরি করে, অগ্নি দগ্ধ করে, জল ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী পুত্রেরা নিয়ে যায়। মহারাজ, অব্যবহৃত সেসব ভোগসম্পত্তি এরূপেই ক্ষয় হয়, পরিভোগ হয় না।

মহারাজ, সৎপুরুষ বিপুল ভোগসম্পত্তি লাভ করে নিজেকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; মাতাপিতাকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; দাস-কর্মচারীকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের স্বর্গের সুখবিপাকপ্রদায়ী, স্বর্গ-সংবর্তনকারী হিতকর দানের সুব্যবস্থা করে। তার সেই ঠিকভাবে ব্যবহৃত ভোগসম্পত্তি রাজাগণ হরণ করেন না, চোরগণ চুরি করে না, অগ্নি দগ্ধ হয় না, জল ভাসিয়ে নেয় না, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী পুত্রেরা নিয়ে যায় না। মহারাজ, যথাযথ ব্যবহৃত সেই ভোগসম্পত্তি এরূপে পরিভোগ হয়, পরিক্ষয় হয় না।

মহারাজ, যেমন গ্রামে বা নগরের অনতিদূরে অবস্থিত পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ, শীতল, মনোরম, নির্মল হয় এবং তীরও সুন্দর ও রমণীয় হয়। সেই পুষ্করিণীর জল লোকে নিয়ে যায়, পান করে, স্নান করে, যথেচ্ছা ব্যবহার করে। এরূপে সেই জল যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিভোগ হয়, পরিক্ষয় হয় না। মহারাজ, ঠিক এভাবেই সৎপুরুষ বিপুল ভোগসম্পত্তি লাভ করে নিজেকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; মাতাপিতাকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; দাস-কর্মচারীকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; বন্ধুবান্ধবকে সুখী করে, পরিতৃপ্ত করে; এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণের স্বর্গের সুখবিপাকপ্রদায়ী, স্বর্গ-সংবর্তনকারী হিতকর দানের সুব্যবস্থা করে। তার সেই ঠিকভাবে ব্যবহৃত ভোগসম্পত্তি রাজাগণ হরণ করেন না, চোরগণ চুরি করে না, অগ্নি দগ্ধ হয় না, জল ভাসিয়ে নেয় না, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী পুত্রেরা নিয়ে যায় না। মহারাজ, যথাযথ ব্যবহৃত সেই ভোগসম্পত্তি এরূপে

পরিভোগ হয়, পরিক্ষয় হয় না।’

‘অমনুষ্য অধিকৃত স্থানের সুশীতল জল যেমন পানের অযোগ্য হয়ে শুকিয়ে যায়; তেমনি কাপুরুষ ধন লাভ করে নিজেও ভোগ করে না, অপরকেও দান করে না।

ধীর, বিচক্ষণ লোক ভোগসম্পত্তি লাভ করে নিজেও ভোগ করেন, (দানাদি) কর্তব্যকর্মও সম্পাদন করেন। সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি জ্ঞাতিগণকে ভরণ-পোষণ করে আনন্দিত মনে স্বর্গে উৎপন্ন হন।’

১০. দ্বিতীয় অপুত্রক সূত্র

১৩১. তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দিন-দুপুরে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট রাজাকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, ‘মহারাজ, এই দিন-দুপুরে কোথা হতে আগমন করছেন?’

‘ভন্তে, শ্রাবস্তীতে এক গৃহপতি শ্রেষ্ঠী কালগত হয়েছেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। আমি তার সম্পত্তি নিয়ে রাজন্তঃপুরে আগমন করছি। ভন্তে, শ্রেষ্ঠীর শত লক্ষ (মূল্যের) স্বর্ণ ছিল, আর রৌপ্যের কথাই বা কী! ভন্তে, গৃহপতি শ্রেষ্ঠীর এরূপ (সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও) তিনি খুদ ভাতের কাঞ্জি আহার করতেন; পোশাক ব্যবহার করতেন তিন টুকরোর শণবস্ত্র; এবং জরাজীর্ণ রথে পত্রনির্মিত ছাতা ধারণ করে চলাফেরা করতেন করতেন।’

‘মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক! মহারাজ, সেই গৃহপতি শ্রেষ্ঠী অতীতকালে তগ্‌গরশিখি নামক পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডদানের আয়োজন করেছিল। সে (কর্মচারীদের) ‘শ্রমণকে পিণ্ড দাও’ বলে আসন হতে উঠে প্রস্থান করেছিল; এবং দান দেয়ার পর এরূপ অনুতাপ করেছিল—‘এটাই উত্তম হতো, যদি এই পিণ্ডপাত দাস বা কর্মচারীরা পরিভোগ করতো।’ আর সে সম্পত্তির লোভে ভ্রাতার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছিল।

মহারাজ, সেই গৃহপতি শ্রেষ্ঠী তগ্‌গরশিখি পচ্চেক বুদ্ধকে পিণ্ডদান ব্যবস্থা করার পুণ্যকর্মের ফলে সাতবার সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। সেই পুণ্যকর্মের বিপাকাবসানে এই শ্রাবস্তীতেই সাতবার শ্রেষ্ঠী হয়ে জন্ম নিয়েছিল। মহারাজ, গৃহপতি শ্রেষ্ঠী যে দান দেয়ার পরে অনুতপ্ত হয়েছিল—‘এটাই উত্তম হতো, যদি এই পিণ্ডপাত দাস বা কর্মচারীরা পরিভোগ করতো’, সেই কর্মের ফলে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজনে তার চিত্ত নমিত হয়নি, উত্তম পোশাক ব্যবহারে চিত্ত নমনীয় হয়নি, উন্নত যান ব্যবহারে চিত্ত নমিত

হয়নি, উৎকৃষ্ট পঞ্চকামগুণ উপভোগে চিত্ত নমনীয় হয়নি। মহারাজ, গৃহপতি শ্রেষ্ঠী যে সম্পত্তির লোভে ভ্রাতার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছিল, সেই কর্মের ফলে বহু বছর, বহু শত বছর, বহু হাজার বছর, বহু লক্ষ বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। সেই পাপকর্মের বিপাক শেষে এই সপ্তমবার তার অপুত্রক সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে প্রবেশ করল। মহারাজ, সেই গৃহপতি শ্রেষ্ঠীর অতীতকালের পুণ্য পরিক্ষয় হয়েছে, নতুন পুণ্যও সঞ্চিত হয়নি। আজ গৃহপতি শ্রেষ্ঠী মহারৌরব নরকে পক্ব হচ্ছে।' 'ভন্তে, তাহলে গৃহপতি শ্রেষ্ঠী মহারৌরব নরকে উৎপন্ন হয়েছেন।' 'হ্যাঁ মহারাজ, গৃহপতি শ্রেষ্ঠী মহারৌরব নরকে উৎপন্ন হয়েছে।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'ধন, ধান্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, সম্পত্তি, দাস, কর্মচারী, দূত, অনুজীবী যা কিছু আছে, সব কিছুই ফেলে যেতে হবে, এ সমস্ত বিষয় নিক্ষেপধর্মী বটে। লোকে কায়ে, বাক্যে ও মনে যে কর্ম সম্পাদন করে, সে কর্মই তার নিজের হয় এবং সে কর্ম নিয়ে গমন করে। অনুগমনকারী ছায়ার ন্যায় সেই কর্ম তাকে অনুসরণ করে। তাই পরকালের জন্য নানাবিধ পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত। কারণ, পরলোকে প্রাণিগণের পুণ্যগুলো প্রতিষ্ঠা হয়।'

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সপ্ত জটিল, পঞ্চরাজা, আর দ্রোণপাকে,
সংগ্রামদ্বয়, মল্লিকাসহ অপ্রমাদদ্বয়ে;
অপুত্রকদ্বয়ে ব্যক্ত, বর্গ বলে এসবে।

৩. তৃতীয় বর্গ

১. পুদ্গল সূত্র

১৩২. শ্রাবস্তী নিদান। তখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ভগবান বললেন, 'মহারাজ, পৃথিবীতে এই চার প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। কোন চার প্রকার? তমো-তমপরায়ণ, তমো-জ্যোতিপরায়ণ, জ্যোতি-তমপরায়ণ ও জ্যোতি-জ্যোতিপরায়ণ।

মহারাজ, কীভাবে পুদ্গল বা ব্যক্তি তমো-তমপরায়ণ হয়? মহারাজ, এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে; যেমন : চণ্ডালকুলে,

বেণকুলে (বাঁশের কারিগর বংশে), ব্যাধকুলে, রথকারকুলে, পুক্কুসকুলে (যারা অবর্জনাদি পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করে) অথবা দরিদ্রকুলে, অল্পান্নভোজী, কষ্টজীবী হয়ে জন্ম নেয়, যেখানে অতিশয় কষ্টে অন্ন-বস্ত্র লাভ হয়। সে কুৎসিত, কদাকার, কুঁজো, নানা রোগে আক্রান্ত, অন্ধ, খোঁড়া, খঞ্জ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়; এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যাবাস এমনকি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের উপকরণাদিও লাভ করে না। তবুও সে কায়-মনো-বাক্যে দুঃশ্চরিত আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে দুঃশ্চরিত আচরণের ফলে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যেমন কোনো পুরুষ অন্ধকার হতে অন্ধকারে গমন করে, আঁধার হতে আঁধারে গমন করে, লোহিতমল হতে লোহিতমলে যায়। এই ব্যক্তিকেও আমি সেরূপ বলি। মহারাজ, পুদ্গল এভাবেই তমো-তমপরায়ণ হয়।

মহারাজ, পুদ্গল কীভাবে তমো-জ্যোতিপরায়ণ হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে; যেমন : চণ্ডালকুলে, বেণকুলে (বাঁশের কারিগর বংশে), ব্যাধকুলে, রথকারকুলে, পুক্কুসকুলে (যারা অবর্জনাদি পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করে) অথবা দরিদ্রকুলে, অল্পান্নভোজী, কষ্টজীবী হয়ে জন্ম নেয়, যেখানে অতিশয় কষ্টে অন্ন-বস্ত্র লাভ হয়। সে কুৎসিত, কদাকার, কুঁজো, নানা রোগে আক্রান্ত, অন্ধ, খোঁড়া, খঞ্জ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়; এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন, শয্যাবাস এমনকি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের উপকরণাদিও লাভ করে না। কিন্তু সে কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণ (পুণ্যকর্ম সম্পাদন) করে। কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণের ফলে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যেমন কোনো পুরুষ মাটি হতে পালঙ্কে আরোহণ করে, পালঙ্ক হতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে, অশ্বপৃষ্ঠ হতে হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করে, হস্তিস্কন্ধ হতে প্রাসাদে আরোহণ করে। এই ব্যক্তিকেও আমি সেরূপ বলি। মহারাজ, পুদ্গল এভাবেই তমো-জ্যোতিপরায়ণ হয়।

মহারাজ, পুদ্গল কীভাবে জ্যোতি-তমপরায়ণ হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে; যেমন : ক্ষত্রিয় মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে, ব্রাহ্মণ মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে, অথবা গৃহপতি মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে ধনী, মহাধনী, বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী ও বহু ধন-ধান্যে ধনী হয়ে জন্ম নেয়। সে অভিরূপী, সুদর্শন, লাবণ্যময়, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় অলংকৃত

হয়; এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন দ্রব্য, শয্যাবাস এমনকি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের উপকরণাদিও লাভ করে। কিন্তু সে কায়-মনো-বাক্যে দুঃশ্চরিত আচরণ (পাপকর্ম সম্পাদন) করে। কায়-মনো-বাক্যে দুঃশ্চরিত আচরণের ফলে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি দুঃখময় নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যেমন কোনো পুরুষ প্রাসাদ হতে হস্তিস্কন্ধে অবতরণ করে, হস্তিস্কন্ধ হতে অশ্বপৃষ্ঠে নেমে আসে, অশ্বপৃষ্ঠ হতে পালঙ্কে নেমে আসে, পালঙ্ক হতে মাটিতে নামে, অথবা মাটি থেকে অন্ধকারে প্রবেশ করে। এই পুদ্গলকেও আমি সেরূপ বলি। মহারাজ, পুদ্গল এভাবেই জ্যোতি-তমপরায়ণ হয়।

মহারাজ, পুদ্গল কীভাবে জ্যোতি-জ্যোতিপরায়ণ হয়? এ জগতে কোনো কোনো পুদ্গল উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে; যেমন : ক্ষত্রিয় মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে, ব্রাহ্মণ মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে, অথবা গৃহপতি মহা ঐশ্বর্যশালীকুলে ধনী, মহাধনী, বিপুল ভোগসম্পত্তির অধিকারী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক, প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী ও বহু ধন-ধান্যে ধনী হয়ে জন্ম নেয়। সে অভিরূপী, সুদর্শন, লাবণ্যময়, পরম বর্ণসৌন্দর্যতায় অলংকৃত হয়; এবং অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ-বিলেপন দ্রব্য, শয্যাবাস এমনকি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের উপকরণাদিও লাভ করে। তবুও সে কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণ করে। কায়-মনো-বাক্যে সুচরিত আচরণের ফলে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যেমন কোনো পুরুষ পালঙ্ক হতে পালঙ্কে পার হয়, অশ্বপৃষ্ঠ হতে অশ্বপৃষ্ঠে পার হয়, হস্তিস্কন্ধ হতে হস্তিস্কন্ধে পার হয়, প্রাসাদ হতে প্রাসাদে পার হয়। এই পুদ্গলকেও আমি সেরূপ বলি। মহারাজ, পুদ্গল এভাবেই জ্যোতি-জ্যোতিপরায়ণ হয়। মহারাজ, এই চার প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'মহারাজ, যে দরিদ্র ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, মাৎসর্যপরায়ণ, দানকুণ্ঠ, কুচিন্তাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিক ও অশিষ্ট হয়। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য ভিক্ষাজীবীদের আক্রোশ করে, অপবাদ দেয়, নাস্তিক ও রোষকারী হয়, এবং যাচকদের ভোজন দানে বারণ করে। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে তমো-তমপরায়ণ হয়ে ভয়ানক নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যে দরিদ্র ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, অকৃপন, পুণ্যচিন্তায় ও অকুণ্ঠচিত্তে দান দেয়। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য ভিক্ষাজীবীদের উঠে অভিবাদন

করে, সমচর্যা (বা শিষ্টাচার) শিক্ষা করে, যাচকদের ভোজন দানে বারণ করে না। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে তমো-জ্যোতিপরায়ণ হয়ে ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যে ধনবান ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, মাৎসর্যপরায়ণ, দানকুণ্ঠ, কুচিন্তাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিক ও অশিষ্ট হয়। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য ভিক্ষাজীবীদের আক্রোশ করে, অপবাদ দেয়, নাস্তিক ও রোষকারী হয়, এবং যাচকদের ভোজন দানে বারণ করে। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে জ্যোতি-তমপরায়ণ হয়ে ভয়ানক নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

মহারাজ, যে ধনবান ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, অকৃপণ, পুণ্যচিন্তায় ও অকুণ্ঠচিত্তে দান দেয়। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য ভিক্ষাজীবীদের উঠে অভিবাদন করে, সমচর্যা (বা শিষ্টাচার) শিক্ষা করে, যাচকদের ভোজন দানে বারণ করে না। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে জ্যোতি-জ্যোতিপরায়ণ হয়ে ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হয়।'

২. মাতামহী সূত্র

১৩৩. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, এই দিন-দুপুরে আপনি কোথা হতে আগমন করছেন?'

"ভন্তে, জরাজীর্ণা, বৃদ্ধা, বর্ষীয়সী, অর্ধগতা, শেষ বয়স্কা আমার মাতামহী একশত বিশ বৎসর বয়সে কালগত হয়েছেন। তিনি আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। হস্তিরত্ন দিয়ে যদি 'আমার মাতামহীর মৃত্যু না হোক' বলে মাতামহীকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে হস্তিরত্নের বিনিময়ে তাকে বাঁচাতাম। অশ্বরত্ন দিয়ে যদি 'আমার মাতামহীর মৃত্যু না হোক' বলে তাকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে অশ্বরত্নের বিনিময়ে মাতামহীকে বাঁচাতাম। শ্রেষ্ঠ গ্রাম দিয়ে যদি 'আমার মাতামহীর মৃত্যু না হোক' বলে তাকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে শ্রেষ্ঠ গ্রামের বিনিময়ে মাতামহীকে বাঁচাতাম। জনপদ-প্রদেশ দিয়ে যদি 'আমার মাতামহীর মৃত্যু না হোক' বলে তাকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে জনপদ-প্রদেশের বিনিময়ে হলেও মাতামহীকে বাঁচাতাম। 'মহারাজ, সকল সত্ত্ব মরণধর্মী, মৃত্যুতে পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত।' 'ভন্তে, আপনার সুভাষিত বাণী অতি মনোরম! অতি চমৎকার! সকল সত্ত্ব মরণধর্মী, মৃত্যুতে পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত।'"

'মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক! সকল সত্ত্ব মরণধর্মী, মৃত্যুতে পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত। মহারাজ, যেমন কুম্ভকারের অপক্ব ও পক্ব সব ভাজন

ভঙ্গুর, বিনাশশীল, ধ্বংসাধীন; তেমনি সকল সত্ত্ব মরণধর্মী, মৃত্যুতে পর্যবসিত এবং মৃত্যুর অনতীত।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'সকল প্রাণী মরবে, জীবিত সত্ত্বও মরছে। তারা পাপ-পুণ্যের ফল লাভ করে কর্মানুসারে গমন করবে। পাপকর্মীরা নিরয়ে দুঃখ ভোগ করবে এবং পুণ্যকর্মীরা সুগতিতে উৎপন্ন হবে। তাই পরকালের জন্য নানাবিধ পুণ্য সঞ্চয় করা উচিত। কারণ পরলোকে প্রাণীগণের পুণ্যগুলো প্রতিষ্ঠা হয়।'

৩. লোক সূত্র

১৩৪. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, মানুষের অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য, নিরানন্দে অবস্থানের জন্য কয়টি উৎপন্নধর্মী ধর্ম উৎপন্ন হয়?' 'মহারাজ, মানুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দে অবস্থানের জন্য তিনটি উৎপন্নধর্মী ধর্ম উৎপন্ন হয়। তিনটি কী কী? মহারাজ, উৎপন্নধর্মী লোভধর্ম মানুষের অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য, নিরানন্দে অবস্থানের জন্য উৎপন্ন হয়। উৎপন্নধর্মী দ্বেষধর্ম মানুষের অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য, নিরানন্দে অবস্থানের জন্য উৎপন্ন হয়। উৎপন্নধর্মী মোহধর্ম মানুষের অহিতের জন্য, দুঃখের জন্য, নিরানন্দে অবস্থানের জন্য উৎপন্ন হয়। 'মহারাজ, এই তিনটি উৎপন্নধর্মী ধর্ম মানুষের অহিত, দুঃখ ও নিরানন্দে অবস্থানের জন্য উৎপন্ন হয়।' ভগবান এরূপ বললেন...।

'ফলবান বৃক্ষ যেমন নিজের ফলের জন্য তছনছ হয়, তেমনি নিজের মনে উৎপন্ন লোভ, দ্বেষ ও মোহ পাপচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে।'

৪. ধনুর্বিদ্যা সূত্র

১৩৫. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কাকে দান দেয়া উচিত?' 'মহারাজ, যার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয়।' 'ভন্তে, কাকে দান দিলে মহাফল লাভ হয়?' "মহারাজ, 'কাকে দান দেয়া উচিত? ও কাকে দান দিলে মহাফল লাভ হয়?' এই দুটি প্রশ্নের ভিন্নতা আছে। মহারাজ, শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলেই মহাফল লাভ হয়, দুঃশীল ব্যক্তিকে দান দিলে সেরূপ ফল হয় না। মহারাজ, তাহলে আমি আপনাকেই প্রতিপ্রশ্ন করি, আপনার খুশীমত উত্তর দিবেন। মহারাজ, তা আপনি কী মনে করেন, ধরুন এখানে আপনার যুদ্ধ সমুপস্থিত হলো, সংগ্রাম শুরু হলো। তখন এই যুদ্ধে অংশ নিতে অশিক্ষিত, অদক্ষ, অযোগ্য, ধনুর্বিদ্যায় অনিপুণ, ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত ও পলায়নকারী ক্ষত্রিয় কুমার

আগমন করে। আপনি কি তাকে পছন্দ করবেন? তাদৃশ ব্যক্তিকে দিয়ে কি আপনি সফল হবেন?” ‘না ভন্তে, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করবো না, তাকে দিয়ে আমি সফলও হবো না।’ ‘মহারাজ, ধরুন এই যুদ্ধে অংশ নিতে অশিক্ষিত... ব্রাহ্মণ কুমার আগমন করে... বৈশ্য কুমার আগমন করে... শূদ্র কুমার আগমন করে... তাদৃশ ব্যক্তিকে দিয়ে আমি সফলও হবো না।’

‘মহারাজ, তা আপনি কী মনে করেন, ধরুন এখানে আপনার যুদ্ধ সমুপস্থিত হলো, সংগ্রাম শুরু হলো। তখন এই যুদ্ধে অংশ নিতে সুশিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, নির্ভীক, সাহসী, ভয়শূন্য ও অপলায়নকারী ক্ষত্রিয় কুমার আগমন করে। আপনি কি তাকে পছন্দ করবেন? তাদৃশ ব্যক্তিকে দিয়ে কি আপনি কৃতকার্য হবেন?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করবো, তাকে দিয়ে আমি কৃতকার্যও হবো।’ ‘মহারাজ, ধরুন এই যুদ্ধে অংশ নিতে সুশিক্ষিত... ব্রাহ্মণ কুমার আগমন করে... বৈশ্য কুমার আগমন করে... সুশিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, নির্ভীক, সাহসী, ভয়শূন্য ও অপলায়নকারী শূদ্র কুমার আগমন করে। আপনি কি তাকে পছন্দ করবেন? তাদৃশ ব্যক্তিকে দিয়ে কি আপনি কৃতকার্য হবেন?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করবো, তাকে দিয়ে আমি কৃতকার্যও হবো।’

‘মহারাজ, তেমনি কোনো ব্যক্তি যদি যেকোনো কুলাগার হতে অনাগারিকে প্রব্রজিত হয়, আর সে যদি পঞ্চাঙ্গ-প্রহীন ও পঞ্চাঙ্গে বিমণ্ডিত হয়; তাকে দান দিলেই মহাফল লাভ হয়। তার কোন পঞ্চাঙ্গ প্রহীন হয়? কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা প্রহীন হয়। তার এই পঞ্চাঙ্গ প্রহীন হয়। সে কোন পঞ্চাঙ্গে বিমণ্ডিত হয়? অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধে, অশৈক্ষ্য সমাধিস্কন্ধে, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞাস্কন্ধে, অশৈক্ষ্য বিমুক্তিস্কন্ধে ও অশৈক্ষ্য বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনস্কন্ধে বিমণ্ডিত হয়। সে এই পঞ্চাঙ্গে বিমণ্ডিত হয়। এই পঞ্চাঙ্গ-প্রহীন ও পঞ্চাঙ্গে বিমণ্ডিত ভিক্ষুকে দান দিলে মহাফল লাভ হয়।’ ভগবান এরূপ বললেন...।

‘ধনুর্বিদ্যায় সুদক্ষ, বলবান, বীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা যুদ্ধের জন্য পছন্দ করেন, শুধু বংশমর্যাদায় কাপুরুষকে সমর্থন করেন না। সেরূপ যার কাছে ক্ষমাগুণ ও বিনীতস্বভাবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত মেধাবীকে নীচবংশজাত হলেও পূজা করা উচিত। রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করে বহুশ্রুতদের বসবাসের ব্যবস্থা করবে। মরুভূমিতে জলচ্ছত্র তৈরি করবে, দুর্গম পথে সোপান নির্মাণ করবে। ঋজুমার্গে পতিত ব্যক্তিদের বিপ্রসন্ন চিত্তে অন্ন, পানীয়, খাদ্যবস্তু, বস্ত্র ও শয্যাসনাদি দান করবে।

বিদ্যুৎমালাসমন্বিত শত কোণযুক্ত মেঘ যেমন গর্জনপূর্বক পৃথিবীতে বর্ষণ করে স্থল ও নিম্নভূমি পরিপূর্ণ করে; তেমনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শ্রুতবান, পণ্ডিত ব্যক্তি ভোজনের সুব্যবস্থা করে ভিক্ষাজীবীদের অন্ন-পানে পরিতৃপ্ত করে। আনন্দিত হয়ে দান বিস্তৃত করে (বা দানীয় বস্তু বিলিয়ে দেয়), এবং দেববৃষ্টি গর্জনের ন্যায় 'দান দাও' 'দান দাও' বলে বলতে থাকে; (এতে অর্জিত) সেই বিপুল পুণ্যধারা দাতার ওপর বর্ষিত হয়।'

৫. পর্বতোপম সূত্র

১৩৬. শ্রাবস্তী নিদান। একান্তে উপবিষ্ট কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, এই দিন-দুপুরে কোথা হতে আগমন করছেন?' 'ভন্তে, রাজপদে অভিষিক্ত, রাজ-ক্ষমতায় প্রমত্ত, কামতৃষ্ণায় অভিভূত, জনপদ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়রাজাদের অনেক রাজকার্য থাকে, আমি এখন সেসব কাজে উৎসাহপরায়ণ হয়েছি।'

"মহারাজ, তা আপনি কী মনে করেন, ধরুন পূর্বদিক হতে আপনার বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এখানে আগমন করল। আর সে আপনাকে বলল, 'মহারাজ, আপনি হয়তো জানেন আমি পূর্বদিক থেকে আগমন করছি। সেদিকে দেখলাম অভ্রসম (বজ্রপূর্ণ ঘনকালো মেঘসদৃশ) বিরাট পর্বত সকল প্রাণীদের বিনাশ করে করে আসছে। আপনার যা করণীয় তা-ই করুন। অনন্তর আপনার বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি পশ্চিমদিক থেকে আগমন করল... তৃতীয় ব্যক্তি উত্তরদিক থেকে আগমন করল... আপনার বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য চতুর্থ ব্যক্তি দক্ষিণদিক থেকে আগমন করল। আর সে আপনাকে বলল, 'মহারাজ, আপনি হয়তো জানেন আমি দক্ষিণদিক থেকে আগমন করছি। সেদিকে দেখলাম, অভ্রসম বিরাট পর্বত সকল প্রাণীদের বিনাশ করে করে আসছে। আপনার যা করণীয় তা-ই করুন।' মহারাজ, এরূপ দারুণ মানববিধ্বংশী প্রকাণ্ড মহাভয় উৎপন্ন হলে দুর্লভ মানবজন্মে আপনার করণীয় কী?"

'ভন্তে, এরূপ দারুণ মানববিধ্বংশী প্রকাণ্ড মহাভয় উৎপন্ন হলে দুর্লভ মানবজন্মে ধর্মচর্যা (ধর্মত জীবনযাপন), সমচর্যা, কুশলকর্ম ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন ছাড়া আমার কী-ই বা করণীয় আছে?'

'মহারাজ, আমি আপনাকে বলছি, জ্ঞাত করছি যে, জরা-মৃত্যুকে জয় করা যায়। জরা-মৃত্যুকে জয় করার জন্য আপনার করণীয় কী?' 'ভন্তে, জরা-মৃত্যুকে জয় করার জন্যে ধর্মচর্যা, সমচর্যা, কুশলকর্ম ও পুণ্যকর্ম করা

ছাড়া আমার কী-ই বা করণীয় আছে? রাজপদে অভিষিক্ত, রাজ-ক্ষমতায় প্রমত্ত, কামতৃষ্ণায় অভিভূত, জনপদ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেক হস্তিযোদ্ধা আছে, তাদেরও (হস্তিযোদ্ধাদের) জরা-মৃত্যুকে জয় করার (বা প্রতিরোধ করার) কোনো গতি (বা উপায়) নেই, ক্ষমতা নেই। রাজপদে অভিষিক্ত... দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেক অশ্বযোদ্ধা আছে... রথযোদ্ধা আছে... পদাতিক যোদ্ধা আছে, তাদেরও (পদাতিক যোদ্ধাদের) জরা-মৃত্যুকে জয় করার (বা প্রতিরোধ করার) কোনো গতি নেই, ক্ষমতা নেই। এই রাজকুলে মন্ত্রী, মহামাত্যরা আছেন, যারা আগত শত্রুদের মন্ত্রবলে ভেদ করতে সক্ষম; তাদেরও জরা-মৃত্যুকে জয় করার (বা প্রতিরোধ করার) কোনো গতি নেই, ক্ষমতা নেই। এই রাজকুলে মাটির নিচে লুক্কায়িত, আকাশস্থিত প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য আছে; যে ধন দিয়ে আমরা আগত শত্রুদের ভুলাতে পারি। সেসব ধনযোদ্ধাদেরও জরা-মৃত্যুকে জয় করার (বা প্রতিরোধ করার) কোনো গতি নেই, ক্ষমতা নেই। ভন্তে, জরা-মৃত্যুকে জয় করার জন্য ধর্মচর্যা, সমচর্যা, কুশলকর্ম ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন ছাড়া আমার কী-ই বা করণীয় আছে?’

‘মহারাজ, তা ঠিক! তা ঠিক! জরা-মৃত্যুকে জয় করার জন্য ধর্মচর্যা, সমচর্যা, কুশলকর্ম ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন ছাড়া আর কী-ই বা করণীয় থাকতে পারে?’ ভগবান এরূপ বললেন...।

‘বিশাল শৈলময় আকাশস্পর্শী পর্বতগুলো যেমন চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে বিনাশ করে করে চলে আসে; তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুস, সকল প্রাণীকে জরা-মৃত্যু বশীভূত করে। কাউকে বাদ দেয় না, সকলকে পরিমর্দন করে। এই জরা-মৃত্যুর উপর হস্তিযোদ্ধা, রথযোদ্ধা, পদাতিক সৈন্যদলের কোনো হাত নেই; মন্ত্রযুদ্ধে কিংবা বিপুল ধন দিয়েও জরা-মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব নয়। তাই পণ্ডিত, ধীর ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চিন্তা করে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করে কায়, বাক্য, মনে যে ধর্মচারী হয়, সে ইহলোকে প্রশংসিত হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে আনন্দিত হয়।’

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

পুদ্গল, মাতামহী, লোক, ধনুর্বিদ্যা, পর্বতোপম,
বুদ্ধশ্রেষ্ঠ দ্বারা দেশিত এই কোশল পঞ্চক।

কোশল-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৪. মার-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. তপশ্চর্যা সূত্র

১৩৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম দিকে উরুবেলায় (বর্তমান নাম 'বোধগয়া') নজ্জার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধবৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। তখন নিভৃতে, নির্জনে অবস্থানকালে ভগবানের এরূপ চিত্ত-পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়—'বাস্তবিক অর্থে আমি সেই আত্মনিগ্রহ হতে মুক্ত হয়েছি; অনর্থক আত্মনিগ্রহ হতে উত্তমরূপে মুক্ত হয়েছি, উত্তমভাবে মুক্ত হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেছি।'

তখন পাপীরাজ মার ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলো, এবং ভগবানকে গাথায় বলল :

'আপনি তপশ্চর্যা হতে বিচ্যুত হয়েছেন, যে তপশ্চর্যায় মানুষেরা শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধিকে শুদ্ধি মনে করছেন, আপনি শুদ্ধিমার্গ হতে অনেক দূরে আছেন।'

তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' জেনে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

''অমর তপস্যা (কৃচ্ছসাধন) যত প্রকার আছে আমি সবই অনর্থক বলে জ্ঞাত হয়েছি, শুষ্ক বনভূমিতে (বা অরণ্যে) নৌকা চালানোর ন্যায় সেসব তপস্যা অর্থপ্রদ হয় না। শীল (সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা), সমাধি (সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি), প্রজ্ঞা (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প), এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপলব্ধির জন্য ভাবনা করে পরম শুদ্ধি (অর্হত্ত্ব) প্রাপ্ত হয়েছি। হে মার, তুমি পরাভূত, তুমি পরাজিত।'

অনন্তর পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

২. হস্তিরাজবেশ সূত্র

১৩৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম দিকে উরুবেলায় নজ্জার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধবৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। সে-সময় ভগবান ঘন-অন্ধকার রাত্রিতে উন্মুক্তস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের

ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ হস্তিরাজবেশ ধারণ করে ভগবানের নিকটে উপস্থিত হলো। তার মস্তক যেন কালোবর্ণের প্রকাণ্ড পাষাণ (কূটাগার প্রমাণ), দন্ত রৌপ্যের মতো নির্মল সাদা, শুণ্ড যেন বৃহৎ লাঙ্গলের ঈষ। তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'তুমি দীর্ঘকাল ধরে শুভ-অশুভ (সুন্দর-অসুন্দর) নানা প্রকার বেশ ধারণ করে (আমার কাছে) বারবার আগমন করেছ; দেখ পাপীরাজ, তোমার এই ভীতিকর দৃশ্য প্রদর্শন ব্যর্থ হয়েছে, তুমি পরাজিত, তুমি পরাভূত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে চিনতে পেরেছেন, সুগত আমাকে চিনতে পেরেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৩. শুভ সূত্র

১৩৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভের প্রথম দিকে উরুবেলায় নজ্জার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধবৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। সে-সময় ভগবান ঘন-অন্ধকার রাত্রিতে উন্মুক্তস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য ভগবানের নিকটে উপস্থিত হয়ে ভগবানের অনতিদূরে শুভ-অশুভ নানা প্রকার বর্ণোজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করল। তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'তুমি দীর্ঘকাল ধরে শুভ-অশুভ (সুন্দর-অসুন্দর) নানা প্রকার বেশ ধারণ করে (আমার কাছে) বারবার আগমন করেছ; দেখ পাপীরাজ, তোমার এই ভীতিকর দৃশ্য প্রদর্শন ব্যর্থ হয়েছে, তুমি পরাজিত, তুমি পরাভূত।'

'যারা কায়, বাক্য ও মনে সুসংযত তারা মারের বশানুগত হন না, তারা মারের বাধ্যগতও হন না।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৪. প্রথম মারবন্ধন সূত্র

১৪০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি সম্যক মনোযোগে, যথার্থ প্রচেষ্টায় অনুত্তর বিমুক্তি (অর্হত্ত্বফল-বিমুক্তি) লাভ করেছি, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎ করেছি। ভিক্ষুগণ, তোমরাও সম্যক মনোযোগে, যথার্থ প্রচেষ্টায় অনুত্তর বিমুক্তি প্রাপ্ত হও, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎ কর।' এমন সময়ে পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'আপনি দিব্যকামগুণযুক্ত ও মনুষ্যকামগুণযুক্ত মারবন্ধনে অবরুদ্ধ, আপনি মারবন্ধনাবদ্ধ, হে শ্রমণ, আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'আমি দিব্যকামগুণযুক্ত ও মনুষ্যকামগুণযুক্ত মারবন্ধন হতে মুক্ত, আমি মারবন্ধন হতে মুক্ত হয়েছি, হে মার, তুমি পরাভূত, তুমি পরাজিত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৫. দ্বিতীয় মারবন্ধন সূত্র

১৫১. একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি দিব্য, মনুষ্য সকল বন্ধন হতে মুক্ত। তোমরাও দিব্য, মনুষ্য সকল বন্ধন হতে মুক্ত। তাই তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকানুকম্পায় এবং দেব-মানবের হিতের জন্য, সুখের জন্য পরিভ্রমণে বিচরণ কর। এক পথে দুইজন যেও না। আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, অন্তেকল্যাণ, অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য দেশনা কর। জগতে অল্পরজস্ৰক্ষিত (সামান্য ক্লেশরজস্বভাবী) সত্ত্ব আছে, তারা ধর্মবাণী শোনার অভাবে পরিহানির দিকে যাচ্ছে। তারা ধর্মের (নিগূঢ় তত্ত্ব) বুঝতে পারবে। আমিও ধর্মদেশনার জন্য উরুবেলার সেনানি গ্রামে যাব।' তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'আপনি দিব্যকামগুণযুক্ত ও মনুষ্যকামগুণযুক্ত মারবন্ধনে অবরুদ্ধ, আপনি মারবন্ধনাবদ্ধ; হে শ্রমণ, আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'আমি দিব্যকামগুণযুক্ত ও মনুষ্যকামগুণযুক্ত সকল বন্ধন হতে মুক্ত, আমি

মারবন্ধন হতে মুক্ত হয়েছি; হে মার, তুমি পরাভূত, তুমি পরাজিত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৬. সর্প সূত্র

১৪২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। সে-সময় ভগবান ঘন-অন্ধকার রাত্রিতে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল।

তখন পাপীরাজ মার ভগবানের ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ সর্পরাজবেশ ধারণ করে ভগবানের নিকটে উপস্থিত হলো। তার কায় যেন একটিমাত্র বৃক্ষে নির্মিত বিরাট নৌকা, ফলা বৃহৎ কাঠের বাক্স সদৃশ; চক্ষুযুগল কোশলরাজের (রথচক্র প্রমাণ) মস্তবড় কাঁসার পাত্রের ন্যায়। মেঘ গর্জনকালে বিদ্যুচ্ছটা বের হওয়ার ন্যায় তার মুখ হতে জিহ্বা বের হচ্ছিল, এবং কামারের ভস্ত্রার শব্দের মতো তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল।

তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'যিনি শূন্যগৃহে অবস্থান করেন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ আত্মসংযত হন। তিনি তথায় গৃহবাসের তৃষ্ণা ত্যাগ করে বিচরণ করেন, তা শুধু তাদৃশ মুনির পক্ষেই সমীচীন। সেখানে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বহু প্রাণী, বহু প্রকার প্রচণ্ড ভীতি এবং নানাবিধ ডাঁশ-সরীসৃপের বিচরণ করলেও সেই মহামুনির লোমও কম্পিত হয় না, শূন্যাগার হতেও স্থানান্তরে যান না। যদি আকাশ বিদীর্ণ হয়, পৃথিবী কম্পিত হয়, সমস্ত প্রাণীকুল সন্ত্রস্ত হয়, এমনকি বুকে (বা হৃদয়ে) শল্য বিদ্ধ করে, তবুও বুদ্ধগণ আসক্তিবশে পঞ্চস্কন্ধের রক্ষা করেন না।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৭. নিদ্রা সূত্র

১৪৩. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান অধিক রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে চঙ্ক্রমণ করলেন। রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে পা ধৌত করে বিহারে প্রবেশ করলেন এবং দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে পায়ের উপর পা রেখে উত্থানসংজ্ঞাকে মননপূর্বক স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত

হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'শয়ন করছেন কি? কেন শয়ন করছেন? সে কি দুর্ভাগার মতো শয়ন করছেন? শূন্যাগার বলে শয়ন করছেন? সূর্যোদয়ের পরও কেন শয়ন করছেন?

(তখন ভগবান বললেন)

'কোনো ভবে নীত হবার মতো যাঁর লোভ, আসক্তি, তৃষ্ণা নেই, সেই বুদ্ধ সকল প্রকার উপধি (আসক্তি) পরিক্ষয় করে শয়ন করছেন; হে মার, তাতে তোমার কী?'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৮. আনন্দ সূত্র

১৪৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এই গাথা ভাষণ করল :

'পুত্রবান ব্যক্তি পুত্র নিয়ে আনন্দিত হয়, সেরূপ গোধনের অধিকারী ব্যক্তি গোধন নিয়ে আনন্দিত হয়। এই পুত্র ও গোধনের উপধি (আসক্তি) দ্বারা মানুষের আনন্দ হয়। যিনি উপধিহীন বা আসক্তি-বিমুক্ত তিনি আনন্দিত হন না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'পুত্রবান ব্যক্তি পুত্র নিয়ে অনুশোচনা করে, সেরূপ গোধনের অধিকারী ব্যক্তিও গরু নিয়ে বিলাপ করে। পুত্র ও গোধনের উপধি দ্বারা মানুষের অনুশোচনা হয়। যিনি আসক্তি-বিমুক্ত তিনি শোকগ্রস্ত হন না।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৯. প্রথম আয়ু সূত্র

১৪৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেলুবনের কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, মানুষের আয়ু অতি অল্প। পরলোকে গমন করতে হবে।

তাই কুশলকর্ম সম্পাদন তরা উচিত, ব্রহ্মচর্য আচরণ করা উচিত। জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতে রক্ষা নেই। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, সে শত বৎসরের কম কিংবা শত বছরের কিছু বেশি বেঁচে থাকে।'

তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'মানুষের আয়ু দীর্ঘ, সৎপুরুষ ('অল্পায়ু' বলে) তাকে অবহেলা করে না। স্তন্যপায়ী শিশুর মতো নিশ্চিন্ত মনে চলা উচিত, কারণ মৃত্যুর আগমন হবে না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'মানুষের আয়ু অতি অল্প, সৎপুরুষ ('অল্পায়ু' বলে) তাকে অবজ্ঞা করে। মস্তক-প্রজ্জ্বলিত ব্যক্তির ন্যায় চলা উচিত, কারণ মৃত্যুর আগমন হবে।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

১০. দ্বিতীয় সূত্র

১৪৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেলুবনের কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, মানুষের আয়ু অতি অল্প। পরলোকে গমন করতে হবে। তাই কুশলকর্ম সম্পাদন তরা উচিত, ব্রহ্মচর্য আচরণ করা উচিত। জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতে রক্ষা নেই। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, সে শত বৎসরের কম কিংবা শত বছরের কিছু বেশি বেঁচে থাকে।'

তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'(আয়ু) দিবা-রাত্রি ক্ষয় হয় না, জীবন রুদ্ধ বা ক্ষান্ত হয় না, চক্রবেষ্টনী যেমনি রথবহকে (রথের যষ্টি) নিরন্তর অনুসরণ করে, তেমনি মানুষের আয়ুও ক্ষয় হয় না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'আয়ু দিবা-রাত্রি ক্ষয় হয়, ছোটো নদীর জলের ন্যায় মানুষের আয়ু ক্ষয় হয়।

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে

জেনেছেন’ বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

তপশ্চর্যা, হস্তিরাজ, শুভ, মারবন্ধন দ্বয়,
সর্প, নিদ্রা, আনন্দ, আর দ্বয়ে আয়ু হয়।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. পাষাণ সূত্র

১৪৭. একসময় ভগবান গিজ্ঝাকূট (গৃধ্রকূট) পর্বতে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে ভগবান ঘন-অন্ধকার রাত্রিতে উন্মুক্ত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনতিদূরে বিশালাকার পাথরে আঘাত করছিল।

তখন ভগবান ‘ইনি পাপীরাজ মার’ বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

‘যদি সমস্ত গৃধ্রকূট পর্বত প্রকম্পিতও কর, তবুও সম্যক বিমুক্ত বুদ্ধগণের বিচলিতভাব নেই।’

তখন পাপীরাজ মার ‘ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন’ বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

২. সীংহ সূত্র

১৪৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। সে-সময় ভগবান মহতী পরিষদে পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছেন।

তখন পাপীরাজ মারের এরূপ মনে হলো—‘এই শ্রমণ গৌতম মহতী পরিষদে পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছেন। তাহলে আমি পরিষদের প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হতে পারি।’ অতঃপর পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

‘নির্ভীক সিংহের ন্যায় পরিষদে কেন গর্জন করছেন? আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তবুও কি আপনি নিজেকে বিজয়ী মনে করেন?’

(তখন ভগবান বললেন)

'জগতে দশবলপ্রাপ্ত তথাগতগণ তৃষ্ণাস্রোতোত্তীর্ণ। সেই মহাবীর, বিচক্ষণগণই পরিষদে সিংহনাদ করেন।

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৩. প্রস্তরখণ্ড সূত্র

১৪৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের মর্দনকুক্ষি মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে ভগবানের পা প্রস্তরখণ্ডে বিক্ষত হয়েছিল। তাই দীর্ঘকাল ধরে ভগবানের শারীরিক দুঃখ-বেদনা তীব্র, তীক্ষ্ণ, কটু, বিরক্তিকর ও অমনোজ্ঞ লাগছে। ভগবান ব্যথিত না হয়ে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সেই বেদনা সহ্য করছেন। তখন ভগবান চার ভাঁজযুক্ত সজ্ঘাটি বিছালেন এবং (তার ওপর) দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে পায়ের ওপর পা রেখে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন। অতঃপর পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'অলসভাবে (বা বিষণ্নভাবে) বা (কবির ন্যায়) চিন্তামগ্ন হয়ে শয়ন করছেন কেন? আপনার তো বহু প্রকার অর্থ (হিত বা সুখ বা সাফল্য) নেই। তাহলে একাকী নির্জন শয়নাসনে নিদ্রামগ্ন হয়ে কেন শয়ন করছেন?'

(তখন ভগবান বললেন)

'আমি অলসভাবে (বা বিষণ্ণভাবে) কিংবা চিন্তামগ্ন হয়ে শয়ন করছি না। আমি শোক ধ্বংস করে অর্থ (হিত বা সুখ বা সাফল্য) অর্জন করেছি। তাই সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে একাকী নির্জন শয়নাসনে শয়ন করছি।

'যাদের বক্ষে শল্য প্রবিষ্ট, শরাঘাতে যাদের হৃদয় মুহুর্মুহু কম্পমান; শল্যবিদ্ধ হয়ে তারাও নিদ্রামগ্ন হয়, আর আমি শল্যবিহীন হয়ে কেন শয়ন করব না?

'আমি (সিংহাদির গমনাগমন পথে) জাগরিত হতেও শঙ্কিত হই না, শয়ন করতেও ভয় পাই না। দিবা-রাত্রি আমার কোনো অনুতাপ হয় না। জগতের কোথাও আমার পরিহানি দেখতে পাই না। তাই আমি সকল প্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে শয়ন করি।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৪. উপযুক্ত (প্রতিরূপ) সূত্র

১৫০. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণ গ্রামের এক শালায় অবস্থান করছেন। সে-সময় ভগবান মহতী গৃহী-পরিষদে পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছেন।

তখন পাপীরাজ মারের এরূপ মনে হলো—'এই শ্রমণ গৌতম মহতী গৃহী-পরিষদে পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছেন। তাহলে আমি পরিষদের প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হতে পারি।' অতঃপর পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'অন্যকে অনুশাসনের (উপদেশ দানের) যোগ্যতা আপনার নেই। উপদেশ দিতে গিয়ে রাগ (আসক্তি)-প্রতিঘগুলোতে নিজেকে জড়াবেন না।'

(তখন ভগবান বললেন)

'সম্বুদ্ধ হিতানুকম্পী হয়ে অন্যকে অনুশাসন করেন। তথাগত রাগ-প্রতিঘগুলো হতে বিপ্রমুক্ত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৫. মানস (মনসম্প্রযুক্ত) সূত্র

১৫১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'আকাশচারী যেই মনসম্প্রযুক্ত আসক্তিপাশে বিচরণ করে, সেই মনসম্প্রযুক্ত আসক্তিপাশ দিয়ে আপনাকে উৎপীড়ন করব; হে শ্রমণ, আমার কাছ থেকে আপনার মুক্তি নেই।'

(তখন ভগবান বললেন)

'মনোরম রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্যগুলোতে আমার ছন্দ (বা আসক্তি) বিগত; হে মার, তুমি পরাজিত, পরাভূত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৬. পাত্র সূত্র

১৫২. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় ভগবান পঞ্চোপাদানস্কন্ধ বিষয়ক

ধর্মকথায় ভিক্ষুদের (পঞ্চস্কন্ধের স্বভাব) প্রদর্শন করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণ তদ্গত চিত্তে, মনোযোগ দিয়ে সমস্ত চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শুতে লাগলেন।

তখন পাপীরাজ মারের এরূপ মনে হলো—'এই শ্রমণ গৌতম পঞ্চোপাদানস্কন্ধ বিষয়ক ধর্মকথায় ভিক্ষুদের (পঞ্চস্কন্ধের স্বভাব) প্রদর্শন করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণও তদ্গত চিত্তে, মনোযোগ দিয়ে সমস্ত চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শুনছেন। তাহলে আমি (ভিক্ষুদের) প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হই।'

সে-সময়ে অনেকগুলো পাত্র (সাবেক) খোলা স্থানে রাখা ছিল। তখন পাপীরাজ মার বলীবর্দরূপ (বড় বলদ) ধারণ করে পাত্রগুলোর কাছে উপস্থিত হলো। অতঃপর এক জনৈক ভিক্ষু অপর জনৈক ভিক্ষুকে বললেন, 'ভিক্ষু, ভিক্ষু, এই বলীবর্দ পাত্রগুলো ভেঙে দিতে পারে।' এরূপ বলা হলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, 'হে ভিক্ষু, সে বলীবর্দ নয়। এই পাপীরাজ মার তোমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য এসেছে।' তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধ আমি নই, আমারও নয়; এভাবে দর্শনের ফলে সেসবে বিরাগ উৎপন্ন হয়। এরূপ বিরাগী, ক্ষেমপ্রাপ্ত, সর্ব সংযোজন অতিক্রমকারীকে মারসৈন্যরা সর্ব ভবে খুঁজেও পায়নি।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৭. ছয় স্পর্শায়তন সূত্র

১৫৩. একসময় ভগবান বৈশালির মহাবন কূটাগার শালায় অবস্থান করছেন। সে-সময়ে ভগবান ছয় স্পর্শায়তন বিষয়ক ধর্মকথায় ভিক্ষুদের তাদের প্রকৃত স্বভাব প্রদর্শন করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণ তদ্গত চিত্তে, মনোযোগ দিয়ে সমস্ত চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শুনছিলেন।

তখন পাপীরাজ মারের এরূপ মনে হলো—'এই শ্রমণ গৌতম ছয় স্পর্শায়তন বিষয়ক ধর্মকথায় ভিক্ষুদের (সেসবের স্বভাব) প্রদর্শন করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণও তদ্গত

চিত্তে, মনোযোগ দিয়ে সমস্ত চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শুনছেন। তাহলে আমি (ভিক্ষুদের) প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হই।' তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের অদূরে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ করল, মনে হলো যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! এই শব্দে জনৈক ভিক্ষু অপর জনৈক ভিক্ষুকে বললেন, 'ভিক্ষু, ভিক্ষু, মনে হয় পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে।' এরূপ বলা হলে ভগবান সেই ভিক্ষুকে বললেন, 'হে ভিক্ষু, পৃথিবী ফাটছে না। পাপীরাজ মার তোমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য এসেছে।' তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' বলে জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) এ সমস্তই ভয়ানক লোকামিষ (জাগতিক লোভনীয় বিষয়), লোক (জগৎ) এসবে মূর্ছিত। বুদ্ধের স্মৃতিমান শ্রাবক এই ছয় স্পর্শায়তন অতিক্রমপূর্বক মাররাজ্য উত্তীর্ণ হয়ে সূর্যের ন্যায় আলোকিত হন।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৮. পিণ্ড সূত্র

১৫৪. একসময় ভগবান মগধের পঞ্চশালা ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থান করছেন। তখন পঞ্চশালা ব্রাহ্মণগ্রামে কুমারীদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বা অতিথীদের ভোজন দানের উৎসব চলছে। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সজ্ঘাটি) নিয়ে পঞ্চশালা ব্রাহ্মণগ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। সে-সময়ে পঞ্চশালার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ পাপীরাজ মারের দ্বারা অধিকৃত হয়েছেন, যেন শ্রমণ গৌতম পিণ্ডপাত লাভ না করেন।

তখন ভগবান যেই ধৌত পাত্র (খালি) নিয়ে পঞ্চশালা ব্রাহ্মণগ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন, সেই ধৌত পাত্র (খালি) নিয়েই ফিরে আসলেন। অতঃপর পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'শ্রমণ, পিণ্ডপাত পেয়েছেন কি?' 'হে পাপীমার, যাতে আমি পিণ্ডপাত লাভে বঞ্চিত হই, তা-ই তো তুমি করেছ।' 'তাহলে ভন্তে, ভগবান দ্বিতীয়বার পঞ্চশালা ব্রাহ্মণগ্রামে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করুক। আমি ভগবানের পিণ্ড লাভের ব্যবস্থা করবো।'

(তখন ভগবান পাপীরাজ মারকে গাথায় বললেন)

'তথাগতকে কষ্ট দিয়ে মার অপুণ্য সঞ্চয় করল। হে পাপীরাজ মার, তুমি

কি মনে কর 'আমার পাপ ফলবতী হবে না?'

'আমাদের কোনো কিছুই নেই, তাই আমরা অতি সুখে জীবনযাপন করি। আভাস্বর দেবগণের (ব্রহ্মাদের) ন্যায় আমরা প্রীতিভক্ষ হবো।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৯. কৃষক সূত্র

১৫৫. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে ভগবান নির্বাণ-সম্বন্ধীয় ধর্মকথায় ভিক্ষুদের উদ্বুদ্ধ করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণ তদ্গত চিত্তে, মনোযোগ দিয়ে সমস্ত চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শ্রবণ করছেন।

তখন পাপীরাজ মারের এরূপ মনে হলো—'এই শ্রমণ গৌতম নির্বাণ-সম্বন্ধীয় ধর্মকথায় ভিক্ষুদের উদ্বুদ্ধ করছেন, গ্রহণ করাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, প্রফুল্ল করছেন। সেই ভিক্ষুগণও তদ্গত চিত্তে, মনোযোগসহকারে সর্ব চিত্ত একত্রিত করে কান পেতে ধর্মদেশনা শুনছেন। তাহলে আমি (ভিক্ষুদের) প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হই।' অতঃপর পাপীরাজ মার কৃষক সেজে বৃহৎ লাঙ্গল কাঁধে তুলে দীর্ঘ পাচনবাড়ি গ্রহণ করল, এলোমেলো চুলে শণবস্ত্রে পরিহিত হলো এবং কাঁদামাখা পায়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'শ্রমণ, বলীবর্দগুলো দেখেছেন কি?' 'হে পাপীমার, বলীবর্দ দিয়ে তুমি কি করবে?' 'হে শ্রমণ, চক্ষু আমার, রূপ আমার, চক্ষুসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তনও আমার। আপনি কোথায় গিয়ে আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন? শ্রোত্র আমার, শব্দ আমার, শ্রোত্রসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন আমার; ঘ্রাণ আমার, গন্ধ আমার, ঘ্রাণসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন আমার; জিহ্বা আমার, রস আমার, জিহ্বাসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন আমার; কায় আমার, স্প্রষ্টব্য আমার, কায়সংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন আমার; এবং মন আমার, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) আমার, মনোসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তনও আমার। আপনি কোথায় গিয়ে আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন?'

'হে পাপীমার, চক্ষু তোমার, রূপ তোমার, চক্ষুসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। কিন্তু যেখানে চক্ষু নেই, রূপ নেই, চক্ষুসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে (নির্বাণে) তোমার গতি নেই। শ্রোত্র তোমার, শব্দ তোমার, শ্রোত্রসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। যেখানে শ্রোত্র নেই, শব্দ নেই,

শ্রোত্রসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে তোমার গতি নেই। ঘ্রাণ তোমার, গন্ধ তোমার, ঘ্রাণত্রসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। যেখানে ঘ্রাণ নেই, গন্ধ নেই, ঘ্রাণসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে তোমার গতি নেই। জিহ্বা তোমার, রস তোমার, জিহ্বাসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। যেখানে জিহ্বা নেই, রস নেই, জিহ্বাসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে তোমার গতি নেই। কায় তোমার, স্প্রষ্টব্য তোমার, কায়সংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। যেখানে কায় নেই, স্প্রষ্টব্য নেই, কায়সংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে তোমার গতি নেই। মন তোমার, ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) তোমার, মনোসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন তোমার। কিন্তু যেখানে মন নেই, ধর্ম নেই, মনোসংস্পর্শ-বিজ্ঞানায়তন নেই, সেখানে তোমার গতি নেই।'

(তখন পাপীমার গাথায় বলল)

"যেটাকে 'এটি আমার' বলে, এবং যারা 'আমার' বলে থাকে; এসবের মধ্যে (আমি, আমার মধ্যে) আপনার মন বিদ্যমান; হে শ্রমণ, আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন না।"

(প্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন)

"যেটাকে 'এটি আমার' বলে, তা আমার নয়; যারা 'আমার' বলে, তারা আমি নই (অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে নই)। হে পাপীমার, এরূপ জেনে রাখ যে, তুমি আমার (গমন) পথও দেখতে পাবে না।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

১০. রাজত্ব সূত্র

১৫৬. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে হিমালয় পর্বতের অরণ্যকুঠিরে অবস্থান করছেন। তখন নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানের সময় ভগবানের এরূপ চিত্তবিতর্ক উৎপন্ন হলো—'হত্যা না করে, হত্যা না করিয়ে, (পরের ধন) বাজেয়াপ্ত না করে, বাজেয়াপ্ত না করিয়ে, অনুশোচনা না করে, অনুশোচনা না করিয়ে ধর্মতভাবে রাজত্ব করা সম্ভব কি?

তখন পাপীরাজ মার ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জ্ঞাত হলো এবং ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ভন্তে, হত্যা না করে, হত্যা না করিয়ে, (পরের ধন) বাজেয়াপ্ত না করে, বাজেয়াপ্ত না করিয়ে, অনুশোচনা না করে, অনুশোচনা না করিয়ে ধর্মতভাবে ভগবান রাজত্ব করুক, সুগত রাজত্ব করুক।' 'হে পাপীমার, তুমি আমার মধ্যে কী দেখ যে আমাকে এরূপ

বলছ—'ভন্তে, হত্যা না করে, হত্যা না করিয়ে, (পরের ধন) বাজেয়াপ্ত না করে, বাজেয়াপ্ত না করিয়ে, অনুশোচনা না করে, অনুশোচনা না করিয়ে ধর্মতভাবে ভগবান রাজত্ব করুক, সুগত রাজত্ব করুক?' 'ভন্তে, ভগবানের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, অর্জিত, আয়ত্ত, উৎপাদিত, সুপরিচিত ও উত্তমরূপে গৃহীত হয়েছে। ভগবান ইচ্ছা করলে পর্বতরাজ হিমালয়কে (স্বর্ণে রূপান্তরিত করার সংকল্পাবদ্ধ হয়ে) স্বর্ণ বলে চিন্তা করলে হিমালয় পর্বত স্বর্ণে পরিণত হবে।'

(তখন ভগবান বললেন)

'দুটি বিশুদ্ধ সুবর্ণময় পর্বতও একজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এটি জ্ঞাত হয়ে সমচর্যা করা উচিত। যিনি দুঃখের মূল কারণ দেখেছেন, তিনি কীভাবে কামগুলোতে (পঞ্চকামগুণে) নত হবেন? তাই জগতে উপধিকে (আসক্তিকে) 'বন্ধন' বলে জ্ঞাত হয়ে (উপধি) বিনাশের জন্য মানুষের শিক্ষা করা উচিত।'

তখন পাপীরাজ মার 'ভগবান আমাকে জেনেছেন, সুগত আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

পাষাণ, সীংহ, প্রস্তরখণ্ড, উপযুক্ত, মানস;
পাত্র, আয়তন, পিণ্ড, কৃষক, রাজত্বে দশ।

৩. তৃতীয় বর্গ

১. বহুসংখ্যক সূত্র

১৫৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের শিলাবতীতে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের অনতিদূরে অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থান করছেন। তখন পাপীরাজ মার বৃহৎ বেণীবদ্ধ কেশরাজিসম্পন্ন, মৃগচর্ম নির্মিত বস্ত্র পরিহিত, জরাজীর্ণ-বক্রদেহসম্পন্ন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করল এবং উদুম্বর দণ্ড গ্রহণপূর্বক হাঁপাতে হাঁপাতে ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'ভদন্তগণ, আপনারা গাঢ় কালোবর্ণ চুলসম্পন্ন, তরুণকালে প্রব্রজিত, (জীবনের) প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবনে স্থিত, পঞ্চকামগুণে অননুরক্ত। ভদন্তগণ, মনুষ্যকাম (পঞ্চকামগুণ) উপভোগ করুন। সন্দৃষ্টিক (দৃশ্যমান ভোগ বা সুখ) ত্যাগ করে ক্ষণিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করবেন না।' 'হে ব্রাহ্মণ, আমরা সন্দৃষ্টিক (দৃশ্যমান

ভোগ বা সুখ) ত্যাগ করে ক্ষণিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করছি না। আমরা ক্ষণিক (সুখ) ত্যাগ করেই সন্দৃষ্টিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করছি। কারণ, ক্ষণস্থায়ী কামগুলোকে ভগবান বহু দুঃখ, বহু কষ্ট ও অধিকতর আদীনব বলেছেন। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, (নির্বাণে) ঔপনায়িক, এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।' এরূপ বলা হলে পাপীরাজ মার মাথা নত করে জিহ্বা নিঃসারণপূর্বক কপালে ত্রিবিধ ভ্রূকুটি তুলল এবং লাঠিতে ভর করে প্রস্থান করল।

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এখানে আমরা ভগবানের অনতিদূরে অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থান করছিলাম। তখন বৃহৎ বেণীবদ্ধ কেশরাজিসম্পন্ন, মৃগচর্মনির্মিত বস্ত্র পরিহিত, জরাজীর্ণ-বক্রদেহসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ উদুম্বর দণ্ড গ্রহণপূর্বক হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ভদন্তগণ, আপনারা গাঢ় কালোবর্ণ চুলসম্পন্ন, তরুণকালে প্রব্রজিত, (জীবনের) প্রথম বয়সের সুন্দর যৌবনে স্থিত, পঞ্চকামগুণে অননুরক্ত। ভদন্তগণ, মনুষ্যকাম (পঞ্চকামগুণ) উপভোগ করুন। সন্দৃষ্টিক (দৃশ্যমান ভোগ বা সুখ) ত্যাগ করে ক্ষণিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করবেন না।' এরূপ বলা হলে আমরা সেই ব্রাহ্মণকে বললাম, 'হে ব্রাহ্মণ, আমরা সন্দৃষ্টিক (দৃশ্যমান ভোগ বা সুখ) ত্যাগ করে ক্ষণিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করছি না। আমরা ক্ষণিক (সুখ) ত্যাগ করেই সন্দৃষ্টিক (সুখের) পশ্চাদ্ধাবন করছি। কারণ, ক্ষণস্থায়ী কামগুলোকে ভগবান বহু দুঃখ, বহু কষ্ট ও অধিকতর আদীনব বলেছেন। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, (নির্বাণে) উপনায়িক, এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।' ভন্তে, আমরা এরূপ বললে সেই ব্রক্ষাণ মাথা নত করে জিহ্বা নিঃসারণপূর্বক কপালে ত্রিবিধ ভ্রূকুটি তুলল এবং লাঠিতে ভর করে প্রস্থান করল।'

'হে ভিক্ষুগণ, সে ব্রাহ্মণ নয়। পাপীরাজ মার তোমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য এসেছিল।' তখন ভগবান এর অর্থ জ্ঞাত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

"যিনি দুঃখের মূল কারণ দেখেছেন, তিনি কীভাবে কামগুলোতে (পঞ্চকামগুণে) নত হবেন? তাই জগতে উপধিকে (আসক্তিকে) 'বন্ধন' বলে জেনে (উপধি) বিনাশের জন্য মানুষের শিক্ষা করা উচিত।"

২. সমৃদ্ধি সূত্র

১৫৮. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের শিলাবতীতে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানের অনতিদূরে অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থান করছেন। তখন নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির এরূপ চিত্তপরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—'অহো! এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমার শাস্তা; এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, এরূপ সু-ব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে আমি প্রব্রজিত হয়েছি। এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, আমার সতীর্থ ব্রহ্মচারীগণ শীলবান ও কল্যাণধর্মী।' তখন পাপীরাজ মার আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির চিত্তপরিবিতর্ক জেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির অনতিদূরে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ করল, মনে হলো যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে।

অনন্তর আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এখানে আমি ভগবানের অনতিদূরে তখন নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানকালে আমার এরূপ চিত্তপরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—'অহো! এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমার শাস্তা; এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, এরূপ সু-ব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে আমি প্রব্রজিত হয়েছি। এই লাভ আমার সুলব্ধ যে, আমার সতীর্থ ব্রহ্মচারীগণ শীলবান ও কল্যাণধর্মী।' তখন আমার অদূরে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ হলো, মনে হলো যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে!"

'হে সমৃদ্ধি, পৃথিবী ফাটছে না। পাপীরাজ মার তোমার প্রজ্ঞাচক্ষু বিনাশের জন্য এসেছে। তুমি যাও, তথায় অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থান করো।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয়বার আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি সেখানে অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির নির্জনে, নিভৃতে অবস্থানকালে... তখন পাপীরাজ মার আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির চিত্তপরিবিতর্ক জেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো এবং আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির অদূরে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ করল, মনে হলো যেন পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে! তখন তিনি পাপীরাজ মারকে গাথায় বললেন :

'আমি শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়েছি। আমার স্মৃতি ও প্রজ্ঞা উপলব্ধ হয়েছে, চিত্ত সুসমাহিত হয়েছে। তুমি নানা প্রকার ভয়ানক

রূপ ধারণ করলেও আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।'

তখন পাপীরাজ মার 'সমৃদ্ধি ভিক্ষু আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৩. গোধিক সূত্র

১৫৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান গোধিক ঋষিগিলি পর্বতের পার্শ্ববর্তী কালোশিলায় অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান গোধিক অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি সেই সাময়িক চিত্তবিমুক্তি হারালেন। আয়ুষ্মান গোধিক অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে দ্বিতীয়বার সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি সেই সাময়িক চিত্তবিমুক্তি হারালেন। তৃতীয়বার... চতুর্থবার... পঞ্চমবার... আয়ুষ্মান গোধিক অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে ষষ্ঠবার সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করলেন। ষষ্ঠবারেও তিনি সেই সাময়িক চিত্তবিমুক্তি হারালেন। আয়ুষ্মান গোধিক অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে সপ্তমবার সাময়িক চিত্তবিমুক্তি লাভ করলেন।

তখন আয়ুষ্মান গোধিকের এরূপ মনে হলো—'আমি ষষ্ঠবার পর্যন্ত সাময়িক চিত্তবিমুক্তি হারিয়েছি। বেশ, এখন আমি (নিজেকে) বিদ্ধ করি।' তখন পাপীরাজ মার আয়ুষ্মান গোধিকের চিত্তে চিত্তপরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলো এবং ভগবানকে গাথায় বলল :

'হে মহাবীর, মহাপ্রাজ্ঞ, ঋদ্ধি-যশোজ্জ্বল, সর্ব শত্রু-ভয়াতীত চক্ষুষ্মান, আপনার পায়ে বন্দনা করি। হে মৃত্যুঞ্জয় মহাবীর, আপনার শ্রাবক মৃত্যু কামনা করছেন, মৃত্যুর সংকল্প করছেন। হে জ্যোর্তিময়, আপনি তাঁকে বাধা দিন। হে জনবিশ্রুত ভগবান, আপনার শাসনে নিরত, অর্হত্ত্ব অপ্রাপ্ত, শৈক্ষ্যশ্রাবক কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন?'

সে-সময়ে আয়ুষ্মান গোধিক আত্মহত্যা করলেন। তখন ভগবান 'ইনি পাপীরাজ মার' জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় বললেন :

'ধীর ব্যক্তিরা এভাবেই মৃত্যুবরণ করেন, তাঁরা জীবন কামনা করেন না। গোধিক সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটন করে পরিনির্বাপিত হয়েছে।'

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমরা ঋষিগিলি পর্বতের পার্শ্ববর্তী কালোশিলায় উপস্থিত হবো, যেখানে কুলপুত্র

গোধিক আত্মহত্যা করেছে।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

তখন ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষু সাথে নিয়ে ঋষিগিলি পর্বতের পার্শ্ববর্তী কালোশিলায় উপস্থিত হলেন। ভগবান দূর হতে মঞ্চে শায়িত আয়ুষ্মান গোধিকের মৃতদেহ দেখতে পেলেন। সে-সময়ে ধূমান্ধকার জমাট বেঁধে পূর্ব দিকে, পচ্ছিম দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে, ঊর্ধ্ব দিকে, অধঃদিকে এবং অনুদিকে ছুটছে।

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে ডেকে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, ধূমান্ধকার জমাট বেঁধে পূর্ব দিকে, পচ্ছিম দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে, ঊর্ধ্ব দিকে, অধঃদিকে এবং অনুদিকে ছুটছে, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছো কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে'। 'ভিক্ষুগণ, তা পাপীরাজ মার, সে কুলপুত্র গোধিকের প্রতিসন্ধি চিত্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা খুঁজছে। ভিক্ষুগণ, প্রতিসন্ধি-চিত্ত কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কুলপুত্র গোধিক পরিনির্বাপিত হয়েছে।' তখন পাপীরাজ মার বেলুবপাণ্ডু বীণা নিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'ঊর্ধ্ব দিকে, অধঃদিকে, এদিকে-ওদিকে, অনুদিকে সব দিকে খুঁজেও আমি গোধিককে পাচ্ছি না। তিনি কোথায় গেছেন?'

(তখন ভগবান বললেন)

'সেই ধৃতিসম্পন্ন ধীর, সর্বদা ধ্যানরত ধ্যানী, এবং দিবা-রাত্রি (সাধনায়) আত্মনিযুক্ত হয়ে, জীবন কামনা না করে, মারসৈন্যকে জয় করে, পুনর্জন্ম না হয়ে সমূলে তৃষ্ণা উৎপাটনপূর্বক গোধিক পরিনির্বাপিত হয়েছে।'

তখন শোকাভিভূত মারের বগল থেকে বীণাটি পাদপৃষ্ঠে ঝরে পড়ল। তারপরে মার দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৪. সাত বর্ষ অনুবন্ধ (অনুগমন) সূত্র

১৬০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান উরুবেলায় নজ্জার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধবৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে পাপীরাজ মার সুযোগসন্ধানী হয়েও সুযোগ লাভ না করে সাত বছর পর্যন্ত ভগবানের পিছু নিয়েছে। তখন পাপীরাজ মার ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে গাথায় বলল :

'আপনি শোকাভিভূত হয়ে বনের মধ্যে ধ্যান করছেন কেন? সম্পত্তি হারিয়েছেন নাকি প্রার্থনা করছেন? আপনি গ্রামে কী পাপকর্ম করেছেন? কেন

মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেন না? নাকি কোনো জন আপনার সাথে সখ্যতা করে না?'

(ভগবান বললেন)

'হে প্রমত্তবন্ধু, আমি সমস্ত শোকের মূল উৎপাটন করে নির্দোষী ও অনুশোচনাহীন হয়ে ধ্যানরত আছি। সমস্ত ভবলোভসম্ভূত তৃষ্ণা ছেদনপূর্বক আসবহীন হয়ে ধ্যান করছি।'

(মার বলল)

'যেটাকে 'এটি আমার' বলে, এবং যারা 'আমার' বলে থাকে; এসবের মধ্যে (আমি, আমার মধ্যে) আপনার মন বিদ্যমান; হে শ্রমণ, আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

(ভগবান বললেন)

'যেটাকে 'এটি আমার' বলে, তা আমার নয়; যারা 'আমার' বলে তারা আমি নই (অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে নেই)। হে পাপীমার, এরূপ জেনে রাখ যে, তুমি আমার (গমন) পথও দেখতে পাবে না।'

(মার বলল :)

'যদি নির্বাণগামী মোক্ষমার্গ অভিজ্ঞাত হন, তাহলে (আমার রাজ্য থেকে) অন্তর্হিত হোন, আপনি একাই যান, অন্যকে অনুশাসন করেন কেন?'

(ভগবান বললেন)

'পারগামী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর অনধীন নির্বাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, আমি তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েই আর্যসত্যকে নিরুপধি (নির্বাণ) ব্যাখ্যা করি।'

(মার বলল)

'ভন্তে, যেমন গ্রাম বা নিগমের অদূরে অবস্থিত পুষ্করিণীতে কাঁকড়া থাকে। তখন বহুসংখ্যক কুমার বা কুমারী সেই গ্রাম বা নিগম হতে বের হয়ে সেই পুষ্করিণীতে গিয়ে কাঁকড়াটিকে জল হতে তুলে স্থলে রাখে। ভন্তে, সেই কাঁকড়া যখন যেই দাড়া প্রয়োগ করে কুমার বা কুমারীরা সেই দাড়া কাষ্ঠদণ্ড (লাঠি) বা পাথর খণ্ড দিয়ে ভেঙে দেয়, ছিন্ন করে, চূর্ণবিচূর্ণ করে। এরূপে সব দাড়া ভেঙে যাওয়ায়, ছিন্ন হওয়ায় এবং চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ায় সেই কাঁকড়াটি আর পুষ্করিণীতে নামতে পারে না। ভন্তে, ঠিক এরূপেই আমার সমস্ত বিসূক (নৃত্য-গান প্রভৃতি উৎসব), চালাকি (বিরুদ্ধাচরণ) বিস্ফন্দিত বিষয় ভগবান ভেঙে ফেলেছেন, ছিন্ন করেছেন, চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। ভন্তে, আমি পুনরায় ছিদ্রান্বেষী হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হতে পারব না।' তখন পাপীরাজ মার ভগবানের নিকট এই হতাশাব্যঞ্জক গাথাগুলো ভাষণ করল :

'কাক চর্বিবর্ণ পাথরকে দেখে নরম মনে করে, এবং তাতে স্বাদ পাওয়া যাবে ভেবে পাথরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাতে স্বাদ না পেয়ে কাক পাথর হতে সরে যায়। আমরাও সেই পাষাণাসক্ত কাকের ন্যায় নিরাশ হয়ে গৌতম হতে সরে দাঁড়াচ্ছি।'

৫. মারকন্যা সূত্র

১৬১. অতঃপর পাপীরাজ মার ভগবানের সামনে এই হতাশাব্যঞ্জক গাথাগুলো ভাষণ করার পর সেই স্থান হতে প্রস্থান করে। আর ভগবানের অনতিদূরে ভূমির উপর পর্যাঙ্কে উপবেশন করল এবং নীরব, নিস্তব্ধ, নিরাশ, অধোমুখী, ভগ্নোৎসাহ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাষ্ঠ দ্বারা মাটি আঁচড় কাটছে। তখন তৃষ্ণা, অরতি ও রগা এই তিন মারকন্যা পাপীরাজ মারের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে গাথায় বলল :

'হে পিতঃ, কেন তুমি দুর্মনা হয়েছ? কোন ব্যক্তিকে নিয়ে অনুশোচনা করছ? আমরা বনচর হস্তির ন্যায় রাগপাশে বেঁধে নিয়ে আসবো, তখন সেই ব্যক্তি তোমার অনুগত হবে।'

(তখন মার বলল)

'জগতে অর্হৎ সুগতকে রাগপাশে আবদ্ধ করে নিয়ে আসা অসম্ভব, কারণ তিনি মাররাজ্য অতিক্রম করেছেন, সে-কারণেই আমি অত্যধিকরূপে অনুশোচনা করছি।'

অতঃপর তৃষ্ণা, অরতি ও রগা নাম্নী মারকন্যা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে বলল, 'হে শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' তখন ভগবান (মারকন্যাদের কথায়) মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

তখন মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় নানা প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে কুমারীর বেশ ধারণ করি।' তখন তারা প্রত্যেকেই একশত করে কুমারীবেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

অনন্তর মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় বিবিধ প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে অপ্রসূতি নারীর বেশ ধারণ করি।' তখন তারা

প্রত্যেকেই একশত করে অপ্রসূতি নারীর বেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

আবার তারা একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় বিবিধ প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে এক সন্তান প্রসূতি নারীর বেশ ধারণ করি।' তখন মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা প্রত্যেকেই একশত করে এক সন্তান প্রসূতি নারীর বেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

অতঃপর তারা আবার একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় বিবিধ প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে দুই সন্তান প্রসূতি নারীর বেশ ধারণ করি।' তখন মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা প্রত্যেকেই একশত করে দুই সন্তান প্রসূতি নারীর বেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা আবার একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় বিবিধ প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে মধ্যবয়সী নারীর বেশ ধারণ করি।' তখন তারা প্রত্যেকেই একশত করে মধবয়সী নারীর বেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত।

তারপর তারা আবার একান্তে গিয়ে সম্মিলিতভাবে এরূপ চিন্তা করল—'পুরুষদের অভিপ্রায় বিবিধ প্রকার। সেহেতু আমরা প্রত্যেকে একশত করে মহানারীর (বিশালকায়সম্পন্না নারী?) বেশ ধারণ করি।' তখন মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা প্রত্যেকেই একশত করে মহানারীর বেশ ধারণপূর্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'শ্রমণ, আমরা আপনার পাদ পরিচর্যা করি।' ভগবান তাতেও মনোযোগ দিলেন না, যেহেতু তিনি অনতিক্রম্য উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত। অনন্তর মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা একান্তে গিয়ে এরূপ বলল, আমাদের পিতা সত্যই বলেছেন :

'জগতে অর্হৎ সুগতকে রাগপাশে আবদ্ধ করে নিয়ে আসা অসম্ভব, কারণ

তিনি মাররাজ্য অতিক্রম করেছেন, সে-কারণেই আমি অত্যধিকরূপে অনুশোচনা করছি।'

'যে অবীতরাগী শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে এই কৌশল প্রয়োগ করতাম, তার হৃদয় বিদীর্ণ হতো বা উষ্ণ রক্ত মুখ দিয়ে বের হতো অথবা উন্মাদগ্রস্ত কিংবা মতিভ্রম হতো। হরিদ্রবর্ণ ছেদিত নল যেমন শুষ্ক, বিশুষ্ক ও ম্লান হয়, তেমনিভাবে তিনিও শুষ্ক, বিশুষ্ক ও ম্লান হন।'

অতঃপর মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্টা মারকন্যা তৃষ্ণা ভগবানকে গাথায় বলল :

'আপনি শোকাভিভূত হয়ে বনের মধ্যে ধ্যান করছেন কেন? সম্পত্তি হারিয়েছেন নাকি প্রার্থনা করছেন? আপনি গ্রামে কী পাপকর্ম করেছেন? কেন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করেন না? নাকি কোনো জন আপনার সাথে সখ্যতা করে না?'

(তখন ভগবান বললেন)

'আমি প্রিয়রূপ-মনোজ্ঞরূপ (ক্লেশ)-সৈন্য জয় করে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি, একাকী ধ্যান করে অর্হত্ত্বসুখ উপলব্ধি করেছি; তাই আমি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করি না, এবং কোনো জন আমার সাথে সখ্যতা করে না।'

অতঃপর মারকন্যা অরতি ভগবানকে গাথায় বলল :

'কীরূপ বহুলবিহারী ভিক্ষু পঞ্চ স্রোত ও ছয় স্রোত উত্তীর্ণ হন? কীরূপ ধ্যানবহুল ভিক্ষুকে কামসংজ্ঞা স্পর্শ করতে না পেরে বিদূরিত হয়?'

(ভগবান বললেন)

'প্রশ্রদ্ধিকায়সম্পন্ন, সুবিমুক্তচিত্ত, সংস্কারাতীত, স্মৃতিমান, গৃহত্যাগী ভিক্ষু চারি আর্যসত্যধর্ম জ্ঞাত হয়ে বিতর্কহীন চতুর্থ ধ্যান করে (দ্বেষে) কম্পিত হয় না, (আসক্তিতে) প্রবাহিত হয় না, (মোহ দ্বারা) অবসাদগ্রস্ত হয় না।

এরূপ বহুলবিহারী ভিক্ষুই পঞ্চ স্রোত ও ছয় স্রোত উত্তীর্ণ হয়? এরূপ ধ্যানবহুল ভিক্ষুকে কামসংজ্ঞা স্পর্শ করতে না পেরে বিদূরিত হয়?'

তারপর মারকন্যা রগা ভগবানের সামনে গাথায় বলল :

'তৃষ্ণা অচ্ছিন্ন গণ-সংঘচারী বহু শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি অবশ্যই (ভব পার) উত্তীর্ণ হবে। এই গৃহত্যাগী শাস্তা বহুজনকে মৃত্যুরাজের হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে নির্বাণ পারে নিয়ে যাবেন।'

(ভগবান বললেন)

'মহাবীর তথাগতগণই সদ্ধর্মের মাধ্যমে জনগণকে নির্বাণ পারে নিয়ে

যান। ধর্মের দ্বারা নীয়মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি (তোমরা) এত ঈর্ষান্বিত কেন?'

তখন মারকন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রগা পাপীরাজ মারের নিকট উপস্থিত হলো। পাপীরাজ মার তাদের দূর থেকে আসতে দেখে গাথায় বলল :

'হে মূর্খা, তোমরা কুমুদনল দিয়ে পর্বত কাটছ, নখ দিয়ে গিরি খনন করছ, দাঁত দিয়ে লোহা ভক্ষণ করছ। বৃহৎ পাথর মাথায় রেখে পাতালে আশ্রয় খুঁজছ, কাটাগাছের গোড়া দিয়ে বুকে প্রহারের ন্যায় গৌতম থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছ।'

'তখন তৃষ্ণা, অরতি ও রগা অতিশয় সমুজ্জ্বলভাবে ফিরে এসেছিল। বাতাসে তুলা উড়ার ন্যায় শাস্তা সেখান হতে তাদের বিদূরিত করেছিলেন।'

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

বহুসংখ্যক, সমৃদ্ধি, গোধিক, সপ্তবর্ষ, মারকন্যা সূত্র,
শ্রেষ্ঠবুদ্ধ দ্বারা দেশিত মার-সংযুক্তের এই পঞ্চ সূত্র।

মার-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৫. ভিক্ষুণী-সংযুক্ত

১. আলবিকা সূত্র

১৬২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে অবস্থান করছেন। তখন আলবিকা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর তিনি নির্জনে অবস্থানের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত হলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার আলবিকা ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং নির্জনতা হতে চ্যুত করার লক্ষে আলবিকা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'জগতে নিঃসরণ (নির্বাণ) নেই, নির্জনে অবস্থান করে কী করবেন? কামরতি উপভোগ করুন, পরে মনস্তাপ ভোগ করবেন না।'

তখন আলবিকা ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং নির্জনতা হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন আলবিকা ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'জগতে নিঃসরণ (নির্বাণ) আছে, তা প্রজ্ঞা দ্বারা আমি যথাযথভাবে স্পর্শ করেছি। হে প্রমত্তবন্ধু পাপীরাজ, সেই নির্বাণপথ তুমি জান না।

কামভোগগুলো বিদ্ধ শক্তিশূল সদৃশ, স্কন্ধগুলো সেসবের যূপকাষ্ঠের মতোন। তুমি যা কামরতি বলছো, তা আমার অরতি হয়েছে।'

তখন পাপীরাজ মার 'আলবিকা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

২. সোমা সূত্র

১৬৩. শ্রাবস্তী নিদান। তখন সোমা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর তিনি দিনের বেলা অবস্থানের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত হলেন। অন্ধবনে প্রবেশ করে অন্য একটি বৃক্ষমূলে দিবা-অবস্থানের জন্য উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার সোমা ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য সোমা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'ঋষিগণের যা প্রাপ্তব্য সেই অর্হত্ত্ব লাভ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। দুই আঙুল প্রজ্ঞা (গৌণ প্রজ্ঞা) দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্ভব।'

তখন সোমা ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন সোমা ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'চিত্ত সুসমাহিত হলে, জ্ঞান স্থিতিশীল হলে, (চারি আর্যসত্য)-ধর্ম সম্যকভাবে দর্শন হলে স্ত্রীত্ব কী করবে?

হে মার, 'আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ কিংবা আমি অন্যকিছু' এই ভাব যাঁর আছে, তাকেই এ কথা বলতে পার।'

তখন পাপীরাজ মার 'সোমা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৩. কৃশাগৌতমী সূত্র

১৬৪. শ্রাবস্তী নিদান। তখন কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর তিনি দিনের বেলা অবস্থানের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত হলেন। অন্ধবনে প্রবেশ করে অন্য একটি বৃক্ষমূলে দিবা-অবস্থানের জন্য উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার লক্ষে কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'আপনি মৃতপুত্র মাতার ন্যায় কেন একাকী রোদনমুখে বসে আছেন? বনের মধ্যে একা এসে পুরুষের খোঁজ করছেন কি?'

তখন কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'হে আবুসো, আমি পুত্রমৃত্যু হতে অতীত হয়েছি, পুরুষের অভিপ্রায়ও আমার বিনাশ হয়েছে। তাই আমি অনুশোচনা করি না, ক্রন্দন করি না এবং ভয়ও করি না।

আমার নন্দি (আসক্তি) সর্বত্র ক্ষয় হয়েছে, তমোস্কন্ধ (অবিদ্যাস্কন্ধ) পদদলিত হয়েছে। আমি মারসৈন্য জয় করে অনাসব হয়ে অবস্থান করছি।'

তখন পাপীরাজ মার 'কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৪. বিজয়া সূত্র

১৬৫. শ্রাবস্তী নিদান। তখন বিজয়া ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... অন্য একটি বৃক্ষমূলে দিবা-অবস্থানের জন্য উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার বিজয়া ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার লক্ষে কৃশাগৌতমী ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'আপনি রূপবতী যুবতি, আমিও তরুণ যুবক। আর্যে, আসুন আমরা পঞ্চাঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রে অভিরমিত হই।'

তখন বিজয়া ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন বিজয়া ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'হে মার, মনোরম রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য সবই তোমাকে দিচ্ছি। সেসবে আমি অভিলাষী নই।

এই ভঙ্গুর ও ভেদনশীল পূতিকায় নিয়ে আমি উৎপীড়িত, লজ্জিত। কারণ আমার কামতৃষ্ণা ধ্বংস হয়েছে।

রূপ-ব্রহ্মালোকবাসী ও অরূপ-ব্রহ্মালোকবাসী সত্ত্বগণের যে প্রশান্ত সমাপত্তি আছে, সেসব রূপারূপভবের (অষ্ট) সমাপত্তিগুলোতেও আমার অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়েছে।'

তখন পাপীরাজ মার 'বিজয়া ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৫. উৎপলবর্ণা সূত্র

১৬৬. শ্রাবস্তী নিদান। তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... দিবা-অবস্থানের জন্য অন্য একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়ালেন। অনন্তর পাপীরাজ মার উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের

জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার লক্ষে উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'হে ভিক্ষুণী, আপনি সুপুষ্পিতাগ্র শালমূলে উপস্থিত হয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার বর্ণধাতু (সৌন্দর্য) সদৃশ দ্বিতীয় কোনো বর্ণধাতু নেই, আপনি কি নির্বোধ ও ধূর্তদের ভয় করেন না?'

তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'এখানে আগতগণ তোমার ন্যায়ই হবে, তাই শত সহস্র ধূর্তের আগমনেও আমার লোমহর্ষণ উৎপন্ন হয় না, ভীত হই না। হে মার, একাকিনী হয়েও আমি তোমাকে ভয় করি না।

এখনই আমি অন্তর্ধান করতে পারি, তোমার উদরে প্রবেশ করতে পারি। চক্ষুপাতার লোমের মধ্যে দাঁড়ালেও তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

হে আবুসো, আমার চিত্ত বশীভূত, ঋদ্ধিপাদগুলো সুভাবিত; আমি সর্ব বন্ধন হতে মুক্ত, তাই তোমাকে ভয় করি না।'

তখন পাপীরাজ মার 'উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৬. চালা সূত্র

১৬৭. শ্রাবস্তী নিদান। তখন চালা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... দিবা-অবস্থানের জন্য অন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার চালা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, 'হে ভিক্ষুণী আপনার কিসে রুচি উৎপন্ন হয় না?' 'হে আবুসো, আমার জন্মে রুচি উৎপন্ন হয় না।'

(তখন মার বলল)

'আপনি কেন জন্মে রুচি উৎপন্ন করেন না? জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি কামগুলো ভোগ করে। হে ভিক্ষুণী, 'জন্মে রুচিবোধ করো না' এমন মন্দবুদ্ধি আপনাকে কে দিয়েছেন?'

(চালা ভিক্ষুণী প্রত্যুত্তরে বললেন)

'জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, সে নানাবিধ বন্ধন, হত্যা এবং পরিক্লেশ

(নানা প্রকার উপদ্রব) ভোগ করে; তাই আমি জন্মে রুচি উৎপন্ন করি না।

বুদ্ধই জন্মকে অতিক্রম করার জন্য, সর্ব দুঃখ প্রহাণের জন্য ধর্মদেশনা করেছেন, তিনিই আমাকে পরমার্থ সত্যে (নির্বাণে) স্থাপন করেছেন।

রূপ-ব্রহ্মলোকবাসী ও অরূপ-ব্রহ্মলোকবাসী সত্ত্বগণও নিরোধসত্যকে না জানার দরুন পুনর্জন্মের জন্য আগমন করেন।'

তখন পাপীরাজ মার 'চালা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৭. উপচালা সূত্র

১৬৮. শ্রাবস্তী নিদান। তখন উপচালা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... দিনের বেলায় অবস্থানের জন্য অন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার উপচালা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, 'হে ভিক্ষুণী, আপনি কোথায় উৎপন্ন হতে চান?' 'হে আবুসো, আমি কোথাও উৎপন্ন হতে চাই না।'

(তখন মার বলল)

'তাবতিংশ, যাম, তুষিত ও নির্মাণরতি দেবগণের দিকে চিত্তকে মনোনিবেশ করান, আনন্দ অনুভব করবেন।'

(উপচালা ভিক্ষুণী বললেন)

'তাবতিংশ, যাম, তুষিত ও নির্মাণরতি দেবগণ সকলেই কামবন্ধনে আবদ্ধ, এবং তারা সকলেই পুনরায় মারবশে আসে।

সর্ব জগৎ আদীপ্ত, সমগ্র লোক সন্তাপিত, সমস্ত প্রাণিজগৎ প্রজ্বলিত, সর্ব ভুবন প্রকম্পিত।

যা অকম্পিত, অপ্রজ্বলিত তা অপৃথগ্‌জন দ্বারা সেবিত। যেখানে মারের গমন অসম্ভব, সেখানেই (নির্বাণে) আমার মন নিরত।'

তখন পাপীরাজ মার 'উপচালা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৮. শিশুপচালা সূত্র

১৬৯. শ্রাবস্তী নিদান। তখন শিশুপচালা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... দিনের বেলায় অবস্থানের জন্য অন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার শিশুপচালা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল, 'হে ভিক্ষুণী, আপনি কোন বিরুদ্ধ মতবাদে আগ্রহী?' 'হে আবুসো, আমি কোনো বিরুদ্ধ মতবাদে আগ্রহী নই।'

(তখন মার বলল)

'কী উদ্দেশ্যে মস্তক মুণ্ডন করেছেন, যে-কারণে আপনাকে শ্রামণীর ন্যায় দেখাচ্ছে? আপনি যদি বিরুদ্ধ মতবাদে আগ্রহী না হন, তাহলে কেন মোহগ্রস্তা হয়ে বিচরণ করছেন?'

(শিশুপচালা ভিক্ষুণী বললেন)

'বুদ্ধশাসনের বাইরে ধর্মবিরুদ্ধাচারীরা মিথ্যাদৃষ্টিগত বিষয়গুলোতে প্রসাদিত হয় (বা ডুবে থাকে)। তাই তাদের ধর্মে আমি অনাগ্রহী, তারা সত্যধর্মের অকোবিদ।

শাক্যকুলে উৎপন্ন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুদ্গল, সর্ববিজয়ী, মার নির্বাসনকারী, সর্বত্র অপরাজিত বুদ্ধ আছেন। তিনি সর্বত্র মুক্ত, অসংলগ্ন; তিনি চক্ষুষ্মান তাই সবকিছুই দেখতে পান। সকল কর্মক্ষয়ে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত, উপধিক্ষয়ে বিমুক্ত সেই ভগবানই আমার শাস্তা, তাঁর শাসনই আমার অভিরুচি।'

তখন পাপীরাজ মার 'শিশুপচালা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

৯. শেলা সূত্র

১৭০. শ্রাবস্তী নিদান। তখন শেলা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক... দিনের বেলায় অবস্থানের জন্য অন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার শেলা ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার লক্ষে শেলা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলল :

'এই দেহ কে নির্মাণ করেছে? এই দেহের নির্মাতা কে? দেহ কোথায় উৎপন্ন হয় আর কোথায়ই বা নিরুদ্ধ হয়?'

তখন শেলা ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন শেলা ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'এই দেহ নিজের দ্বারা কৃত নয়, দুঃখদায়ক স্বরূপ অপরের দ্বারাও তৈরি হয়নি। দেহ হেতুর প্রত্যয়ে সম্ভূত হয়, হেতুনিরোধে নিরুদ্ধ হয়। ক্ষেত্রে বপিত কোনো বীজ যেমন পৃথিবীরস ও জলীয় আদ্রতা উভয়ের সমন্বয়ের ফলে অঙ্কুরিত হয়; তেমনি স্কন্ধ, ধাতু ও ষড়ায়তনের হেতুর প্রত্যয়ে দেহ

সম্ভূত হয়, এবং হেতুনিরোধে নিরুদ্ধ হয়।'

তখন পাপীরাজ মার 'শেলা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

১০. বজিরা সূত্র

১৭১. শ্রাবস্তী নিদান। তখন বজিরা ভিক্ষুণী পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সজ্ঘাটি) নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর তিনি দিনের বেলা অবস্থানের জন্য অন্ধবনে উপস্থিত হলেন। অন্ধবনে প্রবেশ করে অন্য একটি বৃক্ষমূলে দিবা-অবস্থানের জন্য উপবেশন করলেন। অনন্তর পাপীরাজ মার বজিরা ভিক্ষুণীর ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য সোমা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বলল :

'এই সত্ত্ব কার দ্বারা সৃষ্ট? সত্ত্বের সৃষ্টিকারক কে? সত্ত্ব কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কোথায় নিরুদ্ধ হয়?'

তখন বজিরা ভিক্ষুণী চিন্তা করলেন, 'এই গাথাটি মনুষ্য কিংবা অমনুষ্য কে ভাষণ করল?' অনন্তর তাঁর এরূপ মনে হলো—'ইনি নিশ্চয়ই পাপীরাজ মার, আমাকে ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ উৎপাদনের জন্য এবং সমাধি হতে চ্যুত করার জন্য গাথা ভাষণ করছে।' তখন বজিরা ভিক্ষুণী 'ইনি পাপীরাজ মার' এরূপ জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'হে মার, সত্ত্ব বলে মনে কর কেন? তুমি আসলেই মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। এই দেহ শুধু সংস্কারপুঞ্জ, এখানে (পরমার্থ দৃষ্টিতে) সত্ত্ব বলে কিছু নেই। ঈষ, অক্ষ, চক্র, পঞ্জর প্রভৃতি অঙ্গসম্ভারে যেমন 'রথ' শব্দ ব্যবহৃত হয়; তেমনি পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমানে শুধু (ব্যবহারিকভাবে) 'সত্ত্ব' বলে সম্মুতি দেয়া হয়। এভাবে পঞ্চস্কন্ধ দুঃখই উৎপন্ন হয়, স্থিতি হয়, অর্ন্তহিত হয়। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছু উৎপন্ন হয় না, কিছু নিরুদ্ধও হয় না।'

তখন পাপীরাজ মার 'বজিরা ভিক্ষুণী আমাকে জেনেছেন' বলে দুঃখী ও দুর্মনা হয়ে সেখানেই অন্তর্ধান করল।

ভিক্ষুণী-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

আলবিকা, সোমা, গৌতমী আর বিজয়া,
উৎপলবর্ণা, চালা, উপচালা, শিশুপচালা,
সেলাসহ দশ গণে শেষে উক্ত বজিরা।

৬. ব্রহ্মা-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. ব্রহ্মানুনয় সূত্র

১৭২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান সম্বোধি লাভের পর প্রথমাবস্থায় উরুবিল্বে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপালনিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। তখন নির্জনে একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের মনে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়—আমার কর্তৃক অধিকৃত (চার আর্যসত্য) ধর্ম (অত্যন্ত) গম্ভীর, দুর্বোধ্য, দুরানুবোধ্য, উপশমিত (শান্ত), উৎকৃষ্ট, তর্কাতীত, নিপুণ এবং পণ্ডিতগণেরই অনুবোধ্য। মানবগণ (এখন) গৃহীধর্মে আসক্ত, পঞ্চকামগুণে রত এবং কামতৃষ্ণায় প্রমোদিত। তাদের পক্ষে হেতু-প্রত্যয় প্রতীত্যসমুৎপাদ, সর্বসংস্কার উপশম, সকল উপধি পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ ও নির্বাণ বুঝা সুকঠিন হবে। আমি যদি ধর্মদেশনা করি এবং লোকেরা তা বুঝতে অক্ষম হলে, তা আমার জন্য ক্লান্তি ও বিড়ম্বনা হবে। অতঃপর ভগবানের আশ্চর্য, অশ্রুতপূর্ব গাথাগুলো প্রতিভাত হলো :

‘অতিকষ্টে আমার কর্তৃক অধিকৃত (আর্যসত্য) ধর্ম প্রকাশ করার এখন প্রয়োজন নেই। রাগ-দ্বেষপরায়ণ মানবগণের পক্ষে আমার এই ধর্ম সুবোধ্য নয়। অবিদ্যার অন্ধকারের আবদ্ধ (কাম-ভবদৃষ্টি), ত্রিরাগে অনুরক্ত, প্রতিস্রোতগামী (স্রোতের বিপরীত গামী) মানবগণ নিপুণ, গম্ভীর, দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব (যথার্থ জ্ঞানচক্ষুতে) দর্শন করতে পারবে না।’

এরূপ চিন্তা করে ভগবানের চিত্ত মলিন হলো ধর্ম প্রচারের অনুৎসাহের দিকে, ধর্ম প্রচারের দিকে নয়।

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানের মনের অবস্থা (চিন্তা) জ্ঞাত হয়ে এরূপ ভাবলেন—‘নিঃসন্দেহে জগৎ নষ্ট হচ্ছে, জগৎ বিনষ্ট হচ্ছে। যেহেতু ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত নমিত হচ্ছে ধর্ম প্রচারের অনুৎসাহের দিকে, ধর্ম প্রচারের দিকে নয়।’

তখন সহম্পতি ব্রহ্মা বলবান পুরুষ যেভাবে সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে, ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে সহম্পতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে দক্ষিণ জানু বা বামহাটু ভূমিতে স্থাপন করে ভগবানকে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম করে এরূপ বললেন, ‘হে

ভগবান, (দেবমানবের মঙ্গলার্থে) ধর্মদেশনা প্রদান করুন, হে সুগত, ধর্মদেশনা প্রকাশ করুন। এমন সত্ত্বগণ আছেন যাদের জ্ঞানচক্ষু অবিদ্যা অন্ধকারে সামান্য আচ্ছন্ন। তারা সদ্ধর্ম শোনার অভাবে পরিহানির দিকে যাচ্ছেন। তারাই আপনার ধর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন।' সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আবার বললেন :

'পূর্বে মগধরাজ্যে সমল (লোভ-দ্বেষ ও মোহযুক্ত) ছয়জন ধর্মপ্রচারকের চিন্তিত[১] অশুদ্ধ ধর্ম প্রচার লাভ করেছে। (এখন) এই অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত করুন। বিমল বুদ্ধের উপলব্ধ ধর্ম সকলে শ্রবণ করুক।'

'শিলাময় পর্বত শিখরে স্থিত ব্যক্তি যেমন চারিদিকে (সমস্ত) জনতাকে প্রদর্শন করে, তেমনি সামন্তচক্ষু সুমেধ ধর্মময় প্রাসাদে আরোহণ করে শোকাভিভূত, জন্ম-জরায় অভিভূত মানবগণকে অবলোকন করেন।'

'হে বীর, উঠুন, সংগ্রাম বিজয়ী হোন। হে অঋণী[২], মুক্তির পথপ্রদর্শক হয়ে জগতে বিচরণ করুন। হে ভগবান, আপনি (সকল প্রাণীর মঙ্গলার্থে) ধর্মোপদেশ প্রদান করুন, তারা ধর্মজ্ঞাত হবেন।'

অতঃপর ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনা জ্ঞাত হয়ে প্রাণীগণের প্রতি অনুকম্পাকারী হয়ে বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎকে অবলোকন করলেন। ভগবান বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎকে অবলোকন করতে করতে দেখলেন যে, (বিভিন্ন স্তরের) সত্ত্বগণের মধ্যে কারোর প্রজ্ঞাচক্ষু সামান্য রাগাদি ময়লায় আচ্ছন্ন, কারোর অধিকতর রাগাদি ময়লায় আচ্ছন্ন; কেউ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন[৩], কেউ মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন[৪]; কেউ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কেউ শ্রদ্ধাহীন; কেউ সুপ্রাজ্ঞ, কেউ দুষ্প্রাজ্ঞ এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে আবার কেউ কেউ পরলোকেও পাপে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে না। সরোবরে যেমন জলজাত, জলে বর্ধিত, জলে অনুগত শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি জলের নিচে বর্ধিত হতে থাকে; কোনো কোনোটি জলের সমান থাকে; আবার কোনো কোনোটি জলের ওপরে অলিপ্ত থাকে; ঠিক তেমনি ভগবানও বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎকে অবলোকন

---

[১]। পালিতে '***সমলেহি চিন্তিতো***' অর্থাৎ মলযুক্ত ছয়জন শিক্ষকের দ্বারা চিন্তিত। তারা পূর্বতর সময়ে জন্মগ্রহণ করে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাটা বিছানোর ন্যায়, বিষ ঢালার ন্যায় মলযুক্ত মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্ম প্রচার করেছিলেন। (অর্থকথা)

[২]। পুনর্জন্ম হতে মুক্ত।

[৩]। যাদের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ।

[৪]। যাদের শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয় অতীক্ষ্ণ, দুর্বল।

করতে করতে দেখলেন যে, (বিভিন্ন স্তরের) সত্ত্বগণের মধ্যে কারোর প্রজ্ঞাচক্ষু সামান্য রাগাদি ময়লায় আচ্ছন্ন, কারোর অধিকতর রাগাদি ময়লায় আচ্ছন্ন; কেউ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন, কেউ মৃদুন্দ্রিয়সম্পন্ন; কেউ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, কেউ শ্রদ্ধাহীন; কেউ সুপ্রাজ্ঞ, কেউ দুষ্প্রাজ্ঞ এবং কেউ কেউ পরলোক ও পাপে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, আবার কেউ কেউ পরলোকে ও পাপে ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে না। ভগবান এরূপ প্রদর্শন করে তিনি সহম্পতি ব্রহ্মাকে গাথায় প্রত্যুত্তর দিলেন :

'যারা ধর্ম শ্রবণকারী, তারা শ্রদ্ধা উন্মুক্ত করুক (শ্রদ্ধার সহিত ধর্মশ্রবণ করুক)। তাদের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত। হে ব্রহ্মা, বিরক্তসংজ্ঞী হয়ে অধিগত উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানুষের মাঝে আমি এখনো প্রকাশ করিনি।'

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা 'ভগবান ধর্মদেশনায় সম্মতি প্রকাশ করেছেন' জেনে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক তথায় অন্তর্হিত হলেন।

২. গৌরব সূত্র

১৭৩. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান সম্বোধি লাভের পর প্রথমাবস্থায় উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলেন। তথায় নির্জনে একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের মনে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়—'গৌরববিহীন ও নিরাশ্রয় হয়ে অবস্থান করা দুঃখ। আমি কী কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা, সম্মানপূর্বক আশ্রয় বা উপনিশ্রয় করে অবস্থান করবো?'

তখন ভগবানের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'আমি অপরিপূর্ণ শীলস্কন্ধের পরিপূর্ণতার জন্য অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা করে, সম্মান দেখিয়ে, আশ্রয় করে যে অবস্থান করতে পারি; তজ্জন্য দেব-মার ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্য জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোনো শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে তো আমি দেখছি না—যাকে আমি সেবা করে, সম্মান করে, আশ্রয় করে অবস্থান করতে পারি।

অপরিপূর্ণ সমাধিস্কন্ধের পরিপূর্ণতার জন্য অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা করে, সম্মান দেখিয়ে, আশ্রয় করে যে অবস্থান করতে পারি; তজ্জন্য দেব-মার ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্য জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোনো শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে তো আমি দেখছি না—যাকে আমি সেবা করে, সম্মান করে, আশ্রয় করে

অবস্থান করতে পারি।

অপরিপূর্ণ প্রজ্ঞাস্কন্ধের পরিপূর্ণতার জন্য অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা করে, সম্মান দেখিয়ে, আশ্রয় করে যে অবস্থান করতে পারি; তজ্জন্য দেব-মার ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্য জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোনো শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে তো আমি দেখছি না—যাকে আমি সেবা করে, সম্মান করে, আশ্রয় করে অবস্থান করতে পারি।

অপরিপূর্ণ বিমুক্তিস্কন্ধের পরিপূর্ণতার জন্য অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সেবা করে, সম্মান দেখিয়ে, আশ্রয় করে যে অবস্থান করতে পারি; তজ্জন্য দেব-মার ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্য জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোনো শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে তো আমি দেখছি না—যাকে আমি সেবা করে, সম্মান করে, আশ্রয় করে অবস্থান করতে পারি।

অপরিপূর্ণ বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনস্কন্ধ পরিপূর্ণ করার জন্য অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণকে সৎকার করে, সম্মান করে এবং উপনিশ্রয় করে অবস্থান করতে পারি; দেব-মার ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবমনুষ্য জনতার মধ্যে নিজের চেয়ে অধিকতর শীলসম্পন্ন অন্য কোনো শ্রামণ বা ব্রাহ্মণকে তো দেখছি না—আমি যাকে সৎকার করে, গৌরব করে এবং আশ্রয় করে অবস্থান করতে পারি। তবে আমার কর্তৃক যে ধর্ম উপলব্ধ হয়েছে, সেই ধর্মকে সেবা করে, সম্মান করে এবং সেটাকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করবো।”

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানের মনের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষ যেভাবে সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে, ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আর উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানকে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম করে এরূপ বললেন, ‘ভগবান, এটি এরূপই, সুগত, এটি এরূপই। ভন্তে, অতীতে যেসব অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন তাঁরাও ভগবানের ন্যায় ধর্মকে সেবা করে, সম্মান করে এবং তাতে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করেছিলেন; আর ভবিষ্যতে যেসব অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন তাঁরাও ভগবানের ন্যায় ধর্মকে সেবা করে, সম্মান করে এবং তাতে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করবেন। ভন্তে, বর্তমানে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আপনিও ধর্মকে সেবা করে, সম্মান করে এবং তাতে

উপনিশ্রয় করে অবস্থান করুন।’ সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আবারও গাথায় বললেন :

‘অতীতে যেসব সম্বুদ্ধ ছিলেন, ভবিষ্যতে যে বুদ্ধগণ উৎপন্ন হবেন এবং বর্তমানে যিনি বহুজনের শোক বিনাশক সম্বুদ্ধ (আপনারা) সকলেই যথাক্রমে ধর্মকে সম্মান বা গৌরব প্রদর্শন করে অবস্থান করেছিলেন, অবস্থান করেছেন এবং অবস্থান করবেন, এটাই বুদ্ধগণের ধর্মতা। সেজন্য আত্মকামী বা মঙ্গলকামী মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তি মাত্রেই বুদ্ধের শাসন স্মরণ করে সদ্ধর্মের প্রতি গৌরব বা আস্থাশীল হওয়া উচিত।’

৩. ব্রহ্মদেব সূত্র

১৭৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। তখন জনৈক ব্রাহ্মণীর পুত্র ব্রহ্মদেব আগার হতে অনাগারিকভাবে ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব একাকী, নির্জনচারী, অপ্রমত্ত, উদ্যামশীল, একাগ্রচিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যে উদ্দেশ্যে কুলপুত্রগণ গৃহীধর্ম ত্যাগ করে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের শেষ বা পরম লাভ ইহজীবনে অভিজ্ঞা দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধিপূর্বক লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর জন্ম ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে এবং করণীয় সম্পন্ন হয়েছে। ইহজন্মের অবসানে তাঁর আর কোনো জন্ম নেই বলে তিনি জানলেন। আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব অর্হত্ত্বের মধ্যে অন্যতম হলেন।

অনন্তর একদিন আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেব পূর্বাহ্ণ সময়ে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে ভিক্ষান্নের জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলন। তথায় ক্রমান্বয়ে প্রতিটি গৃহে বিচরণ করতে করতে তিনি স্বীয় মাতার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। সে-সময় আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেবের মাতা ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার উদ্দেশ্য প্রাত্যহিক আহুতিদানে ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেবের মাতা ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার উদ্দেশ্য প্রত্যেকদিন আহুতিদান দেন, আমি তথায় গিয়ে তার সংবেগ উৎপন্ন করবো। তখন সহম্পতি ব্রহ্মা বলবান পুরুষ যেভাবে সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে; ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে ব্রহ্মদেবের মাতৃগৃহে আবির্ভূত হলেন। আর শূন্যে দাঁড়িয়ে আয়ুষ্মান ব্রহ্মদেবের মাতা ব্রাহ্মণীকে গাথায় ভাষণ করলেন :

“‘হে ব্রাহ্মণী, যার উদ্দেশ্য তুমি প্রতিদিন আহুতি দান কর, সেই

ব্রহ্মলোক এখান হতে বহু দূরে। হে ব্রাহ্মণী, এরূপ (আহার্য বস্তু) ব্রহ্মার অভক্ষ্য। ব্রহ্মপথ[১] না জেনে তুমি শুধু জপ বা কামনা কর কেন?'

'হে ব্রাহ্মণী, তোমার এই পুত্র ব্রহ্মদেব (এখন) উপধিহীন অতিদেব (দেবশ্রেষ্ঠ) প্রাপ্ত, অনাসক্ত এবং কেবল নিজেকে পোষণকারী ভিক্ষু। তিনি ভিক্ষান্নের জন্য তোমার গৃহে প্রবেশ করেছেন।'

'তিনি বেদজ্ঞ (পারদর্শী), ভাবিতাত্ম, দেব-মানবের পূজার যোগ্য, দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য; পাপগুলো বিদূরিত করে পাপে অলিপ্ত এবং পিণ্ডান্বেষণে শান্তভাবে বিচরণ করেন।'

'অতীত ও অনাগত স্কন্ধের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি নেই। তিনি শান্ত, সুস্থির, দুঃখহীন, আসক্তিহীন এবং সভয় ও নির্ভয় সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসক; তিনিই তোমার অগ্রপিণ্ড পরিভোগ করুক।'

'যিনি ক্লেশ বা মার সৈন্যকে পরাজয় করে উপশান্ত চিত্তে তৃষ্ণাবিমুক্ত হয়ে দমিত নাগের ন্যায় বিচরণ করেন, সেই সুশীল সুবিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষু তোমার আহুতি অগ্রপিণ্ড গ্রহণ করুক।'

'হে ব্রাহ্মণী, তুমি সেই দক্ষিণা গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্না, (শ্রদ্ধায়) অকম্পিতা হয়ে দান কর। স্রোতোত্তীর্ণ মুনির দর্শন লাভ করে ভবিষ্যতে সুখময় পুণ্যসম্পদ অর্জন কর।''

'সেই দক্ষিণা গ্রহণযোগ্য ভিক্ষুর প্রতি প্রসন্না, (শ্রদ্ধায়) অকম্পিতা হয়ে ব্রাহ্মণী দান করলেন। তিনি সেই স্রোতোত্তীর্ণ মুনির দর্শন লাভ করে সুখময় পুণ্যসম্পদ অর্জন করলেন।'

৪. বকব্রহ্মা সূত্র

১৭৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। সে-সময় বকব্রহ্মার মনে এরূপ পাপমূলক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হলো—'এটি নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত এবং এটি একমাত্র অচ্যুতি ধর্ম। এ জন্ম হতে আর জন্ম হয় না, জড়াগ্রস্ত হয় না, মৃত্যু হয় না, চ্যুত হয় না এবং উৎপন্ন হয় না। এর চেয়ে অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর নিঃসরণ (দুঃখমুক্তি) নেই।'

অতঃপর ভগবান নিজের জ্ঞানবলে বকব্রহ্মার মনের অবস্থা (চিত্ত পরিবর্তক) জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে

[১]। চার প্রকার কুশল ধ্যান। (অর্থকথা)

অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে; ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে ভগবান জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। বকব্রহ্মা ভগবানকে দূর থেকে আসতে দেখে তাঁকে এরূপ বললেন, 'আসুন মহাশয়, আপনাকে স্বাগত জানাই। মহাশয়, দীর্ঘদিন পর আপনি এখানে আগমনের পর্যায় সমাপ্ত করলেন। হে মহাশয়, এটি নিত্য, ধ্রুব, শ্বাশত, একমাত্র এবং অচ্যুত ধর্ম। এ জন্ম হতে আর জন্ম হয় না, জরাগ্রস্ত হয় না, মৃত্যু হয় না, চ্যুত হয় না এবং উৎপন্ন হয় না। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো নিঃসরণ (দুঃখমুক্তি) নেই।'

এরূপ বলা হলে ভগবান বকব্রহ্মাকে এরূপ বললেন, 'হে বকব্রহ্মা, (আপনি) একান্তই অবিদ্যায় সমন্নাগত এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন। যেহেতু অনিত্যকে নিত্যর ন্যায় বলেন, অধ্রুবকে ধ্রুবের ন্যায় বলেন, অশ্বাশতকে শ্বাশতের ন্যায় বলেন, অ-একমাত্রকে একমাত্র বলেন, চ্যুতিধর্মকে অচ্যুতিধর্ম বলেন। আর যেখানে জন্ম, জরা, মরণ, চ্যুতি এবং উৎপত্তি হয় সেখানে এরূপ বলেন যে—জন্ম, জরা, মরণ, চ্যুতি এবং উৎপত্তি হয় না; আর এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো নিঃসরণ (দুঃখমুক্তি) নেই বলেন।'

(বকব্রহ্মা বললেন) 'হে গৌতম, আমরা বাহাত্তর জন কৃতপুণ্য ব্যক্তি (মহাত্মা) জন্ম-জরার অতীত হয়ে আধিপত্যসম্পন্ন হয়েছি। এটি আমাদের অন্তিম বেদজ্ঞ ব্রহ্মোৎপত্তি। বহুলোক আমাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে।'

(ভগবান বললেন) 'হে বকব্রহ্মা, আপনি যাকে দীর্ঘায়ু বলে ধারণা করছেন, সে অতি সামান্যই, কিছুতেই দীর্ঘায়ু নয়। ব্রহ্মা, আমি আপনার শত হাজার অর্বুদের আয়ু সম্বন্ধে জানি। আমি অনন্তদর্শী জন্ম-জরা ও শোকাতীত ভগবান।'

(বকব্রহ্মা বললেন) '(তাহলে) আমার পুরাতন ব্রতশীল কী তা বলুন, যাতে আমি আমার সেই ব্রতশীল স্মরণ করতে পারি, জানতে পারি।'

(ভগবান বললেন) 'হে ব্রহ্মা, সুদূর অতীতে গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত, পিপাসার্ত বহু লোককে আপনি যে জল পান করিয়েছেন, আপনার সেই পুরাতন শীলব্রত আমি নিদ্রা হতে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় স্মরণ করি।'

'গঙ্গার তীরে ধৃত জনগণকে বল প্রয়োগ করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আপনি যে (ঋদ্ধিবলে) তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন, আপনার সেই পুরাতন শীলব্রত আমি নিদ্রা হতে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় স্মরণ করি।'

'গঙ্গার তীরে মনুষ্য নিগ্রহকামী ভয়ঙ্কর রুদ্রনাগ কর্তৃক নৌকায় ধৃত তরুণীকে আপনি যে (ঋদ্ধিবলে) বল প্রয়োগে বাধাদানে মুক্ত করেছিলেন,

আপনার সেই পুরাতন শীলব্রত আমি নিদ্রা হতে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় স্মরণ করি।'

'(আপনি যখন অতীতে কেশব তাপসরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন) তখন আমি কল্প নামক আপনার অনুগামী শিষ্য ছিলাম এবং আপনাকে ব্রতধারী, সম্যক জ্ঞানী মনে করতাম। আপনার সেই পুরাতন শীলব্রত আমি নিদ্রা হতে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় স্মরণ করি।'

(বকব্রহ্মা বললেন) 'হে ভগবান, আপনি সত্যিই আমার আয়ু সম্বন্ধে জানেন এবং কি অন্যান্য বিষয়েও জানেন সেহেতু আপনি বুদ্ধ। আর তাই আপনার এই জ্বলন্ত অনুভাবে সমস্ত ব্রহ্মলোক দীপ্তিমান হয়ে স্থিত আছে।'

৫. অন্যতর ব্রহ্মা সূত্র

১৭৬. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় জনৈক ব্রহ্মার মনে এরূপ পাপমূলক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হলো—'জগতে এমন কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণ নেই, যিনি এখানে আসতে পারেন।' অতঃপর ভগবান নিজের চিত্ত দিয়ে সে ব্রহ্মার পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে... ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। তখন ভগবান সে ব্রহ্মার ওপরে শূন্যে তেজধাতু সমাপন্ন হয়ে[১] পদ্মাসনে বসে রইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' অনন্তর তিনি অতি মানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা ভগবানকে শূন্যে তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনায় সমাপন্ন হয়ে সেই ব্রহ্মার ওপরে পদ্মাসনে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তিনি বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে; ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। আর সেই ব্রহ্মার ওপরে, ভগবানের নিচে শূন্যে তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনায় সমাপন্ন হয়ে পূর্বদিক আশ্রয় করে পদ্মাসনে বসে রইলেন।

এবার আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' তিনি অতি মানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা... ওপরে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তিনি বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে... ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। আর তিনিও সেই ব্রহ্মার ওপরে, ভগবানের নিচে শূন্যে তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনায় সমাপন্ন হয়ে দক্ষিণদিক

---

[১]। ***'তেজোধাতুং সমাপজ্জিত্বা'*** অর্থাৎ তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনা করে মূল ভিত্তি গঠনপূর্বক ধ্যান হতে উঠে। (অর্থকথা)

আশ্রয় করে পদ্মাসনে বসে রইলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' তিনি অতি মানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা... ওপরে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তিনি বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে... ব্রহ্মালোকে আবির্ভূত হলেন। আর তিনিও সেই ব্রহ্মার ওপরে, ভগবানের নিচে শূন্যে তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনায় সমাপন্ন হয়ে পশ্চিমদিক আশ্রয় করে পদ্মাসনে বসে রইলেন।

অমনি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'ভগবান এখন কোথায় অবস্থান করছেন?' তিনি অতি মানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা... ওপরে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তিনি বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে... ব্রহ্মালোকে আবির্ভূত হলেন। আর তিনিও সেই ব্রহ্মার ওপরে, ভগবানের নিচে শূন্যে তেজ-কৃৎস্ন পরিকর্ম ভাবনায় সমাপন্ন হয়ে উত্তর দিক আশ্রয় করে পদ্মাসনে বসে রইলেন।

এবার আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য গাথায় বললেন :

'হে বন্ধু, আজো কি আপনার সেই ধারণা (মিথ্যাদৃষ্টি) আছে, যা পূর্বে ছিল? ব্রহ্মালোকে প্রভাস্বর অতিক্রান্ত ভগবানকে দেখছেন কি? [১]'

(ব্রহ্মা বললেন) 'না প্রভু, পূর্বে আমার যে ধারণা ছিল, তা এখন আর নেই। আমি ব্রহ্মালোকে প্রভাস্বর অতিক্রান্ত ভগবানকে দেখছি। আমি আজ কী করে বলবো যে, আমি নিত্য, শ্বাশত?'

তখন ভগবান সে ব্রহ্মার সংবেগ উৎপন্ন করে বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে; ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে ব্রহ্মালোক হতে অন্তর্হিত হয়ে জেতবনে আবির্ভূত হলেন। এবার সে ব্রহ্মা অন্যতর ব্রহ্মপরিষদকে আহ্বান করে বললেন, "হে বন্ধু, তুমি এসো। আর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ জিজ্ঞেস করো—'প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ভগবানের কাছে আরও এরূপ ঋদ্ধিমান মহানুভবসম্পন্ন শিষ্য রয়েছেন কি? যাঁরা মৌদ্গাল্লায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকপ্পিন এবং অনুরুদ্ধের ন্যায় মহাশক্তিশালী?'" 'হ্যাঁ, বন্ধু' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রহ্মপরিষদ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের নিকট গিয়ে তাঁকে এরূপ বললেন, 'প্রভু মৌদ্গাল্লায়ন, ভগবানের কাছে আরও এরূপ ঋদ্ধিমান মহানুভবসম্পন্ন

---

[১]। এই ব্রহ্মালোকে অন্য সব ব্রহ্মার শরীর, বিমান ও অলংকারাদির প্রভা অতিক্রমকারী ভগবান বুদ্ধের প্রভাস্বর প্রভা দেখছেন কি? এরূপ প্রশ্ন করছেন। (অর্থকথা)

শিষ্য রয়েছেন কি? যাঁরা মৌদ্গাল্লায়ন, মহাকাশ্যপ, মহাকপ্পিন এবং অনুরুদ্ধের ন্যায় মহাশক্তিশালী?' তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন সেই ব্রহ্মপরিষদকে গাথায় বললেন :

'(হে বন্ধু,) ভগবানের বহুসংখ্যক ত্রিবিদ্যা, ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, পরচিত্ত বিজাননকারী, ক্ষীণাসব তথা অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত শিষ্য রয়েছেন।'

তখন সে ব্রহ্মপরিষদ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের বাক্য অভিনন্দন, অনুমোদন করে সেই ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন। আর এরূপ বললেন, 'হে বন্ধু, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বলেছেন :

ভগবানের বহুসংখ্যক ত্রিবিদ্যা, ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, পরচিত্ত বিজাননকারী, ক্ষীণাসব তথা অর্হৎপ্রাপ্ত শিষ্য রয়েছেন।'

সেই ব্রহ্মপরিষদ ব্রহ্মার কাছে এরূপ বললেন। তা শুনে সেই ব্রহ্মা খুশি মনে ব্রহ্মপরিষদের ভাষিত বাক্য অভিনন্দিত করলেন।

৬. ব্রহ্মলোক সূত্র

১৭৭. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় ভগবান দিনের বেলা অবস্থানের জন্য নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। তখন সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা এবং শুদ্ধাবাস পচ্চেকব্রহ্মা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একে একে (কুঠিরের) দরজার চৌকাঠ উপনিশ্রয় করে দাঁড়লেন। তখন সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মাকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু, এখন ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যথোপযুক্ত সময় নয়। ভগবান দিনের বেলা অবস্থানের জন্য নির্জন স্থানে ধ্যানেরত আছেন। অমুক ব্রহ্মলোক ধ্যানসুখে সমৃদ্ধ ও নানা জাতের পুষ্প দ্বারা সুপুষ্পিত, সেখানে ব্রহ্মা প্রমত্তাবস্থায় আছেন। চলুন বন্ধু, আমরা সে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হবো; উপস্থিত হয়ে সে ব্রহ্মার সংবেগ উৎপন্ন করব।' 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে শুদ্ধাবাস পচ্চেকব্রহ্মা সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মাকে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

অতঃপর তারা বলবান পুরুষ... ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে ভগবানের সম্মুখ হতে অন্তর্হিত হয়ে সেই ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। সে ব্রহ্মা দূর হতে তাদেরকে আসতে দেখে এরূপ বললেন, 'এসো বন্ধুগণ, আপনারা কোথায় হতে আসছেন?' 'বন্ধু, আমরা ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের কাছ হতে আসছি। হে বন্ধু, আপনিও কি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য সেখানে যেতে চান?'

এরূপ বলা হলে সে ব্রহ্মা তাদের কথা সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ হাজার প্রতিমূর্তি ধারণ করে সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মাকে বললেন, 'বন্ধু, আপনি কি

আমার এরূপ ঋদ্ধি প্রভাব দেখছেন না?' 'হ্যাঁ বন্ধু, আমি আপনার এরূপ ঋদ্ধি প্রভাব দেখেছি।' 'বন্ধু, স্বয়ং এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহানুভব হয়ে কেন আমি অন্য কোনো শ্রামণ কিংবা ব্রাহ্মণের কাছে যাব?'

অতঃপর সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা নিজেকে দুই হাজার প্রতিমূর্তি ধারণ করে সে ব্রহ্মাকে বললেন, 'বন্ধু, আপনি কি আমার এরূপ ঋদ্ধিপ্রভাব দেখছেন না?' 'হ্যাঁ বন্ধু, আমি আপনার এ ঋদ্ধিপ্রভাব দেখছি।' 'বন্ধু, আপনার এবং আমার চেয়ে অধিক মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাপ্রভাবশালী হচ্ছেন সেই ভগবান। বন্ধু, আপনি কি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য যাবেন?' তখন সেই ব্রহ্মা সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মাকে গাথায় বললেন :

'ধ্যানী আমার তিনশত সুপর্ণবিশিষ্ট, চারশত হংসরূপযুক্ত এবং পাঁচশত ব্যাঘ্রমূর্তি সজ্জিত বিমানটি উত্তরদিকে উদ্ভাসিত হয়ে দীপ্তিমান।'

সুব্রহ্ম পচ্চেকব্রহ্মা বললেন, 'যদিও আপনার সজ্জিত বিমানটি উত্তরদিকে উদ্ভাসিত হয়ে দীপ্তিমান, তবুও সেই মহাজ্ঞানী সুমেধ (ভগবান) বাহ্যিকরূপে দোষ বা অশুভ দর্শনে নিয়ত শঙ্কিত হন। তদ্ধেতু তিনি রূপে রমিত হন না।'

অতঃপর সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা এবং শুদ্ধাবাস পচ্চেকব্রহ্মা সেই ব্রহ্মার সংবেগ উৎপন্ন করে সেখান হতে অন্তর্হিত হলেন। সেই ব্রহ্মা অন্য কোনো একসময়ে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন।

৭. কোকালিক সূত্র

১৭৮. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় ভগবান দিনের বেলা অবস্থানের জন্য নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। তখন সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা এবং শুদ্ধাবাস পচ্চেকব্রহ্মা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একে একে (কুঠিরের) দরজার চৌকাঠ উপনিশ্রয় করে দাঁড়লেন। অতঃপর সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা কোকালিক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে ভগবানের নিকট এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

'এ জগতে কে অপ্রমেয় ক্ষীণাসব পুদ্গলকে পরিমাপ করে[১] জ্ঞানী বলে চিনতে পারে? সেই অপ্রমেয় ক্ষীণাসব পুদ্গলকে যেই পৃথগ্‌জন পরিমাপ করবে তাকে আমি অধোমুখী প্রজ্ঞায় আবদ্ধ বলে মনে করি।'

৮. কৃতমোদক তিষ্য সূত্র

১৭৯. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় ভগবান দিনের বেলা অবস্থানের জন্য

---

[১]। ***'অপ্পমেয্যং পমিনন্তো'*** অর্থাৎ অপ্রমেয় ক্ষীণাসব পুদ্গলকে 'এতো সংখ্যক শীল, এতো পরিমাণ সমাধি, এতো পরিমাণ প্রজ্ঞা' এভাবে পরিমাপ করা। (অর্থকথা)

নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। তখন সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা এবং শুদ্ধাবাস পচ্চেকব্রহ্মা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একে একে (কুঠিরের) দরজার চৌকাঠ উপনিশ্রয় করে দাঁড়লেন। অতঃপর সুব্রহ্মা পচ্চেকব্রহ্মা কৃতমোদক তিষ্য ভিক্ষুকে উপলক্ষ করে ভগবানের নিকট এই গাথাটি ভাষণ করলেন :

'এ জগতে কে অপ্রমেয় ক্ষীণাসব পুদ্গলকে পরিমাপ করে জ্ঞানী বলে চিনতে পারে? সেই অপ্রমেয় ক্ষীণাসব পুদ্গলকে যেই দুষ্প্রাজ্ঞ পরিমাপ করবে তাকে আমি অধোমুখী প্রজ্ঞায় আবদ্ধ বলে মনে করি।'

৯. তুরূব্রহ্ম সূত্র

১৮০. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে কোকালিক ভিক্ষু কঠিন রোগে আক্রান্ত ও পীড়িত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে থাকেন। তখন তুরূ[১] পচ্চেকব্রহ্মা রাত্রির শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে কোকালিক ভিক্ষুর নিকট গিয়ে শূন্যে দাঁড়িয়ে (তাকে) এরূপ বললেন, 'হে কোকালিক, আপনি সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করুন। তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীল ভিক্ষু।' কোকালিক ভিক্ষু বললেন, 'বন্ধু আপনি কে?' তুরূব্রহ্মা বললেন, 'আমি তুরূ পচ্চেকব্রহ্মা। কোকালিক ভিক্ষু বললেন, 'বন্ধু, ভগবান আপনাকে কী অনাগামী বলে প্রকাশ করেননি? তবে কী জন্য আপনি এখানে (কামলোকে) এসেছেন? দেখুন, আপনার এটি অপরাধ হয়েছে।'

তখন তুরূ পচ্চেকব্রহ্মা গাথায় বললেন :

'জন্মপ্রাপ্ত পুরুষের মুখে কুঠারের ন্যায় পরুষ বাক্য উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে নিজেকেই ছেদন করে, মূর্খ ব্যক্তিই দুর্বাক্য ভাষণ করে।'

'যে নিন্দনীয় দুঃশীল ব্যক্তিকে প্রশংসা করে এবং প্রশংসনীয় ক্ষীণাসব ব্যক্তিকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি মুখ দিয়ে অকুশল সৃষ্টি করে। তদ্ধেতু সেই অকুশলের দ্বারা সুখ লাভ করে না।'

'যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়ায় ধনহানি, এমনকি নিজেকেসহ সমস্ত হারানো সামান্যমাত্র অপরাধ। কিন্তু, যে ব্যক্তি সুগতের প্রতি চিত্ত কলুষিত করে, তার অপরাধই গুরুতর অপরাধ।'

'পাপী ব্যক্তি বাক্য ও মনকে হীনতায় ধাবিত করে (মৃতুর পর) আর্যগণের

---

[১]। কোকালিক ভিক্ষুর উপাধ্যায় তুরূ স্থবির অনাগামীফল প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেখানে কোকালিকের পাপকর্মের কথা শুনে তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য কোকালিক ভিক্ষুর নিকট এসেছিলেন। (অর্থকথা)

নিন্দিত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেখানকার আয়ু নিরর্বুদের গণনায় শত হাজার, অপর ছত্রিশ নিরর্বুদ এবং অর্বুদের গণনায় পাঁচ অর্বুদ।'

১০. কোকালিক সূত্র

১৮১. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় কোকালিক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে প্রণাম করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন পাপেচ্ছু ও পাপেচ্ছাবশবর্তী।' এরূপ উক্ত হলে ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে বললেন, 'হে কোকালিক, এরূপ বলো না, এমন বলো না।' তুমি সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করো। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীল ভিক্ষু।' দ্বিতীয়বার কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'যদিও ভগবান তাদের প্রতি আস্থাশীল, প্রত্যয়ী ও বিশ্বাসী; তবুও সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন পাপেচ্ছা এবং পাপেচ্ছাবশবর্তী।' দ্বিতীবার ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে বললেন, 'হে কোকালিক, এরূপ বলো না, এমন বলো না। তুমি সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করো। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীল ভিক্ষু।' তৃতীয়বার কোকালিক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'যদিও... পাপেচ্ছাবশবর্তী।' তৃতীবারও ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে বললেন, 'হে কোকালিক, এরূপ বলো না... সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন তাঁরা উভয়ে প্রিয়শীল ভিক্ষু।'

অতঃপর কোকালিক ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। চলে যাবার অল্পক্ষণে কোকালিক ভিক্ষুর সমস্ত শরীর সরিষাসম ব্রণে পূর্ণ হলো। সেগুলো সরিষা পরিমাণ হতে মুগ ডালের ন্যায় বৃদ্ধি হলো, মুগ ডাল হতে মটরের ন্যায়, মটর হতে বড়ই বীজের আকৃতি ন্যায়, বড়ই বীজের আকৃতি হতে বড়ই-এর ন্যায়, বড়ই হতে আমলকির ন্যায়, আমলকি হতে কচি বেলের ন্যায় এবং কচি বেল হতে সেগুলো পূর্ণ বেলের সমান বড় হয়ে ফেটে গেল। সেখান হতে রক্ত, পূঁজ, ঝড়তে লাগলো। তখন কোকালিক ভিক্ষু সেই রোগেই প্রাণ হারালেন। আর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করার হেতুতে মৃত্যুর পর পদুম নিরয়ে উৎপন্ন হলেন।

অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা রাত্রির শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে প্রণাম করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে এরূপ

বললেন, 'ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। আর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে মৃত্যুর পর পদুম নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছেন।' এরূপ বলার পর সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায় হতে অন্তর্ধান হলেন।

অনন্তর সেই রাত্রি গত হলে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, গত রাতে সহম্পতি ব্রহ্মা রাত্রির শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত জেতবন আলোকিত করে আমার নিকট উপস্থিত হলেন। আর আমাকে প্রণাম করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত সহম্পতি ব্রহ্মা আমাকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কোকালিক ভিক্ষু কালগত হয়েছেন। আর সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে মৃত্যুর পর পদুম নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছেন।' সহম্পতি ব্রহ্মা এরূপ বলার পর আমাকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে প্রদক্ষিণপূর্বক তথায় হতে অন্তর্ধান হলেন।"

এরূপ উক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, সেই পদুম নিরয়ের আয়ুষ্কাল কত দীর্ঘ?' 'হে ভিক্ষু, সে পদুম নিরয়ের আয়ুষ্কাল খুবই দীর্ঘ। তা এভাবে গণণা করা সহজ নয় যে—এটি এত বৎসর, এতশত বৎসর, এত হাজার বৎসর এবংকি এটি এত লক্ষ বৎসর।' 'ভন্তে, কোনো উপমায় ব্যক্ত করা যায় কি?' 'হ্যাঁ বলা যায়' বলে ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষু, যেমন ধরো কোশলরাজ্যে বিশটি খারি[১] পরিমাপের মস্ত বড়ো তিলাধার। তথা হতে যদি কোনো পুরুষ শত বৎসর, শত হাজার বৎসর অন্তর একটি করে তিল তুলে নেয়, তাহলে এ কোশলরাজ্যের বিশ খারি তিলাধার শীঘ্রই খালি হয়ে যাবে, তবুও এক অর্বুদ নিরয়ের আয়ু ফুরাবে না। হে ভিক্ষু, এরূপ এক অর্বুদ নিরয় যেন বিশ নিরর্বুদ নিরয়। এরূপ এক নিরর্বুদ নিরয় যেন বিশ অবব নিরয়। এরূপ এক অববা নিরয় যেন বিশ অটট নিরয়। এরূপ এক অটট নিরয় যেন অহহ বিশ নিরয়। এরূপ এক অহহ নিরয় যেন বিশ কুমুদ নিরয়। এরূপ এক কুমুদ নিরয় যেন বিশ সোগন্ধিক নিরয়। এরূপ এক সোগান্ধিক নিরয় যেন বিশ উৎপল নিরয়। এরূপ এক উৎপল নিরয় যেন বিশ পুণ্ডরিক নিরয় এবং এরূপ এক পুণ্ডরিক নিরয় যেন বিশ পদুম নিরয়। হে ভিক্ষু, কোকালিক ভিক্ষু সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়নের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে পদুম নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে।' ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত আবার এরূপ বললেন :

---

[১]। ধান পরিমাপের আড়িবিশেষ।

'জন্মের সময় পুরুষের মুখে কুঠারের ন্যায় পুরুষ বাক্য উৎপন্ন হয়, যা দিয়ে নিজেকেই ছেদন করে, মূর্খ ব্যক্তিই দুর্বাক্য ভাষণ করে।'

'যে নিন্দনীয় দুঃশীল ব্যক্তিকে প্রশংসা করে এবং প্রশংসনীয় ক্ষীণাসব ব্যক্তিকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি মুখ দিয়ে অকুশল সৃষ্টি করে। তদ্ধেতু সেই অকুশলের দ্বারা সুখ লাভ করে না।'

'যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়ায় ধনহানি, এমনকি নিজেকেসহ সমস্ত হারানো সামান্যমাত্র অপরাধ। কিন্তু, যে ব্যক্তি সুগতের প্রতি চিত্ত কলুষিত করে, তার অপরাধই গুরুতর অপরাধ।'

'পাপী ব্যক্তি বাক্য ও মনকে হীনতায় ধাবিত করে (মৃতুর পর) আর্যগণের নিন্দিত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। সেখানকার আয়ু নিরর্বুদের গণনায় শত হাজার, অপর ছত্রিশ নিরর্বুদ এবং অর্বুদের গণনায় পাঁচ অর্বুদ।'

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

প্রার্থনা, গৌরব, ব্রহ্মদেব, বকব্রহ্মা ও অপর মিথ্যাদৃষ্টিক,
প্রমাদ, কোকালিক, তিষ্য, তুরূব্রহ্মা এবং অপর কোকালিক।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. সনৎকুমার সূত্র

১৮২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে সপ্পিনী নদীর তীরে অবস্থান করছেন। সে সময় ব্রহ্মা সনৎকুমার রাত্রির শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত সপ্পিনী নদীর তীর আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়ানো ব্রহ্মা সনৎকুমার ভগবানের নিকট এই গাথা ভাষণ করলেন :

'যারা গোত্র পরিচয় দেন তারা জনগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। আর যিনি বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন তিনি দেব-মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

ব্রহ্মা সনৎকুমার এরূপ বললেন। ভগবান ব্রহ্মা সনৎকুমারের উক্তি অনুমোদন দিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সনৎকুমার 'শাস্তা আমার কথা অনুমোদন দিয়েছেন' জ্ঞাত হয়ে ভগবানকে প্রণাম করে ও প্রদক্ষিণ করে তথায় অন্তর্হিত হলেন।

২. দেবদত্ত সূত্র

১৮৩. আমি এরূপ শুনেছি—ভগবান এক সময় রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছেন দেবদত্ত গমনের পর পর।[১] তখন সহম্পতি ব্রহ্মা রাতের শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত গৃধকূট পর্বত আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়ানো অবস্থায় সহম্পতি ব্রহ্মা দেবদত্তকে উপলক্ষ করে ভগবানের নিকট এই গাথা ভাষণ করলেন :

'কলাগাছে উৎপন্ন ফল যেমন কলাগাছকে ধ্বংস করে, বাঁশফল বাঁশকে ও নলখাগড়াফল নলখাগড়াকে ধ্বংস করে এবং গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে ধ্বংস করে, তেমনি লাভসৎকারও কাপুরুষকে ধ্বংস করে।'

৩. অন্ধকবিন্দ সূত্র

১৮৪. একসময় ভগবান মগধরাজ্যে অন্ধকবিন্দ গ্রামে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান গভীর রাতের অন্ধকারে খোলাকাশে (ধ্যানে) বসেন। এদিকে সে মুহূর্তে মেঘ হতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পাত হচ্ছে। অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা রাতের শেষ যামে দিব্যজ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকবিন্দ গ্রাম আলোকিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। আর ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানের নিকট এই গাথা ভাষণ করলেন :

'একাকী নির্জনে শয়নাসন গ্রহণ করা বিধেয়, সংযোজন হতে বিমুক্তির জন্য বিচরণ বা অবস্থান করা উচিত। তথায় যদি চিত্ত রমিত না হয়, তাহলে আত্মসংযমী ও স্মৃতিমান হয়ে সংঘের মধ্যে অবস্থান করা উচিত।'

'সংযতেন্দ্রিয়, অভিজ্ঞ ও স্মৃতিমান হয়ে ঘরে ঘরে পিণ্ডচারণ করে করে (একাকী) নির্জনে শয়নাসনে উপবেশন করা উচিত এবং সংসার ভয়মুক্ত ও অভয়ে (নির্বাণে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।'

'যেখানে ভয়ানক জন্তু, সরীসৃপ প্রাণী আছে, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গর্জন করে, সেই ভয়ার্ত স্থানে গভীর রাতের অন্ধকারে ভিক্ষু লোমহর্ষবিহীন হয়ে উপবিষ্ট হন।'

'এ আমার একান্তই দেখা, তর্কপ্রসূত কিংবা জনশ্রুতিতে নয়। একটি

---

[১]। দেবদত্ত সংঘভেদ করে বেলুবন হতে গয়াশীর্ষে যাওয়ার পর পর। (অর্থকথা)

ব্রহ্মচর্যে[১] এক হাজার মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষীণাসব, পাঁচশতজন শৈক্ষ্য এবং একশত দশজন অনিরয়গামী স্রোতাপন্ন হয়েছেন। আমার মনে হয়, অপর জনগণও পুণ্যভাগী হয়েছেন। তবে আমি তাদের সংখ্যা জানতে অক্ষম, কেননা আমি মিথ্যা বাক্যকে ভয় করি।'

৪. অরুণবতী সূত্র

১৮৫. আমি এরূপ শুনেছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে... তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সাড়া দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, পুরাকালে অরুণবা নামে এক রাজা ছিলেন। সে অরুণবা রাজার রাজধানীর নাম ছিল অরুণবতী। ভিক্ষুগণ, অরুণবতী রাজধানীকে অবলম্বর করে ভগবান অর্হৎ শিখি সম্যকসম্বুদ্ধ অবস্থান করতেন। ভগবান অর্হৎ শিখি সম্যকসম্বদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম ছিল অভিভূ ও সম্ভব।[২] একদা ভগবান অর্হৎ শিখি সম্যকসম্বুদ্ধ অভিভূ ভিক্ষুকে ডাকলেন, 'এসো ব্রাহ্মণ (ভিক্ষু), আহারের সময় হওয়ার পূর্বে আমরা একটি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হবো।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে অভিভূ ভিক্ষু শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে সম্মতি দিলেন। ভিক্ষুগণ, অতঃপর শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এবং অগ্রশ্রাবক অভিভূ ভিক্ষু বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহুকে সঙ্কুচিত করে; ঠিক তেমনি ক্ষিপ্রভাবে অরুণবতীর রাজধানী হতে অন্তর্হিত হয়ে সেই ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন।

"ভিক্ষুগণ, তখন শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অভিভূ ভিক্ষুকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ (ভিক্ষু), ব্রহ্মা, ব্রহ্মপর্ষদ এবং ব্রহ্মসভায় ধর্মদেশনা প্রদান করো।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে অভিভূ ভিক্ষু শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের কথায় প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বক্ষা, ব্রহ্মপর্ষদ এবং ব্রহ্মসভায় ধর্মকথায় উপদেশ দিলেন, উপদেশ গ্রহণ করালেন এবং উৎসাহিত ও আনন্দিত করালেন। ভিক্ষুগণ, তথায় সেই ব্রহ্ম, ব্রহ্মপর্ষদ এবং ব্রহ্মসভার সভ্যগণ নাকি ক্রোধান্বিত হয়ে অবজ্ঞা ও নিন্দায় পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন—'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! শাস্তার সামনে শ্রাবক কেন ধর্মদেশনা

---

[১]। মূলে 'একস্মিং ব্রহ্মচরিযস্মিং'। অর্থাৎ *একটি ব্রহ্মচর্যে* বলতে এক ধর্মদেশনায়। (অর্থকথা)

[২]। এই দুইজনের মধ্যে অভিভূ স্থবির ছিলেন সারিপুত্র স্থবিরের ন্যায় প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ; আর সম্ভব স্থবির ছিলেন মহামৌদ্গাল্লায়নের মতো সমাধিতে শ্রেষ্ঠ। (অর্থকথা)

প্রদান করবেন?'"

"ভিক্ষুগণ, এবার শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অভিভূ ভিক্ষুকে ডেকে বললেন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মপর্ষদ এবং ব্রহ্মপর্ষদের সভ্যগণ ক্রোধান্বিত হয়ে এরূপ বলাবলি করছেন—'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! শাস্তার সামনে কেন শ্রাবক ধর্মদেশনা প্রদান করবেন? তদ্ধেতু ব্রাহ্মণ (ভিক্ষু), তুমি অত্যধিকভাবে ব্রহ্মাদের, ব্রহ্মপর্ষদের এবং ব্রহ্মসভার সভ্যগণের মধ্যে সংবেগ উৎপন্ন (বা আলোড়ন সৃষ্টি) করো।' অভিভূ ভিক্ষু 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে কখনো দৃশ্যমান শরীরে, কখনো অদৃশ্যমান শরীরে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। কখনো তাঁর শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ দৃশ্যমান, কখনো তাঁর শরীরের ওপরের অর্ধাংশ দৃশ্যমান আর কখনো বা শরীরের ওপরের অর্ধাংশ দৃশ্যমান, কখনো শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ অদৃশ্যমান হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করলেন। ভিক্ষুগণ, তখন ব্রহ্মাগণ, ব্রহ্মপর্ষদ, ব্রহ্মসভার সভ্যগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! শ্রদ্ধেয় শ্রমণের মহাঋদ্ধিধর ও মহানুভব।'"

"অতঃপর অভিভূ ভিক্ষু শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমি কি ভিক্ষুসংঘের মাঝে এরূপ বাক্য ভাষণ করতে পারি যে—বন্ধুগণ, আমি ব্রহ্মালোকে স্থিত হয়ে হাজার লোকধাতকে (চক্রবালকে) এক স্বরে উপদেশ দিতে পারি।' 'হে ব্রাহ্মণ (ভিক্ষু), তুমি যে ব্রহ্মালোকে স্থিত হয়ে হাজার লোকধাতুকে (চক্রবালকে) এক স্বরে উপদেশ দেয়ার জন্য বলছ, তা এক্ষুণি উপযুক্ত সময় হয়েছে।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে অভিভূ ভিক্ষু শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রহ্মালোকে স্থিত হয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'বীর্য প্রয়োগ করো, বীর্যশক্তি উৎপন্ন করো, বুদ্ধশাসনে উদ্যমী হও। হস্তী যেভাবে নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা) ধ্বংস করে, ঠিক সেভাবে মৃত্যুসৈন্যকে[১] ধ্বংস কর।'

'যিনি এই ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবেন, তিনি জন্ম-সংসার পরিত্যাগ করে আবর্ত দুঃখের (পুনঃপুন জন্মগ্রহণের চক্র দুঃখ) অন্তসাধন করবেন।'"

"ভিক্ষুগণ, অতঃপর শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অভিভূ ভিক্ষু এবং ব্রহ্মা, ব্রহ্মাপর্ষদ ও ব্রহ্মসভার সভ্যগণের সংবেগ উৎপন্ন করে বলবান পুরুষ

---

[১]। এখানে *'মৃত্যু সেনা'* বলতে ক্লেশসেনা। (অর্থকথা)

যেমন সঙ্কুচিত বাহুকে... সেই ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে রাজধানী অরুণবতীতে আবির্ভূত হলেন। তারপর শিখী ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ডেকে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে অভিভূ ভিক্ষুর ভাষিত গাথাগুলো শুনেছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে,' আমরা ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে সেই অভিভূ ভিক্ষু ভাষিত গাথাগুলো শুনেছি।' 'ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে অভিভূ ভিক্ষুর ভাষিত গাথাগুলো তোমরা কিরূপ শুনেছ?'" ভন্তে, ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে অভিভূ ভিক্ষুর উচ্চারিত গাথাগুলো আমরা এরূপ শুনেছি :

'বীর্য প্রয়োগ করো, বীর্যশক্তি উৎপন্ন করো, বুদ্ধশাসনে উদ্যমী হও। হস্তী যেভাবে নলাগার (নলখাগড়া দ্বারা নির্মিত পর্ণশালা) ধ্বংস করে, ঠিক সেভাবে মৃত্যুসৈন্যকে ধ্বংস কর।'

'যিনি এই ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবেন, তিনি জন্ম-সংসার পরিত্যাগ করে আবর্ত দুঃখের (পুনঃপুন জন্মগ্রহণের চক্র দুঃখ) অন্তসাধন করবেন।'

"'ভন্তে, ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে অভিভূ ভিক্ষুর ভাষিত গাথাগুলো আমরা এরূপ শুনেছি।' 'সাধু, সাধু, ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে অভিভূ ভিক্ষুর উচ্চারিত গাথাগুলো তোমরা এরূপে (যথার্থরূপে) শুনেছ।'"

ভগবান এরূপ বললেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষিত বাক্য প্রফুল্ল মনে অভিনন্দিত করলেন।

৫. পরিনির্বাণ সূত্র

১৮৬. একসময় ভগবান পরিনির্বাণকালে কুশীনগরের উপকণ্ঠে মল্লদের শালবনে যুগ্ম শালবৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করছেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদেরকে আহ্বান করে বলছি—'সংস্কারগুলো ক্ষয়শীল; তোমরা অপ্রমাদের সাথে (স্বীয় কার্য) সম্পাদন কর।[১]' এটাই তথাগতের শেষ বাক্য।[২]"

অতঃপর ভগবান প্রথম ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; প্রথম ধ্যান হতে উঠে

---

[১]। ***'অপ্রমাদের সাথে সম্পাদন কর'*** অর্থাৎ স্মৃতিমান-মনোযোগী হয়ে করণীয় কার্যাদি সম্পাদন কর। ভগবান এভাবে মৃত্যুমঞ্চে শায়িত হয়ে মহাধনী কুটুম্বিক পুত্রদের ধনসার বর্ণনা করেন। এরূপে পরিনির্বাণমঞ্চে শায়িত অবস্থায় পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ ভাষিত সমস্ত উপদেশ এক ***অপ্রমাদপদেই*** নিহিত করে ভাষণ করেছিলেন। (অর্থকথা)

[২]। এই বাক্যটি ভগবান বুদ্ধের নয়, সঙ্গীতিকারকগণের। (অর্থকথা)

দ্বিতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; দ্বিতীয় ধ্যান হতে উঠে তৃতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; তৃতীয় ধ্যান হতে উঠে চতুর্থ ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; চতুর্থ ধ্যান হতে উঠে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান হতে উঠে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যান হতে উঠে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; আকিঞ্চনায়তন ধ্যান হতে উঠে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাতন ধ্যান হতে উঠে সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন।

এবার সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ ধ্যান হতে উঠে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান হতে উঠে আকিঞ্চনায়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; আকিঞ্চনায়তন ধ্যান হতে উঠে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যান হতে উঠে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান হতে উঠে চতুর্থ ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; চতুর্থ ধ্যান হতে উঠে তৃতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; তৃতীয় ধ্যান হতে উঠে দ্বিতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; দ্বিতীয় ধ্যান হতে উঠে প্রথম ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন। প্রথম ধ্যান হতে উঠে দ্বিতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; দ্বিতীয় ধ্যান হতে উঠে তৃতীয় ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; তৃতীয় ধ্যান হতে উঠে চতুর্থ ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন; চতুর্থ ধ্যান হতে উঠার ঠিক পর মুহূর্তেই ভগবান পরিনির্বাপিত হলেন। ভগবান পরিনিবৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সহম্পতি মহাব্রহ্মা এই গাথা ভাষণ করলেন :

'যেখানে এমন শাস্তা, জগতে অদ্বিতীয় পুদ্গল, দশবিধ জ্ঞানবলপ্রাপ্ত তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হলেন, সেহেতু জগতে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণীই এই দেহ ত্যাগ করবে।'

ভগবান পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই শক্র দেবেন্দ্র এই গাথা ভাষণ করলেন :

'সংস্কার মাত্রই একান্ত অনিত্য; উৎপত্তি এবং ব্যয়শীল। উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কারগুলোর উপশম অসংস্কৃত নির্বাণই পরম সুখ।'

ভগবানের পরিনির্বাণপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা বললেন :

'(শীলাদি) সর্বাকার উত্তম গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভয়ানক, লোমহর্ষণজনক মহাভূমিকম্প হলো।'

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'ভগবানের এখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না; স্থির চিত্তের এমনই হয়। তৃষ্ণাবিমুক্ত, চক্ষুষ্মান শাস্তা চিরশান্তির উদ্দেশ্যে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলেন।'

'অচঞ্চল চিত্তে বেদনাকে সহ্য করেছেন, প্রদীপ নিভে যাওয়ার ন্যায় (ভগবানের) চিত্ত বিমুক্ত হলো।'

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ব্রহ্মা সনৎ, দেবদত্ত, অন্দকবিন্দ ও অরুণবতী,
পরিনির্বাণে দেশিত হয়েছে, এই পঞ্চক ব্রহ্ম ইতি।

ব্রহ্মা-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৭. ব্রাহ্মণ-সংযুক্ত

১. অর্হৎ বর্গ

১. ধনঞ্জানী সূত্র

১৮৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন জনৈক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের সহধর্মিনী ধনঞ্জানী নাম্নী ব্রাহ্মণী বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণী ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণকে আহার প্রদানের সময় সামান্য হোঁচট খেয়ে তিনবার শ্রদ্ধা চিত্তে এই ভাবোদ্দীপক বাক্য উচ্চারণ করলেন :

'সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা।

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা।'

এরূপ বললে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ধনঞ্জানী ব্রাহ্মণীকে এরূপ বললেন, 'এই চণ্ডালী যেখানে সেখানে সে মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণের এরূপ গুণ ভাষণ করে। চণ্ডালি, আমি এক্ষুনি গিয়ে সেই শাস্তার সাথে বাদানুবাদ করব।'

'ওহে ব্রাহ্মণ, দেবলোকে, মারলোকে ও ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ জনতা এবং দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে আমি কাউকে দেখছি না, যিনি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের সঙ্গে বিবাদ করতে পারে। তারপরও তুমি যেতে পার, গেলে জানতে পারবে।'

এবার ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ আরও রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট মনে ভগবানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বললেন :

'হে গৌতম, কী ছেদন করলে সুখে অবস্থান করা যায় এবং কী ছেদন করলে অনুশোচনা হয় না? কোন একটি ধর্মের (বিষয়ের) বধ আপনি পছন্দ করেন?'

(ভগবান বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, ক্রোধ ছেদিত হলে সুখে অবস্থান করা যায় এবং ক্রোধ ছেদিত হলে অনুশোচনা হয় না। মধুরাগ্র বিষমূল ক্রোধের ধ্বংস আর্যগণ প্রশংসা করেন। কারণ, তা ছেদিত হলে অনুশোচনা করতে হয় না।'

এরূপ উক্ত হলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম,

অতি সুন্দর! অতি মনোহর! ভন্তে গৌতম, যেমন (কোনো ব্যক্তি) অধঃমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে অথবা আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ জ্ঞাত করায় অথবা চক্ষুষ্মানেরা আলো দেখবে বলে অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে; ঠিক তেমনিভাবে ভগবান কর্তৃক নানা পর্যায়ে সদ্ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে, আজ হতে আমি ভগবান গৌতম এবং তাঁর ধর্ম ও সংঘের শরনাপন্ন হচ্ছি। প্রভু, আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করব।'

অতঃপর ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। নব-উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য (অর্হত্ত্ব) ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতে লাগলেন। আর 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহজীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।

২. আক্রোশ সূত্র

১৮৮. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন আক্রোশক ভারদ্বাজ[১] ব্রাহ্মণ শুনলেন—'ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ[২] নাকি শ্রমণ গৌতমের নিকট আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়েছেন।' এতে তিনি ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট গিয়ে তাঁকে অভদ্র, কর্কশ বাক্য দ্বারা আক্রোশ ও গালাগালি করতে লাগলেন।

আক্রোশক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ এরূপ বললে ভগবান তাকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তা তুমি কী মনে কর, তোমার কাছে কী কখনো বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিস্বজন ও অতিথি আসেন না?' 'হ্যাঁ গৌতম, আমার কাছে কখনো কখনো আমার বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতিস্বজন আসেন।' 'ব্রাহ্মণ, তা তুমি কী মনে কর, তাদের জন্য কী কোনো সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত কর না?' 'হ্যাঁ গৌতম, মাঝে মাঝে আমি তাদের জন্য সুস্বাদু খাদ্য-ভাজ্য প্রস্তুত করে

---

[১]। তার আসল নাম *ভারদ্বাজ*। তিনি নাকি পাঁচশত গাথা দ্বারা তথাগতকে আক্রোশ করতে করতে এসেছিলেন। (তার আক্রোশের পরিমাণ বেশি হওয়ায়) সঙ্গীতিকারকগণ 'আক্রোশক ভারদ্বাজ' নামটিই গ্রহণ করেছেন। (অর্থকথা)

[২]। ভারদ্বাগোত্র ব্রাহ্মণ আক্রোশক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের বড় ভাই ছিলেন। (অর্থকথা)

থাকি।' 'ব্রাহ্মণ, যদি তারা সেসব গ্রহণ না করে, তাহলে সেগুলো কার হয়?' 'তারা যদি গ্রহণ না করে, তা আমাদেরই থাকে।' 'হে ব্রাহ্মণ, ঠিক এভাবে তুমি যে আমাদের বিনা আক্রোশে আক্রোশ করেছ, বিনা রোষে রোষ করেছ, বিনা বিবাদে বিবাদ করেছ, তা আমরা গ্রহণ করছি না। তা তোমারই থাকল, তোমারই থাকল।'

'ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি আক্রোশকারীকে প্রতি আক্রোশ করে, রোষকারীকে প্রতি রোষ করে এবং বিবাদকারীকে প্রতি বিবাদ করে; ইহাকে বলা হয় একসাথে ভোজন করছে, প্রতিকার করছে। কিন্তু আমরা সেগুলো ভোজনও করছি না, প্রতিকারও করছি না। ব্রাহ্মণ, সেগুলো তোমারই থাকল, তোমারাই থাকল।'

"প্রভু গৌতমকে, রাজাসহ জনসমাজে এরূপ জানেন যে 'শ্রমণ গৌতম অর্হৎ।' অথচ আপনি কুপিত হচ্ছেন।"

(ভগবান গাথায় বললেন) 'উপশান্ত, সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন, বিমুক্ত, শান্ত, সমজীবী ও অক্রোধীর ক্রোধ কোথায়?'

'যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উল্টো ক্রোধ প্রকাশ করে, তাতে তারই পাপ সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যে প্রতিক্রুদ্ধ হয় না, সেই ব্যক্তি দুর্জয় সংগ্রাম জয় করে।'

'অপরকে রাগান্বিত দেখে যে ব্যক্তি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করে, সে আত্ম-পর উভয়ের হিতসাধন করে।'

'যারা ধর্মের[১] অকোবিদ তারা আত্ম-পরের উভয়[২] চিকিৎসা করে, মানুষেরা তাদেরকে মূর্খ বলেই মনে করে।'

ভগবান এরূপ বললে আক্রোশক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ তাঁকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... ভন্তে, আজ হতে আমি ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন হচ্ছি। ভন্তে, আমি প্রভু গৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করব।'

অতঃপর আক্রোশক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। নব-উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান আক্রোশক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে

---

[১]। পঞ্চস্কন্ধ ধর্মের বা চার আর্যসত্য ধর্মের। (অর্থকথা)

[২]। স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করা ও আত্ম-পর হিতসাধন করা। (অর্থকথা)

অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য (অর্হত্ত্ব) ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহজীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য অন্য কোনো কর্তব্য নেই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।

৩. অসুরিন্দক সূত্র

১৮৯. এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন অসুরিন্দক ভারদ্বাজ[১] ব্রাহ্মণ শুনলেন—'ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ নাকি শ্রমণ গৌতমের নিকট আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়েছেন।' এতে তিনি ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট গিয়ে তাঁকে অভদ্র, কর্কশ বাক্য দ্বারা আক্রোশ এবং গালাগালি করতে লাগলেন।

এরূপ বললে ভগবান নীরব থাকলেন। তখন অসুরিন্দক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'হে শ্রমণ, আমি আপনাকে পরাজয় করেছি, আমি আপনাকে জয় করেছি।'

(ভগবান গাথায় বললেন) 'মূর্খ ব্যক্তি তাদের কর্কশ বাক্য ভাষণের দ্বারা জয় হয়েছে বলে মনে করে, কিন্তু যে তিতিক্ষা (সহনশীলতা) সম্বন্ধে জানে, প্রকৃতপক্ষে তা-ই জয় হয়।'

'যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি উল্টো ক্রোধ প্রকাশ করে তাতে তারই পাপ সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যে প্রতিক্রুদ্ধ হয় না, সে ব্যক্তি দুর্জয় সংগ্রাম জয় করে।'

'অপরকে রাগান্বিত দেখে যে ব্যক্তি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করে, সে আত্ম-পর উভয়ের হিতসাধন করে।'

'যারা ধর্মের অকোবিদ তারা আত্ম-পরের উভয় চিকিৎসা করে, মানুষেরা তাদেরকে মূর্খ বলেই মনে করে।'

এরূপ উক্ত হলে অসুরিন্দক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান অসুরিন্দক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

৪. বিলঙ্গিক সূত্র

১৯০. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান

---

[১]। আক্রোশক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের ছোট ভাই। (অর্থকথা)

করছেন। তখন বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ[১] ব্রাহ্মণ শুনলেন—'ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ নাকি শ্রমণ গৌতমের নিকট আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়েছেন।' এতে তিনি ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের নিকট গিয়ে তথায় একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।[২] অতঃপর ভগবান নিজের চিত্ত দ্বারা বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা (চিত্তের পরিবিতর্ক) জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় ভাষণ করলেন :

'যে ব্যক্তি অপ্রদুষ্ট, শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক পুরুষের প্রতি কুপিত হয়, তাতে বায়ুর অনুকূলে প্রক্ষিপ্ত ধূলির ন্যায় কৃতপাপ সেই মূর্খ ব্যক্তির কাছে ফিরে যায়।'

এরূপ উক্ত হলে বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান (বিলঙ্গিক) ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

৫. অহিংসক সূত্র

১৯১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি নিদান। তখন অহিংসক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অহিংসক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, আমি অহিংসক, আমি অহিংসক।'

(ভগবান গাথায় বললেন) 'যেমন নাম, তেমন যদি হও, তবেই তুমি অহিংসক। যে ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনে হিংসা করে না এবং অপরের বিহিংসা করে না, সে-ই প্রকৃত অহিংসক হয়।'

এরূপ উক্ত হলে অহিংসক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান অহিংসক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

---

[১]। ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ, আক্রোশক ভারদ্বাজ ও অসুরিন্দক ভারদ্বাজের ছোটো ভাই। তিনিও *ভারদ্বাজ* নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নানা প্রকার পরিশুদ্ধ সম্ভারযুক্ত কঞ্জিক (যাগুজাতীয় তরল খাদ্য) তৈরী করে তা বিক্রয় করে করে বহুধন জমা করেন। তাই সঙ্গীতিকারকগণ তার নাম রাখেন 'বিলঙ্গিক ভারদ্বাজ'। (অর্থকথা)

[২]। 'আমার তিন তিন জন বড় ভাইকে ইনিই প্রব্রজিত করিয়েছেন' ভেবে অধিকমাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়ায় কোনো কিছুই বলতে সক্ষম হননি। তাই শুধু নীরবেই দাঁড়িয়েছিলেন। (অর্থকথা)

৬. জটা সূত্র

১৯২. শ্রাবস্তী নিদান। তখন জটা ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট জটা ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় এরূপ বললেন :

'অন্তরে (তৃষ্ণার) জটাজাল, বাহিরে (তৃষ্ণার) জটাজাল: সেই জটাজালে জনতা (সত্ত্বগণ) আবদ্ধ। আমি গৌতমকে জিজ্ঞেস করছি, কে বা কারা এই জটাজাল ছিন্ন করবে?'

(ভগবান বললেন) 'যে ভিক্ষু সপ্রাজ্ঞ, বীর্যবান, নিপুণ, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্তকে প্রজ্ঞা ভাবনায় নিরত রাখে, তিনিই এই জটাজাল ছিন্ন করবে।'

'যাদের রাগ, দ্বেষ, অবিদ্যা পরিশোধিত, সেই ক্ষীণাসব অর্হৎগণের অন্তরের জটাজাল ছিন্ন।'

'যেখানে নাম-রূপ, প্রতিঘ ও রূপসংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়, সেখানেই (নির্বাণ লাভে) জটাজাল ছিন্ন হয়।'

এরূপ উক্ত হলে জটা ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান জটা ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

৭. শুদ্ধিক সূত্র

১৯৩. শ্রাবস্তী নিদান। তখন শুদ্ধিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট শুদ্ধিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট এই গাথাটি ভাষণ বললেন :

'জগতে কোনো ব্রাহ্মণ (শুধু) শীলবান ও তপশ্চর্যা করলে শুদ্ধ হয় না। বিদ্যাচরণসম্পন্ন (ত্রিবেদ বিদ্যায় পারদর্শী) ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হয়, অন্য কোনো জনগণ শুদ্ধ হয় না।'

(ভগবান বললেন) 'অন্তর কলুষযুক্ত[১], সংক্লিষ্ট[২] ও কুহক কর্মে আশ্রিত ব্যক্তি বহু প্রলাপ বকলেও[৩] জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।'

'ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল আর ঝাড়ুদার যে-ই হোক, সে যদি

---

[১]। অন্তর ক্লেশপূতিস্বভাববশে পূতিযুক্ত। (অর্থকথা)

[২]। কায়কর্মাদিতে অপবিত্র। (অর্থকথা)

[৩]। 'ব্রাহ্মণ মাত্রই শুদ্ধ হয়' এভাবে হাজার বাক্য বলা। (অর্থকথা)

আরব্ধবীর্য, উদ্যমশীল ও সদা দৃঢ়পরাক্রমশালী হয়, সে-ই পরম শুদ্ধি লাভ করতে পারে; এরূপ জানবে ব্রাহ্মণ।'

এরূপ উক্ত হলে শুদ্ধিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান শুদ্ধিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

৮.অগ্নি-পূজারি সূত্র

১৯৪. একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছেন। তখন অগ্নি-পূজারি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের ঘৃত ও পায়স সংগৃহীত হয়ে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'আমি অগ্নিহোম ও অগ্নি পূজাকর্ম সম্পন্ন করবো।'

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। রাজগৃহে অনুক্রমে প্রতিটি বাড়িতে বিচরণ করতে করতে সেই অগ্নি-পূজারি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। অগ্নি-পূজারি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে ভিক্ষান্নের জন্য দণ্ডায়মান দেখে গাথায় বললেন :

'যিনি ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, উচ্চবংশীয়[১], বহুশ্রুত ও বিদ্যাচরণসম্পন্ন, তিনিই এই পায়স পরিভোগ করতে পারেন।[২]'

(ভগবান বললেন) 'অন্তর কলুষযুক্ত, সংক্লিষ্ট ও কুহক কর্মে পরিবেষ্টিত ব্যক্তি বহু প্রলাপ বকলেও জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।'

'যে পূর্বনিবাস জ্ঞানে দক্ষ, জন্মক্ষয় প্রাপ্ত (অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত) এবং অভিজ্ঞানে সুদক্ষ মুনি; সে-ই (দিব্যচক্ষু দিয়ে) স্বর্গ-অপায় দর্শন করে।'

'এই তিনটি বিদ্যা দ্বারাই ব্রাহ্মণ ত্রিবিদ্যাধারী হয়। সেই বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্রাহ্মণই এই পায়স পরিভোগ করতে পারে।'

(ব্রাহ্মণ বললেন) 'প্রভু গৌতম, এই পায়স পরিভোগ করুন। আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।[৩]'

(ভগবান বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, গাথা পাঠ করে লব্ধদ্রব্য আমার পরিভোগ্য নয়। (অর্থ ও ধর্ম) দ্রষ্টাদের এটা ধর্ম নয়। গাথা পাঠ করে

---

[১]। সপ্তম পিতামহের যুগ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ জন্মে সমন্নাগত। (অর্থকথা)

[২]। সেই ত্রিবিদ্যাধারী ব্রাহ্মণই এই পায়স ভোজনের উপযুক্ত, এই পায়স আপনাদের জন্য উপযুক্ত নয়। (অর্থকথা)

[৩]। অবীচি হতে ভবাগ্র পর্যন্ত পূজ্যস্পাদ গৌতম সদৃশ বংশমর্যাদাসম্পন্ন কোনো ক্ষীণাসব ব্রাহ্মণ নেই। (অর্থকথা)

লব্দ্ধদ্রব্য বুদ্ধগণ পরিত্যাগ করেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মই তাঁদের জীবিকা বৃত্তি।[১]'

'ক্ষীণাসব, দুশ্চরিত্র-উপশান্ত ও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ মহর্ষিকে অন্য কোনো অন্ন-পানীয় দিয়ে পূজা কর; তা পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর ক্ষেত্র হয়।'

এরূপ উক্ত হলে অগ্নি-পূজারি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান অগ্নি-পূজারি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

৯. সুন্দরিক সূত্র

১৯৫. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে সুন্দরিক নদীর তীরে অবস্থান করছেন। তখন সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ সুন্দরিক নদীর তীরে অগ্নিহোম ও অগ্নিপূজা কর্ম সম্পাদন করছেন। অনন্তর সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অগ্নিহোম ও অগ্নিপূজা কর্ম সম্পাদন করে আসন হতে উঠে চারদিকে তাকালেন—'কে এই হব্যাবশেষ (পূজায় প্রদত্ত অবশিষ্ট বস্তু) ভোজন করবে?' তখন তিনি অন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আপাদমস্তকাবৃত ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখে তিনি বামহস্তে হব্যাবশেষ এবং ডানহস্তে কমণ্ডল (কমণ্ডলং) নিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন ভগবান সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের পায়ের শব্দ শুনে মস্তক উন্মুক্ত করলেন। অমনি সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ 'ইনি যে মুণ্ডিত মস্তক, ইনি যে মুণ্ডিত মস্তক' বলে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হলেন। তখন তার মনে এরূপ চিন্তার উৎপন্ন হলো—'কোনো কোনো মুণ্ডিত মস্তকও তো ব্রাহ্মণ আছেন। এখনি আমি তাঁর নিকট জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব।'

এরপর সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জাতি কী?'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে গাথায় বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না, শীলাদি গুণ ও আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করো। (সব) কাষ্ঠ হতে নিঃসন্দেহে অগ্নি উৎপন্ন হয়। নীচকুলে জন্ম নেয়া ব্যক্তিও পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়ে আজানীয় ধৃতিমান মুনি হয়ে থাকে।'

'যে পরমার্থ সত্যে দান্ত, ইন্দ্রিয় দমনে উপনীত, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মচর্যব্রতসম্পন্ন, তাকেই যজ্ঞোপনীত বস্তুর জন্য আহ্বান করা উচিত।

---

[১]। ধর্মে স্মৃতি, ধর্মকে পরস্পর সম্বন্ধ রেখে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনধারণকারীদেরই এই জীবিকাবৃত্তি, এটাই আজীব—এভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ধর্মলব্ধ খাদ্যদ্রব্য পরিভোগযোগ্য। (অর্থকথা)

যজ্ঞসম্পাদনকারীর আহ্বান করা উচিত। এভাবে সে যথাসময়ে দক্ষিণারযোগ্য ব্যক্তিকে পূজা করে।'

(ব্রাহ্মণ বললেন) 'যেহেতু আমি সম্মুখে বেদজ্ঞ (বুদ্ধকে) দেখছি, তাই আমার এই যজ্ঞ এখন অবশ্যই সুবিসর্জিত, সুহুত (উত্তমরূপে অর্পিত)। আপনার মতো মহাপুরুষের অদর্শনে অন্য (অন্ধমূর্খ পৃথগ্‌জন) ব্যক্তি এই হব্যাবশেষ ভোজন করত।'

'প্রভু গৌতম, এই পায়স পরিভোগ করুন, আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, গাথা পাঠ করে লব্ধদ্রব্য আমার পরিভোগ্য নয়। (অর্থ ও ধর্ম) দ্রষ্টাদের এটা ধর্ম নয়। গাথা পাঠ করে লব্ধদ্রব্য বুদ্ধগণ পরিত্যাগ করেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মে স্মৃতিই তাঁদের জীবিকা বৃত্তি।'

'ক্ষীণাসব, দুশ্চরিত্র-উপশান্ত ও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ মহর্ষিকে অন্য কোনো অন্ন-পানীয় দিয়ে পূজা কর; তা পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর ক্ষেত্র হয়।'

(ব্রাহ্মণ বললেন) 'প্রভু গৌতম, তাহলে আমি এই হব্যাবশেষ কাকে দান দিই?'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, এ জগতে তথাগত ও তাঁর শ্রাবক ব্যতীত দেব, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ দেব-মনুষ্য ও জনতার মধ্যে এমন কাউকে দেখছি না, যে এই হব্যাবশেষ পরিভোগ করে উত্তমরূপে হজম করতে পারে। ব্রাহ্মণ, তাই তুমি এই হব্যাবশেষ তৃণহীন স্থানে ফেলে দাও অথবা প্রাণীহীন জলে ভাসিয়ে দাও।'

অতঃপর সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ সেই হব্যাবশেষ প্রাণীহীন জলে ভাসিয়ে দিলেন। আর তা জলে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই চিট্‌চিট্ শব্দ আর বুদ্‌বুদ্ তুলতে লাগলো। জল ভেদ করে ধোঁয়া নির্গত হতে লাগলো। সারাদিন রৌদ্রে সন্তপ্ত লাঙ্গল ফলক যেমন জলে নিমজ্জিত করলে চিট্‌চিট্ শব্দ করে, বুদ্‌বুদ্ তুলে, জল ভেদ করে ধোঁয়া নির্গত হয়; ঠিক তেমনি সেই হব্যাবশেষ জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চিট্‌চিট্ শব্দ ও বুদ্‌বুদ্ তুলতে লাগলো। জল ভেদ করে ধোঁয়া নির্গত হতে লাগলো।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সংবিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হয়ে ভগবানের নিকট গিয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে ভগবান গাথায় বললেন :

'হে ব্রাহ্মণ, কাষ্ঠ জ্বেলে শুদ্ধি লাভ হয় বলে মনে করো না। এটি বাহ্যিক মাত্র (আর্যধর্মের বাইরে)। যে ব্যক্তি বাইরে শুদ্ধি কামনা করে, তা দিয়ে তার

শুদ্ধি হয় বলে পণ্ডিতগণ বলে না।'

'ব্রাহ্মণ, আমি কাষ্ঠ জ্বালানো ত্যাগ করে মনেই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলন করেছি। তদ্ধেতু আমি নিত্যাগ্নি[১], নিত্য সমাহিত চিত্তে, অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করছি।'

'হে ব্রাহ্মণ, তোমার মান কাঁধের জোয়াল (খারিভারো) সদৃশ, ক্রোধ ধূমের মতো এবং মিথ্যা বাক্য ছাঁই সদৃশ। জিহ্বা যজ্ঞীয় হাতা (বা বড় চামচ), হৃদয় জ্যোতিস্থান; তাই সুদান্ত চিত্তই পুরুষের জ্যোতি।'

'ধর্ম হচ্ছে সৎপুরুষের প্রশংসিত অনাবিল হ্রদ, শীল তার তীর্থঘাট; যেখানে বেদজ্ঞ ঋষিগণ স্নাত হয়ে অসিক্ত দেহে নির্বাণের পারে গমন করে।'

'সত্য[২], ধর্ম[৩] ও সংযমই[৪] ব্রহ্মচর্য, মধ্যে আশ্রিত[৫] হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় (শ্রেষ্ঠপ্রাপ্তি) হয়। সেই ন্যায়পরায়ণ ক্ষীণাসবগণের প্রতি তুমি বন্দনা নিবেদন করো। সে ব্যক্তিকেই আমি ধর্মানুসারী বলে বলে থাকি।'

এরূপ বললে সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান সুন্দরিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।'

১০. বহুকন্যা সূত্র

১৯৬. একসময় ভগবান কৌশলরাজ্যের কোনো এক গহীন অরণ্যে অবস্থান করছেন। তখন জনৈক এক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের চৌদ্দটি বলদ গরু হারিয়ে যায়। ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ সেই বলদগুলো খুঁজতে খুঁজতে সে বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখেই ভগবানের নিকট গিয়ে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'আহা! এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, চৌদ্দটি বলদ আজ হতে ছয় দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে না; তাই এই শ্রমণ সুখী।'

---

[১]। মনোযোগাবদ্ধ সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান দিয়ে নিত্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (অর্থকথা)

[২]। ৰচীসচ্চং, অথ ৰা পরমত্থসচ্চং, তং অত্থতো নিব্বানং—বাক্য সত্য বা সম্যক বাক্য; অথবা পরমার্থ সত্য অর্থাৎ নির্বাণ। (অর্থকথা)

[৩]। এখানে *'ধর্ম'* বলতে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। (অর্থকথা)

[৪]। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা। (অর্থকথা)

[৫]। শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি ত্যাগ করে আশ্রিত হওয়া। (অর্থকথা)

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, (প্রবল বর্ষণের ফলে) ক্ষেতের তিলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, একপাতা, দুই পাতা মাত্র অবশিষ্ট আছে;[১] তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, শূন্য ভাণ্ডারে ইঁদুর অতি আনন্দের সাথে নৃত্য করছে;[২] তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, সাত মাস ধরে বিছানো বিছানা (মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ, ছারপোকা প্রভৃতি) উৎপাতকারী পোকায় পরিপূর্ণ; তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, একপুত্র বা দুই পুত্রের জননী (আমার) সাত কন্যা বিধবা; তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, পিঙ্গলবর্ণা তিলকাহত দেহের[৩] গৃহিণী ঘুমন্ত স্বামীকে পায়ের দ্বারা ঘুম থেকে জাগ্রত করায়; তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'এই শ্রমণের তো এ রকম নয় যে, ঋণদাতারা অতি সকালবেলায় (টাকা ফেরত চেয়ে) দাও দাও বলে পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়;[৪] তাই এ শ্রমণ সুখী।'

অতঃপর বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, চৌদ্দটি বলদ গরু আজ হতে ছয়দিন যাবৎ দেখছি না; তাই আমি সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, (প্রবল বর্ষণের ফলে) ক্ষেতের তিলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, একপাতা, দুই পাতা মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাই এই শ্রমণ সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, শূন্য ভাণ্ডারে ইঁদুর অতি আনন্দের সাথে

---

[১]। যেসব বৃদ্ধি পেয়েছিল সেসবের উপরে কীট-পতঙ্গ পড়ে পাতাগুলো খেয়েছিল, ছোটো ছোটো একপাতা, দুই পাতা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। (অর্থকথা)

[২]। ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের নাকি অনুক্রমে ভোগগুলো পরিক্ষয় হওয়ায় ভোগ্যসম্পত্তি প্রবিষ্ট করার অভাবে ভাণ্ডার শুন্য হয়ে গিয়েছিল। তার এদিক সেদিক সাতটি ঘর থেকে আগত ইঁদুরগুলো সেই শূন্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করে উদ্যানক্রীড়া করার ন্যায় নৃত্য করছিল, এই বিষয়টি নিয়েই এভাবে বলা হয়েছে। (অর্থকথা)

[৩]। কালো ও সাদা এ দুই বর্ণ তিলক দ্বারা আহত দেহ। (অর্থকথা)

[৪]। ব্রাহ্মণ নাকি কারও কাছ থেকে কখনো এক কাহাপণ (টাকা), কখনো দুই কাহাপণ, কখনো দশ কাহাপণ...পে... কখনো শত কাহাপণ এভাবে বহুজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ঋণদাতারা ব্রাহ্মণকে দিনের বেলায় সাক্ষাৎ পান না, তাই 'ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ই তাকে ধরব' বলে অতি সকালে গিয়ে ঋণ পরিশোধ করার জন্য ব্রাহ্মণকে তাগাদা দেন। (অর্থকথা)

নৃত্য করছে; তাই আমি সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, সাত মাস ধরে বিছানো বিছানা (মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ, ছারপোকা প্রভৃতি) উৎপাতকারী পোকায় পরিপূর্ণ; তাই আমি সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, একপুত্র বা দুই পুত্রের জননী (আমার) সাত কন্যা বিধবা; তাই আমি সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, পিঙ্গলবর্ণা তিলকাহত দেহের গৃহিণী ঘুমন্ত স্বামীকে পায়ের দ্বারা ঘুম থেকে জাগ্রত করায়; তাই আমি সুখী।'

'ব্রাহ্মণ, আমার এ রকম নয় যে, ঋণদাতারা অতি সকালবেলায় (টাকা ফেরত চেয়ে) দাও দাও বলে পরিশোধের জন্য তাগিদ দেয়; তাই আমি সুখী।'

এরূপ উক্ত হলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কোনো ব্যক্তি অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে অথবা আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ জ্ঞাত করায় অথবা চক্ষুষ্মানেরা আলো দেখবে বলে অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, ঠিক তেমনিভাবে ভগবান কর্তৃক নানা পর্যায়ে সদ্ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে, আজ হতে আমি ভগবান গৌতম এবং তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরনাপন্ন হলাম। প্রভু, আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করব।

অতঃপর ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। নব-উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও উদ্যমশীল হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের চরম লক্ষ্য (অর্হত্ত্ব) ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্মক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য অন্য কোনো কর্তব্য নাই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান ভারদ্বাজ অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতম হলেন।

অর্হৎ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ধনঞ্জানী, আক্রোশ, অসুরিন্দ, বিলঙ্গিক,
অহিংসক, জটা, শুদ্ধিক এবং অগ্নিক;
সুন্দরিক ও বহুকন্যায় সূত্র দশ উক্ত।

২. উপাসক বর্গ

১. কৃষি ভারদ্বাজ সূত্র

১৯৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান মগধরাজ্যে দক্ষিণাগিরিতে একনালা নামক ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থান করছেন। তখন কৃষি ভারদ্বাজ[১] ব্রাহ্মণের বীজ বপনকালে পাঁচশত লাঙ্গল কৃষিকার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে সে কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের কর্মস্থলে উপস্থিত হলেন।

সে-সময়ে কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের ভোজন পরিবেশন চলছিল। অনন্তর ভগবান তথায় উপস্থিত হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন। কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে ভিক্ষান্নের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন দেখে এরূপ বললেন, 'হে শ্রমণ, আমি কর্ষণ করি, (বীজ) বপন করি; কর্ষণ করে ও বপন করে ভোজন করি। তাই শ্রমণ, আপনিও কর্ষণ কর, বপন কর; কর্ষণ করে এবং বপন করে ভোজন করেন।' তখন ভগবান বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ করি, বপন করি; কর্ষণ করে ও বপন করে ভোজন করি।' ব্রাহ্মণ বললেন, আমরা তো প্রভু গৌতমের লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, গো-তাড়ানোর লাঠি এবং বলদ কিছুই দেখছি না। অথচ প্রভু গৌতম আপনি বলছেন, 'আমিও কর্ষণ করি, বপন করি; কর্ষণ করে এবং বপন করে ভোজন করি।' অতঃপর কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় ভাষণ করলেন :

'আপনি নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু আমি তো আপনার কৃষিকর্ম বলে কিছুই দেখছি না। বলুন তো আপনি কী রকম কৃষক? আর সে কৃষিকাজ কিরূপে চলে জানতে পারি?'

বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আমার কৃষিকাজে শ্রদ্ধা হচ্ছে বীজ, তপস্যা হচ্ছে বৃষ্টি, প্রজ্ঞা হচ্ছে লাঙ্গল ও জোয়াল, হ্রী (পাপের প্রতি লজ্জা) হচ্ছে লাঙ্গলের ঈষ, মন হচ্ছে গরু বাধার দড়ি, স্মৃতি হচ্ছে আমার ফাল ও গো-তাড়ানোর লাঠি।'

'কায়সংযত, বাক্যসংযত, আহারে সংযত (মাত্রাজ্ঞতা) হয়ে সত্যের দ্বারা (যথাভূত জ্ঞানে) (পাপ চেতনার আগাছা) ছেদন করি[২] এবং সুন্দর নির্বাণে

---

[১]। ব্রাহ্মণ কৃষিকার্যে নিশ্রয় করে জীবনধারণ করেন (এই অর্থে 'কৃষি'), আর *ভারদ্বাজ* হচ্ছে তার গোত্রের নাম। (অর্থকথা)

[২]। 'তুমি যেমন বাহ্যিকভাবে কৃষিকর্ম করে শষ্য বিনষ্টকারী তৃণগুলো হাত দিয়ে বা কাস্তে দিয়ে ছেদন কর; তেমনি আমিও আধ্যাত্মিকভাবে কৃষিকর্ম করে কুশলশষ্য বিনষ্টকারী ও

রতিই আমার মুক্তি।'

'বীর্য[১] আমার ধুরবাহী (বোঝাবহনকারী) যোগক্ষেমাধিবাহন,[২] যেখানে গিয়ে শোক হয় না সেখানে অবিরাম চলছে।'

'এরূপ কর্ষিত কৃষিকর্মেই অমৃতফল লাভ হয়। এভাবে কৃষিকর্ম করে সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।'

(তখন ব্রাহ্মণ বললেন) 'প্রভু গৌতম, আপনি ভোজন করুন। ভগবানই প্রকৃত কৃষক। যেহেতু আপনি অমৃতফল লাভের জন্য কৃষি কর্ষণ করেন।'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, গাথা পাঠ করে লব্ধদ্রব্য আমার পরিভোগ্য নয়। (অর্থ ও ধর্ম) দ্রষ্টাদের এটা ধর্ম নয়। গাথা পাঠ করে লব্ধদ্রব্য বুদ্ধগণ পরিত্যাগ করেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মে স্মৃতিই তাঁদের জীবিকা বৃত্তি।'

'ক্ষীণাসব, দুশ্চরিত্র-উপশান্ত ও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ মহর্ষিকে অন্য কোনো অন্ন-পানীয় দিয়ে পূজা কর; তা পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর ক্ষেত্র হয়।'

এরূপ উক্ত হলে কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... আমি ভগবান গৌতম এবং তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন হলাম।'

২. উদয় সূত্র

১৯৮. শ্রাবস্তী নিদান। একসময় ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে উদয় ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হলেন। অমনি উদয় ব্রাহ্মণ ভগবানের পাত্র অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিলেন। দ্বিতীয়বার তথা দ্বিতীয় দিনও ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক উদয় ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হলেন... তৃতীয়বারও উদয় ব্রাহ্মণ ভগবানের পাত্র অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়ে এরূপ বললেন, 'হে শ্রমণ গৌতম, রসলোভী হয়ে আপনি বারবার এখানে আসছেন।'

(তখন ভগবান বললেন) 'পুনঃপুন বীজ বপন করে, মেঘরাজ পুনঃপুন বারি বর্ষণ করে। কৃষকেরা পুনঃপুন ক্ষেত্র কর্ষণ করে এবং পুনঃপুন রাজ্য

প্রবঞ্চনাকারী তৃণগুলো সত্য দ্বারা অর্থাৎ যথাভূত জ্ঞানে ছেদন করি।' (অর্থকথা)

[১]। কায়িক-চৈতসিক বীর্যারম্ভ। (অর্থকথা)

[২]। তোমার বোঝাবহনকারী (গাড়ি) যেমন পূর্বদিকাদির মধ্যে যেকোনো একটি দিকে বহন করে, তেমনি আমার ধুরবাহীও নির্বাণাভিমুখে নিয়ে যায়। (অর্থকথা)

ধন-ধান্যে সমৃদ্ধশালী হয়।'

'যাচকেরা পুনঃপুন যাচঞা করে, দানপতিরা পুনঃপুন দান করে। তারা পুনঃপুন দান করে পুনঃপুন স্বর্গরাজ্যে উৎপন্ন হয়।'

'দুগ্ধদোহনকারী পুনঃপুন দুধ দোহন করে, বাছুর পুনঃপুন মায়ের কাছে ছুটে যায়। বারবার ক্লান্ত হয়, কম্পিত হয়; মূর্খজন মাতৃগর্ভে পুনঃপুন জন্মধারণ করে।'

'পুনঃপুন জন্ম নেয় ও মৃত্যুবরণ করে, পুনঃপুন শশ্মানে নিয়ে যায়। কিন্তু ভূরিপ্রাজ্ঞ পুনর্জন্মহীন আর্যমার্গ লাভ করে আর পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে না।'

এরূপ উক্ত হলে উদয় ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... ভন্তে, আজ হতে আমি ভগবান গৌতম এবং তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাপন্ন উপাসক হিসেবে গ্রহন করুন।

৩. দেবহিত সূত্র

১৯৯. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় ভগবান বায়ুরোগে[১] আক্রান্ত হন। তখন আয়ুষ্মান উপবান ভগবানের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান উপবানকে ডেকে বললেন, 'হে উপবান, এসো তুমি আমার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করো।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণপূর্বক দেবহিত ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তিনি একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবহিত ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান উপবানকে নীরবে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে তাকে গাথায় বললেন :

'সজ্ঘাটি পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক প্রভু আপনি নীরবে দাঁড়িয়ে এখানে কী চান? এবং কী যাচঞা করতে এসেছেন?'

আয়ুষ্মান উপবান ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, জগতে অর্হৎ সুগত মুনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যদি গরম জল থাকে তাহলে মুনির জন্য দান করুন।'

'তিনি পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজিত, সৎকারীদের সৎকারপ্রাপ্ত এবং সম্মান প্রদর্শনকারীদের সম্মানিত। তদ্ধেতু আমি তাঁর জন্য গরম জল নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।'

অতঃপর দেবহিত ব্রাহ্মণ গরম জলের ভার লোক দ্বারা ধরিয়ে দিয়ে

১। পেটের মধ্যে সঞ্চিত বাতাসজনিত রোগ। (অর্থকথা)

একটি গুড়ের থলি আয়ুষ্মান উপবানকে প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান উপবান ভগবানের নিকট এসে তাঁকে গরম জলে স্নান করালেন এবং গুড় গরম জলে মিশিয়ে ভগবানকে দিলেন। অনন্তর ভগবানের রোগ উপশমিত হলো।

অতঃপর দেবহিত ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে স্থিত হয়ে দেবহিত ব্রাহ্মণ ভগবানকে গাথায় বললেন :

'ভন্তে, দানীয় বস্তু কোথায় দান দেওয়া উচিত? কোথায় দান দিলে মহাফল হয়? কোন কারণে দানযজ্ঞ সম্পাদনকারীর প্রদত্ত দান সুফল লাভ হয়?'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'যে পূর্বনিবাস জ্ঞানে (জাতিস্মর জ্ঞানে) অভিজ্ঞ, দিব্যদৃষ্টিতে স্বর্গ-নরক দর্শন করে, জন্মক্ষয়প্রাপ্ত (অর্হত্ত্বলাভী) এবং অভিজ্ঞা লাভে সুনিপুণ মুনি। তাঁকেই দানীয় বস্তু দান দেওয়া উচিত। এখানে দান দিলে মহাফল হয়। এরূপে দানযজ্ঞ সম্পাদনকারীর প্রদত্ত দান এমনই সুফল লাভ হয়।'

এরূপ উক্ত হলে দেবহিত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৪. মহাশাল সুত্র

২০০. শ্রাবস্তী নিদান। তখন জনৈক মহাশাল ব্রাহ্মণ রুক্ষ চেহারায়, নিকৃষ্ট বেশে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই মহাশাল ব্রাহ্মণকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, কেন তুমি এই রুক্ষ চেহারায়, নিকৃষ্ট বেশ ধরেছ?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে গৌতম, আমার চার পুত্র রয়েছে। তারা তাদের পত্নীদের সাথে পরামর্শ করে আমাকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দিয়েছে।' ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, তাহলে তুমি এই গাথাগুলো মুখস্থ করে মহাজনতার সমাবেশে পুত্ররা একত্রিত হলে তাদের উদ্দেশ্যে বলবে :

'যাদের জন্মের ফলে আনন্দিত হয়েছিলাম এবং যাদের জন্য শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেছিলাম, তারা আজ পত্নীদের সাথে পরামর্শ করে কুকুর

যেমন শুকরকে তাড়িয়ে দেয়, তেমনি তারাও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’[১]

“অসৎ ও হীনপুত্ররূপী রাক্ষসগণ (আগে আমাকে) ‘বাবা বাবা’ বলে ডাকতো, এখন বয়োবৃদ্ধকালে তারা আমাকে পরিত্যাগ করছে।”

‘জীর্ণ (বৃদ্ধ), পরিত্যক্ত অশ্বকে যেমন খাদ্য হতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি মূর্খদের বৃদ্ধপিতা (আহার হতে বঞ্চিত হয়ে) অপরের গৃহে ভিক্ষা করছে।’

‘যেহেতু আমার পুত্রগণ অবাধ্য, সেহেতু লাঠিই আমার শ্রেয়; এই লাঠি চণ্ড গরুকে ও চণ্ড কুকুরকে তাড়িয়ে দেয়, অন্ধকারে পুরোভাগে থাকে এবং গভীর জলে ঠাই খোঁজে। পা পিছলে পড়ে গেলেও লাঠির প্রভাবে পুনরায় দাঁড়ায়।’

অনন্তর সেই মহাশাল ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট এই গাথাগুলো মুখস্থ করে মহাজনতার সমাবেশে পুত্রগণ উপস্থিত হলে তাদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গাথাগুলো বললেন :

‘যাদের জন্মের ফলে আনন্দিত হয়েছিলাম এবং যাদের জন্য শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেছিলাম, তারা আজ পত্নীদের সাথে পরামর্শ করে কুকুর যেমন শুকরকে তাড়িয়ে দেয়, তেমনি তারাও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’

“অসৎ ও হীনপুত্ররূপী রাক্ষসগণ (আগে আমাকে) ‘বাবা বাবা’ বলে ডাকতো, এখন বয়োবৃদ্ধকালে তারা আমাকে পরিত্যাগ করছে।”

‘জীর্ণ (বৃদ্ধ), পরিত্যক্ত অশ্বকে যেমন খাদ্য হতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি মূর্খদের বৃদ্ধপিতা (আহার হতে বঞ্চিত হয়ে) অপরের গৃহে ভিক্ষা করছে।’

‘যেহেতু আমার পুত্রগণ অবাধ্য, সেহেতু লাঠিই আমার শ্রেয়; এই লাঠি চণ্ড গরুকে ও চণ্ড কুকুরকে তাড়িয়ে দেয়, অন্ধকারে পুরোভাগে থাকে এবং গভীর জলে ঠাই খোঁজে। পা পিছলে পড়ে গেলেও লাঠির প্রভাবে পুনরায় দাঁড়ায়।’

অতঃপর সেই মহাশাল ব্রাহ্মণকে পুত্রগণ ঘরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে প্রত্যেকে তাকে নতুন বস্ত্রযুগল পড়িয়ে দিলেন। একদিন সেই মহাশাল ব্রাহ্মণ একজোড়া নতুন বস্ত্র হাতে করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন।

---

[১]। কুকুরেরা যেমন দলবদ্ধ হয়ে ঘেউ ঘেউ শব্দ করতে করতে শুকরকে তাড়িয়ে দেয়, বারবার মহাশব্দে শোরগোল করে; ঠিক এভাবেই তাদের স্ত্রীদের সাথে আমাকে অনেক বকাঝকা করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। (অর্থকথা)

উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহাশাল ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'হে প্রভু গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণেরা আচার্যের জন্য আচার্যধন অনুসন্ধান করি। আপনি আমার আচার্যধন গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণকে অনুকম্পা করে ভগবান তা গ্রহণ করলেন। তখন মহাশাল ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৫. মানোদ্যত সূত্র

২০১. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময়ে মানোদ্যত নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেন। তিনি মাতাকে অভিবাদন করতেন না, পিতাকে অভিবাদন করতেন না, আচার্যকে অভিবাদন করতেন না এবং বড় ভাইকে অভিবাদন করতেন না। একসময় ভগবান মহাজনপরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করছিলেন। অনন্তর সেই মানোদ্যত ব্রাহ্মণের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হলো—'এই শ্রামণ গৌতম মহাজনপরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করছেন। এখনি আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হবো। শ্রমণ গৌতম যদি আমার সাথে বাক্যালাপ করেন, তাহলে আমিও আলাপ করবো; আর যদি শ্রমণ গৌতম আমার সাথে বাক্যালাপ না করেন, আমিও আলাপ করব না।' অতঃপর মানোদ্যত ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে নীরবে একপাশে দাঁড়ালেন। ভগবান তার সাথে আলাপ করলেন না। তখন মানোদ্যত ব্রাহ্মণ ভাবলেন, 'এই শ্রমণ গৌতম কিছুই জানেন না' এই ভেবে তিনি প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হলেন। অনন্তর ভগবান মানোদ্যত ব্রাহ্মণের মনের চিন্তা জ্ঞাত হয়ে তাকে গাথায় ভাষণ করলেন :

'হে ব্রাহ্মণ, এ জগতে আকাঙ্ক্ষাকারীর মান (অহংকার করা) ভালো নয়। তুমি যে কারণে এসেছ, তা সমাধান করা উচিত।'

অনন্তর মানোদ্যত ব্রাহ্মণ ভাবলেন, 'শ্রমণ গৌতম, আমার চিত্ত জ্ঞাত হয়েছেন।' তাই তিনি ভগবানের পাদমূলে মস্তক অবনত করে মুখ দিয়ে ভগবানের পাদদ্বয় চুম্বন করতে লাগলেন, আর হাত বুলায়ে দিতে দিতে নিজের নাম বলতে লাগলেন, 'প্রভু গৌতম, আমি মানোদ্যত, আমি মানোদ্যত।' তখন জনপরিষদ আশ্চর্যন্বিত হয়ে বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! এই মানোদ্যত ব্রাহ্মণ মাতাকে অভিবাদন করেন না, পিতাকে

অভিবাদন করেন না, আচার্যকে অভিবাদন করেন না এবং বড় ভাইকে অভিবাদন করেন না; অথচ শ্রমণ গৌতমের প্রতি এমন অনুনয়, বিনয় দেখাচ্ছেন।' অতঃপর ভগবান মানোদ্যত ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এখন উঠো, উঠে স্বীয় আসনে বসো। যেহেতু আমার প্রতি তোমার চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে।' তখন মানোদ্যত ব্রাহ্মণ স্বীয় আসনে উপবেশন করে ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করলেন :

'কাদের প্রতি অহংকার করা উচিত নয়? কাদের প্রতি সম্মান করা উচিত? কারা সম্মানিত এবং কারা উত্তমরূপে পূজিত হন?'

ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, মাতাপিতা, বড় ভাই এবং আচার্য; এই চার জনের প্রতি অহংকার করবে না। তাদেরকে গৌরব করবে। তারাই সম্মানিত এবং তারাই উত্তমরূপে পূজিত হয়।'

'পরম শান্তভাবপ্রাপ্ত, কৃতকৃত্য (কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত), অনাসব অর্হৎগণের প্রতি অহংকার পরিহারপূর্বক বিনীত হবে এবং সেই অনুত্তর আর্যপুরুষদের বন্দনা করবে।'

এরূপ উক্ত হলে মানোদ্যত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৬. বিরোধী সূত্র

২০২. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় পচ্চনীকসাত[১] নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেন। (একদিন) তার মনে এরূপ উৎপন্ন হলো—'এখন আমি শ্রমণ গৌতমের কাছে উপস্থিত হবো। শ্রমণ গৌতম যা বলবে তার বিপরীত বলবো।' তখন ভগবান উন্মুক্ত স্থানে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। পচ্চনিকসাত ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে চঙ্ক্রমণরত ভগবানকে এরূপ বললেন, 'হে শ্রমণ, ধর্মদেশনা করুন।'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'উপক্লিষ্ট চিত্তে (কলুষিত মনে), ক্রোধবহুল হয়ে পচ্চনীকসাত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুভাষিত ধর্মদেশনা সুবিজ্ঞেয় হবে না।'

'যে ক্রোধ (প্রচণ্ডতা) ও চিত্তের অপ্রসন্নতা বিদূরিত করে এবং হিংসাভাব পরিত্যাগ করে, সে সচ্চরিত্র ব্যক্তিই সুভাষিত ধর্মদেশনা বুঝতে সক্ষম হয়।'

এরূপ উক্ত হলে পচ্চনিকসাত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু

---

[১]। 'সবই সাদা' বললে 'সবই কালো' ইত্যাদি (বিপরীত) ধারায় বিরোধকারীর মনোজ্ঞ সুখ হয়, এই অর্থে *পচ্চনীকসাত*। (অর্থকথা)

গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৭. নবকর্মীক সূত্র

২০৩. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে অন্য একটি বনে অবস্থান করছেন। তখন নবকর্মীক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ সেই বনে কিছু লোক দিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি কোনো এক শালবৃক্ষমূলে পদ্মাসনে ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তার মনে এই চিন্তা উদয় হলো—'আমি এই বনে লোক দ্বারা কাজ করাতে করাতে আনন্দ পাচ্ছি, আর এই শ্রমণ গৌতম কী করাতে করাতে রমিত হচ্ছেন?' অতঃপর নবকর্মীক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট গিয়ে ভগবানকে গাথায় বললেন :

'হে ভিক্ষু, শালবনে আপনার কী কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে, যেহেতু আপনি একাকী অরণ্যে আনন্দ উপভোগ করছেন?'

(বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বললেন) 'বনে আমার কোনো করণীয় নেই, আমার বনপ্রদর্শনী (ক্লেশবন) মূলোচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই আমি অনাসক্ত ও শল্যহীন হয়ে অরতি (নিরানন্দ) পরিত্যাগ করে একাকী বনে আনন্দানুভব করছি।'

এরূপ উক্ত হলে নবকর্মীক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৮. কাঠ আহরণকারী সূত্র

২০৪. একসময় ভগবান কোশলরাজ্যে অন্য একটি বনে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের বহু তরুণ শিষ্য কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই বনে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই বনে পদ্মাসনে ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে তারা ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের নিকট ফিরে গিয়ে এরূপ বললেন, 'দেব, আপনি হয়তো জানেন! অমুক বনে শ্রমণ পদ্মাসনে ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট আছেন।' অতঃপর ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ তার তরুণ শিষ্যদের সাথে সেই বনে উপনীত হলেন। তিনিও পদ্মাসনে ঋজুদেহে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পেলেন। দেখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে গাথায় বললেন :

'হে ভিক্ষু, এই জনশূন্য অরণ্যে একাকী প্রবেশ করে ভীতিবহুল বনে

গম্ভীর স্বভাবে, সুন্দর, সুস্থির ও অচঞ্চল দেহে অতি সুন্দরভাবে ধ্যান করছেন।'

'যেখানে গীত নেই, বাদ্য-বাজনা নেই, সেখানে মুনি একাকী অরণ্যে বনাশ্রিত। আমার এটি অদ্ভুত মনে হচ্ছে যে, আপনি প্রফুল্লমনে একাকী বনে অবস্থান করছেন।'

'আমি মনে করি, লোকাধিপতি সাহচর্য[১] করে অনুত্তর ত্রিদিব[২] প্রত্যাশা করা যায়। প্রভু, কেন আপনি একাকী জনহীন অরণ্যে আশ্রিত আছেন? এখানে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করছেন কী?'

(ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন) 'বহু ধাতুগুলোতে (বহু স্বভাবসম্পন্ন আলম্বনগুলোতে) আকাঙ্ক্ষা (তৃষ্ণা), অভিনন্দন (অভিনন্দনবশে তৃষ্ণা), সর্বদা নিবিষ্ট নানা প্রকার তৃষ্ণা (বা অবশিষ্ট ক্লেশ), সবকিছুই অজ্ঞতাপ্রসূত স্পৃহা। সেসব আমার সমূলে বিনষ্ট হয়েছে।'

'তদ্ধেতু আমি আকাঙ্ক্ষাহীন, আসক্তিহীন, অনাসক্ত এবং সব বিষয়ে বিশুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন। হে ব্রাহ্মণ, আমি অনুত্তর শ্রেষ্ঠ সম্বোধিজ্ঞান (অর্হত্ত্ব) লাভ করে নির্জনে, নির্ভয়ে ধ্যানরত আছি।'

এরূপ উক্ত হলে ভারদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

৯. মাতৃপোষক সূত্র

২০৫. শ্রাবস্তী নিদান। তখন জনৈক মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, আমি ধর্মতভাবে (ন্যায়ত) আহার খুঁজি এবং ধর্মতভাবে আহার খুঁজে মাতাপিতাকে ভরণ-পোষণ করি। প্রভু গৌতম, এরূপ কাজ করে আমি কর্তব্য সম্পাদনকারী হই কি?'

(ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন) 'হে ব্রাহ্মণ, এরূপ কাজ করে তুমি একান্তই কর্তব্য সম্পাদনকারী। ব্রাহ্মণ, যে ধর্মতভাবে আহার খোঁজে এবং ধর্মতভাবে আহার খোঁজ করে মাতাপিতার ভরণ-পোষণ করে, সে-ই বহুপুণ্য সঞ্চয় করে

---

[১]। লোকাধিপতি মহাব্রহ্মার সঙ্গ। (অর্থকথা)

[২]। ব্রহ্মলোক। (অর্থকথা)

থাকে।’

(ভগবান আরও গাথায় বললেন) ‘যে ব্যক্তি ধর্মতভাবে মাতাপিতাকে ভরণ-পোষণ করে, সেই মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য ইহলোকে পণ্ডিতগণ তাকে প্রশংসা করে এবং পরজন্মে সে স্বর্গে আনন্দিত হয়।’

এরূপ উক্ত হলে মাতৃপোষক ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।’

১০. ভিক্ষাজীবী সূত্র

২০৬. শ্রাবস্তী নিদান। তখন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘প্রভু গৌতম, আমিও ভিক্ষাজীবী, আপনিও ভিক্ষাজীবী; এখানে আমাদের দুইজনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?’

(ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন) ‘শুধু অপরের নিকট ভিক্ষা করলেই যেমনি ভিক্ষাজীবী হওয়া যায় না, তেমনি হীন পাপধর্ম সম্পাদন করেও ভিক্ষু হওয়া যায় না।’

‘যে পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করে সংযতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে এই জগতে জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে বিচরণ করে, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ভিক্ষু।’

এরূপ উক্ত হলে ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।’

১১. সঙ্গারব সূত্র

২০৭. শ্রাবস্তী নিদান। সে-সময় সঙ্গারব নামক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন জল-শুদ্ধিক, জল-স্নানে পরিশুদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস করতেন। তদ্ধেতু সকাল-সন্ধ্যায় অতি আগ্রহের সাথে জলে নেমে স্নান করে করে অবস্থান করতেন। অনন্তর একদিন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলেন। তথায় পিণ্ডচারণের পর আহারকৃত্য শেষে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে

বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, এই শ্রাবস্তীতে সঙ্গারব নামক এক ব্রাহ্মণ অবস্থান করেন, তিনি জল-শুদ্ধিক, জল-স্নানে পরিশুদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস করেন। তদ্ধেতু সকাল-সন্ধ্যায় অতি আগ্রহের সাথে জলে নেমে স্নান করে করে অবস্থান করেন। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুগ্রহপূর্বক সেই সঙ্গারব ব্রহ্মণের গৃহে উপস্থিত হন।' ভগবান নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে সেই সঙ্গারব ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত (পেতে রাখা) আসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট এসে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সঙ্গারব ব্রাহ্মণকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এই কথা কী সত্যি যে, তুমি নাকি জল-শুদ্ধিক, জল-স্নানে পরিশুদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস কর, তদ্ধেতু সকাল-সন্ধ্যায় অতি আগ্রহের সাথে জলে নেমে স্নান করে করে অবস্থান কর?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু গৌতম।' ভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, কী অর্থবশে (বা লাভের উদ্দেশ্য) তুমি জল-শুদ্ধিক, জল-স্নানে পরিশুদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস কর, তদ্ধেতু সকাল-সন্ধ্যায় অতি আগ্রহের সাথে জলে নেমে স্নান করে করে অবস্থান কর?' ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, এখানে দিনে আমার যে পাপকর্ম সম্পাদিত হয়, তা সন্ধ্যায় স্নান করার মাধ্যমে অপসারণ করি; আর রাত্রে যে পাপকর্ম সম্পাদিত হয়, তা সকালে স্নান করার মাধ্যমে অপসারণ করি। প্রভু গৌতম, আমি এই অর্থবশে (বা এই উদ্দেশ্যে) জল-শুদ্ধিক, জল-স্নানে পরিশুদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস করি, তদ্ধেতু সকাল-সন্ধ্যায় অতি আগ্রহের সাথে জলে নেমে স্নান করে করে অবস্থান করি।'

(ভগবান ব্রাহ্মণকে গাথায় বললেন) 'ধর্ম হচ্ছে সৎপুরুষের প্রশংসিত অনাবিল হ্রদ, শীল তার তীর্থঘাট; যেখানে বেদজ্ঞ ঋষিগণ স্নাত হয়ে অসিক্ত দেহে নির্বাণের পাড়ে গমন করে।'

এরূপ উক্ত হলে সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'হে প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর... প্রভু গৌতম, আজ হতে আমাকে ভগবান গৌতম, তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

১২. খোমদুস্‌স সূত্র

২০৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে খোমদুস্‌স

নামক শাক্যদের নিগমে (ছোটো শহর) অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্র চীবর নিয়ে পিণ্ডচারনের জন্য খোমদুস্‌স নিগমে প্রবেশ করলেন। সে-সময়ে খোমদুস্‌সবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ কোনো এক করণীয় উপলক্ষে সভায় একত্রিত হয়েছিলেন। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। এমতাবস্থায় ভগবান সেই সভায় উপস্থিত হলেন। তখন খোমদুস্‌সবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ ভগবানকে দূর হতে আসতে দেখে বললেন, 'এই মুণ্ডক শ্রমণরা কারা, কারা এই সভাধর্ম সম্বন্ধে জানবেন?'[১] অতঃপর ভগবান খোমদুস্‌সবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে গাথায় ভাষণ করলেন :

'যেখানে পণ্ডিত (সৎপুরুষ) নেই, তা সভা নয়; যারা ধর্মকথা আলাপ করে না, তারা পণ্ডিত নয়। রাগ, দ্বেষ ও মোহ পরিত্যাগ করে ধর্মভাষীগণ পণ্ডিত হয়।'

এরূপ উক্ত হলে খোমদুস্‌সবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! গৌতম, যেমন (কোনো ব্যক্তি) অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে অথবা আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ জ্ঞাত করায় অথবা চক্ষুষ্মানেরা আলো দেখবে বলে অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে; ঠিক তেমনি ভগবান কর্তৃক নানা পর্যায়ে সদ্ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভন্তে, আমরা ভগবান গৌতম এবং তাঁর ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরনাপন্ন হলাম। আজ হতে আমাদেরকে ত্রিশরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।'

উপাসক বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

কৃষি, উদয়, দেবহিত, জনৈক মহাশাল,
মানোদ্যত, পচ্চনীক, নবকর্মীক, কাঠ আহরণকারী;
মাতৃপোষক, ভিক্ষাজীবী, সঙ্গারব, খোমদুস্‌স মিলে দ্বাদশ।

ব্রাহ্মণ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

---

[১]। সুখে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের বসা থেকে যাতে উঠতে না হয় সেজন্য একপাশ দিয়ে প্রবেশ করা নাকি তাদের সভাধর্ম। জনসাধারণকে উঠিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে প্রবেশ করতে নেই। ভগবান সোজা হয়ে সভার দিকে আসছিলেন, তাই তারা কুপিত হয়ে এই কথাটি বলেছিলেন। (অর্থকথা)

৮. বঙ্গীস-সংযুক্ত

১. নিষ্ক্রান্ত সূত্র

২০৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান বঙ্গীস আলবিতে অগ্‌গালব চৈত্যে তাঁর উপাধ্যায় নিগ্রোধকপ্পের সাথে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস ছিলেন অচির প্রব্রজিত, নবীন, বিহার রক্ষাকারী হিসেবে অবস্থানকারী। অতঃপর একদিন সেখানে মনোজ্ঞ বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপস্থিত হলেন বিহার পরিদর্শনের জন্য। তাদেরকে দেখে আয়ুষ্মান বঙ্গীসের অনভিরতি (নিরানন্দ) উৎপন্ন হলো, কামনা তাঁর চিত্তকে অভিভূত করল। তখন তাঁর এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'আমার যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়েছে, যে কামনা আমার চিত্তকে অভিভূত করেছে, তা আমার জন্য অবশ্যই অহিতকর, হিতকর নয়, দুর্লাভ, সুলাভ নয়। আমার এই অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করাবে এমন কাউকে লাভ করব, তার সুযোগ কোথায়? সুতরাং আমি নিজেই নিজের অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করার চেষ্টা করব।' অতঃপর তিনি নিজেই নিজের অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করার জন্য এই গাথাগুলো বললেন :

'গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রব্রজ্যায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও এই ধৃষ্ট কালো কুচিন্তাগুলো আমাকে অনুধাবন করছে।'

'উচ্চবংশজাত, মহাধনুধর, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুদৃঢ়, নির্ভিক যোদ্ধাকে চারদিক থেকে সহস্র জনে ঘিরে ফেললেও (বীর ব্যক্তির) হৃদয় কম্পিত হয় না। তেমনি এর চেয়ে বেশি সংখ্যক রমণী আসলেও আমাকে ব্যথিত করতে পারবে না। কারণ আমি ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের সাক্ষাতে আমি নির্বাণগামী মার্গ সম্পর্কে উপদেশ শুনেছি; তাতে আমার মন অভিরমিত। এরূপে অবস্থান করা সত্ত্বেও হে পাপমতী মার, যদি আমার কাছে আস, তাহলে আমার পথও যেন তুমি দেখতে না পাও, আমি তা-ই করব।'

২. অরতি সূত্র

২১০. একসময় আয়ুষ্মান বঙ্গীস আলবিতে অগ্‌গালব চৈত্যে তাঁর উপাধ্যায় নিগ্রোধকপ্পের সাথে অবস্থান করছেন। নিগ্রোধকপ্প পূর্বাহ্নে আহারের পর কক্ষে প্রবেশ করে বের হতেন সন্ধ্যায় অথবা তার পরের দিন। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীসের অনভিরতি উৎপন্ন হলো। কামনা তাঁর চিত্তকে

অভিভূত করল। অতঃপর তাঁর এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'আমার যে অনভিরতি উৎপন্ন হয়েছে, যে কামনা আমার চিত্তকে অভিভূত করেছে, তা আমার জন্য অবশ্যই অহিতকর, হিতকর নয়, দুর্লাভ, সুলাভ নয়। আমার এই অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করাবে এমন কাউকে লাভ করব, তার সুযোগ কোথায়? সুতরাং আমি নিজেই নিজের অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করার চেষ্টা করব।' অতঃপর তিনি নিজেই নিজের অনভিরতি দূর করে অভিরতি উৎপন্ন করার জন্য এই গাথাগুলো বললেন :

'অরতি বা ধর্মানুরাগহীনতা, রতি বা কামানুরাগ এবং সব বৈষয়িক চিন্তা পরিত্যাগ কর। রাগ-দ্বেষাদিতে কোনোভাবেই আসক্ত হয়ো না। তিনিই ভিক্ষু, যিনি ক্লেশহীন, অনাসক্ত।'

'এই পৃথিবীতে, আকাশে যে সমস্ত রূপ এবং জাগতিক বস্তু বিদ্যমান, তা সবই অনিত্য, পরিজীর্ণ হয়। সাধারণ জনেরা উপধিগুলোতে, দৃষ্টে, শ্রুতে, গন্ধে, রসে, স্পর্শে আসক্ত হয়। যিনি এসব পরিত্যাগ করে তৃষ্ণাহীন হন, এবং এসবে লিপ্ত হন না , তাকেই মুনি বলা হয়।'

'রূপাদি ছয় আলম্বন নিশ্রিত বিবিধ অধর্ম চিন্তায় সাধারণ জনগণ নিবিষ্ট বা মগ্ন। যিনি কোথাও আসক্ত এবং দুর্ভাষী নন, তিনিই ভিক্ষু।'

'প্রাজ্ঞ, চিরসমাহিত, অকুহক, বিজ্ঞ, অনাসক্ত মুনি শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করেছেন এবং স্কন্ধ পরিনির্বাণের কাল প্রতীক্ষা করছেন।'

৩. প্রিয়শীল সূত্র

২১১. একসময় আয়ুষ্মান বঙ্গীস আলবিতে অগ্‌গালব চৈত্যে (তাঁর) উপাধ্যায় আয়ুষ্মান নিগ্রোধকপ্পের সাথে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস নিজের প্রতিভার নিমিত্তে অন্য প্রিয়শীল ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করতেন। অনন্তর তাঁর মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো—'আমি নিজের প্রতিভার নিমিত্তে যে অন্য প্রিয়শীল ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করি, তা অবশ্যই আমার পক্ষে অহিতকর, হিতকর নয়, দুর্লাভ, সুলাভ নয়।' অতঃপর তিনি নিজেই নিজের অন্তরে অনুশোচনা উৎপন্ন করে সে মুহূর্তে এই গাথাগুলো বললেন :

'হে গৌতমশিষ্য, মান পরিত্যাগ করো, মানপথ বা মান সম্পর্কিত বিষয় পরিত্যাগ করো, মানপথে মগ্ন ব্যক্তি চিরকাল অশেষ অনুতপ্ত হয়।'

'ম্রক্ষে লিপ্ত মানহত জনেরা নিরয়ে পতিত হয়। মানহত নিরয়োৎপন্ন জনেরা চিরকাল অনুতপ্ত হয়।'

'মার্গজিন, সম্যক প্রতিপন্ন ভিক্ষু কখনো অনুশোচনা করেন না, এবং

কীর্তি ও সুখ অনুভব করেন। সেই একাগ্রচিত্তসম্পন্ন জনকেই ধর্মদর্শী বলা হয়।'

'তাই চিত্তখিলহীন, বীর্যবান ভিক্ষু পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করে বিশুদ্ধ হন। অবশেষে মান ত্যাগ করে বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা (দুঃখের) অন্তকারী হয়ে শান্ত হন।'

৪. আনন্দ সূত্র

২১২. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্নে চীবর পরিধান করে, পাত্র-চীবর গ্রহণ করে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করলেন পেছনে আয়ুষ্মান বঙ্গীসকে সাথে নিয়ে। অনন্তর সে-সময়ে আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে অনভিরতি উৎপন্ন হলো। কামনা তাঁর মনকে অভিভূত করল। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে গাথায় বললেন :

'হে গৌতমশিষ্য, আমি কামরাগে দগ্ধ হচ্ছি, আমার চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে, অনুকম্পা করে তা নিভানোর উত্তম উপায় বলুন।'

'(অশুচি দেহের প্রতি) ধারণার বিপর্যয়ে বা সঠিক ধারণার অভাবে তোমার চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে। কামরাগযুক্ত শুভনিমিত্ত পরিত্যাগ কর।'

'সংস্কারকে নিজের বলে দেখো না, এটি দুঃখ ও পর বলে দর্শন করো, মহারাগ নির্বাপন কর, বারবার দগ্ধ হয়ো না।'

'অশুভ চিন্তায় চিত্তকে ভাবিত কর, একাগ্র কর, সমাহিত কর। কায়গতাস্মৃতি তোমার মাঝে বিরাজ করুক, বৈরাগ্যবহুল হও।'

'অনিমিত্ত ভাবনা কর, মানানুশয় উৎপাটন কর তখনই তুমি মান জয় করে উপশান্ত হয়ে বিচরণ করবে।'

৫. সুভাষিত সূত্র

২১৩. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণও ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, চার অঙ্গে সমন্বিত বাক্য সুভাষিত হয়, দুর্ভাষিত নয়; অনবদ্য এবং বিজ্ঞগণের প্রশংসিত হয়। কোন চারটি অঙ্গে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সুবাক্যই ভাষণ করে, দুর্বাক্য নয়; ধর্মই ভাষণ করে অধর্ম নয়; প্রিয়বাক্যই বলে, অপ্রিয়বাক্য নয়; সত্যই বলে মিথ্যা নয়। এই চার

অঙ্গে সমন্বিত বাক্যই সুভাষিত হয়, দুর্ভাষিত নয়; অনবদ্য ও বিজ্ঞগণের প্রশংসিত হয়।' ভগবান এরূপ বললেন, এরূপ বলে সুগত শাস্তা আবার (গাথায়) বললেন :

'ধার্মিক ব্যক্তিগণ সুভাষিতকেই উত্তম বাক্য বলে থাকেন। দ্বিতীয়ত ধর্মকথাই বলা উচিত, অধর্মকথা নয়। তৃতীয়ত প্রিয়বাক্যই বলা উচিত অপ্রিয় নয়। চতুর্থত সত্যই বলা উচিত, অসত্য নয়।'

অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠে উত্তরীয় একাংশ করে ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন, 'হে ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে; হে সুগত, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'তোমার প্রতিভাত হোক বঙ্গীস।' তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানের সামনেই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে ভগবানকে প্রশংসা করলেন :

'সেই বাক্যই বলা উচিত, যা নিজেকে অনুতপ্ত করে না, অপরকে কষ্ট দেয় না। সেই বাক্যই সুভাষিত।'

'যে বাক্য নন্দিত, পাপ আনয়ন করে না এবং অপরের নিকট প্রিয়ভাবে বলা হয়, সেই প্রিয়বাক্যই বলা উচিত।'

'সত্য অবশ্যই অমৃত বচন, এটি চিরন্তন ধর্ম। সাধুগণ সত্য, অর্থ এবং ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়।'

'বুদ্ধ যে ক্ষেম বা মঙ্গল বাক্য নির্বাণপ্রাপ্তির জন্য দুঃখের অন্তসাধনের জন্য বলে থাকেন, তা অবশ্যই সর্বোত্তম বাক্য।'

৬. সারিপুত্র সূত্র

২১৪. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে মধুর বচনে, স্পষ্ট স্বরে অর্থব্যঞ্জক ধর্মকথায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, প্রণোদিত করছিলেন, উৎসাহিত করছিলেন, আনন্দিত করছিলেন। সে ভিক্ষুগণও মনোযোগসহকারে, তন্ময় হয়ে, একাগ্রচিত্তে, উৎকর্ণ হয়ে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে এই ভাবনার উদয় হলো—'এই আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদেরকে মধুর বচনে, স্পষ্ট স্বরে অর্থব্যঞ্জক ধর্মকথায় উপদেশ দিচ্ছেন, প্রণোদিত করছেন, উৎসাহিত করছেন, আনন্দিত করছেন। ভিক্ষুগণও মনোযোগসহকারে, তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করছেন। আমি অবশ্যই আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে সামনাসামনিই প্রশংসা করব।'

তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ

করে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে করজোড়ে প্রণাম করে এরূপ বললেন, 'আবুসো সারিপুত্র, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' 'আবুসো বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সামনাসামনিই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করতে লাগলেন :

'গম্ভীর প্রাজ্ঞ, মেধাবী, মার্গামার্গবিদ, মহাপ্রাজ্ঞ সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে ধর্মদেশনা প্রদান করছেন।'

'তিনি সংক্ষিপ্তভাবেও দেশনা করেন, বিস্তারিতভাবেও দেশনা করেন। তাঁর কণ্ঠধ্বনি শালিকের (কুজনের) মতো (মধুর)। (তাতে) প্রতিভা প্রকাশ পায়।'

'মনোজ্ঞ, সুমধুর, সুন্দর স্বরে দেশনা করার সময় তাঁর মধুর বচন ভিক্ষুগণ একাগ্রচিত্তে আনন্দিত মনে উৎকর্ণ হয়ে (কান খাড়া করে) শুনছেন।'

৭. প্রবারণা সূত্র

২১৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা নির্মিত প্রাসাদে পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষুর সাথে অবস্থান করছেন। সেসময় ভগবান পঞ্চদশীর উপোসথ দিনে প্রবারণায় ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ভগবান মৌনরত ভিক্ষুসংঘের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে প্রবারণা (অপরাধ প্রদর্শন) করছি। তোমরা আমার কায়িকভাবে বা বাচনিকভাবে কোনো প্রকার অহিত বিষয়ে তোমরা নিন্দা কর না কেন?'

ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করে বললেন, 'ভন্তে, আমরা ভগবানের কায়িক-বাচনিক কিছুই নিন্দনীয় দেখছি না। ভন্তে, আপনি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপন্নদাতা, অজাত মার্গের জন্মদাতা, অপ্রকাশিত মার্গের প্রকাশক, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গজ্ঞানী, আপনার শ্রাবকসংঘ মার্গানুগামী হয়ে আপনাকেই অনুসরণ করছেন। ভন্তে, আমিই ভগবানকে প্রবারণা (অপরাধ প্রদর্শন) করছি। আপনি আমার কায়িক-বাচনিক কোনো প্রকার গর্হিত বিষয়ে আপনি নিন্দা করেন না তো?'

'হে সারিপুত্র, তোমার কায়িক বা বাচনিক কিছুই নিন্দনীয় নয়। তুমি পণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, বহলপ্রাজ্ঞ, পরিষ্কার জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষিপ্রপ্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ। সারিপুত্র, রাজচক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র যেমন পিতার প্রবর্তিত চক্র সম্যকভাবে অনুবর্তন করে, ঠিক তেমনি তুমিও আমার দ্বারা প্রবর্তিত অনুত্তর

ধর্মচক্র সঠিকভাবেই অনুপ্রবর্তন কর।'

'ভন্তে, ভগবান আমার কায়িক বা বাচনিক কিছুই নিন্দা করেন না। এই পাঁচশ ভিক্ষুরও কি কায়িক বা বাচনিক কিছুই নিন্দা করেন না?'

'সারিপুত্র, আমি এই পাঁচশ ভিক্ষুরও কায়িক বা বাচনিক কিছুই নিন্দা করি না। এদের মধ্যে ষাটজন ভিক্ষু ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত, ষাটজন ষড়ভিজ্ঞ, ষাটজন উভয় ভাগবিমুক্ত,[১] অন্যরা সবাই প্রজ্ঞাবিমুক্ত।'

তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করে এরূপ বললেন, 'হে ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে; হে সুগত, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'হে বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানের সম্মুখেই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে ভগবানকে এরূপে প্রশংসা করলেন :

'আজ পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে বিশুদ্ধির জন্য সংযোজন বন্ধন ছিন্নকারী, পুনর্জন্ম ক্ষয়কারী, দুঃখহীন পাঁচশ ভিক্ষু এখানে উপস্থিত হয়েছেন।'

'রাজচক্রবর্তী যেমন অমাত্য-পরিবৃত হয়ে সাগরান্ত পৃথিবীর চারিদিক পরিভ্রমণ করেন। ঠিক তেমনি সংগ্রামজয়ী, অনুত্তর সার্থবাহ ভগবানকে মৃত্যুঞ্জয়ী, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন শ্রাবকগণ পরিবেষ্টিত করে আছেন।'

'তারা সবাই ভগবানের পুত্র। এটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। তৃষ্ণাশৈল্য ধ্বংসকারী, আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে আমি বন্দনা করছি।'

৮. সহস্রাধিক সূত্র

২১৬. একমসয় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে মহাভিক্ষুসংঘসহ অবস্থান করছেন। ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল সাড়ে বারো শ। সে-সময়ে ভগবান নির্বাণ সম্পর্কিত ধর্মকথায় ভিক্ষুগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, প্রণোদিত করছিলেন, উৎসাহিত করছিলেন, আনন্দিত করছিলেন। সেই ভিক্ষুগণও মনোযোগসহকারে, তন্ময় হয়ে, একাগ্রচিত্তে, উৎকর্ণ হয়ে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে এই ভাবনার উদয় হলো—'ভগবান ভিক্ষুদেরকে মধুর বচনে, স্পষ্ট স্বরে অর্থব্যঞ্জক ধর্মকথায় উপদেশ দিচ্ছেন, প্রণোদিত করছেন, উৎসাহিত করছেন, আনন্দিত করছেন। ভিক্ষুগণও মনোযোগসহকারে, তন্ময় হয়ে তা শ্রবণ করছেন। আমি অবশ্যই

---

[১]। দুই ভাগ বা দুই দিক হতে বিমুক্ত—অরূপাবচর-সমাপত্তিতে রূপকায় হতে বিমুক্ত এবং অগ্রমার্গে (অর্হত্ত্বমার্গে) নামকায় হতে বিমুক্ত। (অর্থকথা)

ভগবানকে উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে সামনাসামনিই প্রশংসা করব।'

তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করে এরূপ বললেন, 'ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানকে সামনাসামনিই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করতে লাগলেন :

'সহস্রাধিক ভিক্ষু বিরজ, অকুতোভয় নির্বাণ সম্পর্কে ধর্মদেশনারত ভগবানের চারদিকে বসে আছেন এবং সম্যকসম্বুদ্ধ দেশিত বিমল ধর্ম শ্রবণ করছেন। ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে সম্বুদ্ধ একান্তই শোভা পাচ্ছেন।'

'ঋষিগণের মধ্যে সপ্তম ঋষি নাগনামধারী ভগবান মহামেঘরূপে শ্রাবকগণের ওপর অমৃত বর্ষণ করছেন। হে মহাবীর, আপনার শ্রাবক বঙ্গীস শাস্তার দর্শনাভিপ্রায়ে দিবাবিহার থেকে বের হয়ে আপনার পদবন্দনা করছে।'

'হে বঙ্গীস, এই গাথাগুলো কি তোমার পূর্বচিন্তিত, নাকি হঠাৎ তোমার মনে উদয় হয়েছে?' 'না ভন্তে, এই গাথাগুলো আমার পূর্বচিন্তিত নয়, হঠাৎ মনে এসেছে।' 'তাহলে বঙ্গীস, তোমার মনে পূর্বে অচিন্তিত আরও গাথার উদয় হোক।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানকে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ভগবানকে পূর্বে অচিন্তিত গাথার দ্বারা প্রশংসা করতে লাগলেন :

'মারের শত কুপথ ধ্বংস করে খিলগুলো (রাগাদি) উচ্ছেদ করে বিচরণকারী, বন্ধন মোচনকারী, অনাসক্ত, নানাভাবে ধর্ম ব্যাখ্যাকারী ভগবানকে তোমরা দর্শন কর।'

'স্রোত অতিক্রম করার জন্য তিনি নানাভাবে (আর্য অষ্টাঙ্গিক) মার্গ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাত অমৃতমার্গে ধর্মদর্শী শ্রাবকগণ অচঞ্চলভাবে স্থিত।'

'জ্ঞানের আলোদাতা বুদ্ধ ধর্ম উপলব্ধি করে সব স্থিতির অতীত নির্বাণ দর্শন করেছেন। তিনি নির্বাণ জ্ঞাত হয়ে সাক্ষাৎ করে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র দেশনা করেছেন। এরূপ সুদেশিত ধর্মে বিজ্ঞদের প্রমাদ কোথায়? তাই সবার ভগবানের শাসনে অপ্রমত্ত থেকে নমিত হয়ে শিক্ষা করা উচিত।'

৯. কোণ্ডাণ্য সূত্র

২১৭. একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান

করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান অঞ্ঞাসি কোণ্ডাণ্য বহুকাল পরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁর পা-দ্বয়ে মাথা ঠেকিয়ে পা-দ্বয় চুম্বন করলেন ও হাত দিয়ে সংবাহন করতে করতে (বা হাত বুলাতে বুলাতে) এভাবে নিজের নাম শোনালেন, 'ভগবান, আমি কোণ্ডাণ্য, সুগত আমি কোণ্ডাণ্য।'

তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—"এই আয়ুষ্মান অঞ্ঞাসি কোণ্ডাণ্য বহুকাল পরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের পা-দ্বয়ে মাথা ঠেকিয়ে পা-দ্বয় চুম্বন করলেন ও হাত দিয়ে সংবাহন করতে করতে এভাবে নিজের নাম শোনালেন, 'ভগবান, আমি কোণ্ডাণ্য, সুগত, আমি কোণ্ডাণ্য।' আমি অবশ্যই ভগবানের সামনেই তাঁকে উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করব।"

অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করে এরূপ বললেন, 'ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীস অঞ্ঞাসি কোণ্ডাণ্যকে সামনাসামনিই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করতে লাগলেন :

'বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সে স্থবির কোণ্ডাণ্য পরমজ্ঞানী, বিবেকাদি সুখবিহারী হয়ে নিয়ত অবস্থানকারী শাস্তার শাসনে অপ্রমত্তভাবে শিক্ষাকারী শ্রাবকের যা প্রাপ্তব্য, সবই তাঁর প্রাপ্ত হয়েছে। মহানুভব, ত্রিবিদ্যালাভী, চিত্তপর্যায়জ্ঞানে সুদক্ষ বুদ্ধশ্রাবক কোণ্ডাণ্য শাস্তার পদবন্দনা করছেন।'

১০. মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র

২১৮. একসময় ভগবান রাজগৃহে ইসিগিলি পর্বতপাশে কালশিলায় পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষুসহ অবস্থান করছেন। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্বীয় চিত্ত দ্বারা তাঁদের উপধিহীন, বিমুক্তচিত্ত অনুধাবন করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—'ভগবান রাজগৃহে ইসিগিলি পর্বতপাশে কালশিলায় পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষুসহ অবস্থান করছেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদের উপধিহীন বিমুক্তচিত্ত অনুধাবন করছেন স্বীয় চিত্ত দ্বারা। আমি উপযুক্ত গাথা দ্বারা ভগবানের সামনেই তাঁকে প্রশংসা করব।'

অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করে এরূপ বললেন, 'ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে, সুগত আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'হে

বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' অতপর আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানের সামনেই আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করতে লাগলেন :

'পর্বতপাশে উপবিষ্ট দুঃখ-পারগত মুনিকে মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রিবিদ্যাধারী শ্রাবকগণ উপাসনা করছেন। মহাঋদ্ধিসম্পন্ন মৌদ্গাল্লায়ন স্বীয় চিত্ত দ্বারা তাঁদের উপধিহীন বিমুক্ত চিত্ত পর্যবেক্ষণ করছেন। এরূপে সর্বাঙ্গসম্পন্ন দুঃখ-পারগত নানাগুণসম্পন্ন গৌতম মুনিকে তাঁর শিষ্যরা উপাসনা করছেন।'

১১. গর্গরা সূত্র

২১৯. একসময় ভগবান চম্পায় গর্গরা নামক পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছেন পাঁচশ ভিক্ষু, সাতশ উপাসক, সাতশ উপাসিকা এবং বহু হাজার দেবতাসহ। ভগবান বর্ণে, যশে তাদের চেয়ে বহুগুণে দীপ্ত হচ্ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান বঙ্গীসের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—'ভগবান এই চম্পায় গর্গরা নামক পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছেন পাঁচশ ভিক্ষু, সাতশ উপাসক, সাতশ উপাসিকা এবং বহু হাজার দেবতাসহ। ভগবান বর্ণে, যশে তাদের চেয়ে বহুগুণে দীপ্ত হচ্ছেন। আমি ভগবানকে তাঁর সামনেই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করব।'

তারপর আয়ুষ্মান বঙ্গীস আসন হতে উঠলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করে ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভগবান, আমার প্রতিভাত হচ্ছে; সুগত, আমার প্রতিভাত হচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'হে বঙ্গীস, তোমার প্রতিভাত হোক।' অনন্তর আয়ুষ্মান বঙ্গীস ভগবানকে তাঁর সামনেই উপযুক্ত গাথার মাধ্যমে প্রশংসা করতে লাগলেন :

'মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র যেমন দীপ্ত হয, অমল সূর্য যেমন প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণরূপে। তেমনি হে অঙ্গীরস মহামুনি, আপনি যশস্বী হয়ে সর্বলোককে নিষ্প্রভ করে দীপ্ত হচ্ছেন।'

১২. বঙ্গীস সূত্র

২২০. একসময় আয়ুষ্মান বঙ্গীস শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান বঙ্গীস সদ্য অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়ে বিমুক্তিসুখে আনন্দিত হয়ে সেই মুহূর্তে এই গাথাগুলো বললেন :

'আগে গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরে কবিত্বে মত্ত হয়ে ঘুরতাম। একদিন সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করে আমার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।'

'তিনি স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু সম্পর্কে আমাকে ধর্মদেশনা করেছিলেন। তা শুনে আমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হই। যাঁরা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মঙ্গলার্থে বুদ্ধমুনি সম্বোধি লাভ করেছেন।'

'বুদ্ধের সামনে একান্তই এই আমার শুভাগমন হয়েছিল। আমার ত্রিবিদ্যা অনুপ্রাপ্ত, বুদ্ধের শাসনে করণীয় কৃত হয়েছে। পূর্বনিবাস বা জাতিস্মর জ্ঞান আমার অধিগত, দিব্যচক্ষু বিশোধিত, আমি ত্রিবিদ্যাপ্রাপ্ত এবং চিত্তপর্যায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ।'

বঙ্গীস-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

নিষ্ক্রান্ত, অরতি, প্রিয়শীল অবমাননা,
আনন্দ, সুভাষিত, সারিপুত্র, প্রবারণা।
সহস্রাধিক, কোণ্ডাণ্য, মৌদ্গাল্লায়ন সূত্র,
গগ্গরা ও বঙ্গীসে দ্বাদশ সূত্র উক্ত।

৯. বন-সংযুক্ত

১. বিবেক সূত্র

২২১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যে অন্যতর এক বনে বাস করতেন। একদিন সেই ভিক্ষু দিবাবিহারে গিয়ে পাপজনক অকুশল সাংসারিক চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত মঙ্গলেন জন্য, তাঁর সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'বিবেককামী হয়ে বনে প্রবেশ করেছেন, অথচ আপনার মন বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্যক্তির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করুন। তখনই ব্যক্তির প্রতি আপনি বীতরাগী হয়ে সুখী হবেন।'

'(সাধনায়) অনভিরতি ত্যাগ করে স্মৃতিমান হোন। সৎপুরুষগণকে স্মরণ করুন। পাতালরজ নামে কামনার ময়লা অতি দুস্তর। তা যেন আপনাকে দূষিত না করে।'

'ধূলিলিপ্ত পাখী যেমন ডানা নেড়ে ধূলি ঝেড়ে ফেলে, তেমনি বীর্যবান ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে অন্তরের ধূলি ঝেড়ে ফেলে দেয়।'

তারপর সেই ভিক্ষু দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

২. উপস্থান সূত্র

২২২. একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যে এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে সেই ভিক্ষু দিনের বেলায় শুয়ে পড়লেন। তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য, তাঁর সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষু উঠে পড়ুন, শুয়ে আছেন কেন? আপনার শুয়ে থাকার প্রয়োজন আছে কি? ক্লেশাতুর অন্তরে শৈল্যবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগকারীর নিদ্রা কেন?'

'যে শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে আপনি প্রব্রজিত হয়েছেন সে শ্রদ্ধার বৃদ্ধিসাধন করুন। নিদ্রার বশীভূত হবেন না।'

'কামগুলো অনিত্য, অধ্রুব; মূর্খ ব্যক্তি তাতে আসক্ত হয়। আবদ্ধগণের মাঝে মুক্ত ও অনাসক্ত প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করার কী প্রয়োজন?'

'আসক্তি পরিত্যাগে ও অবিদ্যার অতিক্রমে পরম জ্ঞান লাভ হয়। পরম

জ্ঞান প্রাপ্ত প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করার কী প্রয়োজন?'

'বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস করে, আসবাদি ক্ষয় করে যিনি শোকহীন, সন্তাপহীন হয়েছেন; সে প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করার কী প্রয়োজন?'

'আরব্ধবীর্য, উদ্যমশীল, নিত্য দৃঢ়পরাক্রমী নির্বাণাকাঙ্ক্ষী প্রব্রজিতকে অনুতপ্ত করার কী প্রয়োজন?'

৩. কাশ্যপগোত্র সূত্র

২২৩. একসময় আয়ুষ্মান কাশ্যপগোত্র কোশলরাজ্যে এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে তিনি দিবাবিহারে গিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'পাহাড় দুর্গে বিচরণকারী, মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, (ধর্ম) চেতনাশূন্য ব্যক্তিকে অসময়ে উপদেশদানরত ভিক্ষু মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে আমার প্রতিভাত হচ্ছে।'

'সেই (ব্যাধ) শুনছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না; চেয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। মূর্খ ব্যক্তি ধর্ম ব্যাখ্যার আসল অর্থ বুঝতে পারে না।'

'হে কাশ্যপ, যদি দশটি প্রদীপও ধারণ কর, তবুও সে রূপ দেখবে না। কারণ, তার চক্ষু নেই।'

তারপর আয়ুষ্মান কাশ্যপগোত্র সেই দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

৪. বহুসংখ্যক সূত্র

২২৪. একসময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলরাজ্যে অন্যতর এক বনে অবস্থান করছিলেন। সেই ভিক্ষুগণ তিন মাসের বর্ষাবাস যাপন করে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। তখন সেই বনের অধিবাসী এক দেবতা তাঁদের না দেখে বিলাপ করতে করতে এই গাথা বললেন :

'আজ বহু আসন খালি দেখে আমার নিরানন্দভাব উৎপন্ন হচ্ছে। সেই বিচিত্র ধর্মকথিক, বহুশ্রুত গৌতম শ্রাবকগণ কোথায় গেলেন?'

এরূপ বললে অন্য এক দেবতা তাঁকে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'কেউ মগধে, কেউ কোশলে, কেউ বৃজিরাজ্যে গিয়েছেন। ভিক্ষুগণ মৃগের ন্যায় নির্লিপ্ত ও গৃহহীন হয়ে অবস্থান করেন।'

৫. আনন্দ সূত্র

২২৫. একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ কোশলরাজ্যে অন্যতর এক বনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে তিনি (দিন-রাত) বহুক্ষণ গৃহীদের উপদেশ দিতেন। তা দেখে সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'নির্বাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে এই গহীন অরণ্যে বৃক্ষমূলে এসেছেন। হে আনন্দ, ধ্যান করুন, প্রমত্ত হবেন না। গৃহীদের সাথে বিড়বিড় করে কথা বলে আপনার কী লাভ?'

অতপর আয়ুষ্মান আনন্দ দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

৬. অনুরুদ্ধ সূত্র

২২৬. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কোশলরাজ্যে এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তখন তাবতিংস স্বর্গবাসিণী জালিনী নাম্নী জনৈকা দেবী, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের পত্নী আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'আপনি পূর্বজন্মে যে দেবলোকে বাস করেছিলেন, সেই দেবলোকের প্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করুন। তাবতিংসবাসী দেবগণ সর্বকামে সমৃদ্ধ। দেবকন্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে আপনি শোভিত হবেন।'

'দেবকন্যাগণ দুর্গত, স্বকায়ে বা দেহাত্মাবোধে প্রতিষ্ঠিত। যে সত্ত্বগণ দেবকন্যাদের কামনা করেন তারাও দুর্গত।'

'যারা স্বর্গবাসী যশস্বী দেবগণের আবাসভূমি নন্দনকানন দেখেন, তারা সুখ কী তা জানেন না।'

'তুমি মূর্খা, অর্হৎগণের বাক্য যথাযথভাবে বুঝতে পার না। সব সংস্কার অনিত্য, উদয়-ব্যয়ধর্মী, উৎপন্ন হয়ে ধ্বংস হয়। সেসবের উপশমই প্রকৃত সুখ।'

'হে জালিনী, দেবলোকে আমার এখন পুনর্জন্ম হবে না। আমার জন্মসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত, আর পুনর্জন্ম নেই।'

৭. নাগদত্ত সূত্র

২২৭. একসময় আয়ুষ্মান নাগদত্ত কোশলরাজ্যে এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি অতি সকালে গ্রামে প্রবেশ করতেন এবং

বেলা করে ফিরে আসতেন। তাই সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'হে নাগদত্ত, প্রাতে (গ্রামে) প্রবেশ করে বেলা করে ফিরে এসে এখানে অবস্থান করছেন। গৃহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হচ্ছেন। নির্লজ্জ গৃহীকুলে নিবদ্ধ নাগদত্তকে দেখে ভয় হয়। বলবান মৃত্যুরাজ অন্তকের কবলে পড়ো না।'

তারপর আয়ুষ্মান নাগদত্ত দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

৮. কুলঘরণী সূত্র

২২৮. একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যের এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তখন সেই ভিক্ষু কুলগৃহে গিয়ে অধিকক্ষণ অবস্থান করতেন। সে কারণে সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য সেই পরিবারের গৃহিণীর বেশ ধারণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'নদীতীরে, বিশ্রামশালায়, সভায় এবং রাস্তাঘাটে মানুষেরা একত্রিত হয়ে আমাকে এবং তোমাকে নিয়ে আলোচনা করে, তার কারণ কী?'

'বহু সমালোচনা তপস্বীর ক্ষমা করা উচিত, সহ্য করা উচিত। সেজন্য তার নিষ্প্রভ, নিস্তেজ হওয়া অনুচিত। তাতে তিনি ক্লিষ্ট হন না বলে বাতমৃগের ন্যায় যে শব্দ শুনে ভয় পায়, তাকে লঘুচিত্তসম্পন্ন বলা হয়। তার ব্রত সম্পন্ন হয় না।'

৯. বজ্জিপুত্র সূত্র

২২৯. একসময় জনৈক বজ্জিপুত্র ভিক্ষু বৈশালীর এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তখন বৈশালীতে সারা রাত ধরে বজ্জিপুত্ররা উৎসব করছিল। অনন্তর বৈশালীর তূর্যনাদ ও বাদ্যশব্দ শুনে সেই ভিক্ষু বিলাপ করতে করতে সেই মুহূর্তে এই গাথা বললেন :

'আমরা বনে একাকী পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অবস্থান করছি। এরূপ (উৎসবমুখর) রাত্রিতে আমাদের মতো দুর্ভাগা আর কে আছে?'

তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের

জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'আপনি একাকী পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অবস্থান করছেন বটে, কিন্তু নারকীয় সত্ত্বগণ যেমন স্বর্গগামীদের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি বহুজন আপনাকে আকাঙ্ক্ষা করে।'

তারপর সে ভিক্ষু দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

১০. সজ্ঝায় (অধ্যয়ন) সূত্র

২৩০. একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যের এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে তিনি আগে বহুক্ষণ ধরে (ধর্মপদ) আবৃত্তি করতেন। অন্য সময়ে তিনি নির্বিকার, নীরব হয়ে ধ্যানসুখে কাটাতে লাগলেন। তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা সেই ভিক্ষুর ধর্মাবৃত্তি শুনতে না পেয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষু, আপনি ভিক্ষুদের সাথে অবস্থান করে ধর্মপদগুলো অধ্যয়ন করেন না কেন? ধর্মকথা শুনলে প্রসন্নতা লাভ হয় এবং ইহলোকে প্রশংসা পাওয়া যায়।'

"এতদিন বিরাগের সন্ধান পাইনি, তাই ধর্মপদগুলোর প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। কিন্তু এখন বিরাগ প্রত্যক্ষ করার পর (আমার উপলব্ধি হয়) দৃষ্ট, শ্রুত ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু আছে সমস্তই অনিত্য, দুঃখময় এবং 'আমি' 'আমার' বলে গ্রহণীয় নয়। তা জেনে সাধুগণ নিক্ষেপ বা ত্যাগ সম্পর্কে বলেছেন।"

১১. অকুশল-বিতর্ক সূত্র

২৩১. একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যের এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে সেই ভিক্ষু দিবাবিহারে গিয়ে পাপজনক অকুশল চিন্তারত হলেন, যেমন—কামচিন্তা, ব্যাপাদ-চিন্তা, বিহিংসা-চিন্তা। তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনস্কারের কারণে যে চিন্তার মাধ্যমে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। সেই অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করে জ্ঞানত শাস্তা, ধর্ম, সংঘ ও নিজের শীল সম্পর্কে বারবার চিন্তা করুন। নিঃসন্দেহে আনন্দ ও প্রীতি-সুখ লাভ

করবেন। তাতে আনন্দবহুল হয়ে দুঃখের অবসান করতে পারবেন।'

তারপর সেই ভিক্ষু দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

১২. মধ্যাহ্নিক সূত্র

২৩২. সে-সময়ে জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যে এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তখন সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই ভিক্ষুর নিকট এই গাথা বললেন :

'নিস্তব্ধ-উদাস দুপুরে হঠাৎ পাখিরা নীড়ে এসে বসে পড়লে গহীন অরণ্য যে শব্দায়িত হয়, তা আমার কাছে ভীতিপ্রদ বলে প্রতিভাত হয়।'

'নিস্তব্ধ-উদাস দুপুরে হঠাৎ পাখিরা নীড়ে এসে বসে পড়লে গহীন অরণ্য যে শব্দায়িত হয়, তা আমার কাছে আনন্দপ্রদ বলে প্রতিভাত হয়।'

১৩. অসংযতেন্দ্রিয় সূত্র

২৩৩. একসময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলরাজ্যের এক অন্যতর বনে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা ছিলেন উদ্ধত, অহংকারী, চঞ্চল, বাচাল, অসংযত বাক্যভাষী, স্মৃতিভ্রষ্ট, অজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্তসম্পন্ন, অসংযতেন্দ্রিয়সম্পন্ন। অনন্তর সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাদের প্রতি অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদেরকে গাথার মাধ্যমে এরূপ বললেন :

'পূর্বে গৌতমশ্রাবক ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন ও শয়নাসন অন্বেষণে নির্লোভ বা নিতৃষ্ণ হয়ে সুখে জীবন-যাপনকারী ছিলেন। তাঁরা ভবের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখের অবসান করেছিলেন।'

'আমি সংঘের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলছি, এখানে কেউ কেউ গ্রাম মোড়লের মতো নিজেকে দুর্পোষ্য করে ভোজনান্তে পরস্ত্রীদের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে শয়নরত হয়। তারা পরিত্যক্ত মৃতদেহের ন্যায় অনাথ। আমার এই উক্তি—যারা প্রমত্ত হয়ে অবস্থান করে তাদের সম্পর্কে। যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করেন, আমি তাঁদেরকে প্রণাম করি।'

তখন সেই ভিক্ষুগণ সেই দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

১৪. গন্ধচোর সূত্র

২৩৪. একসময় জনৈক ভিক্ষু কোশলরাজ্যের অন্যতর একবনে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে সেই ভিক্ষুটি আহারের পর পুকুরে নেমে পদ্মের আঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। অনন্তর সেই বনের অধিবাসী দেবতা তাঁর প্রতি

অনুকম্পাবশত, মঙ্গলের জন্য এবং সংবেগ উৎপাদনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে তাকে এরূপ বললেন :

'হে প্রভু, আপনি যে এই অদত্ত বারিজ পুষ্পের আঘ্রাণ নিচ্ছেন, তা চুরির এক অঙ্গবিশেষ; তাতে আপনি গন্ধচোর হয়েছেন।'

ভিক্ষু—'আমি হরণ করছি না, ভাঙছি না, দূর থেকে বারিজ পদ্মের আঘ্রাণ নিচ্ছি। তবে কিভাবে আমাকে গন্ধচোর বলা হচ্ছে?'

'এই যে একজন মৃণাল খনন করছে, পুণ্ডরীক ছিড়ছে, এরূপ নিষ্ঠুর কার্যে লিপ্ত, তাকে কেন চোর বলা হচ্ছে না?'

দেবতা—'এক নিষ্ঠুর ব্যক্তি ধাত্রীর (অশুচি) বস্ত্রের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদিতে প্রলিপ্ত। তার প্রতি আমার বচন নেই অর্থাৎ বাক্যব্যয় বৃথা। আপনাকে বলার উপযুক্ত মনে করি।'

'নিত্য শুচিসন্ধানী নিষ্কলঙ্ক পুরুষের কাছে কেশাগ্রমাত্র পাপও অভ্রপ্রমাণ মনে হয়।'

ভিক্ষু—'হে যক্ষ, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে জান, তাই আমাকে অনুকম্পা করছ। হে যক্ষ, পুনর্বার আমাকে বলো, যদি কোনো দোষ দেখতে পাও।'

দেবতা—'হে ভিক্ষু, আমি আপনাকে আশ্রয় করে জীবন-যাপন করছি না, এমনকি আমি আপনার বেতনভুক্তও নই।'

'হে ভিক্ষু, আপনি নিজেই জেনে নিন যাতে করে সুগতিতে গমন করতে পারেন।'

তারপর সেই ভিক্ষু সেই দেবতা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে সংবেগপ্রাপ্ত হলেন।

বন-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

বিবেক, উপস্থান, কাশ্যপগোত্র, বহুসংখ্যক,
আনন্দ, অনুরুদ্ধ, নাগদত্ত ও কুলঘরণী।
বৈশালীর বজ্জিপুত্র, অধ্যয়ন, অকুশল-বিতর্ক,
মধ্যাহ্নকাল, অসংযতেন্দ্রিয়, পদ্মপুষ্পে চৌদ্দ।

১০. যক্ষ-সংযুক্ত

১. ইন্দক সূত্র

২৩৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে ইন্দ্রকূট পর্বতে ইন্দক নামক যক্ষের ভবনে অবস্থান করছিলেন। তখন যক্ষ ইন্দক ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে ভগবানকে এরূপ বলল :

'বুদ্ধগণ রূপকে জীব বলেন না, তাহলে সত্ত্ব কিভাবে এই শরীর লাভ করে? কিভাবে তার অস্থি, যকৃৎ, পিত্ত ইত্যাদি আসে? কিভাবে সত্ত্ব মাতৃগর্ভে সংলগ্ন হয়ে থাকে?'

ভগবান বললেন, 'প্রথমে কলল (তৈলবিন্দুর মতো) হয়। কলল হতে অবুর্দ (মাংসধৌত জলের মতো) হয়। অর্বুদ থেকে পেশী জন্মে। পেশী হতে উৎপন্ন হয় ঘন নামক মাংসপিণ্ড। ঘন হতে প্রশাখা বা হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কেশ, লোম, নখ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মা অন্নপান-ভোজন যা পরিভোগ করে। তার মাধ্যমেই মাতৃগর্ভে সত্ত্ব জীব ধারণ করে।'

২ সক্কনাম সূত্র

২৩৬. একসময় ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন সক্ক নামক এক যক্ষ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে গাথার মাধ্যমে ভগবানকে এরূপ বলল :

'সর্ব গ্রন্থিহীন বিমুক্ত শ্রমণ হয়েও তুমি যে অপরকে অনুশাসন কর, তা সঙ্গত নয়।'

'হে সক্ক, যেকোনো কারণে সংসর্গ বা সংযোগ হতে পারে। কিন্তু সুপ্রাজ্ঞ তাকে মনের দ্বারা অনুকম্পা করতে চেষ্টা করেন না। প্রসন্ন মনে অপরকে যে অনুশাসন করেন, তাতে তিনি সংযুক্ত হন না। সে অনুশাসন দয়ামাত্র।'

৩. সূচিলোম সূত্র

২৩৭. একসময় ভগবান গয়ায় সূচিলোম যক্ষের ভবনে দীর্ঘমঞ্চে (টঙ্কিতমঞ্চে) অবস্থান করছিলেন। তখন খর যক্ষ ও সূচিলোম যক্ষ ভগবানের কিছুদূর দিয়ে যাচ্ছিল। খর যক্ষ সূচিলোম যক্ষকে এরূপ বলল,

'ইনি শ্রমণ!' 'না, শ্রমণ নয়, ইনি শ্রমণক'[১] (নীচ শ্রমণ)।' 'জানতে হবে ইনি শ্রমণ নাকি শ্রমণক।'

অতঃপর সূচিলোম যক্ষ ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের দিকে শরীর নত করল। অনন্তর ভগবান দেহ সরিয়ে নিলেন। তখন সূচিলোম যক্ষ ভগবানকে এরূপ বলল, 'হে শ্রমণ, ভয় পেলে নাকি আমাকে?' 'না আবুসো, আমি তোমাকে ভয় করি না, কিন্তু তোমার সংস্পর্শ পাপজনক।' 'হে শ্রমণ, আমি তোমাকে (কিছু) প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, যদি উত্তর দিতে না পার তাহলে তোমার চিত্ত ক্ষিপ্ত করব বা তোমার হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করব অথবা পাদদ্বয় ধরে তোমাকে গঙ্গার অপার পারে ছুঁড়ে ফেলব।' 'হে আবুসো, দেব-ব্রহ্ম, মারলোকসহ এ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ দেব-মানবের মধ্যে এমন কাউকে দেখি না, যে আমার চিত্ত ক্ষিপ্ত করতে পারে, হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারে অথবা আমার পাদদ্বয় ধরে আমাকে গঙ্গার অপর পারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। তবুও তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পার।' তখন সূচিলোম যক্ষ ভগবানকে গাথায় জিজ্ঞেস করল :

'রাগ, দ্বেষ কোথা হতে উৎপন্ন হয়? কোথা হতে অরতি, রতি, লোমহর্ষণ উৎপন্ন হয়? বালকেরা কাক ধরে যেভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সেভাবে কোথা হতে কুচিন্তাগুলো উৎপন্ন হয়ে মনকে নিক্ষিপ্ত করে?'

'রাগ, দ্বেষ এই মন থেকেই উৎপন্ন হয় অরতি, রতি, লোমহর্ষণও এ থেকেই উৎপন্ন হয় এবং এ থেকেই কুচিন্তাগুলো উৎপন্ন হয়।'

'স্নেহজ, আত্মজ তৃষ্ণা বটবৃক্ষের স্কন্ধজাত বৃক্ষের ন্যায় নানাভাবে কামগুলো সংলগ্ন এবং বনের মালুবলতার ন্যায় বিস্তৃত।'

'হে যক্ষ, যাঁরা জানেন এসব কোত্থেকে উৎপন্ন হয় তাঁরা তা অপনোদন করে অতীর্ণপূর্ব দুষ্কর স্রোত অতিক্রম করে ভবাতীত নির্বাণে উত্তীর্ণ হন।'

৪. মণিভদ্র সূত্র

২৩৮. একসময় ভগবান মগধরাজ্যে মণিমালিক চৈত্যে মণিভদ্র যক্ষের ভবনে অবস্থান করছিলেন। তখন মণিভদ্র যক্ষ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে ভগবানের নিকট এই গাথা ভাষণ করল :

'স্মৃতিমানের সদাই মঙ্গল হয়। স্মৃতিমান সর্বদাই শ্রেয় এবং বৈর থেকে মুক্ত হন।'

---

[১]। সূচিলোম—যিনি আমাকে দেখে ভীত হয়ে পলায়ন করে, তিনিই 'শ্রমণক'। যিনি ভয় করেন না তিনি 'শ্রমণ'। (অর্থকথা)

ভগবান বললেন, 'স্মৃতিমান ব্যক্তি সুখ লাভ করেন। স্মৃতিমান সর্বদাই শ্রেয়, কিন্তু বৈর থেকে মুক্ত নন।'

'যাঁর মন দিন-রাত অহিংসায় রত তিনিই সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন এবং তাঁর কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই।'

৫. সানু সূত্র

২৩৯. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসিকার সানু নামক পুত্র যক্ষগৃহীত হয়। তাই সেই উপাসিকা বিলাপ করতে করতে সেই মুহূর্তে এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন :

'চতুর্দশী, পঞ্চদশী, পক্ষের অষ্টমী তিথি এবং প্রাতিহার্য পক্ষে যাঁরা অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ পালন করেন এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, তাঁদের সঙ্গে যক্ষগণ ক্রীড়া করেন না, অর্হৎগণের নিকট শুনেছি। কিন্তু আজ আমি দেখছি যক্ষগণ সানুর সঙ্গে ক্রীড়া করছে।'

যক্ষ বলল, 'চতুর্দশী, পঞ্চদশী, পক্ষের অষ্টমী তিথি এবং প্রাতিহার্য পক্ষে যাঁরা অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত উপোসথ পালন করেন এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, তাঁদের সঙ্গে যক্ষগণ ক্রীড়া করেন না, এ কথা তুমি অর্হৎগণের নিকট ঠিক শুনেছ। সানুকে প্রবুদ্ধ অবস্থায় ছেড়ে দিচ্ছি, তবে যক্ষগণের এই বচন—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে পাপকর্ম করো না। যদি তুমি পাপকর্ম কর, তাহলে উড়ে পালালেও দুঃখ থেকে তোমার মুক্তি নেই।'

সানু বলল, 'মা, মৃতের জন্য সত্ত্বগণ ক্রন্দন করে, কারণ তাকে জীবিত দেখে না। কিন্তু মা, আমাকে জীবন্ত দেখেও আমার জন্য কাঁদছ কেন?'

উপাসিকা বলল, 'পুত্র মৃতের জন্যই লোক ক্রন্দন করে, কারণ তাকে জীবিত দেখতে পায় না, কিন্তু যে কাম্য বিষয় ত্যাগ করে পুনরায় তা গ্রহণ করে, তার জন্যও রোদন করা হয়, কারণ সে জীবিত থেকেও মৃত।'

'বৎস, তপ্ত অঙ্গার হতে উঠে এসে আবার তাতে পড়তে চাও। নরক হতে উদ্ধার পেয়ে আবার নরকে পড়তে চাও। কুশলকর্মে আত্মনিয়োগ কর, কারও ওপর ক্রোধান্বিত হয়ো না। জ্বলন্ত অগ্নি থেকে বের করা দ্রব্য আবার কেন দগ্ধ করতে চাও?'

৬. প্রিয়ঙ্কর সূত্র

২৪০. একসময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত

জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি রাতের শেষে ভোরে উঠে ধর্মপদ আবৃত্তি করছিলেন। অতঃপর প্রিয়ঙ্কর মাতা যক্ষিণী তার পুত্রকে এভাবে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন :

'হে প্রিয়ঙ্কর, শব্দ করো না, ভিক্ষু ধর্মপদ আবৃত্তি করছেন। ধর্মপদ জেনে আচরণ করবো, তাতে আমাদের মঙ্গল হবে।'

'যদি প্রাণীদের প্রতি সংযত হই, সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ না করি, নিজের সুশীলতা শিক্ষা করি, তবেই এ পিশাচ জন্ম থেকে মুক্ত হতে পারব।'

৭. পুনর্বসু সূত্র

২৪১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেসময় ভগবান ভিক্ষুগণকে নির্বাণ-সম্পর্কিত ধর্মকথায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, প্রণোদিত করছিলেন, উৎসাহিত করছিলেন, আনন্দিত করছিলেন। সেই ভিক্ষুগণও মনোযোগ-সহকারে, তন্ময় হয়ে, একাগ্রচিত্তে, উৎকর্ণ হয়ে ধর্মশ্রবণ করছিলেন। তখন পুনর্বসু মাতা যক্ষিণী এভাবে তার পুত্রকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন :

'হে উত্তরা, হে পুনর্বসু যতক্ষণ আমি বুদ্ধশ্রেষ্ঠ শাস্তার ধর্মকথা শুনব ততক্ষণ তোমরা নীরব থেকো।'

'সমস্ত গ্রন্থি মোচনকারী নির্বাণের কথা ভগবান বলেছেন। এই ধর্মের প্রতি আমার অনুরাগ সীমাহীন।'

'জগতে স্বীয় পতি, স্বীয় পুত্র প্রিয় হয়। আমার কাছে তার থেকে প্রিয়তর হচ্ছে এই ধর্মসন্ধান।'

'সদ্ধর্ম শ্রবণে প্রাণীগণকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে। প্রিয় পতি বা পুত্র তা পারে না।'

'দুঃখগ্রস্ত, জরামরণ সংযুক্ত জগতে জরামৃত্যু হতে মুক্তির জন্য বুদ্ধ যে ধর্ম উপলব্ধি করেছেন, তা শুনতে ইচ্ছা করি। তাই পুনর্বসু, নীরব হও।'

পুনর্বসু বলল, 'মা আমি কথা বলব না, উত্তরাও নীরবে আছে। তুমি ধর্মশ্রবণ করো, সদ্ধর্মশ্রবণ সুখকর। সদ্ধর্ম না জানার কারণে আমরা দুঃখে অবস্থান করছি।'

'অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেবমনুষ্যগণের উদ্দেশ্যে প্রভাকর, চক্ষুষ্মান, অন্তিম দেহধারী এ বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছেন।'

'সাধু, আমার গর্ভজাত পুত্র পণ্ডিত, আমার পুত্র বুদ্ধশ্রেষ্ঠের শুদ্ধ ধর্ম ভালোবাসে।'

'হে পুনর্বসু, সুখী হও। উত্তরাও শোনো, আজ আমি সমুদ্গাত হয়েছি, চার আর্যসত্য আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।'

৮. সুদত্ত সূত্র

২৪২. একসময় ভগবান রাজগৃহে শীতবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি রাজগৃহে পৌঁছলেন কোনো কার্য উপলক্ষে। তিনি শুনলেন যে 'জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছেন।' তখনই তিনি বুদ্ধদর্শনে যেতে চাইলেন। আবার তার মনে হলো—'আজ আর ভগবানকে দর্শন করার সময় নেই, আগামীকাল দানীয় সামগ্রী দিয়ে ভগবানের দর্শনে যাব' এই ভেবে বুদ্ধানুগত স্মৃতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি রাত্রিতে 'প্রভাত হয়েছে' এই ধারণায় তিনবার জাগলেন। তারপর তিনি শ্মশানদ্বারে উপস্থিত হলেন। অপদেবতারা দ্বার খুলে দিল। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যখন নগর থেকে বের হলেন, তখন আলো অন্তর্হিত হলো, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হলো। তার মনে ভয়, ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপন্ন হলো। তিনি ফিরে আসতে চাইলেন। তখন যক্ষ সিবক অদৃশ্য হয়ে তাকে শোনালেন :

'শত হাতি, শত ঘোড়া, শত অশ্বতরী রথ, মণি-মুক্তা দ্বারা শত সহস্র নারীও আপনার এক পদক্ষেপের ষোলো ভাগের এক ভাগের চেয়েও মূল্যবান নয়। হে গৃহপতি, এগিয়ে যান, গৃহপতি, আপনি এগিয়ে যান, এগিয়ে যাওয়ায় আপনার জন্য শ্রেয়, ফিরে আসা নয়।'

তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের সামনের অন্ধকার দূর হলো, আলো দেখা দিল। যতো ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ ছিল, তা চলে গেল। দ্বিতীয়বারেও গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের আলো অন্তর্হিত হলো, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হলো। তার মনে ভয়, ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপন্ন হলো। আবারও তিনি ফিরে আসতে চাইলেন। দ্বিতীয়বারেও যক্ষ সিবক অদৃশ্য হয়ে তাকে শোনালেন :

'শত হাতি, শত ঘোড়া, শত অশ্বতরী রথ, মণি-মুক্তা দ্বারা শত সহস্র নারীও আপনার এক পদক্ষেপের ষোলো ভাগের এক ভাগের চেয়েও মূল্যবান নয়। হে গৃহপতি, এগিয়ে যান, গৃহপতি, আপনি এগিয়ে যান, এগিয়ে যাওয়ায় আপনার জন্য শ্রেয়, ফিরে আসা নয়।'

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের সামনের অন্ধকার দূর হলো, আলো দেখা দিল। যতো ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ ছিল, তা চলে গেল। তৃতীয়বারেও গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকেও আলো অন্তর্হিত হলো, অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হলো। তার মনে ভয়, ত্রাস লোমহর্ষণ উৎপন্ন হলো। আবারও তিনি ফিরে আসতে

চাইলেন। তৃতীয়বারেও যক্ষ সিবক অদৃশ্য হয়ে তাকে শোনালেন :

‘শত হাতি, শত ঘোড়া, শত অশ্বতরী রথ, মণি-মুক্তা দ্বারা শত সহস্র নারীও আপনার এক পদক্ষেপের ষোলো ভাগের এক ভাগের চেয়েও মূল্যবান নয়। হে গৃহপতি, এগিয়ে যান, গৃহপতি, আপনি এগিয়ে যান, এগিয়ে যাওয়ায় আপনার জন্য শ্রেয়, ফিরে আসা নয়।’

অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের সামনের অন্ধকার দূর হলো, আলো দেখা দিল। যতো ভয়, ত্রাস, লোমহর্ষণ ছিল, তা চলে গেল। তারপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক সীতবনে পৌঁছলেন।

তখন ভগবান প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে উন্মুক্ত স্থানে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। তিনি দূর থেকে অনাথপিণ্ডিককে আসতে দেখে চঙ্ক্রমণ বন্ধ করে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। উপবিষ্ট ভগবান গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ বললেন, ‘সুদত্ত, এসো।’ তারপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক ‘ভগবান আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করছেন’ এই ভেবে খুশি মনে উদগ্র হয়ে তখনই ভগবানকে পায়ে কপাল ঠেকিয়ে বন্দনাপূর্বক এরূপ বললেন, ‘ভন্তে, আপনি সুখে শয়ন করেছেন কি?’

ভগবান বললেন, ‘যিনি কামনায় লিপ্ত নন, শান্ত, এবং উপধিহীন, সে পরিনিবৃত ব্রাহ্মণ সব সময় সুখে থাকেন।’

‘সব আসক্তি ছিন্ন করে, হৃদয়ের দুঃখ ত্যাগ করে চিত্তের শান্তিপ্রাপ্ত উপশান্ত ব্যক্তি সুখে থাকেন।’

৯. প্রথম সুক্কা সূত্র

২৪৩. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে ভিক্ষুণী সুক্কা মহাপরিষদে পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশনা করছিলেন। তখন তার প্রতি অভিপ্রসন্ন এক যক্ষ রাজগৃহের রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে গিয়ে এই গাথাগুলো বলতে লাগল :

‘অমৃতপদ দেশনারতা ভিক্ষুণী সুক্কার নিকট উপস্থিত না হয়ে রাজগৃহের মানুষেরা মধুপীতের ন্যায় ঘুমিয়ে আছে।’

‘প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মেঘনিঃসৃত জলপানকারী ঘর্মাক্ত পথিকের ন্যায় অবিমিশ্র ওজসম্পন্ন ধর্মসুধা যেন অতৃপ্তভাবে পান করছেন।’

১০. দ্বিতীয় সুক্কা সূত্র

২৪৪. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান

করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক ভিক্ষুণী সুক্কাকে আহার দান করলেন। তাই ভিক্ষুণী সুক্কার প্রতি অতিপ্রসন্ন যক্ষ রাজগৃহে রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে এই গাথা বলল :

'যে প্রাজ্ঞ উপাসক সব গ্রন্থি হতে মুক্ত সুক্কাকে আহার দান করলেন, তিনি প্রভূত পুণ্যের ভাগী হবেন।'

১১. চীরা সূত্র

২৪৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক উপাসক ভিক্ষুণী চীরাকে চীবর দান করেছিলেন। তাই ভিক্ষুণী চীরার প্রতি অতিপ্রসন্ন যক্ষ রাজগৃহে রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে এই গাথা বলল :

'যে প্রাজ্ঞ উপাসক সর্বযোগ হতে মুক্ত চীরাকে চীবর দান করছেন। তিনি প্রভূত পুণ্যের ভাগী হয়েছেন।'

১২. আলবক সূত্র

২৪৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান আলবিতে আলবক যক্ষের ভবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আলবক যক্ষ উপস্থিত হয়ে ভগবানকে এরূপ বলল, 'হে শ্রমণ, বের হও।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান বের হলেন। 'শ্রমণ, প্রবেশ কর।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান প্রবেশ করলেন। দ্বিতীয়বারেও আলবক যক্ষ ভগবানকে এরূপ বলল, 'শ্রমণ, বের হও।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান বের হলেন। 'শ্রমণ, প্রবেশ কর।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান প্রবেশ করলেন। তৃতীয়বারেও আলবক যক্ষ ভগবানকে এরূপ বলল, 'শ্রমণ, বের হও।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান বের হলেন। 'শ্রমণ, প্রবেশ কর।' 'সাধু, আবুসো' বলে ভগবান প্রবেশ করলেন। চতুর্থবারেও আলবক যক্ষ ভগবানকে বলল, 'শ্রমণ, বের হও।' (তখন ভগবান বললেন) 'আবুসো, আমি বের হবো না, তোমার যা করণীয় তা-ই করো।' (আলবক যক্ষ বলল) 'হে শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, যদি উত্তর দিতে না পার তাহলে তোমার চিত্তকে ক্ষিপ্ত করব, অথবা হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করব, নতুবা দুই পা ধরে তোমাকে গঙ্গার অপর পারে ছুঁড়ে ফেলব।' (ভগবান বললেন) 'আবুসো, দেব-মার-ব্রহ্মালোকসহ জগতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মানবের মধ্যে এমন কাউকেও দেখি না, যে আমার চিত্তকে ক্ষিপ্ত করতে পারে, হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন করতে পারে, কিংবা দুই পা ধরে গঙ্গার

অপর পারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে; তবুও আবুসো, তোমার যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পার।'

(যক্ষ আলবক গাথার মাধ্যমে ভগবানকে জিজ্ঞেস করল :)

'এই জগতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধন কী? উত্তমরূপে কী আচরণ করলে সুখ পাওয়া যায়? রসের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু রস কী? কিভাবে জীবন-যাপন করলে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়?'

ভগবান বললেন, 'এই জগতে শ্রদ্ধা পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধন। উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ করলে সুখ পাওয়া যায়। রসের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু রস হচ্ছে সত্য। প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে জীবন-যাপন করলে শ্রেষ্ঠ জীবন বলা হয়।'

যক্ষ বলল, 'কিভাবে স্রোত পার হয়? কিভাবে সাগর পার হয়? কিভাবে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়? কিরূপে পরিশুদ্ধ হওয়া যায়?'

ভগবান বললেন, 'শ্রদ্ধার মাধ্যমে স্রোত পার হয়। অপ্রমাদের দ্বারা সাগর পার হয়। বীর্য দ্বারা দুঃখকে অতিক্রম করা যায়। প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়া যায়।'

যক্ষ বলল, 'কিরূপে প্রজ্ঞা লাভ হয়? কিরূপে ধন লাভ হয়? কিরূপে কীর্তি লাভ হয়? কিরূপে মিত্রগণ আবদ্ধ হন? ইহলোক এবং পরলোকে কিভাবে শোকগ্রস্ত হতে হয় না?'

ভগবান বললেন, 'অপ্রমত্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি অর্হৎগণের ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে, ধর্ম শ্রবণেচ্ছু হয়ে নির্বাণ লাভের জন্য প্রজ্ঞা লাভ করেন। যথার্থকারী, উৎসাহী, বীর্যবান ব্যক্তির ধন লাভ হয়। সত্যবাক্যের দ্বারা কীর্তি লাভ হয়। দানশীল ব্যক্তির প্রতি মিত্রগণ আবদ্ধ হন।'

'যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন গৃহস্থের সত্য, দম, ধৃতি, ত্যাগ—এ চার ধর্ম আছে, সে ইহলোক ও পরলোকে শোকগ্রস্ত হয় না। যদি সত্য, দম, ত্যাগ, ক্ষান্তির চেয়েও অধিক কিছু থাকে, তবে অপরাপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

যক্ষ বলল, 'এখন অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে কিভাবে জিজ্ঞেস করি, কারণ পারত্রিক অর্থ বা কল্যাণ কী তা যে আজ আমি জানতে পেরেছি। বুদ্ধ আমার মঙ্গলের জন্য আলবিতে অবস্থান করতে এসেছেন। যেখানে (দান) দিলে মহাফল হয় তা আমি আজ জানতে পেরেছি। আমি সম্বুদ্ধকে এবং ধর্মের সুধর্মতাকে প্রণাম করার জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিচরণ করব।'

যক্ষ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ইন্দক, সক্কনাম, সূচিলোম, মণিভদ্র এবং সানু,
প্রিয়ঙ্কর, পুনর্বসু, সুদত্ত, দুই সুক্কা, চীরা, আলবি দ্বাদশ।

১১. শক্র-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. সুবীর সূত্র

২৪৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কতৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ডাকলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সাড়া দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছিল। তখন দেবেন্দ্র শক্র সুবীর দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুবীর, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুবীর দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ ভুলে গেল। দ্বিতীয়বারেও দেবেন্দ্র শক্র সুবীর দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুবীর, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুবীর দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ আবার ভুলে গেল। তৃতীয়বারেও দেবেন্দ্র শক্র সুবীর দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুবীর, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুবীর দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ আবারও ভুলে গেল। তখন দেবেন্দ্রে শক্র সুবীরকে গাথায় বলল :

'হে সুবীর, উদ্যমহীন ও প্রচেষ্টাহীন হয়ে যেখানে সুখ লাভ হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।'

'হে শক্র, উদ্যমহীন ব্যক্তি অলস হয়, কর্মগুলো করায় না। যেখানে সর্বকাম সমৃদ্ধ হয় সে উত্তম স্থান আমাকে দেখিয়ে দিন।'

'হে সুবীর, যেখানে অলস, উদ্যমহীন ব্যক্তি নিরত সুখপ্রাপ্ত হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও তথায় নিয়ে যাও।'

'হে দেবশ্রেষ্ঠ শক্র, যেখানে কর্মহীন, শোকহীন, ক্ষোভহীন সুখ লাভ করা যায়, সে উত্তম স্থান আমাকে দেখিয়ে দিন।'

'হে সুবীর, কর্মহীনভাবে কেউ কোথাও জীবন ধারণ করে না, যদি থাকে, তা হবে নির্বাণের মার্গ। সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।'

'হে ভিক্ষুগণ, স্বীয় পুণ্যফলে জীবিকা নির্বাহকারী দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংস

স্বর্গে ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের সাথে রাজত্ব করা সত্ত্বেও উদ্যম ও বীর্যশীলতার প্রশংসাকারী হয়। ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত, তাই অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য উদ্যমশীল হও, সচেষ্ট হও; তাতেই তোমাদের শোভা পায়।'

২. সুসীম সূত্র

২৪৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কতৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ডাকলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সাড়া দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, অতীতে অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। তখন দেবেন্দ্র শক্র সুসীম দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুসীম, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুসীম দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ ভুলে গেল। দ্বিতীয়বারেও দেবেন্দ্র শক্র সুসীম দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুসীম, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুসীম দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ আবার ভুলে গেল। তৃতীয়বারেও দেবেন্দ্র শক্র সুসীম দেবপুত্রকে আহ্বান করে বলল, 'বৎস সুসীম, এই অসুরেরা দেবগণের বিরুদ্ধে অভিযান করছে, তুমি যাও তাদের প্রতিরোধ করো।' 'হ্যাঁ, প্রভু' বলে সম্মতি প্রদান করে সুসীম দেবপুত্র দেবেন্দ্র শক্রের আদেশ আবারও ভুলে গেল। তখন দেবেন্দ্রে শক্র সুসীমকে গাথায় বলল :

'হে সুসীম, উদ্যমহীন ও প্রচেষ্টাহীন হয়ে যেখানে সুখ লাভ হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।'

'হে শক্র, উদ্যমহীন ব্যক্তি অলস হয়, কর্মগুলো করায় না। যেখানে সর্বকাম সমৃদ্ধ হয় সে উত্তম স্থান আমাকে দেখিয়ে দিন।'

'হে সুসীম, যেখানে অলস, উদ্যমহীন ব্যক্তি নিরত সুখপ্রাপ্ত হয়, সেখানে যাও এবং আমাকেও তথায় নিয়ে যাও।'

'হে দেবশ্রেষ্ঠ শক্র, যেখানে কর্মহীন, শোকহীন, ক্ষোভহীন সুখ লাভ করা যায়, সে উত্তম স্থান আমাকে দেখিয়ে দিন।'

'হে সুসীম, কর্মহীনভাবে কেউ কোথাও জীবন ধারণ করে না, যদি থাকে,

তা হবে নির্বাণের মার্গ। সেখানে যাও এবং আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।'

'হে ভিক্ষুগণ, স্বীয় পুণ্যফলে জীবিকা নির্বাহকারী দেবেন্দ্র শত্রু তাবতিংস স্বর্গে ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের সাথে রাজত্ব করা সত্ত্বেও উদ্যম ও বীর্যশীলতার প্রশংসাকারী হয়। ভিক্ষুগণ, তোমরা এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত, তাই অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগত করার জন্য, অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য উদ্যমশীল হও, সচেষ্ট হও; তাতেই তোমাদের শোভা পায়।'

৩. ধজাগ্র সূত্র

২৪৯. শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ডাকলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণও ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

"অতীতে দেবগণের সাথে অসুরগণের যুদ্ধ হয়েছিল। তখন দেবেন্দ্র শত্রু তাবতিংসে অবস্থানকারী দেবগণকে আহ্বান করে বলল :

'মহাশয়গণ, যদি যুদ্ধরত দেবগণের ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ হয়, তবে সেই সময়েই আমার রথের ধজাগ্র অবলোকন করবে। আমার ধজাগ্র অবলোকন করলে ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ সবই প্রহীন হবে।'

'যদি আমার ধজাগ্র অবলোকন করতে না পার, তবে দেবরাজ প্রজাপতির ধজাগ্র অবলোকন করবে। দেবরাজ প্রজাপতির ধজাগ্র অবলোকন করলেও ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ সবই প্রহীন হবে।'

'যদি দেবরাজ প্রজাপতির ধজাগ্র অবলোকন করতে না পার, তবে দেবরাজ বরুণের ধজাগ্র অবলোকন করলেও ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ সবই চলে যাবে।'

'যদি দেবরাজ বরুণের ধজাগ্র অবলোকন করতে না পার, তবে দেবরাজ ঈশানের ধজাগ্র অবলোকন করবে। দেবরাজ ঈশানের ধজাগ্র অবলোকন করলেও ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ সবই দূর হবে।'

'ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শত্রের বা দেবরাজ প্রজাপতির বা দেবরাজ বরুণ অথবা দেবরাজ ঈশানের ধজাগ্র অবলোকন করলে দেবগণের ভয়, ত্রাস কিংবা লোমহর্ষণ দূর হতেও পারে, নাও হতে পারে। তার কারণ কী? কারণ দেবেন্দ্র নিজেই অবীতরাগী, অবীতদ্বেষী, অবীতমোহী, ভীরু, কম্পমান, ত্রাসযুক্ত এবং পলায়নকারী।'

"ভিক্ষুগণ, আমি এরূপ বলি, 'অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে

অবস্থানকালে যদি তোমাদের ভয়, ত্রাস বা লোমহর্ষণ উৎপন্ন হয়, তবে সেই সময়ে আমাকে এভাবে অনুস্মরণ করবে—সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আমাকে অনুস্মরণ করলে তোমাদের ভয়, ত্রাস বা লোমহর্ষণ সবই চলে যাবে।”

“যদি তোমরা আমাকে অনুস্মরণ করতে না পার, তাহলে ধর্মকে এভাবে অনুস্মরণ করবে—‘ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ধর্মকে অনুস্মরণ করলেও তোমাদের ভয়, ত্রাস বা লোমহর্ষণ সবই দূর হবে।”

‘যদি ধর্মকেও অনুস্মরণ করতে না পার, তবে তোমরা সংঘকে এভাবে অনুস্মরণ করবে—‘ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায়পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, এই চার পুরুষযুগল বা আট পুদ্গলবিশিষ্ট ভগবানের শ্রাবকসংঘ আহবানের যোগ্য, পূজা পাবার যোগ্য, দক্ষিণা পাবার যোগ্য, নমস্কার পাবার যোগ্য এবং জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।' সংঘকে অনুস্মরণ করলেও তোমাদের ভয়, ত্রাস বা লোমহর্ষণ সবই দূরীভূত হবে।”

‘তার কারণ কী? কারণ ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রাগ-দ্বেষ-মোহহীন, অভীরু, অকম্পমান, ত্রাসহীন, অপলায়নকারী।' ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত শাস্তা আরও গাথায় বললেন :

‘ভিক্ষুগণ, অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্যগৃহে যদি কোনো প্রকার ভয় উৎপন্ন হয় তবে সম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করবে।'

‘যদি লোকশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম বুদ্ধকে স্মরণ করতে না পার, তবে সুদেশিত নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মকে স্মরণ করবে।'

‘যদি সুদেশিত নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মকেও স্মরণ করতে না পার, তবে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘকে স্মরণ করবে।'

‘এভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে স্মরণ করলে ভয়, ত্রাস বা লোমহর্ষণ কিছুই হবে না।'

৪. বেপচিত্তি সূত্র

২৫০. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবগণের সাথে অসুরগণের যুদ্ধ হয়েছিল। তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি অসুরগণকে আহ্বান

করে বলল, 'মহাশয়গণ, যদি এই দেব-অসুর যুদ্ধে অসুরগণ জয় লাভ করে আর দেবগণ পরাজিত হয়, তবে দেবরাজ শক্রকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে[১] আবদ্ধ করে অসুরপুরে আমার নিকট নিয়ে আসবে।' ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্রও দেবগণকে তাবতিংসে আহ্বান করে বলল, 'মহাশয়গণ, যদি দেব-অসুর যুদ্ধে দেবগণ জয় লাভ করে আর অসুরেরা পরাস্ত হয়, তবে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ করে সুধর্মসভায় আমার নিকট আনবে।' তখন সেই সংগ্রামে দেবগণ জয় লাভ করেছিল, অসুরগণ পরাস্ত হয়েছিল। তাবতিংসবাসী দেবগণ অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ করে দেবেন্দ্র শক্রের নিকট সুধর্মসভায় এনেছিল। সে-সময়ে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি কণ্ঠপঞ্চম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুধর্মসভায় প্রবেশের সময় ও বের হবার সময় দেবেন্দ্র শক্রকে অসভ্য কর্কশ বাক্যে আক্রোশ, গালি-গালাজ করতে লাগল। তখন সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শক্রকে গাথায় জিজ্ঞেস করল :

'হে শক্র, আপনি কি ভয় পেয়েছেন, নাকি দুর্বলতাবশত বেপচিত্তির মুখ থেকে এমন দুর্বাক্য শুনেও সহ্য করে আছেন?'

শক্র বললেন, 'আমি ভয় পাইনি, দুর্বলতাবশতও বেপচিত্তিকে ক্ষমা করছি না, কিন্তু আমার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে মূর্খের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবেন?'

মাতলি বললেন, 'যদি মূর্খকে বাধা দেওয়া না হয় তবে সে আরও বেশি ক্রোধ প্রকাশ করে, তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত কঠোর দণ্ডে মূর্খকে বাধা দেওয়া।'

শক্র বললেন, 'অপরের ক্রুদ্ধভাব জেনে যিনি স্মৃতিমান হয়ে শান্ত থাকেন, তাঁর এ শান্ত থাকাই মূর্খকে বাধা দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত আমি মনে করি।'

মাতলি বললেন, "হে বাসব, আমি এমন ক্ষমার এই দোষ দেখি যে, যখন মূর্খ মনে করে 'এই ব্যক্তি ভয়ে আমাকে ক্ষমা করছে' তখন পলায়নকারীর পিছু নেওয়া গরুর মতো সে আরও বেশি চড়াও হবে।"

শক্র বললেন, 'ভয়ে আমাকে ক্ষমা করছে' এরূপ মনে করুক বা না করুক, সব অর্থের মাঝে সদর্থই শ্রেয়। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।'

'যে বলবান হয়েও শান্ত থেকে দুর্বলকে ক্ষমা করে, তাকেই ক্ষান্তি বলা

---

[১]। দুই হাতে, দুই পায়ে ও কণ্ঠে—এই পঞ্চ বন্ধনে। (অর্থকথা)

হয়। কারণ দুর্বলেরা তো সর্বদা ক্ষমা করে। মূর্খবল যার বল, তাকে আমি অবল বলি। ধর্মরক্ষাকারীর বলের কোনো প্রতিবাদী নেই। যে ক্রুদ্ধকে প্রতিক্রোধ করে, তাতে তার অমঙ্গলই হয়। আর যিনি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করেন না, তিনিই দুর্জয় সংগ্রাম জয় করেন।'

'অপরকে ক্রুদ্ধ দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করেন, তিনি নিজের এবং অপরের উভয়েরই মঙ্গল সাধন করেন।'

'নিজের এবং পরের উভয়ের এমন সন্দেহ পোষণকারীকে তারাই মূর্খ মনে করে যারা ধর্মে অদক্ষ।'

'ভিক্ষুগণ, স্বীয় পুণ্যফল উপভোগকারী দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংস দেবগণের মধ্যে ঐশ্বর্য ও আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজত্ব করেও ক্ষান্তি-সংযমের প্রশংসাকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এখানে তা-ই শোভা পায়, যদি তোমরা এমন সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে ক্ষমাশীল ও সংযম হও।'

৫. সুভাষিত জয় সূত্র

২৫১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি। হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেব-অসুরের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে এরূপ বলল, 'হে দেবেন্দ্র, সুভাষিতের দ্বারা জয় হোক।' দেবেন্দ্রও বলল, 'বেপচিত্তি, সুভাষিতের দ্বারা জয় হোক।' অনন্তর হে ভিক্ষুগণ, দেব-অসুরগণ বিচার পরিষদে বলল, 'এদের বাক্য সুভাষিত না দুর্ভাষিত তা জানাবেন।' তারপর অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে বলল, 'দেবেন্দ্র, গাথা বলুন', অসুরেন্দ্র এরূপ বললে দেবেন্দ্র শক্র অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে বলল, 'বেপচিত্তি, আপনারা এখানে পূর্বদেবতা, তাই আপনিই আগে বলুন।' দেবেন্দ্র এরূপ বললে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি এই গাথা বলল :

'যদি মূর্খকে বাধা দেওয়া না হয় তবে সে আরও বেশি ক্রোধ প্রকাশ করে। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত কঠোর দণ্ডে মূর্খকে বাধা দেওয়া।'

ভিক্ষুগণ, অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি কর্তৃক ভাষিত এই গাথা অসুরগণ অনুমোদন করল কিন্তু দেবগণ নীরব থাকল। তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে বলল, 'দেবেন্দ্র, এবার আপনি বলুন।' অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি এরূপ বললে দেবেন্দ্র শক্র এই গাথা বলল :

'অপরের ক্রুদ্ধভাব জেনে যিনি স্মৃতিমান হয়ে শান্ত থাকেন, তাঁর এই শান্ত থাকাই মূর্খকে বাধা দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত আমি মনে করি।'

ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র কর্তৃক ভাষিত এই গাথা দেবগণ অনুমোদন করল

কিন্তু অসুরগণ নীরব থাকল। তখন দেবেন্দ্র শক্র অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে বলল, 'বেপচিত্তি, এবার আপনি বলুন।' দেবেন্দ্র এরূপ বললে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি এই গাথা ভাষণ করলেন :

"হে বাসব, আমি এমন ক্ষমার এই দোষ দেখি যে, যখন মূর্খ মনে করে 'এই ব্যক্তি ভয়ে আমাকে ক্ষমা করছে', তখন পলায়নকারীর পিছু নেওয়া গরুর মতো সে আরও বেশি চড়াও হয়।"

"ভিক্ষুগণ, অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি কর্তৃক ভাষিত এই গাথা অসুরগণ অনুমোদন করল কিন্তু দেবগণ নীরব থাকল। তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে বললেন, 'দেবেন্দ্র, এবার আপনি বলুন'। অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি এরূপ বললে দেবেন্দ্র শক্র এই গাথাগুলো বললেন :

'ভয়ে আমাকে ক্ষমা করছে' এরূপ মনে করুক বা না করুক, সব অর্থে মাঝে সদর্থই শ্রেয়। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।'

'যে বলবান হয়েও শান্ত থেকে দুর্বলকে ক্ষমা করে, তাকেই ক্ষান্তি বলা হয়, কারণ দুর্বলেরা তো সর্বদা ক্ষমা করে। মূর্খবল যার বল, তাকে আমি অবল বলি। ধর্মরক্ষাকারীর বলের কোনো প্রতিবাদী নেই।'

'যে ক্রুদ্ধকে প্রতিক্রোধ করে, তাতে তার অমঙ্গলই হয়। আর যিনি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করেন না, তিনিই দুর্জয় সংগ্রাম জয় করেন।'

'অপরকে ক্রুদ্ধ দেখে যিনি স্মৃতিমান হয়ে সহ্য করেন, তিনি নিজের এবং অপরের উভয়ের মঙ্গল সাধন করেন। নিজের এবং পরের উভয়ের এমন সন্দেহ পোষণকারীকে তারাই মূর্খ মনে করে যারা ধর্মে অদক্ষ।'

"ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র কর্তৃক ভাষিত এই গাথাগুলো দেবগণ অনুমোদন করল কিন্তু অসুরগণ নীবর থাকল। তখন দেব-অসুরগণের বিচার পরিষদ এই মন্তব্য করল—'যে গাথাগুলো অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি বলেছেন, তা সদণ্ডাচরণভুক্ত, সশস্ত্রাচরণভুক্ত, এর কারণে কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ উৎপন্ন হয়। আর দেবেন্দ্র শক্র যে গাথাগুলো বলেছেন, তা অদণ্ডাচরণভুক্ত, অশস্ত্রাচরণভুক্ত,[১] এর কারণে কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ উৎপন্ন হয় না। তাই দেবেন্দ্র শক্র সুভাষিতের দ্বারা জয়ী হয়েছেন।' ভিক্ষুগণ, এভাবে দেবেন্দ্র শক্র সুভাষিতের দ্বারা জয় লাভ করেছিল।"

---

[১]। দণ্ডাচরণবিরহিত, শস্ত্রাচরণবিরহিত; 'দণ্ড বা শস্ত্র গ্রহণীয়' এরূপ কারণ হয় না, এই অর্থে। (অর্থকথা)

৬. পাখির বাসা সূত্র

২৫২. শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবগণের সাথে অসুরগণের যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে অসুরগণ জয় লাভ করল আর দেবগণ পরাস্ত হলো। পরাজিত হয়ে দেবগণ উত্তরমুখী হয়ে পিছু হটতে লাগল, অসুরগণ তাদেরকে অনুসরণ করল। অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র সারথি মাতলিকে গাথায় বলল :

‘হে মাতলি, সিম্বলিবনের (পাখিদের) বাসাগুলো এড়িয়ে চলো, আমরা অসুরগণের কাছে প্রাণ হারাব, তবুও এই পাখিরা যেন বাসাহীন না হয়।’

ভিক্ষুগণ, ‘হ্যাঁ প্রভু’ বলে সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শক্রের কথায় সায় দিয়ে সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ ফিরালেন। তখন অসুরগণের এরূপ মনে হয়েছিল—‘দেবেন্দ্র শক্রের সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রত্যাবর্তন করছে, মনে হয় দেবগণ অসুরগণের সাথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করবে। এই ভেবে তারা ভয়ে অসুরপুরে প্রবেশ করল। ভিক্ষুগণ, এভাবে ধর্মের দ্বারা দেবেন্দ্র শক্রের জয় লাভ হয়েছিল।’”

৭. বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নয় সূত্র

২৫৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি। “হে ভিক্ষুগণ, অতীতে নির্জনে অবস্থানকালে দেবেন্দ্র শক্রের এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—‘যে আমার পরম শত্রু হবে তার সাথেও আমি শত্রুতা করব না।’ তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রের মনের চিন্তা অবগত হয়ে দেবেন্দ্র শক্রের নিকট উপস্থিত হলো। দূর থেকে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তিকে আসতে দেখে দেবেন্দ্র শক্র তাকে বলল, ‘দাঁড়ান বেপচিত্তি, আপনি এখন ধৃত হয়েছেন।’

বেপচিত্তি বলল, ‘হে বন্ধু, আপনার মনের ভাব পূর্বে যেমন ছিল তেমন করুন। তা পরিত্যাগ করবেন না।’

শক্র বলল, ‘হে বেপচিত্তি, তবে আমার সাথে মিত্রতার শপথ করো।’

বেপচিত্তি বলল, ‘হে সুজম্পতি, মিথ্যা ভাষণে যে পাপ, আর্যনিন্দায় যে পাপ, মিত্রদ্রোহীতায় যে পাপ এবং অকৃতজ্ঞতায় যে পাপ, সেসব পাপ তাকে স্পর্শ করুক যে আপনার সাথে শত্রুতা করে।’”

৮. বেরোচন অসুরিন্দ্র সূত্র

২৫৪. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। একসময় ভগবান দিবাবিহারে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। তখন দেবেন্দ্র শক্র এবং অসুরেন্দ্র বেরোচন ভগবানের নিকট

উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে উভয়ে চৌকাটের আশ্রয়ে দাঁড়ালেন। তখন অসুরেন্দ্র বেরোচন ভগবানের সমীপে এই গাথা বললেন :

'অর্থসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত লোকের চেষ্টা করা উচিত, অর্থসিদ্ধি হলেই তা শোভা পায়, এটি বেরোচনের বচন।'

শক্র বললেন, 'অর্থসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত লোকের চেষ্টা করা উচিত। অর্থসিদ্ধি হলেই তা শোভা পায়। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।'

বেরোচন বললেন, 'সব প্রাণীর এখানে সেখানে উপযুক্ত অর্থ বা প্রয়োজন উৎপন্ন হয়। সংযোগই সব প্রাণীর পরম সম্ভোগ। অর্থসিদ্ধি হলেই তা শোভা পায়, এটি বেরোচনের বচন।'

শক্র বললেন, 'সব প্রাণীর এখানে সেখানে উপযুক্ত অর্থ বা প্রয়োজন উৎপন্ন হয়। সংযোগই সব প্রাণীর পরম সম্ভোগ। অর্থসিদ্ধি হলেই তা শোভা পায়। ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছুই নেই।'

৯. অরণ্যায়তন ঋষি সূত্র

২৫৫. শ্রাবস্তী নিদান। 'ভিক্ষুগণ, অতীতে বহুসংখ্যক শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষি অরণ্যভূমিতে পর্ণকুঠিরে অবস্থান করতো। তখন দেবেন্দ্র শক্র এবং অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি সেই ঋষিদের নিকট উপস্থিত হলো। অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি জুতা না খুলে খড়গ নিয়ে, ছাতা ধরে অগ্রদ্বার দিয়ে আশ্রমে প্রবেশপূর্বক সেই ঋষিদের ডানদিক দিয়ে গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র শক্র জুতা খুলে খড়গ আরেক জনকে দিয়ে, ছাতা নামিয়ে দ্বার দিয়ে আশ্রমে প্রবেশপূর্বক ঋষিদের অনুবাতে করজোড়ে নমস্কার করে দাঁড়াল।' ভিক্ষুগণ, তখন ঋষিগণ দেবেন্দ্র শক্রকে গাথার মাধ্যমে বলল :

'হে সহস্রাক্ষ দেবরাজ, চিরদীক্ষিত ঋষিগণের শরীর হতে বের হওয়া গন্ধ বাতাসে ভেসে আপনার দিকে যাচ্ছে। ঋষিদের গন্ধ অশুচি। তাই আপনি অন্যদিকে সরে দাঁড়ান।'

শক্র বললেন, 'চিরদীক্ষিত ঋষিদের শরীর হতে বের হওয়া গন্ধ বাতাসে ভেসে আমার দিকে আসুক। ভদন্ত, মস্তকে সুচিত্রিত পুষ্পমালার ন্যায় এই গন্ধ আমরা চাই। দেবগণ এতে ঘৃণাবোধ করেন না।'

১০. সমুদ্রক সূত্র

২৫৬. শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে বহুসংখ্যক শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষি সমুদ্রতীরে পর্ণকুঠিরে অবস্থান করতো। তখন দেবগণের

সাথে অসুরগণের যুদ্ধ বাঁধে। তাই সে শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষিদের মনে এই চিন্তা উদয় হলো—'দেবগণ ধার্মিক কিন্তু অসুরেরা অধার্মিক। অসুর থেকে আমাদের ভয়ের কারণ থাকে। তাই আমরা অসুরেন্দ্র সম্বরের কাছে গিয়ে অভয় দক্ষিণা যাচঞা করব।' তারপর সে শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষিগণ বলবান পুরুষের সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করতে আর প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ের মধ্যে সমুদ্রতীরস্থ পর্ণকুঠির হতে অন্তর্হিত হয়ে অসুরেন্দ্র সম্বরের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলো। অতঃপর শীলবান, কল্যাণধর্মী সে ঋষিগণ অসুরেন্দ্র সম্বরকে গাথার মাধ্যমে বলল :

'ঋষিগণ সম্বরের কাছে এসে অভয় দক্ষিণা যাচঞা করছেন। ভয় কিংবা অভয় যা তিনি দিতে চান, দিতে পারবেন।'

সম্বর বলল, 'শক্রসেবক দুষ্ট ঋষিদের অভয় নেই। অভয়প্রার্থী, তোমাদের আমি ভয়ই দিচ্ছি।'

ঋষিগণ বললেন, 'অভয় প্রার্থনা করে আপনি আমাদের ভয়ই দিলেন। আমরা তা গ্রহণ করছি, আপনার ভয় অক্ষয় হোক।'

'যেমন বীজ বপন করা হয়, তেমন ফল লাভ হয়। কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে, আর পাপকারী পাপ লাভ করে। বৎস, আপনি যে বীজ বপন করলেন, তার ফল আপনিই ভোগ করবেন।'

তারপর সে শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষিগণ বলবান পুরুষের সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করতে আর প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময়ের মধ্যে অসুরেন্দ্র সম্বরের সম্মুখ হতে অন্তর্হিত হয়ে সমুদ্রতীরস্থ পর্ণকুঠিরে প্রাদুর্ভূত হলো। অনন্তর অসুরেন্দ্র সম্বর সে শীলবান, কল্যাণধর্মী ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে রাতে তিনবার উদ্বেগপ্রাপ্ত হলো।"

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সুবীর, সুসীম, ধজাগ্র ও বেপচিত্তি সূত্র,
সুভাসিত জয়, পাখির বাসা, সাধু উক্ত।
বেরোচন অসুরিন্দ্র, অরণ্যায়তন ঋষি,
আর শেষে উক্ত সমুদ্রক ঋষি।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. ব্রতপদ সূত্র

২৫৭. শ্রাবস্তী নিদান। 'হে ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে। সেই সাত প্রকার কী কী? আজীবন মা-বাবাকে ভরণপোষণ করব; আজীবন কুলের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করব; আজীবন মৃদুভাষী হব; আজীবন অপিশুনভাষী হব; আজীবন মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, ত্যাগরত, প্রার্থীসেবক ও দানবন্টনকারী হয়ে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে গৃহবাস করব; আজীবন সত্য ভাষণ করব; এবং আজীবন অক্রোধী থাকব, ক্রোধ উৎপন্ন হলেও শীঘ্রই তা অপনোদন করব।' 'ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন এই সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে।'

"তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবগণ তাকেই 'সৎপুরুষ' বলেন যিনি মা-বাবাকে সেবা করেন, কুলে বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন, মৃদু মধুরভাষী, পিশুনবাক্য পরিহারকারী, মাৎসর্য অপনোদনকারী, সত্যবাদী, ক্রোধ ধ্বংসকারী হন।"

২. শক্রনাম সূত্র

২৫৮. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মঘ নামক ব্যক্তি ছিল, তাই তাকে 'মঘবা' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মের মনুষ্য থাকাকালীন আগে আগে দান দিতো, তাই তাকে 'পুরিন্দদ' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন সুষ্ঠুভাবে দান দিতো, তাই সে 'শক্র' নামে অভিহিত।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বে মনুষ্যজন্মে আবাস দান করেছিল, তাই সে 'বাসব' নামে পরিচিত।"

"দেবেন্দ্র শক্র মুহূর্তে হাজার বিষয় চিন্তা করে, তাই তাঁকে 'সহস্রাক্ষ' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র সুজা নাম্নী অসুর-কন্যার পতি, তাই তাকে 'সুজম্পতি' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংস স্বর্গে দেগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করে, তাই তাকে 'দেবেন্দ্র' বলা হয়।"

'ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে। সেই সাত প্রকার কী কী? আজীবন মা-বাবাকে ভরণপোষণ করব; আজীবন কুলের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করব; আজীবন মৃদুভাষী হবো; আজীবন অপিশুনভাষী হব; আজীবন মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, ত্যাগরত, প্রার্থীসেবক ও দান বণ্টনকারী হয়ে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে গৃহবাস করব; আজীবন সত্য ভাষণ করব; এবং আজীবন অক্রোধী থাকব, ক্রোধ উৎপন্ন হলেও শীঘ্রই তা অপনোদন করব।' 'ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন এই সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে।'

"তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবগণ তাকেই 'সৎপুরুষ' বলেন যিনি মা-বাবাকে সেবা করেন, কুলে বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন, মৃদুমধুরভাষী, পিশুনবাক্য পরিহারকারী, মাৎসর্য অপনোদনকারী, সত্যবাদী, ক্রোধ ধ্বংসকারী হন।"

৩. মহালি সূত্র

২৫৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন লিচ্ছবী মহালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। বসার পর তিনি ভগবানকে বললেন :

'ভন্তে, আপনি দেবেন্দ্র শক্রকে দেখেছেন কি?'

'মহালি, আমি দেবেন্দ্র শক্রকে দেখেছি।'

'ভন্তে, তিনি অবশ্যই শক্রসদৃশ হবেন, কারণ দেবেন্দ্র শক্র দুর্দশ।'

'মহালি, আমি শক্র এবং শক্রকরণ ধর্মগুলো জানি, যেসব ধর্মে সমন্বিত হয়ে সে শক্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, তাও জানি।'

"হে ভিক্ষুগণ, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মঘ নামক ব্যক্তি ছিল, তাই তাকে 'মঘবা' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মের মনুষ্য থাকাকালীন আগে আগে দান দিতো, তাই তাকে 'পুরিন্দদ' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন সুষ্ঠভাবে দান দিতো, তাই সে 'শক্র' নামে অভিহিত।"

"দেবেন্দ্র শক্র পূর্বে মনুষ্যজন্মে আবাস দান করেছিল, তাই সে 'বাসব' নামে পরিচিত।"

"দেবেন্দ্র শক্র মুহূর্তে হাজার বিষয় চিন্তা করে, তাই তাঁকে 'সহস্রাক্ষ' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র সুজা নাম্নী অসুর-কন্যার পতি, তাই তাকে 'সুজম্পতি' বলা হয়।"

"দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংস স্বর্গে দেগণের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রাজত্ব করে, তাই তাকে 'দেবেন্দ্র' বলা হয়।"

'মহালি, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে। সেই সাত প্রকার কী কী? আজীবন মা-বাবাকে ভরণপোষণ করব; আজীবন কুলের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করব; আজীবন মৃদুভাষী হব; আজীবন অপিশুনভাষী হব; আজীবন মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, ত্যাগরত, প্রার্থীসেবক ও দান বণ্টনকারী হয়ে মাৎসর্যমলহীন চিত্তে গৃহবাস করব; আজীবন সত্য ভাষণ করব; এবং আজীবন অক্রোধী থাকব, ক্রোধ উৎপন্ন হলেও শীঘ্রই তা অপনোদন করব।' 'মহালি, দেবেন্দ্র শক্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন এই সাত প্রকার ব্রত গ্রহণ করেছিল, যার কারণে সে শক্রত্ব লাভ করেছে।'

"তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবগণ তাকেই 'সৎপুরুষ' বলেন যিনি মা-বাবাকে সেবা করেন, কুলে বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন, মৃদু মধুরভাষী, পিশুনবাক্য পরিহারকারী, মাৎসর্য অপনোদনকারী, সত্যবাদী, ক্রোধ ধ্বংসকারী হন।"

৪. দরিদ্র সূত্র

২৬০. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

"পূর্বে এই রাজগৃহে এক জনৈক ব্যক্তি ছিল দরিদ্র, নিঃস্ব, অতিদীন; তবে সে তথাগত প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল, শীল প্রতিপালন করত এবং শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা লাভের চেষ্টা করত। সে তথাগত প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, শীল প্রতিপালন করে এবং শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা লাভের চেষ্টা করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়ে তাবতিংস দেবগণের সাহচর্য লাভ করল। সে বর্ণে, যশে অন্য দেবগণকে

নিষ্প্রভ করেছিল। ভিক্ষুগণ, এ কারণে তাবতিংসবাসী অন্য দেবগণ তাকে অবজ্ঞা করতে লাগল, নিন্দা করতে লাগল, অপবাদ দিতে লাগল—'আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই দেবপুত্র পূর্বে মনুষ্য থাকাকালীন দরিদ্র, নিঃস্ব, অতিদীন ছিল; কিন্তু কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে তাবতিংস দেবগণের সাহচর্য লাভ করেছে এবং অন্য দেবগণকে বর্ণে, যশে নিষ্প্রভ করেছে।'"

"তখন দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংসবাসী দেবগণকে আহ্বান করে বলল, 'মহাশয়গণ, আপনারা এই দেবপুত্রকে অবজ্ঞা করবেন না। এই দেবপুত্র পূর্বজন্মে মনুষ্য থাকাকালীন তথাগত প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, শীল প্রতিপালন করতেন এবং শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা লাভের চেষ্টা করতেন। তিনি তথাগত প্রচারিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, শীল প্রতিপালন করে এবং শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা লাভের চেষ্টা করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়ে দেবগণের সাহচর্য লাভ করলেন এবং অন্য দেবগণকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছেন।'" ভিক্ষুগণ, অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র তাবতিংসবাসী দেবগণকে অনুনয় করে এই গাথাগুলো বলল :

'তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অচল, সুপ্রতিষ্ঠিত; যার শীল কল্যাণকর, আর্যগণ প্রশংসিত এবং যার সংঘের প্রতি প্রসন্নতা আছে ও দৃষ্টি ঋজু তাকেই অদরিদ্র বলা হয় এবং তার জীবন অমোঘ হয়। তাই মেধাবীগণ, বুদ্ধশাসন অনুস্মরণ করে শ্রদ্ধা, শীল, প্রসন্নতা ও ধর্মদর্শনে নিয়োজিত হও।'

৫. রমণীয় সূত্র

২৬১. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। একসময় দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়িয়ে ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কোন ভূমি রমণীয়?'

ভগবান বললেন, 'সুরম্য উদ্যান, সুনির্মিত পুষ্করিণী মনুষ্য রমণীয়তার ষোলো কলার এক কলাও নয়। গ্রামে, অরণ্যে, নিচু ভূমিতে বা স্থলে যেখানে অর্হৎগণ অবস্থান করেন সে ভূমি অধিক রমণীয়।'

৬. যজমান সূত্র

২৬২. একসময় ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছেন। তখন দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়িয়ে তিনি

ভগবানকে গাথার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন :

'দানকর্ম সম্পাদনকারী মানুষের, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী সত্ত্বের, মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীর দান কোথায় দিলে মহাফলদায়ক হয়?'

ভগবান বললেন, '(স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব) এই চার মার্গে প্রতিপন্ন এবং চার ফলে স্থিত সংঘ ঋজুভাবপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞা-শীল-সমাধিসম্পন্ন, তাঁদের উদ্দেশ্যে দানকর্ম সম্পাদনকারী মানুষের, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী সত্ত্বের, মুক্ত হওয়ার ইচ্ছায় পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীর দান মহাফলদায়ক হয়।'

৭. বুদ্ধ বন্দনা সূত্র

২৬৩. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। সে-সময়ে ভগবান দিবাবিহারে গিয়ে ভাবনায় রত হলেন। তখন দেবেন্দ্র শক্র এবং সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানের নিকট আসলেন। এসে দরজায় চৌকাট ধরে দাঁড়ালেন। তখন দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকটে এই গাথা বললেন :

'হে বীর সংগ্রামজয়ী, উঠুন। হে ঋণমুক্ত, ভারমুক্ত, জগতে বিচরণ করুন। আপনার চিত্ত পূর্ণিমা রাতের নির্মল চাঁদের ন্যায় সুবিমুক্ত।'

"হে দেবেন্দ্র, তথাগতগণ এভাবে বন্দিত হন না। তাঁরা এভাবে বন্দিত হন—

'হে বীর সংগ্রামজয়ী, উঠুন। হে ঋণমুক্ত, সার্থবাহ, জগতে বিচরণ করুন। হে ভগবান, ধর্মদেশনা করুন, জ্ঞাতা বিদ্যমান।'"

৮. গৃহস্থ বন্দনা সূত্র

২৬৪. শ্রাবস্তী নিদান। তথায়... এরূপ বললেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্বে দেবেন্দ্র শক্র সারথি মাতলিকে আহ্বান করে বলল, 'হে সৌম্য মাতলি, সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ যোজনা কর, সুরম্য স্থান দর্শনের জন্য উদ্যানে যাব।' 'হ্যাঁ প্রভু' বলে সারথি মাতলি সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ সুবিন্যস্ত করে দেবেন্দ্র শক্রকে জানাল, 'হে প্রভু, আপনার জন্য সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রস্তুত। যদি এখন উপযুক্ত সময় মনে করেন।'" তখন দেবেন্দ্র শক্র বৈজয়ন্ত প্রাসাদ হতে অবতরণকালে করজোড়ে বিভিন্ন দিকে নমস্কার করল। অতঃপর সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শক্রকে গাথায় বললেন :

'হে শক্র, ভূমিবাসী সব ত্রিবিদ্যালাভী (ব্রাহ্মণ), সব ক্ষত্রিয়, চার লোকপাল মহারাজা এবং যশস্বী দেবগণ আপনাকে নমস্কার করেন, সে কোন সত্ত্ব যাকে আপনি নমস্কার করছেন?'

'হে মাতলি, ভূমিবাসী সব ত্রিবিদ্যালাভী (ব্রাহ্মণ), সব ক্ষত্রিয়, চার লোকপাল মহারাজা এবং যশস্বী দেবগণ আমাকে নমস্কার করেন। কিন্তু আমি শীলসম্পন্ন, চিত্তসমাহিত, ব্রাহ্মচর্যপরায়ণ সম্যক প্রব্রজিতগণকে বন্দনা করি। যে গৃহস্থগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন, শীলবান উপাসক এবং ধর্মত স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করেন, আমি তাদেরকে নমস্কার করি।'

'হে বাসব, হে শক্র, জগতে তাঁরা একান্তই শ্রেষ্ঠ, যাঁদের আপনি নমস্কার করছেন। আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।'

'এই বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি বিভিন্ন দিকে নমস্কার করে রথে আরোহণ করল।'

৯. শাস্তা বন্দনা সূত্র

২৬৫. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। "হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে দেবেন্দ্র শক্র সারথি মাতলিকে আহ্বান করে বলল, 'হে সৌম্য মাতলি, সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ যোজনা কর, সুরম্য স্থান দর্শনের জন্য উদ্যানে যাব।' 'হ্যাঁ প্রভু' বলে সারথি মাতলি সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ সুবিন্যস্ত করে দেবেন্দ্র শক্রকে জানাল, 'হে প্রভু, আপনার জন্য সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রস্তুত। যদি এখন উপযুক্ত সময় মনে করেন।'" তখন দেবেন্দ্র শক্র বৈজয়ন্ত প্রাসাদ হতে অবতরণকালে করজোড়ে ভগবানকে নমস্কার করল। তখন সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শক্রকে গাথায় বললেন :

'হে বাসব, দেব-মনুষ্যগণ আপনাকে নমস্কার করেন। এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যাঁকে আপনি নমস্কার করছেন?'

'হে মাতলি, যিনি সদেবক লোকে সম্যকসম্বুদ্ধ, অনোম নামক শাস্তা, তাঁকে আমি নমস্কার করছি। যাঁদের রাগ, দ্বেষ এবং অবিদ্যা পরিত্যক্ত হয়েছে, সেই ক্ষীণাসব অর্হৎগণকে আমি নমস্কার করি। রাগ-দ্বেষ ধ্বংসের জন্য, অবিদ্যা অতিক্রমণের জন্য যেই শৈক্ষ্যগণ ভবক্ষয়রত এবং অপ্রমত্তভাবে শিক্ষারত, আমি তাঁদের নমস্কার করছি।'

'হে শক্র, হে বাসব, জগতে তাঁরা একান্তই শ্রেষ্ঠ। যাঁদের আপনি নমস্কার করছেন। আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।'

'এই বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি ভগবানকে নমস্কার করে রথে আরোহণ করল।'

১০. সংঘ বন্দনা সূত্র

২৬৬. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। তথায়... এরূপ বললেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্বে দেবেন্দ্র শক্র সারথি মাতলিকে আহ্বান করে বলল, 'হে সৌম্য মাতলি, সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ যোজনা কর, সুরম্য স্থান দর্শনের জন্য উদ্যানে যাব।' 'হ্যাঁ প্রভু' বলে সারথি মাতলি সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ সুবিন্যস্ত করে দেবেন্দ্র শক্রকে জানাল, 'হে প্রভু, আপনার জন্য সহস্রযুক্ত আজানীয় রথ প্রস্তুত। যদি এখন উপযুক্ত সময় মনে করেন।'" তখন দেবেন্দ্র শক্র বৈজয়ন্ত প্রাসাদ হতে অবতরণকালে করজোড়ে ভিক্ষুসংঘকে নমস্কার করল। তখন সারথি মাতলি দেবেন্দ্র শক্রকে গাথায় বলল :

'হে বাসব, এই অশুচি দেহধারী, ঘৃণ্য দেহে আবদ্ধ, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত মানুষেরা আপনাকে নমস্কার করে। এদের মধ্যে যাঁরা অনাগারিক ঋষি, তাঁদের কিরূপ আচরণ আপনি পছন্দ করেন তা বলুন। আমি আপনার বচন শুনতে ইচ্ছুক।'

'হে মাতলি, আমি অনাগারিকগণের এসব আচরণ পছন্দ করি, যে গ্রাম থেকে তাঁরা প্রস্থান করেন, তাতে অনপেক্ষ হয়ে গমন করেন। তাঁদের ভাণ্ডারে, কুম্ভে, পসরায় শষ্য রাখা হয় না। তাঁরা অপরের প্রস্তুত অন্ন অন্বেষণ করেন এবং তা গ্রহণ করে সুব্রত হয়ে জীবনযাপন করেন। সে ধীরগণ সুবাক্যভাষী, নীরবে অবস্থানকারী ও সমচারী। দেবগণ অসুরগণের সাথে বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং মানুষেরা পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু তাঁরা বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে অবিরুদ্ধ, দণ্ডধারীদের মধ্যে নির্বৃত বা শান্ত, আদানকারীদের মধ্যে অনাদানকারী আমি তাঁদের নমস্কার করছি।'

'হে বাসব, হে শক্র, জগতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, যাঁদের আপনি নমস্কার করছেন, আমিও তাঁদের নমস্কার করছি।'

'এই বলে দেবরাজ মঘবা সুজম্পতি ভিক্ষুসংঘকে নমস্কার করে রথে আরোহণ করল।'

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দেব বিষয়ে তিনটি ব্যক্ত, দরিদ্র, রমণীয়,
যজমান, বন্দনা ও শক্র নমস্কারত্রয়।

৩. তৃতীয় বর্গ

১. ছেদন করে সূত্র

২৬৭. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। একসময় দেবেন্দ্র শক্র ভগবানের নিকট আসলেন। এসে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে দাঁড়িয়ে ভগবানকে গাথার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন :

'হে গৌতম, কী ছেদন করলে সুখে থাকে এবং শোক করে না? কোন এক ধর্মের বধ আপনি পছন্দ করেন?'

'হে বাসব, ক্রোধ ছেদন করলে সুখে থাকে এবং শোক করে না, মধুরাগ্র বিষমূল ক্রোধের বধ আর্যগণ প্রশংসা করে এবং তা ধ্বংস করে শোক করে না।'

২. কুৎসিত বর্ণীয় সূত্র

২৬৮. শ্রাবস্তীর জেতবনে উৎপত্তি। তথায়... এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে কোনো এক দুর্বর্ণ কুৎসিত যক্ষ দেবেন্দ্র শক্রের আসনে বসেছিল। তখন তাবতিংসবাসী দেবগণ অবজ্ঞা, নিন্দা করতে লাগল এবং অপবাদ দিতে লাগল, 'মহাশয়গণ, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই দুর্বর্ণ কুৎসিত যক্ষ দেবেন্দ্র শক্রের আসনে বসে আছে!'" ভিক্ষুগণ, তাবতিংসবাসী দেবগণ যতই তাকে অবজ্ঞা, নিন্দা, করছে এবং অপবাদ দিচ্ছে, ততই সে যক্ষ অভিরূপতর, দর্শনীয়তর এবং মনোরমতর হচ্ছিল।

"ভিক্ষুগণ, তখন দেবগণ দেবেন্দ্র শক্রের কাছে উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে দেবেন্দ্র শক্রকে এরূপ বলল, 'প্রভু, আপনার আসনে কোনো এক দুর্বর্ণ, কুৎসিত যক্ষ বসে আছে। তা দেখে তাবতিংসবাসী দেবগণ এই বলে অবজ্ঞা, নিন্দা করছেন এবং অপবাদ দিচ্ছেন, মহাশয়গণ, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই দুর্বর্ণ কুৎসিত যক্ষ দেবেন্দ্র শক্রের আসনে বসে আছে!' প্রভু, যতই দেবগণ তাকে অবজ্ঞা ও নিন্দা করছেন এবং অপবাদ দিচ্ছেন, ততই সে যক্ষ অভিরূপতর, দর্শনীয়তর এবং মনোরমতর হচ্ছে। প্রভু, অবশ্যই সে ক্রোধভক্ষ যক্ষ হবে।"

"ভিক্ষুগণ, তখন দেবেন্দ্র শক্র সে ক্রোধভক্ষ যক্ষের কাছে গেল। গিয়ে উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে, দক্ষিণ জানুমণ্ডল মাটিতে স্পর্শ করে সে ক্রোধভক্ষ যক্ষকে করজোড়ে প্রণাম করল এবং তিনবার নিজের নাম শোনাল, 'হে বন্ধু, আমি দেবেন্দ্র শক্র; বন্ধু, আমি দেবেন্দ্র শক্র।' যতই

দেবেন্দ্র শক্র নিজের নাম শোনাল ততই সে যক্ষ দুর্বর্ণতর এবং কুৎসিততর হলো। দুর্বর্ণতর এবং কুৎসিততর হয়ে তথায় অন্তর্ধান হলো।” ভিক্ষুগণ, অনন্তর দেবেন্দ্র শক্র নিজের আসনে বসে তাবতিংসবাসী দেবগণকে অনুনয় করে এই গাথাগুলো বলল :

‘আমি আহতচিত্ত বা উপহত চিত্তসম্পন্ন নই, শক্রতার কার্যে নীত হই না। দীর্ঘসময় আপনাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হই না, আমার মাঝে ক্রোধের অবস্থান নেই।’

‘আমি ক্রুদ্ধ হয়ে কটু কথা বলি না, ধর্মের ব্যাখ্যাও করি না, বরং নিজের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিগ্রহ করি।’

৩. সম্বরিমায়া সূত্র

২৬৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি... ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি অসুস্থ, অত্যন্ত কষ্টকর পীড়াগ্রস্ত হয়েছিল। তখন দেবেন্দ্র শক্র অসুরেন্দ্র বেপচিত্তির কাছে গেল অসুস্থতার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে দূর থেকে আসতে দেখল। দেখে দেবেন্দ্র শক্রকে এরূপ বলল, ‘হে দেবেন্দ্র, আমাকে চিকিৎসা করুন।’ ‘বেপচিত্তি, তাহলে আমাকে সম্বরিমায়া শিখিয়ে দিন।’ ‘হে বন্ধু, অসুরদের জিজ্ঞেস না করে আমি তা শিখাতে পারি না।’ ভিক্ষুগণ, তখন অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি অসুরদের জিজ্ঞেস করল, ‘বন্ধুগণ, আমি দেবেন্দ্র শক্রকে সম্বরিমায়া শিখাব কি?’ অসুরগণ বললেন, ‘প্রভু, আপনি দেবেন্দ্র শক্রকে সম্বরিমায়া শিখাবেন না।’ অনন্তর অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি দেবেন্দ্র শক্রকে গাথার মাধ্যমে বলল :

‘হে মঘবা দেবরাজ সুজাম্পতি শক্র, মায়াবী ব্যক্তি সম্বর অসুরের ন্যায় মহানিরয়ে গিয়ে শতবর্ষ যাতনা ভোগ করে।’

৪. কলহ সূত্র

২৭০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি... সে-সময়ে দুজন ভিক্ষুর মাঝে কলহ বেঁধেছিল। তন্মধ্যে একজন ভিক্ষু কথার সীমা অতিক্রম করল। তিনি (অপর ভিক্ষু) সেই ভিক্ষুর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন; কিন্তু সেই ভিক্ষু তা প্রতিগ্রহণ করলেন না (বা ক্ষমা করলেন না)। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের কাছে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘ভন্তে এখানে দুজন ভিক্ষুর মাঝে কলহ বেঁধেছিল। তন্মধ্যে একজন ভিক্ষু কথার

সীমা অতিক্রম করল। তিনি (অপর ভিক্ষু) সেই ভিক্ষুর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন; কিন্তু সেই ভিক্ষু তা প্রতিগ্রহণ করলেন না।'

'হে ভিক্ষুগণ, এই দুই প্রকার ব্যক্তি মূর্খ—যে অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে না এবং যে অপরাধ স্বীকারকারীর অপরাধ যথাধর্ম প্রতিগ্রহণ করে না (বা ক্ষমা করে না)। এই দুজন ব্যক্তি মূর্খ।' 'ভিক্ষুগণ, এই দুজন ব্যক্তি পণ্ডিত—যে অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে এবং যে অপরাধ স্বীকারকারীর অপরাধ যথাধর্ম প্রতিগ্রহণ করে (বা ক্ষমা করে)। এই দুজন ব্যক্তি পণ্ডিত।'

ভিক্ষুগণ, অতীতে দেবেন্দ্র শক্র সুধর্মা দেবসভায় তাবতিংসবাসী দেবগণকে অনুনয় করে এই গাথাটি বলেছিল :

'ক্রোধ আপনাদের বশে চলে আসুক, আপনাদের মিত্রতায় জরা আঘাত না হানুক। অনিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করবেন না এবং পিশুন বাক্য বলবেন না। ক্রোধ পাপীজনকে পর্বতের ন্যায় মর্দন করে।'

৫. অক্রোধ সূত্র

২৭১. আমি এরূপ শুনেছি—এসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে... ভগবান এরূপ বললেন, "অতীতে দেবেন্দ্র শক্র সুধর্মা সভায় তাবতিংস স্বর্গবাসী দেবগণকে অনুনয় করে এই গাথাটি বলেছিল :

'ক্রোধ আপনাদের বশ না করুক, ক্রোধীদের সাথে প্রতিক্রোধ করবেন না। অক্রোধ ও অহিংসা আর্যগণের প্রতিপদা, পাপীজনকে ক্রোধ পর্বতের ন্যায় মর্দন করে।'"

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ছেদন করলে, কুৎসিত বর্ণীয়, মায়া, কলহ, অক্রোধ,
বুদ্ধশ্রেষ্ঠ দ্বারা দেশিত এই শক্র পঞ্চক।

শক্র-সংযুক্ত সমাপ্ত।

সগাথা বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

সংযুক্তগুলোর স্মারক-গাথা :

দেবতা, দেবপুত্র, কোশল রাজা, মার ও ভিক্ষুণী,
ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বঙ্গীস, বন, যক্ষ, বাসবে (শক্রে) ইতি।

সংযুক্তনিকায়ে সগাথা বর্গ (প্রথম খণ্ড) সমাপ্ত।

সূত্রপিটকে

সংযুক্তনিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

নিদান বর্গ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু ও অজিত ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল :

২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ

২৫ আগস্ট ২০১৭

প্রথম প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

অনুবাদকবৃন্দ :

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু ও অজিত ভিক্ষু

কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ বিপুলানন্দ ভিক্ষু

সূচিপত্র

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

নিদান বর্গ

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)

নিদান বর্গ

১. নিদান-সংযুক্ত

১. বুদ্ধ-বর্গ

১. প্রতীত্যসমুৎপাদ সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনে বিহারে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণ 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে ভগবানকে সাড়া দিলেন। তখন ভগবান বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করব, তোমরা তা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি। 'ভন্তে, তা-ই হোক' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ কী? অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ, জরা-মরণের প্রত্যয়ে শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (বা নৈরাশ্য) উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, একেই প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়।

অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্মের নিরোধে জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' ভগবান এরূপ বললেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দিত করলেন। প্রথম সূত্র।

২. বিভঙ্গ সূত্র

২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের প্রতীত্যসমুৎপাদ দেশনা করব, বিভাজন করব। তোমরা তা শোন, ইত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'ভন্তে, তা-ই হোক' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ কী? অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ, জরা-মরণের প্রত্যয়ে শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (বা নৈরাশ্য) উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

ভিক্ষুগণ, জরা-মরণ কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, পক্বকেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুহীনতা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা (কার্যক্ষমতা হ্রাস)—একেই জরা বলে। সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা (বা দেহ) থেকে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবর নিক্ষেপ বা দেহত্যাগ—একেই মরণ বলে। এরূপে এটি জরা, এটি মরণ। ভিক্ষুগণ, একেই জরা-মরণ বলে।

ভিক্ষুগণ, জন্ম কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে যে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, পঞ্চস্কন্ধের প্রাদুর্ভাব ও আয়তনগুলোর প্রতিলাভ বা আকার ধারণ। ভিক্ষুগণ, একেই জন্ম বলে।

ভিক্ষুগণ, ভব কী? ভব তিন প্রকার—কামভব, রূপভব, অরূপভব। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে ভব বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, উপাদান কী? উপাদান চার প্রকার—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে উপাদান বলে।

ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা কী? তৃষ্ণাকায় ছয় প্রকার—রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ, একেই তৃষ্ণা বলে।

ভিক্ষুগণ, বেদনা কী? বেদনাকায় ছয় প্রকার—চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা। ভিক্ষুগণ, একেই বেদনা বলে।

ভিক্ষুগণ, স্পর্শ কী? স্পর্শকায় ছয় প্রকার—চক্ষুসংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শ, ঘ্রাণসংস্পর্শ, জিহ্বাসংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, মনোসংস্পর্শ। ভিক্ষুগণ, একেই স্পর্শ বলে।

ভিক্ষুগণ, ষড়-আয়তন কী? চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে ষড়-আয়তন বলে।

ভিক্ষুগণ, নামরূপ কী? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনস্কারকে নাম বলে। চার মহাভূত ও চার মহাভূত হতে উৎপন্ন-রূপকে রূপ বলে। এরূপে এটা নাম, এটা রূপ। ভিক্ষুগণ, একেই নামরূপ বলে।

ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞানকায় ছয় প্রকার—চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে বিজ্ঞান বলে।

ভিক্ষুগণ, সংস্কার কী? সংস্কার তিন প্রকার—কায়সংস্কার, বাকসংস্কার, মনোসংস্কার। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে সংস্কার বলে।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা কী? যা দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ-সমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধে অজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদায় অজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, একেই অবিদ্যা বলে।

ভিক্ষুগণ, এভাবে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান,... এরূপে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্করন্ধর নিরোধ হয়।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. প্রতিপদা সূত্র

৩. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের মিথ্যা-প্রতিপদ ও সম্যক-প্রতিপদ সম্পর্কে দেশনা করব। তোমরা তা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'ভন্তে, তা-ই হোক' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যা-প্রতিপদ কী? অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, এটাকে মিথ্যা-প্রতিপদ বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, সম্যক-প্রতিপদ কী? অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এটাকে সম্যক-প্রতিপদ বলা হয়।' তৃতীয় সূত্র।

৪. বিপস্সী সূত্র

৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... "হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব থাকা অবস্থায় এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'এই জগৎ আবির্ভূত হয়, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যু (বা ধ্বংস) হয়, চ্যুত হয় এবং উৎপন্ন হয়, তাই শুধু দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অথচ জগৎ এই দুঃখ ও জরা-মরণের নিঃসরণ জানে না। দুঃখ ও জরা-মরণ হতে কখন মুক্তি পাবে?'

ভিক্ষুগণ, তারপর বিপস্সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে জরা-মৃত্যু হয়? কিসের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু সংঘটিত হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'জন্ম বিদ্যমান থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, জন্মের কারণেই জরা-মৃত্যু সংঘটিত হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে জন্ম হয়? কিসের প্রত্যয়ে জন্ম হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'ভব বিদ্যমান থাকলে জন্ম হয়, ভবের কারণেই জন্ম হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে ভব হয়? কিসের প্রত্যয়ে ভব হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'উপাদান বিদ্যমান

থাকলে ভব হয়, উপাদানের কারণেই ভব হয়।'

ভিক্ষুগণ, তারপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে উপাদান হয়? কিসের প্রত্যয়ে উপাদান হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকলে উপাদান হয়, তৃষ্ণার কারণেই উপাদান হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়? কিসের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'বেদনা বিদ্যমান থাকলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, বেদনার কারণেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।'

ভিক্ষুগণ, এরপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয়? কিসের প্রত্যয়ে বেদনা উৎপন্ন হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'স্পর্শ বিদ্যমান থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয়, স্পর্শের কারণেই বেদনা উৎপন্ন হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে স্পর্শ হয়? কিসের প্রত্যয়ে স্পর্শ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'ষড়ায়তন বিদ্যমান থাকলে স্পর্শ হয়, ষড়ায়তনের কারণেই স্পর্শ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে ষড়ায়তন হয়? কিসের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'নামরূপ বিদ্যমান থাকলে ষড়ায়তন হয়, নামরূপের কারণেই ষড়ায়তন হয়।'

ভিক্ষুগণ, তারপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে নামরূপ উৎপন্ন হয়? কিসের প্রত্যয়ে নামরূপ উৎপন্ন হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধি চিত্ত) বিদ্যমান থাকলে নামরূপ উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানের কারণেই নামরূপ উৎপন্ন হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়? কিসের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'সংস্কার বিদ্যমান থাকলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সংস্কারের কারণেই বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।'

ভিক্ষুগণ, এরপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান

থাকলে সংস্কার হয়? কিসের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'অবিদ্যা বিদ্যমান থাকলে সংস্কার হয়, অবিদ্যার কারণেই সংস্কার হয়।'

এরূপেই অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। হে ভিক্ষুগণ, 'সমুদয়, সমুদয়' বলে বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে (জ্ঞান) চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল, আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে জরা-মরণ হয় না? কিসের নিরোধ হলে জরা-মরণের নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না, জন্ম নিরোধ হলেই জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে জন্ম হয় না? কিসের নিরোধ হলে জন্ম নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'ভব বিদ্যমান না থাকলে জন্ম হয় না, ভব নিরোধ হলেই জন্ম নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে ভব হয় না? কিসের নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'উপাদান বিদ্যমান না থাকলে ভব হয় না, উপাদান নিরোধ হলেই ভব নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, তারপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে উপাদান হয় না? কিসের নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'তৃষ্ণা বিদ্যমান না থাকলে উপাদান হয় না, তৃষ্ণা নিরোধ হলেই উপাদান নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না? কিসের নিরোধ হলে তৃষ্ণা নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'বেদনা বিদ্যমান না থাকলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, বেদনা নিরোধ হলেই তৃষ্ণা নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, এরপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয় না? কিসের নিরোধ হলে বেদনা নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'স্পর্শ বিদ্যমান না থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয় না, স্পর্শ নিরোধ হলেই বেদনা নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে স্পর্শ হয় না? কিসের নিরোধ হলে স্পর্শ নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'ষড়ায়তন বিদ্যমান না থাকলে স্পর্শ হয় না, ষড়ায়তন নিরোধ হলেই স্পর্শ নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অনন্তর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে ষড়ায়তন হয় না? কিসের নিরোধ হলে ষড়ায়তন নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'নামরূপ বিদ্যমান না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, নামরূপ নিরোধ হলেই ষড়ায়তন নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, তারপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে নামরূপ উৎপন্ন হয় না? কিসের নিরোধ হলে নামরূপ নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'বিজ্ঞান বিদ্যমান না থাকলে নামরূপ উৎপন্ন হয় না, বিজ্ঞান নিরোধ হলেই নামরূপ নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, অতঃপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না? কিসের নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'সংস্কার বিদ্যমান না থাকলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সংস্কার নিরোধ হলেই বিজ্ঞান নিরোধ হয়।'

ভিক্ষুগণ, এরপর বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান না থাকলে সংস্কার হয় না? কিসের নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়?' তখন তাঁর যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'অবিদ্যা বিদ্যমান না থাকলে সংস্কার হয় না, অবিদ্যা নিরোধ হলেই সংস্কার নিরোধ হয়।'

এরূপেই অবিদ্যার নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। হে ভিক্ষুগণ,

'নিরোধ, নিরোধ' বলে বিপস্‌সী বোধিসত্ত্বের পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে (জ্ঞান) চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল, আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।" চতুর্থ সূত্র।

(সাতজন বুদ্ধের ক্ষেত্রে এভাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা কর্তব্য)।[১]

৫. সিখী সূত্র

৫. হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ সিখী সম্যকসম্বুদ্ধের...।

৬. বেস্‌সভূ সূত্র

৬. হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ বেস্‌সভূ সম্যকসম্বুদ্ধের...।

৭. ককুসন্ধ সূত্র

৭. হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ ককুসন্ধ সম্যকসম্বুদ্ধের...।

৮. কোণাগমন সূত্র

৮. হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ কোণাগমন সম্যকসম্বুদ্ধের...।

৯. কাশ্যপ সূত্র

৯. হে ভিক্ষুগণ, ভগবান, অর্হৎ কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের...।

১০. গৌতম সূত্র

১০. "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব থাকা অবস্থায় আমার এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'এই জগৎ আবির্ভূত হয়, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যু (বা ধ্বংস) হয়, চ্যুত হয় এবং উৎপন্ন হয়, তাই শুধু দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অথচ জগৎ এই দুঃখ ও জরা-মরণের নিঃসরণ জানে না। দুঃখ ও জরা-মরণ হতে কখন মুক্তি পাবে?'

ভিক্ষুগণ, তারপর আমার এরূপ মনে হলো—'কী বিদ্যমান থাকলে জরা-মৃত্যু হয়? কিসের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু সংঘটিত হয়?' তখন আমার যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—'জন্ম বিদ্যমান থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, জন্মের কারণেই জরা-মৃত্যু সংঘটিত হয়।'

---

[১]। মূলত, দেশনা বা বিষয়গুলো একই রকম হওয়ায় মূল পালিতে মাঝখানের পাঁচজন বুদ্ধের ক্ষেত্রে তা বিস্তৃত করা হয়নি। অনুবাদেও এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাই সবিস্তারে নিজ নিজ দায়িত্বে পড়ে নেয়ার জন্য বা বুঝে নেয়ার জন্য পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ থাকল।

ভিক্ষুগণ, অনন্তর আমার এরূপ মনে হলো—‘কী বিদ্যমান থাকলে জন্ম হয়? কিসের প্রত্যয়ে জন্ম হয়?’... ভব... উপাদান... তৃষ্ণা... বেদনা... স্পর্শ... ষড়ায়তন... নামরূপ... বিজ্ঞান... ভিক্ষুগণ, এরপর আমার এরূপ মনে হলো—‘কী বিদ্যমান থাকলে সংস্কার হয়? কিসের প্রত্যয়ে সংস্কার হয়?’ তখন আমার যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—‘অবিদ্যা বিদ্যমান থাকলে সংস্কার হয়, অবিদ্যার কারণেই সংস্কার হয়।’

এরূপেই অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়। হে ভিক্ষুগণ, ‘সমুদয়, সমুদয়’ বলে আমার পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে (জ্ঞান) চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল, আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, অতঃপর আমার এরূপ মনে হলো—‘কী বিদ্যমান না থাকলে জরা-মরণ হয় না? কিসের নিরোধ হলে জরা-মরণের নিরোধ হয়?’ তখন আমার যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—‘জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না, জন্ম নিরোধ হলেই জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়।’

ভিক্ষুগণ, অনন্তর আমার এরূপ মনে হলো—‘কী বিদ্যমান না থাকলে জন্ম হয় না? কিসের নিরোধ হলে জন্ম নিরোধ হয়?’... ভব... উপাদান... তৃষ্ণা... বেদনা... স্পর্শ... ষড়ায়তন... নামরূপ... বিজ্ঞান... ভিক্ষুগণ, এরপর আমার এরূপ মনে হলো—‘কী বিদ্যমান না থাকলে সংস্কার হয় না? কিসের নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়?’ তখন আমার যথার্থ মনোযোগে প্রজ্ঞার সাথে অভিসময় উৎপন্ন হলো—‘অবিদ্যা বিদ্যমান না থাকলে সংস্কার হয় না, অবিদ্যা নিরোধ হলেই সংস্কার নিরোধ হয়।’

এরূপেই অবিদ্যার নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। হে ভিক্ষুগণ, ‘নিরোধ, নিরোধ’ বলে আমার পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে (জ্ঞান) চক্ষু উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছে, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে, আলোক উৎপন্ন হয়েছে।” দশম সূত্র।

বুদ্ধবর্গ প্রথম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

প্রতীত্যসমুৎপাদ, বিভঙ্গ, প্রতিপদা, বিপস্‌সী আর সিখী;
বেস্‌সভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন, কাশ্যপ, গৌতম মহাশাক্যমুনি।

২. আহার বর্গ

১. আহার সূত্র

১১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... তখন ভগবান এরূপ বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য বা জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বগণের অনুগ্রহের জন্য চার প্রকার আহার আছে। চার প্রকার কী কী? স্থূল বা সূক্ষ্ম কবলীকৃত আহার, দ্বিতীয় স্পর্শ আহার, তৃতীয় মনোচেতনা আহার ও চতুর্থ বিজ্ঞান আহার। ভিক্ষুগণ, জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য বা জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বগণের অনুগ্রহের জন্য এই চার প্রকার আহার আছে।

হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার আহার কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? এই চার প্রকার আহার তৃষ্ণার নিদান, তৃষ্ণার সমুদয়, তৃষ্ণার উদ্ভব, তৃষ্ণার প্রভব। তৃষ্ণা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? তৃষ্ণা বেদনার নিদান, বেদনার সমুদয়, বেদনার উদ্ভব, বেদনার প্রভব। বেদনা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? বেদনা স্পর্শের নিদান, স্পর্শের সমুদয়, স্পর্শের উদ্ভব, স্পর্শের প্রভব। স্পর্শ কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? স্পর্শ ষড়ায়তনের নিদান, ষড়ায়তনের সমুদয়, ষড়ায়তনের উদ্ভব, ষড়ায়তনের প্রভব। ষড়ায়তন কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? ষড়ায়তন নামরূপের নিদান, নামরূপের সমুদয়, নামরূপের উদ্ভব, নামরূপের প্রভব। নামরূপ কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? নামরূপ বিজ্ঞানের নিদান, বিজ্ঞানের সমুদয়, বিজ্ঞানের উদ্ভব, বিজ্ঞানের প্রভব। বিজ্ঞান কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? বিজ্ঞান সংস্কারের নিদান, সংস্কারের সমুদয়, সংস্কারের উদ্ভব, সংস্কারের প্রভব। সংস্কার কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? সংস্কার অবিদ্যার নিদান, অবিদ্যার সমুদয়, অবিদ্যার উদ্ভব, অবিদ্যার প্রভব।

ভিক্ষুগণ, এভাবে অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এরূপে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এরূপে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' প্রথম সূত্র।

২. মোলিয়ফগ্গুন সূত্র

১২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে।... 'হে ভিক্ষুগণ, জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য বা জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বগণের অনুগ্রহের জন্য চার প্রকার আহার আছে। চার প্রকার কী কী? স্থূল বা সূক্ষ্ম কবলীকৃত আহার, দ্বিতীয় স্পর্শ আহার, তৃতীয় মনোচেতনা আহার ও চতুর্থ বিজ্ঞান আহার। ভিক্ষুগণ, জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য বা জন্মগ্রহণকারী সত্ত্বগণের অনুগ্রহের জন্য এই চার প্রকার আহার আছে।

এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান মোলিয়ফগ্গুন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভন্তে, কে বিজ্ঞান-আহার আহার করে?' "ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি, আমি 'আহার করে' বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে 'ভন্তে, কে আহার করে?' এই প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হত; আমি এরূপ বলি না। এরূপ না বলায় যে আমাকে প্রশ্ন করে—'ভন্তে, বিজ্ঞান-আহার কিসের?' এই প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত। তার যথোপযুক্ত উত্তর হচ্ছে—'বিজ্ঞান-আহার'[১] ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রত্যয় (বা কারণ), পুনর্জন্ম হলে ষড়ায়তন লাভ হয়, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ হয়।'"

'ভন্তে, কে স্পর্শ করে?' "ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি', আমি 'স্পর্শ করে' বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে 'ভন্তে, কে স্পর্শ করে?' এই প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হত; আমি এরূপ বলি না। এরূপ না বলায় যে আমাকে প্রশ্ন করে—'ভন্তে, কিসের প্রত্যয়ে স্পর্শ হয়?' এই প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত। তার যথোপযুক্ত উত্তর হচ্ছে—'ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ হয়, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা।'"

'ভন্তে, কে অনুভব করে?' "ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি', আমি 'অনুভব করে' বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে 'ভন্তে, কে অনুভব করে?' এই প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হত; আমি এরূপ বলি না। এরূপ না বলায় যে আমাকে প্রশ্ন করে—'ভন্তে, কিসের প্রত্যয়ে অনুভব হয়?' এই প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত। তার যথোপযুক্ত উত্তর হচ্ছে—'স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা হয়, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা।'"

'ভন্তে, কে তৃষ্ণার্ত হয়?' "ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি', আমি 'তৃষ্ণার্ত হয়' বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে 'ভন্তে, কে তৃষ্ণার্ত

---

[১]। এখানে 'বিজ্ঞান-আহার' বলতে প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝানো হচ্ছে। (অর্থকথা)

হয়?' এই প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হত; আমি এরূপ বলি না। এরূপ না বলায় যে আমাকে প্রশ্ন করে—'ভন্তে, কিসের প্রত্যয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়?' এই প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত। তার যথোপযুক্ত উত্তর হচ্ছে—'বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান।'"

'ভন্তে, কে (আসক্তসহকারে) দৃঢ়গ্রহণ করে?' "ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি', আমি 'দৃঢ়গ্রহণ করে' বলি না। যদি তা বলতাম, তাহলে 'ভন্তে, কে দৃঢ়গ্রহণ করে?' এই প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হত; আমি এরূপ বলি না। এরূপ না বলায় যে আমাকে প্রশ্ন করে—'ভন্তে, কিসের প্রত্যয়ে উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ হয়?' এই প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত। তার যথোপযুক্ত উত্তর হচ্ছে—'তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ হয়, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব।'... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

হে ফগ্‌গুন, ছয় স্পর্শায়তনের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্মের নিরোধে জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৩. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু না জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় না জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ না জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা না জানে; জন্ম না জানে... ভব না জানে... উপাদান না জানে... তৃষ্ণা না জানে... বেদনা না জানে... স্পর্শ না জানে... ষড়ায়তন না জানে... নামরূপ না জানে... বিজ্ঞান না জানে... সংস্কার না জানে, সংস্কারের সমুদয় না জানে, সংস্কারের নিরোধ না জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা না জানে; সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ না করেই অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে;

জন্ম জানে... ভব জানে... উপাদান জানে... তৃষ্ণা জানে... বেদনা জানে... স্পর্শ জানে... ষড়ায়তন জানে... নামরূপ জানে... বিজ্ঞান জানে... সংস্কার জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে, সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ করে অবস্থান করে। তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই ধর্মগুলো জানে না, এই ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না, এই ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, এই ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না; কোন ধর্মগুলো জানে না, কোন ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না, কোন ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, কোন ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না?

জরা-মৃত্যু জানে না, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে না, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে না, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না; জন্ম জানে না... ভব জানে না... উপাদান জানে না... তৃষ্ণা জানে না... বেদনা জানে না... স্পর্শ জানে না... ষড়ায়তন জানে না... নামরূপ জানে না... বিজ্ঞান জানে না... সংস্কার জানে না, সংস্কারের সমুদয় জানে না, সংস্কারের নিরোধ জানে না, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না। এই ধর্মগুলো জানে না, এই ধর্মগুলোর সমুদয় জানে না, এই ধর্মগুলোর নিরোধ জানে না, এই ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না। সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ না করেই অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই ধর্মগুলো জানে, এই ধর্মগুলোর সমুদয় জানে, এই ধর্মগুলোর নিরোধ জানে, এই ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; কোন ধর্মগুলো জানে, কোন ধর্মগুলোর সমুদয় জানে, কোন ধর্মগুলোর নিরোধ জানে, কোন ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে?

জরা-মৃত্যু জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; জন্ম জানে... ভব জানে... উপাদান

জানে... তৃষ্ণা জানে... বেদনা জানে... স্পর্শ জানে... ষড়ায়তন জানে... নামরূপ জানে... বিজ্ঞান জানে... সংস্কার জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে। এই ধর্মগুলো জানে, এই ধর্মগুলোর সমুদয় জানে, এই ধর্মগুলোর নিরোধ জানে, এই ধর্মগুলোর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে। সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ করে অবস্থান করে। চতুর্থ সূত্র।

৫. কচ্চানগোত্র সূত্র

১৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান কচ্চানগোত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান কচ্চানগোত্র ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'সম্যক দৃষ্টি, সম্যক দৃষ্টি' বলা হয়, কী প্রকারে সম্যক দৃষ্টি হয়?"

"হে কচ্চান, জগৎ অত্যধিকভাবে অস্তিত্ব (শাশ্বত) ও অনস্তিত্ব (উচ্ছেদ) এই দৃষ্টি দ্বয়ে আশ্রিত। লোকোৎপত্তি যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করলে জগতের প্রতি যে অনস্তিত্বের ধারণা, তা আর থাকে না। লোক-নিরোধ যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করলে জগতের প্রতি যে অস্তিত্বের ধারণা, তা আর থাকে না। কচ্চান, এই জগৎ অত্যধিকভাবে উপয়-উপাদান-অভিনিবেশে বিজড়িত (বা আবদ্ধ)।[১] আর্যশ্রাবক উপয়-উপাদান, চিত্তের অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ-অনুশয়ে[২] উপনীত হয় না, গ্রহণ করে না এবং 'আমার আত্মা' বলে অধিষ্ঠান করে না। এতে তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়—'উৎপদ্যমান দুঃখ উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধমান দুঃখ নিরুদ্ধ হয়'—এ বিষয়ে

---

[১] যেহেতু তৃষ্ণা ও দৃষ্টিগুলো 'আমি, আমার' ইত্যাদি আকারে ত্রিভূমিক ধর্মে উপনীত হয় ও গমন করে, তাই 'উপয় বা সমীপবর্তী হয়' বলা হয়। সেসব ধর্ম গ্রহণ করে, অভিনিবেশ করে; তাই 'দৃঢ়গ্রহণ করে, অভিনিবেশ করে' বলা হয়। সেসবের দ্বারা এই জগৎ আবদ্ধ। (অর্থকথা)

[২]। তৃষ্ণা-দৃষ্টিগুলোতে অকুশল চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, অকুশল চিত্তগুলো তৃষ্ণা-দৃষ্টিতে অভিনিবেশ করে, বাস করে; তাই তৃষ্ণা ও দৃষ্টি উভয়কে 'চিত্তের অধিষ্ঠান, অভিনিবেশ-অনুশয়' বলা হয়। (অর্থকথা)

তার কোনো সন্দেহ থাকে না, বিচিকিৎসা থাকে না। কচ্চান, এভাবেই সম্যক দৃষ্টি হয়।

কচ্চান, 'সব আছে' এটি এক অন্ত। 'সব নেই' এটি দ্বিতীয় অন্ত। এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'আবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. ধর্মকথিক সূত্র

১৬. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুটি ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'ধর্মকথিক, ধর্মকথিক' বলা হয়, কিভাবে ধর্মকথিক হয়?"

"হে ভিক্ষু, জরা-মৃত্যু নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য ও নিরোধের জন্য যে ভিক্ষু ধর্মদেশনা করে, তাকে 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে বলা উচিত। ভিক্ষুটি জরা-মৃত্যুর নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হলে তাকে 'ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে বলা উচিত। সে যদি জরা-মৃত্যুর নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধ হতে অনুপাদাবিমুক্ত হয়, তবে তাকে 'দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে বলা উচিত।

ভিক্ষু, জন্মের... ভবের... উপাদানের... তৃষ্ণার... বেদনার... স্পর্শের... ষড়ায়তনের... নামরূপের... বিজ্ঞানের... সংস্কারের... অবিদ্যার নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য ও নিরোধের জন্য যে ভিক্ষু ধর্মদেশনা করে, তাকে 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে বলা উচিত। ভিক্ষুটি অবিদ্যার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হলে তাকে 'ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে বলা উচিত। সে যদি অবিদ্যার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধ হতে অনুপাদাবিমুক্ত হয়, তবে তাকে 'দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে বলা উচিত। ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অচেল কাশ্যপ সূত্র

১৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন বেলুবন কলন্দকনিবাপে। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে রাজগৃহে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ

করলেন। অচেল কাশ্যপ[১] ভগবানকে দূর হতে আসতে দেখল, এবং ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করল। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে দাঁড়াল। একান্তে স্থিত অচেল কাশ্যপ ভগবানকে বলল, 'প্রভু গৌতম যদি প্রশ্নোত্তর দানের জন্য অবকাশ করেন, তাহলে আমরা প্রভু গৌতমকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি।'

'হে কাশ্যপ, গ্রামে প্রবেশ করেছি, এখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত সময় নয়।' অচেল কাশ্যপ দ্বিতীয়বার ভগবানকে বলল, 'প্রভু গৌতম যদি প্রশ্নোত্তর দানের জন্য অবকাশ করেন, তাহলে আমরা প্রভু গৌতমকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি।' দ্বিতীয়বার ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, গ্রামে প্রবেশ করেছি, এখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত সময় নয়।' অচেল কাশ্যপ তৃতীয়বার ভগবানকে বলল, 'প্রভু গৌতম যদি প্রশ্নোত্তর দানের জন্য অবকাশ করেন, তাহলে আমরা প্রভু গৌতমকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি।' তৃতীয়বার ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, গ্রামে প্রবেশ করেছি, এখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত সময় নয়।' তৃতীয়বারেও ভগবান এরূপ বললে অচেল কাশ্যপ বলল, 'প্রভু গৌতম, আমরা খুব বেশি প্রশ্ন করতে চাই না।' 'হে কাশ্যপ, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার।'

'প্রভু গৌতম, দুঃখ কি স্বয়ংকৃত?' ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, দুঃখ কি পরকৃত?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, দুঃখ কি স্বয়ংকৃত ও পরকৃত?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, তাহলে কি দুঃখ অস্বয়ংকৃত ও অ-পরকৃত? নাকি বিনা কারণে উৎপন্ন?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, তাহলে কি দুঃখ নেই?' ভগবান—'কাশ্যপ, দুঃখ নেই তা নয়, দুঃখ আছে।' 'তাহলে প্রভু গৌতম দুঃখকে জানেন না, দুঃখকে দেখেন না।' 'কাশ্যপ, আমি দুঃখকে জানি না, দুঃখকে দেখি না তা নয়। আমি দুঃখকে জানি, দুঃখকে দেখি।'

"প্রভু গৌতম, 'দুঃখ কি স্বয়ংকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'দুঃখ কি পরকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'দুঃখ কি স্বয়ংকৃত ও পরকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'তাহলে কি দুঃখ অস্বয়ংকৃত ও অ-পরকৃত? নাকি বিনা কারণে উৎপন্ন?' এভাবে প্রশ্ন করলে

---

[১]। অচেল—বিবস্ত্র, উলঙ্গ। বুদ্ধসমকালীন একজন অন্যতীর্থিয় সন্ন্যাসী।

আপনি একইভাবে বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'তাহলে কি দুঃখ নেই?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, দুঃখ নেই তা নয়, দুঃখ আছে।' 'তাহলে প্রভু গৌতম দুঃখকে জানেন না, দুঃখকে দেখেন না।' এভাবে বললে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, আমি দুঃখকে জানি না, দুঃখকে দেখি না তা নয়। আমি দুঃখকে জানি, দুঃখকে দেখি।' ভন্তে ভগবান, আমাকে দুঃখ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন।"

"হে কাশ্যপ, 'সে (কর্ম) করে, সে (বেদনা) অনুভব করে' আদি হতে এই ধারণায় 'দুঃখ স্বয়ংকৃত' বললে শাশ্বত দৃষ্টিগ্রস্ত হতে হয়। 'অপরজন (কর্ম) করে, অপরজন (বেদনা) অনুভব করে' এই ধারণায় 'দুঃখ পরকৃত' বললে বেদনাভিভূত ব্যক্তির উচ্ছেদ দৃষ্টিগ্রস্ত হতে হয়। কাশ্যপ, তাই এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'"

এরূপ বলা হলে অচেল কাশ্যপ ভগবানকে বলল, 'ভন্তে, অতি মনোহর! অতি চমৎকার! ভন্তে, যেমন কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে... চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যাতে রূপগুলো দেখতে পায়; ঠিক এভাবেই ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে ধর্ম দেশিত হলো। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। ভন্তে, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করতে চাই, উপসম্পদা লাভ করতে চাই।'

'কাশ্যপ, যে অন্যতীর্থিয় এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা নিতে চায়, উপসম্পদা নিতে চায়, তাকে প্রথমে চার মাস পরিবাস ব্রত গ্রহণ করতে হয়। চার মাসের ব্রত সমাপ্তির পর ভিক্ষুগণ নিঃসন্দেহ হলে প্রব্রজ্যা দেন, ভিক্ষুত্বের জন্য উপসম্পদা দেন। আমার কিন্তু পুদ্গালের বিভিন্নতা জানা আছে।'

'ভন্তে, যদি অন্যতীর্থিয় এই ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা নিতে চায়, উপসম্পদা নিতে চায়, তাকে প্রথমে চার মাস পরিবাস ব্রত গ্রহণ করতে হয়। চার মাসের ব্রত সমাপ্তির পর ভিক্ষুগণ নিঃসন্দেহ হলে প্রব্রজ্যা দেন, ভিক্ষুত্বের জন্য উপসম্পদা দেন। তাহলে আমি চার বৎসর পরিবাস ব্রত গ্রহণ করব, চার মাসের ব্রত সমাপ্তির পর ভিক্ষুগণ সন্দেহমুক্ত হলে প্রব্রজ্যা দান করুন, ভিক্ষুত্বের জন্য উপসম্পদা দান করুন।'

অচেল কাশ্যপ ভগবানের নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন।

নব-উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান কাশ্যপ একাচারী, নিভৃতচারী, অপ্রমত্ত, বীর্যসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকালে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জ্ঞাত হলেন। আয়ুষ্মান কাশ্যপ অর্হৎগণের অন্যতম হলেন। সপ্তম সূত্র।

৮. তিম্বরুক সূত্র

১৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিম্বরুক পরিব্রাজক ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট তিম্বরুক পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন :

"প্রভু গৌতম, দুঃখ কি স্বকৃত?' ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, দুঃখ কি পরকৃত?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, দুঃখ কি স্বকৃত ও পরকৃত?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, তাহলে কি দুঃখ অস্বকৃত ও অ-পরকৃত? নাকি বিনা কারণে উৎপন্ন?' ভগবান—'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'প্রভু গৌতম, তাহলে কি দুঃখ নেই?' ভগবান—'কাশ্যপ, দুঃখ নেই তা নয়, দুঃখ আছে।' 'তাহলে প্রভু গৌতম দুঃখকে জানেন না, দুঃখকে দেখেন না।' 'কাশ্যপ, আমি দুঃখকে জানি না, দুঃখকে দেখি না তা নয়। আমি দুঃখকে জানি, দুঃখকে দেখি।'

"প্রভু গৌতম, 'দুঃখ কি স্বকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'দুঃখ কি পরকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'দুঃখ কি স্বকৃত ও পরকৃত?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'তাহলে কি দুঃখ অস্বকৃত ও অ-পরকৃত? নাকি বিনা কারণে উৎপন্ন?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি একইভাবে বললেন, 'কাশ্যপ, এরূপ বলো না।' 'তাহলে কি দুঃখ নেই?' এভাবে প্রশ্ন করলে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, দুঃখ নেই তা নয়, দুঃখ আছে।' 'তাহলে প্রভু গৌতম দুঃখকে জানেন না, দুঃখকে দেখেন না।' এভাবে বললে আপনি বললেন, 'কাশ্যপ, আমি দুঃখকে জানি না, দুঃখকে দেখি না তা নয়। আমি দুঃখকে জানি, দুঃখকে দেখি।' ভন্তে ভগবান,

আমাকে দুঃখ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন, দেশনা করুন।"

"তিম্বরুক, 'সেটা বেদনা, সে বেদনানুভব করে' আদি হতে এমন ধারণায় আমি 'সুখ-দুঃখ স্বকৃত' বলি না। 'বেদনা অন্য, অন্যজনে বেদনানুভব করে' বেদনাভিভূত ব্যক্তির এমন ধারণায় আমি 'সুখ-দুঃখ পরকৃত' বলি না। তিম্বরুক, তাই এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'" এরূপ বলা হলে তিম্বরুক পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে অতি মনোহর! অতি চমৎকার!... আমি প্রভু গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। প্রভু গৌতম, আজ থেকে আমাকে আজীবন ত্রিশরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।' অষ্টম সূত্র।

৯. মূর্খ-পণ্ডিত সূত্র

১৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাচ্ছন্ন ও তৃষ্ণায় সম্প্রযুক্ত মূর্খ ব্যক্তির এভাবে এই কায় উৎপত্তি হয়। এরূপে এই কায় ও বাহ্যিক নামরূপ মিলে একটি যুগল, এই যুগলের প্রত্যয়ে স্পর্শ ও ষড়ায়তন[১], ষড়ায়তনের যেকোনোটির দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে মূর্খ ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অনুভব করে।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাচ্ছন্ন ও তৃষ্ণায় সম্প্রযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তির এভাবে এই কায় উৎপত্তি হয়। এরূপে এই কায় ও বাহ্যিক নামরূপ মিলে একটি যুগল, এই যুগলের প্রত্যয়ে স্পর্শ ও ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের যেকোনোটির দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অনুভব করে।'

'ভিক্ষুগণ, তথায় মূর্খ ও পণ্ডিতের মধ্যে বিভিন্নতা কী, পার্থক্য কী, প্রভেদ কী?' 'ভন্তে, আমাদের ধর্ম ভগবানমূলক, ভগবান-নেতৃক (অর্থাৎ ভগবান ধর্মের নেতা বা উপদেষ্টা), ভগবান-প্রতিশরণ। এটাই উত্তম হয়, যদি এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ ভগবানই প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শুনে ভিক্ষুগণ

---

[১]। চক্ষু ও রূপ দ্বিত্বের প্রত্যয়ে চক্ষু-সংস্পর্শ যুগল, শ্রোত্র ও শব্দ দ্বিত্বের প্রত্যয়ে শ্রোত্র-সংস্পর্শ যুগল, ঘ্রাণ ও গন্ধ দ্বিত্বের প্রত্যয়ে ঘ্রাণ-সংস্পর্শ যুগল, জিহ্বা ও রস দ্বিত্বের প্রত্যয়ে জিহ্বা-সংস্পর্শ যুগল, কায় ও স্প্রষ্টব্য দ্বিত্বের প্রত্যয়ে কায়-সংস্পর্শ যুগল, মন ও ধর্ম দ্বিত্বের প্রত্যয়ে মন-সংস্পর্শ যুগল। এগুলো আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন।

তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, তাহলে শোন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'ভিক্ষুগণ, যেই অবিদ্যায় আচ্ছাদিত হয়ে ও যেই তৃষ্ণায় সম্প্রযুক্ত হয়ে মূর্খ ব্যক্তির এই দেহ উৎপত্তি হয়, তার সেই অবিদ্যা অপ্রহীন থাকে, সেই তৃষ্ণা অপরিক্ষীণ থাকে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সম্যকভাবে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে না। সেকারণে মূর্খ লোক মৃত্যুর পর নতুন দেহধারণ করে, যেকারণে সে বিদ্যমান জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস (নৈরাশ্য) হতে পরিমুক্ত হতে পারে না, এবং দুঃখ হতেও মুক্ত হয় না বলি।

'ভিক্ষুগণ, যেই অবিদ্যায় আচ্ছাদিত হয়ে ও যেই তৃষ্ণায় সম্প্রযুক্ত হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তির এই দেহ উৎপত্তি হয়, তার সেই অবিদ্যা প্রহীন হয়, সেই তৃষ্ণা পরিক্ষীণ হয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তি দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সম্যকভাবে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে। সেকারণে পণ্ডিত লোক মৃত্যুর পর আর নতুন দেহধারণ করে না। দেহধারণ না করায় সে বিদ্যমান জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে পরিমুক্ত হয়, এবং দুঃখ হতেও পরিমুক্ত হয় বলি। ভিক্ষুগণ, মূর্খ ও পণ্ডিত ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য আচরণের মধ্যে এটাই বিভিন্নতা, এটাই পার্থক্য, এটাই প্রভেদ। নবম সূত্র।

১০. প্রত্যয় সূত্র

২০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের প্রতীত্যসমুৎপাদ ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করব। তা শোন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

"ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ কী? জন্মের প্রত্যয়ে জরা। তথাগতগণের উৎপত্তি হোক বা না-হোক, ধর্মস্থিততা, ধাতুর (প্রত্যয় স্বভাবে) ধর্মনিয়মতা ও এর-প্রত্যয়তা (কার্যকারণতা) বিদ্যমান থাকে। তা তথাগত পরম জ্ঞানে অভিজ্ঞাত হন, অধিগত করেন। পরম জ্ঞানে অভিজ্ঞাত হয়ে, অধিগত করে প্রকাশ করেন, দেশনা করেন, জ্ঞাত করেন, স্থাপন করেন, উন্মুক্ত করেন, বিভাজন করেন, উন্মোচন করেন। 'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু' এটি দেখ বলেন।

ভিক্ষুগণ, ভব প্রত্যয়ে জন্ম... উপাদানের প্রত্যয়ে ভব... তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা... স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা... ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ... নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন... বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ... সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার। তথাগতগণের উৎপত্তি হোক বা না-হোক, ধর্মস্থিততা, ধাতুর (প্রত্যয় স্বভাবে) ধর্মনিয়মতা ও এর-প্রত্যয়তা (কার্যকারণতা) বিদ্যমান থাকে। তা তথাগত পরম জ্ঞানে অভিজ্ঞাত হন, অধিগত করেন। পরম জ্ঞানে অভিজ্ঞাত হয়ে, অধিগত করে প্রকাশ করেন, দেশনা করেন, জ্ঞাত করেন, স্থাপন করেন, উন্মুক্ত করেন, বিভাজন করেন, উন্মোচন করেন। 'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার' এটি দেখ বলেন। ভিক্ষুগণ, এরূপে তথায় যা সত্যতা, যথার্থতা, সত্যনিষ্ঠতা, এর-প্রত্যয়তা (কার্যকারণতা)—একে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম কী? জরা-মৃত্যু অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী। জন্ম অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী। ভব অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী। উপাদান... তৃষ্ণা... বেদনা... স্পর্শ... ষড়ায়তন... নামরূপ... বিজ্ঞান... সংস্কার... অবিদ্যা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের 'এটা প্রতীত্যসমুৎপাদ, এগুলো প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্ম' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় সুদৃষ্ট হয়, তখন সে অতীত (কাহিনী) স্মরণ করে—'আমি কি অতীতে ছিলাম? আমি কি অতীতে ছিলাম না? অতীতে আমি কী ছিলাম? আমি অতীতে কিভাবে ছিলাম? অতীতে কী হয়ে কী হয়েছিলাম? সে ভবিষ্যৎ বিষয়ে স্মরণ করবে—'আমি কি ভবিষ্যতে থাকব? আমি কি ভবিষ্যতে থাকব না? ভবিষ্যতে আমি কী হবো? আমি ভবিষ্যতে কিভাবে থাকব? ভবিষ্যতে আমি কী হয়ে কী হবো?' এবং 'আমি কি বিদ্যমান? আমি কি অবিদ্যমান? আমি কী? আমি কিভাবে বিদ্যমান? এই সত্ত্ব কোথা হতে এসেছে? সে কোথায় গমন করবে?' এভাবে বর্তমান সময়েও বর্তমান কাল নিয়ে আত্ম-সংশয়ী হবে, তার কোনো কারণ নেই। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, (আর্য) সত্যের মাধ্যমে আর্যশ্রাবকের এই প্রতীত্যসমুৎপাদ ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মগুলো যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায়

সুদৃষ্ট হয়।” দশম সূত্র।

আহার বর্গ দ্বিতীয়।

স্মারক-গাথা :

আহার, ফগ্‌গুন ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদ্বয়ে,
কচ্চানগোত্র, ধর্মকথিক আর অচেলে;
তিম্বরুক, মূর্খ-পণ্ডিত, দশম প্রত্যয়ে।

৩. দশবল বর্গ

১. দশবল সূত্র

২১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, দশবলে গুণান্বিত, চারি বৈশারদ্যে অলংকৃত তথাগত অগ্রস্থান জানেন, পরিষদে সিংহনাদে নিনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র[১] প্রবর্তন করেন—এটা রূপ, এটা রূপের সমুদয়, এটা রূপের বিলয়; এটা বেদনা, এটা বেদনার সমুদয়, এটা বেদনার বিলয়; এটা সংজ্ঞা, এটা সংজ্ঞার সমুদয়, এটা সংজ্ঞার বিলয়; এটা সংস্কার, এটা সংস্কারের সমুদয়, এটা সংস্কারের বিলয়; এটা বিজ্ঞান, এটা বিজ্ঞানের সমুদয়, এটা বিজ্ঞানের বিলয়। এভাবে এটা থাকলে এটা হয়, এটার উৎপত্তিতে এটা উৎপন্ন হয়। এটা না থাকলে এটা হয় না, এটার নিরোধে এটা নিরুদ্ধ হয়। যেমন, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।’ প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় দশবল সূত্র

২২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, দশবলে গুণান্বিত, চারি বৈশারদ্যে অলংকৃত তথাগত অগ্রস্থান জানেন, পরিষদে সিংহনাদে নিনাদ করেন, ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন—এটা রূপ, এটা রূপের সমুদয়, এটা রূপের বিলয়; এটা বেদনা, এটা বেদনার সমুদয়, এটা বেদনার বিলয়; এটা সংজ্ঞা, এটা সংজ্ঞার সমুদয়, এটা সংজ্ঞার বিলয়; এটা সংস্কার,

---

[১]। এখানে ‘ব্রহ্ম’ অর্থে শ্রেষ্ঠ, উত্তম; ব্রহ্মচক্র বিশুদ্ধ ধর্মচক্রের অধিবচন। ধর্মচক্র দ্বিবিধ—প্রতিবেধজ্ঞান ও দেশনা-জ্ঞান। দেশনা-জ্ঞান লোকিয়, প্রতিবেদ-জ্ঞান লোকোত্তর। (অর্থকথা)

এটা সংস্কারের সমুদয়, এটা সংস্কারের বিলয়; এটা বিজ্ঞান, এটা বিজ্ঞানের সমুদয়, এটা বিজ্ঞানের বিলয়। এভাবে এটা থাকলে এটা হয়, এটার উৎপত্তিতে এটা উৎপন্ন হয়। এটা না থাকলে এটা হয় না, এটার নিরোধে এটা নিরুদ্ধ হয়। যেমন, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়,... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

"ভিক্ষুগণ, এভাবেই আমার ধর্ম সুব্যাখ্যাত, উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট, প্রকাশিত, ছিন্নপিলোতিক (ছিন্ন-জীর্ণবস্ত্র)[১]। এরূপ সুব্যাখ্যাত, উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট, প্রকাশিত, ছিন্ন-জীর্ণবস্ত্র আমার ধর্মে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের দ্বারা নিশ্চয়ই (চতুরঙ্গ) বীর্য প্রয়োগ হবে—'দেহে চর্ম, স্নায়ু, অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাক, রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক। পুরুষ-শক্তিতে, পুরুষবীর্যে, পুরুষ-পরাক্রমে যা প্রাপ্তব্য, তা না পাওয়া পর্যন্ত বীর্যের বিশ্রাম হবে না।'

ভিক্ষুগণ, পাপ-অকুশলধর্মে আবরিত অলস ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে, মহৎ সদর্থ লাভে বঞ্চিত হয়। পাপাকুশলধর্মে বিযুক্ত আরব্ধবীর্য ব্যক্তি সুখে অবস্থান করে, মহৎ সদর্থ পরিপূর্ণ করে। ভিক্ষুগণ, হীনতা[২] দিয়ে অগ্রত্ব লাভ হয় না। (শ্রদ্ধাদি) অগ্রতা দ্বারা অগ্রত্ব লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, মণ্ডপেয়্য ব্রহ্মচর্য শাস্তার সম্মুখীভূত। তাই অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগমের জন্য, অসাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাতের জন্য তোমরা বীর্য প্রয়োগ

---

[১]। পালিতে—ছিন্নপিলোতিকো। ছিন্ন (ছিন্ন)+পিলোতিক। 'পিলোতিক' বলতে ছিন্ন, চেরা বস্ত্রে সেলাইকৃত, গ্রন্থিত জীর্ণবস্ত্র। যার কাছে এই জীর্ণবস্ত্র থাকে না, আট হাত বা নয় হাত পরিমাণ নতুন শাটক বস্ত্র থাকে, তাকে 'ছিন্নপিলোতিক' বলা হয়। এই ধর্মও সেরূপ। এই ধর্মে কুহকাদিবশে কোনো ছিন্ন-চেরা-সেলাইকৃত-গ্রন্থিতভাব নেই। ক্ষুদ্র শাটক বস্ত্রকেও 'ছিন্নপিলোতিক' বুঝায়। এই বস্ত্র যার নেই, আট বা নয় হাত পরিমাণ মহাবস্ত্র যার আছে, সেও 'ছিন্নপিলোতিক, অপগত-পিলোতিক'। এই ধর্মও সেরূপ। যেমন, চার হাত পরিমাণ শাটক বস্ত্র গ্রহণপূর্বক পরিধান করার সময় পুরুষ এদিক সেদিক টানতে টানতে শ্রান্ত বা বিরক্ত হয়, ঠিক এভাবেই অন্যতির্থীয় দলে প্রব্রজিত বা নিজের ক্ষুদ্র বা নীচ ধর্মকে 'এরূপ আছে, এরূপ হবে' বলে চিন্তা করে করে বর্ধন বা প্রসারণ করতে করতে ক্লান্ত হয়। যেমন, আট বা নয় হাত পরিমাণ বস্ত্র পরিধান করার সময় ইচ্ছামতো আবৃত করা যায়, শ্রান্ত বা বিরক্ত হতে হয় না, টেনে টেনে প্রসারণকৃত্য করতে হয় না; তেমনি এই ধর্মেও চিন্তা করে করে বিভাজনকৃত্য করতে হয় না, সেসব কারণেই আমার এই ধর্ম সুবিভক্ত, সুবিস্তৃত-এর সম্পর্কে 'ছিন্নপিলোতিক' বলা হয়েছে। (অর্থকথা)

[২]। হীনশ্রদ্ধা, হীনবীর্য, হীনস্মৃতি, হীনসমাধি ও হীনপ্রজ্ঞা। (অর্থকথা)

কর। 'এভাবে আমাদের এই প্রব্রজ্যা ফলবতী, ফলবান ও ফলদায়ক হবে। আমরা যাদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, রোগীর পথ্য, ভৈষজ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী পরিভোগ করি, আমাদের দেয়া তাদের সেসব সেবা-পূজাও মহাফলপ্রসূ ও মহানিশংস হবে'—তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, আত্মহিতের জন্য যত্নশীল হয়ে অপ্রমাদের সাথে সব করণীয় সম্পাদন করা উচিত, পরহিতের জন্য যত্নশীল হয়ে অপ্রমাদের সাথে সব করণীয় সম্পাদন করা উচিত, এবং আত্মহিত, পরহিত উভয় হিতের জন্য যত্নশীল হয়ে অপ্রমাদের সাথে সব করণীয় সম্পাদন করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. উপনিস (কারণ) সূত্র

২৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি জানলে ও দেখলেই আসবগুলোকে ক্ষয় হয় বলি, না জানলে না দেখলে নয়। কী জানলে এবং কী দেখলে আসবগুলোর ক্ষয় হয়? এটা রূপ, এটা রূপের সমুদয়, এটা রূপের বিলয়; এটা বেদনা... এটা সংজ্ঞা... এটা সংস্কার... এটা বিজ্ঞান, এটা বিজ্ঞানের সমুদয়, এটা বিজ্ঞানের বিলয়। এভাবে জানলে ও দেখলে আসবগুলোর ক্ষয় হয়।

ভিক্ষুগণ, তার যে ক্ষয় সম্বন্ধে ক্ষয়জ্ঞান, তাকে আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ক্ষয়জ্ঞানের হেতু কী? 'বিমুক্তি' বলে বলা উচিত। বিমুক্তিকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বিমুক্তির হেতু কী? 'বিরাগ' বলে বলা উচিত। বিরাগকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বিরাগের হেতু কী? 'নির্বেদ' বলে বলা উচিত। নির্বেদকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। নির্বেদের হেতু কী? 'যথাভূত জ্ঞানদর্শন' বলে বলা উচিত। যথাভূত জ্ঞানদর্শনকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। যথাভূত জ্ঞানদর্শনের হেতু কী? 'সমাধি' বলে বলা উচিত। সমাধিকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়।

ভিক্ষুগণ, সমাধির হেতু কী? 'সুখ' বলে বলা উচিত। সুখকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। সুখের হেতু কী? 'প্রশ্রদ্ধি' বলে বলা উচিত। প্রশ্রদ্ধিকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। প্রশ্রদ্ধির হেতু কী? 'প্রীতি' বলে বলা উচিত। প্রীতিকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। প্রীতির হেতু কী? 'আনন্দ (বা প্রামোদ্য)' বলে বলা উচিত। আনন্দকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। আনন্দের হেতু কী? 'শ্রদ্ধা' বলে বলা উচিত।

শ্রদ্ধাকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়।

ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধার হেতু কী? 'দুঃখ' বলে বলা উচিত। দুঃখকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। দুঃখের হেতু কী? 'জন্ম' বলে বলা উচিত। জন্মকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। জন্মের হেতু কী? 'ভব' বলে বলা উচিত। ভবকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ভবের হেতু কী? 'উপাদান' বলে বলা উচিত। উপাদানকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। উপাদানের হেতু কী? 'তৃষ্ণা' বলে বলা উচিত। তৃষ্ণাকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়।

ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণার হেতু কী? 'বেদনা' বলে বলা উচিত। বেদনাকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বেদনার হেতু কী? 'স্পর্শ' বলে বলা উচিত। স্পর্শকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। স্পর্শের হেতু কী? 'ষড়ায়তন' বলে বলা উচিত। ষড়ায়তনকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। ষড়ায়তনের হেতু কী? 'নামরূপ' বলে বলা উচিত। নামরূপকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। নামরূপের হেতু কী? 'বিজ্ঞান' বলে বলা উচিত। বিজ্ঞানকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। বিজ্ঞানের হেতু কী? 'সংস্কার' বলে বলা উচিত। সংস্কারকেই আমি সহেতুক বলি, অহেতুক নয়। সংস্কারের হেতু কী? 'অবিদ্যা' বলে বলা উচিত।

ভিক্ষুগণ, এভাবে অবিদ্যার হেতু সংস্কার, সংস্কারের হেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের হেতু নামরূপ, নামরূপের হেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের হেতু স্পর্শ, স্পর্শের হেতু বেদনা, বেদনার হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণার হেতু উপাদান, উপাদানের হেতু ভব, ভবের হেতু জন্ম, জন্মের হেতু দুঃখ, দুঃখের হেতু শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার হেতু আনন্দ, আনন্দের হেতু প্রীতি, প্রীতির হেতু প্রশ্রদ্ধি, প্রশ্রদ্ধির হেতু সুখ, সুখের হেতু সমাধি, সমাধির হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের হেতু নির্বেদ, নির্বেদের হেতু বিরাগ, বিরাগের হেতু বিমুক্তি এবং বিমুক্তির হেতু ক্ষয়জ্ঞান।

ভিক্ষুগণ, যেমন, পর্বতের উপরে বৃষ্টিদেব বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত করলে সেই বৃষ্টির জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে পর্বতের কন্দর ও ফাটল[১] জলপূর্ণ হয়। পর্বতের কন্দর ও ফাঁটল জলপূর্ণ হওয়ার পর ক্ষুদ্র জলাশয়গুলো জলপূর্ণ হয়, ক্ষুদ্র জলাশয়গুলো জলপূর্ণ হওয়ার পর বৃহৎ জলাশয়গুলো জলেতে পরিপূর্ণ হয়, বৃহৎ জলাশয়গুলো পূর্ণ হওয়ার পর ছোটো নদীগুলো

---

[১]। বৃষ্টিদেবতা আট মাস যাবৎ বর্ষণ না করার দরুন ফাটল ভূমি। (অর্থকথা)

জলপূর্ণ হয়, ছোটো নদীগুলো জলে প্লাবিত হওয়ার পর মহানদীগুলো জলেতে পূর্ণ হয়, মহানদীগুলো জলে প্লাবিত হওয়ার পর মহাসমুদ্রও জলেতে পরিপূর্ণ হয়।

ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপই হচ্ছে অবিদ্যার হেতু সংস্কার, সংস্কারের হেতু বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের হেতু নামরূপ, নামরূপের হেতু ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের হেতু স্পর্শ, স্পর্শের হেতু বেদনা, বেদনার হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণার হেতু উপাদান, উপাদানের হেতু ভব, ভবের হেতু জন্ম, জন্মের হেতু দুঃখ, দুঃখের হেতু শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার হেতু আনন্দ, আনন্দের হেতু প্রীতি, প্রীতির হেতু প্রশ্রদ্ধি, প্রশ্রদ্ধির হেতু সুখ, সুখের হেতু সমাধি, সমাধির হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন, যথাভূত জ্ঞানদর্শনের হেতু নির্বেদ, নির্বেদের হেতু বিরাগ, বিরাগের হেতু বিমুক্তি এবং বিমুক্তির হেতু ক্ষয়জ্ঞান।' তৃতীয় সূত্র।

৪. অন্যতীর্থিয় সূত্র

২৪. ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সঙ্ঘাটি) নিয়ে রাজগৃহে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলেন। এমন সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এরূপ মনে হলো—'রাজগৃহে পিণ্ডচারণের জন্য এখনও অতি সকাল।[১] তাই আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হই।'

অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্ভাষণ করলেন। সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন :

"হে বন্ধু সারিপুত্র, কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন। বন্ধু সারিপুত্র, এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম কোন বাদী? কোন ভাষী? কিভাবে বললে আমরা শ্রমণ গৌতমের কথিত

---

[১]। সেদিন নাকি সারিপুত্র স্থবির অতি সকালে নিষ্ক্রমণ করেছিলেন। অতি সকালে নিষ্ক্রান্ত ভিক্ষুগণ বোধি-অঙ্গনে, চৈত্যাঙ্গনে ও নিবাস-পারুপন স্থানে পিণ্ডচারণের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেদিন সারিপুত্র স্থবিরের 'যাবৎ পিণ্ডচারণের সময় হয়, তাবৎ পরিব্রাজকদের সাথে কিছু আলোচনা করব' এই চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল। (অর্থকথা)

বিষয়বাদী হবো, তাঁকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দিব না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করব, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ ঘৃণার কারণ হবে না?"

"বন্ধুগণ, ভগবান দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছেন। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপ বললে ভগবানের কথিত বিষয়বাদী হয়, ভগবানকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ অবজ্ঞার কারণ হয় না।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন, তা স্পর্শের কারণে। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন, তা স্পর্শের কারণে। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন, তা স্পর্শের কারণে। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন, তাও স্পর্শের কারণে।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব। যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে এই আলাপ-আলোচনা শুনেছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহে পিণ্ডচারণ করে ভোজনের পর ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন; উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের সাথে যেসব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, সেসব আলাপ-আলোচনা ভগবানকে জানালেন।

"আনন্দ, সাধু সাধু সাধু, সারিপুত্র সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময় সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমি দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছি। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপ বললে আমার কথিত বিষয়বাদী হয়, আমাকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ অবজ্ঞার কারণ হবে না।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তা

স্পর্শের কারণে।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তাও স্পর্শের কারণে।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।

আনন্দ, একসময় আমি এই রাজগৃহের বেলুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতাম। অনন্তর আমি পূর্বাহ্নসময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর (সজ্ঘাটি) নিয়ে রাজগৃহে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করলাম। এমন সময়ে আমার এরূপ মনে হলো—'রাজগৃহে পিণ্ডচারণের জন্য এখনও অতি সকাল। তাই আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হই।"

আনন্দ, অনন্তর আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্ভাষণ করলাম। সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একান্তে উপবেশন করলাম। একান্তে উপবিষ্ট আমাকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বলল :

"বন্ধু গৌতম, কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন। এক্ষেত্রে আয়ুষ্মান গৌতম কোন বাদী? কোন ভাষী? কিভাবে বললে আমরা আয়ুষ্মান গৌতমের কথিত বিষয়বাদী হবো, আয়ুষ্মান গৌতমকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দিব না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করব, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ ঘৃণার কারণ হবে না?"

"আনন্দ, এরূপ বলা হলে আমি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের বললাম, 'বন্ধুগণ, আমি দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছি। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপে বললে আমার কথিত বিষয়বাদী হয়, আমাকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ অবজ্ঞার কারণও হয় না।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তা স্পর্শের কারণে।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তাও স্পর্শের কারণে।

বন্ধুগণ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তারা

স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।"

'ভন্তে, অতি মনোহর! অতি চমৎকার! ভন্তে, যখন একটি পদে[১] সব অর্থ বলা হয়, তা বিস্তারিতভাবে বললে গম্ভীর ও গম্ভীর-স্ফুরণ হবে কী?'

'আনন্দ, তা তুমিই প্রতিভাত কর।'

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, জরা-মৃত্যু কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, জরা-মৃত্যু জন্ম-নিদান, জন্ম-সমুদয়, জন্ম-উদ্ভব, জন্ম-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, জন্ম কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, জন্ম ভব-নিদান, ভব-সমুদয়, ভব-উদ্ভব, ভব-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, ভব কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, ভব উপাদান-নিদান, উপাদান-সমুদয়, উপাদান-উদ্ভব, উপাদান-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, উপাদান কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, উপাদান তৃষ্ণা-নিদান, তৃষ্ণা-সমুদয়, তৃষ্ণা-উদ্ভব, তৃষ্ণা-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, তৃষ্ণা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, তৃষ্ণা বেদনা-নিদান, বেদনা-সমুদয়, বেদনা-উদ্ভব, বেদনা-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, বেদনা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, বেদনা স্পর্শ-নিদান, স্পর্শ-সমুদয়, স্পর্শ-উদ্ভব, স্পর্শ-

---

[১]। 'স্পর্শের প্রত্যয়ে দুঃখ' এই একটি পদে। এটা দিয়ে সর্ববাদের প্রতিক্ষেপার্থে (বা অস্বীকারের জন্য) বলা হয়েছে। (অর্থকথা)

প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব।

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু আনন্দ, স্পর্শ কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করা হলে আমি বলব, 'বন্ধু, স্পর্শ ষড়ায়তন-নিদান, ষড়ায়তন-সমুদয়, ষড়ায়তন-উদ্ভব, ষড়ায়তন-প্রভব।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে এটাই বলব। 'বন্ধু, ছয় স্পর্শায়তনের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ হয়, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' ভন্তে, আমাকে এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এটাই বলব।" চতুর্থ সূত্র।

৫. ভূমিজ সূত্র

২৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান ভূমিজ সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা হতে উঠে সারিপুত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সম্ভাষণ করলেন। সম্ভাষণসূচক আলাপ-আলোচনার পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভূমিজ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

"বন্ধু সারিপুত্র, কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন। বন্ধু সারিপুত্র, এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম কোন বাদী? কোন ভাষী? কিভাবে বললে আমরা শ্রমণ গৌতমের কথিত বিষয়বাদী হবো, তাঁকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দিব না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করব, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ ঘৃণার কারণ হবে না?"

"হে বন্ধু, ভগবান দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছেন। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপ বললে ভগবানের কথিত বিষয়বাদী হয়, ভগবানকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ অবজ্ঞার কারণ হয় না।

বন্ধু, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন, তা স্পর্শের কারণে।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও

বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন, তাও স্পর্শের কারণে।

বন্ধু, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবেন, তা অসম্ভব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান ভূমিজের এই আলাপ-আলোচনা শুনলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান ভূমিজের যেসব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, সেসব আলাপ-আলোচনা ভগবানকে জানালেন।

"আনন্দ, সাধু সাধু সাধু, সারিপুত্র সেই ব্যাখ্যামান বিষয় সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমি দুঃখকে প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছি। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপ বললে আমার কথিত বিষয়বাদী হয়, আমাকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, এবং কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ অবজ্ঞার কারণও হয় না।

আনন্দ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তা স্পর্শের কারণে।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তাও স্পর্শের কারণে।

আনন্দ, যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।... যেসব কর্মবাদী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।

আনন্দ, দেহ থাকলে কায়সঞ্চেতনাহেতু[১] আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বাক্য থাকলে বাক্যসঞ্চেতনাহেতু[২] আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মন থাকলে মনোসঞ্চেতনাহেতু[৩] অবিদ্যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।[৪]

১। কায়দ্বারে উৎপন্ন চেতনাহেতু।

২। বাক্‌দ্বারে উৎপন্ন চেতনাহেতু।

৩। মনোদ্বারে উৎপন্ন চেতনাহেতু।

৪। কায়দ্বারে ও বাক্‌দ্বারে কামাবচর কুশলাকুশলবশে বিশটি করে চেতনা উৎপন্ন হয়। মনোদ্বারে বিশটি কামাবচর কুশলাকুশল চেতনা এবং রূপাবচর নয়টি চেতনাসহ ঊনত্রিশটি

আনন্দ, (অবিদ্যার উপনিশ্রয়ে) কায়সংস্কার নিজেই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) কায়কর্ম সম্পাদন করে,[১] যার কারণ বা প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অন্যজনের প্ররোচনায় কায়সংস্কার কায়কর্ম সম্পাদন করে,[২] যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা সম্প্রজ্ঞানে কায়সংস্কার কায়কর্ম সম্পাদন করে,[৩] যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অসম্প্রজ্ঞানে কায়সংস্কার কায়কর্ম সম্পাদন করে,[৪] যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, (অবিদ্যার উপনিশ্রয়ে) বাক্‌সংস্কার নিজেই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অন্যজনের প্ররোচনায় বাক্‌সংস্কার বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা সম্প্রজ্ঞানে বাকসংস্কার বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অসম্প্রজ্ঞানে বাকসংস্কার বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, (অবিদ্যার উপনিশ্রয়ে) মনোসংস্কার নিজেই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) মনোকর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অন্যজনের প্ররোচনায় মনোসংস্কার মনোকর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা সম্প্রজ্ঞানে মনোসংস্কার মনোকর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। অথবা অসম্প্রজ্ঞানে মনোসংস্কার মনোকর্ম সম্পাদন করে, যার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

আনন্দ, এই ধর্মগুলোতে অবিদ্যা অনুপতিত হয়।[৫] তাই অবিদ্যার

চেতনা উৎপন্ন হয়। ত্রিদ্বারে সর্বমোট ঊনসত্তরটি (৬৯) চেতনা উৎপন্ন হয়। সেই প্রত্যয়েই সুখ-দুঃখের বিপাক প্রদর্শিত হয়েছে। (অর্থকথা)

[১]। অসংস্কারিক চিত্তে কর্ম সম্পাদন করা। (অর্থকথা)

[২]। সসংস্কারিক চিত্তে কর্ম সম্পাদন করা। (অর্থকথা)

[৩]। 'এই কর্ম করলে এরূপ বিপাক হবে' এভাবে কর্ম ও বিপাক জেনে কর্ম সম্পাদন করা। (অর্থকথা)

[৪]। চৈত্যবন্দনাদি করাকালে মাতাপিতাকে অনুকরণকারী বালকের ন্যায় না জেনে কর্ম সম্পাদন করা। (অর্থকথা)

[৫]। 'আনন্দ, কায়সংস্কার নিজেই কায়কর্ম সম্পাদন করে' প্রভৃতি চারটি বিষয়ে দুই শত ছিয়াত্তরটি (২৭৬) চেতনাধর্ম উপস্থিত থাকে। এই ধর্মগুলোতে অবিদ্যা উপনিশ্রয় আকারে অনুপতিত বা সংযুক্ত হয়। (অর্থকথা)

সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই কায় (কায়-চেতনা) উৎপন্ন হয় না। যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই বাক্য (বাক-চেতনা) উৎপন্ন হয় না। সেই মন (মনো-চেতনা) উৎপন্ন হয় না, যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। (বিরুহন বা উৎপাদনকরণার্থে) সেই ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় না, যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। (প্রতিষ্ঠাকরণার্থে) সেই বস্তু উৎপন্ন হয় না, যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। (প্রত্যয়ার্থে) সেই আয়তন উৎপন্ন হয় না, যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। (কারণার্থে) সেই অধিকরণ উৎপন্ন হয় না, যার প্রত্যয়ে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম সূত্র।

৬. উপবান সূত্র

২১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উপবান ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলেন। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত ও পরকৃত' বলেন। কোনো কোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলেন। ভন্তে, এক্ষেত্রে ভগবান কোন বাদী? কোন ভাষী? কিভাবে বললে আমরা ভগবানের কথিত বিষয়বাদী হবো, আপনাকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দিব না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করব, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদ ঘৃণার কারণ হবে না?"

"হে উপবান, দুঃখকে আমি প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলেছি। কিসের কারণে? স্পর্শের কারণে। এরূপ বললে আমার কথিত বিষয়বাদী হয়, আমাকে অভূত বিষয় দ্বারা অপবাদ দেয়া হয় না, ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিক বাদানুবাদও অবজ্ঞার কারণ হয় না।

উপবান, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তা স্পর্শের কারণে।... যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তাও স্পর্শের কারণে।

উপবান, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে 'স্বয়ংকৃত' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।... যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুঃখকে

'অস্বয়ংকৃত, অ-পরকৃত ও বিনা কারণে উৎপন্ন' বলে, তারা স্পর্শ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করবে, তা অসম্ভব।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. প্রত্যয় সূত্র

২৭. একসময় ভগবা শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, জরা-মরণ কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, পক্বকেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুহীনতা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা (কার্যক্ষমতা হ্রাস)—একেই জরা বলে। সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা (বা দেহ) থেকে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবর নিক্ষেপ বা দেহত্যাগ—একেই মরণ বলে। এরূপে এটি জরা, এটি মরণ। ভিক্ষুগণ, একেই জরা-মরণ বলে। জন্ম সমুদয়ে জরা-মৃত্যু সমুদয় হয়, জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরা-মৃত্যু নিরোধগামী প্রতিপদা; যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, জন্ম কী?... ভব কী?... উপাদান কী?... তৃষ্ণা কী?... বেদনা কী?... স্পর্শ কী... ষড়ায়তন কী?... নামরূপ কী?... বিজ্ঞান কী?...।

ভিক্ষুগণ, সংস্কার কী? সংস্কার তিন প্রকার—কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার, চিত্তসংস্কার। এসবকে সংস্কার বলে। অবিদ্যা সমুদয়ে সংস্কার সমুদয় হয়, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদা; যথা : সম্যক দৃষ্টি... ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এভাবে (দুঃখসত্যবশে) প্রত্যয় জানে, প্রত্যয়ের সমুদয় জানে, প্রত্যয়ের নিরোধ জানে, প্রত্যয়ের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে। ভিক্ষুগণ, তখন এই আর্যশ্রাবককে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়) সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত। সপ্তম সূত্র।

৮. ভিক্ষু সূত্র

২৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু জরা-মৃত্যু জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; জন্ম জানে... ভব জানে... উপাদান জানে... তৃষ্ণা জানে... বেদনা জানে... স্পর্শ জানে... ষড়ায়তন জানে... নামরূপ জানে... বিজ্ঞান জানে... সংস্কার জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে।

ভিক্ষুগণ, জরা-মরণ কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, পক্বকেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুহীনতা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা (কার্যক্ষমতা হ্রাস)—একেই জরা বলে। সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা (বা দেহ) থেকে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবর নিক্ষেপ বা দেহত্যাগ—একেই মরণ বলে। এরূপে এটি জরা, এটি মরণ। ভিক্ষুগণ, একেই জরা-মরণ বলে। জন্ম সমুদয়ে জরা-মৃত্যু সমুদয় হয়, জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরা-মৃত্যু নিরোধগামী প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি... ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, জন্ম কী?... ভব কী?... উপাদান কী?... তৃষ্ণা কী?... বেদনা কী?... স্পর্শ কী... ষড়ায়তন কী?... নামরূপ কী?... বিজ্ঞান কী?... ।

ভিক্ষুগণ, সংস্কার কী? সংস্কার তিন প্রকার—কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার, চিত্তসংস্কার। এসবকে সংস্কার বলে। অবিদ্যা সমুদয়ে সংস্কার সমুদয় হয়, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার নিরোধগামী প্রতিপদা। যথা : সম্যক দৃষ্টি... ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু এভাবে জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; জন্ম সম্বন্ধে জানে... ভব সম্বন্ধে জানে... উপাদান সম্বন্ধে জানে... তৃষ্ণা সম্বন্ধে জানে... বেদনা সম্বন্ধে জানে... স্পর্শ সম্বন্ধে জানে... ষড়ায়তন সম্বন্ধে জানে... নামরূপ সম্বন্ধে জানে... বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানে... সংস্কার সম্বন্ধে জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে। ভিক্ষুগণ, তখন এই ভিক্ষুকে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়)

সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত। অষ্টম সূত্র।

৯. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

২৯. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমন বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু পরিজ্ঞাত হয় না, জরা-মৃত্যুর সমুদয় পরিজ্ঞাত হয় না, জরা-মৃত্যুর নিরোধ পরিজ্ঞাত হয় না, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা পরিজ্ঞাত হয় না; জন্ম... ভব পরিজ্ঞাত হয় না... উপাদান পরিজ্ঞাত হয় না... তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয় না... বেদনা পরিজ্ঞাত হয়না... স্পর্শ পরিজ্ঞাত হয় না... ষড়ায়তন পরিজ্ঞাত হয় না... নামরূপ পরিজ্ঞাত হয় না... বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হয় না... সংস্কার পরিজ্ঞাত হয় না, সংস্কারের সমুদয় পরিজ্ঞাত হয় না, সংস্কারের নিরোধ পরিজ্ঞাত হয় না, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা পরিজ্ঞাত হয় না। সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ না করেই অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু পরিজ্ঞাত হয়, জরা-মৃত্যুর সমুদয় পরিজ্ঞাত হয়, জরা-মৃত্যুর নিরোধ পরিজ্ঞাত হয়, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা পরিজ্ঞাত হয়; জন্ম পরিজ্ঞাত হয়... ভব পরিজ্ঞাত হয়... উপাদান পরিজ্ঞাত হয়... তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়... বেদনা পরিজ্ঞাত হয়... স্পর্শ পরিজ্ঞাত হয়... ষড়ায়তন পরিজ্ঞাত হয়... নামরূপ পরিজ্ঞাত হয়... বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হয়... সংস্কার পরিজ্ঞাত হয়, সংস্কারের সমুদয় পরিজ্ঞাত হয়, সংস্কারের নিরোধ পরিজ্ঞাত হয়, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা পরিজ্ঞাত হয়, সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে শ্রমণ্যার্থ (শ্রামণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) লাভ করে অবস্থান করে। নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু জানে না, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে না, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে না, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না;

তারা জরা-মৃত্যু অতিক্রম করবে, তা অসম্ভব। জন্ম জানে না... ভব জানে না... উপাদান জানে না... তৃষ্ণা জানে না... বেদনা জানে না... স্পর্শ জানে না... ষড়ায়তন জানে না... নামরূপ জানে না... বিজ্ঞান জানে না... সংস্কার জানে না, সংস্কারের সমুদয় জানে না, সংস্কারের নিরোধ জানে না, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে না; তারা জরা-মৃত্যু অতিক্রম করবে, তা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; তারা জরা-মৃত্যু অতিক্রম করবে, তা সম্ভব। জন্ম জানে... ভব জানে... উপাদান জানে... তৃষ্ণা জানে... বেদনা জানে... স্পর্শ জানে... ষড়ায়তন জানে... নামরূপ জানে... বিজ্ঞান জানে... সংস্কার জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; তারা জরা-মৃত্যু অতিক্রম করবে, তা অসম্ভব।' **দশম সূত্র।**

দশবল বর্গ তৃতীয়।

স্মারক-গাথা :

দশবলদ্বয়, উপনিসা, অন্যতীর্থিয়, ভূমিজ, উপবান;
প্রত্যয় ও ভিক্ষুসহ শেষোক্ত দ্বয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ।

৪. কলার ক্ষত্রিয় বর্গ

১. ভূত সূত্র

৩১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করলেন, "হে সারিপুত্র, পারায়ণে[১] অজিত মানবের প্রশ্নে বলা হয়েছে :

'এই শাসনে যেসব সঙ্খ্যাতধর্মী,[২] শৈক্ষ্য ও পৃথগ্‌জন আছে, তাদের চর্যা বা আচরণ[৩] সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তা সপ্রাজ্ঞ ভগবানই ব্যাখ্যা করুন।'

'সারিপুত্র, সংক্ষিপ্তাকারে ভাষিত এই বিষয়ের অর্থ কিরূপে বিস্তৃতভাবে দেখতে হবে?' ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র মৌন থাকলেন। দ্বিতীয়বার ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করলেন... আয়ুষ্মান

---

[১]। সূত্রনিপাতের সর্বশেষ বর্গের নাম 'পারায়ণ বর্গ'।

[২]। সঙ্খ্যাতধর্মী—জ্ঞাতধর্মী, তুলিতধর্মী, তীরিতধর্মী। (অর্থকথা)

[৩]। আচার, গোচর, অবস্থান ও প্রতিপত্তি। (অর্থকথা)

সারিপুত্র দ্বিতীয়বারেও মৌনতা অবলম্বন করলেন। ভগবান তৃতীয়বার আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে আহ্বান করলেন, "হে সারিপুত্র, পারায়ণে অজিত মানবের প্রশ্নে বলা হয়েছে :

'এই শাসনে যেসব সঙ্খ্যাতধর্মী, শৈক্ষ্য ও পৃথগ্‌জন আছে, তাদের চর্যা বা আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তা সপ্রাজ্ঞ ভগবানই ব্যাখ্যা করুন।'

সারিপুত্র, সংক্ষিপ্তাকারে ভাষিত এই বিষয়ের অর্থ কিরূপে বিস্তৃতভাবে দেখতে হবে?" তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান সারিপুত্র মৌন থাকলেন।

'হে সারিপুত্র, ভূতকে (জাত, উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধ) দেখ কী?'

"ভন্তে, 'এটা ভূত বা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করেন। 'এটা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে পঞ্চস্কন্ধের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন। 'এটা আহারোৎপন্ন'[১] বলে (পঞ্চস্কন্ধকে) যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করেন। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে আহারোৎপন্নের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে নিরোধধর্মের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন। ভন্তে, এভাবেই শৈক্ষ্য হন।

ভন্তে, কিভাবে সঙ্খ্যাতধর্মী হন? 'এটা ভূত বা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করেন। 'এটা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে পঞ্চস্কন্ধের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত[২] হন। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে (পঞ্চস্কন্ধকে) যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করেন। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে আহারোৎপন্নের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত হন। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করেন। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে নিরোধধর্মের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত হন। এভাবেই সঙ্খ্যাতধর্মী হন। ভন্তে, তাই পারায়ণ বর্গে অজিত মানব প্রশ্নে এরূপ বলা হয়েছে :

'এই শাসনে যেসব সঙ্খ্যাতধর্মী, শৈক্ষ্য ও পৃথগ্‌জন আছে, তাদের চর্যা

---

[১]। পঞ্চস্কন্ধ আহার প্রত্যয়ে স্থিত হয়, তাই 'আহারোৎপন্ন' বলে প্রদর্শন করা হয়েছে। (অর্থকথা)

[২]। কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান, এই চারটি উপাদান হতে কোনোটিই গ্রহণ না করে বিমুক্ত। (অর্থকথা)

বা আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তা সপ্রাজ্ঞ ভগবানই ব্যাখ্যা করুন।'

ভন্তে, সংক্ষিপ্তাকারে ভাষিত বিষয়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে আমি এরূপই জানি।"

"সাধু সাধু সারিপুত্র, 'এটা ভূত বা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'এটা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে পঞ্চস্কন্ধের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে (পঞ্চস্কন্ধকে) যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে আহারোৎপন্নের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে নিরোধধর্মের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়। সারিপুত্র, এভাবেই শৈক্ষ্য হয়।

সারিপুত্র, কিভাবে সঙ্খ্যাতধর্মী হয়? 'এটা ভূত বা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'এটা পঞ্চস্কন্ধ' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে পঞ্চস্কন্ধের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত হয়। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে (পঞ্চস্কন্ধকে) যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'এটা আহারোৎপন্ন' বলে যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে আহারোৎপন্নের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত হয়। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দর্শন করে। 'আহার নিরোধে যে পঞ্চস্কন্ধ নিরোধধর্মী' এটা যথাভূতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখে নিরোধধর্মের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধে অনুপাদা-বিমুক্ত হয়। এভাবেই সঙ্খ্যাতধর্মী হয়। সারিপুত্র, তাই পারায়ণ বর্গে অজিত মানব প্রশ্নে এরূপ বলা হয়েছে :

'এই শাসনে যেসব সঙ্খ্যাতধর্মী, শৈক্ষ্য ও পৃথগ্জন আছে, তাদের চর্যা বা আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, তা সপ্রাজ্ঞ ভগবানই ব্যাখ্যা করুন।'

সারিপুত্র, সংক্ষিপ্তাকারে ভাষিত এই বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ এরূপই দ্রষ্টব্য।" প্রথম সূত্র।

২. কলার সূত্র

৩২. (ভগবান) শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন।

সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, মোলিয়ফাল্গুন ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে গেছেন। তিনি নিশ্চয়ই এই ধর্ম-বিনয়ে বিশ্বাস স্থাপন (মার্গফল লাভ) করতে পারেননি। আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি এই ধর্ম-বিনয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন?'

'বন্ধু, এ নিয়ে আমি সন্দেহ করি না।'

'বন্ধু, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে?'[১]

'বন্ধু, তা নিয়েও আমি সন্দেহ করি না।'

অতঃপর কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ঠ কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র প্রত্যভিজ্ঞার (অর্হত্ত্ব) বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি।"

অনন্তর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করে বললেন, "হে ভিক্ষু, এসো, তুমি আমার কথামত সারিপুত্রকে ডেকে আন, 'বন্ধু সারিপুত্র, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন।'"

"'হ্যাঁ, ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন।'"

'হ্যাঁ, বন্ধু,' বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র সেই ভিক্ষুকে সম্মতি দিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে ভগবান বললেন, "হে সারিপুত্র, সত্যই কি তুমি প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছ যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি?'"

'ভন্তে, আমি এই পদে, এই ব্যঞ্জনে এই অর্থ (অর্হত্ত্ব বা প্রত্যভিজ্ঞা) ব্যক্ত করিনি।'

---

[১]। এই বাক্যের দ্বারা কলারক্ষত্রিয় স্থবির সারিপুত্র স্থবিরকে প্রশ্ন করছেন, 'তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধি উদ্ঘাতিত হয়েছে, নাকি হয়নি?' এভাবে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন। (অর্থকথা)

'সারিপুত্র, কুলপুত্র যে পর্যায়েই প্রত্যভিজ্ঞা প্রকাশ করুক না কেন, সেই প্রকাশিত বিষয় (প্রত্যভিজ্ঞা) ব্যক্ত হয়েছে বলেই দেখা উচিত।'

"ভন্তে, নিশ্চিতরূপে আমি এরূপ বলছি যে 'এই পদ-ব্যঞ্জনে এরূপ অর্থ ব্যক্ত করিনি।'"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, কিরূপ জেনে ও দেখে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ে প্রকাশ কর যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি।' সারিপুত্র, এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, কিরূপ জেনে ও দেখে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ে প্রকাশ কর যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি?' ভন্তে, আমাকে এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপে উত্তর দেব—'বন্ধু, যেই নিদানে (কারণে) জন্ম হয়, সেই নিদানের ক্ষয়ে (জন্ম) ক্ষীণ হওয়ায় ক্ষীণ হয়েছে বলে আমি জানি। ক্ষীণ হয়েছে বলে জ্ঞাত হয়ে (বলি)—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, জন্ম কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, জন্ম কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'বন্ধু, জন্ম ভব-নিদান, ভব-সমুদয়, ভব-উদ্ভব, ভব-প্রভব।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, ভব কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, ভব কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'বন্ধু, ভব উপাদান-নিদান, উপাদান-সমুদয়, উপাদান-উদ্ভব, উপাদান-প্রভব।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, উপাদান কিসের নিদান... সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, তৃষ্ণা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, তৃষ্ণা কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব?' এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'বন্ধু, তৃষ্ণা বেদনা-নিদান, বেদনা-সমুদয়, বেদনা-উদ্ভব, বেদনা-প্রভব।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, কিভাবে জানলে ও দেখলে বেদনাগুলোর প্রতি যে নন্দি বা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তা উৎপন্ন হয় না?' এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, কিভাবে জানলে ও দেখলে বেদনাগুলোর প্রতি যে নন্দি বা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তা উৎপন্ন হয় না?' এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'বন্ধু, বেদনা তিন প্রকার। তিন প্রকার কী কী? সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা। বন্ধু, এই তিন প্রকার বেদনা অনিত্য। যা অনিত্য তা 'দুঃখ' বলে বিদিত, বেদনাগুলোর প্রতি যে নন্দি বা আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তা উৎপন্ন হয় না।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সাধু সাধু সারিপুত্র, এর অর্থ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যার জন্য এটাই পর্যায়—'যা কিছু বেদয়িত বা অনুভূত হয়, তা দুঃখে পরিণত হয়।'"

"সারিপুত্র, যদি তোমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, তোমার দ্বারা কোন বিমোক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা বিবৃত হয়েছে যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি?' সারিপুত্র, এভাবে প্রশ্ন করলে তুমি কিভাবে উত্তর দেবে?"

"ভন্তে, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'বন্ধু সারিপুত্র, তোমার দ্বারা কোন বিমোক্ষে প্রত্যভিজ্ঞা বিবৃত হয়েছে যে 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে জানি?' ভন্তে, এরূপ প্রশ্ন করলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'বন্ধু, অধ্যাত্ম বিমোক্ষে সকল উপাদান[১] ক্ষয় করে আমি তদ্রুপভাবে স্মৃতিমান হয়ে

---

[১]। উপাদান চার প্রকার—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-

অবস্থান করি যেরূপ স্মৃতিসহকারে অবস্থান করলে আসবগুলো অনুস্রাবিত হয় না, নিজেকে অবজ্ঞা করা হয় না।' ভন্তে, এভাবে প্রশ্ন করলে আমি এরূপই উত্তর দেব।"

"সাধু সাধু সারিপুত্র, এর অর্থ সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যার জন্য এটাও পর্যায়—'যেসব আসব শ্রমণের দ্বারা (বুদ্ধ কর্তৃক) ব্যক্ত হয়েছে, সেসব আসবে আমি সংশয় উৎপন্ন করি না; সেই আসবগুলো যে আমার প্রহীন হয়েছে, তাতেও আমি সন্দেহ করি না।" ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের প্রস্থানের পর পরই ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, "বন্ধুগণ, ভগবান যখন আমাকে পূর্বে অজ্ঞাত প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আমার মন্থরভাব ছিল। আর ভগবান যখন প্রথম প্রশ্ন অনুমোদন করেছিলেন, তখন আমার এরূপ মনে হয়েছিল—যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সারা দিনও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে সারা দিনই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সারা রাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে সারা রাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে দুই দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে দুই দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে তিন দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে তিন দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে চার দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে চার দিবারাত্রিই এই

উপাদান।

বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে পাঁচ দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে পাঁচ দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ছয় দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে ছয় দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম। যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সাত দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে সাত দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম।

অতঃপর কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কলারক্ষত্রিয় ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র সীংহনাদে বললেন যে, বন্ধুগণ, ভগবান যখন আমাকে পূর্বে অজ্ঞাত প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন আমার মন্থরভাব ছিল। আর ভগবান যখন প্রথম প্রশ্ন অনুমোদন করেছিলেন, তখন আমার এরূপ মনে হয়েছিল—যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সারা দিনও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে সারা দিনই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম; যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সারা রাত্রি... দিবারাত্রি... দুই দিবারাত্রি... তিন দিবারাত্রি... চার দিবারাত্রি... পাঁচ দিবারাত্রি... ছয় দিবারাত্রি... যদি ভগবান এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে সাত দিবারাত্রিও প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ভগবানের কাছে সাত দিবারাত্রিই এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারতাম।"

"হে ভিক্ষু, সারিপুত্রের ধর্মধাতু[১] উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়েছে, সেই ধর্মধাতু উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়ায় আমি তাঁকে সারা দিন এই

---

[১]। প্রত্যয়াকারের (প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির) উন্মুক্তভাব দর্শনে সমর্থ শ্রাবকপারমী-জ্ঞান। শ্রাবকগণের শ্রাবকপারমী-জ্ঞান সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের গতিক বা সদৃশ হয়। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ধর্মগুলো যেমন বুদ্ধগণের সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানে প্রকটিত হয়, তেমনি সারিপুত্র স্থবিরের শ্রাবকপারমী-জ্ঞানও সব গোচরধর্ম শ্রাবকজ্ঞানে জ্ঞাত হয়। (অর্থকথা)

(প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে সারা দিন এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে সারা রাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে সারা রাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে দুই দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে দুই দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে তিন দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে তিন দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে চার দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে চার দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে পাঁচ দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে পাঁচ দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে ছয় দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে ছয় দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি সারিপুত্রকে সাত দিবারাত্রি এই (প্রতীত্যসমুৎপাদ) বিষয়ে পারস্পরিক পদে, পারস্পরিক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেও সে সাত দিবারাত্রি এই বিষয়ে পারস্পরিক পদে ও পারস্পরিক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. জ্ঞানবস্তু সূত্র

৩৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞানবস্তু বিষয়ে দেশনা করব, তোমরা তা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'ভন্তে, তাই হোক' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভগবান বললেন :

'ভিক্ষুগণ, চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞানবস্তু কী কী? জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান, জরা-মৃত্যু-সমুদয়ে জ্ঞান, জরা-মৃত্যু-নিরোধে জ্ঞান, জরা-মৃত্যুনিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান, জন্ম-সমুদয়ে জ্ঞান, জন্ম-নিরোধে জ্ঞান, জন্ম-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। ভব সম্বন্ধে জ্ঞান, ভব-সমুদয়ে জ্ঞান, ভব-নিরোধে জ্ঞান, ভব-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান, উপাদান-সমুদয়ে জ্ঞান, উপাদান-নিরোধে জ্ঞান, উপাদান-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। তৃষ্ণা সম্বন্ধে জ্ঞান, তৃষ্ণা-সমুদয়ে জ্ঞান, তৃষ্ণা-নিরোধে জ্ঞান, তৃষ্ণা-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। বেদনা সম্বন্ধে জ্ঞান, বেদনা-সমুদয়ে জ্ঞান, বেদনা-নিরোধে জ্ঞান, বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। স্পর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান... ষড়ায়তন সম্বন্ধে জ্ঞান... নামরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান... বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান... সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান, সংস্কার-সমুদয়ে জ্ঞান, সংস্কার-নিরোধে জ্ঞান, সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্বন্ধে জ্ঞান। ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞানবস্তু।

ভিক্ষুগণ, জরা-মৃত্যু কী? ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, পক্বকেশতা, লোলচর্মতা, আয়ুহীনতা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর পরিপক্বতা (কার্যক্ষমতা হ্রাস)—একেই জরা বলে। সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বাবস্থা (বা দেহ) থেকে যে চ্যুতি, পতন, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, কলেবর নিক্ষেপ বা দেহত্যাগ—একেই মৃত্যু বলে। এরূপে এটি জরা, এটি মরণ। ভিক্ষুগণ, একেই জরা-মৃত্যু বলে।

জন্ম-সমুদয়ে জরা-মৃত্যু সমুদয় হয়, জন্ম-নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরা-মৃত্যু-নিরোধগামী প্রতিপদা; যথা : সম্যক দৃষ্টি... ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এভাবে জরা-মৃত্যু সম্বন্ধে জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; এটিই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান। সে এই অকালিক ধর্ম (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) দর্শন করে, (প্রজ্ঞা দ্বারা) জ্ঞাত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) প্রবিষ্ট হয়ে অতীত, অনাগত বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—

অতীতে যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু অভিজ্ঞাত হয়েছিল, জরা-মৃত্যুর সমুদয় অভিজ্ঞাত হয়েছিল, জরা-মৃত্যুর নিরোধ অভিজ্ঞাত হয়েছিল, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা অভিজ্ঞাত হয়েছিল, তারা সবাই এভাবেই অভিজ্ঞাত হয়েছিল, যেভাবে আমি (চারি আর্যসত্যবশে) অভিজ্ঞাত হয়েছি।

ভবিষ্যতে যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু অভিজ্ঞাত হবে, জরা-

মৃত্যুর সমুদয় অভিজ্ঞাত হবে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ অভিজ্ঞাত হবে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা অভিজ্ঞাত হবে, তারা সবাই এভাবেই অভিজ্ঞাত হবে, যেভাবে আমি (চারি আর্যসত্যবশে) অভিজ্ঞাত হয়েছি। এটি অন্বয় সম্বন্ধে জ্ঞান।[১]

ভিক্ষুগণ, ধর্মে জ্ঞান ও অন্বয়ে জ্ঞান, এই দ্বিবিধ জ্ঞান যখন আর্যশ্রাবকের পরিশুদ্ধ ও নির্মল হয়, তখন তাকে বলা হয়—দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়) সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত।

ভিক্ষুগণ, জন্ম কী?... ভব কী?... উপাদান কী?... তৃষ্ণা কী?... বেদনা কী?... স্পর্শ কী?... ষড়ায়তন কী?... নামরূপ কী?... বিজ্ঞান কী?... সংস্কার কী? সংস্কার তিন প্রকার—কায়সংস্কার, বাক্‌সংস্কার, চিত্তসংস্কার। ভিক্ষুগণ, এগুলোকে সংস্কার বলে।

অবিদ্যা সমুদয়ে সংস্কার সমুদয় হয়, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদা; যথা : সম্যক দৃষ্টি... ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এভাবে সংস্কার সম্বন্ধে জানে, সংস্কারের সমুদয় জানে, সংস্কারের নিরোধ জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা জানে; এটিই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান। সে এই অকালিক ধর্ম (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) দর্শন করে, (প্রজ্ঞা দ্বারা) জ্ঞাত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, (তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়) প্রবিষ্ট হয়ে অতীত, অনাগত বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—

অতীতে যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সংস্কার অভিজ্ঞাত হয়েছিল, সংস্কারের সমুদয় অভিজ্ঞাত হয়েছিল, সংস্কারের নিরোধ অভিজ্ঞাত হয়েছিল, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা অভিজ্ঞাত হয়েছিল, তারা সবাই এভাবেই অভিজ্ঞাত হয়েছিল, যেভাবে আমি (চারি আর্যসত্যবশে) অভিজ্ঞাত হয়েছি।

ভবিষ্যতে যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ সংস্কার অভিজ্ঞাত হবে, সংস্কারের সমুদয় অভিজ্ঞাত হবে, সংস্কারের নিরোধ অভিজ্ঞাত হবে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা অভিজ্ঞাত হবে, তারা সবাই এভাবেই অভিজ্ঞাত হবে, যেভাবে আমি (চারি আর্যসত্যবশে) অভিজ্ঞাত হয়েছি। এটি অন্বয় সম্বন্ধে

---

[১]। অন্বয়ে জ্ঞান—অনুযোগে জ্ঞান, ধর্মজ্ঞানের অনুগমনে জ্ঞান, প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান। (অর্থকথা)

জ্ঞান।

ভিক্ষুগণ, ধর্মে জ্ঞান ও অন্বয়ে জ্ঞান, এই দ্বিবিধ জ্ঞান যখন আর্যশ্রাবকের পরিশুদ্ধ ও নির্মল হয়, তখন তাকে বলা হয়—দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়) সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত।' তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় জ্ঞানবস্তু সূত্র

৩৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবস্তু বিষয়ে দেশনা করব, তোমরা তা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'ভন্তে, তা-ই হোক' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভগবান বললেন :

"ভিক্ষুগণ, সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবস্তু কী কী? 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; 'অতীতে জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; 'অভিষ্যতে জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; যা ধর্মস্থিতিজ্ঞান তা-ই ক্ষয়ধর্মী-ব্যায়ধর্মী-বিরাগধর্মী-নিরোধধর্মীজ্ঞান।

'ভবের কারণে জন্ম' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'উপাদানের কারণে ভব' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'তৃষ্ণার কারণে উপাদান' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'বেদনার কারণে তৃষ্ণা' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'স্পর্শের কারণে বেদনা' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'নামরূপের কারণে ষড়ায়তন' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ' সম্বন্ধে জ্ঞান... 'সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জ্ঞান...; 'অবিদ্যার কারণে সংস্কার' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; 'অতীতে অবিদ্যার কারণে সংস্কার' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; 'অভিষ্যতে অবিদ্যার কারণে সংস্কার' সম্বন্ধে জ্ঞান, 'অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার থাকে না' সম্বন্ধে জ্ঞান; যা ধর্মস্থিতিজ্ঞান তা-ই ক্ষয়ধর্মী-ব্যায়ধর্মী-বিরাগধর্মী-নিরোধধর্মীজ্ঞান। ভিক্ষুগণ, এগুলোকেই সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানবস্তু বলে।" চতুর্থ সূত্র।

৫. অবিদ্যা-প্রত্যয় সূত্র

৩৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।' ভগবান এরূপ বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "'ভন্তে, জরা-মৃত্যু কী, জরা-মৃত্যু কার?' ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি'; যেই ভিক্ষু 'জরা-মৃত্যু কী, জরা-মৃত্যু কার?' বলে এবং 'জরা-মৃত্যু অন্য, জরা-মৃত্যু অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষু, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু।'

'ভন্তে, জন্ম কী, জন্ম কার?' ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি'; যেই ভিক্ষু 'জন্ম কী, জন্ম কার?' বলে এবং 'জন্ম অন্য, জন্ম অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষু, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'ভব-প্রত্যয়ে জন্ম।'

'ভন্তে, ভব কী, ভব কার?' ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি'; যেই ভিক্ষু 'ভব কী, ভব কার?' বলে এবং 'ভব অন্য, ভব অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষু, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'উপাদানের প্রত্যয়ে ভব।'... তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা... স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা... ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ... নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন... বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ... সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান।'

'ভন্তে, সংস্কার কী, সংস্কার কার?' ভগবান বললেন, 'প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গত হয়নি'; যেই ভিক্ষু 'সংস্কার কী, সংস্কার কার?' বলে এবং 'সংস্কার অন্য, সংস্কার অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষু, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার।'

হে ভিক্ষু, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত[১] মিথ্যাদৃষ্টি—'জরা-মৃত্যু কী, জরা-মৃত্যু কার?', 'জরা-মৃত্যু অন্য, জরা-মৃত্যু অন্যের', 'যেই জীব সেই শরীর', 'অন্য জীব, অন্য শরীর'; এসব প্রহীন হয়, মূল উচ্ছিন্ন হয়, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষ সদৃশ উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়ে অনুৎপন্নধর্মী হয়।

ভিক্ষু, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত মিথ্যাদৃষ্টি—'জন্ম কী, জন্ম কার?', 'জন্ম অন্য, জন্ম অন্যের', 'যেই জীব সেই শরীর', 'অন্য জীব, অন্য শরীর'; এসব প্রহীন হয়, মূল উচ্ছিন্ন হয়, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষসদৃশ উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়ে অনুৎপন্নধর্মী হয়।

ভিক্ষু, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত মিথ্যাদৃষ্টি—'ভব কী... উপাদান কী... তৃষ্ণা কী... বেদনা কী... স্পর্শ কী...ষড়ায়তন কী... নামরূপ কী... বিজ্ঞান কী...।

ভিক্ষু, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত মিথ্যাদৃষ্টি—'সংস্কার কী, সংস্কার কার?', 'সংস্কার অন্য, সংস্কার অন্যের', 'যেই জীব সেই শরীর', 'অন্য জীব, অন্য শরীর'; এসব প্রহীন হয়, মূল উচ্ছিন্ন হয়, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষসদৃশ উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়ে অনুৎপন্নধর্মী হয়।" পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় অবিদ্যা-প্রত্যয় সূত্র

৩৬. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে 'জরা-মৃত্যু কী, জরা-মৃত্যু কার?' বলে এবং 'জরা-মৃত্যু অন্য, জরা-মৃত্যু অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষুগণ, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু।'

ভিক্ষুগণ, যে 'জন্ম কী... ভব কী...উপাদান কী... তৃষ্ণা কী... বেদনা

---

[১]। কখনো উচ্ছেদদৃষ্টি কখনো শাশ্বতদৃষ্টি গ্রহণ করে বিরূপভাবে স্ফন্দিত হওয়া। (অর্থকথা)

কী... স্পর্শ কী...ষড়ায়তন কী... নামরূপ কী... বিজ্ঞান কী... 'সংস্কার কী, সংস্কার কার?' বলে এবং 'সংস্কার অন্য, সংস্কার অন্যের' বলে, এই উভয় বাক্যই একার্থ, ব্যঞ্জনে নানার্থ। 'যেই জীব সেই শরীর' এই দৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। 'অন্য জীব, অন্য শরীর' এই দৃষ্টি থাকলেও ব্রহ্মচর্যবাস হয় না। ভিক্ষুগণ, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার।'

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত মিথ্যাদৃষ্টি—'জরা-মৃত্যু কী, জরা-মৃত্যু কার?', 'জরা-মৃত্যু অন্য, জরা-মৃত্যু অন্যের', 'যেই জীব সেই শরীর', 'অন্য জীব, অন্য শরীর'; এসব প্রহীন হয়, মূল উচ্ছিন্ন হয়, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষসদৃশ উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়ে অনুৎপন্নধর্মী হয়।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সেসব অভ্যাসগত, কদাচিৎ বিস্ফন্দিত মিথ্যাদৃষ্টি—'জন্ম কী... ভব কী... উপাদান কী... তৃষ্ণা কী... বেদনা কী... স্পর্শ কী...ষড়ায়তন কী... নামরূপ কী... বিজ্ঞান কী... 'সংস্কার কী, সংস্কার কার?', 'সংস্কার অন্য, সংস্কার অন্যের', 'যেই জীব সেই শরীর', 'অন্য জীব, অন্য শরীর'; এসব প্রহীন হয়, মূল উচ্ছিন্ন হয়, মস্তকছিন্ন তালবৃক্ষসদৃশ উৎপাদিকা শক্তি রহিত হয়ে অনুৎপন্নধর্মী হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তোমাদের না সূত্র

৩৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, এই দেহ তোমাদের নয়, অন্যেরও নয়। এই দেহ পুরাতন কর্মের প্রভাবে অভিসঙ্খ্যাত (সৃষ্ট), কৃত ও বেদনীয় বলে দেখা উচিত।

ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করেন—'এভাবে এটি থাকলে এটি হয়, এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়; এটি না থাকলে এটি হয় না, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়; যেমন—অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।" সপ্তম সূত্র।

৮. চেতনা সূত্র

৩৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি। 'হে ভিক্ষুগণ, যেই চেতনা চিন্তা করে[১], যেই কল্পনা পরিকল্পনা করে[২], যেই অনুশয় সুপ্ত থাকে, তা কর্মবিজ্ঞানের স্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মের উৎপত্তি বিদ্যমান থাকলে জন্ম, জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে ও (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে শুধু অনুশয় সুপ্ত থাকলেও তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মের উৎপত্তি বিদ্যমান থাকলে জন্ম, জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যখন (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে, (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে এবং অনুশয় সুপ্ত না থাকলে তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয় না। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান না থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয় না। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে, বর্ধিত না হলে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মেরও উৎপত্তি হয় না। ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মের উৎপত্তি বিদ্যমান না থাকলে জন্ম, জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় চেতনা সূত্র

৩৯. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, যেই চেতনা চিন্তা করে, যেই কল্পনা পরিকল্পনা করে, যেই অনুশয় সুপ্ত থাকে, তা কর্মবিজ্ঞানের স্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে নামরূপের সৃষ্টি হয়। নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের

---

[১]। ত্রিভূমিক কুশলাকুশল চেতনা দ্বারা চিন্তা করা। (অর্থকথা)

[২]। অষ্টবিধ লোভসহগত চিত্তে তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায় পরিকল্পনা করা। (অর্থকথা)

প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে ও (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে শুধু অনুশয় সুপ্ত থাকলেও তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে নামরূপেরও সৃষ্টি হয়। নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যখন (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে, (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে এবং অনুশয় সুপ্ত না থাকলে তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয় না। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান না থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয় না। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে, বর্ধিত না হলে নামরূপেরও সৃষ্টি হয় না। নামরূপের নিরোধ হলে ষড়ায়তন নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় চেতনা সূত্র

৪০. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, যেই চেতনা চিন্তা করে, যেই কল্পনা পরিকল্পনা করে, যেই অনুশয় সুপ্ত থাকে, তা কর্মবিজ্ঞানের স্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে নতি[১] বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা থাকলে আগতিতে (পুনর্জন্মে) গতি হয়। আগতি-গতির বিদ্যমানে চ্যুতি-উৎপত্তি হয়। চ্যুতি-উৎপত্তি থাকলে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে ও (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে শুধু অনুশয় সুপ্ত থাকলেও তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয়। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলে, বর্ধিত হলে নতি বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা থাকলে আগতিতে (পুনর্জন্মে) গতি হয়। আগতি-গতির বিদ্যমানে চ্যুতি-

---

[১]। এখানে নতি (অবনমন) বলতে 'তৃষ্ণা'। তৃষ্ণা আনন্দজনক রূপাদিতে অবনমিত হয় বলে তাকে 'নতি' বলা হয়েছে। (অর্থকথা)

উৎপত্তি হয়। চ্যুতি-উৎপত্তি থাকলে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যখন (ত্রিভূমিক চেতনা দ্বারা) চিন্তা না করে, (তৃষ্ণাদৃষ্টিগত কল্পনায়) কল্পনা না করে এবং অনুশয় সুপ্ত না থাকলে তা বিজ্ঞানস্থিতির জন্য আলম্বন হয় না। আলম্বন (প্রত্যয়) বিদ্যমান না থাকলে কর্মবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হয় না। কর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত না হলে, বর্ধিত না হলে নতি বা তৃষ্ণাও উৎপন্ন হয় না। তৃষ্ণা না থাকলে আগতিতে (পুনর্জন্মে) গতি হয় না। আগতি-গতির অবিদ্যমানে চ্যুতি-উৎপত্তি হয় না। চ্যুতি-উৎপত্তি না থাকলে ভবিষ্যতে জন্ম-জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' দশম সূত্র।

কলারক্ষত্রিয় বর্গ চতুর্থ।

স্মারক-গাথা :

ভূত, কলারক্ষত্রিয় আর জ্ঞানবস্তুদ্বয়,
দুই অবিদ্যা-প্রত্যয়, তুমি না, চেতনাত্রয়।

৫. গৃহপতি বর্গ

১. পঞ্চ বৈরিতা-ভয় সূত্র

৪১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

"হে গৃহপতি, যখন আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়, চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়, আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়, তখন সে ইচ্ছা করলে নিজেই নিজেকে বলতে পারে—'আমার নিরয় ক্ষীণ হয়েছে, তির্যকযোনি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতবিষয় ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে; আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

কোন পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়? গৃহপতি, যেই প্রাণিহত্যাকারী প্রাণিহত্যার কারণে ইহজীবনে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, পরলোকে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, চৈতসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুভব করে; প্রাণিহত্যা হতে

প্রতিবিরত ব্যক্তির এরূপ ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

গৃহপতি, যেই চুরিকর্মকারী চুরিকর্মের কারণে ইহজীবনে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, পরলোকে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, চৈতসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুভব করে; চুরিকর্ম হতে প্রতিবিরত ব্যক্তির এরূপ ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

গৃহপতি, যেই মিথ্যাকামাচারকারী মিথ্যাকামাচারের কারণে ইহজীবনে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, পরলোকে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, চৈতসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুভব করে; মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তির এরূপ ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

গৃহপতি, যেই মিথ্যা ভাষণকারী মিথ্যা কথা বলার কারণে ইহজীবনে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, পরলোকে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, চৈতসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুভব করে; মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তির এরূপ ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

গৃহপতি, যেই সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনকারী সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে ইহজীবনে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, পরলোকে ভয়-বৈরিতার জন্ম দেয়, চৈতসিক দুঃখ, দৌর্মনস্য অনুভব করে; সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত ব্যক্তির এরূপ ভয়-বৈরিতার উপশম হয়। এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

কোন চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়? গৃহপতি, এ জগতে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি অবিচল প্রসাদসম্পন্ন হয়—'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।'

ধর্মের প্রতি অবিচল প্রসাদসম্পন্ন হয়—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

সংঘের প্রতিও অবিচল প্রসাদসম্পন্ন হয়—'ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণপথে প্রতিপন্ন, সমীচিনপথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্যপুদ্গল, ভগবানের এই শ্রাবকসংঘ চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণারযোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।'

সে আর্যপ্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে

উপনীতকারী, বিজ্ঞকর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হয়।' এই চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত (বা সমৃদ্ধ) হয়।

কোন আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়? গৃহপতি, এ জগতে আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিতে উত্তমরূপে মনোযোগ দেয়—'এটি থাকলে এটি হয়, এটি না থাকলে এটি হয় না; এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়। যেমন : অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারনিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। এই আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়।

গৃহপতি, যখন আর্যশ্রাবকের এই পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়, চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়, আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়, তখন সে ইচ্ছা করলে নিজেই নিজেকে বলতে পারে—'আমার নিরয় ক্ষীণ হয়েছে, তির্যকযোনি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতবিষয় ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে; আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় পঞ্চ বৈরিতা-ভয় সূত্র

৪২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়, চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়, আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়, তখন সে ইচ্ছা করলে নিজেই নিজেকে বলতে পারে—'আমার নিরয় ক্ষীণ হয়েছে, তির্যকযোনি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতবিষয় ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে; আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

কোন পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়? ভিক্ষুগণ, যেই প্রাণিহত্যাকারী... যেই চুরিকর্মকারী... যেই মিথ্যাকামাচারকারী... যেই মিথ্যা ভাষণকারী... যেই সুরাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনকারী... এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈরিতার উপশম হয়।

কোন চার প্রকার স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি... ধর্মের প্রতি... সংঘের প্রতি... সে আর্যপ্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞকর্তৃক

প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হয়।' এই চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত (বা সমৃদ্ধ) হয়।

কোন আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়? ভিক্ষুগণ, এ জগতে আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিতে উত্তমরূপে মনোযোগ দেয়... এই আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের এই পঞ্চ ভয়-বৈরিতা উপশম হয়, চারটি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সমন্নাগত হয়, আর্যনীতি প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট ও উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ (বা উপলব্ধ) হয়, তখন সে ইচ্ছা করলে নিজেই নিজেকে বলতে পারে—'আমার নিরয় ক্ষীণ হয়েছে, তির্যকযোনি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেতবিষয় ক্ষীণ হয়েছে, অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে; আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।''' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. দুঃখ সূত্র

৪৩. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি দুঃখের সমুদয় ও দুঃখের অস্তগমন বা ধ্বংস সম্বন্ধে দেশনা করব। তা তোমরা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'ভিক্ষুগণ, দুঃখের সমুদয় কী? চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ, এটিই দুঃখের সমুদয়।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... ঘ্রাণ ও গন্ধ প্রত্যয়ে... জিহ্বা ও রসের প্রত্যয়ে... কায় ও স্প্রষ্টব্যের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ, এটিই দুঃখের সমুদয়।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের অস্তগমন কী? চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধ হলে জন্ম নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধ হলে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

ভিক্ষুগণ, এটিই দুঃখের অস্তগমন।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... ঘ্রাণ ও গন্ধ প্রত্যয়ে... জিহ্বা ও রসের প্রত্যয়ে... কায় ও স্প্রষ্টব্যের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধ হলে জন্ম নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধ হলে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এটিই দুঃখের অস্তগমন।' তৃতীয় সূত্র।

৪. লোক সূত্র

৪৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি লোক বা জগতের সমুদয় ও বিলয় সম্বন্ধে দেশনা করব। তা তোমরা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, লোকের সমুদয় কী? চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এটিই লোকের সমুদয়।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... ঘ্রাণ ও গন্ধ প্রত্যয়ে... জিহ্বা ও রসের প্রত্যয়ে... কায় ও স্প্রষ্টব্যের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা... জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এটিই লোকের সমুদয়।

ভিক্ষুগণ, লোকের বিলয় কী? চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এটিই লোকের বিলয়।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়... ঘ্রাণ ও গন্ধ প্রত্যয়ে... জিহ্বা ও রসের প্রত্যয়ে... কায় ও স্প্রষ্টব্যের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে

মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, এটিই লোকের বিলয়।' চতুর্থ সূত্র।

৫. জ্ঞাতিক সূত্র

৪৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান জ্ঞাতিকে[১] অবস্থান করছিলেন গিঞ্জকাবসথে[২]। অতঃপর ভগবান নির্জনতা হতে উঠে এই ধর্মপর্যায় ভাষণ করলেন :

'চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে... ঘ্রাণ ও গন্ধ প্রত্যয়ে... জিহ্বা ও রসের প্রত্যয়ে... কায় ও স্প্রষ্টব্যের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

চক্ষু ও রূপের প্রত্যয়ে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

শ্রোত্র ও শব্দের প্রত্যয়ে... মন ও ধর্মের প্রত্যয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই তিনটির সঙ্গতি বা মিলনেই স্পর্শ হয়। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধ হলে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু ভগবানের দেশনার শ্রবণসীমার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে তাঁর দেশনার শ্রবণসীমার মধ্যে স্থিত দেখে বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করেছ কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে।'

---

[১]। দুই জ্ঞাতিকুলের (পিতৃ-মাতৃকুল) গ্রামে। (অর্থকথা)

[২]। ইট দিয়ে বানানো মহাপ্রাসাদ। (অর্থকথা)

'ভিক্ষু, তুমি এই ধর্মপর্যায় শিক্ষা কর, আয়ত্ত কর, ধারণ কর। এই ধর্মপর্যায় অর্থপূর্ণ ও আদিব্রহ্মচারী।' পঞ্চম সূত্র।

৬. জনৈক ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৬. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্ভাষণ করলেন। সম্ভাষণসূচক আলাপ-আলোচনার পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন :

'প্রভু গৌতম, সে করে, সে ভোগ করে কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সে করে, সে ভোগ করে' এটি এক অন্ত।"

'প্রভু গৌতম, অন্যে করে, অন্যে ভোগ করে কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'অন্যে করে, অন্যে ভোগ করে' এটি দ্বিতীয় অন্ত। ব্রাহ্মণ, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যমপন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সয়স্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'"

এরূপ বলা হলে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'অতি মনোহর! অতি চমৎকার!... আমি প্রভু গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম ও ভিক্ষুসংঘের শরণও গ্রহণ করছি। প্রভু গৌতম, আজ থেকে আমাকে আজীবন ত্রিশরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. জাণুস্সোণি সূত্র

৪৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর জাণুস্সোণি ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্ভাষণ করলেন। সম্ভাষণসূচক আলাপ-আলোচনার পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন :

'প্রভু গৌতম, সব আছে কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব আছে' এটি একটি অন্ত।"

'প্রভু গৌতম, সব নেই কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব নেই' এটি দ্বিতীয় অন্ত। ব্রাহ্মণ, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে

সয়স্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'"

এরূপ বলা হলে জাণুস্সোণি ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি মনোহর! অতি চমৎকার!... আজ থেকে আমাকে আজীবন ত্রিশরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।' সপ্তম সূত্র।

৮. লোকায়তিক সূত্র

৪৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর লোকায়তিক ব্রাহ্মণ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্ভাষণ করলেন। সম্ভাষণসূচক আলাপ-আলোচনার পর একপাশে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন :

'প্রভু গৌতম, সব আছে কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব আছে' এটা প্রথম লোকায়ত[১]।"

'প্রভু গৌতম, সব নেই কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব নেই' এটা দ্বিতীয় লোকায়ত।

'প্রভু গৌতম, সব একাত্ম কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব একাত্ম' এটা তৃতীয় লোকায়ত।"

'প্রভু গৌতম, সব অসাদৃশ্য কী?'

"ব্রাহ্মণ, 'সব অসাদৃশ্য' এটা চতুর্থ লোকায়ত।"

"ব্রাহ্মণ, এই উভয় অন্তে উপগত না হয়ে তথাগত মধ্যম পন্থায় ধর্মদেশনা করেন—'অবিদ্যার প্রত্যয়ে সয়স্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'"

এরূপ বলা হলে লোকায়তিক ব্রাহ্মণ ভগবানকে বললেন, 'প্রভু গৌতম, অতি মনোহর! অতি চমৎকার!... আজ থেকে আমাকে আজীবন ত্রিশরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।' অষ্টম সূত্র।

---

[১]। লোকের আয়ত (ব্যাপ্ত), মূর্খ-পৃথগ্জনের আয়ত, মহৎ ও গম্ভীর হিসেবে বিবেচ্য বিষয় পরিত্ত (ক্ষুদ্র, সামান্য) হওয়া, দৃষ্টিগত হওয়া। (অর্থকথা)

৯. আর্যশ্রাবক সূত্র

৪৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এরূপ মনে হয় না—'কী থাকলে কী হয়, কিসের উৎপত্তিতে কী উৎপত্তি হয়? (কী থাকলে সংস্কার হয়, কী থাকলে বিজ্ঞান হয়)[১], কী থাকলে নামরূপ হয়, কী থাকলে ষড়ায়তন হয়, কী থাকলে স্পর্শ হয়, কী থাকলে বেদনা হয়, কী থাকলে তৃষ্ণা হয়, কী থাকলে উপাদান হয়, কী থাকলে ভব হয়, কী থাকলে জন্ম হয়, কী থাকলে জরা-মৃত্যু হয়?'"

"অতঃপর ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অপরপ্রত্যয়-জ্ঞান[২] জন্মে—'এটি থাকলে এটি হয়, এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়। (অবিদ্যা থাকলে সংস্কার হয়, সংস্কার থাকলে বিজ্ঞান হয়)[৩], বিজ্ঞান থাকলে নামরূপ হয়, নামরূপ থাকলে ষড়ায়তন হয়, ষড়ায়তন থাকলে স্পর্শ হয়, স্পর্শ থাকলে বেদনা হয়, বেদনা থাকলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা থাকলে উপাদান হয়, উপাদান থাকলে ভব হয়, ভব থাকলে জন্ম হয়, জন্ম থাকলে জরা-মৃত্যু হয়।' সে এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানে—'এই লোক এভাবে সমুদয় হয়।'"

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এরূপ মনে হয় না—'কী না থাকলে কী হয় না, কিসের নিরোধে কী নিরুদ্ধ হয়? (কী না থাকলে সংস্কার হয় না, কী না থাকলে বিজ্ঞান হয় না)[৪], কী না থাকলে নামরূপ হয় না, কী না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, কী না থাকলে স্পর্শ হয় না, কী না থাকলে বেদনা হয় না, কী না থাকলে তৃষ্ণা হয় না, কী না থাকলে উপাদান হয় না, কী না থাকলে ভব হয় না, কী না থাকলে জন্ম হয় না, কী না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না?'"

"অতঃপর ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অপরপ্রত্যয়-জ্ঞান জন্মে—'এটি না থাকলে এটি হয় না, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়। (অবিদ্যা না

---

[১]। বন্ধনীবদ্ধ বাক্য দুটি সব পুস্তকে দেখা যায় না, শুধু সিংহলী পুস্তকগুলোতে এবং অনন্তর সূত্রের টীকায় আলোচনা আছে।

[২]। অপরপ্রত্যয়-জ্ঞান—কারণের অভাবহেতু কার্যকারণ সম্বন্ধ না ঘটার জ্ঞান।

[৩]। বন্ধনীবদ্ধ বাক্য দুটি সব পুস্তকে দেখা যায় না, শুধু সিংহলী পুস্তকগুলোতে এবং অনন্তর সূত্রের টীকায় আলোচনা আছে।

[৪]। বন্ধনীবদ্ধ বাক্য দুটি সব পুস্তকে দেখা যায় না, শুধু সিংহলী পুস্তকগুলোতে এবং অনন্তর সূত্রের টীকায় আলোচনা আছে।

থাকলে সংস্কার হয় না, সংস্কার না থাকলে বিজ্ঞান হয় না)[১], বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপ হয় না, নামরূপ না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, ষড়ায়তন না থাকলে স্পর্শ হয় না, স্পর্শ না থাকলে বেদনা হয় না, বেদনা না থাকলে তৃষ্ণা হয় না, তৃষ্ণা না থাকলে উপাদান হয় না, উপাদান না থাকলে ভব হয় না, ভব না থাকলে জন্ম হয় না, জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না।' সে এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানে—'এই লোক এভাবে নিরুদ্ধ হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এভাবে লোকের সমুদয় ও বিলয় যথাভূতভাবে জানে, তখন এই আর্যশ্রাবককে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়) সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত। নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় আর্যশ্রাবক সূত্র

৫০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এরূপ মনে হয় না—'কী থাকলে কী হয়, কিসের উৎপত্তিতে কী উৎপত্তি হয়? কী থাকলে সংস্কার হয়, কী থাকলে বিজ্ঞান হয়, কী থাকলে নামরূপ হয়, কী থাকলে ষড়ায়তন হয়, কী থাকলে স্পর্শ হয়, কী থাকলে বেদনা হয়, কী থাকলে তৃষ্ণা হয়, কী থাকলে উপাদান হয়, কী থাকলে ভব হয়, কী থাকলে জন্ম হয়, কী থাকলে জরা-মৃত্যু হয়?'"

"অতঃপর ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অপরপ্রত্যয়-জ্ঞান জন্মে—'এটি থাকলে এটি হয়, এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা থাকলে সংস্কার হয়, সংস্কার থাকলে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান থাকলে নামরূপ হয়, নামরূপ থাকলে ষড়ায়তন হয়, ষড়ায়তন থাকলে স্পর্শ হয়, স্পর্শ থাকলে বেদনা হয়, বেদনা থাকলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা থাকলে উপাদান হয়, উপাদান থাকলে ভব হয়, ভব থাকলে জন্ম হয়, জন্ম থাকলে জরা-মৃত্যু হয়।' সে এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানে—'এই লোক এভাবে সমুদয় হয়।'"

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এরূপ মনে হয় না—'কী না থাকলে কী হয় না, কিসের নিরোধে কী নিরুদ্ধ হয়? কী না থাকলে সংস্কার হয় না, কী না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, কী না থাকলে নামরূপ হয় না, কী না থাকলে ষড়ায়তন হয় না, কী না থাকলে স্পর্শ হয় না, কী না থাকলে বেদনা

[১]। বন্ধনীবদ্ধ বাক্য দুটি সব পুস্তকে দেখা যায় না, শুধু সিংহলী পুস্তকগুলোতে এবং অনন্তর সূত্রের টীকায় আলোচনা আছে।

হয় না, কী না থাকলে তৃষ্ণা হয় না, কী না থাকলে উপাদান হয় না, কী না থাকলে ভব হয় না, কী না থাকলে জন্ম হয় না, কী না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না?'"

"অতঃপর ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অপরপ্রত্যয়-জ্ঞান জন্মে—'এটি না থাকলে এটি হয় না, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়। অবিদ্যা না থাকলে সংস্কার হয় না, সংস্কার না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপ হয় না, নামরূপ না থাকলে ষড়ায়তন হয় না... জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না।' সে এভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানে—'এই লোক এভাবে নিরুদ্ধ হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবক এভাবে লোকের সমুদয় ও বিলয় যথাভূতভাবে জানে, তখন এই আর্যশ্রাবককে বলা হয় দৃষ্টিসম্পন্ন (মার্গদৃষ্টিসম্পন্ন), দর্শনসম্পন্ন, এই সদ্ধর্মে আগত, এই সদ্ধর্মকে দেখে, শৈক্ষ্যজ্ঞানে (মার্গজ্ঞানে) সমন্বিত, শৈক্ষ্যবিদ্যায় (মার্গবিদ্যায়) সমন্নাগত, ধর্মস্রোতপ্রাপ্ত, আর্য-নির্বেধিকপ্রাজ্ঞ ও অমৃতদ্বার স্পর্শ করে স্থিত। দশম সূত্র।

গৃহপতি বর্গ পঞ্চম।

স্মারক-গাথা :

দ্বে পঞ্চ বৈরিতা-ভয়, দুঃখ, লোক, জ্ঞাতিক উক্ত,
জনৈক ব্রাহ্মণ, জাণুস্সোণি, লোকায়তিক অষ্টম;
দুই আর্যশ্রাবক ব্যক্ত, এসবে হয় বর্গ পরিগণিত।

৬. দুঃখ বর্গ

১. পরিবীমংসন সূত্র

৫১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ,' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে সাড়া দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'ভিক্ষুগণ, সর্বতোভাবে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য ভিক্ষু কী প্রকারে পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে?'

'ভন্তে, আমাদের ধর্ম ভগবানমূলক, ভগবান-নেতৃক (অর্থাৎ ভগবান ধর্মের নেতা বা উপদেষ্টা), ভগবান-প্রতিশরণ। এটাই উত্তম হয়, যদি এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ ভগবানই প্রতিভাত করেন। ভগবানের কাছ থেকে শুনে

ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, তাহলে শোন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে,' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

"ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে ভিক্ষু পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে—'এই যে বিভিন্ন প্রকার, নানাবিধ জরা-মৃত্যুদুঃখ জগতে উৎপন্ন হয়, এই দুঃখ কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? কী থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, কী না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না?' সে পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে এরূপে যথাযথভাবে জানে—'এই যে বিভিন্ন প্রকার, নানাবিধ জরা-মৃত্যুদুঃখ জগতে উৎপন্ন হয়, এই দুঃখ জন্ম-নিদান, জন্ম-সমুদয়, জন্ম-উদ্ভব, জন্ম-প্রভব। জন্ম থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যুও হয় না।'

সে জরা-মৃত্যু যথাযথভাবে জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় যথাযথভাবে জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ যথাযথভাবে জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধগামী প্রতিপদা যথাযথভাবে জানে; এভাবে প্রতিপন্ন ও অনুধর্মচারী[১] হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা হয়—সর্বতোভাবে সম্যকরূপে (জরা-মৃত্যুর) দুঃখক্ষয়ের জন্য ও জরা-মৃত্যু নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন।

অতঃপর পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে—'এই জন্ম কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? কী থাকলে জন্ম হয়, কী না থাকলে জন্ম হয় না?' সে পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে এরূপে যথাযথভাবে জানে—'জন্ম ভব-নিদান, ভব-সমুদয়, ভব-উদ্ভব, ভব-প্রভব; ভব থাকলে জন্ম হয়, ভব না থাকলে জন্মও হয় না।'

সে জন্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে, জন্মের সমুদয় যথাযথভাবে জানে, জন্মের নিরোধ যথাযথভাবে জানে, জন্মের নিরোধগামী প্রতিপদা যথাযথভাবে জানে; এভাবে প্রতিপন্ন ও অনুধর্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা হয়—সর্বতোভাবে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য ও জন্ম নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন।

অতঃপর পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে—'এই ভব কিসের নিদান... এই উপাদান কিসের নিদান... এই তৃষ্ণা কিসের নিদান... এই বেদনা কিসের নিদান... এই স্পর্শ কিসের নিদান... এই

---

[১]। নির্বাণধর্মে অনুগত হয়ে প্রতিপত্তিধর্ম আচরণ করা, পরিপূর্ণ করা। (অর্থকথা)

ষড়ায়তন কিসের নিদান... এই নামরূপ কিসের নিদান... এই বিজ্ঞান কিসের নিদান... এই সংস্কার কিসের নিদান, কিসের সমুদয়, কিসের উদ্ভব, কিসের প্রভব? কী থাকলে সংস্কার হয়, কী না থাকলে সংস্কার হয় না?' সে পূর্ণাঙ্গরূপে পরীক্ষাকালে এরূপে যথাযথভাবে জানে—'সংস্কার অবিদ্যা-নিদান, অবিদ্যা-সমুদয়, অবিদ্যা-উদ্ভব, অবিদ্যা-প্রভব; অবিদ্যা থাকলে সংস্কার হয়, অবিদ্যা না থাকলে সংস্কারও হয় না।'

সে সংস্কার সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানে, সংস্কারের সমুদয় যথাযথভাবে জানে, সংস্কারের নিরোধ যথাযথভাবে জানে, সংস্কারের নিরোধগামী প্রতিপদা যথাযথভাবে জানে; এভাবে প্রতিপন্ন ও অনুধর্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে বলা হয়—সর্বতোভাবে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য ও সংস্কার নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন।

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাগত (অবিদ্যাচ্ছন্ন) পুরুষ-পুদ্গল পুণ্য এবং সংস্কার সম্পন্ন করলে বিজ্ঞান পুণ্যোপগত হয়।[১] অপুণ্য এবং সংস্কার সম্পন্ন করলে বিজ্ঞান অপুণ্যোপগত হয়। আনেঞ্জা এবং সংস্কার সম্পন্ন করলে বিজ্ঞান আনেঞ্জোপগত হয়।[২] ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর অবিদ্যা (চারি আর্যসত্যে অজ্ঞান) প্রহীন হয়, বিদ্যা (অর্হত্ত্বমার্গ-জ্ঞান) উৎপন্ন হয়; সে অবিদ্যা-বিরাগে এবং বিদ্যা উৎপন্ন হওয়াতে পুণ্যাভিসংস্কার সম্পন্ন করে না, অপুণ্যাভিসংস্কার সম্পন্ন করে না এবং আনেঞ্জাসংস্কারও সম্পন্ন করে না। সংস্কার সম্পাদন না করে, চিন্তা বা মনন না করে জগতে কিছুই গ্রহণ করে না; গ্রহণ না করায় বিরক্ত (বা উৎপীড়িত) হয় না, বিরক্ত না হওয়ায় আপনাতেই পরিনিবৃত হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।

সে সুখবেদনা অনুভব করলে তাকে 'অনিত্য' বলে যথাযথভাবে জানে, 'অনজ্ঝোসিত (অসংযোজিত)'[৩] বলে যথাযথভাবে জানে, 'অনভিনন্দিত' বলে যথাযথভাবে জানে। দুঃখবেদনা অনুভব করলে তাকে 'অনিত্য' বলে

---

[১]। কর্মবিজ্ঞান পুণ্যকর্ম প্রভাবে এবং বিপাকবিজ্ঞান পুণ্যবিপাকের প্রভাবে উপগত ও সম্প্রযুক্ত হয়। (অর্থকথা)

[২]। কর্ম-আনেঞ্জা দ্বারা কর্মবিজ্ঞান ও বিপাক-আনেঞ্জা দ্বারা বিপাকবিজ্ঞান উপগত হয়। এখানে ত্রিবিধ কর্মাভিসংস্কার গৃহীত হয়ে দ্বাদশ পদিক প্রত্যায়াকারও গৃহীত হয়। (অর্থকথা)

[৩]। তৃষ্ণার দ্বারা গ্রাস হয়ে, সম্পাদিত হয়ে গৃহীত না হওয়া। (অর্থকথা)

যথাযথভাবে জানে, 'অনজ্ঝোসিত (অসংযোজিত)' বলে যথাযথভাবে জানে, 'অনভিনন্দিত' বলে যথাযথভাবে জানে। অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করলে তাকে 'অনিত্য' বলে যথাযথভাবে জানে, 'অনজ্ঝোসিত (অসংযোজিত)'[১] বলে যথাযথভাবে জানে, 'অনভিনন্দিত' বলে যথাযথভাবে জানে। সে সুখবেদনা অনুভব করলে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করে। দুঃখবেদনা অনুভব করলে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করে। অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করলে বিসংযুক্ত হয়ে অনুভব করে।

সে কায়ান্তিক[২] বেদনা অনুভবকালে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে যথাযথভাবে জানে, জীবনান্তিক[৩] বেদনা অনুভবকালে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে যথাযথভাবে জানে। সে মৃত্যুতে জীবনাবসানের পর ইহজন্মে বেদয়িত, অনভিনন্দিত সব বেদনা শান্ত হবে এবং দেহই (দেহধাতু) অবশিষ্ট থাকবে বলে যথাযথভাবে জানে।

ভিক্ষুগণ, যেমন পুরুষ কুম্ভকারের চুল্লি (তন্দুর বা ঢিপি) হতে উষ্ণকুম্ভ তুলে এনে সমতল স্থানে রাখে; কুম্ভিতে থাকা উষ্ণতা সেখানেই উপশম হয়ে যায় এবং কুম্ভ-ভাজনগুলো অবশিষ্ট থাকে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে ভিক্ষুও কায়ান্তিক বেদনা অনুভবকালে কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে যথাযথভাবে জানে, জীবনান্তিক বেদনা অনুভবকালে জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি বলে যথাযথভাবে জানে। সে মৃত্যুতে জীবনাবসানের পর ইহজন্মে বেদয়িত, অনভিনন্দিত সব বেদনা শান্ত হবে এবং দেহই (দেহধাতু) অবশিষ্ট থাকবে বলে যথাযথভাবে জানে।

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, ক্ষীণাসব ভিক্ষু কী পুণ্যাভিসংস্কার বা অপুণ্যাভিসংস্কার অথবা আনেঞ্জাসংস্কার সম্পাদন করতে পারে?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে সংস্কার না থাকলে, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান (প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান) কী প্রজ্ঞাপ্ত বা উপস্থিত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে বিজ্ঞান না থাকলে, বিজ্ঞান নিরোধ হলে নামরূপ কী প্রকাশিত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে নামরূপ না থাকলে, নামরূপ নিরোধ হলে ষড়ায়তন কী আবির্ভূত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে

---

[১]। তৃষ্ণার দ্বারা গ্রাস হয়ে, সম্পাদিত হয়ে গৃহীত না হওয়া। (অর্থকথা)

[২]। কায়পরিযন্তিক—দেহ-পরিচ্ছিন্ন, যাবৎ পঞ্চদ্বারকায় প্রবর্তিত হয় তাবৎ পঞ্চদ্বারিক বেদনাও প্রবর্তিত হয়। (অর্থকথা)

[৩]। জীবিতপরিযন্তিক—জীবন-পরিচ্ছিন্ন, যাবৎ জীবন প্রবর্তিত হয় তাবৎ মনোদ্বারিক বেদনাও প্রবর্তিত হয়। (অর্থকথা)

পারে না।' 'সর্বতোভাবে ষড়ায়তন না থাকলে, ষড়ায়তন নিরোধ হলে স্পর্শ কী উপলব্ধ হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে স্পর্শ না থাকলে, স্পর্শ নিরোধ হলে বেদনা কী অনুভূত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে বেদনা না থাকলে, বেদনা নিরোধ হলে তৃষ্ণা কী উপলব্ধ হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে তৃষ্ণা না থাকলে, তৃষ্ণা নিরোধ হলে উপাদান কী উপস্থিত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে উপাদান না থাকলে, উপাদান নিরোধ হলে ভব কী আবির্ভূত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে ভব না থাকলে, ভব নিরোধ হলে জন্ম কী উপস্থিত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।' 'সর্বতোভাবে জন্ম না থাকলে, জন্ম নিরোধ হলে জরা-মৃত্যু কী সংঘটিত হয়?' 'ভন্তে, তা হতে পারে না।'

'সাধু সাধু, ভিক্ষুগণ, এরূপই হয়, অন্যথা হয় না। ভিক্ষুগণ, তোমরা এটাকে বিশ্বাস কর, অধিকার কর,[১] বিচিকিৎসা নিবারণ করে সন্দেহমুক্ত হও। এটাই দুঃখের অন্ত।' প্রথম সূত্র।

২. উপাদান সূত্র

৫২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে[২] আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন দশ কাষ্ঠবাহনের[৩] বা বিশ কাষ্ঠবাহনের বা ত্রিশ কাষ্ঠবাহনের অথবা চল্লিশ কাষ্ঠবাহনের বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ প্রজ্জ্বলন করা হয়; তদুপরি পুরুষ সময়ে সময়ে তাতে শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, এভাবে সেই মহাঅগ্নিস্কন্ধ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল জ্বলতে থাকে। ঠিক তদ্রুপভাবে উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে

---

[১]। দৃঢ়বিশ্বাস-স্বীকৃত অধিমোক্ষ প্রতিলাভ কর। (অর্থকথা)

[২]। চারি উপাদানের প্রত্যয় ত্রিভূমিক ধর্মগুলোতে। (অর্থকথা)

[৩]। কাষ্ঠবাহন—জ্বালানিকাষ্ঠ বোঝাইকারী গরু বা ঘোড়ার গাড়ি।

তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ হয়, উপাদাননিরোধে ভবনিরোধ হয়, ভবনিরোধে জন্মনিরোধ হয়, জন্মনিরোধে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন দশ কাষ্ঠবাহনের বা বিশ কাষ্ঠবাহনের বা ত্রিশ কাষ্ঠবাহনের অথবা চল্লিশ কাষ্ঠবাহনের বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ প্রজ্জ্বলন করা হয়; তাতে পুরুষ সময়ে সময়ে শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে না। ভিক্ষুগণ, এভাবে সেই মহাঅগ্নিস্কন্ধ পূর্বের উপাদানের ক্ষয়ে এবং অন্যকোনো আহার না পেয়ে অনাহারে নির্বাপিত হয়। ঠিক তদ্রুপভাবে উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়; তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. সংযোজন সূত্র

৫৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে[১] আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন তৈলের প্রত্যয়ে বর্তি, বর্তির প্রত্যয়ে তৈলপ্রদীপ জ্বলতে থাকে। তাতে পুরুষ সময়ে সময়ে তৈল ঢালে এবং বর্তি টেনে দেয়। এভাবে সেই তৈলপ্রদীপ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল জ্বলতে থাকে। তেমনি ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ হয়, উপাদাননিরোধে ভবনিরোধ হয়, ভবনিরোধে জন্মনিরোধ হয়, জন্মনিরোধে জরা-মৃত্যু, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

---

[১]। চারি উপাদানের প্রত্যয় ত্রিভূমিক ধর্মগুলোতে। (অর্থকথা)

ভিক্ষুগণ, যেমন তৈলের প্রত্যয়ে বর্তি, বর্তির প্রত্যয়ে তৈলপ্রদীপ জ্বলতে থাকে। তাতে পুরুষ সময়ে সময়ে তৈল ঢালে না এবং বর্তি টেনে দেয় না। এভাবে সেই তৈলপ্রদীপ পূর্বের উপাদানের ক্ষয়ে এবং অন্যকোনো আহার না পেয়ে অনাহারে নির্বাপিত হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় সংযোজন সূত্র

৫৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন তৈলের প্রত্যয়ে বর্তি, বর্তির প্রত্যয়ে তৈলপ্রদীপ জ্বলতে থাকে। তাতে পুরুষ সময়ে সময়ে তৈল ঢালে এবং বর্তি টেনে দেয়। এভাবে সেই তৈলপ্রদীপ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল জ্বলতে থাকে। তেমনি ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন তৈলের প্রত্যয়ে বর্তি, বর্তির প্রত্যয়ে তৈলপ্রদীপ জ্বলতে থাকে। তাতে পুরুষ সময়ে সময়ে তৈল ঢালে না এবং বর্তি টেনে দেয় না। এভাবে সেই তৈলপ্রদীপ পূর্বের উপাদানের ক্ষয়ে এবং অন্যকোনো আহার না পেয়ে অনাহারে নির্বাপিত হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদাননিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' চতুর্থ সূত্র।

৫. মহাবৃক্ষ সূত্র

৫৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদানের প্রত্যয়ে ভব... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষের যেসব মূল অধোগামী ও আড়াআড়িগামী (চারদিকে বিস্তৃত), সেসব মূল ঊর্ধ্বদিকেই ওজ আহরণ করে। এভাবে সেই মহাবৃক্ষ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল স্থিত থাকে। তেমনি ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে

তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। সে সেই বৃক্ষটির মূল ছেদন করে, মূল ছেদনপূর্বক খনন করে, খননপূর্বক উশীর নালি পর্যন্ত মূল তুলে নিয়ে আসে। তার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে, খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদনপূর্বক চিরে, চিরার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে বিভক্তের পর বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায়, বাতাসে ও রৌদ্রে শুকিয়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করার পর চূর্ণ করে, চূর্ণ করে প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে সেই মহাবৃক্ষ মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় মহাবৃক্ষ সূত্র

৫৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষের যেসব মূল অধোগামী ও আড়াআড়িগামী (চারদিকে বিস্তৃত), সেসব মূল ঊর্ধ্বদিকেই ওজ আহরণ করে। এভাবে সেই মহাবৃক্ষ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল স্থিত থাকে। তেমনি ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। সে সেই বৃক্ষটির মূল ছেদন করে, মূল ছেদনপূর্বক খনন করে, খননপূর্বক উশীর নালি পর্যন্ত মূল তুলে নিয়ে আসে... অথবা খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে সেই মহাবৃক্ষ মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. চারা গাছ সূত্র

৫৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন লোক চারা গাছের শিকড়গুলো সময়ে সময়ে পরিষ্কার করে, তাতে সময়ে সময়ে (গোবর মিশ্রিত) মাটি দেয়, সময়ে সময়ে জল দেয়। এভাবেই সেই চারা গাছ সেরূপ আহার ও উপাদান পেয়ে বৃদ্ধি, বিস্তার ও বিপুলাকার হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরোধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন চারা গাছ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে... অথবা খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে সেই চারা গাছ মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' সপ্তম সূত্র।

৮. নামরূপ সূত্র

৫৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে নামরূপের আবির্ভাব হয়। নামরূপের কারণে ষড়ায়তন... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষের যেসব মূল অধোগামী ও আড়াআড়িগামী (চারদিকে বিস্তৃত), সেসব মূল ঊর্ধ্বদিকেই ওজ আহরণ করে। এভাবে সেই মহাবৃক্ষ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল স্থিত থাকে। তেমনি ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে নামরূপের আবির্ভাব হয়... ।'

'ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে নামরূপের আবির্ভাব হয় না। নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে... অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে নামরূপের আবির্ভাব হয় না। নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' অষ্টম সূত্র।

৯. বিজ্ঞান সূত্র

৫৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষের যেসব মূল... এভাবেই ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়... ।'

'ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন মহাবৃক্ষ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে... অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবে সংযোজনীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' নবম সূত্র।

১০. নিদান সূত্র

৬০. একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক কুরুদের নিগমে (ছোটো শহর) অবস্থান করতেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আশ্চর্য! অদ্ভুত! এই প্রতীত্যসমুৎপাদ কতো গম্ভীর ও গম্ভীরময়ভাবে সমুজ্জ্বল; অথচ তা আমার কাছে উন্মুক্ত উন্মুক্ত (বা সহজ সহজ) বলেই মনে হয়।'

'হে আনন্দ, এরূপ বলো না, এরূপ বলো না। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ গম্ভীর ও গম্ভীরময়ভাবে সমুজ্জ্বল। আনন্দ, এই ধর্মের অননুবোধ ও অপ্রতিবেধ বা অনুপলব্ধির কারণে (ত্রিলোকবাসী) সত্ত্বগণ তাঁতে জড়ানো

সুতার ন্যায়, গ্রন্থিল সুতার মতো এবং মুঞ্জ ও পব্বজ তৃণের ন্যায় অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ও সংসার অতিক্রম করতে পারে না।

'হে আনন্দ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস উৎপন্ন হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'হে আনন্দ, যেমন মহাবৃক্ষের যেসব মূল অধোগামী ও আড়াআড়িগামী (চারদিকে বিস্তৃত), সেসব মূল ঊর্ধ্বদিকেই ওজ আহরণ করে। এভাবে সেই মহাবৃক্ষ আহার ও উপাদান লাভ করে দীর্ঘকাল স্থিত থাকে। তেমনি আনন্দ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আস্বাদানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।'

'আনন্দ, উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'আনন্দ, যেমন মহাবৃক্ষ ছেদনের জন্য পুরুষ কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে আগমন করে। সে সেই বৃক্ষটির মূল ছেদন করে, মূল ছেদনপূর্বক খনন করে, খননপূর্বক উশীর নালি পর্যন্ত মূল তুলে নিয়ে আসে। তার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদন করে, খণ্ড-বিখণ্ড করে ছেদনপূর্বক চিরে, চিরার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে বিভক্তের পর বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায়, বাতাসে ও রৌদ্রে শুকিয়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করার পর চূর্ণ করে, চূর্ণ করে প্রচণ্ড বাতাসে উড়িয়ে দেয় অথবা খরস্রোতা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আনন্দ, এরূপে সেই মহাবৃক্ষ মূলোৎপাটিত তালবৃক্ষ সদৃশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও অনুৎপাদধর্মী হয়। আনন্দ, এভাবে উপাদানীয় ধর্মগুলোতে আদীনবানুদর্শী হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণানিরোধে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয়, ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধে জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরোধ হয়। এভাবেই সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।' দশম সূত্র।

দুঃখ বর্গ ষষ্ঠ।

স্মারক-গাথা :
পরিবীমংসন, উপাদান, দুই সংযোজন,
মহাবৃক্ষ দুই ব্যক্ত, চারা গাছ সপ্তম;
নামরূপ, বিজ্ঞান আর নিদানে দশম।

৭. মহাবর্গ

১. অশ্রুতবান সূত্র

৬১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করতেন অনাথপিণ্ডিকের দাককৃত বিহারে... 'হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন এই চার মহাভৌতিক কায়ে বিরক্ত হতে পারে, নিরুৎসাহিত হতে পারে এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছা হতে পারে। তা কী কারণে? ভিক্ষুগণ, এই চার মহাভৌতিক কায়ের বৃদ্ধি, ক্ষয়, পুনর্জন্ম (আদান) ও নিক্ষেপ (বা ভেদ) দেখা যায়। তাই অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বিরক্ত হতে পারে, নিরুৎসাহিত হতে পারে এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছা হতে পারে।'

"হে ভিক্ষুগণ, যাকে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান বলে বলা হয়, তার প্রতি অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বিরক্ত হতে পারে না, নিরুৎসাহিত হতে পারে না এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছাও করতে পারে না। তার কারণ কী? অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দীর্ঘকাল যাবৎ তৃষ্ণাগ্রস্ত, মমায়িত ও পরামৃষ্ট (মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা গৃহীত)। তাই অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বিরক্ত হতে পারে না, নিরুৎসাহিত হতে পারে না এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছাও করতে পারে না।"

'ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বরং এই চার মহাভৌতিক কায়কেই নিজের বলে মনে করে, কিন্তু চিত্তকে নয়। তার কারণ কী? এই চার মহাভৌতিক কায়কে এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, চল্লিশ বছর, পঞ্চাশ বছর একশত বছর এবংকি আরও অধিককাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে (তিট্‌ঠমানো) দেখা যায়।'

'ভিক্ষুগণ, যাকে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান বলে বলা হয়, তা দিনে ও রাতে অন্যটি উৎপন্ন হয়, অন্যটি নিরুদ্ধ হয়। যেমন : বানর অরণ্যে, মহাবনে (পবনে) বিচরণকালে শাখা ধরে, সেই শাখাটি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি ধরে, সেটিও ছেড়ে দিয়ে আরও অন্য একটি (শাখা) ধরে; ঠিক এভাবেই যাকে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান বলে বলা হয়, তা দিনে ও রাতে অন্যটি উৎপন্ন হয়,

অন্যটি নিরুদ্ধ হয়।'

"ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রতিই উত্তমরূপে মনোনিবেশ করেন—'এটি থাকলে এটি হয়, এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়; এটি না থাকলে এটি হয় না, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়; যেমন : অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে বিরাগ-নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধ হলে বিজ্ঞান নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতিও বিরক্ত হয়, বেদনার প্রতিও বিরক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতিও বিরক্ত হয়, সংস্কারগুলোর প্রতিও বিরক্ত হয় এবং বিজ্ঞানের প্রতিও বিরক্ত হয়; বিরক্ত হয়ে নিরুৎসাহিত হয়, নিরুৎসাহিত হয়ে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত' বলে জ্ঞান হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।" প্রথম সূত্র।

২. দ্বিতীয় অশ্রুতবান সূত্র

৬২. ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন এই চার মহাভৌতিক কায়ে বিরক্ত হতে পারে, নিরুৎসাহিত হতে পারে এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছা হতে পারে। তা কী কারণে? ভিক্ষুগণ, এই চার মহাভৌতিক কায়ের বৃদ্ধি, ক্ষয়, পুনর্জন্ম (আদান) ও নিক্ষেপ (বা ভেদ) দেখা যায়। তাই অশ্রুতবান পৃথগ্জন বিরক্ত হতে পারে, নিরুৎসাহিত হতে পারে এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছা হতে পারে। ভিক্ষুগণ, যাকে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান বলে বলা হয়, তার প্রতি অশ্রুতবান পৃথগ্জন বিরক্ত হতে পারে না, নিরুৎসাহিত হতে পারে না এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছাও করতে পারে না। তার কারণ কী? অশ্রুতবান পৃথগ্জনের 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দীর্ঘকাল যাবৎ তৃষ্ণাগ্রস্ত, মমায়িত ও পরামৃষ্ট (মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা গৃহীত)। তাই অশ্রুতবান পৃথগ্জন বিরক্ত হতে পারে না, নিরুৎসাহিত হতে পারে না এবং (এজন্য) মুক্তির ইচ্ছাও করতে পারে না।"

'ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন বরং এই চার মহাভৌতিক কায়কেই নিজের বলে মনে করে, কিন্তু চিত্তকে নয়। তার কারণ কী? এই চার

মহাভৌতিক কায়কে এক বছর, দুই বছর, তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, চল্লিশ বছর, পঞ্চাশ বছর একশত বছর এবংকি আরও অধিককাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে (তিট্ঠমানো) দেখা যায়। ভিক্ষুগণ, যাকে চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান বলে বলা হয়, তা দিনে ও রাতে অন্যটি উৎপন্ন হয়, অন্যটি নিরুদ্ধ হয়।'

"ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রতিই উত্তমরূপে মনোনিবেশ করেন—'এটি থাকলে এটি হয়, এটির উৎপত্তিতে এটি উৎপন্ন হয়; এটি না থাকলে এটি হয় না, এটির নিরোধে এটি নিরুদ্ধ হয়।' ভিক্ষুগণ, সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই সুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যেই বেদনা, সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখবেদনা তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়। দুঃখবেদনীয় স্পর্শের কারণে দুঃখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যেই বেদনা, দুঃখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখবেদনা তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়। অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যেই বেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখবেদনা তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়।"

'ভিক্ষুগণ, যেমন দুটি কাঠের সংঘর্ষণে উষ্মা উৎপন্ন হয়, তেজ সৃষ্টি হয়। সেই কাঠ দুটির পৃথক করার ফলে সংঘর্ষণে সৃষ্ট সেই উষ্মা নিরুদ্ধ হয়, উপশম হয়। ঠিক তেমনি সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই সুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যেই বেদনা, সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখবেদনা তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়।... অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়। সেই অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের নিরোধে তৎজনিত যেই বেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন অদুঃখ-অসুখবেদনা তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়।'

"ভিক্ষুগণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতিও বিরক্ত হয়, বেদনার প্রতিও বিরক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতিও বিরক্ত হয়, সংস্কারগুলোর প্রতিও বিরক্ত হয় এবং বিজ্ঞানের প্রতিও বিরক্ত হয়; বিরক্ত হয়ে নিরুৎসাহিত হয়, নিরুৎসাহিত হয়ে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত' বলে জ্ঞান হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পুত্রমাংস উপমা সূত্র

৬৩. ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, জন্মগ্রহণকারী প্রাণী বা সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, অনুগ্রহের জন্য আহার চার প্রকার। চার প্রকার কী কী? স্থূল বা সূক্ষ্ম কবলীকৃত আহার, স্পর্শ আহার, মনোচেতনা আহার ও বিজ্ঞান আহার। ভিক্ষুগণ, জন্মগ্রহণকারী প্রাণী বা সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, অনুগ্রহের জন্য এই আহার চার প্রকার।'

"ভিক্ষুগণ, কবলীকৃত আহার কিভাবে দেখা উচিত? যেমন স্বামী-স্ত্রী সামান্য সম্বল নিয়ে কান্তার (কষ্টে গমনীয় রাস্তা)[১] পথগামী হয়। প্রিয় ও মনোজ্ঞ একমাত্র পুত্র তাদের সাথে থাকে। অনন্তর কান্তারগামী দুই স্বামী-স্ত্রীর সামান্য সম্বল ফুরিয়ে যায়। কিন্তু অনতিক্রান্ত কান্তার পথ অবশিষ্ট থাকে। তখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'আমাদের যা সামান্য সম্বল ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অনতিক্রান্ত কান্তার পথ বাকি আছে। এখন আমরা এই প্রিয় ও মনোজ্ঞ একমাত্র পুত্রকে হত্যাপূর্বক (মাংস) শুষ্ক (বল্লূরং) করে ও শিকে (সোণ্ডিকং) গেঁথে পুত্রমাংস খেতে খেতে অবশিষ্ট কান্তার পথ অতিক্রম করবো, এক সাথে তিন জন বিনষ্ট হবো না।' অনন্তর তারা দুই স্বামী-স্ত্রী সেই একমাত্র প্রিয় ও মনোজ্ঞ পুত্রকে হত্যাপূর্বক (মাংস) শুষ্ক (বল্লূরং) করে ও শিকে (সোণ্ডিকং) গেঁথে পুত্রমাংস খেতে খেতে অবশিষ্ট কান্তার পথ উত্তীর্ণ হতে থাকে। তারা পুত্রমাংস খেতে খেতে বুক চাপড়িয়ে বলে—'আমাদের একমাত্র পুত্র কোথায়, আমাদের একমাত্র পুত্র কোথায়।'"

'ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, তারা কি ক্রীড়ার জন্য আহার করে, মাদকতার জন্য আহার করে, মণ্ডনের জন্য আহার করে নাকি বিভূষণের জন্য আহার করে?' 'না ভন্তে, সেরূপ নয়।' 'ভিক্ষুগণ, তাহলে কি তারা কান্তার পথ অতিক্রমের জন্য আহার করে না? 'হ্যাঁ ভন্তে।' ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই 'কবলীকৃত আহার দেখা উচিত' বলে আমি বলি। কবলীকৃত আহার

---

[১]। কান্তার পাঁচ প্রকার; যথা : চোর কান্তার, হিংস্র কান্তার, অমনুষ্য কান্তার, নিরুদক (জলশূন্য) কান্তার ও অল্পভক্ষ্য বা দুর্ভিক্ষ কান্তার। যেখানে চোরের ভয় আছে, সেটা চোর কান্তার; যেখানে হিংস্র সিংহ-বাঘ আছে, সেটা হিংস্র কান্তার; যেখানে প্রভাবশালী যক্ষিণী আদি অমনুষ্যের ভয় আছে, তা অমনুষ্য কান্তার; যেখানে পান করার বা স্নান করার জল থাকে না, সেটা নিরুদক কান্তার; এবং যেখানে খাওয়ার উপযুক্ত বা ভোজনের উপযুক্ত অন্ততপক্ষে কন্দমূলাদিও থাকে না, তা দুর্ভিক্ষ কান্তার নামে পরিচিত। যেখানে এই পাঁচ প্রকার ভয় আছে, তা-ই কান্তার। এখানে চোর-হিংস্র-অমনুষ্য কান্তার অভিপ্রেত নয়, এখানে শত যোজন বিস্তৃত নিরুদক ও দুর্ভিক্ষ কান্তারই অভিপ্রেত। (অর্থকথা)

পরিজ্ঞাত হলে পঞ্চকামগুণযুক্ত আসক্তি পরিজ্ঞাত হয়। পঞ্চকামগুণযুক্ত আসক্তি পরিজ্ঞাত হলে সেই সংযোজন আর থাকে না যেই সংযোজনে সংযুক্ত হয়ে আর্যশ্রাবক পুনর্বার ইহলোকে আগমন করতে পারে।

"ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহার কিভাবে দ্রষ্টব্য? যেমন চর্মহীন গাভী যখন দেয়াল (বা বেড়া) আশ্রয়ে দাঁড়ায়, তখন দেয়ালাশ্রিত (মাকড়সা, টিকটিকি, ইঁদুর ইত্যাদি) প্রাণীগুলো তাকে ভক্ষণ করতে থাকে। যখন গাছের আশ্রয়ে দাঁড়ায়, তখন গাছে আশ্রিত (গুটিপোকাদি) প্রাণীগুলো তাকে ভক্ষণ করতে থাকে। যখন জলের আশ্রয়ে দাঁড়ায়, তখন জলাশ্রিত (মাছ, কুমির ইত্যাদি) প্রাণীগুলো তাকে ভক্ষণ করতে থাকে। যখন শূন্যস্থানের আশ্রয়ে দাঁড়ায়, তখন শূন্যাশ্রিত (ডাঁশ, মশা, কাক, শ্যেনপাখি ইত্যাদি) প্রাণীগুলো তাকে ভক্ষণ করতে থাকে। সেই চর্মহীন গাভী যেই যেই আশ্রয়ে দাঁড়ায়, তথায় আশ্রিত প্রাণীগুলো তাকে ভক্ষণ করতে থাকে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই 'স্পর্শ আহার দেখা উচিত' বলে আমি বলি। স্পর্শ আহার পরিজ্ঞাত হলে তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়। তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অতিরিক্ত কর্তব্য কিছুই থাকে না বলে আমি বলি।"

'ভিক্ষুগণ, মনোচেতনা আহার কিভাবে দেখা উচিত? যেমন শিখাহীন, ধূমহীন জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ গভীর (মানুষের উচ্চতা হতে অধিক উচ্চ) অঙ্গারকূপ। অতঃপর জীবনকামী, অমরণেচ্ছু, সুখকামী ও দুঃখবিরোধী লোক সেখানে আগমন করে। দুই বলবান পুরুষ তার বাহু ধরে তাকে অঙ্গারকূপের দিকে টানতে থাকে। তখন সেই ব্যক্তির চেতনা, প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা বহুদূরে থাকে। তা কী কারণে? সেই ব্যক্তির এরূপ মনে হয়—'আমি যদি এই অঙ্গারকূপের মধ্যে পড়ি, তাহলে আমি মরে যাব অথবা মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করব।' ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই 'মনোচেতনা আহার দেখা উচিত' বলে আমি বলি। মনোচেতনা আহার পরিজ্ঞাত হলে তিন প্রকার তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হয়। তিন প্রকার তৃষ্ণা পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অতিরিক্ত কর্তব্য কিছুই থাকে না বলে আমি বলি।"

"ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান আহার কিভাবে দেখা উচিত? যেমন অপরাধী চোরকে ধরে রাজাকে দেখায়—'দেব, এই ব্যক্তি অপরাধী চোর, একে যা ইচ্ছা দণ্ড বিধান করুন।' তখন রাজা এরূপ বলেন—'যাও, এই ব্যক্তিকে পূর্বাহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা কর।' তখন তাকে পূর্বাহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা করা হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে রাজা এরূপ বলেন—'ওহে, সেই ব্যক্তিটির এখন কী অবস্থা?' 'দেব, সে এখনও বেঁচে আছে।' তখন রাজা

এরূপ বলেন—‘যাও, সেই ব্যক্তিকে মধ্যাহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা কর।’ তখন তাকে মধ্যাহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা করা হয়। অনন্তর রাজা সায়াহ্ন সময়ে এরূপ বলেন—‘ওহে, সেই ব্যক্তিটির অবস্থা এখন কেমন?’ ‘দেব, সে এখনও বেঁচে আছে।’ তখন রাজা এরূপ বলেন—‘যাও, সেই ব্যক্তিকে সায়াহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা কর।’ তখন তাকে সায়াহ্ন সময়ে একশত শেলাঘাতে হত্যা করা হয়। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, সেই ব্যক্তি কি এক দিনে তিনশত শেলাঘাতে হত্যার সময় উৎপন্ন দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে না?’ ‘ভন্তে, একটি মাত্র শেলের আঘাতে হত্যার সময় উৎপন্ন দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব হয়, আর তিনশত শেলাঘাতে হত্যার সময়ের কথাই বা কী!’ ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই ‘বিজ্ঞার আহার দেখা উচিত’ বলে আমি বলি। বিজ্ঞান আহার পরিজ্ঞাত হলে নামরূপ পরিজ্ঞাত হয়। নামরূপ পরিজ্ঞাত হলে আর্যশ্রাবকের অতিরিক্ত কর্তব্য কিছুই থাকে না বলে আমি বলি।” তৃতীয় সূত্র।

৪. অত্থিরাগ সূত্র

৬৪. ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, জন্মগ্রহণকারী প্রাণী বা সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, অনুগ্রহের জন্য আহার চার প্রকার। চার প্রকার কী কী? স্থূল বা সূক্ষ্ম কবলীকৃত আহার, স্পর্শ আহার, মনোচেতনা আহার ও বিজ্ঞান আহার। ভিক্ষুগণ, জন্মগ্রহণকারী প্রাণী বা সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, অনুগ্রহের জন্য এই আহার চার প্রকার।’

‘ভিক্ষুগণ, কবলীকৃত আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব আছে। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়, তাকে আমি শোকপূর্ণ, দুঃখজনক (সদরং) ও উপায়াসপূর্ণ বলি।’

‘ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনোচেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব আছে। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে

সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়, তাকে আমি শোকপূর্ণ, দুঃখজনক ও উপায়াসপূর্ণ বলি।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন রঞ্জক বা চিত্রকর লাক্ষা (লালবর্ণ বৃক্ষনির্যাস) দিয়ে, হল্যোদ দিয়ে, নীল দিয়ে অথবা মঞ্জিষ্ঠা দিয়ে রং করে সুমসৃণ ফলকে বা দেয়ালে অথবা বস্ত্রপটে সর্বাঙ্গ প্রত্যয়-সমন্বিত নারীমূর্তি বা পুরুষমূর্তি অঙ্কিত করে; ঠিক তেমনি কবলীকৃত আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব আছে। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়, তাকে আমি শোকপূর্ণ, দুঃখজনক (সদরং) ও উপায়াসপূর্ণ বলি।'

'ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনোচেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব আছে। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয়, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয়, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয়, তাকে আমি শোকপূর্ণ, দুঃখজনক ও উপায়াসপূর্ণ বলি।'

'ভিক্ষুগণ, কবলীকৃত আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা না থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না, তাকে আমি শোকমুক্ত, সুখজনক (অদরং) ও উপায়াসমুক্ত বলি।'

'ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনোচেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে

আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা না থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না, তাকে আমি শোকমুক্ত, সুখজনক ও উপায়াসমুক্ত বলি।'

"ভিক্ষুগণ, যেমন কূটাগার[১] বা কূটাগারশালার[২] উত্তর বা দক্ষিণ অথবা পূর্বদিকের জানালা। সূর্য উদয়ের সময় সেই জানালা দিয়ে রশ্মি প্রবেশ করে কোথায় পড়বে?' 'ভন্তে, পশ্চিম দিকের দেয়ালে।' 'পশ্চিম দিকে দেয়াল না থাকলে কোথায় পড়বে?' 'ভন্তে, মাটিতে।' 'মাটি না থাকলে কোথায় পড়বে?' 'ভন্তে, জলে।' 'আর যদি জলও না থাকে তাহলে কোথায় পড়বে?' 'ভন্তে, তাহলে পড়বে না।' 'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই কবলীকৃত আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা থাকলে... ।"

'ভিক্ষুগণ, স্পর্শ আহারে... মনোচেতনা আহারে... বিজ্ঞান আহারে আসক্তি, নন্দী (তৃষ্ণাযুক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা) ও তৃষ্ণা না থাকলে তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; সেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না। যেখানে নামরূপের আবির্ভাব হয় না, সেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না। যেখানে সংস্কারগুলোর বৃদ্ধি হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্জন্ম হয় না, সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না। যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ হয় না, তাকে আমি শোকমুক্ত, সুখজনক ও উপায়াসমুক্ত বলি।' চতুর্থ সূত্র।

৫. নগর সূত্র

৬৫. ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল—'এই জগৎ একান্তই দুর্দশাগ্রস্ত—জন্ম হচ্ছে, জরাগ্রস্ত হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, চ্যুত হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে। অথচ এই জরা-মৃত্যু দুঃখের নিঃসরণ (মুক্তি) জানে না। কখন এই জরা-মৃত্যু দুঃখের নিঃসরণ প্রত্যক্ষ হবে?' ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'কী থাকলে জরা-মৃত্যু হয়,

---

[১]। এক কোণবিশিষ্ট গৃহ। (অর্থকথা)

[২]। দুই কোণবিশিষ্ট শালা। (অর্থকথা)

কীসের কারণে জরা-মৃত্যু হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'জন্ম থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, জন্মের কারণেই জরা-মৃত্যু হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'কী থাকলে জন্ম হয়... ভব হয়... উপাদান হয়... তৃষ্ণা হয়... বেদনা হয়... স্পর্শ হয়... ষড়ায়তন হয়... নামরূপ হয়... কীসের কারণে নামরূপ হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'বিজ্ঞান থাকলে নামরূপ হয়, বিজ্ঞানের কারণেই নামরূপ হয়।' তারপর আমার মনে হলো—'কী থাকলে বিজ্ঞান হয়, কীসের কারণে বিজ্ঞান হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'নামরূপ থাকলে বিজ্ঞান হয়, নামরূপের কারণেই বিজ্ঞান হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'এই বিজ্ঞান নামরূপ হতেই পুনরাগমন হয়, এর বিপরীত হয় না। এইরূপে জন্ম হয় বা জীর্ণ হয় বা মৃত্যু হয় বা চ্যুত হয় অথবা উৎপন্ন হয়; যেমন : নামরূপের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। ভিক্ষুগণ, 'সমুদয়, সমুদয়' বলে আমার পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল, আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।"

"ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'কী না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না, কীসের নিরোধ হলে জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'জন্ম না থাকলে জরা-মৃত্যু হয় না, জন্মের নিরোধেই জরা-মৃত্যু নিরোধ হয়।' এরপর আমার মনে হলো—'কী না থাকলে জন্ম হয় না... ভব হয় না... উপাদান হয় না... তৃষ্ণা হয় না... বেদনা হয় না... স্পর্শ হয় না... ষড়ায়তন হয় না... নামরূপ হয় না। কীসের নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'বিজ্ঞান না থাকলে নামরূপ হয় না, বিজ্ঞানের নিরোধেই নামরূপ নিরোধ হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'কী না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, কীসের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়?' তখন আমার জ্ঞানযুক্ত মনোযোগে অভিসময় হলো—'নামরূপ না থাকলে বিজ্ঞান হয় না, নামরূপের নিরোধেই বিজ্ঞান নিরোধ হয়।'"

"ভিক্ষুগণ, তারপর আমার মনে হলো—'বোধনের মাধ্যমে আমার এই

মার্গ অধিগত হয়েছে; যথা : নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয়, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ হয়, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয়, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ হয়... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়। ভিক্ষুগণ, 'নিরোধ, নিরোধ' বলে আমার পূর্বে অশ্রুত ধর্মগুলোতে চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল, বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছিল, আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।"

'ভিক্ষুগণ, যেমন লোক অরণ্যে, বনভূমিতে বিচরণ করতে করতে পূর্বকালের মানুষদের ব্যবহৃত পুরাতন পথ, পুরনো রাস্তা দেখতে পায়। সে সেই পথ অনুসরণ করে। অনুসরণ করতে করতে পূর্বকালের মানুষদের বসবাসকৃত উদ্যান-সমৃদ্ধ, বনসম্পন্ন, পুষ্করিণীবিশিষ্ট ও দেয়াল পরিবেষ্টিত রমণীয় পুরাতন নগর, পুরাতন রাজধানী দেখতে পায়। তখন সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজামহামাত্যকে জানায়—'প্রভু, আপনি জানেন, আমি অরণ্যে, বনভূমিতে বিচরণ করতে করতে পূর্বকালের মানুষদের ব্যবহৃত পুরাতন পথ, পুরনো রাস্তা দেখতে পেয়েছি এবং সেই পথ অনুসরণ করেছি। অনুসরণ করতে করতে পূর্বকালের মানুষদের বসবাসকৃত উদ্যান-সমৃদ্ধ, বনসম্পন্ন, পুষ্করিণীবিশিষ্ট ও দেয়াল পরিবেষ্টিত রমণীয় পুরাতন নগর, পুরাতন রাজধানী দেখেছি। প্রভু, আপনি সেই নগর নতুন করে সংস্কার করুন (মাপেহি)। ' অনন্তর রাজা বা রাজামহামাত্য সেই নগরকে নতুন করে সংস্কার করেন। তখন অন্য সময়ে সেই নগর সমৃদ্ধ, বর্ধিত, জনবহুল, জনাকীর্ণ ও বৃদ্ধি-বিপুলতা পায়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই আমিও পূর্বকালের সম্যকসম্বুদ্ধগণের আবিষ্কৃত পুরাতন পথ, পুরনো রাস্তা দেখেছি।"

'ভিক্ষুগণ, পূর্বকালের সম্যকসম্বুদ্ধগণের আবিষ্কৃত সেই পুরাতন পথ, পুরনো রাস্তা কী? এটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ; যথা—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি। এটাই পূর্বকালের সম্যকসম্বুদ্ধগণের আবিষ্কৃত পুরাতন পথ, পুরনো রাস্তা; আমি সেই রাস্তা অনুসরণ করেছি। অনুসরণ করতে করতে জরা-মৃত্যু জ্ঞাত হয়েছি, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জ্ঞাত হয়েছি, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জ্ঞাত হয়েছি, জরা-মৃত্যু নিরোধের উপায় জ্ঞাত হয়েছি। আমি সেই রাস্তা অনুসরণ করেছি। অনুসরণ করতে করতে জন্ম জ্ঞাত হয়েছি... ভব জ্ঞাত হয়েছি... উপাদান জ্ঞাত হয়েছি... তৃষ্ণা জ্ঞাত হয়েছি... বেদনা জ্ঞাত হয়েছি... স্পর্শ জ্ঞাত হয়েছি... ষড়ায়তন জ্ঞাত হয়েছি... নামরূপ জ্ঞাত হয়েছি... বিজ্ঞান জ্ঞাত হয়েছি। আমি সেই রাস্তা অনুসরণ করেছি। অনুসরণ করতে করতে সংস্কার জ্ঞাত হয়েছি, সংস্কারের সমুদয় জ্ঞাত হয়েছি, সংস্কারের নিরোধ

জ্ঞাত হয়েছি, সংস্কার নিরোধের উপায় জ্ঞাত হয়েছি। তা জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের ব্যাখ্যা করেছি। ভিক্ষুগণ, এই সমৃদ্ধি, বর্ধিত, বিস্তৃত, বহুজনবিজ্ঞেয়, প্রসারিত ব্রহ্মচর্য দেব-মনুষ্যগণ পর্যন্ত সুপ্রকাশিত।[১]' পঞ্চম সূত্র।

৬. পর্যবেক্ষণ সূত্র

৬৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক কুরুদের নিগমে (ছোটো শহর) অবস্থান করতেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণ 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সাড়া দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ[২] কর?' ভগবান এরূপ বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অভ্যন্তর-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ করি।' 'হে ভিক্ষু, তুমি কিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যন্তর-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ কর?' অনন্তর সেই ভিক্ষু তা বর্ণনা করলেন বটে, কিন্তু ভগবানের চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভগবান, অভ্যন্তর-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলার এটাই উপযুক্ত সময়, সুগত, এটাই উপযুক্ত সময়। ভগবানের কাছ থেকে শুনে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।' 'হে আনন্দ, তাহলে শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করবো।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

'ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষুর অভ্যন্তর-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ করতে করতে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'এই নানাবিধ, নানা প্রকার জরা-মৃত্যু দুঃখ যে জগতে উৎপন্ন হয়, এই দুঃখের উৎপত্তি কী, সমুদয় কী, উদ্ভব (জাতিক) কী, প্রভব (উৎস) কী? কী থাকলে জরা-মরণ হয়? কী না থাকলে জরা-মরণ হয় না?' সে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এরূপ জানে—'এই নানাবিধ, নানা প্রকার জরা-মৃত্যু দুঃখ যে জগতে উৎপন্ন হয়, এই দুঃখ উপধি-নিদান[৩], উপধি-সমুদয়, উপধি-উদ্ভব, উপধি-প্রভব। উপধি থাকলে জরা-মৃত্যু হয়, উপধি না

---

[১]। দশ হাজার চক্রবালে যদবধি দেব-মনুষ্যগণের সভা (পরিচ্ছেদ) আছে, তার মধ্যে তথাগত দ্বারা উত্তমরূপে প্রকাশিত, উত্তমরূপে দেশিত। (অর্থকথা)

[২]। 'অন্তরং সম্মসং' অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ। (অর্থকথা)

[৩]। পঞ্চস্কন্ধ-উপধি-নিদান। (অর্থকথা)

থাকলে জনা-মৃত্যু হয় না।' সে জরা-মরণ জানে, জরা-মরণের সমুদয় জানে, জরা-মরণের নিরোধ জানে এবং জরা-মরণ নিরোধের যথোপযুক্ত উপায়ও জানে। সে সেরূপে প্রতিপন্ন ও অনুধর্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে সম্যকভাবে সর্বপ্রকার দুঃখ ক্ষয়ের জন্য ও জরা-মৃত্যু নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন বলা হয়।"

"ভিক্ষুগণ, অতঃপর আরও অভ্যন্তর-প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ করতে করতে তার মনে চিন্তা উৎপন্ন হয়—'এই উপধির উৎপত্তি কী, সমুদয় কী, উদ্ভব (জাতিক) কী, প্রভব (উৎস) কী? কী থাকলে উপধি হয়? কী না থাকলে উপধি হয় না?' সে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এরূপ জানে—'উপধি তৃষ্ণা-নিদান, তৃষ্ণা-সমুদয়, তৃষ্ণা-উদ্ভব, তৃষ্ণা-প্রভব। তৃষ্ণা থাকলে উপধি হয়, তৃষ্ণা না থাকলে উপধি হয় না।' সে উপধি জানে, উপধির সমুদয় জানে, উপধির নিরোধ জানে এবং উপধি নিরোধের যথোপযুক্ত উপায়ও জানে। সে সেরূপে প্রতিপন্ন ও অনুধর্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুকে সম্যকভাবে সর্বপ্রকার দুঃখ ক্ষয়ের জন্য ও উপধি নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন বলা হয়।"

"ভিক্ষুগণ, অনন্তর আরও অভ্যন্তর প্রত্যয় পর্যবেক্ষণ করতে করতে তার চিন্তার উদয় হয়—'এই উৎপদ্যমান তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, নিবিষ্টমান তৃষ্ণা কোথায় নিবিষ্ট হয়?' সে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এরূপ জানে—'জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী, এখানেই উৎপদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্টমান তৃষ্ণা নিবিষ্ট হয়। জগতে প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী কী? জগতে চক্ষুই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী। এখানে উৎপদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্টমান তৃষ্ণা নিবিষ্ট হয়। জগতে শ্রোত্রই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী... ঘ্রাণই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী... জিহ্বাই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী... কায়ই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী... জগতে মনই প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী। এখানে উৎপদ্যমান তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং নিবিষ্টমান তৃষ্ণা নিবিষ্ট হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতীতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুরস্বভাবী তা নিত্যরূপে দেখেছে, সুখরূপে দেখেছে, আত্মারূপে দেখেছে, আরোগ্যরূপে দেখেছে ও মঙ্গলদায়করূপে দেখেছে, তারা তৃষ্ণা বর্ধিত করেছে। যারা তৃষ্ণা বর্ধিত করেছে, তারা উপধি বর্ধিত করেছে। যারা উপধি বর্ধিত করেছে, তারা দুঃখ বর্ধিত করেছে। যারা দুঃখ বর্ধিত করেছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হয়নি, দুঃখ থেকেও মুক্ত হয়নি বলে বলছি।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও

মধুরস্বভাবী তা নিত্যরূপে দেখবে, সুখরূপে দেখবে, আত্মারূপে দেখবে, আরোগ্যরূপে দেখবে ও মঙ্গলদায়করূপে দেখবে, তারা তৃষ্ণা বর্ধিত করবে। যারা তৃষ্ণা বর্ধিত করবে, তারা উপধি বর্ধিত করবে। যারা উপধি বর্ধিত করবে, তারা দুঃখ বর্ধিত করবে। যারা দুঃখ বর্ধিত করবে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হবে না, দুঃখ থেকেও মুক্ত হবে না বলে বলছি।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা নিত্যরূপে দেখছে, সুখরূপে দেখছে, আত্মারূপে দেখছে, আরোগ্যরূপে দেখছে ও মঙ্গলদায়করূপে দেখছে, তারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে। যারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে, তারা উপধি বর্ধিত করছে। যারা উপধি বর্ধিত করছে, তারা দুঃখ বর্ধিত করছে। যারা দুঃখ বর্ধিত করছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হচ্ছে না, দুঃখ থেকেও মুক্ত হচ্ছে না বলে বলছি।'

"ভিক্ষুগণ, যেমন বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন পানপাত্র (গ্লাস)। কিন্তু সেটি বিষমিশ্রিত। অতঃপর কোনো ব্যক্তি পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত হয়ে আগমন করে। তখন তাকে এরূপ বলা হয়—'হে পুরুষ, এই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন পানপাত্র (গ্লাস) তোমার জন্য; কিন্তু সেটি বিষমিশ্রিত। যদি তুমি ইচ্ছা কর পান করতে পার। বর্ণে, গন্ধে ও রসে পান করতে ভালো লাগবে, কিন্তু পান করার পর মৃত্যু হবে কিংবা মৃত্যুতুল্য দুঃখ পাবে। সে সেই পানপাত্র বিবেচনা না করে তাড়াতাড়ি পান করে, পরিত্যাগ করে না। সে সেই কারণে মৃত্যুবরণ করে কিংবা মৃত্যুতুল্য দুঃখ ভোগ করে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অতীতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী... ভবিষ্যতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী... বর্তমানে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা নিত্যরূপে দেখছে, সুখরূপে দেখছে, আত্মারূপে দেখছে, আরোগ্যরূপে দেখছে ও মঙ্গলদায়করূপে দেখছে, তারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে। যারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে, তারা উপধি বর্ধিত করছে। যারা উপধি বর্ধিত করছে, তারা দুঃখ বর্ধিত করছে। যারা দুঃখ বর্ধিত করছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হচ্ছে না, দুঃখ থেকেও মুক্ত হচ্ছে না বলে বলছি।"

'ভিক্ষুগণ, অতীতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা অনিত্যরূপে দেখেছে, দুঃখরূপে দেখেছে, অনাত্মরূপে দেখেছে,

রোগরূপে দেখেছে ও ভয়রূপে দেখেছে, তারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছে। যারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছে, তারা উপধি পরিত্যাগ করেছে। যারা উপধি পরিত্যাগ করেছে, তারা দুঃখ পরিত্যাগ করেছে। যারা দুঃখ পরিত্যাগ করেছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হয়েছে, দুঃখ থেকেও মুক্ত হয়েছে বলে বলছি।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা অনিত্যরূপে দেখবে, দুঃখরূপে দেখবে, অনাত্মরূপে দেখবে, রোগ্যরূপে দেখবে ও ভয়রূপে দেখবে, তারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করবে। যারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করবে, তারা উপধি পরিত্যাগ করবে। যারা উপধি পরিত্যাগ করবে, তারা দুঃখ পরিত্যাগ করবে। যারা দুঃখ পরিত্যাগ করবে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হবে, দুঃখ থেকেও মুক্ত হবে বলে বলছি।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমানে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা অনিত্যরূপে দেখছে, দুঃখরূপে দেখছে, অনাত্মরূপে দেখছে, রোগ্যরূপে দেখছে ও ভয়রূপে দেখছে, তারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করছে। যারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করছে, তারা উপধি পরিত্যাগ করছে। যারা উপধি পরিত্যাগ করছে, তারা দুঃখ পরিত্যাগ করছে। যারা দুঃখ পরিত্যাগ করছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হচ্ছে, দুঃখ থেকেও মুক্ত হচ্ছে বলে বলছি।'

"ভিক্ষুগণ, যেমন বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন পানপাত্র (গ্লাস)। কিন্তু সেটি বিষমিশ্রিত। অতঃপর কোনো ব্যক্তি পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত হয়ে আগমন করে। তখন তাকে এরূপ বলা হয়—'হে পুরুষ, এই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন পানপাত্র (গ্লাস) তোমার জন্য; কিন্তু সেটি বিষমিশ্রিত। যদি তুমি ইচ্ছা কর পান করতে পার। বর্ণে, গন্ধে ও রসে পান করতে ভালো লাগবে, কিন্তু পান করার পর মৃত্যু হবে কিংবা মৃত্যুতুল্য দুঃখ পাবে।' অনন্তর সেই ব্যক্তির এরূপ মনে হয়—'আমার এই সুরাপিপাসা জলের দ্বারা বা দধিমণ্ডের দ্বারা বা লবণাক্ত ছাতুর পানীয়ের দ্বারা (ভট্‌ঠলোণিকায) অথবা লবনাক্ত সির্কা[১] বা পানীয় দিয়ে (লোণসোবীরকেন) উপশম করতে সক্ষম, তবুও আমার দীর্ঘদিনের হিত ও সুখের জন্য আমি তা পান করবো না।' সে সেই পানপাত্র বিবেচনা করে

[১]। সকল প্রকার শস্য-ফলাদির মঞ্জরি দিয়ে তৈরি লবণাক্ত সির্কা বা পানীয়। (অর্থকথা)

পান করে না, পরিত্যাগ করে। সে সেই কারণে মৃত্যুবরণ করে না কিংবা মৃত্যুতুল্য দুঃখ ভোগও করে না। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অতীতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা অনিত্যরূপে দেখেছে, দুঃখরূপে দেখেছে, অনাত্মরূপে দেখেছে, রোগরূপে দেখেছে ও ভয়রূপে দেখেছে, তারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছে। যারা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছে, তারা উপধি পরিত্যাগ করেছে। যারা উপধি পরিত্যাগ করেছে, তারা দুঃখ পরিত্যাগ করেছে। যারা দুঃখ পরিত্যাগ করেছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হয়েছে, দুঃখ থেকেও মুক্ত হয়েছে বলে বলছি।"

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ... বর্তমানে যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ জগতে যা প্রিয়ধর্মী ও মধুর স্বভাবী তা নিত্যরূপে দেখছে, সুখরূপে দেখছে, আত্মারূপে দেখছে, আরোগ্যরূপে দেখছে ও মঙ্গলদায়করূপে দেখছে, তারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে। যারা তৃষ্ণা বর্ধিত করছে, তারা উপধি বর্ধিত করছে। যারা উপধি বর্ধিত করছে, তারা দুঃখ বর্ধিত করছে। যারা দুঃখ বর্ধিত করছে, তারা জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস হতে মুক্ত হচ্ছে না, দুঃখ থেকেও মুক্ত হচ্ছে না বলে বলছি।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. নলখাগড়া গুচ্ছ সূত্র

৬৭. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে অবস্থান করতেন। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক সায়াহ্ন সময়ে নির্জনতা হতে উঠে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু সারিপুত্র, জরা-মৃত্যু কি স্বকৃত? জরা-মৃত্যু কি পরকৃত? জরা-মৃত্যু কি স্বকৃত ও পরকৃত? নাকি জরা-মৃত্যু অস্বকৃত, অপরকৃত, অধিত্যসমুৎপন্ন (অকারণোৎপন্ন)?' 'বন্ধু কোট্ঠিক, জরা-মৃত্যু স্বকৃত নয়, জরা-মৃত্যু পরকৃত নয়, জরা-মৃত্যু স্বকৃত ও পরকৃত নয় এবং জরা-মৃত্যু অস্বকৃত, অপরকৃত ও অধিত্যসমুৎপন্নও (অকারণোৎপন্ন) নয়। জন্মের কারণেই জরা-মৃত্যু হয়।'

'বন্ধু সারিপুত্র, জন্ম কি স্বকৃত? জন্ম কি পরকৃত? জন্ম কি স্বকৃত ও পরকৃত? নাকি জন্ম অস্বকৃত, অপরকৃত, অধিত্যসমুৎপন্ন (অকারণোৎপন্ন)?' 'বন্ধু কোট্ঠিক, জন্ম স্বকৃত নয়, জন্ম পরকৃত নয়, জন্ম স্বকৃত ও পরকৃত নয়

এবং জন্ম অস্বকৃত, অপরকৃত ও অধিত্যসমুৎপন্নও (অকারণোৎপন্ন) নয়। ভবের কারণেই জন্ম হয়।'

'বন্ধু সারিপুত্র, ভব কি স্বকৃত... উপাদান কি স্বকৃত... তৃষ্ণা কি স্বকৃত... বেদনা কি স্বকৃত... স্পর্শ কি স্বকৃত... ষড়ায়তন কি স্বকৃত... নামরূপ কি স্বকৃত? নামরূপ কি পরকৃত? নামরূপ কি স্বকৃত ও পরকৃত? নাকি নামরূপ অস্বকৃত, অপরকৃত, অধিত্যসমুৎপন্ন (অকারণোৎপন্ন)?' 'বন্ধু কোট্‌ঠিক, নামরূপ স্বকৃত নয়, নামরূপ পরকৃত নয়, নামরূপ স্বকৃত ও পরকৃত নয় এবং নামরূপ অস্বকৃত, অপরকৃত ও অধিত্যসমুৎপন্নও (অকারণোৎপন্ন) নয়। বিজ্ঞানের কারণেই জন্ম হয়।'

'বন্ধু সারিপুত্র, বিজ্ঞান কি স্বকৃত? বিজ্ঞান কি পরকৃত? বিজ্ঞান কি স্বকৃত ও পরকৃত? নাকি বিজ্ঞান অস্বকৃত, অপরকৃত, অধিত্যসমুৎপন্ন (অকারণোৎপন্ন)?' 'বন্ধু কোট্‌ঠিক, বিজ্ঞান স্বকৃত নয়, বিজ্ঞান পরকৃত নয়, বিজ্ঞান স্বকৃত ও পরকৃত নয় এবং বিজ্ঞান অস্বকৃত, অপরকৃত ও অধিত্যসমুৎপন্নও (অকারণোৎপন্ন) নয়। নামরূপের কারণেই বিজ্ঞান হয়।'

"এখন আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভাষিত বিষয় এরূপে জানি—'বন্ধু কোট্‌ঠিক, বিজ্ঞান স্বকৃত নয়, বিজ্ঞান পরকৃত নয়, বিজ্ঞান স্বকৃত ও পরকৃত নয় এবং বিজ্ঞান অস্বকৃত, অপরকৃত ও অধিত্যসমুৎপন্নও (অকারণোৎপন্ন) নয়। নামরূপের কারণেই বিজ্ঞান হয়।'"

'বন্ধু সারিপুত্র, এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ কিরূপে দেখা উচিত?'

'বন্ধু, তাহলে আমি আপনাকে উপমা দিব। কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ভাষিত বিষয়ের অর্থ উপমা দ্বারা বুঝতে পারেন। বন্ধু, যেমন দুটি নলখাগড়ার গুচ্ছ একে অপরকে আশ্রয় করে থাকে। ঠিক এভাবেই নামরূপের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়। বন্ধু, যদি সেই নলখাগড়া গুচ্ছের একটিকে উৎপাটন করা হয় তবে একটি পড়ে যায়; অপরটি উৎপাটন করলে অন্যটি পড়ে যায়। ঠিক এভাবেই নামরূপের নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ... এভাবে সমস্ত দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

"বন্ধু সারিপুত্র, আশ্চর্য! অদ্ভুত!! এটি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দ্বারা সুভাষিত। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের দ্বারা ভাষিত এই বিষয় এই ছত্রিশ প্রকার বস্তু দ্বারা অনুমোদন করছি—'বন্ধু, ভিক্ষু যদি জরা-মৃত্যুর নির্বেদ, বিরাগ ও

নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি ধর্মকথিক ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের যোগ্য। যদি ভিক্ষু জরা-মৃত্যুর নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের যোগ্য। যদি ভিক্ষু জরা-মৃত্যুর নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের করা যায়। জন্মের... ভবের... উপাদানের... তৃষ্ণার... বেদনার... স্পর্শের... ষড়ায়তনের... নামরূপের... বিজ্ঞানের... সংস্কারের... যদি ভিক্ষু অবিদ্যার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি ধর্মকথিক ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের যোগ্য। যদি ভিক্ষু অবিদ্যার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের যোগ্য। যদি ভিক্ষু অবিদ্যার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু হিসেবে সম্বোধনের যোগ্য।'" সপ্তম সূত্র।

৮. কোশম্বী সূত্র

৬৮. একসময় আয়ুষ্মান মুসিল, আয়ুষ্মান পবিট্ঠ[১], আয়ুষ্মান নারদ ও আয়ুষ্মান আনন্দ কোশম্বির ঘোষিতারামে অবস্থান করতেন। অনন্তর আয়ুষ্মান পবিট্ঠ আয়ুষ্মান মুসিলকে এরূপ বললেন, "বন্ধু মুসিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু মুসিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'ভবের কারণে জন্ম' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'... উপাদানের কারণে ভব... তৃষ্ণার কারণে উপাদান... বেদনার কারণে তৃষ্ণা... স্পর্শের কারণে বেদনা... ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ... নামরূপের কারণে ষড়ায়তন... বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ...

---

[১]। সিংহলী (শ্রীলংকা) পুস্তকে 'সবিট্ঠ'।

সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান... অবিদ্যার কারণে সংস্কার?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'অবিদ্যার কারণে সংস্কার' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু মুসিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু মুসিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'... উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ... তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ... বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ... স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ... ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ... নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ... বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ... সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ... অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু মুসিল, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'ভবনিরোধে নির্বাণ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা

(দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'ভব নিরোধে নির্বাণ'[১] আমি জানি ও দেখি।"

'তাহলে তো আয়ুষ্মান মুসিল ক্ষীণাসব অর্হৎ?' এরূপ বললে আয়ুষ্মান মুসিল নীরব থাকলেন।[২] অনন্তর আয়ুষ্মান নারদ আয়ুষ্মান পবিট্‌ঠকে এরূপ বললেন, 'উত্তম বন্ধু পবিট্‌ঠ, আমি এই প্রশ্ন গ্রহণ করি। আমাকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। আমি আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেব।'

'আয়ুষ্মান নারদ, আপনি এই প্রশ্ন গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আয়ুষ্মান নারদ, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন।'

"বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান নারদের 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান নারদের 'ভবের কারণে জন্ম' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'... অবিদ্যার কারণে সংস্কার?"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত 'অবিদ্যার কারণে সংস্কার' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্‌ঠিনিজ্ঝানক্‌খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান মুসিলের 'জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্‌ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক

---

[১]। পঞ্চস্কন্ধ নিরোধই নির্বাণ। (অর্থকথা)

[২]। মুসিল স্থবির অর্হৎ ছিলেন, কিন্তু 'আমি অর্হৎ' এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। (অর্থকথা)

বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত 'জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান নারদের 'ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'... অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ?'"

"বন্ধু পবিট্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত 'অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ' আমি জানি ও দেখি।"

"বন্ধু নারদ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত আয়ুষ্মান নারদের 'ভব নিরোধে নির্বাণ' এই জ্ঞান নিজে নিজে হয় কি?'"

"বন্ধু পবিট্ঠ, শ্রদ্ধা ব্যতীত, রুচি ব্যতীত, শ্রুতি ব্যতীত, মনোযোগপূর্বক বিবেচনা (আকারপরিবিতক্কা) ব্যতীত ও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে তিতিক্ষা (দিট্ঠিনিজ্ঝানক্খন্তিযা) ব্যতীত 'ভব নিরোধে নির্বাণ' আমি জানি ও দেখি।"

'তাহলে তো আয়ুষ্মান মুসিল ক্ষীণাসব অর্হৎ?'

"বন্ধু, 'ভব নিরোধে নির্বাণ' এটা আমার যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞায় সুদৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি ক্ষীণাসব অর্হৎ নই।[১] বন্ধু, যেমন কান্তার পথে জলকূপ[২]। সেখানে কোনো দড়ি বা জলের কলসি থাকে না। তথায় কোনো ব্যক্তি পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ও পিপাসিত হয়ে আগমন করে এবং সেই জলকূপ দেখতে থাকে। তার 'জল' বলে জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু দেহ দ্বারা স্পর্শ করে অবস্থান করতে পারে না। বন্ধু, ঠিক এভাবেই 'ভব নিরোধে নির্বাণ' এটা আমার যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞায় সুদৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি ক্ষীণাসব অর্হৎ নই।"

এরূপ বললে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান পবিট্ঠকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু পবিট্ঠ, আপনি এরূপ ভাষী আয়ুষ্মান নারদকে কী বলেন?'

---

[১]। অনাগামীমার্গ লাভ করেছি কিন্তু অর্হত্ত্ব হইনি। (অর্থকথা)

[২]। বিশ হাত পরিমাণ গভীর জলকূপ। (অর্থকথা)

'বন্ধু আনন্দ, এরূপ ভাষী আয়ুষ্মান আনন্দকে আমি কল্যাণ ও কুশল ব্যতীত কিছুই বলি না।' অষ্টম সূত্র।

৯. উপয়ন্তি সূত্র

৬৯. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত জেতবন বিহারে। তথায়... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র জলে পরিপূর্ণ হলে মহানদীগুলো[১] পরিপূর্ণ করে, মহানদীগুলো পরিপূর্ণ হলে ছোটো নদীগুলো পরিপূর্ণ করে, ছোটো নদীগুলো পরিপূর্ণ হলে বড় জলাশয়গুলো পরিপূর্ণ করে, বড় জলাশয়গুলো পরিপূর্ণ হলে ছোটো জলাশয়গুলোও পরিপূর্ণ করে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অবিদ্যা বৃদ্ধি হলে সংস্কার বৃদ্ধি করে, সংস্কার বৃদ্ধি হলে বিজ্ঞান বৃদ্ধি করে, বিজ্ঞান বৃদ্ধি হলে নামরূপ বৃদ্ধি করে, নামরূপ বৃদ্ধি হলে ষড়ায়তন বৃদ্ধি করে, ষড়ায়তন বৃদ্ধি হলে স্পর্শ বৃদ্ধি করে, স্পর্শ বৃদ্ধি হলে বেদনা বৃদ্ধি করে, বেদনা বৃদ্ধি হলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, তৃষ্ণা বৃদ্ধি হলে উপাদান বৃদ্ধি করে, উপাদান বৃদ্ধি হলে ভব বৃদ্ধি করে, ভব বৃদ্ধি হলে জন্ম বৃদ্ধি করে, জন্ম বৃদ্ধি হলে জরা-মৃত্যুও বৃদ্ধি করে।

ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র হ্রাস পেলে মহানদীগুলো হ্রাস পায়, মহানদীগুলো হ্রাস পেলে ছোটো নদীগুলো হ্রাস পায়, ছোটো নদীগুলো হ্রাস পেলে বড় জলাশয়গুলো হ্রাস পায়, বড় জলাশয়গুলো হ্রাস পেলে ছোটো জলাশয়গুলোও হ্রাস পায়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অবিদ্যা ক্ষয় হলে সংস্কার ক্ষয় হয়, সংস্কার ক্ষয় হলে বিজ্ঞান ক্ষয় হয়, বিজ্ঞান ক্ষয় হলে নামরূপ ক্ষয় হয়, নামরূপ ক্ষয় হলে ষড়ায়তন ক্ষয় হয়, ষড়ায়তন ক্ষয় হলে স্পর্শ ক্ষয় হয়, স্পর্শ ক্ষয় হলে বেদনা ক্ষয় হয়, বেদনা ক্ষয় হলে তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, তৃষ্ণা ক্ষয় হলে উপাদান ক্ষয় হয়, উপাদান ক্ষয় হলে ভব ক্ষয় হয়, ভব ক্ষয় হলে জন্ম ক্ষয় হয়, জন্ম ক্ষয় হলে জরা-মৃত্যুও ক্ষয় হয়।' নবম সূত্র।

১০. সুসিম সূত্র

৭০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেলুবন কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতেন। সে-সময়ে ভগবান সৎকারপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মানিত (শ্রদ্ধান্বিত), পূজিত,[২] অর্চিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-

---

[১]। গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি মহানদীগুলো। (অর্থকথা)

[২]। চতুর্প্রত্যয় পূজা দ্বারা পূজিত। (অর্থকথা)

রুগ্ণপ্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণলাভী ছিলেন। ভিক্ষুসংঘও সৎকারপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মানিত (শ্রদ্ধান্বিত), পূজিত, অর্চিত এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-রুগ্ণপ্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণলাভী ছিলেন। কিন্তু অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা অসৎকারপ্রাপ্ত, অসম্মানিত, অমানিত (অশ্রদ্ধান্বিত), অপূজিত, অনর্চিত ছিলেন এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-রুগ্ণপ্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণলাভী ছিলেন না।

সে-সময়ে সুসিমো পরিব্রাজক মহতি পরিব্রাজক পরিষদের সাথে রাজগৃহে বাস করতেন। অতঃপর সুসিম পরিব্রাজকের পরিষদ সুসিম পরিব্রাজককে এরূপ বললেন, 'বন্ধু সুসিম, আসুন শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করুন। আপনি ধর্ম সম্যকভাবে আয়ত্ত করে আমাদের শিক্ষা দিন। আমরা সেই ধর্ম আয়ত্ত করে গৃহীদেরকে বলব। এভাবে আমরাও সৎকারপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মানিত (শ্রদ্ধান্বিত), পূজিত ও অর্চিত হবো এবং চীবর-পিণ্ডপাত-শয্যাসন-রুগ্ণপ্রত্যয়-ভৈষজ্য উপকরণলাভী হবো।' বন্ধু, 'তা-ই হোক' বলে সুসিম পরিব্রাজক নিজের পরিষদের কথায় সম্মত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সুসিম পরিব্রাজক আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু আনন্দ, আমি এই ধর্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি।'

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ সুসিম পরিব্রাজককে নিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, এই সুসিম পরিব্রাজক আমাকে এরূপ বলেছেন, 'বন্ধু আনন্দ, আমি এই ধর্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি।'" 'হে আনন্দ, তাহলে সুসিমকে প্রব্রজ্যা দান কর।' সুসিম পরিব্রাজক ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন।

সে-সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট অর্হত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন[১]—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের

---

[১]। সেই ভিক্ষুগণ নাকি শাস্তার নিকট কর্মস্থান গ্রহণপূর্বক তিন মাস বর্ষাযাপন করার সময় প্রচেষ্টা ও উদ্যম করে সেই তিন মাসের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁরা 'আমরা প্রতিলব্ধগুণ ভগবানের নিকট প্রকাশ করব' বলে প্রবারণা সমাপ্ত করে শয্যাসন সামলিয়ে রেখে শাস্তার নিকট আগমনপূর্বক নিজের প্রতিলব্ধগুণ প্রকাশ করেছিলেন। (অর্থকথা)

পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে সম্যকভাবে জানতে পারছি।' আয়ুষ্মান সুসিম শুনলেন, বহুসংখ্যক ভিক্ষু নাকি ভগবানের নিকট অর্হত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে সম্যকভাবে জানতে পারছি।' অনন্তর আয়ুষ্মান সুসিম সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সুসিম পরিব্রাজক সেই ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন, 'বন্ধুগণ, সত্যই কি আপনারা ভগবানের নিকট অর্হত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন—'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো জন্ম নেই' বলে সম্যকভাবে জানতে পারছি?' 'হ্যাঁ বন্ধু।'

'বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে নানা প্রকার ঋদ্ধি আয়ত্ত করেছেন, যথা : এক হয়ে বহু হন, বহু হয়ে এক হন; আবির্ভাব হন, তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন; এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মলোক[১] রয়েছে ততদূর আপন কায়ে বশীভূত করেন?' 'বন্ধু, না।'

'বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও নিকটস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনেন?' 'বন্ধু, না।'

'বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে নিজ চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব

---

[১]। ব্রহ্মাগণের জগৎকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। ব্রহ্মলোকের মধ্যে 'প্রজাপতি' হতে 'বিভূ' পর্যন্ত ষোল প্রকার রূপলোক এবং 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' হতে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন' পর্যন্ত চার প্রকার অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে। ব্রহ্মলোক হচ্ছে কাম বিবর্জিত স্থান। ব্রহ্মলোকে কোনো নারীরূপ উৎপন্ন হয় না। ইহলোকে নারীদের মধ্যে যারা ধ্যানবল প্রাপ্ত হন, তারা দেহান্তে পুরুষাকারে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। বুদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যতীত বহু মুনি-ঋষিদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির বিষয় জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় (জাতক, দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩, ৬৯, ৯০ নং; পঞ্চম খণ্ডের ৯৮ নং প্রভৃতি)। ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের মাধ্যমে বক ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও কোনো কোনো জনের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ রয়েছে মধ্যমনিকায়ে, মূল পঞ্চাশকের সূত্রে।

ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানেন—সরাগ-চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসেবে জানেন, বীতরাগ (কাম-লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ-চিত্ত হিসেবে জানেন, সদ্বেষ-চিত্তকে সদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানেন, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ-চিত্ত হিসেবে জানেন, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ-চিত্ত হিসেবে জানেন, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ-চিত্ত হিসেবে জানেন, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানেন, বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হিসেবে জানেন, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত-চিত্ত হিসেবে জানেন, অমহদ্গত-চিত্তকে অমহদ্গত-চিত্ত হিসেবে জানেন, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর-চিত্ত হিসেবে জানেন, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর-চিত্ত হিসেবে জানেন, সমাহিত-চিত্তকে সমাহিত-চিত্তরূপে জানেন এবং অসমাহিত-চিত্তকে অসমাহিত-চিত্তরূপে জানেন, বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানেন এবং অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জানেন? 'বন্ধু, না।'

"বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন, যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, হাজার জন্ম, শত-হাজার (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে 'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ওই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু, আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।' এভাবে আকার ও বর্ণনাসহ বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন?" 'বন্ধু, না।'

"বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও জন্মগ্রহণের সময় দেখতে পান এবং হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত ও কর্মানুরূপে উৎপন্ন (যথাকম্মূপগে) সত্ত্বদের জানেন—'এই সব সত্ত্বগণ কায়-দুশ্চরিত্রসমন্বিত, বাক্য-দুশ্চরিত্রসমন্বিত ও মনোদুশ্চরিত্রসমন্বিত; আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম সম্পাদনকারী, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-সুচরিতসমন্বিত, বাক্য-সুচরিতসমন্বিত ও মনোসুচরিতসমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদনকারী, তারা

কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন।' এরূপে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও জন্মগ্রহণের সময় দেখতে পান এবং হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত ও কর্মানুরূপে উৎপন্ন (যথাকম্মূপগে) সত্ত্বদের জানেন?" 'বন্ধু, না।'

'বন্ধুগণ, আপনারা কি এভাবে জেনে ও দেখে রূপগুলো (রূপ-ব্রহ্মলোক) অতিক্রম করে যেসব শান্ত অরূপ-বিমোক্ষ আছে, সেসব কায় দ্বারা (নাম-কায়ে) স্পর্শ করে অবস্থান করেন?' 'বন্ধু, না।'

'বন্ধুগণ, এখানে আপনারা এখন অর্হত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, অথচ এই ধর্মগুলো[১] আপনাদের আয়ত্ত হয়নি। এটা কী রকম?' 'বন্ধু সুসিম, আমরা প্রজ্ঞাবিমুক্ত।'[২]

'বন্ধুগণ, আমি আপনাদের এই সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ জানি না। আপনারা উত্তমরূপে বলুন, যাতে আমি এই সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ জানতে পারি।' 'বন্ধু সুসিম, আপনি জানুন আর না-ই জানুন, কিন্তু আমরা প্রজ্ঞাবিমুক্ত।'

অনন্তর আয়ুষ্মান সুসিম আসন হতে উঠে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সুসিম সেই ভিক্ষুগণের সাথে তার যেসব বাক্যালাপ হয়েছে সেসব বাক্যালা ভগবানকে জানালেন। 'সুসিম, আগে ধর্মস্থিতি জ্ঞান,[৩] পরে নির্বাণে জ্ঞান।'[৪]

'ভন্তে, আমি ভগবানের এই সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ জানি না। আপনি উত্তমরূপে বলুন, যাতে আমি এই সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত বিষয়ের বিস্তৃত অর্থ জানতে পারি।' 'সুসিম, তুমি জান আর না-ই জান, আগে ধর্মস্থিতি জ্ঞান, পরে নির্বাণে জ্ঞান।'

'সুসিম, তা তুমি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (নিত্য পরিবর্তনশীল), তা কি 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দেখার উপযুক্ত?' 'ভন্তে, না।' 'বেদনা নিত্য নাকি

---

[১]। বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান, দিব্যকর্ণ জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, পূর্বনিবাসস্মৃতি জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

[২]। শুধু অন্তর্দৃষ্টিক শুষ্ক বিদর্শক প্রজ্ঞায় বিমুক্ত। (অর্থকথা)

[৩]। ধর্মস্থিতি জ্ঞান হচ্ছে *বিদর্শন জ্ঞান,* এটা প্রথমেই উৎপন্ন হয়। (অর্থকথা)

[৪]। বিদর্শন সম্পন্নের পর প্রবর্তমার্গ জ্ঞান, এটা পরে উৎপন্ন হয়। (অর্থকথা)

অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (নিত্য পরিবর্তনশীল), তা কি 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দেখার উপযুক্ত?' 'ভন্তে, না।' 'সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (নিত্য পরিবর্তনশীল), তা কি 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দেখার উপযুক্ত?' 'ভন্তে, না।' 'বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী (নিত্য পরিবর্তনশীল), তা কি 'এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা' বলে দেখার উপযুক্ত?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তাই অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বা স্থূল বা সূক্ষ্ম বা হীন বা উত্তম বা দূরে অথবা নিকটে যা কিছু রূপ আছে, সেসব রূপ আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়; এভাবে যথাযতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা উচিত। অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বা স্থূল বা সূক্ষ্ম বা হীন বা উত্তম বা দূরে অথবা নিকটে যা কিছু বেদনা আছে, সেসব বেদনা আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়; এভাবে যথাযতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা উচিত। অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বা স্থূল বা সূক্ষ্ম বা হীন বা উত্তম বা দূরে অথবা নিকটে যা কিছু সংজ্ঞা আছে, সেসব সংজ্ঞা আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়; এভাবে যথাযতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা উচিত। অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বা স্থূল বা সূক্ষ্ম বা হীন বা উত্তম বা দূরে অথবা নিকটে যা কিছু সংস্কার আছে, সেসব সংস্কার আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়; এভাবে যথাযতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা উচিত। অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক বা স্থূল বা সূক্ষ্ম বা হীন বা উত্তম বা দূরে অথবা নিকটে যা কিছু বিজ্ঞান আছে, সেসব বিজ্ঞান আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়; এভাবে যথাযতভাবে সম্যক প্রজ্ঞায় দেখা উচিত।'

"সুসিম, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয়, বেদনার প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয়, সংস্কারের প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয় এবং বিজ্ঞানের প্রতিও নির্বেদযুক্ত হয়। নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ (বা বিরাপ্রাপ্ত) হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত

হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।"

"সুসিম, 'জন্মের কারণে জরা-মৃত্যু' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভবের কারণে জন্ম' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'উপাদানের কারণে ভব' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'তৃষ্ণার কারণে উপাদান' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'বেদনার কারণে তৃষ্ণা' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'স্পর্শের কারণে বেদনা' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'নামরূপের কারণে ষড়ায়তন' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'অবিদ্যার কারণে সংস্কার' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।'

"সুসিম, 'জন্ম নিরোধে জরা-মৃত্যু নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভব নিরোধে জন্ম নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'স্পর্শ নিরোধে বেদনা নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'নামরূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'বিজ্ঞান নিরোধে নামরূপ নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ' দেখ কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে নানা প্রকার ঋদ্ধি আয়ত্ত করেছ, যথা : এক হয়ে বহু হও, বহু হয়ে এক হও; আবির্ভাব হও, তিরোভাব (অন্তর্ধান) হও; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন কর; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাস ও ডুব, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন কর; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ কর; এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন কর এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায়ে বশীভূত কর?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও নিকটস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুন?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে নিজ চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জান—সরাগ-চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ

চিত্ত) সরাগ-চিত্ত হিসেবে জান... বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জান এবং অবিমুক্তচিত্তকে অবিমুক্তচিত্তরূপে জান?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ কর, যেমন : এক জন্ম... এভাবে আকার ও বর্ণনাসহ বহুবিধ পূর্বনিবাস অনুস্মরণ কর?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বদের চ্যুতির সময় ও জন্মগ্রহণের সময় দেখতে পাও... কর্মানুরূপে উৎপন্ন (যথাকম্মূপগে) সত্ত্বদের জান?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, তুমি কি এভাবে জেনে ও দেখে রূপগুলো (রূপ-ব্রহ্মালোক) অতিক্রম করে যেসব শান্ত অরূপ বিমোক্ষ আছে, সেসব কায় দ্বারা (নাম-কায়ে) স্পর্শ করে অবস্থান কর?' 'ভন্তে, না।'

'সুসিম, এখানে তুমি এখন অর্হত্ত্ব ব্যাখ্যা করলে, অথচ এই ধর্মগুলো[১] তোমার আয়ত্ত হয়নি। এটা কী রকম?'

অনন্তর আয়ুষ্মান সুসিম ভগবানের পাদমূলে মস্তক অবনত করে ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, মূর্খতাবশত, অজ্ঞানতাবশত ও অকুশলবশত আমার অপরাধ হয়েছে; আমি যে এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে ধর্মচোর হয়ে প্রব্রজিত হয়েছি। ভগবান, ভবিষ্যৎ সংযমের জন্য আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।'

"সুসিম, নিশ্চয়ই তুমি মূর্খতাবশত, অজ্ঞানতাবশত ও অকুশলবশত আমার অপরাধ করেছ এবং এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে ধর্মচোর হয়ে প্রব্রজিত হয়েছ। সুসিম, যেমন অপরাধকারী চোরকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলে—'দেব, এই ব্যক্তি অপরাধী চোর, তাকে যা ইচ্ছা দণ্ড বিধান করুন।' তখন রাজা এরূপ বলেন, 'যাও, এই ব্যক্তিকে দৃঢ় দড়ি দিয়ে পেছনে দুটি হাত দৃঢ়ভাবে বেঁধে, ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডিত করে, কঠোর স্বরে, ভেরী (ছোটো ঢোল) বাজিয়ে রাস্তা থেকে রাস্তায়, মোড় (চৌরাস্তার সংযোগস্থল) থেকে মোড়ে নিয়ে নিয়ে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরের দক্ষিণ দিকে মস্তক ছেদন কর। সুসিম, তা তুমি কী মনে কর, সেই ব্যক্তি কি সেই কারণে দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে না?' 'হ্যাঁ ভন্তে।'

'সুসিম, সেই ব্যক্তি সেই কারণে যা দুঃখ ও দৌর্মনস্য অনুভব করে, তার

---

[১]। বিবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান, দিব্যকর্ণ জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, পূর্বনিবাসস্মৃতি জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

চেয়েও অধিকতর দুঃখবিপাক ও কটুতর বিপাক হয় এরূপ সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে ধর্মচোর হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণে, কারণ তা বিনিপাতের দিকে সংবর্তন করে। সুসিম, যেহেতু তুমি অপরাধকে অপরাধরূপে দেখে ধর্মানুসারে প্রতিকার করছ, তাই আমরা তোমার অপরাধ ক্ষমা করছি। যে ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধরূপে দেখে ধর্মানুনারে প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতে সংযত হয়, এটা আর্য-বিনয়ে উন্নতি।' দশম সূত্র।

মহাবর্গ সপ্তম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুই অশ্রুতবান ব্যক্ত, পুত্রমাংস উপমা সূত্র,
অস্থিরাগ, নগর, পর্যবেক্ষণ, নলখাগড়াগুচ্ছ;
কোশম্বী, উপযন্তি ও দশমে সুসিম সূত্র উক্ত।

৮. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বর্গ

১. জরা-মৃত্যু সূত্র

৭১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেন। তথায় ভগবান... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু জানে না, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে না, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে না এবং জরা-মৃত্যু নিরোধের উপায় জানে না; সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জরা-মৃত্যু জানে, জরা-মৃত্যুর সমুদয় জানে, জরা-মৃত্যুর নিরোধ জানে এবং জরা-মৃত্যু নিরোধের উপায় জানে; সেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' (সূত্রান্ত এক)। প্রথম সূত্র।

২-১১. জন্ম সূত্রাদি দশক

৭২. (২) ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... জন্ম জানে না...।

(৩) ভব জানে না... ।
(৪) উপাদান জানে না... ।
(৫) তৃষ্ণা জানে না... ।
(৬) বেদনা জানে না... ।
(৭) স্পর্শ জানে না... ।
(৮) ষড়ায়তন জানে না... ।
(৯) নামরূপ জানে না... ।
(১০) বিজ্ঞান জানে না... ।

(১১) 'সংস্কার জানে না, সংস্কারের সমুদয় জানে না, সংস্কারের নিরোধ জানে না এবং সংস্কার নিরোধের উপায় জানে না... সংস্কার জানে... স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' একাদশ সূত্র।

শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বর্গ অষ্টম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :
প্রত্যয় একাদশ ব্যক্ত, চার সত্য বিভাজন,
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বর্গ, নিদানে ভব অষ্টম।

বর্গগুলোর **স্মারক-গাথা :**
বুদ্ধ, আহার, দশবল, কলার, গৃহপতি পঞ্চম,
দুঃখ বর্গ, মহাবর্গ এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অষ্টম।

৯. অন্তর পেয়্যাল

১. শাস্তা সূত্র

৭৩. তখন ভগবান শ্রাবস্তীতে আবস্থান করতেন... 'হে ভিক্ষুগণ, জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে জরা-মৃত্যুতে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। জরা-মৃত্যুর সমুদয় যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে জরা-মৃত্যুর সমুদয়ে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। জরা-মৃত্যুর নিরোধ যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে জরা-মৃত্যুর নিরোধে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। জরা-মৃত্যু নিরোধের উপায় যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে জরা-মৃত্যু নিরোধের উপায়ে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত।' (সূত্রান্ত এক)। প্রথম সূত্র।

(সবগুলো পেয়্যাল (পুনরাবৃত্তি) এভাবে বিস্তৃত করা কর্তব্য।)

২-১১. দ্বিতীয় শাস্তা সূত্রাদি দশক

(২) ভিক্ষুগণ, জন্ম যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৩) ভিক্ষুগণ, ভব যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৪) ভিক্ষুগণ, উপাদান যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৫) ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৬) ভিক্ষুগণ, বেদনা যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৭) ভিক্ষুগণ, স্পর্শ যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৮) ভিক্ষুগণ, ষড়ায়তন যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(৯) ভিক্ষুগণ, নামরূপ যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(১০) ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...।

(১১) 'ভিক্ষুগণ সংস্কার যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে সংস্কারে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। সংস্কার সমুদয় যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে সংস্কার সমুদয়ে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। সংস্কার নিরোধ যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে সংস্কার নিরোধে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত। সংস্কার নিরোধের উপায় যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে সংস্কার নিরোধের উপায়ে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শাস্তা অনুসন্ধান উচিত।' একাদশ সূত্র।

(সবগুলো চার সত্যিক করা কর্তব্য।)

২-১২. শিক্ষা সূত্রাদি পেয়্যাল একাদশক

(২) 'ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে জরা-মৃত্যুতে যথাভূত জ্ঞানের জন্য শিক্ষা করণীয়।

(পেয়্যাল, চার সত্যিক করা কর্তব্য।)

(৩) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... যোগ করণীয়...।

(৪) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... ছন্দ করণীয়...।

(৫) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... উদ্যম করণীয়...।

(৬) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... প্রচেষ্টা করণীয়...।

(৭) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে...

উদ্যোগ করণীয়...।

(৮) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... পরাক্রম (বীর্য) করণীয়...।

(৯) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... অধ্যবসায় করণীয়...।

(১০) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... স্মৃতি করণীয়...।

(১১) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... সম্প্রজ্ঞান করণীয়...।

(১২) ভিক্ষুগণ জরা-মৃত্যু যথাভূতভাবে না জানলে ও না দেখলে... অপ্রমাদ করণীয়...।

অন্তর পেয়্যাল বর্গ নবম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

শাস্তা, শিক্ষা, যোগ, ছন্দ, উদ্যম পঞ্চম,
প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, পরাক্রম, অধ্যবসায়;
স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞান ও অপ্রমাদে দ্বাদশ।

সূত্রান্ত অন্তর পেয়্যাল সমাপ্ত।

পরে সেসব দ্বাদশ হয়, বত্রিশ শত সূত্র,
পেয়্যাল অন্তরে চার সত্যে সেসব ব্যক্ত।

অন্তর পেয়্যালগুলোতে সূচি (উদ্দানং) সমাপ্ত।

নিদান-সংযুক্ত সমাপ্ত।

২. অভিসময়-সংযুক্ত

১. নখাগ্র সূত্র

৭৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেন। অনন্তর ভগবান নখাগ্রে সামান্য পরিমাণ ধূলিকণা তুলে নিয়ে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, আমার নখাগ্রে গ্রহিত সামান্য পরিমাণ ধূলিকণা বেশি না এই মহাপৃথিবী বেশি?'

'ভন্তে, এই মহাপৃথিবীই বেশি। ভগবানের নখাগ্রে গৃহিত সামান্য পরিমাণ ধূলিকণা অতি অল্পমাত্র। এই পৃথিবীর তুলনায় ভগবানের নখাগ্রে গৃহিত সামান্য পরিমাণ ধূলিকণা শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই সত্যদ্রষ্টা, দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের সেই বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়েছে; অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। আগের পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখস্কন্ধের তুলনায় সাতবার পুনর্জন্ম গ্রহণ (সত্তক্খত্তুংপরমতা) শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না। ভিক্ষুগণ, ধর্মাভিসময় এরূপ মহার্থপূর্ণ (মঙ্গলজনক), ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' প্রথম সূত্র।

২. পুষ্করিণী সূত্র

৭৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো দৈর্ঘে পঞ্চাশ যোজন, প্রস্তে পঞ্চাশ যোজন এবং গভীরতায় (উব্বেধেন) পঞ্চাশ যোজন পুষ্করিণী কানায় কানায় জলে পরিপূর্ণ কাকপেয়[১]। সেখান পুরুষ কুশতৃণাগ্র দিয়ে জল তুলে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, কুশতৃণাগ্র দিয়ে উত্তোলিত জল বেশি নাকি পুষ্করিণীর জল বেশি?'

'ভন্তে, এই পুষ্করিণীর জলই বেশি। কুশতৃণাগ্র দিয়ে উত্তোলিত জল অতি অল্পমাত্র। পুষ্করিণীর জলের তুলনায় কুশতৃণাগ্র দিয়ে উত্তোলিত জল শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-

---

[১]। কাকপেয়্য = তীর সমান জল যেন কাক তীরে বসে জল পান করতে পারে এরূপভাবে পরিপূর্ণ।

হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।’

‘ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই সত্যদ্রষ্টা, দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের সেই বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়েছে; অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। আগের পরিক্ষীণপ্রাপ্ত ও নিঃশেষিত দুঃখস্কন্ধের তুলনায় সাতবার পুনর্জন্ম গ্রহণ (সত্তক্খত্তুংপরমতা) শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না। ভিক্ষুগণ, ধর্মাভিসময় এরূপ মহার্থপূর্ণ (মঙ্গলজনক), ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।’ দ্বিতীয় সূত্র।

৩. মিলিত জল সূত্র

৭৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, ও মহী এই মহানদীগুলো যেখানে মিলিত হয়, একত্রিত হয়; সেখান হতে পুরুষ দুই বা তিন ফোঁটা জল তুলে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল বেশি নাকি মহানদীগুলোর মিলিত জল বেশি?’

‘ভন্তে, এই মহানদীগুলোর মিলিত জলই বেশি। দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল অতি অল্পমাত্র। মহানদীগুলোর মিলিত জলের তুলনায় দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।’

‘ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।’ তৃতীয় সূত্র।

৪. দ্বিতীয় মিলিত জল সূত্র

৭৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, ও মহী এই মহানদীগুলো যেখানে মিলিত হয়, একত্রিত হয়; সেই জল দুই বা তিন ফোঁটা জল অবশিষ্ট রেখে পরিক্ষয় হয় ও শুকিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, মহানদীগুলোর পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও শুকিয়ে যাওয়া মিলিত জল বেশি নাকি দুই বা তিন ফোঁটা অবশিষ্ট জল বেশি?’

‘ভন্তে, এই মহানদীগুলোর পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও শুকিয়ে যাওয়া মিলিত জলই বেশি। দুই বা তিন ফোঁটা অবশিষ্ট জল অতি অল্পমাত্র। মহানদীগুলোর পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও শুকিয়ে যাওয়া মিলিত জলের তুলনায় দুই বা তিন ফোঁটা

অবশিষ্ট জল শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' চতুর্থ সূত্র।

৫. পৃথিবী সূত্র

৭৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো পুরুষ মহাপৃথিবীর ওপর বড়ই বিচি প্রমাণ সাতটি মাটির পিণ্ড নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, বড়ই বিচি প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি মাটির পিণ্ড বেশি নাকি এই মহাপৃথিবী বেশি?'

'ভন্তে, এই মহাপৃথিবীই বেশি। বড়ই বিচি প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি মাটির পিণ্ড অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় বড়ই বিচি প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি মাটির পিণ্ড শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় পৃথিবী সূত্র

৭৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো মহাপৃথিবী বড়ই বিচি প্রমাণ সাতটি মাটির পিণ্ড অবশিষ্ট রেখে পরিক্ষয় ও নিঃশেষিত হয়। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত মহাপৃথিবী বেশি নাকি বড়ই বিচি প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি মাটির পিণ্ড বেশি?'

'ভন্তে, এই মহাপৃথিবীই বেশি। বড়ই বিচি প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি মাটির পিণ্ড অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত মহাপৃথিবীর তুলনায় বড়ই বিচি প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি মাটির পিণ্ড শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সমুদ্র সূত্র

৮০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো পুরুষ মহাসমুদ্র হতে দুই বা তিন ফোঁটা জল তুলে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, সেই দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল বেশি নাকি মহাসমুদ্রের জল বেশি?'

'ভন্তে, সেই মহাসমুদ্রের জলই বেশি। দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল অতি অল্পমাত্র। মহাসমুদ্রের জলের তুলনায় দুই বা তিন ফোঁটা উত্তোলিত জল শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' সপ্তম সূত্র।

৮. দ্বিতীয় সমুদ্র সূত্র

৮১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো মহাসমুদ্র দুই বা তিন ফোঁটা জল অবশিষ্ট রেখে পরিক্ষয় ও নিঃশেষিত হয়। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত মহাসমুদ্রের জল বেশি নাকি দুই বা তিন ফোঁটা অবশিষ্ট জল বেশি?'

'ভন্তে, সেই পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত মহাসমুদ্রের জলই বেশি। দুই বা তিন ফোঁটা অবশিষ্ট জল অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত মহাসমুদ্রের জলের তুলনায় দুই বা তিন ফোঁটা অবশিষ্ট জল শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' অষ্টম সূত্র।

৯. পর্বত সূত্র

৮২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো পুরুষ পর্বতরাজ হিমালয়ে সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, সরিষা প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা বেশি নাকি পর্বতরাজ হিমালয় বেশি?'

'ভন্তে, পর্বতরাজ হিমালয়ই বেশি। সরিষা প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সরিষা প্রমাণ

নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই... ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় পর্বত সূত্র

৮৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো পর্বতরাজ হিমালয় সরিষা প্রমাণ মাত্র সাতটি পাথরের টুকরা অবশিষ্ট রেখে পরিক্ষয় ও নিঃশেষিত হয়। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত পর্বতরাজ হিমালয় বেশি নাকি সরিষা প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি পাথরের টুকরা বেশি?'

'ভন্তে, পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত পর্বতরাজ হিমালয়ই বেশি। সরিষা প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সরিষা প্রমাণ অবশিষ্ট সাতটি পাথরের টুকরা শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই সত্যদ্রষ্টা, দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের সেই বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়েছে; অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। আগের পরিক্ষীণপ্রাপ্ত ও নিঃশেষিত দুঃখস্কন্ধের তুলনায় সাতবার পুনর্জন্ম গ্রহণ (সত্তক্খত্তুংপরমতা) শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না। ভিক্ষুগণ, ধর্মাভিসময় এরূপ মহার্থপূর্ণ (মঙ্গলজনক), ধর্মচক্ষু প্রতিলাভ এরূপ মহার্থপূর্ণ।' দশম সূত্র।

১১. তৃতীয় পর্বত সূত্র

৮৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধরো পুরুষ পর্বতরাজ সুমেরুর ওপর মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কী মনে কর, মুগডাল প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা বেশি নাকি পর্বতরাজ সুমেরু বেশি?'

'ভন্তে, পর্বতরাজ সুমেরুই বেশি। মুগডাল প্রমাণ নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ সুমেরুর তুলনায় মুগডাল প্রমাণ

নিক্ষেপিত সাতটি পাথরের টুকরা শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই সত্যদ্রষ্টা, দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবকের অধিগমের তুলনায় অন্যতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকগণের অধিগম (সিদ্ধি লাভ) শত ভাগের এক ভাগও হয় না, হাজার অংশের এক অংশও হয় না এবং শত-হাজার (লক্ষ) ভাগের এক ভাগও হয় না। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্গল এরূপ মহাধিগমসম্পন্ন, এরূপ মহাভিজ্ঞ।' একাদশ সূত্র।

অভিসময়-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

নখাগ্র, পুষ্করিণী আর মিলিত জলদ্বয়,
দুই পৃথিবী, দুই সমুদ্র, পর্বত উপমাত্রয়।

৩. ধাতু-সংযুক্ত

১. নানাত্ব[১] বর্গ

১. ধাতু-নানাত্ব সূত্র

৮৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে ধাতু-নানাত্ব সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা শোন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি ভাষণ করব।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? চক্ষুধাতু, রূপধাতু ও চক্ষুবিজ্ঞানধাতু; শ্রোত্রধাতু, শব্দধাতু ও শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু; ঘ্রাণধাতু, গন্ধধাতু ও ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু; জিহ্বাধাতু, রসধাতু ও জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু; কায়ধাতু, স্প্রষ্টব্যধাতু ও কায়বিজ্ঞানধাতু; মনোধাতু, ধর্মধাতু ও মনোবিজ্ঞানধাতু। ভিক্ষুগণ, এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।' প্রথম সূত্র।

২. স্পর্শ-নানাত্ব সূত্র

৮৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ধাতু-নানাত্ব কী? চক্ষুধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বাধাতু, কায়ধাতু ও মনোধাতু; এটাই ধাতু-নানাত্ব।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়? চক্ষুধাতুর কারণে চক্ষুস্পর্শ উৎপন্ন হয়। শ্রোত্রধাতুর কারণে... ঘ্রাণধাতুর কারণে... জিহ্বাধাতুর কারণে... কায়ধাতুর কারণে... মনোধাতুর কারণে মনেস্পর্শ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. না স্পর্শ-নানাত্ব সূত্র

৮৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? চক্ষুধাতু... মনোধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

---

[১]। নানাত্ব = অসাদৃশ্য বা প্রভেদ অথবা বিভিন্নতা।

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়? চক্ষুধাতুর কারণে চক্ষুস্পর্শ উৎপন্ন হয়, না চক্ষুস্পর্শের কারণে চক্ষুধাতু উৎপন্ন হয়... মনোধাতুর কারণে মনোস্পর্শ উৎপন্ন হয়, না মনোস্পর্শের কারণে মনোধাতু উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' তৃতীয় সূত্র।

৪. বেদনা-নানাত্ব সূত্র

৮৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? চক্ষুধাতু... মনোধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়? চক্ষুধাতুর কারণে চক্ষুস্পর্শ উৎপন্ন হয়, চক্ষুস্পর্শের কারণে চক্ষুসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়... মনোধাতুর কারণে মনোস্পর্শ উৎপন্ন হয়, মনোস্পর্শের কারণে মনোসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' চতুর্থ সূত্র।

৫. দ্বিতীয় বেদনা-নানাত্ব সূত্র

৮৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না বেদনা-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? চক্ষুধাতু... মনোধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না বেদনা-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়? ভিক্ষুগণ, চক্ষুধাতুর কারণে চক্ষুস্পর্শ উৎপন্ন হয়, চক্ষুস্পর্শের কারণে চক্ষুসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়, না চক্ষুসংস্পর্শজনিত বেদনার কারণে চক্ষুস্পর্শ উৎপন্ন হয়, না চক্ষুসংস্পর্শের কারণে চক্ষুধাতু উৎপন্ন

হয়... মনোধাতুর কারণে মনোস্পর্শ উৎপন্ন হয়, মনোস্পর্শের কারণে মনোসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়, না মনোসংস্পর্শজনিত বেদনার কারণে মনোসংস্পর্শ উৎপন্ন হয়, না মনোসংস্পর্শের কারণে মনোধাতু উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না বেদনা-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' পঞ্চম সূত্র।

৬. বাহ্যিক ধাতু-নানাত্ব সূত্র

৯০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব সম্বন্ধে দেশনা করব। তেমরা শোন... ধাতু-নানাত্ব কী? রূপধাতু, শব্দধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, স্প্রষ্টব্যধাতু ও ধর্মধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সংজ্ঞা-নানাত্ব সূত্র

৯১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন, 'ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? রূপধাতু... ধর্মধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়?'

'ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর কারণে রূপসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, রূপসংজ্ঞার কারণে রূপসংকল্প উৎপন্ন হয়, রূপসংকল্পের কারণে রুপছন্দ উৎপন্ন হয়, রূপছন্দের কারণে রূপপরিলাহ উৎপন্ন হয়, রূপপরিলাহের কারণে রূপ-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়... ধর্মধাতুর কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়, ধর্মসংকল্পের কারণে ধর্মছন্দ উৎপন্ন হয়, ধর্মছন্দের কারণে ধর্মপরিলাহ উৎপন্ন হয়, ধর্মপরিলাহের কারণে ধর্ম-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়।'

'ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' সপ্তম সূত্র।

৮. না অন্বেষণ-নানাত্ব সূত্র

৯২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না পরিলাহ-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না ছন্দ-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংকল্প-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? রূপধাতু... ধর্মধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না পরিলাহ-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না ছন্দ-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংকল্প-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়?'

'ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর কারণে রূপসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, রূপসংজ্ঞার কারণে রূপসংকল্প উৎপন্ন হয়, রূপসংকল্পের কারণে রুপছন্দ উৎপন্ন হয়, রূপছন্দের কারণে রূপপরিলাহ উৎপন্ন হয়, রূপপরিলাহের কারণে রূপ-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়... ধর্মধাতুর কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়, ধর্মসংকল্পের কারণে ধর্মছন্দ উৎপন্ন হয়, ধর্মছন্দের কারণে ধর্মপরিলাহ উৎপন্ন হয়, ধর্মপরিলাহের কারণে ধর্ম-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়; না ধর্ম-অন্বেষণের কারণে ধর্মপরিলাহ উৎপন্ন হয়, না ধর্মপরিলাহের কারণে

ধর্মছন্দ উৎপন্ন হয়, না ধর্মছন্দের কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংকল্পের কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মধাতু উৎপন্ন হয়।'

'ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না পরিলাহ-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না ছন্দ-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংকল্প-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' অষ্টম সূত্র।

৯. বাহ্যিক স্পর্শ-নানাত্ব সূত্র

৯৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, বেদনা-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে লাভ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? রূপধাতু... ধর্মধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়... অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে লাভ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়?'

'ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর কারণে রূপসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, রূপসংজ্ঞার কারণে রূপসংকল্প উৎপন্ন হয়, রূপসংকল্পের কারণে রূপস্পর্শ উৎপন্ন হয়, রূপস্পর্শের কারণে রূপস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়, রূপস্পর্শজনিত বেদনার কারণে রূপছন্দ উৎপন্ন হয়, রূপছন্দের কারণে রূপপরিলাহ উৎপন্ন হয়, রূপপরিলাহের কারণে রূপ-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়, রূপ-অন্বেষণের কারণে রূপলাভ উৎপন্ন হয়... ধর্মধাতুর কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়, ধর্মসংকল্পের কারণে ধর্মস্পর্শ উৎপন্ন হয়, ধর্মস্পর্শের কারণে ধর্মসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়, ধর্মসংস্পর্শজনিত বেদনার কারণে ধর্মছন্দ উৎপন্ন হয়, ধর্মছন্দের কারণে ধর্মপরিলাহ উৎপন্ন

হয়, ধর্মপরিলাহের কারণে ধর্ম-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়, ধর্ম-অন্বেষণের কারণে ধর্মলাভ উৎপন্ন হয়।'

'ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়... অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে লাভ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' নবম সূত্র।

১০. দ্বিতীয় বাহ্যিক স্পর্শ-নানাত্ব সূত্র

৯৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংকল্প-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, স্পর্শ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, বেদনা-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, ছন্দ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব (দহন-নানাত্ব) উৎপন্ন হয়, পরিলাহ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে লাভ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়; না লাভ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না পরিলাহ-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়... বেদনা... স্পর্শ... সংকল্প... সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ধাতু-নানাত্ব কী? রূপধাতু... ধর্মধাতু; এটিকেই ধাতু-নানাত্ব বলে।'

'ভিক্ষুগণ, কিভাবে ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়? স্পর্শ... বেদনা... ছন্দ... পরিলাহ... অন্বেষণ... লাভ... না লাভ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়... ছন্দ... বেদনা... স্পর্শ... না সংকল্প-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়?'

'ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর কারণে রূপসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়... ধর্মধাতুর কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়... ধর্ম-অন্বেষণের কারণে ধর্মলাভ উৎপন্ন হয়; না ধর্মলাভের কারণে ধর্ম-অন্বেষণ উৎপন্ন হয়, না ধর্ম-অন্বেষণের কারণে ধর্মপরিলাহ উৎপন্ন হয়, না ধর্মপরিলাহের কারণে ধর্মছন্দ উৎপন্ন হয়, না ধর্মছন্দের কারণে ধর্মসংস্পর্শজনিত বেদনা উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংস্পর্শজনিত বেদনার কারণে ধর্মসংস্পর্শ উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংস্পর্শের কারণে ধর্মসংকল্প উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংকল্পের কারণে ধর্মসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, না ধর্মসংজ্ঞার কারণে ধর্মধাতু

উৎপন্ন হয়।'

'ভিক্ষুগণ, এভাবেই ধাতু-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়... স্পর্শ... বেদনা... ছন্দ... পরিলাহ... অন্বেষণ... লাভ... না লাভ-নানাত্বের কারণে অন্বেষণ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না অন্বেষণ-নানাত্বের কারণে পরিলাহ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না পরিলাহ-নানাত্বের কারণে ছন্দ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না ছন্দ-নানাত্বের কারণে বেদনা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না বেদনা-নানাত্বের কারণে স্পর্শ-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না স্পর্শ-নানাত্বের কারণে সংকল্প-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংকল্প-নানাত্বের কারণে সংজ্ঞা-নানাত্ব উৎপন্ন হয়, না সংজ্ঞা-নানাত্বের কারণে ধাতু-নানাত্ব উৎপন্ন হয়।' দশম সূত্র।

নানাত্ব বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ধাতু, স্পর্শ, না স্পর্শ, বেদনা অপরদ্বয়ে অধ্যাত্ম পঞ্চক,
ধাতু, সংজ্ঞা, না অন্বেষণ, অপর স্পর্শদ্বয়ে বাহ্যিক পঞ্চক।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. সপ্ত ধাতু সূত্র

৯৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু সাত প্রকার। সাত প্রকার কী কী? আভাধাতু, শুভধাতু, আকাশায়তনধাতু, বিজ্ঞানায়তনধাতু, আকিঞ্চনায়তনধাতু, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনধাতু এবং সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধধাতু—এগুলোই সাত প্রকার ধাতু।'

এরূপ বললে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, এই যে আভাধাতু, শুভধাতু, আকাশায়তনধাতু, বিজ্ঞানায়াতনধাতু, আকিঞ্চনায়তনধাতু, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনধাতু এবং সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধধাতু—এই ধাতুগুলো কী কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়?'

'হে ভিক্ষু, যা এই আভাধাতু—এই ধাতু অন্ধকারের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই শুভধাতু—এই ধাতু-অশুভের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই আকাশায়তনধাতু—এই ধাতু রূপের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই বিজ্ঞানায়তনধাতু—এই ধাতু আকাশায়তনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই আকিঞ্চনায়তনধাতু—এই ধাতু বিজ্ঞানায়তনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই নৈবসংজ্ঞা-

নাসংজ্ঞায়তধাতু—এই ধাতু আকিঞ্চনায়তনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। যা এই সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধধাতু—এই ধাতু নিরোধের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়।'

'ভন্তে, যা এই আভাধাতু, শুভধাতু, আকাশায়তনধাতু, বিজ্ঞানায়তনধাতু, আকিঞ্চনায়তনধাতু, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনধাতু এবং সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধধাতু—এই ধাতুগুলো কোন সমাপত্তি লাভের যোগ্য?'

'হে ভিক্ষু, যা এই আভাধাতু, শুভধাতু, আকাশায়তনধাতু, বিজ্ঞানায়তনধাতু ও আকিঞ্চনায়তনধাতু—এই ধাতুগুলো সংজ্ঞা-সমাপত্তি লাভের যোগ্য। যা এই নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনধাতু—এই ধাতু সংস্কার-অবশেষ-সমাপত্তি লাভের যোগ্য। যা এই সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধধাতু—এই ধাতু নিরোধসমাপত্তি লাভের যোগ্য।' প্রথম সূত্র।

২. সনিদান সূত্র

৯৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সনিদান কামবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান ব্যাপাদবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়।'

'ভিক্ষুগণ, কিরূপে সনিদান কামবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান ব্যাপাদবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান বিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়? ভিক্ষুগণ, কামধাতুর কারণে কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, কামসংজ্ঞার কারণে কামসংকল্প উৎপন্ন হয়, কামসংকল্পের কারণে কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়, কামচ্ছন্দের কারণে কামপরিদাহ (কামোত্তেজনা) উৎপন্ন হয়, কামপরিদাহের কারণে কামান্বেষণ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, কামান্বেষণ অন্বেষণরত অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্তপথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, ব্যাপাদধাতুর কারণে ব্যাপাদসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদসংজ্ঞার কারণে ব্যাপাদসংকল্প উৎপন্ন হয়... ব্যাপাদচ্ছন্দ... ব্যাপাদপরিদাহ... ব্যাপাদান্বেষণ... ভিক্ষুগণ, ব্যাপাদান্বেষণ অন্বেষণরত অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্তপথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, বিহিংসাধাতুর কারণে বিহিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, বিহিংসাসংজ্ঞার কারণে বিহিংসাসংকল্প উৎপন্ন হয়... বিহিংসাচ্ছন্দ... বিহিংসাপরিদাহ... বিহিংসান্বেষণ... ভিক্ষুগণ, বিহিংসান্বেষণ অন্বেষণরত

অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্তপথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন পুরুষ শুষ্ক তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণমশাল নিক্ষেপ করে, হাত এবং পা দিয়ে তাড়াতাড়ি নির্বাপণ করে না। এরূপে তৃণকাষ্ঠাশ্রিত সব প্রাণী দুঃখদুর্দশা প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিষমগত সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে না, ধ্বংস করে না, নষ্ট করে না ও ক্ষয় করে না; সে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) সবিঘাত (যন্ত্রণাদায়ক), সউপায়াস ও পরিদাহযুক্ত দুঃখে বাস করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর তার দুর্গতি অনিবার্য।'

'হে ভিক্ষুগণ, সনিদান নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান অব্যাপাদবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান অবিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়।'

'ভিক্ষুগণ, কিরূপে সনিদান নৈষ্ক্রম্যবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান অব্যাপাদবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়; সনিদান অবিহিংসাবিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়? ভিক্ষুগণ, নৈষ্ক্রম্যধাতুর কারণে নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞার কারণে নৈষ্ক্রম্যসংকল্প উৎপন্ন হয়, নৈষ্ক্রম্যসংকল্পের কারণে নৈষ্ক্রম্যচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়, নৈষ্ক্রম্যচ্ছন্দের কারণে নৈষ্ক্রম্যপরিদাহ উৎপন্ন হয়, নৈষ্ক্রম্যপরিদাহের কারণে নৈষ্ক্রম্যান্বেষণ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, নৈষ্ক্রম্যান্বেষণ অন্বেষণরত শ্রুতবান আর্যশ্রাবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে সম্যকপথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, অব্যাপাদধাতুর কারণে অব্যাপাদসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অব্যাপাদসংজ্ঞার কারণে অব্যাপাদসংকল্প উৎপন্ন হয়... অব্যাপাদচ্ছন্দ... অব্যাপাদপরিদাহ... অব্যাপাদান্বেষণ... ভিক্ষুগণ, অব্যাপাদান্বেষণ অন্বেষণরত শ্রুতবান আর্যশ্রবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে সম্যক পথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, অবিহিংসাধাতুর কারণে অবিহিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অবিহিংসাসংজ্ঞার কারণে অবিহিংসাসংকল্প উৎপন্ন হয়, অবিহিংসাসংকল্পের কারণে অবিহিংসাচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়, অবিহিংসাচ্ছন্দের কারণে অবিহিংসাপরিদাহ উৎপন্ন হয়, অবিহিংসাপরিদাহের কারণে অবিহিংসান্বেষণ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, অবিহিংসান্বেষণ অন্বেষণরত শ্রুতবান আর্যশ্রাবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে ও মানসিকভাবে এই তিনভাবে সম্যকপথে চালিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন পুরুষ শুষ্ক তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণমশাল নিক্ষেপ করে, কিন্তু হাত এবং পা দিয়ে তা তাড়াতাড়ি নির্বাপণ করে। এরূপে তৃণকাষ্ঠাশ্রিত সব প্রাণী দুঃখদুর্দশা প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিষমগত সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে, ধ্বংস করে, নষ্ট করে ও ক্ষয় করে; সে দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) অবিঘাত (যন্ত্রণামুক্ত), অনুপায়াস (দুর্দশামুক্ত) ও পরিদাহমুক্ত সুখে বাস করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর তার সুগতি সুনিশ্চিত।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ইটের দালান (গিঞ্জকাবসথ) সূত্র

৯৭. একসময় ভগবান জ্ঞাতিকে ইটের দালানে অবস্থান করতেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভগবানের ডাকে সাড়া দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, ধাতুর কারণে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বিতর্ক উৎপন্ন হয়।' এরূপ বললে আয়ুষ্মান কচ্চান[১] ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, যা এই দৃষ্টি—'অসম্যকসম্বুদ্ধগণের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধ', এই দৃষ্টি কী কারণে বোধ বা প্রত্যক্ষ হয়?"

'হে কচ্চান, এই অবিদ্যাধাতু প্রবলা। হীন-ধাতুর কারণে হীন-সংজ্ঞা, হীন-দৃষ্টি, হীন-বিতর্ক, হীন-চেতনা, হীন-প্রার্থনা, হীন-প্রণিধি, হীন-পুদ্গল ও হীন-বাক্য উৎপন্ন হয়। হীন বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞাপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে। তার উৎপত্তি হীন বলেই বলি।'

'কচ্চান, মধ্যম-ধাতুর কারণে মধ্যম-সংজ্ঞা, মধ্যম-দৃষ্টি, মধ্যম-বিতর্ক, মধ্যম-চেতনা, মধ্যম-প্রার্থনা, মধ্যম-প্রণিধি, মধ্যম-পুদ্গল, মধ্যম-বাক্য উৎপন্ন হয়। মধ্যম বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞাপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে। তার উৎপত্তি মধ্যম বলেই বলি।'

'কচ্চান, উত্তম-ধাতুর কারণে উত্তম-সংজ্ঞা, উত্তম-দৃষ্টি, উত্তম-বিতর্ক, উত্তম-চেতনা, উত্তম-প্রার্থনা, উত্তম-প্রণিধি, উত্তম-পুদ্গল, উত্তম-বাক্য উৎপন্ন হয়। উত্তম বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞাপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে। তার উৎপত্তি উত্তম বলেই বলি।' তৃতীয় সূত্র।

---

[১]। কম্বোডিয়া (?) গ্রন্থে 'সদ্ধো (বিশ্বস্ত) কচ্চান'।

৪. হীনাধিমুক্তিক[১] সূত্র

৯৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুবশে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।' চতুর্থ সূত্র।

৫. চঙ্ক্রমণ সূত্র

৯৯. একসময় ভগবান রাজগৃহের গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করতেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান মন্তানিপুত্র পুর্ণ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান উপালি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন এবং দেবদত্তও বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে ভগবানের অনতিদূরে চঙ্ক্রমণ করছিলেন।

---

[১]। হীনানুরাগী, নীচানুরাগী অথবা হীনতার দিকে যার ঝোঁক আছে।

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত সারিপুত্রকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই মহাপ্রাজ্ঞ। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত মৌদ্গাল্লায়নকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই মহাঋদ্ধিসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত মহাকাশ্যপকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই ধুতাঙ্গবাদী। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত অনুরুদ্ধকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই দিব্যচক্ষুসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত মন্তানিপুত্র পূর্ণকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই ধর্মকথিক। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত উপালিকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই বিনয়ধর। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত আনন্দকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই বহুশ্রুত। ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বহুসংখ্যক ভিক্ষুর সাথে চঙ্ক্রমণরত দেবদত্তকে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষুরা সবাই পাপেচ্ছু।'

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।' পঞ্চম সূত্র।

৬. সগাথা সূত্র

১০০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ভিক্ষুগণ, অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন মল মলের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; মূত্র মূত্রের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; থুথু থুথুর সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; পূঁজ পূঁজের সাথে মিলে যায়, মিশে যায়; রক্ত রক্তের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; ঠিক এভাবেই সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ভিক্ষুগণ, অতীতেও... ভবিষ্যতেও... বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। হীনানুরাগী ব্যক্তিরা হীনানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।'

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও... বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন দুধ দুধের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; তৈল তৈলের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; ঘৃত ঘৃতের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; মধু মধুর সাথে মিলে যায়, মিশে যায়; গুড় (বা চিনি) গুড়ের সাথে মিশে যায়, মিলে যায়; ঠিক এভাবেই সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে

মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ভিক্ষুগণ, অতীতেও... ভবিষ্যতেও... বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্তগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। কল্যাণানুরাগী (সদাচরণে উৎসাহী) ব্যক্তিরা কল্যাণানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।'

ভগবান এরূপ বললেন। সুগত এটি বলার পর অতঃপর শাস্তা এরূপ বললেন :

'সংসর্গ হতে ক্লেশবন উৎপন্ন হয়, সংসর্গ না করলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। ছোটো গাছে আরোহণ বা আশ্রয় করে লোকে যেমন মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; তেমনি সাধুভাবে জীবনযাপনকারী ব্যক্তিও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সংসর্গে নিমজ্জিত হয়। তদ্ধেতু অলস ও হীনবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরিবর্জন করবে। প্রবিবিক্ত (নির্জনচারী) আর্যগণের সাথে, প্রেষিতাত্ম (উদ্যমশালী) ধ্যানীদের সাথে, আরব্ধবীর্য ব্যক্তি ও পণ্ডিতগণের সাথে নিত্য বসবাস করবে।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. অশ্রদ্ধা-মিলন সূত্র

১০১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্তগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল (অমনোযোগী) ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্তগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। বিস্মৃতিশীল (অমনোযোগী) ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত

হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল।'

'ভিক্ষুগণ, ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মিলিত হবে, একত্রিত হবে। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। বিস্মৃতিশীল (অমনোযোগী) ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবে, একত্রিত হবে।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। বিস্মৃতিশীল (অমনোযোগী) ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।'

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তিরা লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল (মনোযোগী) ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অতীতেও... ভবিষ্যতেও... বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়... প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।' সপ্তম সূত্র।

৮. অশ্রদ্ধামূলক সূত্র

১০২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল... ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে... ।'

'ভিক্ষুগণ, বর্তমান সময়েও ধাতুগতভাবে সত্ত্বগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে।' (১)

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।... প্রথম ক্রমের ন্যায় বিস্তৃতব্য।' (২)

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত

ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৩)

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৪)

'ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৫) অষ্টম সূত্র।

৯. নির্লজ্জমূলক সূত্র

১০৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (১)

'(পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।

বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (২)

'(পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৩)

'(পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৪) নবম সূত্র।

১০. ভয়হীনমূলক সূত্র

১০৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (১)

'(পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত

হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (২)

'(পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (৩) দশম সূত্র।

১১. অল্পশ্রুতমূলক সূত্র

১০৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (১)

'অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' (২) একাদশ সূত্র।

১২. আলস্যপরায়ণমূলক সূত্র

১০৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ

ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়...।' দ্বাদশ সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সপ্তধাতু, সনিদান আর ইটের দালান,
হীনাধিমুক্তিক, চঙ্ক্রমণ, সগাথা, অশ্রদ্ধা সপ্তম।
অশ্রদ্ধামূলক পাঁচ, চার অলজ্জামূলক,
ভয়হীনমূলক তিন, দুই অল্পশ্রুত।
আলস্যপরায়ণ একক উক্ত, সূত্রান্ত তিন পঞ্চক,
বাইশটি সূত্র উক্ত, একে দ্বিতীয় বর্গ বলা হয়।

৩. কর্মপথ বর্গ

১. অসমাহিত সূত্র

১০৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অসমাহিত ব্যক্তিরা অসমাহিত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সমাহিত ব্যক্তিরা সমাহিত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' প্রথম সূত্র।

২. দুঃশীল সূত্র

১০৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্রদ্ধাসম্পন্ন

ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়হীন ব্যক্তিরা ভয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুঃশীল ব্যক্তিরা দুঃশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। (পাপে) ভয়শীল ব্যক্তিরা ভয়শীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শীলবান ব্যক্তিরা শীলবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পঞ্চ শিক্ষাপদ সূত্র

১০৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিরা প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণকারীরা (চোর ব্যক্তিরা) অদত্তবস্তু গ্রহণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ব্যভিচারীরা ব্যভিচারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা ভাষণকারীরা মিথ্যা ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সুরা-মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা সুরা-মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সুরা-মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা সুরা-মাদকদ্রব্য সেবন হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' তৃতীয় সূত্র।

৪. সাত কর্মপথ সূত্র

১১০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিরা

প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণকারীরা (চোর ব্যক্তিরা) অদত্তবস্তু গ্রহণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ব্যভিচারীরা ব্যভিচারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা ভাষণকারীরা মিথ্যা ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পিশুনবাক্য ভাষণকারীরা পিশুনবাক্য ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পরুষবাক্য বা কর্কশবাক্য ভাষণকারীরা কর্কশবাক্য ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। নিরর্থকবাক্য ভাষণকারীরা নিরর্থকবাক্য ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পিশুনবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা পিশুনবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পরুষবাক্য বা কর্কশবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা কর্কশবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। নিরর্থকবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা নিরর্থকবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' চতুর্থ সূত্র।

৫. দশ কর্মপথ সূত্র

১১১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিরা প্রাণিহত্যাকারী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণকারীরা... ব্যভিচারীরা... মিথ্যা ভাষণকারীরা... পিশুনবাক্য ভাষণকারীরা... পরুষবাক্য বা কর্কশবাক্য ভাষণকারীরা... নিরর্থকবাক্য ভাষণকারীরা নিরর্থকবাক্য ভাষণকারীদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। লোলুপ ব্যক্তিরা লোলুপ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা প্রাণিহত্যা হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা... ব্যভিচার হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা... মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা... পিশুনবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা... কর্কশবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা... নিরর্থকবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিরা নিরর্থকবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অলোলুপ ব্যক্তিরা অলোলুপ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। ঈর্ষাপরায়ণহীন ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরায়ণহীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' পঞ্চম সূত্র।

৬. অষ্টাঙ্গিক সূত্র

১১২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা সংকল্পী ব্যক্তিরা... মিথ্যা বাক্য ভাষণকারীরা... মিথ্যা কর্মকারীরা... মিথ্যা জীবিকাধারীরা... মিথ্যা প্রচেষ্টাকারীরা... মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা... মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক সংকল্পী ব্যক্তিরা... সম্যক বাক্য ভাষণকারীরা... সম্যক কর্মকারীরা... সম্যক জীবিকাধারীরা... সম্যক প্রচেষ্টাকারীরা... সম্যক স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা... সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দশাঙ্গ সূত্র

১১৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা সংকল্পী ব্যক্তিরা... মিথ্যা বাক্য ভাষণকারীরা... মিথ্যা কর্মকারীরা... মিথ্যা জীবিকাধারীরা... মিথ্যা প্রচেষ্টাকারীরা... মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা... মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে

মিলিত হয়, একত্রিত হয়। মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।'

'সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক সংকল্পী ব্যক্তিরা... সম্যক বাক্য ভাষণকারীরা... সম্যক কর্মকারীরা... সম্যক জীবিকাধারীরা... সম্যক প্রচেষ্টাকারীরা... সম্যক স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা... সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্যক বিমুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।' সপ্তম সূত্র।

সাতটি সূত্রান্তের **স্মারক-গাথা :**

অসমাহিত, দুঃশীল, পঞ্চ শিক্ষাপদ,
সাত কর্মপথ উক্ত আর দশ কর্মপথ;
ষষ্ঠে অষ্টাঙ্গিক ব্যক্ত, দশাঙ্গে সপ্তম।

কর্মপথ বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত।

৪. চতুর্থ বর্গ

১. চার ধাতু সূত্র

১১৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু চার প্রকার। চার প্রকার কী কী? পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু—এগুলোই চার প্রকার ধাতু।' প্রথম সূত্র।

২. সম্বোধির পূর্বে সূত্র

১১৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—'পৃথিবীধাতুর আস্বাদ কী, আদীনব কী ও নিঃসরণ কী? আপধাতুর আস্বাদ কী, আদীনব কী ও নিঃসরণ কী? তেজধাতুর আস্বাদ কী, আদীনব কী ও নিঃসরণ কী? এবং বায়ুধাতুর আস্বাদ কী, আদীনব কী ও নিঃসরণ কী?'"

"ভিক্ষুগণ, তখন আমার মনে এরূপ হয়েছিল—'পৃথিবীধাতুর কারণে যে সুখ ও সৌমনস্যে উৎপন্ন হয়, এটাই পৃথিবীধাতুর আস্বাদ; পৃথিবীধাতু যে

অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, এটাই পৃথিবীধাতুর আদীনব; পৃথিবীধাতুর যে ছন্দরাগবিনয়[১] ও ছন্দরাগ প্রহাণ (পরিত্যাগ), এটাই পৃথিবীধাতুর নিঃসরণ। আপধাতুর কারণে যে... তেজধাতুর কারণে যে... বায়ুধাতুর কারণে যে সুখ ও সৌমনস্যে উৎপন্ন হয়, এটাই বায়ুধাতুর আস্বাদ; বায়ুধাতু যে অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, এটাই বায়ুধাতুর আদীনব; বায়ুধাতুর যে ছন্দরাগবিনয় ও ছন্দরাগ প্রহাণ (পরিত্যাগ), এটাই বায়ুধাতুর নিঃসরণ।'"

'ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই চার ধাতুর এরূপ আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হইনি।'

'ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই চার ধাতুর এরূপ আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এটিই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না।'" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অচরিং সূত্র

১১৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি পৃথিবীধাতুর আস্বাদ অন্বেষণ করেছি, পৃথিবীধাতুর যে আস্বাদ তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবীধাতুর যতখানি আস্বাদ তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে। আমি পৃথিবীধাতুর আদীনব অন্বেষণ করেছি, পৃথিবীধাতুর যে আদীনব তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবীধাতুর যতখানি আদীনব তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে। আমি পৃথিবীধাতুর নিঃসরণ অন্বেষণ করেছি, পৃথিবীধাতুর যে নিঃসরণ তা উপলব্ধি করেছি, পৃথিবীধাতুর যতখানি নিঃসরণ তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি আপধাতুর... আমি তেজধাতুর... আমি বায়ুধাতুর আস্বাদ অন্বেষণ করেছি, বায়ুধাতুর যে আস্বাদ তা উপলব্ধি করেছি,

---

[১]। ছন্দরাগ = ইচ্ছামূলক আসক্তি বা ইচ্ছানুরাগ। বিনয় = বিনাশ সাধন বা ধ্বংস সাধন অথবা বিলোপ সাধন।

বায়ুধাতুর যতখানি আস্বাদ তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে। আমি বায়ুধাতুর আদীনব অন্বেষণ করেছি, বায়ুধাতুর যে আদীনব তা উপলব্ধি করেছি, বায়ুধাতুর যতখানি আদীনব তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে। আমি বায়ুধাতুর নিঃসরণ অন্বেষণ করেছি, বায়ুধাতুর যে নিঃসরণ তা উপলব্ধি করেছি, বায়ুধাতুর যতখানি নিঃসরণ তা আমার প্রজ্ঞা দ্বারা সুদৃষ্ট হয়েছে।'

'ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হইনি।'

"ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়েছিল—'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, এটিই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না।'" তৃতীয় সূত্র।

৪. নোচেদং সূত্র

১১৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যদি পৃথিবীধাতুর আস্বাদ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু পৃথিবীধাতুর আস্বাদ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি আসক্ত হয়। যদি পৃথিবীধাতুর আদীনব না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি বিরক্ত হতো না। যেহেতু পৃথিবীধাতুর আদীনব আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি বিরক্ত হয়। যদি পৃথিবীধাতুর নিঃসরণ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতু হতে নিঃসারিত বা নির্গত হতো না। যেহেতু পৃথিবীধাতুর নিঃসরণ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতু হতে নির্গত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যদি আপধাতুর আস্বাদ না থাকত... যদি তেজধাতুর আস্বাদ না থাকত... যদি বায়ুধাতুর আস্বাদ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু বায়ুধাতুর আস্বাদ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ

বায়ুধাতুর প্রতি আসক্ত হয়। যদি বায়ুধাতুর আদীনব না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি বিরক্ত হতো না। যেহেতু বায়ুধাতুর আদীনব আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি বিরক্ত হয়। যদি বায়ুধাতুর নিঃসরণ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বায়ুধাতু হতে নিঃসারিত বা নির্গত হতো না। যেহেতু বায়ুধাতুর নিঃসরণ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ বায়ুধাতু হতে নির্গত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্বগণ এই চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্বগণ সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে মুক্ত (নিস্‌সট), বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও অবাধ বা মুক্ত চিত্তে বাস করতে পারেনি।'

'ভিক্ষুগণ, যখন সত্ত্বগণ এই চার ধাতুর আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে যথাভূতভাবে জানতে সক্ষম হয়েছে, তখন সত্ত্বগণ সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে ও সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে মুক্ত (নিস্‌সট), বিসংযুক্ত, বিপ্রমুক্ত ও অবাধ বা মুক্ত চিত্তে বাস করছে।' চতুর্থ সূত্র।

৫. একান্ত দুঃখ সূত্র

১১৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যদি পৃথিবীধাতু একান্ত দুঃখপূর্ণ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাবক্রান্ত ও সুখ অনবক্রান্ত (দুঃখাচ্ছন্ন) হতো, তাহলে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু পৃথিবীধাতু একান্ত সুখপূর্ণ, সুখানুপতিত, সুখাবক্রান্ত ও দুঃখ অনবক্রান্ত (সুখাচ্ছন্ন), সেহেতু সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি আসক্ত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যদি আপধাতু... যদি তেজধাতু... যদি বায়ুধাতু একান্ত দুঃখপূর্ণ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাবক্রান্ত ও সুখ অনবক্রান্ত (দুঃখাচ্ছন্ন) হতো, তাহলে সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি আসক্ত হতো না। যেহেতু বায়ুধাতু একান্ত সুখপূর্ণ, সুখানুপতিত, সুখাবক্রান্ত ও দুঃখ অনবক্রান্ত (সুখাচ্ছন্ন), সেহেতু সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি আসক্ত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যদি পৃথিবীধাতু একান্ত সুখপূর্ণ, সুখানুপতিত, সুখাবক্রান্ত ও দুঃখ অনবক্রান্ত (সুখাচ্ছন্ন) হতো, তাহলে সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি বিরক্ত হতো না। যেহেতু পৃথিবীধাতু দুঃখপূর্ণ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাবক্রান্ত ও সুখ অনবক্রান্ত (দুঃখাচ্ছন্ন), সেহেতু সত্ত্বগণ পৃথিবীধাতুর প্রতি বিরক্ত হয়।'

'ভিক্ষুগণ, যদি আপধাতু... যদি তেজধাতু... যদি বায়ুধাতু একান্ত

সুখপূর্ণ, সুখানুপতিত, সুখাবক্রান্ত ও দুঃখ অনবক্রান্ত (সুখাচ্ছন্ন) হতো, তাহলে সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি বিরক্ত হতো না। যেহেতু বায়ুধাতু দুঃখপূর্ণ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাবক্রান্ত ও সুখ অনবক্রান্ত (দুঃখাচ্ছন্ন), সেহেতু সত্ত্বগণ বায়ুধাতুর প্রতি বিরক্ত হয়।' পঞ্চম সূত্র।

৬. অভিনন্দন সূত্র

১১৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি পৃথিবীধাতুকে অভিনন্দন করে, সে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে ব্যক্তি দুঃখ থেকে অপরিমুক্ত বলে বলি। যে ব্যক্তি আপধাতুকে অভিনন্দন করে... যে ব্যক্তি তেজধাতুকে... যে ব্যক্তি বায়ুধাতুকে অভিনন্দন করে, সে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে ব্যক্তি দুঃখ থেকে অপরিমুক্ত বলে বলি।'

'ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি পৃথিবীধাতুকে অভিনন্দন করে না, সে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে না। যে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে না, সে ব্যক্তি দুঃখ থেকে পরিমুক্ত বলে বলি। যে ব্যক্তি আপধাতুকে অভিনন্দন করে না... যে ব্যক্তি তেজধাতুকে... যে ব্যক্তি বায়ুধাতুকে অভিনন্দন করে না, সে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে না। যে ব্যক্তি দুঃখকে অভিনন্দন করে না, সে ব্যক্তি দুঃখ থেকে পরিমুক্ত বলে বলি।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. উৎপত্তি সূত্র

১২০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতুর যা উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম ও প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি ও জরা-মরণের প্রাদুর্ভাব। আপধাতুর যে... তেজধাতুর যে... বায়ুধাতুর যা উৎপত্তি, স্থিতি, জন্ম ও প্রাদুর্ভাব; তা দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি ও জরা-মরণের প্রাদুর্ভাব।'

'ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতুর যা নিরোধ, উপশম ও তিরোধান; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম ও জরা-মরণের তিরোধান। আপধাতুর যা... তেজধাতুর যা... বায়ুধাতুর যা নিরোধ, উপশম ও তিরোধান; তা দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম ও জরা-মরণের তিরোধান।' সপ্তম সূত্র।

৮. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১২১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু চার প্রকার। চার প্রকার কী কী? পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু।

যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই চার ধাতুর আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূতভাবে না জানে, সেসকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।'

'ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই চার ধাতুর আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূতভাবে জানে, সেসকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১২২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, ধাতু চার প্রকার। চার প্রকার কী কী? পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু। যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এই চার ধাতুর সমুদয়, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথাভূতভাবে না জানে... যথাভূতভাবে জানে... ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' নবম সূত্র।

১০. তৃতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১২৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পৃথিবীধাতুকে জানে না, পৃথিবীধাতুর সমুদয় জানে না, পৃথিবীধাতুর নিরোধ জানে না এবং পৃথিবীধাতু নিরোধের উপায় জানে না... আপধাতুকে জানে না... তেজধাতুকে জানে না... বায়ুধাতুকে জানে না, বায়ুধাতুর সমুদয় জানে না, বায়ুধাতুর নিরোধ জানে না এবং বায়ুধাতু নিরোধের উপায় জানে না, সেসকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।'

'ভিক্ষুগণ, যে-সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ পৃথিবীধাতুকে জানে, পৃথিবীধাতুর সমুদয় জানে, পৃথিবীধাতুর নিরোধ জানে এবং পৃথিবীধাতু নিরোধের উপায় জানে... আপধাতুকে জানে... তেজধাতুকে জানে... বায়ুধাতুকে জানে, বায়ুধাতুর সমুদয় জানে, বায়ুধাতুর নিরোধ জানে এবং বায়ুধাতু নিরোধের

উপায় জানে, সেসকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' দশম সূত্র।

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

চার ধাতু, পূর্বে, অচরিং, নোচেদং, একান্ত দুঃখ,
অভিনন্দন, উপত্তি আর তিন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র।

ধাতু-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৪. আদি অজ্ঞাত-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. তৃণকাষ্ঠ সূত্র

১২৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করতেন। তথায় ভগবান 'হে ভিক্ষুগণ' বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ডাকে সাড়া দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। যেমন, কোনো ব্যক্তি এই জম্বুদ্বীপে যতোসব তৃণকাষ্ঠ, শাখা-পল্লব আছে, সেগুলো একস্থানে স্তূপ করে চার আঙুল চার আঙুল প্রমাণ গুটি করে 'এটা আমার মাতা, আমার সেই মাতার ইনিই মাতা' বলে (এক একটি গুটি) নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তাহলে এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত তৃণকাষ্ঠ, শাখা-পল্লব শেষ হয়ে যাবে, তবুও সেই ব্যক্তির মাতা ও মাতার জননীর সংখ্যা ফুরাবে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তোমরা সুদীর্ঘকাল তীব্র দুঃখ ও ধ্বংসলীলা অনুভব করেছ আর শ্মশান বৃদ্ধি করেছ। তদ্ধেতু তোমাদের সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।' প্রথম সূত্র।

২. পৃথিবী সূত্র

১২৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, যেমন, কোনো ব্যক্তি এই মহাপৃথিবীকে বড়ই বিচি প্রমাণ বড়ই বিচি প্রমাণ ক্ষুদ্র গোলক বানিয়ে 'এটি আমার পিতা, আমার সেই পিতার ইনিই পিতা' বলে (একটি একটি করে গোলক) নিক্ষেপ করে। ভিক্ষুগণ, তাহলে এই সমস্ত মহাপৃথিবী শেষ হয়ে যাবে, তবুও সেই ব্যক্তির পিতা ও পিতার পিতা সংখ্যা ফুরাবে না। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এ সংসারের

আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তোমরা সুদীর্ঘকাল তীব্র দুঃখ ও ধ্বংসলীলা অনুভব করেছ আর শ্মশান বৃদ্ধি করেছ। তদ্ধেতু তোমাদের সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. অশ্রু সূত্র

১২৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... হে ভিক্ষুগণ, এ সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তে ধাবনে, সংসরণে তোমাদের অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগের ক্রন্দন ও রোদনজনিত যে অশ্রুপাত আর চার মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি; এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা বেশি?'

'ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমরা যেরূপে জানি, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তে ধাবনে, সংসরণে আমাদের অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগের কারণে ক্রন্দন ও রোদনজনিত অশ্রুপাতই বেশি, চার মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি নয়।'

'ভিক্ষুগণ, সাধু! সাধু! সাধু! আমার কর্তৃক দেশিত ধর্ম তোমরা এরূপে জান। ভিক্ষুগণ, এই সংসারে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণে ও সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে তোমাদের অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগের ক্রন্দন ও রোদনজনিত যে পরিমাণ অশ্রু ঝড়েছে, তা-ই বেশি; চারি মহাসমুদ্রের জলরাশি নয়। ভিক্ষুগণ, তোমাদের দীর্ঘকাল মাতৃমৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে। সেই মাতৃমৃত্যু দুঃখানুভবের, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগের ক্রন্দন ও রোদনে তোমাদের যে পরিমাণ অশ্রু ঝড়েছে, তা-ই বেশি; চারি মহাসমুদ্রের জলরাশি নয়। ভিক্ষুগণ, তোমাদের দীর্ঘকাল পিতামৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে... ভ্রাতামৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে... ভগ্নিমৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে... পুত্রমৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে... কন্যামৃত্যু দুঃখ অনুভূত হয়েছে... জ্ঞাতীবিনাশ দুঃখ অনুভূত হয়েছে... ভোগ্য বস্তু (সম্পদ) বিনাশ দুঃখ অনুভূত হয়েছে... ভিক্ষুগণ, তোমাদের দীর্ঘকাল রোগজনিত দুঃখ অনুভূত হয়েছে, সেই রোগজনিত দুঃখানুভবের, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগের ক্রন্দন ও রোদনে তোমাদের যে পরিমাণ অশ্রু ঝড়েছে, তা-ই বেশি; চারি

মহা সমুদ্রের জলরাশি নয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু তোমাদের সর্বসংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' তৃতীয় সূত্র।

৪. ক্ষীর সূত্র

১২৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, এই সংসারে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণে, সংসারাবর্তে ধাবনে, সংসরণে তোমরা যে মাতৃদুগ্ধ পান করেছ, আর চারি মহাসমুদ্রের যে মহাজলরাশি রয়েছে; এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা বেশি?'

'ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমরা যেরূপে জানি, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তে ধাবনে, সংসরণে আমরা যে পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ পান করেছি, তা-ই বেশি; চার মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি নয়।'

'ভিক্ষুগণ, সাধু! সাধু! সাধু! আমার কর্তৃক দেশিত ধর্ম তোমরা এরূপে জান। ভিক্ষুগণ, এই সংসারে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণে ও সংসারাবর্তে ধাবনে সংসরণে তোমরা যে পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ পান করেছ, তা-ই বেশি; চার মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি নয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. পর্বত সূত্র

১২৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন...। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কল্প কত দীর্ঘ?' 'হে ভিক্ষু, কল্প দীর্ঘ। কত দীর্ঘ তা এত বৎসর, এত শত বৎসর, এত হাজার বৎসর বা এত লক্ষ বৎসর এভাবে গণনা করা সহজ নয়।'

'ভন্তে, উপমা দেওয়া সম্ভব কি?' 'হ্যাঁ ভিক্ষু, সম্ভব। যেমন ধর, একটি অখণ্ড, অছিদ্র শক্ত শিলাময় পর্বত, যা দৈর্ঘ্যে এক যোজন, প্রস্থে এক যোজন এবং উচ্চতায়ও এক যোজন। সে পর্বতটি যদি কোনো এক ব্যক্তি শত বৎসর অন্তর অন্তর কাশীবস্ত্রের দ্বারা একবার মাত্র ঘর্ষণ করে, তাহলে সে

শিলাময় পর্বত এরূপ আচরণ বা উপক্রমে সহসা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবুও কল্প শেষ হয়ে যাবে না। হে ভিক্ষু, কল্প এরূপই দীর্ঘ। এরকম দীর্ঘ কল্পগুলোর এক কল্প সংস্থিত (বা নির্ভরশীল) নয় (অর্থাৎ এক কল্প বলে ধার্য করা হয়নি), একশ কল্প সংস্থিত নয়, এক হাজার কল্প সংস্থিত নয় এবং এক লক্ষ কল্প সংস্থিত নয় (অনন্ত কল্প বলে সংস্থিত বা ধার্য)। তার কারণ কী? ভিক্ষু, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষু, তদ্ধেতু তোমার সর্বসংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' পঞ্চম সূত্র।

৬. সর্ষপ সূত্র

১২৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কল্প কত দীর্ঘ?' 'হে ভিক্ষু, কল্প দীর্ঘ। কত দীর্ঘ তা এত বৎসর, এত শত বৎসর, এত হাজার বৎসর বা এত লক্ষ বৎসর এভাবে গণনা করা সহজ নয়।'

'ভন্তে, উপমা দেওয়া সম্ভব কি?' 'হ্যাঁ ভিক্ষু, সম্ভব। যেমন ধর, দৈর্ঘ্যে এক যোজন, প্রস্থে এক যোজন এবং উচ্চতায় এক যোজনবিশিষ্ট সরিষাপূর্ণ লৌহনগর। যদি কোনো এক ব্যক্তি শত বৎসর অন্তর অন্তর সে নগর হতে একটি করে সরিষা তুলে নেয়, তাহলে এরূপ আচরণে বা উপক্রমে সেই মহাসরিষারাজি সহসা ফুরিয়ে যাবে, শেষ হবে, তবুও কল্প শেষ হবে না। ভিক্ষু, কল্প এরূপই দীর্ঘ। এরকম দীর্ঘ কল্পগুলোর এক কল্প সংস্থিত নয় (অর্থাৎ এক কল্প বলে ধার্য করা হয়নি), একশ কল্প সংস্থিত নয়, এক হাজার কল্প সংস্থিত নয় এবং এক লক্ষকল্প সংস্থিত নয় (অনন্ত কল্প বলে সংস্থিত বা ধার্য)। তার কারণ কী? ভিক্ষু, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য। ষষ্ঠ সূত্র।

৭. শ্রাবক সূত্র

১৩০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট... একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কত সংখ্যক কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে?'

"হে ভিক্ষুগণ বহু বহু কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে। সেগুলো

এভাবে গণনা করা সহজ নয়—'এটি এত কল্প, এটি এত শত কল্প, এটি এত হাজার কল্প এবং এটি এত লক্ষ কল্প।'"

'ভন্তে, উপমা দেওয়া যায় কি?'

"হ্যাঁ, যায়। ভিক্ষুগণ, এখানে যদি শতবর্ষায়ু, শতবর্ষজীবী চারজন শ্রাবক থাকে, যারা প্রতিদিন জ্ঞাতিস্মর জ্ঞানে শত কল্প, হাজার কল্প, শত হাজার (লক্ষ) কল্প অনুস্মরণ করে, (কল্প অনুস্মরণ করতে করতে) সেই শতবর্ষায়ু, শতবর্ষজীবী চারজন শ্রাবকের আয়ু শেষে মৃত্যুবরণ হবে, তবুও কল্পের অনুস্মরণ শেষ হবে না। ভিক্ষুগণ, এভাবে বহু বহু কল্প অতীত হয়েছে এবং অতিক্রান্ত হয়েছে। সেগুলো 'এটি এত কল্প, এটি এত শত কল্প, এটি এত হাজার কল্প এবং এটি এত লক্ষ কল্প' বলে গণনা করা সহজ নয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।" সপ্তম সূত্র।

৮. গঙ্গা সূত্র

১৩১. তখন ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সাদর-সম্ভাষণ করলেন। সাদর-সম্ভাষণসূচক বাক্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, কত সংখ্যক কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে?'

"হে ভিক্ষুগণ বহু বহু কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে। সেগুলো এভাবে গণনা করা সহজ নয়—'এটি এত কল্প, এটি এত শত কল্প, এটি এত হাজার কল্প এবং এটি এত লক্ষ কল্প।'"

'ভন্তে, উপমা দেওয়া যায় কি?'

"ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ, যায়। ব্রাহ্মণ, যেখানে গঙ্গানদীর উৎস এবং যেখানে গঙ্গানদী মহাসমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে; সেই উভয় স্থানের ব্যবধানের মধ্যে যত বালুকণা রয়েছে, সেই বালুরাশি যেমন 'এত বালুকণা, এত শত বালুকণা, এত হাজার বালুকণা এবং এত শত হাজার বালুকণা' বলে গণনা করা সহজ নয়; এর চেয়েও বেশি কল্প অতীত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে। সেগুলো 'এত কল্প, এত শত কল্প, এত হাজার কল্প এবং এত লক্ষ কল্প' বলে গণনা করা সহজ নয়। তার কারণ কী? ব্রাহ্মণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে)

ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ, এভাবে (তুমি) সুদীর্ঘকাল তীব্র দুঃখ ও ধ্বংসলীলা অনুভব করেছ আর শ্মশান বৃদ্ধি করেছ। তদ্ধেতু (তোমার) সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।'

এরূপ উক্ত হলে ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'প্রভু গৌতম, আশ্চর্য! অদ্ভুত!... ভগবান গৌতম, আজ হতে আমাকে আপনার, আপনার প্রচারিত ধর্ম ও আপনার প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।' অষ্টম সূত্র।

৯. দণ্ডসূত্র

১৩২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, যেমন আকাশে নিক্ষিপ্ত দণ্ড যেমন কখনও মূলে, কখনও মধ্যভাগে এবং কখনও অগ্রভাগে স্থিত হয়ে (ভূমিতে) পতিত হয়, ঠিক তেমনি অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণ কখনও ইহলোক হতে পরলোকে গমন করে, কখনও পরলোক হতে ইহলোকে আগমন করে। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' নবম সূত্র।

১০. পুদ্গাল সূত্র

১৩৩. একসময় ভগবান রাজগৃহের গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভগবানের কথা সম্মতি দিলেন। তখন ভগবান তাদেরকে এরূপ বললেন,

'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, সংসারাবর্তে ধাবমান, সংসরণকারী এক ব্যক্তির কল্পকালের অস্থিকঙ্কাল, অস্থিপুঞ্জ ও অস্থিরাশি যদি সংগ্রহ করা হতো এবং সংগৃহীত অস্থি বিনষ্ট না হতো, তাহলে সেই অস্থিরাশি এই বৈপুল্য পর্বতের ন্যায় হতো। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর সুগত শাস্তা আবারও গাথায় বললেন :

'যদি এক কল্পে এক ব্যক্তির অস্থি সঞ্চয় করা হতো, তাহলে সেই অস্থিরাশি পর্বতের সমান হতো, এটি মহর্ষির উক্তি। সেই পর্বত বলতে মগধরাজ্যের পর্বত বেষ্টনীর অন্তর্গত গিজ্ঝাকূট পর্বতের উত্তরে অবস্থিত বৈপুল্য পর্বতকে বলা হয়। যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখাতিক্রম, দুঃখোপশমগামী আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, এই চারি আর্যসত্য সম্যকজ্ঞানে দর্শন করে, সে সাতবার মাত্র সংসারে জন্মধারণ করে সমস্ত সংযোজন বা বন্ধন ক্ষয় করে দুঃখের অন্তঃসাধন করে।' দশম সূত্র।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

তৃণকাষ্ঠ, পৃথিবী, অশ্রু, ক্ষীর ও পর্বত সূত্র,
সর্ষপ, শ্রাবক, গঙ্গা, দণ্ড আর পুদ্গল উক্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. দুর্গত সুত্র

১৩৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভগবানের কথায় সম্মুতি দিলেন। (তখন) ভগবান এরূপ বললেন, 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, তোমরা যখন দুঃস্থ, দুর্গতকে দেখ তখন তোমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'এই দীর্ঘকালের সংসার পরিভ্রমণে আমাদেরও কত এরূপ দুঃখ অনুভূত হয়েছে।' তার কারণ কী?... ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু তোমাদের সর্বসংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' প্রথম সূত্র।

২. সুখিত সূত্র

১৩৫. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, যখন তোমরা সুখিত, (নানা অলংকারে) সুসজ্জিত ব্যক্তিকে দেখ, তখন তোমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত—'দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণে আমাদেরও কত এরূপ সুখ অনুভূত হয়েছে।' তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ এই সংসারের আদি অবিদিত।

অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ত্রিংশমাত্র সূত্র

১৩৬. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন ত্রিশজন পাবাবাসী আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরধারী, বন্ধনযুক্ত[১] ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। তখন ভগবানের মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো—'এই ত্রিশজন পাবাবাসী ভিক্ষু তারা সকলেই আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকুলিক, ত্রিচীবরধারী এবং সকলে বন্ধনযুক্ত। এক্ষুনি আমি তাদেরকে এমন ধর্মদেশনা করব, যাতে এই আসনেই আসবগুলো হতে (যার যার) চিত্ত উপাদানহীন হয়ে পরিমুক্ত করতে পারে।' অতঃপর ভগবান তাদেরকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভগবানের কথায় সম্মতি দিলেন। তখন ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তের ধাবনে, সংসরণে তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তপাত হয়েছে সেই রক্ত বেশি নাকি চার মহাসমুদ্রের মধ্যে যে জলরাশি সেটা বেশি?' 'ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমরা যেরূপে জানি, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তের ধাবনে, সংসরণে আমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তপাত হয়েছে সেটাই বেশি, চার মহাসমুদ্রের জলরাশি নয়।'

'ভিক্ষুগণ, সাধু! সাধু! সাধু! তোমরা আমার দেশিত ধর্ম এরূপেই জান। ভিক্ষুগণ, এই সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তের ধাবনে, সংসরণে তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তপাত হয়েছে সেটাই বেশি, চার সমুদ্রের জলরাশি নয়। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘকাল গো যোনিতে জন্ম নিয়ে গরু হওয়াতে তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্ত ঝড়েছে সেটাই বেশি; চার মহাসমুদ্রের জল নয়। দীর্ঘকাল মহিষ যোনিতে জন্ম নিয়ে মহিষ হওয়াতে... মেষ যোনিতে জন্ম

---

[১]। অন্তরের ক্লেশ বন্ধন যাঁদের ছিন্ন হয়নি। ত্রিশজনের মধ্যে তাঁরা কেউ স্রোতাপত্তি, কেউ সকৃদাগামী, কেউ অনাগামী মার্গফলে অধিষ্ঠিত—কেউ-ই অর্হৎ নন।

নিয়ে মেষ হওয়াতে... ছাগল যোনিতে জন্ম নিয়ে ছাগল হওয়াতে... মৃগ যোনিতে জন্ম নিয়ে মৃগ হওয়াতে... কুক্কুট যোনিতে জন্ম নিয়ে কুক্কুট হওয়াতে... শুকর যোনিতে জন্ম নিয়ে শুকর হওয়াতে... দীর্ঘকাল গ্রামঘাতী চোরকুলে জন্মগ্রহণ করে চোর হিসেবে ধৃত হওয়ায় তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে; দীর্ঘকাল লুণ্ঠনকারী দস্যু বা চোরকুলে জন্মগ্রহণ করে চোর হিসেবে ধৃত হওয়ায় তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে; এবং দীর্ঘকাল পরদার-লঙ্ঘনকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে পরদার-লঙ্ঘনকারী হিসেবে ধৃত হওয়ায় তোমাদের শিরচ্ছেদে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা-ই বেশি; চার মহাসমুদ্রের জল নয়। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।'

'ভগবান এরূপ বললেন। ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষিত বাক্য অভিনন্দিত করলেন। এই বাক্য ভাষিত হলে ত্রিশজন পাবাবাসী ভিক্ষুর চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আসবগুলো হতে বিমুক্ত হয়েছিল।' তৃতীয় সূত্র।

৪. মাতা সূত্র

১৩৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের মাতা হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. পিতা সূত্র

১৩৮. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের পিতা হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' পঞ্চম সূত্র।

৬. ভ্রাতা সূত্র

১৩৯. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের ভ্রাতা হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. ভগ্নি সূত্র

১৪০. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারে আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের ভগ্নি হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারে আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' সপ্তম সূত্র।

৮. পুত্র সূত্র

১৪১. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত... ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের পুত্র হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারে আদি অবিদিত... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।' অষ্টম সূত্র।

৯. কন্যা সূত্র

১৪২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, এই দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণের মধ্যে এমন প্রাণী সুলভ নয়, যে পূর্বে তোমাদের কন্যা হয়নি। তার কারণ কী? ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, এভাবে তোমরা সুদীর্ঘকাল তীব্র দুঃখ ও ধ্বংসলীলা অনুভব করেছ আর শ্মশান বৃদ্ধি করেছ। তদ্ধেতু তোমাদের সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।' নবম সূত্র।

১০. বৈপুল্য পর্বত সূত্র

১৪৩. একসময় ভগবান রাজগৃহে গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মুতি দিলেন। (তখন) ভগবান এরূপ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, এই সংসারের আদি অবিদিত। অবিদ্যা-নীবরণ ও তৃষ্ণা-সংযোজনে আবদ্ধ, (সংসারাবর্তে) ধাবমান, সংসরণকারী সত্ত্বগণের পূর্বান্ত দেখা যায় না। ভিক্ষুগণ, পুরাকালে এই বৈপুল্য পর্বতের নাম ছিল

'প্রাচীনবংশ'। ভিক্ষুগণ, সে-সময় এই অঞ্চলের মানুষদের 'ত্রিবর' বলে পরিচিতি ছিল। ত্রিবর মানুষদের আয়ুষ্কাল ছিল চল্লিশ হাজার বৎসর। তারা সেই প্রাচীনবংশ পর্বতটি চার দিনে আরোহণ করতো এবং চার দিনে অবতরণ করতো। সে-সময় ককুসন্ধ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ককুসন্ধ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের বিধুর ও সঞ্জীব নামে দুজন অগ্রশ্রাবক ছিল। ভিক্ষুগণ, দেখ, সে পর্বতের সেই নাম অন্তর্হিত হয়েছে, সে-সময়ের মানুষ্যগণ মৃত্যুবরণ করেছে আর ককুসন্ধ ভগবানও পরিনির্বাপিত হয়েছেন। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে সংস্কারগুলো অনিত্য, অধ্রুব এবং অবিশ্বাস্য (অনাশ্বাসিক)। তদ্ধেতু তোমাদের সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।"

"ভিক্ষুগণ, পুরাকালে এই বৈপুল্য পর্বতটি 'বঙ্কক' নামেও পরিচিত ছিল। সে-সময় মানুষদের 'রোহিতাশ্ব' বলে পরিচিতি ছিল। তাদের আয়ুস্কাল ছিল ত্রিশ হাজার বৎসর। তারা সেই 'বঙ্কক' পর্বতটি তিন দিনে আরোহণ করতো এবং তিন দিনে অবতরণ করতো। সে-সময়ে কোণাগমন ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ভিয়্যো ও সুত্তর নামক তাঁর দুজন অগ্রশ্রাবক ছিল। ভিক্ষুগণ, দেখ, সে পর্বতের সেই নাম অন্তর্হিত হয়েছে, সে-সময়ের মানুষ্যগণ মৃত্যুবরণ করেছে আর কোণাগমন ভগবানও পরিনির্বাপিত হয়েছেন। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে সংস্কারগুলো অনিত্য... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।"

"ভিক্ষুগণ, পুরাকালে এই বৈপুল্য পর্বতের 'সুপার্শ্ব' নাম ছিল। সে-সময়ে মানুষদের 'সুপ্রিয়' বলে পরিচিতি ছিল। তাদের আয়ুস্কাল ছিল বিশ হাজার বৎসর। তারা সেই সুপার্শ্ব পর্বতটি দুই দিনে আরোহণ করতো এবং দুই দিনে অবতরণ করতো। সে-সময়ে কাশ্যপ ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিষ্য ও ভারদ্বাজ নামক তাঁর দুজন অগ্রশ্রাবক ছিল। ভিক্ষুগণ, দেখ, সে পর্বতের সেই নাম অন্তর্হিত হয়েছে, সে-সময়ের মানুষ্যগণ মৃত্যুবরণ করেছে আর কাশ্যপ ভগবানও পরিনির্বাপিত হয়েছেন। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে সংস্কারগুলো অনিত্য; অধ্রুব, এবং অবিশ্বাস্য (অনাশ্বাসিক)... বিমুক্ত হওয়া কর্তব্য।"

"ভিক্ষুগণ, এখন এই বৈপুল্য পর্বতটি 'বৈপুল্য' বলে নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের মানুষদের 'মাগধক' (মাগধকা) বলে পরিচিতি হয়েছে। এখন মাগধক মনাষ্যগণের আয়ুষ্কাল অতি অল্প, সামান্যমাত্র; যে

বেশিদিন বেঁচে থাকে, তার আয়ুষ্কাল একশত বৎসরের কিছু কম বা বেশি। এরা অল্প সময়ের মধ্যে বৈপুল্য পর্বতটি আরোহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অবতরণ করে। ভিক্ষুগণ, এখন আমি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়েছি। সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন নামক আমার দুজন অগ্রশ্রাবক আছে। ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসবে যা এই পর্বতের নামও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই মনুষ্যগণও মৃত্যুবরণ করবে এবং আমিও পরিনির্বাপিত হবো। ভিক্ষুগণ, ঠিক এরূপে সংস্কারগুলো অনিত্য, অধ্রুব এবং অবিশ্বাস্য। তদ্ধেতু তোমাদের সর্ব সংস্কারের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত এবং (সমস্ত বন্ধন হতে) বিমুক্ত হওয়া উচিত।"

ভগবান এটি বললেন। এটি বলার পর শাস্তা সুগত পুনরায় গাথায় এরূপ বললেন :

"ত্রিবরদের সময়ে 'প্রাচীনবংশ', রোহিতাশ্বদের 'বঙ্কক', সুপ্রিয়দের 'সুপার্শ্ব' আর এখন মাগধকদের 'বৈপুল্য' নাম হয়েছে। সংস্কার মাত্রই অনিত্য, উদয়-বিলয়ধর্মী, উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়, সেগুলোর উপশমই প্রকৃত সুখ।" দশম সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুর্গত, সুখিত, ত্রিংশ, মাতা ও পিতা সূত্র,
ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা, বৈপুল্য পর্বত উক্ত।

আদি অজ্ঞাত-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৫. কাশ্যপ-সংযুক্ত

১. সন্তুষ্ট সূত্র

১৪৪. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে ভিক্ষুগণ, মহাকাশ্যপ যেকোনো চীবর লাভে সন্তুষ্ট থাকে, যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী, চীবর লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কাজ করে না। সে চীবর অলাভে মন খারাপ করে না, লব্ধ চীবরে অননুরক্ত, অবিহ্বল, অনাসক্ত হন এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে তা ব্যবহার করে।’

‘পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ যেকোনো পিণ্ডপাত লাভে সন্তুষ্ট থাকে, যেকোনো পিণ্ডপাত লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাত লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কার্য করে না। সে পিণ্ডপাত লাভ না করলে মন খারাপ করে না, লব্ধ পিণ্ডপাতে অননুরক্ত, অবিহ্বল, অনাসক্ত হয় এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে পরিভোগ করে।’

‘পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ যেকোনো শয়নাসন লাভে সন্তুষ্ট থাকে, যেকোনো শয়নাসন লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী, শয়নাসন লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কাজ করে না। সে শয়নাসন লাভ না করলে মন খারাপ করে না, লব্ধ শয়নাসনে অননুরক্ত, অবিহ্বল, অনাসক্ত হয় এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে ব্যবহার করে।’

‘পুনরায়, ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভে সন্তুষ্ট থাকে, যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কাজ করে না। সে ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ না করলে মন খারাপ করে না, লব্ধ ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদিতে অননুরক্ত, অবিহ্বল, অনাসক্ত হয় এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে সেবন করে।’

“হে ভিক্ষুগণ, তাই তোমাদেরও এরূপ শিক্ষা করা উচিত—‘আমরা যেকোনো চীবর লাভে সন্তুষ্ট থাকবো, যেকোনো চীবর লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হবো, চীবর লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কাজ করবো না। আমরা চীবর লাভ না করলে মন খারাপ করবো না, লব্ধ চীবরে অননুরক্ত, অবিহ্বল ও অনাসক্ত হবো; এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে ব্যবহার করবো।’ (এভাবে সবগুলো করা উচিত)।

“আমরা যেকোনো পিণ্ডপাত লাভে সন্তুষ্ট থাকব... আমরা যেকোনো শয়নাসন লাভে সন্তুষ্ট থাকব... ‘আমরা যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি

লাভে সন্তুষ্ট থাকবো, যেকোনো ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভের সন্তুষ্টির প্রশংসাকারী হবো, ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভের জন্য অপকৌশলে অনুপযুক্ত কাজ করবো না। আমরা ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি লাভ না করলে মন খারাপ করবো না, লব্ধ ওষুধ-প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদিতে অননুরক্ত, অবিহ্বল, অনাসক্ত হবো এবং আদীনবদর্শী ও নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে সেবন করবো।' ভিক্ষুগণ, এরূপই তোমাদের শিক্ষা করা উচিত। কাশ্যপকে অথবা কাশ্যপের ন্যায় ব্যক্তিকে আদর্শরূপে দেখিয়ে তোমাদের উপদেশ প্রদান করব। সেই আদেশে উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের সে আদর্শ অনুসরণ বা প্রতিপালন করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. ভয়হীনতা সূত্র

১৪৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং আয়ুষ্মান সারিপুত্র বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যার সময়ে ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপ শেষে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু কাশ্যপ, এরূপ বলা হয় যে, যারা অবীর্যবান, পাপে ভয়হীন তারা সম্বোধি লাভের অযোগ্য বা অসমর্থ, নির্বাণ লাভে অসমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভে অসমর্থ; আর যাঁরা বীর্যবান, পাপে ভয়দর্শী, তাঁরা সম্বোধি লাভের যোগ্য বা সমর্থ, নির্বাণ লাভে সমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভেও সমর্থ হন।'

'বন্ধু, যারা অবীর্যবান, পাপে ভয়হীন, তারা কিরূপে সম্বোধি লাভে অসমর্থ, নির্বাণ লাভে অসমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভে অসমর্থ; আর যারা বীর্যবান, পাপে ভয়শীল, তাঁরা কিরূপে সম্বোধি লাভে সমর্থ, নির্বাণ লাভে সমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভেও সমর্থ হয়?'

"বন্ধু, এখানে ভিক্ষু 'অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা অনুৎপত্তির জন্য সচেষ্ট হয় না, 'উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো অপ্রহীন হলে আমার অনর্থ, অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট বা আগ্রহী হয় না, 'অনুৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন না হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা উৎপত্তির জন্য আগ্রহী হয় না, 'উৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো নিরুদ্ধ হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা রক্ষা বা

স্থিতির জন্য আগ্রহী হয় না। বন্ধু, এভাবেই (ভিক্ষু) বীর্যহীন হয়।"

"বন্ধু, কিরূপে পাপে ভয়হীন হয়? বন্ধু, এখানে ভিক্ষু 'অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন হলে আমাকে অনর্থ বা অহিত সাধন করতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয় না, 'উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো অপ্রহীন হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয় না, 'অনুৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন না হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয় না, 'উৎপন্ন কুশলগুলো নিরুদ্ধ হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয় না। এভাবেই (ভিক্ষু) পাপে ভয়হীন হয়। বন্ধু, এভাবে যারা অবীর্যবান, পাপে ভয়হীন, তারা সম্বোধি লাভে অসমর্থ, নির্বাণ লাভে অসমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভেও অসমর্থ হয়।"

"বন্ধু, কিরূপে বীর্যবান হয়? 'বন্ধু, এখানে ভিক্ষু 'অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা অনুৎপত্তির জন্য সচেষ্ট হয়, 'উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো অপ্রহীন হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট হয়, 'অনুৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন না হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা উৎপত্তির জন্য আগ্রহী হয়। 'উৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো নিরুদ্ধ হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় তা রক্ষা, স্থিতির জন্য আগ্রহী হয়। বন্ধু, এভাবেই (ভিক্ষু) বীর্যবান হয়।"

"বন্ধু, কিরূপে ভিক্ষু পাপের প্রতি ভীত হয়?

বন্ধু, এখানে ভিক্ষু 'অনুৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন হলে আমাকে অনর্থ বা অহিত সাধন করতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয়, 'উৎপন্ন পাপ-অকুশল ধর্মগুলো অপ্রহীন হলে আমার অনর্থ বা অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয়, 'অনুৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো উৎপন্ন না হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে'' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয়, 'উৎপন্ন কুশল ধর্মগুলো নিরুদ্ধ হলে আমার অহিত সাধন হতে পারে' এরূপ চিন্তায় সে পাপে ভীত হয়। বন্ধু, এভাবেই (ভিক্ষু) পাপের প্রতি ভীত হয়। বন্ধু, এভাবে যারা বীর্যবান, পাপে ভয়শীল, তারা সম্বোধি লাভে সমর্থ, নির্বাণ লাভে সমর্থ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভেও সমর্থ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. চন্দ্রোপমা সূত্র

১৪৬. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, চন্দ্রের ন্যায় তোমরা দেহ ও মন অসম্পৃক্ত রেখে নিত্য নতুন হয়ে সংযতভাবে লোকগৃহে উপস্থিত হবে। ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো পুরুষ পুরাতন ও অব্যবহার্য কুয়া, মৃতপ্রায় নদী ও দুর্গম পর্বত দর্শনের সময় (তাতে) দেহ ও মন অসম্পৃক্ত থাকে; ঠিক তেমনিভাবে তোমরা চন্দ্রের ন্যায় দেহ ও মন অসম্পৃক্ত রেখে নিত্য নতুন হয়ে সংযতভাবে লোকগৃহে উপস্থিত হবে।'

'হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ চন্দ্রের ন্যায় দেহ ও মন অসম্পৃক্ত রেখে নিত্য নতুন হয়ে সংযতভাবে লোকগৃহে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, কিরূপ ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত?'

'ভন্তে, ধর্ম ভগবানমূলক, ভগবান অবলম্বন, ভগবান প্রতিশরণ। এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ ভগবানের মুখেই প্রতিভাত হোক, এটিই উত্তম হবে। ভগবানের নিকট শুনে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

অতঃপর ভগবান শূন্যে হাত চালনা করে বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, যেমন এই হাত শূন্যে লাগে না, গৃহীত হয় না, আবদ্ধ হয় না; তেমনি লোকগৃহে উপস্থিত হলে যে ভিক্ষুর চিত্ত 'লাভকামীরা লাভ করুক, পুণ্যকামীরা পুণ্যার্জন করুক' বলে লোকগৃহে লগ্ন হয় না, গৃহীত হয় না, আবদ্ধ হয় না; স্বীয় লাভে যেমনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়, তেমনি অপরের লাভেও আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, এরূপ ভিক্ষু লোকগৃহে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত।"

"ভিক্ষুগণ, লোকগৃহে উপস্থিত হলে কাশ্যপের চিত্ত 'লাভকামীরা লাভ করুক, পুণ্যকামীরা পুণ্যার্জন করুক' বলে গৃহীকুলে সংলগ্ন হয় না, গৃহীত হয় না এবং আবদ্ধ হয় না; স্বীয় লাভে যেমনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়, তেমনি অপরের লাভেও আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়।"

'ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, কিরূপ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা অপরিশুদ্ধ এবং কিরূপ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয়?' 'ভন্তে, ধর্ম ভগবানমূলক, ভগবান অবলম্বন, ভগবান প্রতিশরণ। এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ ভগবানের মুখেই প্রতিভাত হোক, এটিই উত্তম হবে। ভগবানের নিকট শুনে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।' 'ভিক্ষুগণ, তা হলে তোমরা শোন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করছি।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মতি দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ চিত্তে অপরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে—'আহা, লোকেরা আমার ধর্মদেশনা শ্রবণ করুক; ধর্মদেশনা

শুনে (আমার প্রতি) প্রসন্ন হোক এবং প্রসন্ন হয়ে দানীয় সামগ্রী দিয়ে প্রসন্নভাব প্রকাশ করুক।' ভিক্ষুগণ, এরূপে দেশনাকারী ভিক্ষুর দেশিত ধর্মদেশনা অপরিশুদ্ধ হয়।"

"ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ চিত্তে অপরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়), এসে দেখার যোগ্য, কালাকালহীন, নৈর্বাণিক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য। আহা, লোকেরা আমার ধর্মদেশনা শ্রবণ করুক, শুনে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হোক এবং ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তা উত্তমরূপে প্রতিপালন করুক।' এরূপে ধর্মের সৎগুণতার প্রত্যয়ে অপরকে ধর্মদেশনা করে এবং করুণা, দয়া ও অনুকম্পাবশত অপরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর এরূপে দেশিত ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ হয়।"

"ভিক্ষুগণ, কাশ্যপও এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে অপরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে—'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়), এসে দেখার যোগ্য, কালাকালহীন, নৈর্বাণিক এবং বিজ্ঞগণ কর্তৃক জ্ঞাতব্য। আহা, লোকেরা আমার ধর্মদেশনা শ্রবণ করুক, শুনে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হোক এবং ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তা উত্তমরূপে প্রতিপালন করুক।' সে এরূপে ধর্মের সৎগুণতার প্রত্যয়ে অপরকে ধর্মদেশনা করে এবং করুণা, দয়া ও অনুকম্পাবশত অপরকে ধর্মদেশনা প্রদান করে। ভিক্ষুগণ, কাশ্যপকে অথবা কাশ্যপের ন্যায় ব্যক্তিকে আদর্শ করে আমি তোমাদের উপদেশ প্রদান করব। সেই উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের উত্তমরূপে (ধর্ম) প্রতিপালন করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

৪. কুলোপক সূত্র

১৪৭. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, কিরূপ ভিক্ষু কুলোপগত (যে ভিক্ষু গৃহস্থ পরিবারে প্রায়শ যাতায়াত করে) হবার উপযুক্ত এবং কিরূপ ভিক্ষু কুলোপগত হবার অনুপযুক্ত?' ভন্তে, ধর্ম ভগবানমূলক, ভগবান... ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে লোকগৃহে উপস্থিত হয়—'গৃহীগণ আমাকে দান করুক, দানে বঞ্চিত না করুক; আমাকে বেশিই দান করুক, অল্প নয়; উত্তম বস্তু দান করুক, নিকৃষ্ট বা হীনবস্তু নয়; শীঘ্রই দান করুক, বিলম্বে নয়; গৌরবের সাথে দান করুক, অগৌরবের সাথে নয়।' এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে সেই ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত

হয়ে যদি গৃহীরা দান না দেয়, তাহলে সে ভিক্ষু অসন্তুষ্ট হয়। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। যদি তাকে বেশি না দিয়ে অল্পদান দেয়... উত্তম বস্তু না দিয়ে হীনবস্তু দান দেয়... শীঘ্রই না দিয়ে বিলম্বে দেয়, তাহলে সে ভিক্ষু অসন্তুষ্ট হয়। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। গৌরবের সাথে দান না দিয়ে অগৌরবে দেয়, তাহলে সে ভিক্ষু অসন্তুষ্ট হয়। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্য অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এরূপ ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুপযুক্ত।"

"ভিক্ষুগণ, কোনো ভিক্ষু এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে লোকগৃহে উপস্থিত হয়—পরের গৃহে কতই বা লাভ হয়? তাই সে কখনও ভাবে না, গৃহীরা 'আমাকে দান করুক, দানে বঞ্চিত না করুক; আমাকে বেশিই দান করুক, অল্প নয়; উত্তমবস্তু দান করুক, হীনবস্তু নয়; শীঘ্রই দান করুক, দেরিতে নয়; গৌরবের সাথে দান করুক, অগৌরবে নয়।' এরূপ চিত্তসম্পন্ন সেই ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হয়ে যদি গৃহীরা তাঁকে দান না দেয়, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। যদি উত্তম বস্তু দান না দিয়ে হীনবস্তু দান দেয়া হয়, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। শীঘ্রই দান না দিয়ে বিলম্বে দেয়, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। গৌরবের সাথে দান না দিয়ে অগৌরবে দেয়, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। ভিক্ষুগণ, এরূপ ভিক্ষু লোকগৃহে উপস্থিত হওয়ার উপযুক্ত।"

"ভিক্ষুগণ, কাশ্যপও এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে লোকগৃহে উপস্থিত হয়—পরের গৃহে কতই বা লাভ হয়? তাই সে কখনও ভাবে না, গৃহীগণ 'আমাকে দান করুক, দানে বঞ্চিত না করুক; আমাকে বেশি দান করুক, অল্প নয়; উত্তমবস্তু দান করুক, হীনবস্তু নয়; শীঘ্রই দান করুক, দেরিতে নয়; গৌরবের সাথে দান করুক, অগৌরবে নয়।' ভিক্ষুগণ, কাশ্যপ এরূপ চিত্তসম্পন্ন হয়ে লোকগৃহে উপস্থিত হয়ে যদি গৃহীরা তাঁকে দান না দেয়, তাহলে কাশ্যপ অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে সে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। উত্তম বস্তু না দিয়ে যদি হীনবস্তু দান দেয়, তাহলে কাশ্যপ অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। শীঘ্রই দান না দিয়ে বিলম্বে দেয়, তাহলে কাশ্যপ অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। গৌরবের সাথে দান না দিয়ে অগৌরবে দেয়, তাহলে কাশ্যপ অসন্তুষ্ট হয় না। সে কারণে সে দুঃখ-দৌর্মনস্যও অনুভব করে না। ভিক্ষুগণ, কাশ্যপকে

অথবা কাশ্যপের ন্যায় ব্যক্তিকে আদর্শ করে দেখিয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করব, সে উপদেশে উপদিষ্ট হয়ে তোমাদের উত্তমরূপে (ধর্ম) প্রতিপালন করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

৫. জীর্ণ সূত্র

১৪৮. আমি এরূপ শুনেছি... রাজগৃহে বেণুবনে। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে কাশ্যপ, তুমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, আমার কর্তৃক ব্যবহৃত ও পরিত্যাক্ত এই পাংশুকুল, শণবস্ত্র (মোটাবস্ত্র) তোমার পক্ষে ভারী। কাশ্যপ, তুমি গৃহপতি কর্তৃক প্রদত্ত চীবরাদি পরিধান কর, নিমন্ত্রণের ভোজন গ্রহণ কর এবং আমার নিকট অবস্থান কর।'

'ভন্তে, আমি দীর্ঘকাল আরণ্যিক এবং অরণ্যবাসের প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাতিক এবং ভিক্ষাজীবীর প্রশংসাকারী, পাংশুকুলব্রতধারী এবং পাংশুকুলব্রতধারীর প্রশংসাকারী, ত্রিচীবরিক এবং ত্রিচীবরধারীর প্রশংসাকারী, অল্পেচ্ছু এবং অল্পেচ্ছুতার প্রশংসাকারী, যথালাভে সন্তুষ্ট এবং যথালাভে সন্তুষ্টতার প্রশংসাকারী, নির্জনচারী এবং নির্জনচারীর প্রশংসাকারী, অসংশ্লিষ্ট এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাকারী, আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী।'

'হে কাশ্যপ, কয়টি কারণ চিন্তা করে তুমি দীর্ঘকাল আরণ্যিক এবং অরণ্যবাসের প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাতিক এবং... পাংশুকুলব্রতধারী এবং... ত্রিচীবরিক এবং... অল্পেচ্ছু এবং... যথালাভে সন্তুষ্ট এবং... নির্জনচারী এবং... অসংশ্লিষ্ট এবং... আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী?'

'ভন্তে, আমি দুটি কারণ চিন্তা করে দীর্ঘকাল আরণ্যিক এবং অরণ্যবাসের প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাতিক এবং... পাংশুকুলব্রতধারী এবং... ত্রিচীবরিক এবং... অল্পেচ্ছু এবং... যথালাভে সন্তুষ্ট এবং... নির্জনচারী এবং... অসংশ্লিষ্ট এবং... আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী। দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) নিজের সুখাবস্থান[১] চিন্তা করি এবং পরবর্তী জনতাকে অনুকম্পা করি—

---

[১]। আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক ও পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গব্রতধারীরাই দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থান করতে সক্ষম হন। তারা কেন সুখে অবস্থান করেন এবং যারা আরণ্যিক, পিণ্ডপাতিক ও

'তারা যেন এই আদর্শ অনুসরণ করতে পারে।' 'যাঁরা বুদ্ধানুবুদ্ধের শ্রাবক তাঁরা দীর্ঘকাল আরণ্যিক ছিলেন এবং অরণ্যবাসের প্রশংসাকারী ছিলেন, পিণ্ডপাতিক ছিলেন এবং... পাংশুকুলব্রতধারী ছিলেন এবং.. ত্রিচীবরিক ছিলেন এবং.. অল্পেচ্ছু ছিলেন... যথালাভে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং... নির্জনচারী ছিলেন এবং... অসংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং... তাঁরা আরব্ধবীর্য ছিলেন এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী ছিলেন।' তারা (পরবর্তী জনতা) এই আদর্শ অনুসরণ করবেন, তা তাঁদের জন্য দীর্ঘকাল হিতাবহ ও সুখাবহ হবে।

'ভান্তে, আমি এই দুটি কারণ উপলব্ধি করে দীর্ঘকাল আরণ্যিক এবং অরণ্যবাসের প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাতিক এবং... পাংশুকুলব্রতধারী এবং.. ত্রিচীবরিক এবং... অল্পেচ্ছু এবং... যথালাভে সন্তুষ্ট এবং... নির্জনচারী এবং... অসংশ্লিষ্ট এবং... আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী।'

'কাশ্যপ, সাধু! সাধু! সাধু। কাশ্যপ, তুমি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকানুকম্পায় এবং দেব-মনুষ্যগণের অর্থের জন্য, হিতের জন্য ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয়েছ। কাশ্যপ, তদ্ধেতু তুমি আমার ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পাংশুকুল মোটাবস্ত্র ধারণ কর, পিণ্ডচারী বা ভিক্ষাজীবী হও এবং অরণ্যচারী হয়ে অবস্থান কর।' পঞ্চম সূত্র।

৬. উপদেশ সূত্র

১৪৯. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে কাশ্যপ, তুমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দাও, তাঁদেরকে ধর্মকথা শোনাও। কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দিই অথবা তুমি দাও, আমি তাদেরকে ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমি শোনাও।'

"ভন্তে, ভিক্ষুরা এখন দুর্দম্য, দুর্দম্যকরণ ধর্মগুলোতে সমন্বিত, অসহনশীল, অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভন্তে, আমি এখানে আনন্দের শিষ্য (বা আদেশ পালনকারী) ভণ্ড নামক ভিক্ষু ও অনুরুদ্ধের শিষ্য (সদ্ধিবিহারিং) অভিজিক নামক ভিক্ষুকে শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরকে এরকম বাক্যলাপ প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি—'এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে

পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গব্রতধারী নয়, তারা কেন দৃষ্টধর্মে সুখে অবস্থান করতে পারেন না, সে বিষয়ে অর্থকথায় এই সূত্রের ব্যাখ্যায় খুব সুন্দরভাবে আলোচনা আছে।

বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে।'"

অতঃপর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে ডেকে বললেন, "হে ভিক্ষু, তুমি যাও, আমার কথায় আনন্দের শিষ্য ভণ্ড ভিক্ষু এবং অনুরুদ্ধের শিষ্য অভিজিক ভিক্ষুকে এই বলে আহ্বান কর—'হে বন্ধুগণ, ভগবান আপনাদেরকে ডাকছেন।'" 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে সে ভিক্ষু ভগবানের কথায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ভিক্ষুদ্বয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদেরকে শাস্তা আহ্বান করছেন।'

'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সেই ভিক্ষুদ্বয় ভিক্ষুর কথায় সম্মতি দিয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সে ভিক্ষুদ্বয়কে ভগবান এরূপ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তোমরা শ্রুত বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে এই রকম বাক্যলাপ প্রতিযোগিতা কর—'এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে?'" ভিক্ষুদ্বয় 'হ্যাঁ ভন্তে, করি' বলে স্বীকার করলেন। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আমার নিকট এরূপ উপদেশ পেয়েছ যে, পরস্পরের মধ্যে শ্রুত বিষয় নিয়ে এরূপ বাক্যালাপে প্রতিযোগিতা কর—'এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে?'" 'না ভন্তে, পাইনি।' "ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা আমার নিকট এরূপ উপদেশ না পেয়ে থাক, তাহলে হে নির্বোধদ্বয়, তোমরা কী কারণে, কী জেনে এবং কী দেখে করে এরূপ সুব্যাখ্যাত, ন্যায়সঙ্গত ধর্ম-বিনয়ে প্রবজিত হয়েও শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বাক্যালাপে প্রতিযোগিতা কর—'এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে।'"

অতঃপর সে ভিক্ষুদ্বয় ভগবানের পাদমূলে মস্তক অবনমিত করে ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমাদের ভুলবশত, অজ্ঞানবশত, মূর্খতাবশত এবং অদক্ষতার দরুন অপরাধ হয়েছে। আমরা এমন সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বাক্যালাপে প্রতিযোগিতা করেছি—'এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে।' ভন্তে, ভগবান ভবিষ্যৎ সংযমের জন্য আমাদের অপরাধ

ক্ষমা করুন।”

“হে ভিক্ষুগণ, নিঃসন্দেহে তোমাদের ভূলবশত, অজ্ঞানবশত মূর্খতাবশত এবং অদক্ষতা দরুন অপরাধ হয়েছে। আর সুব্যাখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজিত হয়েও শ্রুত বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বাক্যালাপে প্রতিযোগিতা করেছ—‘এসো ভিক্ষু, আমাদের মধ্যে কে বেশি বলতে পারে, কে বেশি সুন্দরতর করে বলতে পারে এবং কে বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে বলতে পারে।’ ভিক্ষুগণ, যেহেতু তোমরা অপরাধকে অপরাধ বলে দেখে যথাধর্ম প্রতিকার করছ, সেহেতু তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি। ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি অপরাধকে অপরাধরূপে মনে করে যথাধর্ম প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতে সংযত হয় তা আর্যবিনয়ে উন্নতি বলে গণ্য করা হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

৭. দ্বিতীয় উপদেশ সূত্র

১৫০. একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন... একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভগবান এরূপ বললেন, ‘হে কাশ্যপ, তুমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দাও, তাঁদেরকে ধর্মকথা শোনাও। কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দিই অথবা তুমি দাও, আমি ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমি শোনাও।’

‘ভন্তে, ভিক্ষুরা এখন দুর্দম্য, দুর্দম্যকরণ ধর্মগুলোতে সমন্বিত, অসহনশীল, অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না। ভন্তে, কুশল ধর্মের প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা[১] নেই, ভয়, বীর্য এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানিই প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়।’

‘ভন্তে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আভায়, আকার এবং পরিধিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে; ঠিক তেমনি যার কোনো কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানিই প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়।’

“ভন্তে, ‘অশ্রদ্ধাবান পুরুষপুদ্গল’ (সদ্ধর্মে) এটি পরিহানি; (পাপে) ‘অহ্রী বা নির্লজ্জ পুরুষপুদ্গল’ এটি পরিহানি; (পাপে) ‘ভয়হীন পুরুষপুদ্গল’ এটি পরিহানি; ‘হীনবীর্য বা অলস পুরুষপুদ্গল’ এটি পরিহানি; ‘দুষ্প্রাজ্ঞ পুরুষপুদ্গল’ এটি পরিহানি; ‘ক্রোধপরায়ণ পুরুষপুদ্গল’ এটি পরিহানি;

---

[১]। কুশলধর্ম প্রতিপালনে লজ্জা।

'বিদ্বেষী পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ নেই' এটি পরিহানি।"

'ভন্তে, যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, বীর্য এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আছে; তাঁর দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।'

'ভন্তে, শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আভায়, আকার এবং পরিধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে; ঠিক তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আছে; তাঁর দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।'

"ভন্তে, 'শ্রদ্ধাবান পুরুষপুদ্গল' (সদ্ধর্মের) এটি অপরিহানি (বা অভিবৃদ্ধি); (পাপে) 'লজ্জশীল পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; (পাপে) 'ভয়শীল পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'আরব্ধবীর্য বা নিরলস পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'প্রজ্ঞাবান পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'ক্রোধহীন পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'দ্বেষহীন পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ আছেন' এটি অপরিহানি।"

'কাশ্যপ, সাধু! সাধু! যার কোনো কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানিই প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়।'

'কাশ্যপ, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আভায়, আকার এবং পরিধিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ঠিক তেমনি যার কোনো কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, বীর্য নেই এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পরিহানিই প্রত্যাশিত হয়, অভিবৃদ্ধি নয়। কাশ্যপ, 'অশ্রদ্ধাবান পুরুষপুদ্গল' (সদ্ধর্মে) এটি পরিহানি; (পাপে) 'অহ্রী বা নির্লজ্জ পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; (পাপে) 'ভয়হীন পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'হীনবীর্য বা অলস পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'দুষ্প্রাজ্ঞ পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'ক্রোধপরায়ণ পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'বিদ্বেষী পুরুষপুদ্গল' এটি পরিহানি; 'উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ নেই' এটি পরিহানি।"

'কাশ্যপ, যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে, এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আছে; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়।'

'কাশ্যপ, শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন দিনরাত বর্ণে, মণ্ডলে, আভায়, আকার এবং পরিধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে; ঠিক তেমনি যার কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে, বীর্য আছে এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা আছে; তার দিবা-রাত্রি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অভিবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত হয়, পরিহানি নয়।'

"কাশ্যপ, 'শ্রদ্ধাবান পুরুষপুদ্গল' (সদ্ধর্মের) এটি অপরিহানি (বা অভিবৃদ্ধি); (পাপে) 'লজ্জশীল পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; (পাপে) 'ভয়শীল পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'আরব্ধবীর্য বা নিরলস পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'প্রজ্ঞাবান পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'ক্রোধহীন পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'দ্বেষহীন পুরুষপুদ্গল' এটি অপরিহানি; 'উপদেশ প্রদানকারী ভিক্ষুগণ আছেন' এটি অপরিহানি।" সপ্তম সূত্র।

৮. তৃতীয় উপদেশ সূত্র

১৫১. একসময় ভগবান রাজগৃহের কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে কাশ্যপ, তুমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দাও, তাদেরকে ধর্মকথা শোনাও। কাশ্যপ, আমি ভিক্ষুদেরকে উপদেশ দিই অথবা তুমি দাও, আমি ধর্মকথা শোনাই অথবা তুমি শোনাও।'

'ভন্তে, ভিক্ষুরা এখন দুর্দম্য, দুর্দম্যকরণ ধর্মগুলোতে সমন্বিত, অসহনশীল, অনুশাসন সাদরে গ্রহণ করে না।'

'হে কাশ্যপ, তাই তো পূর্বে স্থবির ভিক্ষুগণ ছিল আরণ্যিক এবং অরণ্যবিহারীর প্রশংসাকারী, পিণ্ডপাতিক (ভিক্ষাজীবী) এবং পিণ্ডপাতিকের প্রশংসাকারী, পাংশুকুলব্রতধারী এবং পাংশুকুলব্রতধারীর প্রশংসাকারী, ত্রিচীবরিক এবং ত্রিচীবরধারীর প্রশংসাকারী, অল্পেচ্ছু এবং অল্পেচ্ছুর প্রশংসাকারী, যথালাভে সন্তুষ্ট এবং যথালাভে সন্তুষ্টতার প্রশংসাকারী, নির্জনচারী এবং নির্জনাচারীর প্রশংসাকারী, অসংশ্লিষ্ট এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাকারী, আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী।'

"সেখানে যে ভিক্ষু আরণ্যিক হয় এবং অরণ্যবিহারীর প্রশংসাকারী হয়, পিণ্ডপাতিক হয় এবং পণ্ডপাতিকের প্রশংসাকারী হয়, পাংশুকুলব্রতধারী হয় এবং পাংশুকুলব্রতধারীর প্রশংসাকারী হয়, ত্রিচীবরিক হয় এবং ত্রিচীবরধারীর

প্রশংসাকারী হয়, অল্পেচ্ছু হয় এবং অল্পেচ্ছুর প্রশংসাকারী হয়, যথালাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্টতার প্রশংসাকারী হয়, নির্জনচারী হয় এবং নির্জনাচারীর প্রশংসাকারী হয়, অসংশ্লিষ্ট হয় এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাকারী হয়, আরব্ধবীর্য হয় এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী হয়, স্থবির ভিক্ষুগণ তাকে আসন গ্রহণের জন্য ডাকে—'এসো ভিক্ষু, এই ভিক্ষুর নাম কী? এই ভিক্ষু অত্যন্ত বিনয়ী এবং শিক্ষাকামী; এসো ভিক্ষু এই আসনে উপবেশন করুন।'"

"কাশ্যপ, তথায় নবীন ভিক্ষুদের এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়—'যে ভিক্ষু আরণ্যিক হয় এবং অরণ্যবাসীর প্রশংসাকারী হয়, পিণ্ডপাতিক এবং পণ্ডপাতিকের প্রশংসাকারী হয়, পাংশুকুলব্রতধারী হয় এবং পাংশুকুলব্রতধারীর প্রশংসাকারী হয়, ত্রিচীবরিক হয় এবং ত্রিচীবরধারীর প্রশংসাকারী হয়, অল্পেচ্ছু হয় এবং অল্পেচ্ছুর প্রশংসাকারী হয়, যথালাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্টতার প্রশংসাকারী হয়, নির্জনচারী হয় এবং নির্জনাচারীর প্রশংসাকারী হয়, অসংশ্লিষ্ট হয় এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাকারী হয়, আরব্ধবীর্য এবং আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারী হয়, স্থবির ভিক্ষুগণ তাকে আসন গ্রহণের জন্য ডাকে—এসো ভিক্ষু, এই ভিক্ষুর নাম কী? এই ভিক্ষু অত্যন্ত বিনয়ী এবং শিক্ষাকামী; এসো ভিক্ষু, এই আসনে উপবেশন করুন।' ফলে তারাও সে আদর্শ অনুসরণ বা প্রতিপালন করে; তদ্ধেতু তাদের দীর্ঘকাল হিত, সুখ সাধিত হয়।"

'হে কাশ্যপ, এখন স্থবির ভিক্ষুগণ আরণ্যিকই নয় এবং অরণ্যবাসীর প্রশংসাকারীও নয়, পিণ্ডপাতিক নয় এবং পিণ্ডপাতিকের প্রশংসাকারীও নয়, পাংশুকুলব্রতধারী নয় এবং পাংশুকুলব্রতধারী প্রশংসাকারীও নয়, ত্রিচীবরিক নয় এবং ত্রিচীবরধারীর প্রশংসাকারীও নয়, অল্পেচ্ছু নয় এবং অল্পেচ্ছুর প্রশংসাকারীও নয়, যথালাভে সন্তুষ্ট নয় এবং সন্তুষ্টতার প্রশংসাকারীও নয়, নির্জনচারী নয় এবং নির্জনাচারীর প্রশংসাকারীও নয়, অসংশ্লিষ্ট নয় এবং অসংশ্লিষ্টতার প্রশংসাকারীও নয় এবং আরব্ধবীর্য নয় ও আরব্ধবীর্যের প্রশংসাকারীও নয়।'

"বরঞ্চ সেখানে যে ভিক্ষু প্রসিদ্ধ, যশস্বী হয়ে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধ-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যাদি লাভী হয়, তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণের জন্য ডাকে—'এসো ভিক্ষু, এই ভিক্ষুর নাম কী, এই ভিক্ষু অত্যন্ত ভদ্র বা বিনয়ী এবং সব্রহ্মাচারীর প্রতি অনুরাগী; এসো ভিক্ষু, এই আসনে উপবেশন করুন।'"

"হে কাশ্যপ, তথায় নবীন ভিক্ষুদের এরূপ মনে হয়—'যে ভিক্ষু প্রসিদ্ধ,

যশস্বী হয়ে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ওষুধ-প্রত্যয় ও ভৈষজ্যাদি লাভী হয়, তাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণে ডাকেন—এসো ভিক্ষু, এই ভিক্ষুর নাম কী, এই ভিক্ষু অত্যন্ত ভদ্র বা বিনয়ী এবং সব্রহ্মাচারীর প্রতি অনুরাগী; এসো ভিক্ষু, এই আসনে উপবেশন করুন।' ফলে তারাও সে আদর্শ অনুসরণ বা প্রতিপালন করে। তদ্ধেতু তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখাবহ সাধিত হয়। কাশ্যপ, যাকে সম্যকভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায়—'ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারোপদ্রব[১] (তথা ব্রহ্মচারীর উপদ্রব) অধিক আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা (অভিপত্থনা) দ্বারা ও ব্রহ্মচারীর অধিক আকাঙ্ক্ষায় উপদ্রুত।' কাশ্যপ, বর্তমান সময়েও তাকে সম্যকভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায়—'ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারোপদ্রব অধিক আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা (অভিপত্থনা) দ্বারা ও ব্রহ্মচারীর অধিক আকাঙ্ক্ষায় উপদ্রুত।''' অষ্টম সূত্র।

৯. ধ্যানাভিজ্ঞা সূত্র

১৫২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ বিতর্ক ও বিচার উপশমে অধ্যাত্ম সুখ এবং একাগ্র চিত্তে বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ বিতর্ক ও বিচার উপশমে... দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ প্রীতির বিরাগে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করি। যাকে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' বলে প্রকাশ করে, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ প্রীতির বিরাগে উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যাকে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও

---

[১]। ব্রহ্মচারীর চার প্রত্যয়ের প্রতি অধিক মাত্রায় ছন্দরাগ বা ইচ্ছাকেই উপদ্রব বলা হয়; তার দ্বারা উপদ্রুত। (অর্থকথা)

সুখবিহারী’ বলে প্রকাশ করে, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ সুখ, দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বের সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ধ্বংস করে সুখ-দুঃখহীন ‘উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি’ নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ সুখ, দুঃখ পরিত্যাগ করে... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ সমস্ত রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিসংজ্ঞা ধ্বংস করে, নানাসংজ্ঞা ও অনন্ত আকাশের প্রতি মনোযোগী হয়ে আকাশ-অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ সমস্ত রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে... আকাশ-অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ সমস্ত আকাশ-অনন্তায়তন অতিক্রমপূর্বক অনন্ত বিজ্ঞানকে (ধ্যানের বিষয় করে) বিজ্ঞান-অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ সমস্ত আকাশ-অনন্তায়তন অতিক্রমপূর্বক অনন্ত বিজ্ঞানকে (ধ্যানের বিষয় করে) বিজ্ঞান-অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ সমস্ত বিজ্ঞান-অনন্তায়তন অতিক্রম করে ‘কিছুই নেই’ (এরূপ ধারণাকে ধ্যানের বিষয় করে) আকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ সমস্ত... আকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ সমস্ত আকিঞ্চনায়তন অতিক্রমপূর্বক নৈবসংজ্ঞা-নাসংসজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংসজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি ততক্ষণ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন অতিক্রমপূর্বক সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে ততক্ষণ... সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।’

‘ভিক্ষুগণ, আমি যেরূপ ইচ্ছা বহু প্রকারের ঋদ্ধি অনুভব করি; যথা : এক হয়ে বহুসংখ্যক হই, বহু হয়ে পুনঃ একজন হই; আবির্ভাব হই, তিরোভাব (অন্তর্ধান) হই; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করি; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসি ও ডুবি, মাটির ন্যায়

জলে অনার্দ্রভাবে গমন করি; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করি; এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করি এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করি। তেমনি কাশ্যপও যেরূপ ইচ্ছা বহু প্রকারের ঋদ্ধি অনুভব করে... যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি যতদূর ইচ্ছা করি ততদূর অতিমানবীয় বিশুদ্ধ দিব্যকর্ণের মাধ্যমে দূরস্থ ও নিকটস্থ উভয় মানুষের শব্দ শুনি। তেমনি কাশ্যপও যতদূর ইচ্ছা করে ততদূর অতিমানবীয় দিব্যকর্ণের মাধ্যমে দূরস্থ ও নিকটস্থ উভয় মানুষের শব্দ শুনে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করি অপর সত্ত্বদের চিত্তকে স্বীয় চিত্ত দ্বারা যথার্থরূপে জানি; যেমন : সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলে যথার্থভাবে জানি, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলে যথার্থরূপে জানি, সদ্বেষ চিত্তকে... বীতদ্বেষ চিত্তকে... সমোহ চিত্তকে... বীতমোহ চিত্তকে... সংক্ষিপ্ত চিত্তকে... বিক্ষিপ্ত চিত্তকে... মহদ্গত চিত্তকে... অমহদ্গত চিত্তকে... সউত্তর চিত্তকে... অনুত্তর চিত্তকে... সমাহিত চিত্তকে... অসমাহিত চিত্তকে... বিমুক্ত চিত্তকে... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে যথার্থভাবে জানি। তেমনি কাশ্যপও যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করে অপর সত্ত্বদের চিত্তকে স্বীয় চিত্ত দ্বারা যথার্থরূপে জানে; যেমন : সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত বলে যথার্থভাবে জানে... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত বলে যথার্থভাবে জানে।'

'ভিক্ষুগণ, আমি যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করি সেই পর্যন্ত বহুপ্রকার পূর্বানিবাস জ্ঞান অনুসরণ করি; যেমন : এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, হাজার জন্ম, লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত কল্পে, অনেক বিবর্ত কল্পে এবং অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে—'অমুক সময়ে আমার এরূপ নাম, এরূপ গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার এবং সুখ-দুঃখ অনুভব আর এরূপ আয়ু ছিল। তথা হতে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে উৎপন্ন হয়েছি। সেখানেও আমার এরূপ নাম, এরূপ গোত্র, এরূপ বর্ণ, এরূপ আহার এবং সুখ-দুঃখ অনুভব আর এরূপ আয়ু ছিল। তথা হতে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি।' এরূপে আকার ও বর্ণনাসহ অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করি। তেমনি মহাকাশ্যপও যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করে সেই পর্যন্ত বহুপ্রকার পূর্বানিবাস জ্ঞান অনুসরণ করে; যেমন : এক জন্ম... এরূপে আকার ও বর্ণনাসহ অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে।'

"ভিক্ষুগণ, আমি যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করি সেই পর্যন্ত মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে চ্যুত হতে, উৎপন্ন হতে, হীন-উত্তম, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপ্রাপ্ত হতে দেখতে পাই। আর যথাকর্মভোগী সত্ত্বগণকে যথার্থরূপে জানি—'এই সত্ত্বগণ কায় দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, বাক্ দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, মন দুশ্চরিত্রসম্পন্ন, আর্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী। তারা কায়ভেদে মরণের পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে। এই সত্ত্বগণ কায় সুচরিতসম্পন্ন, বাক্ সুচরিতসম্পন্ন, মন সুচরিতসম্পন্ন, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক দৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদনকারী। তারা কায়ভেদে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।' এভাবে মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণকে চ্যুত হতে, উৎপন্ন হতে; হীন-উত্তম, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতিপ্রাপ্ত হতে আমি দেখতে পাই এবং যথাকর্মভোগী সত্ত্বগণকে যথার্থরূপে জানি। তেমনি মহাকাশ্যপও যেই পর্যন্ত ইচ্ছা করে সেই পর্যন্ত মনুষ্যাতীত বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখতে পায় সত্ত্বগণকে চ্যুত হতে... যথাকর্মভোগী সত্ত্বগণকে যথার্থরূপে জানে।"

'হে ভিক্ষুগণ, আমি আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করি। ভিক্ষুগণ, কাশ্যপও আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।' নবম সূত্র।

১০. আবাস সূত্র

১৫৩. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর গ্রহণ করে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে কাশ্যপ, চলুন আমরা জনৈক ভিক্ষুণীদের আবাসে যাই।' 'বন্ধু, আনন্দ, তুমি যাও, তুমি কৃত্যবহুল এবং করণীয়বহুল।' দ্বিতীয়বারে আয়ুষ্মান আনন্দ, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে কাশ্যপ, চলুন আমরা জনৈক ভিক্ষুণীদের আবাসে যাই।' 'বন্ধু আনন্দ, তুমি যাও, তুমি কৃত্যবহুল এবং করণীয়বহুল।' তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে কাশ্যপ, চলুন আমরা জনৈক ভিক্ষুণীদের আবাসে যাই।'

অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর

গ্রহণপূর্বক আনন্দের পশ্চাতে পশ্চাতে একটি ভিক্ষুণীদের আবাসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা ভিক্ষুণীদেরকে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ধর্মোপদেশ প্রদান করে, ধর্মাচরণের সুফল দেখিয়ে দিয়ে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও পরিতৃপ্ত করলেন। তিনি ভিক্ষুণীদেরকে সেভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও পরিতৃপ্ত করিয়ে আসন ত্যাগ করে চলে গেলেন।

অতঃপর স্থূলতিষ্যা ভিক্ষুণী অসন্তুষ্টা হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, 'কী করে ভদন্ত মহাকাশ্যপ বিজ্ঞমুনি আনন্দের সম্মুখে ধর্মদেশনা করা উচিত বলে মনে করেন? সূচীবণিক যেমন সূচিকারের কাছে সূচি বিক্রয় করা উচিত বলে মনে করে, ঠিক তেমনিভাবে ভদন্ত মহাকাশ্যপও বিজ্ঞমুনি আনন্দের সম্মুখে ধর্মদেশনা করা উচিত বলে মনে করলেন।'

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থূলতিষ্যা ভিক্ষুণীর কথা শুনলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু আনন্দ, আমি সূচীবণিক এবং তুমি কি সূচীকার; অথবা আমি সূচীকার এবং তুমি কি সূচীবণিক?' 'ভন্তে কাশ্যপ, ক্ষমা করুন, ভিক্ষুণীটি মূর্খ।' 'বন্ধু আনন্দ, তুমি থামো, ভিক্ষুসংঘ যাতে তাকে বাড়তি অবকাশে অনুসন্ধান বা পরখ না করে।'

'বন্ধু আনন্দ, তুমি তা কী মনে কর, এরূপে তুমি ভগবানের নিজের মুখে ভিক্ষুসংঘের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত—'হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি আনন্দও যতক্ষণ ইচ্ছা করে কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।' 'না ভন্তে।'

"বন্ধু আনন্দ, আমি ভগবানের নিজের মুখে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপস্থাপিত—'হে ভিক্ষুগণ, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। তেমনি কাশ্যপও যতক্ষণ ইচ্ছা করে কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান

করে।'...।" (নয় আনুপূর্বিক বিহারসমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞানও এরূপে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য)।

"বন্ধু আনন্দ, তুমি তা কী মনে কর, এরূপে তুমি ভগবানের নিজের মুখে ভিক্ষুসংঘের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত—'হে ভিক্ষুগণ, আমি আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করি। ভিক্ষুগণ, আনন্দও আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।'" 'না ভন্তে।'

"বন্ধু আনন্দ, আমি ভগবানের নিজের মুখে ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে উপস্থাপিত—'হে ভিক্ষুগণ, আমি আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করি। ভিক্ষুগণ, কাশ্যপও আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করে।'"

'বন্ধু, যে আমার ছয় অভিজ্ঞাকে ঢেকে রাখে রাখতে চায়, সে যেন সাত হাত অথবা সাড়ে সাত হাত উচ্চ হাতিকে তালপাতায় ঢেকে রাখতে চায়।'

পরে স্থূলতিষ্যা ভিক্ষুণী ব্রহ্মচর্য-জীবন ত্যাগ করে। দশম সূত্র।

১১. চীবর সূত্র

১৫৪. একসময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মহান ভিক্ষুসংঘের সাথে দক্ষিণগিরিতে পর্যটন করছিলেন।

সে-সময় আয়ুষ্মান আনন্দের সেই ত্রিশজন সমভিব্যহারী ভিক্ষু বয়সে প্রায়ই নবীন, সহসা তারা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহীজীবনে ফিরে যায়। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণগিরিতে ঘুরে রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দকনিবাপে এসে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে মহাকাশ্যপ এরূপ বললেন, 'বন্ধু আনন্দ, কয়টি কারণবশে ভগবান কর্তৃক গৃহস্থের ঘরে ত্রয়ী ভোজন বা তিনজন ভোজনের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে?'

'ভন্তে কাশ্যপ, তিনটি কারণবশে ভগবান কর্তৃক গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষুদের জন্য ত্রয়ী ভোজনের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে। যথা : ১. দুঃশীল ব্যক্তিদের নিগ্রহ করে অমায়িক ভিক্ষুদের সুখে অবস্থানের জন্য, ২. পাপেচ্ছু ব্যক্তিগণ

যেন পক্ষালম্বন করে সংঘভেদ না করে এবং ৩. গৃহস্থগণের অনুকম্পা করার জন্য। ভন্তে কাশ্যপ, এই তিনটি কারণবশে ভগবান কর্তৃক গৃহস্থের ঘরে (ভিক্ষুদের জন্য) ত্রয়ী ভোজনের নিয়ম প্রবর্তন হয়েছে।'

'বন্ধু আনন্দ, তাহলে কেন তুমি এই ইন্দ্রিয়গুলোর অগুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, জাগরণে অনিযুক্ত এরূপ নবীন ভিক্ষুদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছ? আমার মনে হয়, তুমি যেন শস্য ধ্বংস করে বিচরণ করছ, কুল বিনষ্ট করে বিচরণ করছ। বন্ধু আনন্দ, তোমার পরিষদ বিনষ্ট হচ্ছে, তোমার নবীন শিষ্য বিনষ্ট হচ্ছে। এই কুমার মাত্রা জানল না।'

'ভন্তে কাশ্যপ, আমার মস্তকের চুল পক্ব হয়েছে; অথচ আজও আমরা ভদন্ত মহাকাশ্যপের কুমারবাদ থেকে মুক্তি পেলাম না।' 'বন্ধু আনন্দ, তাহলে তুমি যে এই ইন্দ্রিয়গুলোতে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন, জাগরণে অনিযুক্ত নবীন ভিক্ষুদেরকে সাথে নিয়ে ভ্রমণে বের হও। আমার মনে হয় তুমি যেন শস্য ধ্বংস করে বিচরণ করছ, কুল বিনষ্ট করে বিচরণ করছ। বন্ধু আনন্দ, তোমার পরিষদ ধ্বংস হচ্ছে, তোমার নবীন শিষ্য বিনষ্ট হচ্ছে। (তাই বলছি) এই কুমার মাত্রা জানল না।'

'স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী শুনলেন যে 'আর্য মহাকাশ্যপ নাকি বিজ্ঞমুনি আর্য আনন্দকে কুমার বলে তিরস্কার করেছেন।'

তখন স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী অসন্তুষ্টা হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, 'আর্য মহাকাশ্যপ পূর্বে অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজক ছিলেন। কিরূপে তিনি বিজ্ঞমুনি আর্য আনন্দকে কুমারবাদে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত বলে মনে করেন!' আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থূলনন্দা ভিক্ষুণীর ভাষিত বাক্য শুনলেন।

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, "বন্ধু আনন্দ, স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী একান্তই বিবেচনাহীন বাক্য প্রকাশ করেছে। বন্ধু, যেদিন হতে আমি কেশ, চুল, গোঁফ ছেদন করে গৃহত্যাগ করে কাষায় বস্ত্র ধারণপূর্বক প্রব্রজিত হয়েছি, সেদিন হতে আমি ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তারূপে ধারণা করেছি বলে আমি জানি না। বন্ধু, পূর্বে আমি যখন গৃহীকুলে ছিলাম, তখন আমার মনে এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল—'গৃহবাস হচ্ছে বাধাসঙ্কুল ও কদর্যময় স্থান আর প্রব্রজিত জীবন হচ্ছে মুক্ত আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত। গৃহে অবস্থান করে একনিষ্ঠার সাথে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ শঙ্খলেখার মতোন শুভ্র বা উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করা সহজ নয়। তদ্ধেতু আমি চুল, গোঁফ ছেদন করে, গৃহত্যাগ করে কাষায় বস্ত্র ধারণপূর্বক প্রব্রজিত হবো।' বন্ধু, তাই আমি একসময় ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে

সঙ্ঘাটি (দোয়াজিক) প্রস্তুত করে জগতে যেসব অর্হৎ আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য করে চুল, গোঁফ ছেদন করে গৃহত্যাগপূর্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করে প্রব্রজিত হই।”

এরূপে প্রব্রজিত হয়ে দীর্ঘপথ যেতে যেতে অর্ধযোজনে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বহুপুত্র নামক চৈত্যে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখতে পাই। তাঁকে দেখে আমার এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল—‘সত্যিই আমি শাস্তাকে দেখতে পেলাম, ভগবানকে দেখতে পেলাম; আমি প্রকৃত সুগতকে দেখতে পেলাম, ভগবানকে দেখতে পেলাম; সম্যকসম্বুদ্ধকে দেখতে পেলাম এবং ভগবানকে দেখতে পেলাম।’ বন্ধু, আমি তখন ভগবানের পাদমূলে মস্তক নমিত করে ভগবানকে এরূপ বললাম, ‘ভন্তে, আপনি আমার শাস্তা, আমার ভগবান, আমি আপনার শ্রাবক; ভন্তে, আপনি আমার শাস্তা, হে ভগবান, আমি আপনার শ্রাবক।’ বন্ধু, আমি এরূপ বললে ভগবান আমাকে বললেন, ‘হে কাশ্যপ, মনেপ্রাণে সমন্বিত হয়ে শ্রাবককে যে না জেনে বলে ‘জানি’, না দেখে বলে ‘দেখি’, তাহলে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হতে পারে। কাশ্যপ, তবে আমি জেনেই বলে ‘জানি’ এবং দেখেই বলে ‘দেখি’।’

‘কাশ্যপ, তদ্ধেতু তোমার এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত—‘নবীন, মধ্যম, বৃদ্ধ বা স্থবির ভিক্ষুদের প্রতি তোমার অতিশয় সলজ্জতা, সভয়তা বিদ্যমান থাকবে। তোমার এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।’

কাশ্যপ, সেজন্য তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—‘আমি কুশল সম্বন্ধীয় যেকোনো ধর্মকথা শুনব, সেসব ধর্মকথা একাগ্র মনে মনোনিবেশ করে সর্বান্তকরণে মনোযোগসহকারে কর্ণপাত করে শুনব।’ তোমার এরূপ শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত।

কাশ্যপ, তদ্ধেতু তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—‘আনন্দ (বা সুখজনিত) কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা আমার বিচ্যুতি বা পরিত্যক্ত হবে না।’ হে কাশ্যপ, তোমার এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

‘বন্ধু, অতঃপর ভগবান আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। আমি সপ্তাহকাল মাত্র বন্ধনযুক্ত অবস্থায় দায়কের শ্রদ্ধায় প্রদত্ত আহার পরিভোগ করেছিলাম।’ প্রব্রজ্যার অষ্টম দিবসে আমার অর্হত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

‘বন্ধু, অতঃপর একদিন ভগবান রাস্তা হতে অবতরণ করে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। আমি তথায় উপস্থিত হই। আর ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত সঙ্ঘাটি চার ভাঁজ করে আসন প্রস্তুত করে দিয়ে ভগবানকে

বললাম—'ভগবান, আপনি এখানে উপবেশন করুন, যাতে আমার দীর্ঘকাল হিত ও সুখ সাধিত হয়।' বন্ধু, তখন ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশন করে তিনি আমাকে এরূপ বললেন, 'হে কাশ্যপ, তোমার এই ছিন্ন বস্ত্রের সজ্ঘাটি (অত্যন্ত) কোমল।' (তারপর আমি বললাম)—'ভন্তে, আমার এই ছিন্ন বস্ত্রের সজ্ঘাটি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন।' ভগবান আমাকে বললেন, 'হে কাশ্যপ, তুমি কি আমার পরিত্যক্ত জীর্ণ, পাংশুকুল মোটা বস্ত্র ধারণ করবে?' (তখন আমি বললাম)—'হ্যাঁ ভন্তে, ভগবানের পরিত্যক্ত জীর্ণ, পাংশুকুল মোটা বস্ত্র আমি ধারণ করব।' 'বন্ধু, তখন আমি (আমার) সেই ছিন্ন বস্ত্রের সজ্ঘাটি ভগবানকে প্রদান করলাম। আমি ভগবানের পরিত্যক্ত জীর্ণ, পাংশুকুল মোটা বস্ত্রটি পরলাম।'

"বন্ধু, যাকে সম্যকভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায়—'ভগবানের ঔরস, মুখজ, ধর্মজাত, ধর্মগঠিত, ধর্মোত্তরাধিকারী, পাংশুকুল মোটা বস্ত্রগ্রাহী পুত্র।' আর আমাকেও সম্যকভাবে বললে এরূপ বলা যায়—'ভগবানের ঔরস, মুখজ, ধর্মজাত, ধর্মগঠিত, ধর্মোত্তরাধিকারী, পাংশুকুল মোটা বস্ত্রগ্রাহী পুত্র।'"

'বন্ধু, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি কাম ও অকুশল ধর্মগুলো হতে মুক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতাজনিত প্রীতিসুখ-সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করি। বন্ধু, আমি যতক্ষণ ইচ্ছা করি... (নয় আনুপূর্বিক বিহারসমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞানও এরূপে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য)।

বন্ধু, আমি আসবগুলো ক্ষয়ে অনাসব চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করে অবস্থান করি। বন্ধু, যে আমার ছয় অভিজ্ঞাকে ঢেকে রাখতে চায়, সে যেন সাত হাত অথবা সাড়ে সাত হাত উচ্চ হাতিকে তালপাতায় ঢেকে রাখতে চায়।'

পরে স্থূলনন্দা ভিক্ষুণী ব্রহ্মচর্য-জীবন ত্যাগ করে। একাদশ সূত্র।

১২. মরণের পর সূত্র

১৫৫. একসময় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং আয়ুষ্মান সারিপুত্র বারাণসির ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যার সময়ে নির্জনতাজনিত ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় এবং স্মরণীয় কথা শেষে একপাশে উপবেশন করলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু

কাশ্যপ, তথাগত মরণের পর কী থাকেন?’ “বন্ধু সারিপুত্র, ভগবান এটি বলেননি যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন।’” ‘বন্ধু কাশ্যপ, মৃত্যুর পর কী তথাগত থাকেন না?’ “বন্ধু সারিপুত্র, ভগবান এটিও বলেননি যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না।’” “বন্ধু কাশ্যপ, মৃত্যুর পর কী তথাগত থাকেন এবং থাকেন না?’ “বন্ধু সারিপুত্র, ভগবান এটি বলেননি যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন এবং থাকেন না।’” “বন্ধু কাশ্যপ, মৃত্যুর পর কী তথাগত থাকেন না, আবার না থাকেন তাও নয় কি?’ “বন্ধু সারিপুত্র, ভগবান এটিও বলেননি যে ‘মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না, আবার না থাকেন তাও নয়।’” ‘বন্ধু কাশ্যপ, ভগবান এটি কেন বলেননি?’ ‘বন্ধু সারিপুত্র, এটি অর্থযুক্ত নয়, আদি ব্রহ্মচর্যের অনুকূল নয় এবং এটি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের জন্য সংবর্তিত হয় না। তদ্ধেতু ভগবান এটি বলেননি।’

‘বন্ধু কাশ্যপ, তবে ভগবান কী ব্যক্ত করেছেন?’ “বন্ধু সারিপুত্র, ‘এটি দুঃখ’ বলে ভগবান ব্যক্ত করেছেন, ‘এটি দুঃখ সমুদয়’ বলে ভগবান ব্যক্ত করেছেন, ‘এটি দুঃখ নিরোধ’ বলে ভগবান ব্যক্ত করেছেন এবং ‘এটি দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা’ বলে ভগবান ব্যক্ত করেছেন।”

‘বন্ধু কাশ্যপ, ভগবান এটি কেন ব্যক্ত করেছেন?’ ‘বন্ধু সারিপুত্র, এটি অর্থযুক্ত, আদিব্রহ্মচর্যের অনুকূল এবং এটি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণের জন্য সংবর্তিত হয়। এজন্যই ভগবান তা ব্যক্ত করেছেন।’ দ্বাদশ সূত্র।

১৩. সদ্ধর্ম প্রতিরূপক সূত্র

১৫৬. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানকে এরূপ বললেন, ‘ভন্তে, কী হেতু এবং কী প্রত্যয়ে পূর্বে শিক্ষাপদগুলো স্বল্প সংখ্যক হলেও বহুসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করতেন? ভন্তে, কী হেতু এবং কী প্রত্যয়ে বর্তমানে শিক্ষাপদ বহুতর হয়েও অল্প সংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করেন?’

‘হে কাশ্যপ, মানুষের মধ্যে (ধর্ম শিক্ষাপদ) পরিহানি হলে, সদ্ধর্ম অন্তর্ধান হতে থাকলে শিক্ষাপদ বহুতর হয় এবং অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অর্হত্ত্বমার্গফল লাভে সক্ষম হয়। কাশ্যপ, যতদিন (সদ্ধর্মের উপক্লেশ সদৃশ)

সদ্ধর্মের প্রতিরূপ জগতে উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয় না; যখন জগতে (সদ্ধর্ম উপদেশ সদৃশ) সদ্ধর্ম প্রতিরূপক উৎপন্ন হয়, তখন সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয়।'

'হে কাশ্যপ, যেমন যাবৎ জগতে নকল স্বর্ণ বের না হয় তাবৎ স্বর্ণের অন্তর্ধান হয় না, আর যখন জগতে নকল স্বর্ণ বের হয়, তখন হতে স্বর্ণের অন্তর্ধান হতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে যতদিন (সদ্ধর্মের উপক্লেশ সদৃশ) সদ্ধর্মের প্রতিরূপ জগতে উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয় না, যখন হতে জগতে (সদ্ধর্মের উপক্লেশ সদৃশ) সদ্ধর্ম প্রতিরূপক জগতে উৎপন্ন হয়, তখন হতে সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয়।'

'হে কাশ্যপ, পৃথিবীধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, আপধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, তেজধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না, বায়ুধাতু সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায় না। কিন্তু ইহলোকে যেসব মূর্খ ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, তারাই সদ্ধর্মকে অন্তর্ধান করায়। নৌকা যেমন ভার গ্রহণ করে নদীতে নিমজ্জিত হয় বা ডুবে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সদ্ধর্মের অন্তর্ধান হয়।'

'হে কাশ্যপ, এই পাঁচটি ধর্ম সদ্ধর্মের বিস্মৃতি এবং অর্ন্তধানের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কারণ কী কী? এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা শাস্তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনয়ী হয়ে অবস্থান করে এবং সমাধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে অবিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। কাশ্যপ, এই পাঁচটি ধর্ম সদ্ধর্মের বিস্মৃতি এবং অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।'

'হে কাশ্যপ, এই পাঁচটি ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য, অবিস্মৃতির জন্য এবং অনন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? এখানে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, শাস্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে এবং সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। কাশ্যপ, এই পাঁচটি ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য, অবিস্মৃতির জন্য এবং অনন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। ত্রয়োদশ সূত্র।

কাশ্যপ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

সন্তুষ্ট, ভয়হীনতা, চন্দ্রোপমা, কুলোপক,
জীর্ণ, তিন উপদেশ, ধ্যানাভিজ্ঞা, আবাস;
চীবর, মরণের পর, সদ্ধর্ম প্রতিরূপক।

৬. লাভ-সৎকার সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. দারুণ সূত্র

১৫৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করতেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলে ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম বা নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান তথা বিপরীত পথ) ও অন্তরায়কর। এ কারণে তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি, পরিত্যাগ করবো। এই লাভ-সৎকারাদি নিশ্চয়ই আমাদের চিত্ত অভিভূত করে থাকবে না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' প্রথম সূত্র।

২. বড়শী সূত্র

১৫৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষম বা নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান তথা বিপরীত পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, যেমন (কোনো) একজন মৎস্যশিকারী আমিষযুক্ত টোপ গাঁথা বড়শী হ্রদের গভীর জলে ফেলে আর কোনো লোলুপ মাছ এসে তা গিলে ফেলে পটাপট করে। এভাবে সেই মৎস্য বড়শী গিলে দুঃখগ্রস্ত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মৎস্য শিকারীর ইচ্ছানুরূপ কার্য সম্পাদনকারী বা বশগত হয়।'

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে মৎস্য শিকারী হচ্ছে পাপীমার, বড়শী হচ্ছে লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতির নামান্তর। কোনো ভিক্ষু যদি লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি আস্বাদন করে, আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে বলা হয় মারের বড়শীতে আবদ্ধ ভিক্ষু। (তদ্ধেতু) সে দুঃখগ্রস্ত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মারের বশগত হয়। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে দারুণ কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। তজ্জন্য তোমাদের এরূপ

শিক্ষা করা উচিত—'উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি পরিত্যাগ করবো। উৎপন্ন এ লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি নিশ্চয়ই আমাদের চিত্ত অভিভূত বা বশীভূত করে থাকবে না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।"

৩. কচ্ছপ সূত্র

১৫৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, অতীতকালে কোনো এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ে একঝাঁক কচ্ছপ স্থায়ীভাবে বাস করতো। একদা বয়োবৃদ্ধ এক কচ্ছপ অন্য আরেক কচ্ছপকে সতর্ক করে দিয়ে বললো—'বৎস, তুমি ওই স্থানে যেয়ো না, কেমন।' কিন্তু (অল্পবয়স্ক) এক কচ্ছপ সে স্থানে গিয়ে পৌঁছল। ফলে ব্যাধ অবিলম্বে সে কচ্ছপকে বড়শীতে (রজ্জুবদ্ধ আলযুক্ত লৌহকণ্টক) বিদ্ধ করে ফেললো। এ অবস্থায় সে কচ্ছপটি বয়োবৃদ্ধ কচ্ছপের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাকে দূর থেকে আসতে দেখেই বয়োবৃদ্ধ কচ্ছপ জিজ্ঞেস করলো, 'বৎস, তুমি সে স্থানে যাওনি তো?' কচ্ছপ উত্তরে বললো, 'আমি তো সে স্থানে গিয়েছি।' বৃদ্ধ কচ্ছপ আরও জিজ্ঞেস করলো, 'বৎস, কেমন অক্ষত, অনাহতভাবে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছ তো?' কচ্ছপটি বলল, 'হ্যাঁ, আমি অক্ষত, অনাহত রয়েছি; তবে আমার পৃষ্ঠে এই সুতা গেঁথে আছে।' বৃদ্ধ কচ্ছপ বলল, 'বৎস, তুমি তো একান্তই ক্ষত, আহত হয়ে আছ। এই ব্যাধের হাতে তোমার পিতা, পিতামহগণও দুঃখ পেয়েছিল, বিনাশ হয়েছিল। তুমি এখন যাও, তুমি এখন আর আমাদের নও।'"

'হে ভিক্ষুগণ, ব্যাধ পাপী মারেরই অধিবচন। টোপ গাঁথা বড়শী হলো লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতির নামান্তর আর সুতা হলো অনুরাগাসক্তির অধিবচন। যে ভিক্ষু উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি আস্বাদন করে, আরও অধিক আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে বলা হয় মারের বড়শীতে আবদ্ধ ভিক্ষু। সে দুঃখগ্রস্ত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও মারের বশগত হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' তৃতীয় সূত্র।

৪. দীর্ঘলোম সূত্র

১৬০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-

সৎকার ও যশ-খ্যাতি অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, দীর্ঘলোমা মেষী যেমন কন্টকময় জঙ্গলে প্রবেশ করলে সহসা কন্টক লগ্ন হয়, আবদ্ধ হয়; তাতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, বিনষ্ট হয়। ঠিক তেমনিভাবে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি দ্বারা অভিভূত, বিহ্বলচিত্ত কোনো ভিক্ষু পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর লোলুপতার কারণে তথায় লগ্ন হয়, আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. মল সূত্র

১৬১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, বিষ্ঠা ভক্ষণকারী বিষ্ঠার কৃমি যেমন সম্মুখে বিষ্ঠারাশি সংগ্রহরত অন্য বিষ্ঠা কৃমিকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য করে বলে—'আমি বিষ্ঠাকৃমি, বিষ্ঠা ভক্ষণকারী আর আমার সম্মুখে বিরাট বিষ্ঠারাশি।' ঠিক তেমনিভাবে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি দ্বারা অভিভূত বিহ্বল চিত্ত কোনো ভিক্ষু পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারন করত ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রাম, নিগমে প্রবেশ করে। তথায় সে ইচ্ছানুরূপ বা প্রচুর পরিমাণে ভুক্ত হয়, কল্যের জন্য নিমন্ত্রিত হয় এবং পাত্রভর্তি আহার্য নিয়ে বিহারে ফিরে আসে। আর ভিক্ষুগণের মধ্যে গিয়ে গলা ফাটিয়ে বলে—'আমি প্রচুর ভোজন করেছি, কল্যের জন্য নিমন্ত্রিতও হয়েছি, আমার পাত্র আহার্যে ভর্তি, আমি চীবর-পিণ্ডপাত-রোগীর পথ্য-ভৈষজ্যোপকরণলাভী; কিন্তু দেখ, অন্য ভিক্ষুরা সৌভাগ্যহীন, প্রভাবহীন এবং চীবর-পিণ্ড-রোগীর পথ্য ভৈষজ্যোপকরণলাভী নয়।' সে লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অভিভূত বিহ্বল চিত্ত হয়ে অন্য শীলবান ভিক্ষুদের অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ করে। ভিক্ষুগণ, এটা সে অপদার্থজনের পক্ষে চির অহিতকর, দুঃখাবহ হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' পঞ্চম সূত্র।

৬. অশনি সূত্র

১৬২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, অশনিচক্র বজ্রপাত কাকে

ধ্বংস করে (বা কার ওপর বজ্রপাত পতিত হয়)? অপ্রাপ্তমানস বা অর্হত্ত্ব লাভে বঞ্চিত শৈক্ষ্যকে লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি বজ্রপাত হয়ে ধ্বংস করে।'

ভিক্ষুগণ, অশনিচক্র বা বজ্রপাত লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিরই অধিবচন বা নামান্তর। ভিক্ষুগণ, এভাবেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. লিপ্ত সূত্র

১৬৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, বিষলিপ্ত শল্য দ্বারা কে বিদ্ধ হয়? অপ্রাপ্তমানস বা অর্হত্ত্ব লাভে বঞ্চিত শৈক্ষ্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি দ্বারা বিদ্ধ হয়।'

'ভিক্ষুগণ, বিষলিপ্ত শল্য লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিরই নামান্তর। এভাবেই ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' সপ্তম সূত্র।

৮. শৃগাল সূত্র

১৬৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, তোমরা কী প্রত্যুষে জরাজীর্ণ শৃগালের ডাক শুনেছ?' 'হ্যাঁ ভান্তে।' 'ভিক্ষুগণ, এই জরাজীর্ণ শৃগাল উৎকণ্টক নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে গর্তে আরামবোধ করে না, বৃক্ষমূলে গিয়েও আরামবোধ করে না, উন্মুক্তস্থানে গিয়েও আরামবোধ করে না; যেখানে যায়, যেথায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থকে, যে-স্থানে অবস্থান করে এবং যথায় শয়ন করে সবখানেই দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে এই জগতে কোনো কোনো ভিক্ষু লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অভিভূত বিহ্বল চিত্ত হয়ে নির্জনস্থানে গিয়েও আরামবোধ করে না, বৃক্ষমূলে গিয়েও আরামবোধ করে না, উন্মুক্তস্থানে গিয়েও আরামবোধ করে না ; যেখানে যায়, যেথায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থকে, যে-স্থানে অবস্থান করে এবং যথায় শয়ন করে সবখানেই (লাভ-সৎকার চিন্তায়) মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব করে। ভিক্ষুগণ, এভাবেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' অষ্টম সূত্র।

৯. রেবম্ব সূত্র

১৬৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, ঊর্ধ্ব আকাশে (কখনও কখনও) 'রেবম্ব' নামের প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়। যে পাখি সেই ঝটিকায় পড়ে, তাকে ঝটিকা নাস্তানাবুদ করে ফেলে। তাতে পাখির পদদ্বয় কোন দিকে যায়, পক্ষ কোন দিকে যায়, কোন দিকে মস্তক যায় এবং দেহ কোন দিকে যায়, তার হিসেব থাকে না। ঠিক তেমনি এ জগতে কোনো কোনো ভিক্ষু লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে অসংযত কায়-বাক্য-মনে স্মৃতিহীন এবং অসংবরণ ইন্দ্রিয়ে গ্রামে বা নিগমে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় স্বল্পবসনা ও অনাবৃতা নারীকে দেখে, এতে তার চিত্ত কামপ্রবৃত্তিতে দূষিত হয়। সেই দূষিত চিত্তে সে শ্রামণ্য শিক্ষা ত্যাগ করে সংসার ধর্মে পুনরাগমন করে, তখন কেউ তার চীবর নিয়ে নেয়, কেউ নিয়ে নেয় পাত্র, কেউ নিয়ে নেয় বসার পীড়ি বা চেয়ার, কেউ নিয়ে নেয় সূচিভাণ্ড বা ছুঁচের কৌটা যেন-বা বেরম্ব নামক ঝটিকায় বিধ্বস্ত পাখির দেহাংশ বিশেষ। ভিক্ষুগণ, এরূপই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' নবম সূত্র।

১০. সগাথা সূত্র

১৬৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি লাভ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, এ জগতে আমি লাভ-সৎকারাদিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত কোনো পুদ্গল বা ভিক্ষুকে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হতে দেখি। আরও দেখি লাভ-সৎকার বিহীনের দুঃখে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত কোনো ভিক্ষুকে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হতে। ভিক্ষুগণ, এ জগতে আমি এমনও দেখি লাভ-সৎকারাদিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত কোনো ভিক্ষু এবং লাভ-সৎকার বিহীনের দুঃখে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত কোনো ভিক্ষু দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হতে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।'

ভগবান এরূপ বললেন। এরপর ভগবান আরও বললেন :

'সৎকার কিংবা অসৎকার লাভে যেই অপ্রমাদবিহারীর সমাধি আলোড়িত হয় না, সে সদা জাগ্রত, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন বিদর্শক উপাদান ক্ষয়রত ধ্যানীকে সৎপুরুষ বলা হয়।'

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দারুণ, বড়শী, কচ্ছপ, দীর্ঘলোম ও মল সূত্র,
অশনি, লিপ্ত, শৃগাল, রেবম্ব আর সগাথা উক্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. স্বর্ণপাত্র সূত্র

১৬৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, এখানে আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা অপরের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে এরূপ জানি—'এই আয়ুষ্মান রৌপ্যচূর্ণে ভরা স্বর্ণপাত্রের জন্যেও মিথ্যা বলতে পারে না।' কিন্তু অন্যসময়ে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকেই সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলতে দেখি। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

২. রৌপ্যপাত্র সূত্র

১৬৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, এখানে আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা অপরের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে এরূপ জানি—'এই আয়ুষ্মান স্বর্ণচূর্ণে ভরা রৌপ্যপাত্রের জন্যেও মিথ্যা বলতে পারে না।' কিন্তু অন্যসময়ে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্ববলচিত্ত হয়ে তাঁকেই সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলতে দেখি। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩-১০. স্বর্ণমুদ্রা সূত্রাদি অষ্টক

১৬৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, এখানে

আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা অপরের চিত্ত জ্ঞাত হয়ে এরূপ জানি—'এই আয়ুষ্মান খাঁটি স্বর্ণমুদ্রার জন্যেও মিথ্যা বলতে পারে না... শত খাঁটি স্বর্ণমুদ্রার জন্যেও... সুবর্ণমুদ্রার জন্যেও... শত সুবর্ণমুদ্রার জন্যেও... স্বর্ণরৌপ্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্যেও... কোনোদ্রব্য লাভের জন্যেও... স্বীয় জীবনের জন্যেও... এই আয়ুষ্মান জনপদকল্যাণীর জন্যেও মিথ্যা বলতে পারে না।' কিন্তু অন্য সময়ে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাঁকেই সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলতে দেখি। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" দশম সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

দুই স্বর্ণপাত্র, দুই স্বর্ণমুদ্রা আর দুই সুবর্ণমুদ্রা সূত্র,
পৃথিবী, দ্রব্য, জীবন ও জনপদকল্যাণী মিলে দশ উক্ত।

৩. তৃতীয় বর্গ

১. নারী সূত্র

১৭০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, যার চিত্তকে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি অভিভূত করে, সেই নির্জনে উপবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে নারী অভিভূত করতে পারে না। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' প্রথম সূত্র।

২. কল্যাণী সূত্র

১৭১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, যার চিত্তকে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি অভিভূত করে, সেই নির্জনে উপবিষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে জনপদকল্যাণী অভিভূত করতে পারে না। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা

কর্তব্য।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. একপুত্র সূত্র

১৭২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে দারুণ কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী[১] উপাসিকা স্বীয় প্রিয় ও মনোজ্ঞ একমাত্র পুত্রকে মনেপ্রাণে আশীর্বাদ করার সময় এরূপ আশীর্বাদ করে থাকে—'বাবা, তুমি গৃহপতি চিত্ত হস্তক ও আলবকের মতো হও।' ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক উপাসকগণের এটাই তুলনা, এটাই প্রমাণ বা উদাহরণ; যেমন, চিত্ত হস্তক গৃহপতি ও আলবক। 'বাবা, যদি তুমি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিত হও তাহলে তুমি সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন ন্যায় হও।' ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবক ভিক্ষুগণের এটাই তুলনা, এটাই প্রমাণ বা উদাহরণ; যেমন, সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্লায়ন। 'বাবা, তোমার অর্হৎ প্রাপ্তির পূর্বে শৈক্ষ্য অবস্থায় যেন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি না আসে।' ভিক্ষুগণ, এরূপে যে ভিক্ষুর অর্হত্ত্ব লাভের আগে শৈক্ষ্য অবস্থায় লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি আসে, তা তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' তৃতীয় সূত্র।

৪. এককন্যা সূত্র

১৭৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবতী (স্রোতাপন্না) উপাসিকা স্বীয় প্রিয়া ও মনোজ্ঞা একমাত্র কন্যাকে মনেপ্রাণে আশীর্বাদ করার সময় এরূপ আশীর্বাদ করে থাকে—'মা, তুমি উপাসিকা খুজ্জত্তরা এবং নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়ার মতো হও।' ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা উপাসিকাগণের এটাই তুলনা, এটাই প্রমাণ বা উদাহরণ; যেমন, খুজ্জত্তরা ও নন্দমাতা বেলুকণ্ডকিয়া। 'মা, তুমি যদি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজিতা হলে ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা ন্যায় হও।' ভিক্ষুগণ, আমার শ্রাবিকা ভিক্ষুণীগণের এটাই তুলনা, এটাই প্রমাণ বা উদাহরণ; যেমন, ভিক্ষুণী ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা। 'মা, তোমার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে শৈক্ষ্য অবস্থায় যেন লাভ-

---

[১]। স্রোতাপন্না। (অর্থকথা)

সৎকার ও যশ-খ্যাতি না আসে।' ভিক্ষুগণ, এরূপে যে ভিক্ষুণীর অর্হত্ত্ব লাভের আগে শৈক্ষ্য অবস্থায় লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি আসে, তা তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভিক্ষুগণ, এ রকমেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৭৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতির আস্বাদ, আদীনব (দোষ) এবং নিঃসরণ (বহির্গমন) যথাযথভাবে জানে না, শ্রমণগণের মধ্যে তারা শ্রমণ নয় আর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ নয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ, ব্রাহ্মণ লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতির আস্বাদ (উপভোগ), আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (বর্হিগমন) যথাযথভাবে জানে, তাঁরা শ্রমণগণের মধ্যে প্রকৃত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হন। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ (শ্রমণ্যফল) বা ব্রাহ্মণ্যার্থ (ব্রাহ্মণ্যফল) অথবা ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' পঞ্চম সূত্র।

৬. দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৭৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রামণ ব্রাহ্মণ লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতির সমুদয়, ধ্বংস এবং আস্বাদ (বা উপভোগ), আদীনব (দোষ) ও নিঃসরণ (বহির্গমন) যথাযথভাবে জানে না... যথাযথভাবে জানে... ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. তৃতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১৭৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ ব্রাহ্মণ লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি যথাযথভাবে জানে না, লাভ-সৎকারাদির সমুদয় যথাযথভাবে জানে না, লাভ-সৎকারাদির নিরোধ (ধ্বংস) যথাযথভাবে জানে না, লাভ-সৎকারাদির নিরোধের পথ বা উপায় যথাযথভাবে জানে না... যথাযথভাবে জানে... ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।' সপ্তম সূত্র।

৮. ত্বক সূত্র

১৭৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (মানুষের ওপরের) ত্বক ছেদন করে, ত্বক ছেদনের পর ঝিল্লি (চামড়ার পাতলা আবরণ) ছেদন করে, ঝিল্লি ছেদনের পর মাংস ছেদন করে, মাংস ছেদনের পর স্নায়ু ছেদন করে, স্নায়ু ছেদনের পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদনের পর অস্থিমজ্জা আঘাত করে তথা অস্থিমজ্জা ছেদন করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' অষ্টম সূত্র।

৯. রজ্জু সূত্র

১৭৮. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (মানুষের ওপরের) ত্বক ছেদন করে, ত্বক ছেদনের পর ঝিল্লি (চামড়ার পাতলা আবরণ) ছেদন করে, ঝিল্লি ছেদনের পর মাংস ছেদন করে, মাংস ছেদনের পর স্নায়ু ছেদন করে, স্নায়ু ছেদনের পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদনের পর অস্থিমজ্জা আঘাত করে তথা অস্থিমজ্জা ছেদন করে থাকে।'

'ভিক্ষুগণ, যেমন কোনো বলবান ব্যক্তি শক্ত খসখসে (তথা প্লাস্টিকের) রজ্জু দ্বারা জঙ্ঘা বেষ্টন করে ঘষাঘষি করলে তা (প্রথমে) উপরের ত্বক ছেদন করে, ওপরের ত্বক ছেদন করার পর ঝিল্লি ছেদন করে, ঝিল্লি ছেদন করার পর মাংস ছেদন করে, মাংস ছেদন করার পর স্নায়ু ছেদন করে, স্নায়ু ছেদন করার পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদন করার পর অস্থিমজ্জা ছেদন করে। ঠিক তেমনিভাবে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (মানুষের উপরের) ত্বক ছেদন করে, ত্বক ছেদনের পর ঝিল্লি (চামড়ার পাতলা আবরণ) ছেদন করে, ঝিল্লি ছেদনের পর মাংস ছেদন করে, মাংস ছেদনের পর স্নায়ু ছেদন করে, স্নায়ু ছেদনের পর অস্থি ছেদন করে, অস্থি ছেদনের পর অস্থিমজ্জা আঘাত করে তথা অস্থিমজ্জা ছেদন করে থাকে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' নবম সূত্র।

১০. ভিক্ষু সূত্র

১৭৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু অর্হৎ হয়েছে, তাঁর পক্ষেও লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি অন্তরায়ের কারণ

বলছি।' ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, ক্ষীণাসব ভিক্ষুর লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি কিসের জন্য অন্তরায়কর?' 'হে আনন্দ, তাঁর যে অক্ষয় চিত্তবিমুক্তি; আমি সেই চিত্তবিমুক্তিতে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি অন্তরায়কর বলছি না। কিন্তু অপ্রমত্ত, বীর্যবান, উদ্যমী হয়ে অবস্থানকারী (ক্ষীণাসব অর্হতের) দৃষ্টধর্মে (ইহজীবনে) সুখে অবস্থান করার (ফল-সমাপত্তির সুখবিহার) পক্ষে অধিগত লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি অন্তরায়কর হয় বলছি। আনন্দ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ (অসমান পথ) ও অন্তরায়কর। আনন্দ, তাই এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি, পরিত্যাগ করবো। এই লাভ-সৎকারাদি নিশ্চয়ই আমাদের চিত্ত অভিভূত করে থাকবে না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' দশম সূত্র।

তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

নারী, কল্যাণী, একপুত্র ও এককন্যা সূত্র,
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তিন, ত্বক, রজ্জু, ভিক্ষু উক্ত।

৪. চতুর্থ বর্গ

১. ভেদ সূত্র

১৮০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে দেবদত্ত সংঘভেদ করেছে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' প্রথম সূত্র।

২. কুশলমূল সূত্র

১৮১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় দেবদত্তের কুশলমূল বা পুণ্য চেতনার মূল সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কুশলধর্ম সূত্র

১৮২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় দেবদত্তের কুশলধর্ম সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' তৃতীয় সূত্র।

৪. শুক্লধর্ম সূত্র

১৮৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক। ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হওয়ায় দেবদত্তের শুক্লধর্ম সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' চতুর্থ সূত্র।

৫. অচিরপ্রস্থান সূত্র

১৮৪. একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ গিজ্ঝাকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন সম্প্রতি দেবদত্ত প্রস্থানের পর। তথায় ভগবান দেবদত্তকে উপলক্ষ করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের আত্ম-বিনাশের জন্য (তার) লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে। দেবদত্তের পরাজয়ের জন্য (তার) লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।'

'ভিক্ষুগণ, কদলীবৃক্ষ যেমন আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য ফলবতী হয় বা ফলধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য তার লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে। '

'ভিক্ষুগণ, বেণু যেমন আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের (মৃত্যুর) জন্য ফলধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য তার লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।'

'ভিক্ষুগণ, নল যেমন আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য ফলধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য তার লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে।'

'ভিক্ষুগণ, অশ্বতরী (খচ্চর, অশ্ব ও গর্দভের মিলনজাত প্রাণী বিশেষ) যেমন আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য গর্ভধারণ করে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের আত্ম-বিনাশের জন্য, পরাজয়ের জন্য তার লাভ-সৎকার ও যশ-

খ্যাতি উৎপন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর সুগত শাস্তা আরও এ গাথা বললেন :

'ফল যেমন কদলীবৃক্ষকে ধ্বংস করে, ফল যেমন বেণু ও নলকে ধ্বংস করে আর গর্ভধারণ যেমন অশ্বতরীকে মৃত্যুর মুখোমুখি করায়, ঠিক তেমনি লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি দুর্জনকে ধ্বংস করে।' পঞ্চম সূত্র।

৬. পঞ্চশত রথ সূত্র

১৮৫. একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতেন। তখন যুবরাজ অজাতশত্রু প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচশত রথ নিয়ে দেবদত্তের সেবা-আর্চনার জন্য দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হন; পাঁচশত থালায় উত্তম আহার্যদ্রব্য প্রদান করে থাকেন। সে-সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, যুবরাজ অজাতশত্রু প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচশত রথ নিয়ে দেবদত্তের সেবা-পূজার জন্য দেবদত্তের কাছে উপস্থিত হন; পাঁচশত থালায় উত্তম আহার্যদ্রব্য দান করে থাকেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের (মতো) লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি আকাঙ্ক্ষা করো না। ভিক্ষুগণ, যুবরাজ অজাতশত্রু যতোই প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচশত রথ নিয়ে দেবদত্তের সেবা-পূজা করতে গমন করুক, যতোই পাঁচশত থালায় উত্তম আহার্য দ্রব্য দান করুক; তাতে কুশলধর্মে দেবদত্তের ক্ষতি বা অবনতিই হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে না কিছুতেই।'

'ভিক্ষুগণ, রাগী বা হিংস্র কুকুরের নাসাপুটে মাংসের টুকরা ছুড়ে মারলে সেই হিংস্র কুকুর যেমন আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়, ঠিক তেমনি যতোই যুবরাজ অজাতশত্রু প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচশত রথ নিয়ে দেবদত্তকে সেবা-পূজা করতে গমন করুক, যতোই পাঁচশত থালায় উত্তম আহার্যদ্রব্য দান করুক; তাতে কুশলধর্মে দেবদত্তের অবনতিই হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে না কিছুতেই।' ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি ভয়ানক... ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. মাতা সূত্র

১৮৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, এখানে আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা কোনো ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞাত হয়ে এরূপ জানি—'এই আয়ুষ্মান মায়ের জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে না।' কিন্তু অন্যসময়ে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকেই সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। তাই এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি পরিত্যাগ করবো। লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি নিশ্চয়ই আমাদের চিত্ত অভিভূত বা বশীভূত করে থাকবে না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' সপ্তম সূত্র।

৮-১৩. পিতা সূত্রাদি ষষ্ঠক

১৮৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি (লাভ) অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ প্রাপ্তি বা অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। ভিক্ষুগণ, এখানে আমি স্বীয় চিত্তের দ্বারা কোনো ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞাত হয়ে এরূপ জানি—'এই আয়ুষ্মান পিতার জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে না... ভ্রাতার জন্যও... বোনের জন্যও... পুত্রের জন্যও... কন্যার জন্যও... এই আয়ুষ্মান ভার্যার জন্যও সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলে না।' কিন্তু অন্যসময়ে লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতিতে অভিভূত বিহ্বলচিত্ত হয়ে তাকেই সজ্ঞানে মিথ্যা বলতে দেখি। ভিক্ষুগণ, এরূপেই লাভ-সৎকার, যশ-খ্যাতি অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগতের পথে ভয়ানক, কটু, রুক্ষ ও অন্তরায়কর। তাই এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'উৎপন্ন লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি পরিত্যাগ করবো। লাভ-সৎকার ও যশ-খ্যাতি নিশ্চয়ই আমাদের চিত্ত অভিভূত বা বশীভূত করে থাকবে না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" ত্রয়োদশ সূত্র।

চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

ভেদ, মূল, দুই ধর্ম, প্রস্থান, রথ ও মাতা,
পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা আর ভার্যা।

লাভ-সৎকার সংযুক্ত সমাপ্ত।

৭. রাহুল-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. চক্ষু সূত্র

১৮৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় একদিন আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে ভগবান, আমাকে সংক্ষেপে ধর্মদেশনা করুন, যা শুনে আমি একাকী নীরবে-নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম (উদ্যমশীল) হয়ে অবস্থান করতে পারি।'

'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য, তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শ্রোত্র নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'কায় নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মন নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য, তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুর প্রতি নির্বেদযুক্ত (উদাসীন) হয়... শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... জিহ্বার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... কায়ের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... মনের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ (বা বিরাগপ্রাপ্ত) হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' প্রথম সূত্র।

২. রূপ সূত্র

১৮৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী

মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’ ‘যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?’ ‘ভন্তে, দুঃখ।’ ‘যা অনিত্য, দুঃখও পরিবর্তনধর্মী, তা ‘এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা’ বলে দেখা উচিত কি?’ ‘না ভন্তে।’ ‘শব্দ নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে অনিত্য।’... ‘গন্ধ নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘রস নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে অনিত্য।’... ‘স্প্রষ্টব্য নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘ধর্ম নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শব্দের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... গন্ধের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... রসের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... স্প্রষ্টব্যের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ধর্মের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্তি হয়েছি’ বলে জ্ঞান উদয় হয়। ‘জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই’ বলে যথাযথভাবে জানে।’ দ্বিতীয় সূত্র।

৩. বিজ্ঞান সূত্র

১৯০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... ‘হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, চক্ষু-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’ ‘যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?’ ‘ভন্তে, দুঃখ।’ ‘যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?’ ‘না ভন্তে।’ ‘শ্রোত্র-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘জিহ্বা-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘কায়-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’... ‘মনোবিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?’ ‘ভন্তে, অনিত্য।’ ‘যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?’ ‘ভন্তে, দুঃখ।’ ‘যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?’ ‘না ভন্তে।’

‘হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষু-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শ্রোত-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... জিহ্বা-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... কায় বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... মন-বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে ‘বিমুক্ত হয়েছি’ বলে জ্ঞান উদয় হয়। ‘জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ

জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' তৃতীয় সূত্র।

৪. সংস্পর্শ সূত্র

১৯১. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, চক্ষু-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে অনিত্য।'... 'কায়-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মনো-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষু-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শ্রোত-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ঘ্রাণ-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... জিহ্বা-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... কায়-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... মন-সংস্পর্শের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' চতুর্থ সূত্র।

৫. বেদনা সূত্র

১৯২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, চক্ষু-সংস্পর্শজ (বা সংস্পর্শজাত) বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে,

অনিত্য।'... 'কায়-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মনো-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শ্রোত-সংস্পর্শজ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ঘ্রাণ-সংস্পর্শ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... কায়-সংস্পর্শজ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... মন-সংস্পর্শজ বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' পঞ্চম সূত্র।

৬. সংজ্ঞা সূত্র

১৯৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, রূপ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শব্দ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-সংজ্ঞা' নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-সংজ্ঞা' নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-সংজ্ঞা' নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপসংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শব্দসংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... গন্ধসংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... রস-সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... স্পর্শ-সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ধর্ম-সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. সঞ্চেতনা সূত্র

১৯৪. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, রূপ-সঞ্চেতনা (সংবেদজ উপলব্ধি)' নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শব্দ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপ-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শব্দ-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... গন্ধ-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... রস-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... স্পর্শ-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ধর্ম-সঞ্চেতনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' সপ্তম সূত্র।

৮. তৃষ্ণা সূত্র

১৯৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, রূপ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শব্দ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপ-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শব্দ-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... গন্ধ-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... রস-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... স্পর্শ-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ধর্ম-তৃষ্ণার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' অষ্টম সূত্র।

৯. ধাতু সূত্র

১৯৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, পৃথিবী-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'আপ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'তেজ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বায়ু-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'আকাশ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বিজ্ঞান-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক পৃথিবী-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, আপ-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... তেজ-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... বায়ু-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... আকাশ-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... বিজ্ঞান-ধাতুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' নবম সূত্র।

১০. স্কন্ধ সূত্র

১৯৭. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না

ভন্তে।' 'বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, বেদনার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' দশম সূত্র।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

চক্ষু, রূপ, বিজ্ঞান, সংস্পর্শ আর বেদনা,
সংজ্ঞা, সঞ্চেতনা, তৃষ্ণা, ধাতু ও স্কন্ধে দশ ।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. চক্ষু সূত্র

১৯৮. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান রাহুল ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাহুলকে লক্ষ করে ভগবান বললেন, 'হে রাহুল, তুমি তা কী মনে কর, চক্ষু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শ্রোত্র নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'কায় নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মন নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি

আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক চক্ষুর প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, শ্রোত্রের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... ঘ্রাণের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... জিহ্বার প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... কায়ের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়... মনের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নির্বেদযুক্ত হয়ে নিঃস্পৃহ হয়, বিরাগে বিমুক্ত হয়, বিমুক্তিতে 'বিমুক্ত হয়েছি' বলে জ্ঞান উদয় হয়। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' এই পেয়্যাল (ধারা বা নিয়ম অথবা প্রণালি) দ্বারা দশটি সূত্রান্ত করা কর্তব্য। প্রথম সূত্র।

২-১০. রূপাদি সূত্র নবক

১৯৯. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে রাহুল, তা তুমি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।' 'শব্দ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।' 'যা অনিত্য তা সুখ না দুঃখ?' 'ভন্তে, দুঃখ।' 'যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনধর্মী, তা এটি আমার, এটি আমি এবং এটি আমার আত্মা বলে দেখা উচিত কি?' 'না ভন্তে।'

'চক্ষু-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শ্রোত্র-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'কায়-বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মনোবিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'চক্ষু-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শ্রোত্র-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'কায়-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মন-সংস্পর্শ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'কায়-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'মন-সংস্পর্শজ বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'রূপ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শব্দ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'রূপ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শব্দ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-সঞ্চেতন নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-সঞ্চেতনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'রূপ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'শব্দ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'গন্ধ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'রস-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'স্পর্শ-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'ধর্ম-তৃষ্ণা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'পৃথিবী-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'আপ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'তেজ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বায়ু-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'আকাশ-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বিজ্ঞান-ধাতু নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'... 'বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'ভন্তে, অনিত্য।'...।'

'হে রাহুল, এরূপে দেখে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক... এ জন্মের পর আর কোনো পুনর্জন্ম নেই' বলে যথাযথভাবে জানে।' দশম সূত্র।

১১. অনুশয় সূত্র

২০০. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জানলে ও কিভাবে দেখলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে (স্বীয় বিজ্ঞানযুক্ত কায়), বাইরে (পরের বিজ্ঞানযুক্ত কায়) এবং সর্ব বিষয়ে অহংকার, মমকার, মানানুশয় ধ্বংস হয়?'

"হে রাহুল, অতীত, অনাগত, বর্তমান, অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ 'এটি আমার নয়, এতে আমি অবস্থিত নই এবং এটি আমার আত্মা নয়', এরূপে সম্যকভাবে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করতে হবে।... সমস্ত বেদনা... সমস্ত সংজ্ঞা... সমস্ত সংস্কার... সমস্ত বিজ্ঞান... অতীত, অনাগত, বর্তমান, অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত বিজ্ঞান 'এটি আমার নয়, এতে আমি অবস্থিত নই এবং এটি আমার আত্মা নয়', এরূপে সম্যকভাবে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করতে হবে। রাহুল, এভাবে জানলে ও দেখলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে, বাইরে এবং সর্ব বিষয়ে অহংকার, মমকার, মানানুশয় ধ্বংস হয়।" একাদশ সূত্র।

১২. অপগত সূত্র

২০১ শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি। অনন্তর আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট অবস্থায় আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জানলে ও কিভাবে দেখলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে এবং বাইরের সব বিষয়ে অহংকার, মমকার শূন্য এবং বিভিন্ন মানাতিক্রান্ত, শান্ত ও সুবিমুক্ত হয়?'

'হে রাহুল, অতীত, অনাগত, বর্তমান, অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ 'এটি আমার নয়, এতে আমি অবস্থিত নই এবং এটি আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যকভাবে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করে সাংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত (অনুপাদা বিমুক্ত) হয়।'

'রাহুল,... সমস্ত বেদনা... সমস্ত সংজ্ঞা... সমস্ত সংস্কার... অতীত, অনাগত, বর্তমান, অধ্যাত্ম বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী

বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ 'এটি আমার নয়, এতে আমি অবস্থিত নই এবং এটি আমার আত্মা নয়' এরূপে সম্যকভাবে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করে সাংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হয়। রাহুল, এরূপে জানলে ও দেখলে এই বিজ্ঞানযুক্ত কায়ে এবং বাইরের সব বিষয়ে অহংকার, মমকার শূন্য এবং বিভিন্ন মানাতিক্রান্ত, শান্ত ও সুবিমুক্ত হয়।' দ্বাদশ সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

চক্ষু, রূপ, বিজ্ঞান, স্পর্শ আর বেদনা,
সংজ্ঞা, সঞ্চেতনা, তৃষ্ণা, ধাতু, স্কন্ধে দশ,
অনুশয়, অপগত, তদ্বারা বর্গ বলা হয়।

রাহুল-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৮. লক্ষণ-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. অস্থি সূত্র

২০২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দকনিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান লক্ষণ ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন গৃধ্রকুট পর্বতে বাস করছেন। একদিন মহামৌদ্গাল্লায়ন পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে আয়ুষ্মান লক্ষণের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান লক্ষণকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু লক্ষণ, চলুন ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহের গ্রামে প্রবেশ করি।' 'হ্যাঁ, বন্ধু' বলে আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে সম্মতি জানালেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন গিজ্ঝাকূট পর্বত থেকে নামার সময় এক স্থানে স্মিত হাসলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু মৌদ্গাল্লায়ন, এই স্মিত হাসি কী হেতু, কী কারণ?' 'বন্ধু লক্ষণ, এখন এই প্রশ্নের যথোপযুক্ত সময় নয়। ভগবানের সম্মুখে গেলে আমাকে এই প্রশ্ন করবেন।'

এরপর আয়ুষ্মান লক্ষণ ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহার গ্রহণ শেষে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একান্তে উপবিষ্ট হলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান লক্ষণ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন, 'এখানে আসার আগে গিজ্ঝাকূট পর্বত থেকে নামার সময় একস্থানে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন স্মিত হেসেছিলেন। বন্ধু মৌদ্গাল্লায়ন, তার কী হেতু, কী কারণ?'

বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বত নামার সময় আমি এক অস্থিকঙ্কালকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি। বন্ধু, তখন আমার মনে হলো—'আশ্চর্য! অদ্ভুত! এমন প্রাণীও আছে, এমন যক্ষও আছে; এ রকমের দেহলাভও সম্ভব!'

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণ চক্ষুভূত (যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে, জ্ঞানভূত (অর্হত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে। যে জ্ঞানে তারা এরূপ জ্ঞাত হয় বা দেখে অথবা প্রত্যক্ষ করে। ভিক্ষুগণ, আমিও ইতিপূর্বেই সে প্রাণীকে

দেখেছি, কিন্তু প্রকাশ করিনি। কারণ আমি সেটা বললে যদি লোকে তা অবিশ্বাস করে, এতে তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখপ্রদ হবে। ভিক্ষুগণ, এই সত্তুটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই গোঘাতক ছিল। সে (গো-হত্যার পাপ) কর্মের ফলে বহু বছর, বহুশত বছর, বহু হাজার বছর, বহুশত হাজার বছর নরকে পক্ব হয়ে এখন এমন দেহধারণে দুঃখ ভোগ করছে।' (সব সূত্রান্তের এই পেয়্যাল)। প্রথম সূত্র।

২. পেশি সূত্র

২০৩. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক মাংসপেশীকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্তুটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই গোঘাতক ছিল...।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. পিণ্ড সূত্র

২০৪. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক মাংসপিণ্ডকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্তুটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই শকুনিক বা পাখি ঘাতক ব্যাধ ছিল...।' তৃতীয় সূত্র।

৪. চর্মহীন সূত্র

২০৫. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক চর্মহীন পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্তুটি পূর্বজন্মে এ রাজগৃহেই ছাগল হত্যাকারী ছিল...।' চতুর্থ সূত্র।

৫. অসিলোম সূত্র

২০৬. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি অসিলোমযুক্ত একজন পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সেই অসিলোমগুলো (শরীর থেকে বারবার) উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারই শরীরে এসে পড়ছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্তুটি

পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই শুকর ঘাতক ছিল...।' পঞ্চম সূত্র।

৬. শল্যলোম সূত্র

২০৭. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক শল্যলোমক পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সেই শল্যলোমগুলো (শরীর থেকে বারবার) উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারই শরীরে এসে পড়ছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই হরিণ হত্যাকারী ব্যাধ ছিল...।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. শরলোম সূত্র

২০৮. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক শরলোমক পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সেই শরলোমগুলো (শরীর থেকে বারবার) উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারই শরীরে এসে পড়ছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই জল্লাদ (কারণিক) ছিল...।' সপ্তম সূত্র।

৮. সূচিলোম সূত্র

২০৯. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বতে নামার সময় আমি এক সূচীলোমক পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সেই সূচীলোমগুলো (শরীর থেকে বারবার) উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারই শরীরে এসে পড়ছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই অশ্বদমনকারী ছিল...।' অষ্টম সূত্র।

৯. দ্বিতীয় সূচিলোম সূত্র

২১০. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি সূচীলোমক একজন পুরুষকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সেই সূচীলোমগুলো মাথা দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বের হচ্ছে; আর মুখ দিয়ে ঢুকে বক্ষ দিয়ে বের হচ্ছে; বক্ষ দিয়ে ঢুকে উদর দিয়ে বের হচ্ছে; উদর দিয়ে ঢুকে ঊরু দিয়ে বের হচ্ছে; ঊরু দিয়ে ঢুকে জঙ্ঘা দিয়ে বের হচ্ছে; জঙ্ঘা দিয়ে ঢুকে পদদ্বয় দিয়ে বের হচ্ছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই খল হিসেবে লোকজনের মধ্যে পরপস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতো...।' নবম সূত্র।

১০. কুম্ভাণ্ড সূত্র

২১১. মহামৌদ্গাল্লায়ন—‘বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক কুম্ভাণ্ডকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। সে (হেঁটে) গমনকালে অণ্ডকোষ স্কন্ধে তুলে গমন করে, উপবেশনকালে অণ্ডকোষের ওপর উপবেশন করে। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই গ্রামকূট[১] ছিল...।’ দশম সূত্র।

প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

অস্থি ও পেশী উভয়ই গো ঘাতক, পিণ্ড শকুনিক ও চর্মহীন,
অসি সুকরিক, শল্য হরিণ শিকারী, শর জল্লাদ, সূচি সারথী;
দ্বিতীয় সূচি খল, অণ্ডকোষ বহনকারী ছিল গ্রামকূট।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. আমস্তক সূত্র

২১২. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান লক্ষণ ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন গৃধ্রকুট পর্বতে বাস করছিলেন। একদিন মহামৌদ্গাল্লায়ন আয়ুষ্মান লক্ষণকে বললেন, ‘বন্ধু, গিজ্ঝাকূট পর্বত নামার সময় আমি আমস্তক বিষ্ঠাকূপে নিমগ্ন এক পুরুষকে দেখেছি। তখন আমার মনে হলো—আশ্চর্য! অদ্ভুত! এমন প্রাণীও আছে, এমন যক্ষও আছে। এ রকম দেহ লাভও সম্ভব!’

তখন ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণ চক্ষুভূত (যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে, জ্ঞানভূত (অর্হত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে। যে জ্ঞানে তারা এরূপ জ্ঞাত হয় বা দেখে অথবা প্রত্যক্ষ করে। ভিক্ষুগণ, আমিও ইতিপূর্বেই সে প্রাণীকে দেখেছি, কিন্তু প্রকাশ করিনি। কারণ আমি সেটা বললে যদি লোকে তা অবিশ্বাস করে, এতে তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখপ্রদ হবে। এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই পরদার লজ্মনকারী (ব্যভিচারকারী) ছিল। সে (ব্যভিচারের পাপ) কর্মের ফলে বহু বছর, বহুশত বছর, বহু হাজার বছর,

---

[১]। গ্রামের প্রবঞ্চক, উৎকোচ গ্রহণকারী অসাধু বিচারক।

বহুশত হাজার বছর নরকে পক্ক হয়ে এখন এমন দেহধারণে দুঃখ ভোগ করছে।' প্রথম সূত্র।

২. বিষ্ঠাখাদক সূত্র

২১৩. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গিজ্ঝকূট পর্বত নামার সময় আমি বিষ্ঠাকূপে নিমগ্ন এক পুরুষকে নিজের দুই হাতে (অবলীলায়) বিষ্ঠা খেতে দেখেছি... ভিক্ষুগণ, এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই ভগবান কাশ্যপ সম্বুদ্ধের সময়ে একজন বিদ্বেষপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন সে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শিক্ষাধীন ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে দ্রোণীগুলো (মাটির তৈরি জলপাত্র বিশেষ) বিষ্ঠায় পূর্ণ করে (ভিক্ষুসংঘকে) এরূপ বলেছিল—ওহে মহাশয়গণ, তোমরা এটি থেকে যথেচ্ছা খাও আর সঙ্গে করে নিয়ে যাও...।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. চর্মহীনা স্ত্রী সূত্র

২১৪. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক চর্মহীনা স্ত্রীলোককে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই চর্মহীনা স্ত্রীলোকের দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই ব্যভিচারিণী ছিল...।' তৃতীয় সূত্র।

৪. বীভৎসা স্ত্রী সূত্র

২১৫. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক দুর্গন্ধেভরা, বীভৎসা নারীকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই স্ত্রীলোকের দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই দৈবজ্ঞা (ইক্‌খাণিকা) ছিল...।' চতুর্থ সূত্র।

৫. ওকিলিনী[১] সূত্র

১২৬. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক দাহ্যমান ক্লেদিত অঙ্গারাকীর্ণ নারীকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই নারীর দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে

---

[১]। ওকিলিনী = যেই নারী কোনো কিছুর উপর বা কারোর উপর যেকোনো কিছু ঢেলে দেয় অথবা ছিটায়।

(তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে কলিঙ্গরাজের অগ্রমহিষী ছিল। সে ঈর্ষাপরায়ণা হয়ে সতিনীর ওপর উত্তপ্ত অঙ্গারপাত্র ছুড়ে মেরেছিল...।' পঞ্চম সূত্র।

৬. মস্তকহীন সূত্র

২১৭. মহামৌদগল্যায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক মস্তকহীন দেহ আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। অন্যদিকে তার চোখ ও মুখ রয়েছে বুকের মধ্যে। শকুন, কাক, চিল পিছু নিয়ে নিয়ে সেই দেহপঞ্জরের এখানে-সেখানে (তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে) বিদ্ধ করছে। তাতে আর্তনাদ করছে দেহপঞ্জরটি... এই সত্ত্বটি পূর্বজন্মে এই রাজগৃহেই হরিক নামক চোরঘাতক ছিল...।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. পাপী ভিক্ষু সূত্র

২১৮. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক ভিক্ষুকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; পাত্র দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; কটিবন্ধনী দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; শরীরও দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত। সে বারবার আর্তনাদ করছে... এই ভিক্ষুটি পূর্বজন্মে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে পাপী ভিক্ষু ছিল...।' সপ্তম সূত্র।

৮. পাপী ভিক্ষুণী সূত্র

২১৯. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক ভিক্ষুণীকে আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; পাত্র দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; কটিবন্ধনী দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; শরীরও দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত। সে বারবার আর্তনাদ করছে... এই ভিক্ষুণীটি পূর্বজন্মে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে পাপী ভিক্ষুণী ছিল...।' অষ্টম সূত্র।

৯. পাপী শিক্ষামানা সূত্র

২২০. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক শিক্ষামান আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; পাত্র দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; কটিবন্ধনী দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; শরীরও দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত। সে আর্তনাদ করছে বার বার...

এই শিক্ষামানাটি পূর্বজন্মে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে পাপী শিক্ষামান ছিল...।' নবম সূত্র।

১০. পাপী শ্রামণ সূত্র

২২১. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক শ্রামণ আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; পাত্র দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; কটিবন্ধনী দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; শরীরও দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত। সে বারবার আর্তনাদ করছে... এই শ্রামণটি পূর্বজন্মে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে পাপী শ্রামণ ছিল...।' দশম সূত্র।

১১. পাপী শ্রামণী সূত্র

২২২. মহামৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, গৃধ্রকূট পর্বত নামার সময় আমি এক শ্রামণী আকাশপথে উড়ে যেতে দেখেছি। তার সঙ্ঘাটি দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; পাত্র দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; কটিবন্ধনী দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত; শরীরও দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত। সে বারবার আর্তনাদ করছে। তখন আমার মনে হলো—আশ্চর্য! অদ্ভুত! এমন প্রাণীও আছে, এমন যক্ষও আছে। এ রকম দেহ লাভও সম্ভব!'

তখন ভগবান ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, শ্রাবকগণ চক্ষুভূত (যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে, জ্ঞানভূত (অর্হত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী) হয়ে অবস্থান করছে। যে জ্ঞানে তারা এরূপ জ্ঞাত হয় বা দেখে অথবা প্রত্যক্ষ করে। ভিক্ষুগণ, আমিও ইতিপূর্বেই সে শ্রামণীকে দেখেছি, কিন্তু প্রকাশ করিনি বা বলিনি। কারণ আমি সেটা বললে যদি লোকে তা অবিশ্বাস করে, এতে তাদের দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখপ্রদ হবে। এই শ্রামণটি পূর্বজন্মে কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনে পাপী শ্রামণী ছিল। সে এই পাপকর্মের ফলে বহু বছর, বহুশত বছর, বহু হাজার বছর, বহুশত হাজার বছর নরকে পক্ক হয়ে এখন এমন দেহধারণে দুঃখ ভোগ করছে।' একাদশ সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

আমস্তক নিমগ্ন সেই ব্যভিচারী,
বিষ্ঠাখাদক ছিল ব্রাহ্মণ দুষ্টাচারী।

চর্মহীনা স্ত্রী ছিল ব্যভিচারিণী,
বীভৎসা স্ত্রী ছিল দৈবজ্ঞা নারী।
ওকিলিনী অঙ্গার পাত্র ছুড়েছিল,
আর মস্তকহীন চোরঘাতক ছিল।
পাপী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-শিক্ষামানা,
পাপী শ্রামণ আর পাপী শ্রামণী;
কাশ্যপের বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে,
পাপকর্ম করেছিল তারা সবে।

লক্ষণ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৯. উপমেয়-সংযুক্ত

১. কূট সূত্র

২২৩. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন, ভিক্ষুগণ, চূড়াযুক্ত গৃহের যেসব বিম থাকে, সেসব বিম যেমন চূড়াবলম্ব, চূড়ানির্ভর আর সেসব চূড়া উৎপাটনে বা বিধ্বস্ত হলে পুরো গৃহ ভেঙে পড়ে, বিধ্বস্ত হয়। তেমনি যেসব অকুশল ধর্ম বিদ্যমান, সে-সবই অবিদ্যাবলম্ব, অবিদ্যানির্ভর আর অবিদ্যার উৎপাটনে উৎপাটিত হয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, তদ্ধেতু তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' প্রথম সূত্র।

২. নখশিখা সূত্র

২২৪. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। একদা ভগবান নখশিখায় বা নখের অগ্রভাগ দিয়ে সামান্য ধূলিকণা তুলে নিয়ে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, আমা কর্তৃক নখশিখায় গৃহীত ধূলিকণা বেশি না এই মহাপৃথিবী বেশি?'

'ভন্তে, এই মহাপৃথিবীই বেশি। ভগবান কর্তৃক নখের অগ্রভাগে গৃহীত ধূলিকণা যৎসামান্যই; এই মহাপৃথিবীর তুলনায় ভগবান কর্তৃক নখের অগ্রভাগে গৃহীত ধূলিকণা সংখ্যায় আসে না, বিবেচ্য (গণ্য) হয় না, কণাংশও হয় না।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি যেসব সত্ত্ব (মানুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুন) মানুষ্যলোকে জন্ম নেয়, তাদের সংখ্যা যৎসামান্যই। কিন্তু যেসব সত্ত্ব মনুষ্যেলোকের বাইরে অন্যলোকে (নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর—এই চারি অপায়ে) জন্ম নেয় তাদের সংখ্যাই অধিকতর। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' দ্বিতীয় সূত্র।

৩. কুল সূত্র

২২৫. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ,

যেসব পরিবারে পুরুষ অল্প আর স্ত্রীলোক বেশি, সেসব পরিবারে চোর, ডাকাত যেমন অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে, ধ্বংস সাধন করতে পারে; ঠিক তেমনি যেসব ভিক্ষুর মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত অভাবিত ও অবহুলীকৃত, সেসব ভিক্ষু অমনুষ্য কর্তৃক আক্রান্ত, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ, যেসব পরিবারে স্ত্রীলোক অল্প আর পুরুষ বেশি, সেসব পরিবারে চোর, ডাকাত, যেমন আক্রমণ করতে পারে না, ধ্বংস সাধন করতে পারে না; ঠিক তেমনি যেসব ভিক্ষুর মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত ভাবিত ও বহুলীকৃত, সেসব ভিক্ষু অমনুষ্য কর্তৃক আক্রান্ত, ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'আমাদের মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত ভাবিত, বহুলীকৃত, সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত, আয়ত্ত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত (সম্যকরূপে জ্ঞাত) ও সুআরব্ধ হবে।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' তৃতীয় সূত্র।

৪. পাত্র (ওক্খা) সূত্র

২২৬. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেজন পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে প্রত্যেকবারে একশত প্রকাণ্ড পাত্রে অন্নপূর্ণ করে দান করে; আর যেজন পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে অন্তত এক একবার গন্ধ গ্রহণের ক্ষণমাত্র (সুগন্ধিদ্রব্য দুই আঙুলে তুলে নিয়ে গন্ধ শোঁকে নিয়ে যে সময় লাগে—ততটুকুই) মৈত্রীচিত্ত ভাবনা করে; এই দুইয়ের মধ্যে মৈত্রীচিত্ত ভাবনাই মহা বা অধিকতর ফলদায়ক হয়। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'আমাদের মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত ভাবিত বহুলীকৃত, সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত, আয়ত্ত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত ও সুআরব্ধ হবে।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' চতুর্থ সূত্র।

৫. শেল সূত্র

২২৭. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধর, তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত একটি শেল রয়েছে। অতঃপর (কোথা হতে) জনৈক ব্যক্তি এসে বলে—'আমি এই তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত শেলটি হাতে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে বেঁকে ফেলতে, টুকরা বা ভেঙে ফেলতে ও পাকিয়ে ফেলতে সক্ষম।' ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, সেই লোকটি কী সেই তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত শেলটি হাতে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে বেঁকে ফেলতে, টুকরা বা ভেঙে ফেলতে ও পাকিয়ে ফেলতে সক্ষম হবে? 'না ভন্তে, সক্ষম হবে না।' 'কী সক্ষম হবে না?'' ভন্তে, যেহেতু তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত শেল হাতে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ

করে বেঁকে ফেলা, ভেঙে ফেলা ও পাকিয়ে ফেলা সহজ নয়। এতে সেই ব্যক্তিই শুধু শুধু দুঃখ-কষ্টেরই ভাগী হবে।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি যে ভিক্ষুর মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত ভাবিত বহুলীকৃত, অভ্যস্ত, আয়ত্ত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত ও সুআরব্ধ; সেই ভিক্ষুর চিত্তকে যদি কোনো অমনুষ্য বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাহলে সেই অমনুষ্যই দুঃখ-কষ্টের ভাগী হবে। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'আমাদের মৈত্রীচিত্তবিমুক্ত ভাবিত বহুলীকৃত, সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত, আয়ত্ত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত ও সুআরব্ধ হবে।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' পঞ্চম সূত্র।

৬. ধনুগ্রহ সূত্র

২২৮. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, যেমন ধর, সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ দৃঢ়পরাক্রমশালী চারজন ধনুর্ধর চারদিকে স্থিত রয়েছে। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে বলে—'আমি এই চারজন সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, দৃঢ়পরাক্রমশালী ধনুর্ধবের ক্ষিপ্ত শর মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলবো।' ভিক্ষুগণ, তোমরা তা কী মনে কর, 'এই ব্যক্তি বেগবান, পরম বেগে সমন্বিত' বলে বলা যায় কী?'

'ভন্তে, যদি সে সুশিক্ষিত, সিদ্ধহস্ত, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ, দৃঢ়পরাক্রমশালী ধনুর্ধবের ক্ষিপ্ত শর মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলতে পারে, তাহলে অবশ্যই 'বেগবান, পরম বেগে সমন্বিত' বলে বলা যায়। সেই চারজন সুশিক্ষিত সিদ্ধহস্ত নিপুণ, দৃঢ় পরাক্রমশালী, ধনুর্ধবের কথাই বা কী?'

'ভিক্ষুগণ, সেই ব্যক্তির যে-রকম বেগ, তার চেয়ে চন্দ্র-সূর্যের গতি দ্রুততর। সেই ব্যক্তির যে-রকম বেগ, চন্দ্র-সূর্যের গতি যেরূপ গতি, চন্দ্র-সূর্যের পুরোভাগে ধাবমান দেবতাদের যে-রকম গতি, তার চেয়েই শীঘ্রতর আয়ুসংস্কার (আয়ুষ্কাল) ক্ষয় হয়। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. কীলক সূত্র

২২৯. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... "হে ভিক্ষুগণ, অতীতে দশ আরহার (দসারহানং)[১] 'আনক' নামে একটি মৃদঙ্গ (ছোটো

---

[১]। দসারহানং = এরূপ নামধারী ক্ষত্রিয়দের। তারা নাকি শতভাগ হতে (সচেতনরূপে?)

ঢোল) ছিল (যার মধুর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হতো)। তার কীলক ফেটে গেলে দশ আরহা অন্য কীলক যুক্ত করলো। এমন সময় এলো যখন আনক মৃদঙ্গের পুরনো পদ্মকীলক অন্তর্হিত হলো, শুধু কীলক সংঘট্টই অবশিষ্ট রইল। অর্থাৎ সে দিগন্ত প্রসারী নিনাদ আর রইল না। ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতে তথাগতের ভাষিৎ যেই সূত্রগুলো গম্ভীর, গম্ভীরার্থ, লোকোত্তর ও শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত, সেই সূত্রগুলো আবৃত্তিকালে ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছু হবে না, কর্ণপাত করবে না, উপলব্ধির জন্য মনোযোগী হবে না এবং সেই ধর্মগুলো গ্রহণীয়, অধিগম্য বলে মনে করবে না।'

"ভিক্ষুগণ, কিন্তু যেই সূত্রগুলো কবিতায় বর্ণিত, কাব্যময়, ভাষায় চাতুর্য, বিচিত্র ব্যঞ্জনাময় ও বাহ্যিক শ্রাবক (অন্যধর্মবলম্বী) ভাষিত, সেগুলো আবৃত্তি হলে ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছু হবে, কর্ণপাত করবে, অর্থবোধের জন্য মনোযোগী হবে এবং সেই সূত্রগুলো গ্রহণীয়, অধিগম্য বলে মনে করবে। এভাবে তথাগতের ভাষিত গম্ভীর, গম্ভীরার্থ, লোকোত্তর ও শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত ধর্মগুলো অন্তর্ধান হবে। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য— 'তথাগতের ভাষিত যেই সূত্রগুলো গম্ভীর, গম্ভীরার্থ, লোকোত্তর ও শূন্যতা প্রতিসংযুক্ত সেই সূত্রগুলো আবৃত্তিকালে শ্রবণেচ্ছু হবো, কর্ণপাত করবো, উপলব্ধি করতে মনোযোগী হবো আর গ্রহণীয়, অধিগম্য বলে মনে করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" সপ্তম সূত্র।

৮. কাষ্ঠখণ্ড (কলিঙ্গর) সূত্র

২৩০. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটগারশালায় অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবিগণ বর্তমানে কাষ্ঠখণ্ড বালিশ ও পাদুকারূপে এবং রুক্ষ শয্যাসন ব্যবহার করে কর্তব্য-কর্মে অনলস, অপ্রমত্ত ও পরাক্রমশালী হয়ে বাস করে। মগধরাজ বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু তাঁদের পরাস্ত করার কৌশল খুঁজে পাচ্ছে না, সুযোগ পাচ্ছে না। ভবিষ্যতে লিচ্ছবিগণ হবে সুকুমার, তাদের হস্তপদ হবে কোমল, তারা তুলোপকরণাদি কোমল শয্যায় সূর্যোদয় পর্যন্ত শয়ন করবে। সে-সময় মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু তাদেরকে পরাজিত করার কৌশল, ছিদ্র খুঁজে পাবে।'

দশভাগ গ্রহণ করেছিলেন, তাই 'দসারহা' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। (অর্থকথা)

'ভিক্ষুগণ, বর্তমানে ভিক্ষুরা কাষ্ঠখণ্ড বালিশ ও পাদুকারূপে ব্যবহার করে কর্তব্য-কর্মে অনলস, অপ্রমত্ত ও পরাক্রমশালী হয়ে বাস করে। ফলে পাপীমার তাদেরকে (পরাস্ত) করার অবকাশ ও সুযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ভিক্ষুরা হবে সুকুমার; তাদের হস্তপদ হবে কোমল। তারা তুলোপকরণাদির কোমল শয্যায় সূর্যোদয় পর্যন্ত শয়ন করবে। সে-সময় তাদেরকে পাপীমার পরাস্ত করার অবকাশ ও সুযোগ পাবে। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'কাষ্ঠখণ্ড বালিশ ও পাদুকারূপে ব্যবহার করে অনলস, অপ্রমত্ত, ধ্যানরত হয়ে অবস্থান করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" অষ্টম সূত্র।

৯. নাগ (হস্তি) সূত্র

২৩১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন জনৈক নবীন ভিক্ষু গৃহীর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতো। তজ্জন্য অন্য ভিক্ষুরা তাকে বললেন, 'বন্ধু, দীর্ঘক্ষণ ধরে গৃহীর বাড়িতে ঘুরাফেরা করো না।' সে ভিক্ষু তাদেরকে এরূপ বললো—'এই স্থবির ভিক্ষুগণ যদি গৃহীর বাড়িতে যাওয়া ঠিক মনে করেন, তবে আমি কেন যাবো না?'

অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। এতপাশে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, জনৈক নবীন ভিক্ষু গৃহীর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে। তখন অন্য ভিক্ষুরা তাকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু, দীর্ঘক্ষণ ধরে গৃহীর বাড়িতে ঘুরাফেরা করো না।' তখন সেই ভিক্ষু তাদেরকে এরূপ বললো—'এই স্থবির ভিক্ষুগণ যদি গৃহীর বাড়িতে যাওয়া ঠিক মনে করেন, তবে আমি কেন যাবো না?'

'হে ভিক্ষুগণ, অতীতে এক অরণ্যে একটি বড়ো সরোবর ছিল। একদল হস্তী সে সরোবরকে আশ্রয় করে বাস করতো। হস্তীর দল সে সরোবরে নেমে (স্বীয় স্বীয়) শুঁড় দ্বারা (সরোবরে প্রস্ফুটিত) পদ্মফুলের মূল উৎপাদনপূর্বক কর্দমহীন সুধৌত করে ভক্ষণ করতো। এই খাদ্য হস্তীদলের বর্ণ, বল, বর্ধন করতো এবং তাতে হস্তীর দল মৃত্যুগ্রস্ত হতো না বা মৃত্যুসম দুঃখ পেতো না। ভিক্ষুগণ, সেই (প্রাপ্তবয়স্ক) হস্তীদের অনুকরণ করতে গিয়ে নব হস্তী শাবকেরাও সরোবরে নেমে শুঁড় দিয়ে পদ্মফুলের মূল উৎপাদন করতো; তবে কর্দমহীন, সুধৌত না করেই ভক্ষণ করতো। ফলে তাদের

বর্ণ, বল বর্ধিত হতো না। বরং তাতে তারা মৃত্যুর কবলে পতিত হতো, মৃত্যুসম দুঃখ ভোগ করতো।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি এখানে স্থবির ভিক্ষুগণ পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তারা তথায় ধর্মদেশনা প্রদান করে। (ফলে) গৃহীরা তাদের প্রতি প্রসন্নভাব প্রর্দশন করে। তারা লব্ধ ভিক্ষান্ন অনাসক্ত, অমূর্ছিত (অবিহ্বল), অনভিভূত, দোষদর্শী এবং নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে ভোগ করে। তা তাদের বর্ণ, বল বর্ধিত করে। তজ্জন্য তারা মৃত্যুবরণ করে না কিংবা মৃত্যুসম দুঃখভোগও করে না। সেই স্থবির ভিক্ষুদের অনুকরণে নবীন ভিক্ষুরাও পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করে। তারা তথায় ধর্মদেশনা প্রদান করে। তবে তারা লব্ধ ভিক্ষান্ন আসক্ত, মূর্ছিত, অভিভূত, দোষদর্শী ও অনিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে ভোগ করে। ফলে তাদের বর্ণ, বল বর্ধিত করে না। বরং এতে তারা মৃত্যুবরণ করে কিংবা মৃত্যুসম দুঃখভোগ করে। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'অনাসক্ত, অমূর্ছিত, অনভিভূত এবং দোষদর্শী, নিঃসরণপ্রাজ্ঞ হয়ে লব্ধ ভিক্ষান্ন ভোগ করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" নবম সূত্র।

১০. বিড়াল সূত্র

২৩২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় জনৈক ভিক্ষু দীর্ঘসময় ধরে গৃহী বাড়িতে ঘুরাফেরা করতো। তাই অন্য ভিক্ষুরা তাকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু, দীর্ঘসময় ধরে গৃহী বাড়িতে ঘুরাফেরা করো না।' সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের কথায় ক্ষান্ত হলেন না। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপ বললেন, 'ভন্তে, জনৈক নবীন ভিক্ষু গৃহীর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করে। তখন অন্য ভিক্ষুরা তাকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু, দীর্ঘক্ষণ ধরে গৃহীর বাড়িতে ঘুরাফেরা করো না।' কিন্তু সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের কথায় ক্ষান্ত হলেন না।'

'ভিক্ষুগণ, অতীতে একটি বিড়াল গৃহসংলগ্ন অবর্জনাস্তূপে ছোটো ইঁদুর ধরার আশায় দাঁড়িয়ে রইল—'যখন সেই আবর্জনাস্তূপ হতে এক ছোটো ইঁদুর আহার অন্বেষণে বের হবে, তখন তাকে ধরে খাব।' ভিক্ষুগণ, অনন্তর সেই ছোটো ইঁদুরটি বিচরণের জন্য বের হলো। তখন বিড়ালটি তাকে সহসা

ধরে গিলে ফেললো। সেই জীবন্ত ইঁদুরটি বিড়ালের পেটে গিয়ে (বড়) অন্ত্র খেয়ে ফেললো, ক্ষুদ্রান্ত্র খেয়ে ফেললো। তাতে বিড়ালটি (যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে) মরে গেল এবং মৃত্যুসম দুঃখভোগ করল।'

'ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি এই জগতে কোনো কোনো ভিক্ষু পূর্বাহ্নে পাত্র-চীবর ধারণ করে অরক্ষিত ও ভাবনাহীনভাবে কায়-বাক্য-মনে অসংযত হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে, নিগমে প্রবেশ করে। সে তথায় স্বল্পবসনা, অনাবৃতা নারী দেখতে পায়। সেরূপ নারী দেখে তার চিত্ত কামনায় অভিভূত হয়। এই কামনা নিপীড়িত চিত্তে সে মৃত্যুবরণ করে বা মৃত্যুসম দুঃখ পায়। শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহীজীবনে ফিরে গেলে আর্য-বিনয়ে এটাকে মৃত্যু বলা হয়। আর কোনো সংক্লিষ্ট আপত্তিগ্রস্ত হলে তাকে মৃত্যুসম দুঃখ বলা হয়। যেরূপ আপত্তি হতে মুক্তির জন্য প্রজ্ঞাপিত হয় (বা সুযোগ থাকে)। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'কায়-বাক্য-মনে রক্ষিত ও ভাবনাযুক্ত সংযতেন্দ্রিয় হয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে বা নিগমে প্রবেশ করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" দশম সূত্র।

১১. শৃগাল সূত্র

২৩৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা রাত্রির খুব ভোরে জরাজীর্ণ শৃঘালের ডাক শুনেছ কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে, শুনেছি।'

"ভিক্ষুগণ, এই জরাজীর্ণ শৃগাল উৎকর্ণক নামক রোগে আক্রান্ত। সে শৃগাল (রোগজ্বালা নিরসন মানসে) যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়, যথায় ইচ্ছা তথায় দাঁড়িয়ে থাকে, যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে বসে পড়ে এবং যেথায় ইচ্ছা সেথায় গিয়ে শয়ন করে এতটুকু শীতল বাতাস সেবনের আশায়। ভিক্ষুগণ, ঠিক তেমনি এই জগতেও সেই শৃগালের মতো কোনো কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায় যে নিজকে (লাভের জন্য) শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বলে পরিচয় দেয়। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'আমরা অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থান করবো।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" একাদশ সূত্র।

১২. দ্বিতীয় শৃগাল সূত্র

২২৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন... 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা রাত্রির খুব ভোরে জরাজীর্ণ শৃঘালের ডাক শুনেছ কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে, শুনেছি।'

"ভিক্ষুগণ, সেই জরাজীর্ণ শৃগালেরও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। কিন্তু এই জগতে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ বলে পরিচয় প্রদানকারী কোনো কোনো জনের

কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কিছুই নেই। ভিক্ষুগণ, তজ্জন্য তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য—'আমরা কৃতজ্ঞ হবো; সামান্য উপকারও ভুলে যাবো না।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।" দ্বাদশ সূত্র।

উপমেয়-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

কূট, নখশিখা, কুল, পাত্র, শেল ও ধনুগ্রহ সূত্র,
কীলক, কাষ্ঠখণ্ড, নাগ, বিড়াল আর দুই শৃগাল উক্ত।

১০. ভিক্ষু-সংযুক্ত

১. কোলিত সূত্র

২৩৫. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষু বন্ধুগণ' বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণও 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন এরূপ বললেন, "বন্ধুগণ, এখানে নির্জনে একাকী বসে আমার মনে এই চিত্ত পরিবিতর্ক (চিন্তা) উৎপন্ন হয়েছে—'আর্য তুষ্ণীম্ভাব, আর্য তুষ্ণীম্ভাব' বলা হয়। সেই আর্য তুষ্ণীভাব কী রকম?' বন্ধুগণ, তখন আমার এরূপ মনে হলো—'এখানে ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম প্রসন্নতা ও চিত্তের স্থিরতা অবস্থায় বিতর্কহীন, বিচারহীন সমাধিজাত প্রীতিসুখ-বিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। এটিকেই বলা হয় আর্য তুষ্ণীভাব।' বন্ধুগণ, আমি বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম প্রসন্নতা ও চিত্তের স্থিরতা অবস্থায় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজাত প্রীতিসুখ-বিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে বাস করি। এ সময় আমার বিতর্কসহগত সংজ্ঞা ও মনস্কার প্রভাবিত হতে থাকে।"

"বন্ধুগণ, তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে (তথায়) উপস্থিত হয়ে আমাকে এরূপ বললেন, 'হে মৌদ্গাল্লায়ন, হে ব্রাহ্মণ, আর্য তুষ্ণীম্ভাবে প্রমাদ করো না, আর্য তুষ্ণীম্ভাবে চিত্তকে স্থির করো, একাগ্র করো ও সন্নিকৃষ্ট (কেন্দ্রীভূত) করো।' বন্ধুগণ, এরপর আমি বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম প্রসন্নতা ও চিত্তের স্থিরতা অবস্থায় বিতর্ক-বিচারহীন সমাধিজাত প্রীতিসুখ-বিমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করি। বন্ধুগণ, যাকে সম্যকভাবে বলতে গেলে বলা যায়—'শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রাবক', তা সম্যকভাবে আমাকেই—'শাস্তার অনুগৃহীত মহাভিজ্ঞপ্রাপ্ত শ্রাবক' বলে বলা যেতে পারে।" প্রথম সূত্র।

২. উপতিষ্য সূত্র

২৩৬. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুদেরকে 'হে ভিক্ষু বন্ধুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সেই ভিক্ষুগণও আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। এবার আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন :

"বন্ধুগণ, এখানে নির্জনে একাকী বসে আমার মনে এই চিত্ত পরিবিতর্ক (চিন্তা) উৎপন্ন হয়েছে—'জগতে এমন কিছু আছে কী যার বিপরিণামে, অন্যথাভাব প্রাপ্তিতে শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ উৎপন্ন হতে পারে?' বন্ধুগণ, তখনি আমার এরূপ মনে হলো—'জগতে এমন কিছু নেই যার বিপরিণামে, অন্যথভাব প্রাপ্তিতে শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ, উৎপন্ন হতে পারে।'"

সারিপুত্র এরূপ বললে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে জিজ্ঞেস করে বললেন, "বন্ধু সারিপুত্র, শাস্তার বিপরিণামে, অন্যথাভাব প্রাপ্তিতেও কী আপনার শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ, উৎপন্ন হবে না?' 'বন্ধু আনন্দ, শাস্তার বিপরিণামে, অন্যথাভাব প্রাপ্তিতেও আমার শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ উৎপন্ন হবে না। তবে আমার মনে হবে—'মহানুভাবাসম্পন্ন, মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাশক্তির আধার শাস্তা অন্তর্হিত হলেন। যদি ভগবান দীর্ঘকাল থাকতেন, তাহলে সেটা হতো বহুজনের হিতের কারণ, বহুজনের সুখের কারণ, লোকানুকম্পার কারণ এবং দেব-মনুষ্যের অর্থ, হিত ও সুখের কারণ।' (এটি শুনে আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন) আয়ুষ্মান সারিপুত্রের তো দীর্ঘকাল অহংকার, মমকার, মানানুশয়, সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই আয়ুষ্মান সারিপুত্রের শাস্তার বিপরিণামে, অন্যথাভাব প্রাপ্তিতেও শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য, হা-হুতাশ উৎপন্ন হতে পারে না।" দ্বিতীয় সূত্র।

৩. ঘট সূত্র

২৩৭. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলকন্দনিবাপে এক বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর (একদিন) সন্ধ্যায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের কাছে গেলেন। গিয়ে মহামৌদ্গাল্লায়নের সাথে সন্তোষজনক কুশল আলাপ করলেন এবং আলাপ শেষে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নকে এরূপ বললেন :

'বন্ধু মৌদ্গাল্লায়ন, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্লায়ন নিশ্চয়ই আজ শান্ত ধ্যানবিহারে নিমগ্ন ছিলেন।' 'হ্যাঁ বন্ধু, আজ আমি প্রশস্ত (ওলারিক) ধ্যানবিহারে ছিলাম, তবে তবুও ধর্মালাপ হয়েছিল।' 'আয়ুষ্মান মৌদগল্যায়নের কার সঙ্গে ধর্মালাপ

হয়েছিল?' 'বন্ধু, ভগবানের সাথে আমার ধর্মালাপ হয়েছিল।' 'বন্ধু, ভগবান তো এখান হতে দূরে, শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর দানকৃত জেতবন বিহারে অবস্থান করেছেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন কী ঋদ্ধি দ্বারা ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়েছেন নাকি ভগবান ঋদ্ধি দ্বারা মহামৌদ্গাল্লায়নের কাছে উপস্থিত হয়েছেন?' 'বন্ধু, ভগবানও ঋদ্ধি দ্বারা উপস্থিত হননি আর আমিও ঋদ্ধি দ্বারা ভগবানের কাছে উপস্থিত হইনি। আমার দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, যতদূর বিশুদ্ধ, ভগবানেরও ততদূর। ভগবানের দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, যতদূর বিশুদ্ধ, আমারও ততদূর।' 'ভগবানের সাথে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের কিরূপ ধর্মালাপ হয়েছিল?'

"বন্ধু, আমি ভগবানকে এরূপ বলেছিলাম—'ভন্তে 'আরব্ধবীর্য, আরব্ধবীর্য' বলা হয়। কী প্রকারে আরব্ধবীর্য হয়?' এরূপ বললে ভগবান আমাকে বললেন, 'মৌদ্গাল্লায়ন, এখানে ভিক্ষু আরব্ধবীর্য হয়ে সংকল্প করে—'ত্বক, স্নায়ু, অবশিষ্ট থাকুক, রক্ত-মাংস শুকিয়ে যাক, পুরুষোচিত সাহস, পুরুষোচিত উদ্যম, পুরুষোচিত পরাক্রমে যা পাওয়া উচিত (নির্বাণ) তা প্রাপ্ত না হয়ে উদ্যম নিরস্ত হবে না। মৌদ্গাল্লায়ন, এরূপেই আরব্ধবীর্য হয়।' বন্ধু সারিপুত্র, ভগবানের সাথে আমার এরূপই ধর্মালাপ হয়েছিল।"

সারিপুত্র—'বন্ধু, যেমন ক্ষুদ্র পাথরকুচি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর পর্বতরাজ হিমালয়ের সঙ্গে উপমেয় মাত্র (উপমা দেয়া যায় মাত্র, তবে কিছুতেই সমতুল্য নহে), তেমনি আমারও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়নের সঙ্গে উপমেয় মাত্র। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্লায়ন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহানুভাবাসম্পন্ন এবং ইচ্ছা করলে কল্পকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন।'

মৌদ্গাল্লায়ন—'বন্ধু, মহালবণ ঘটের সঙ্গে ক্ষুদ্র লবণকণা যেমন উপমেয় মাত্র। তেমনি আমরাও আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সঙ্গে উপমেয় মাত্র। আয়ুষ্মান সারিপুত্র তো ভগবান কর্তৃক অনেক পর্যায়ে গুণ-কীর্তিত, স্তুত ও প্রশংসিত—

'প্রজ্ঞায়, শীলে, উপশমে সারিপুত্র শ্রেষ্ঠ, যে ভিক্ষু নির্বাণপারগত সেও এর অনুগামী।'

এভাবে এই দুই মহাপুরুষ (মহানাগ) পরস্পরের সুভাষিত সুবচন অনুমোদন করলেন। তৃতীয় সূত্র।

৪. নব সূত্র

২৩৮. ভগবান তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। সে-সময় কোনো

এক নবীন ভিক্ষু আহারের পর অপরাহ্নে বিহারে প্রবেশ করে হতোদ্যম ও নিরুৎসুক হয়ে নীরবে থাকতেন। চীবর সেলাই করার সময় ভিক্ষুদের সহায়তা করতেন না। তখন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট গিয়ে শ্রদ্ধাভিবাদন করে একপার্শ্বে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে বললেন, 'ভন্তে, এখানে জনৈক নবীন ভিক্ষু আহারের পর অপরাহ্নে বিহারে প্রবেশ করে হতোদ্যম ও নিরুৎসুক হয়ে নীরবে থাকেন। চীবর সেলাই করার সময়েও ভিক্ষুদের সহায়তা করেন না।'

তখন ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করলেন, 'ওহে ভিক্ষু, তুমি আমার কথায় সে ভিক্ষুকে বলো যে 'শাস্তা তাকে ডাকছেন।' 'হ্যাঁ ভগবান' বলে ভিক্ষুটি ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বন্ধু, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন।' 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে সে ভিক্ষুকে সম্মতি জানিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি সত্যিই কি আহারের পর অপরাহ্নে বিহারে প্রবেশ করে হতোদ্যম ও নিরুৎসুক হয়ে নীরবে থাক, চীবর সেলাই করার সময়ও ভিক্ষুদের সহায়তা কর না?' 'হ্যাঁ ভন্তে; তবে আমি তো নিজের কাজই করে থাকি।'

অনন্তর ভগবান স্বীয় চিত্ত দিয়ে সে ভিক্ষুর চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর নিন্দা করো না। এই ভিক্ষু চতুর্থ ধ্যানের, অভিচৈতসিকের (আত্মজ্ঞান নির্ভরকারী চেতনা), দৃষ্টধর্ম-সুখবিহারের অনায়াসলাভী, কৃত্যলাভী ও যথেচ্ছালাভী। যেজন্য কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে, অধিগত হয়ে অবস্থান করছে।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'শিথিল পরাক্রমে, অল্পশক্তিতে নির্বাণ অধিগত করা যায় না এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। এই নবীন ভিক্ষু উত্তম পুরুষ, মারকে সসৈন্য পরাভূত করে অন্তিম দেহ ধারণ করেছে।' চতুর্থ সূত্র।

৫. সুজাত সূত্র

২৩৯. সে-সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন (কোনো

একদিন) আয়ুষ্মান সুজাত ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার সময় ভগবান আয়ুষ্মান সুজাতকে দূর থেকে আসতে দেখলেন। দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, এই কুলপুত্রের উভয়ই শোভা পাচ্ছে—যেহেতু সে সুদর্শন, মনোহর, লাবণ্যময়, অনুপম, সৌন্দর্যের অধিকারী আর অন্যদিকে কুলপুত্র যা লাভের জন্য আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে, অধিগত হয়ে অবস্থান করছে।' ভগবান এরূপ বললেন...

'এই ভিক্ষু একান্তই ঋজুভূত চিত্তে শোভা পাচ্ছে, মারকে সসৈন্যে পরাজিত করে বিপ্রযুক্ত, বিসংযুক্ত, উপাদানহীন নিবৃত হয়ে অন্তিম দেহধারণ করেছে।' পঞ্চম সূত্র।

৬. লকুণ্ডক ভদ্রিয় সূত্র

২৪০. সে-সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর (কোনো একদিন) আয়ুষ্মান লকুণ্ডক ভদ্রিয় ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার সময় ভগবান আয়ুষ্মান লকুণ্ডক ভদ্রিয়কে দূর থেকে আসতে দেখলেন। দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ওই উপহাস ভাজন দুর্বর্ণ, দুর্দশ, খর্বকায় ভিক্ষুকে আসতে দেখতে পাচ্ছো কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে, দেখতে পাচ্ছি।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহানুভাবাপন্ন, এমন কোনো ধ্যান-সমাপত্তি নেই যা সে আয়ত্ত করেনি। আর যা লাভের জন্য কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে, অধিগত হয়ে অবস্থান করছে।' ভগবান এরূপ বললেন...

'হংস, বক, ময়ূর, হস্তি, মৃগ সবাই সিংহকে ভয় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কায় দিয়ে কারোর তুলনা করা যায় না (শরীর দিয়ে মহত্ত্বের পরিচয় মিলে না)। তেমনি মানুষের মধ্যে শরীর ক্ষুদ্র হলেও যিনি প্রজ্ঞাবান তিনিই মহৎ; মূর্খ ব্যক্তি শরীর দিয়ে মহৎ হতে পারে না।' ষষ্ঠ সূত্র।

৭. বিশাখ সূত্র

২৪১. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে আয়ুষ্মান পঞ্চালপুত্র বিশাখ ধর্মশালায় (উপস্থানশালায়) ভিক্ষুদেরকে মধুর বচনে অর্থব্যঞ্জক, জ্ঞানপূর্ণ, চারি আর্যসত্য-বিষয়ক ধর্মকথায় প্রণোদিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত (বা

প্ররোচিত) ও হৃষ্ট করছিলেন।

অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হতে ওঠে ধর্মশালায় গমন করে (বুদ্ধের জন্য) প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিক্ষুগণ, কে এই ধর্মশালায় ভিক্ষুদেরকে মধুর বচনে অর্থব্যঞ্জক, জ্ঞানপূর্ণ, চারি আর্যসত্য-বিষয়ক ধর্মকথায় প্রণোদিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত (বা প্ররোচিত) ও হৃষ্ট করছিল?' 'ভন্তে, আয়ুষ্মান পঞ্চালপুত্র বিশাখ ধর্মশালায় মধুর বচনে অর্থব্যঞ্জক, জ্ঞানপূর্ণ, চারি আর্যসত্য বিষয়ক ধর্মকথায় প্রণোদিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত (বা প্ররোচিত) ও হৃষ্ট করছিলেন।'

তখন ভগবান আয়ুষ্মান পঞ্চালপুত্র বিশাখকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'উত্তম, উত্তম বিশাখ, উত্তম। তুমি ভিক্ষুদেরকে মধুর বচনে অর্থব্যঞ্জক, জ্ঞানপূর্ণ, চারি আর্যসত্য-বিষয়ক ধর্মকথায় প্রণোদিত, উদ্দীপিত, সমুত্তেজিত (বা প্ররোচিত) ও হৃষ্ট করছিলে।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'নির্বোধদের সঙ্গে একত্রিত পণ্ডিতকে (তাঁর) ভাষণ ছাড়া জানা যায় না, অমৃতপদ ব্যাখ্যা করে ভাষণ করলেই তাঁকে জানা যায়। ধর্ম ব্যাখ্যা (বা ভাষণ) করবে, ধর্মের পতাকা ধারণ করবে। ঋষিগণ সুভাষিত ধ্বজা, ধর্মই ঋষিদের ধ্বজা।' সপ্তম সূত্র।

৮. নন্দ সূত্র

২৪২. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবানের মাসতুতো ভাই আয়ুষ্মান নন্দ সুমার্জিতভাবে (চতুর্দিকে টান টান করে ঝুলিয়ে দিয়ে) চীবর পরিধান করে, চক্ষুদ্বয় তৈলাভিষিক্ত করে, মসৃণ পাত্র হস্তে ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান নন্দকে ভগবান এরূপ বললেন, 'হে নন্দ, তোমার মতোন শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে সুমার্জিতভাবে চীবর পরিধান করা, চক্ষুদ্বয় তৈলাভিষিক্ত করা ও মসৃণ পাত্র ধারণ করা সঙ্গত নয়। নন্দ, তোমার মতোন শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে এটাই সঙ্গত—যদি তুমি অরণ্যবাসী হও, ভিক্ষাজীবী হও, পাংশুকুলধারী হও এবং কামে অনাকাঙ্ক্ষী বা নিষ্কাম হয়ে অবস্থান কর।'

ভগবান এরূপ বললেন...

'কখন আমি নন্দকে অরণ্যবাসী, পাংশুকুলিক, অজ্ঞাত ভিক্ষা সংগ্রহে জীবন-যাপনকারী ও নিষ্কাম হয়ে অবস্থান করতে দেখবো।'

অতঃপর পরবর্তী সময়ে আয়ুষ্মান নন্দ অরণ্যবাসী, ভিক্ষাজীবি, পাংশুকুলিক ও কামে নিরপেক্ষী হয়ে অবস্থান করতে থাকলেন। অষ্টম সূত্র।

৯. তিষ্য সূত্র

২৪৩. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবানের পিসতুতো ভাই আয়ুষ্মান তিষ্য ভগবানের কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে দুঃখী, দুর্মনা হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একপার্শ্বে বসলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান তিষ্যকে এরূপ বললেন, 'হে তিষ্য, তুমি দুঃখী, দুর্মনা হয়ে চোখের জল ফেলে ফেলে একপার্শ্বে বসে রয়েছ কেন?' 'ভন্তে, ভিক্ষুরা চারিদিক থেকে আমাকে বাক্যবাণে জ্বালাতন (জর্জরিত) করছে।'

"হে তিষ্য, তুমি ততটুকু বক্তা (অর্থাৎ তুমি ততখানি মুখে যা আসে তা বলে থাক), কিন্তু অপরের বাক্য সহ্য করতে পার না। তিষ্য, তোমার মতোন শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে এটা সঙ্গত নয় যে, তুমি বক্তা অথচ পরের বাক্য সহ্য কর না। তোমার মতো শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে এটি সঙ্গত—'তুমি বক্তা এবং বাক্য সহনশীল হবে।'"

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'হে তিষ্য, তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও? তোমার ক্রোধহীন হওয়া উচিত, ক্রোধ, মান, মাৎসর্য বিনোদনের জন্যই তো ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।' নবম সূত্র।

১০. থের নামক সূত্র

২৪৪. আমি এরূপ শুনেছি—একসময় ভগবান রাজগৃহস্থ বেণুবনে কলকন্দনিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়ে থের নামক জনৈক ভিক্ষু ছিলেন একাবিহারী ও একা বিহারীর প্রশংসাকারী। তিনি একাকী ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন, একাকী প্রত্যাবর্তন করেন, একাকী নির্জনে অবস্থান করেন, একাকী চঙ্ক্রমণ করেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে

এরূপ বললেন, 'ভন্তে, এখানে স্থবির নামক জনৈক ভিক্ষু একাবিহারী ও একাবিহারীর প্রশংসাকারী।'

অতঃপর ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষু, তুমি আমার কথায় (জনৈক) স্থবির ভিক্ষুকে বলো যে, 'বন্ধু স্থবির, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন।' 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুটি ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে আয়ুষ্মান স্থবির ভিক্ষুর কাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে এরূপ বললেন, 'বন্ধু স্থবির, শাস্তা আপনাকে ডাকছেন।' 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে আয়ুষ্মান স্থবির সেই ভিক্ষুকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগবানের সকাছে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানিয়ে একপার্শ্বে বসে পড়লেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান স্থবিরকে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'হে স্থবির, তুমি কি সত্যিই একাবিহারী ও একাবিহারীর প্রশংসাকারী?' 'হ্যাঁ ভন্তে'। 'স্থবির, তুমি কিরূপ একাবিহারী ও একাবিহারীর প্রশংসাকারী?' 'ভন্তে, এখানে আমি ভিক্ষান্নের জন্য একাকী গ্রামে প্রবেশ করি, একাকী প্রত্যাবর্তন করি, একাকী নির্জনে অবস্থান করি এবং একাকী চঙ্ক্রমণ করি। ভন্তে, আমি এরূপ একাবিহারী, একাবিহারীর প্রশংসাকারী।'

'হে স্থবির ভিক্ষু, একাবস্থান আছে, আমি নাই বলি না। তবে একাবস্থান সবিশেষ বর্ণনা যেভাবে পূর্ণ হয়, তা শোন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করো, আমি ভাষণ করব।' 'হ্যাঁ ভন্তে'...। 'হে স্থবির, কিভাবে একাবস্থান সবিশেষ বর্ণনা পূর্ণ হয়? এখানে যা অতীত, তা প্রহীন (অর্থাৎ অতীত জন্মের প্রতি অনুরাগ বিগত), যা অনাগত, তা বিসর্জিত (অর্থাৎ অনাগত জন্মের প্রতি আসক্তি অনুৎপাদন) এবং বর্তমান জন্মের প্রতি অনুরাগ উত্তমরূপে বিনোদিত। এভাবে একাবস্থান সবিস্তারে পূর্ণ হয়।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'সর্বজয়ী, সর্বজ্ঞ সুমেধ সর্বধর্মে নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত ব্যক্তিকে আমি একা বিহারী বলে থাকি।' দশম সূত্র।

১১. মহাকপ্পিন সূত্র

২৪৫. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানের সকাছে উপস্থিত হবার সময় ভগবান আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে দূর থেকে আসতে দেখলেন। দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা ওই নিষ্কলুষ, উন্নতনাসা ভিক্ষুকে আসতে

দেখতো পাচ্ছো কি?' 'হ্যাঁ ভন্তে, দেখতে পাচ্ছি।' 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু মহাঋদ্ধিবান, মহানুভাবাসম্পন্ন, এমন কোনো ধ্যান সমাপত্তি নেই, যা সে প্রাপ্ত হয়নি। আর যা লাভের জন্য কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে, অধিগত হয়ে অবস্থান করছে।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'যারা গোত্রের দ্বারা পরিচয় দেয়, সে জনগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন (বিদ্যা এবং আচরণগুণ দ্বারা ভূষিত তথাগত) দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সূর্য দিনের বেলায় কিরণ বিতরণ করে, চন্দ্র রাত্রিতে আভান্বিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শোভিত হয়। ব্রাহ্মণ ধ্যানমগ্ন হয়ে দীপ্তিমান হয়। কিন্তু বুদ্ধ রহোরাত্র আপন তেজে দীপ্তিমান থাকেন।' একাদশ সূত্র।

১২. বন্ধু সূত্র

২৪৬. ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের আদেশ পালনকারী (বা একসঙ্গে অবস্থানকারী) দুই বন্ধু ভিক্ষু ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার সময় ভগবান সেই ভিক্ষুদ্বয়কে দূর থেকে আসতে দেখলেন। দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকপ্পিনের আদেশ পালনকারী ওই ভিক্ষু বন্ধুদ্বয়কে আসতে দেখছ?' 'হ্যাঁ ভন্তে, দেখছি।' 'এরা উভয়ে মহাঋদ্ধিবান, মহানুভাবাসম্পন্ন, এমন কোনো ধ্যান সমাপত্তি নেই, যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর যা লাভের জন্য কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজিত হয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যবসান ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করে, অধিগত হয়ে অবস্থান করছে।'

ভগবান এরূপ বললেন। এটি বলার পর অতঃপর সুগত শাস্তা আবার গাথায় এরূপ বললেন :

'এই ভিক্ষু বন্ধুদ্বয় একান্তই দীর্ঘকাল (জন্ম-জন্মান্তর ধরে) ঐক্যমত্যে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধপ্রবর্তিত সদ্ধর্ম তাদের মনোপুত। তারা আর্যধর্মে কপ্পিন কর্তৃক সুবিনীত হয়ে মারকে সসৈন্য পরাজিত করে অন্তিম দেহধারণ করেছে।' দ্বাদশ সূত্র।

ভিক্ষু-সংযুক্ত সমাপ্ত।

স্মারক-গাথা :

কোলিত, উপতিষ্য আর ঘট বর্ণিত,
নব, সুজাত, ভদ্রিয়, বিশাখ, নন্দ, তিষ্য;
স্থবির নামক, কপ্পিন আর বন্ধুতে দ্বাদশ।

নিদান বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত।

সংযুক্তগুলোর **স্মারক-গাথা :**

নিদান, অভিসময়, ধাতু, অমৃতমার্গ, কাশ্যপ-সংযুক্ত,
লাভ-সৎকার, রাহুল, লক্ষণ, উপমেয় ও ভিক্ষু-সংযুক্ত।

এসব সংযুক্তকে দিয়ে দ্বিতীয় (খণ্ড) বলা হয়।

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড) সমাপ্ত।

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়
(তৃতীয় খণ্ড)

স্কন্ধ বর্গ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু,
আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু ও রাহুল ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত

প্রথম প্রকাশকাল :

পরম পূজ্য বনভন্তের ৯১তম শুভ জন্মদিন
২৫৫২ বুদ্ধাব্দের বা বুদ্ধবর্ষের
৮ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ,
২৫ পৌষ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

অনুবাদকবৃন্দ :

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু,
আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক ভিক্ষু ও রাহুল ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশনায় : কর্ত্তালা-বেলখাইন ও ঢাকাবাসী

কম্পিউটার কম্পোজ : ভদন্ত রত্নাংকুর ভিক্ষু

উৎসর্গ

বাংলাদেশ-ভারত
এই উপমহাদেশের বর্তমান সময়ে
বুদ্ধশাসনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ভিক্ষুকুল
গৌরবরবি, বুদ্ধপুত্র, মহান শ্রাবকবুদ্ধ, দুঃখমুক্তির
পথপ্রদর্শক, মদীয় পরম কল্যাণমিত্র, পারমার্থিক গুরুদেব
সর্বজনপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
মহোদয়ের ৯১তম শুভ জন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে
এবং
বহু পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক,
লেখক, পণ্ডিতপ্রবর, সুদেশক, আমাদের
পালি শিক্ষাদাতা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের
দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গিত হলো।

অনুবাদকবৃন্দ

প্রকাশকের উৎসর্গ

বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্ব বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গৌরববরি, বুদ্ধশাসন
রক্ষাকারী, সদ্ধর্মের পুনঃ জাগরণের অগ্রদূত, গ্রন্থপ্রণেতা,
সুলেখক, নির্বাণপথের প্রদর্শক, দেব-মনুষ্য পূজ্য
শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের
ও
ঐতিহ্যবাহী কর্ত্তালা সার্বজনীন লক্ষী বিহারের প্রয়াত অধ্যক্ষ
মহামান্য ২১তম সংঘনায়ক, রাজগুরু পরম পূজ্যস্পদ
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো
মহোদয়ের
এবং
সেকালের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক
ভিক্ষুকূল গৌরব রবি, পালিভাষাভিজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য,
বুদ্ধশাসন হিতৈষী ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা প্রয়াত পরম
পূজ্য বংশদীপ মহাথেরো মহোদয়ের শ্রীচরণে
সূত্রপিটকের অন্তর্গত সংযুক্তনিকায়
(৩য় খণ্ড) নামক মহান গ্রন্থটি
আমাদের নির্বাণ লাভের
নিমিত্তে উৎসর্গিত
হলো।

বিনীত
কর্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী
ও
ঢাকাপ্রবাসীবৃন্দ

সূ চি প ত্র

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায় (তৃতীয় খণ্ড)

স্কন্ধ বর্গ

সংযুক্তনিকায় ৩য় খণ্ড পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশের প্রেক্ষাপট

সংযুক্তনিকায়-৩য় খণ্ড গ্রন্থটি প্রথম বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল আজ হতে বেশ কয়েক বছর আগে—২০১০ সালের ৮ জানুয়ারিতে। তবে সে-সময় উক্ত গ্রন্থের একটি স্কন্ধ বা অধ্যায় বাদ রেখেছিলাম। তার কারণ, আমাদের অনুবাদক কাজের বছর দুয়ের আগে প্রকাশ দেওয়ান উক্ত স্কন্ধটি ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করেছিল। একজনের করা কাজ পুনঃ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা একটি সংযুক্ত বাদ রেখে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলাম।

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর এই প্রথম বাংলায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কাজ বাস্তবায়ন করতে 'সংযুক্তনিকায়-৩য় খণ্ড' গ্রন্থটির বাদ রাখা সংযুক্তটি অনুবাদ করা অনিবার্য হয়ে পড়ল। পূর্বের অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে এখন মাত্র দুজন লেখালেখিতে নিয়োজিত রয়েছি। তন্মধ্যে আমি 'চূলবর্গ' গ্রন্থের অনুবাদ কাজে মহাব্যস্ত। তাই সে-সময় বাদ রাখা সংযুক্তটি অনুবাদ করার দায়িত্ব বর্তালো তরুণ, উদীয়মান অনুবাদক আয়ুষ্মান রাহুল ভিক্ষুর ওপর। সে নিষ্ঠার সাথে অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলো, আর আমাদের অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলো। তাকে অসংখ্য সাধুবাদ, ধন্যবাদ।

'সংযুক্ত-নিকায়-৩য় খণ্ড' গ্রন্থে ১৩টি সংযুক্ত রয়েছে, সেগুলো হলো—স্কন্ধ-সংযুক্ত, রাধ-সংযুক্ত, দৃষ্টি-সংযুক্ত, আগত-সংযুক্ত, উৎপত্তি-সংযুক্ত, ক্লেশ-সংযুক্ত, সারিপুত্র-সংযুক্ত, নাগ-সংযুক্ত, সুপর্ণ-সংযুক্ত, গন্ধর্বকায়-সংযুক্ত, বলাহক-সংযুক্ত, বচ্ছগোত্র-সংযুক্ত ও ধ্যান-সংযুক্ত। স্কন্ধ-সংযুক্তটি যোগ করার মাধ্যমে 'সংযুক্তনিকায় ৩য় খণ্ড' গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা পেল। আর হ্যাঁ, এই সংস্করণে পূর্বে প্রকাশিত বইটির সাধু ভাষা চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। এই প্রকাশের কাজে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ইতি
অনুবাদকবৃন্দের পক্ষ হতে
ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

ভূমিকা

সুমহান বুদ্ধবাণীর ধারক পবিত্র ত্রিপিটকের সূত্রপিটকভুক্ত সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের বাংলা অনুবাদ সংযুক্তনিকায় ৩য় খণ্ডরূপে এবার প্রকাশিত হলো সর্বজনপূজ্য বনভন্তের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত অনুবাদক শিষ্যসংঘের উদ্যোগে। পুজ্য বনভন্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ৫০/৬০ জন দক্ষ অনুবাদকের যৌথ উদ্যোগে বিশুদ্ধ পরিশীলিত অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অবশিষ্ট ত্রিপিটক গ্রন্থগুলো বাংলায় অনূদিত হোক। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সেই সদিচ্ছার বাস্তবায়নের শুভ যাত্রা মনে হয় এই প্রথম শুরু হলো আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির, সুমন স্থবির, আদিকল্যাণ ভিক্ষু এবং সীবক শ্রামণ—এই চারজনের যৌথ অনুবাদ উদ্যোগের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে আমার নিকটে পালিভাষা শিক্ষাকারী আরও অর্ধডজন মতো ভিক্ষু অনুবাদকর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন নিজের একক কৃতিত্বের পরিচয় দানের অভিলাষে। এতে করে অবসাদগ্রস্ত হয়ে কেউ কেউ ইতিমধ্যে এই দুরূহ অনুবাদ কার্য হতে সরে দাঁড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই সত্য হলো—**“সংসারে যে একা, তার শক্তি যত বিশালই হোক, তা অতি ক্ষুদ্র। যাদের ঐক্য নাই, তারা অতি তুচ্ছ।”** একক প্রচেষ্টার পরিণতি এমনই হয়। ব্যক্তি যতই শক্তিমান হোক, তার ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হোক; তা একান্তই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তির মৃত্যুতে অথবা চিত্তভাব পরিবর্তনে সেই শক্তি ও সদিচ্ছার অবসান হতে বাধ্য। তাই যৌথ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই উত্তম, শ্রেষ্ঠ, মহনীয়। সংঘবদ্ধ অভিযাত্রা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাদের উদ্যোগও নিশ্চিত সাফল্যের রাজ্যে পৌঁছে যায় অনায়াসে; যদি উদ্যম পরাক্রম সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অটুট থাকে। মহান তথাগত বুদ্ধ সে-কারণেই সংঘশক্তির মহনীয়তা এ বলেই ঘোষণা করেছেন :

পঠবী সাগরো মেরু খযং যন্তি যুগে যুগে;
কপ্পানি সতসহস্সানি সঙ্ঘে দিন্নং ন নস্সতি।

আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমন, আদিকল্যাণ এবং সীবকের এই যৌথ অনুবাদ উদ্যোগ এদেশের মাটিতে এই প্রথম বলতে হবে। কারণ ইতিপূর্বে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং ভদন্ত অনোমদর্শী ভিক্ষুর যৌথ উদ্যোগে পিটকীয় গ্রন্থ **ধম্মপদ**-এর গল্প সংক্ষেপসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল

কোলকাতা হতে; বাংলাদেশের মধ্যে নয়। আর তাঁদের সেই উদ্যোগটি এই একটি প্রকাশনার পরে আর দেখা যায়নি ভিক্ষু অনোমদর্শী মহোদয়ের পশ্চাদ্গামনের কারণে। আমরা আশা করবো আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্তদের এই মহতী যৌথ উদ্যোগ ক্রমে যেন পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়, অনুবাদকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাংঘিক সাধনায় উন্নীত হয়ে। এতে করে তারা অনুবাদের প্রতিটি শব্দ দ্বারা বুদ্ধকে এবং বনভন্তেকে অকৃত্রিম পূজাদানে সক্ষম হবে। সেই আমিও তখন ভাবতে পারবো আমার দ্বারা তাদেরকে পালিভাষা শিক্ষাদানটা সার্থক হলো। আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে পুণ্যদান করে প্রার্থনা করি আমাদের আশা-প্রত্যাশা তাদের দ্বারা যেন পূর্ণ হয়।

পালিভাষা আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন একটি ভাষা। এটি ভারতবর্ষের মগধ অঞ্চলের লোকমুখে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাসমূহের অন্যতম হলেও প্রায় হাজার বছর ধরে শুধু পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় অনুবাদকালে প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া মাঝে মাঝে দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ পালিভাষার ইংরেজি, বাংলা অভিধানগুলো এ যাবৎ যা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের শব্দসম্ভার ততো সমৃদ্ধ নয়। আর এ কারণেই প্রয়োজন পালি ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদকালে পালিভাষা, ইংরেজি ভাষা এবং বাংলা ভাষা; এই তিন ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন একটি অনুবাদক দল। সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের বর্তমান অনুবাদক চতুষ্টয়ের এই যৌথ শুভ যাত্রা একসময়ে সেই অভাব পূরণে সক্ষম হবে খুব সম্ভব অচিরেই।

এবারে আসা যাক বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায়। সংযুক্তনিকায়ভুক্ত খন্ধবগ্গোটির শুরু হয়েছে 'রাধ-সংযুক্ত' নামক বিষয়টি দিয়ে। এই সংযুক্তে বুদ্ধ মার, ভবতৃষ্ণা, সত্ত্ব, পরিজ্ঞেয়, শ্রামণ, স্রোতাপন্ন, অর্হত্ত্ব, ছন্দরাগ, অনিত্য এই শিরোনামে নয়টি সূত্র দেশনা করেছেন আয়ুষ্মান রাধ স্থবিরকে। এ সকল সূত্রে লোভ-দ্বেষ-মোহ এই তিনটি দুঃখের উৎস ধ্বংস করে কীভাবে মার্গফল তথা নির্বাণ অধিগত করা যায়, সে-সকল উপায় প্রদর্শন করেছেন। যেমন, তিনি মার সূত্রে রাধকে এই বলে উপদেশ দিলেন :

"হে রাধ, তুমি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানকে মার বলে, মৃত্যু বলে, গণ্ড বলে, শল্য বলে, দুঃখ বলে এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলে দর্শন কর। যারা এভাবে দর্শন করে, তাদের দর্শন হয় যথার্থ দর্শন (সম্মদস্সন)।"

এখানে চক্ষু দ্বারা রূপ তথা যে-সকল বস্তু দর্শন করা হয়, সে-সকল বস্তুকে 'আমি' দেখছি, এমন একটি মিথ্যা ধারণাপ্রসূত দাবি করার সাথে

সাথে প্রাণীর মনে অতিসূক্ষ্মভাবে তিনটি বেদনা তথা অনুভূতির যেকোনো একটি উৎপন্ন হয়। দর্শনকারী প্রাণী দৃশ্যমান বস্তুটির প্রতি হয়তো বা আকর্ষণ অনুভব করবে; নতুবা বিরক্তিভাব অনুভব করবে; অথবা কোনো প্রকার মনোযোগ না দিয়ে উপেক্ষা অনুভূতির মাধ্যমে দেখাটা সম্পন্ন করবে। সাধারণ মানুষ ঠিক এভাবেই তার চক্ষু দ্বারা বস্তু, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, দেহের চর্ম দ্বারা স্পর্শ এবং মন দ্বারা চিন্তা-কল্পনাগুলোতে আসক্তি, বিরক্তি এবং উপেক্ষা এই তিনটি অনুভূতির যেকোনো একটির দ্বারা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। ষড়-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্ব স্ব বিষয়ে এভাবে যেই সম্পর্ক হয়, তাতে আসব নামক চারটি দুঃখের বীজ জীবনে বপিত হয়। অবিদ্যাসব, দৃষ্টি আসব, কামাসব এবং ভবাসব—এই চার দুঃখের বীজ মানুষসহ সমস্ত প্রাণীকে বর্তমান জীবনে লোভ-দ্বেষ-মোহ—এই তিনটি প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত করে বহু দুঃখ, বহু উপদ্রব-অশান্তির স্বীকার যেমন করে থাকে, একইভাবে মৃত্যুর পরেও চিত্তকে দুঃখদায়ক পুনর্জন্ম গ্রহণে বাধ্য করে। জন্ম-মৃত্যুর এই রহস্য উদ্ঘাটন শক্তি মানব প্রাণী ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীর সৌভাগ্যে সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র এই মানুষই পারে আপন মেধার বিকাশের দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ নামক চিত্ত প্রবৃত্তিত্রয়কে আপন মনের মাঝে চিহ্নিত করতে করতে ধ্যানময় গভীর চিত্ত-একাগ্রতা অর্জন করা। চিত্তের এই একাগ্রতা শক্তির দ্বারা মানুষ সেই লোভ, দ্বেষ, মোহকে সমূলে ধ্বংস করে আপন মনকে সুপ্রতিষ্ঠা দান করতে পারে অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ দ্বারা ত্যাগ, মৈত্রী এবং জ্ঞানময় জাগ্রত স্মৃতিমান জীবনে। এই অপার শান্তিময় আনন্দের রাজ্যে মানুষ স্বীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠা দানের সাধনায় যেদিন সাফল্য লাভ করেন, সেদিনই তিনি অর্হত্ত্ব নামক পরম সুখ, পরম শান্তি নির্বাণের অধিকারী হয়ে থাকেন।

সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের রাধ-সংযুক্তসহ সমস্ত সংযুক্তে ভগবান বুদ্ধ দেশিত উপদেশগুলোতে জীবন-দুঃখের চির অবসানের লক্ষ্য। উপরোক্ত কৌশল এবং শিক্ষা উপদেশই দিয়েছেন মহান শিক্ষক বুদ্ধ তথাগত।

স্কন্ধবর্গের পরবর্তী দৃষ্টি-সংযুক্তে বুদ্ধ তথাগত ভিক্ষুসংঘকে মিথ্যাদৃষ্টি তথা ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা কীভাবে মানুষ নিজেকে বিভ্রান্তির শিকার করে সে প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন 'বাতাস সুত্তে' উপমা স্বরূপ বুদ্ধ বললেন :

"ভিক্ষুগণ, রূপের কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টিও উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমনও করে

না... ।”

একইভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেও অনুরূপ মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে মিথ্যা ধারণা-বিশ্বাসের বশে বলে থাকে—এই বেদনা আমার, সংজ্ঞা আমার, সংস্কার আমার, বিজ্ঞান আমার; এতে আমি আছি; এই আমার আত্মা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগত-সংযুক্তে উক্ত হয়েছে তাঁরাই লক্ষ্য পথে আগত, সৎপুরুষ ভূমিতে আগত; আর পৃথগ্‌জন ভূমি হতে অপগত হন; যাঁরা চক্ষু-রূপ-চক্ষুবিজ্ঞান এবং রূপ-সংজ্ঞা, রূপ-সঞ্চেতনা, রূপতৃষ্ণা, রূপস্কন্ধ এবং পৃথিবীধাতু ইত্যাদিকে অনিত্য, বিপরিণামধর্মী এবং অন্যথাভাবীরূপে যথার্থ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন। ফলে তারা পশু-পাখী, সরীসৃপাদির ন্যায় স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন তীর্যক লোক এবং অভাব-অনটনাদির দ্বারা নিত্য উপদ্রুত প্রেতলোকের ন্যায় অপায় গতিসম্পন্ন না হয়ে, ধার্মিক, শীলবান রাজা মহারাজা ধনী শ্রেষ্ঠীর ন্যায় মনুষ্যসুগতি দেবসুগতি লোকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে নিত্য দান, শীল, ভাবনাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন দ্বারা মাত্রাজ্ঞানহীন আসক্তি আকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করে প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত জ্ঞানময় নির্বাণ শান্তি সুখের অধিকারী হয়ে থাকেন।

‘উৎপত্তি-সংযুক্তে’ বুদ্ধ তথাগত বলেন, এ জগতে চক্ষু-রূপ (দৃশ্যমান বস্তু)-এর সংস্পর্শ দ্বারা চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতঃপর সেই চক্ষু-বিজ্ঞানজাত রূপসঞ্চেতনা যখন রূপতৃষ্ণা দ্বারা তাড়িত হয়ে মাটি-জল-বায়ু-তাপাদি চার মহাধাতুর সংস্পর্শে যেই রূপস্কন্ধ সৃষ্টি করে, সেই রূপস্কন্ধ তার উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস এবং পুনরুৎপত্তি জাতীয় স্বভাবধর্মের অধীন হয়ে প্রাণীগণকে রোগ-শোক, বার্ধক্য-মরণাদি অশেষ দুঃখের ভাগী করে।

অপরদিকে কোনো ভিক্ষু এই অনিত্য-দুঃখ ধর্মীতাকে অনাত্ম জ্ঞান দ্বারা অনাসক্ত ধর্মে প্রতিক্ষা অর্জন দ্বারা সেই দুঃখের নিরোধ, রোগের প্রশমন এবং বার্ধক্য-মরণের তিরোধান করে থাকেন।

‘ক্লেশ-সংযুক্তে’ বুদ্ধ উল্লেখ করলেন, চক্ষু-রূপ-চক্ষুবিজ্ঞান এবং মাটিধাতু-আদির প্রতি তৃষ্ণা-আসক্তির (ছন্দরাগ) উৎপত্তিই হলো উপক্লেশ। যে ভিক্ষু এই উপক্লেশকে প্রহীন করতে সক্ষম হন, সেই ভিক্ষুর চিত্তই নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত এবং পরিভাবিত হয়ে থাকে।

‘সারিপুত্ত-সংযুক্তে’ দেখা যায় অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নভোজ শেষে নির্জন অরণ্য অন্ধবনে প্রবেশপূর্বক প্রথম ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানস্তর পর্যন্ত অনুশীলন করে আকাশ-অনন্তায়তন,

বিজ্ঞান-অনন্তায়তন, আকিঞ্চায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন এবং সমাপত্তি ধ্যানস্তরে প্রবেশপূর্বক পরম ধ্যানসুখে অবস্থানের পর অরণ্য নির্গত হয়ে জেতবনে প্রত্যাগমন করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের চক্ষু-ইন্দ্রিয়াদি বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধু সারিপুত্র, আপনি এখন কী নিয়ে অবস্থান করেন? তদুত্তরে আয়ুষ্মান সারিপুত্র উপরোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছিলেন। এ বিষয়ে অবগত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ মন্তব্য করলেন, তাহলে বন্ধু সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ আর মান-অনুশয়গুলো সমূলেই উৎপাটিত হয়েছে, চিরধ্বংস প্রাপ্তই হয়েছে।

এই সংযুক্তে সুচিমুখী নামে এক পরিব্রাজিকার প্রশ্নে সারিপুত্র স্থবির প্রকাশ করলেন যে, প্রব্রজিতরা গৃহীসুলভ জীবিকা পরিহার করে পিণ্ডাচরণাদির দ্বারা ধর্মানুকূল জীবিকায় জীবন যাপন করলেই তার আহার ঊর্ধ্বমুখী আহার হয়ে থাকে।

'নাগ-সংযুক্তে' বুদ্ধকে এক ভিক্ষু নাগদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, কোন শ্রেণীর নাগেরা সর্পদেহ পরিবর্তন করে মনুষ্যবেশ ধারণ করে উপোসথব্রতাদি পালন করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বললেন; "... কোনো কোনো নাগের এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে, পূর্বে আমি ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করেছিলাম। তাই বর্তমানে এই নাগকুলে উৎপন্ন হয়েছি। যদি এখন হতে ভালো কর্ম করতে থাকি তাহলে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারবো। এই সিদ্ধান্তে ওই নাগ মনুষ্যবেশ ধারণ করে উপোসথব্রতাদি সৎকর্ম সম্পাদন করে থাকে।

অতঃপর ভিক্ষু প্রশ্ন করলেন, ভন্তে ভগবান, কী হেতু মানুষ নাগকুলে উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'নাগকুলের নাগদের বর্ণ-সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাগজীবন কামনায় যারা দানাদি বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে থাকে, তারাই মৃত্যুর পর নাগলোকে উৎপন্ন হয়।

'সুপর্ণ-সংযুক্তে' দেখা যায় কোন সুপর্ণ (ঈগলজাতীয়) কোনো কোনো শ্রেণীর নাগকে হরণ করে থাকে এ বিষয়ে সামান্য বর্ণনা আছে। এটির কারণ এই প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন, পূর্বজন্মে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অমৈত্রীসুলভ পাপচেতনার কারণে এমন পরিণতি হয়ে থাকে।

'গন্ধর্বকায়-সংযুক্তে' দেখা যায় চতুর্মহারাজিক নামক দেবলোকে এমন কিছু দেবকায়িক সত্ত্ব আছেন, যাঁরা চন্দনাদির ন্যায় সুগন্ধী বৃক্ষসমূহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুগন্ধী উপভোগ করে অবস্থান করে থাকেন। এ সকল দেবতাকে সেই সেই নামে নামকরণ করা হয়; যেমন—মূলগন্ধী, সারগন্ধী,

ফেগ্গুগন্ধী, চর্মগন্ধী, পপটিকগন্ধী, পত্রগন্ধী, পুষ্পগন্ধী, ফলগন্ধী, রসগন্ধী এবং গন্ধগন্ধী দেবতা। এভাবে জন্ম নেয়ার কারণ কী? তারও কারণ তারা সে জাতীয় জন্মকে অভিনন্দিত করে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে ইচ্ছা পোষণ করছে বলেই এমন অবস্থায় তাদের উৎপত্তি হয়।

'বলাহক-সংযুক্তের' বিভিন্ন সুত্রে দেখা যায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা জাতীয় বিভিন্ন ঋতুকে বলাহক জাতীয় পাখিরা যেভাবে পছন্দ করে থাকে; অনুরূপভাবে দেবকায়িক কিছু সত্ত্বগণও ভিন্ন ভিন্ন ঋতুকে পছন্দ করে। তাঁরা সেই সেই ঋতুর আগমন প্রত্যাশা করার কারণেই ঋতুসমূহের আগমন হয়; এমন ধারণা-বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বলাহক-সংযুক্তের সূত্রগুলোতে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

'বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে'র বিভিন্ন সূত্রে বচ্ছগোত্রীয় এক পরিব্রাজক ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করছেন, কী কারণে জগতে এ জাতীয় বিভিন্ন ধারণা, বিশ্বাস ও মতবাদের (দৃষ্টির) উৎপত্তি হয় যে, এই লোক (প্রাণিকুল) শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব, সেই, সেই দেহ, জীব এক দেহ অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, আবার থাকে না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক কর্তৃক এভাবে দশটি প্রশ্ন উপস্থাপনকে ভিত্তি করেই 'বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে'র উৎপত্তি। এ জাতীয় প্রশ্নের বহুল আলোচনা আমরা দীর্ঘনিকায় এবং মজ্ঝিমনিকায়ের বিভিন্ন সূত্রেও দেখতে পাই।

ভগবান বুদ্ধ তদুত্তরে বললেন, হে বচ্ছ, রূপে (মাটি, জল, বায়ু, তাপ) অজ্ঞান, রূপের উৎপত্তির কারণ (সমুদয়) সম্পর্কে অজ্ঞান, রূপের ধ্বংস (নিরোধ) সম্পর্কে অজ্ঞান, রূপের উৎপত্তি-ধ্বংস' এমন স্বভাবধর্ম জাত উপদ্রব, দুঃখ, অশান্তি থেকে চির অব্যাহতি লাভের উপায় (নিরোধগামিনী পটিপদা) সম্পর্কে অজ্ঞান হওয়ার কারণেই জগতে লোক শাশ্বত, না অশাশ্বত; ... তথাগত মরণের পর থাকেন কি থাকেন না, এ জাতীয় প্রশ্নসমূহের উৎপত্তি হয়।

একইভাবে বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে চার আর্যসত্য জ্ঞানের অভাবই এ সকল নিরর্থক প্রশ্নের উৎপত্তি এবং তৎজাতীয় দৃষ্টি তথা ধারণা-বিশ্বাসের অসারতা ব্যাখ্যা দিলেন এই বচ্ছগোত্র-সংযুক্তে।

পালিভাষা শিক্ষা দিয়ে সংঘবদ্ধ অনুবাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শক্তি বৃদ্ধির দ্বারা পূজ্য বনভন্তে ও আমার জীবৎকালেই মহান ত্রিপিটক ও অট্ঠকথা,

টীকা, অনুটীকা গ্রন্থসমূহের অননূদিত গ্রন্থগুলোর অনুবাদে অগ্রসর হতে আয়ুষ্মান ইন্দ্রগুপ্ত, সুমন, আদিকল্যাণ এবং সিবকের আদর্শকে অনুসরণে মান-অভিমানবশে অনীহা প্রকাশ না করেন এই প্রার্থনা এবং আবেদন জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে অনুবাদক এবং পাঠকগণকে একটি শুভ সংবাদ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করছি। মহামুনি গ্রামজাত সুসন্তান রূপম কিশোর বড়ুয়া মহোদয় কিছুদিন আগে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি তাঁর জীবৎকালে পালি ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থগুলো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষা-ভাষীদের সুখপাঠ্য এবং সহজ বোধগম্য সংকলন দেখে যেতে একান্ত আগ্রহী। এ মহৎ এবং বৃহৎ কাজ সম্পাদনে আর্থিক সমুদয় যোগান তিনি দেবেন। আমরা জানি মহান ত্রিরত্ন প্রেমে অনুপ্রাণিত রূপম কিশোরবাবুর এই মহৎ ইচ্ছাটি পূরণের আর্থিক সামর্থ্য অবশ্যই তাঁর আছে। অতীতে একই গ্রামের সন্তান বিত্তবান ইঞ্জিনীয়ার অধরলাল বড়ুয়া মহোদয় সেই একই ইচ্ছায় ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াকে ভিত্তি করে যোগেন্দ্র রূপসীবালা ট্রাস্টের জন্ম দিয়েছিলেন। তৎ মাধ্যমে ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত বিনয়পিটকের 'মহাবর্গ' এবং ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত সূত্রপিটকের 'মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড'সহ আরও দু একটি পিটকাংশের প্রকাশনাকর্ম সম্পাদন করার পথে উভয়ের মহাপ্রয়াণে সে উদ্যোগ সাথে সাথেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কেন এমনটি হলো? ট্রাস্ট কোথায় গেল? এই পরিণতি অনুসন্ধান করেই রূপম বাবু তৎ মহৎ ইচ্ছা পূরণে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত, বুদ্ধের উক্তিই সত্য—'সংঘশক্তিই কালজয়ী হয়'। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও এই বুদ্ধবাণীই আমাদের পুনরাবৃত্তি করে করে জাগ্রত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। আমরাও যেন মহানদের এই বাণী, এই মহৎ ইচ্ছাকে ব্যক্তিত্বের অহমিকায় অপমৃত্যুর শিকার হতে না দিই, পুনঃ এই প্রার্থনায় এখানেই ইতি টানছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের
৭ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ
শাক্যমুনি বুদ্ধ বিহার, মোগলটুলি
চট্টগ্রাম।

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
সুপ্রাচীন তীর্থ রাংকূট বনাশ্রম
রামু, কক্সবাজার।

প্রকাশকের কথা

মহাকালের সৃজন পরিক্রমার স্রোতধারায় বিশ্বসৃষ্টির ক্ষণটি নিঃসন্দেহে এক মহাজাগতিক ঘটনা। এ বিশ্বে পারিবেশিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় প্রাণের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হবার কালের অমোঘ গতিপথে মানবজাতির উত্থান আর একটি ঘটনা যার উত্তরসূরি আমাদের আজকের সমাজ, সমাজের মানুষেরা। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে পললগঠিত বদ্বীপ, এ বাংলাদেশের মানুষ আজকের পর্যায়ে উপনীত হতে সময় নিয়েছে অনেক, যার দিকহীন গতিপথে মানুষকে সাহায্য করেছেন মানবকুলোত্তীর্ণরা। বলা বাহুল্য, এঁরাই ভারতীয় উপমহাদেশের এ হিমালয়বেষ্টিত সমুদ্রতটঘেরা, বৈচিত্রময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছেন। এ বিস্তৃত অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর পলল আচ্ছাদিত বাংলাদেশের প্রত্যেক স্বতন্ত্র অথচ একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির সূতোয় গাঁথা জনপদের মধ্যে একটি 'The Gate way of The East' খ্যাত চট্টগ্রাম। এর অনেকগুলো প্রাণচঞ্চল, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ কলেবরে সহজদৃষ্ট জনপদ পটিয়া ও এর কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামদ্বয়, একই বৃন্তে দুটো কুসুমের মতো। এ দুটো গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু সমাজ বিনির্মাণকারী তাপসের। মানবসভ্যতাকে একটু একটু করে এগিয়ে নিতে নিঃশব্দ প্রবালকীটের প্রাচীর গড়ার নিপুণ কর্মকাণ্ডের ন্যায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত এ গ্রামগুলো এখনো এঁদের অনন্যতা ধরে রেখেছে। কারণ এখানে নিভৃতে নিয়ত চলছে মানস গঠনের কাজ, যা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের নিউক্লিয়াস।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু-মহাসভার সংঘনায়ক পণ্ডিত প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবিরও ভারত-বাংলা উপমহাদেশের প্রখ্যাত বৌদ্ধমনীষী, সমাজসংস্কারক প্রয়াত বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের পুণ্যকীর্তি ও মঙ্গলস্মৃতিধন্য কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামদ্বয়। বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত মনীষীদের পূতকর্ম এতদঞ্চলের মানুষকে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল যার ধারাবাহিকতায় বর্তমান রাঙামাটি রাজবন বিহারাধ্যক্ষ, শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-এর আনুকূল্যপ্রাপ্ত **'মাসিক সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও পিণ্ডদান পরিচালনা পরিষদ'** কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাপ্রবাসী ধর্মানুরাগীবৃন্দের সহযোগিতায় এক বিশাল কর্মযজ্ঞ বিগত সাত বছর যাবৎ পরিচালনা করে আসছে। কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসীদের সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ঊর্মিমালা সাফল্যের সাথে ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে

ঢাকাবাসীদের অন্তরের বারিধারাকে একীভূত করে এক অনন্য, অসাধারণ পারস্পর্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সকলকে প্রবলভাবে প্রাণিত করেছে।

কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাপ্রবাসীর সমন্বিত কর্মপরিক্রমায় ব্যস্ত নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক জটিলতার জাল ছিন্ন করে ঢাকাবাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের হাত অবারিত, প্রসারিতকরণের মহৎ উদ্যোগ ও তদনুসৃত কাজ কখনো কালের ধুলোয় ঢাকা পড়বে না, নির্দ্বিধায় তা বলা যায়।

ত্রিপিটকের অংশবিশেষ প্রকাশের ধারাবহিক প্রক্রিয়ায় শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-র পরামর্শে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে (ক) শ্রীমৎ করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত "পাচিত্তিয়", (খ) শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির সংকলিত 'আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা ৭ম খণ্ড' ও (গ) শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) গ্রন্থগুলো, যাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। বর্তমানে প্রকাশিতব্য, আমাদের চতুর্থ প্রয়াস ত্রিলোকপূজ্য পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-র শিষ্য শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুসহ কয়েকজনের যৌথ অনূদিত সূত্রপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ সংযুক্তনিকায় (খন্ধকবর্গ বা স্কন্ধবর্গ)। কয়েকমাস পূর্বে ভদন্ত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দেন। আমরাও সানন্দে উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি।

সংযুক্তনিকায় পাঁচ বর্গে বিভক্ত। যথা : (ক) সগাথা-বর্গ, (খ) নিদান-বর্গ, (গ) খন্ধক-বর্গ বা স্কন্ধবর্গ, (ঘ) সলায়তন বা ষড়ায়তন-বর্গ ও (ঙ) মহাবর্গ।

'সংযুক্তনিকায়' সিংহলী, বর্মী ও থাই অক্ষরে এটির মূল সংস্করণগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৮৮৪-১৯৯৮ সালে লন্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটি হতে রোমান অক্ষরে এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংযুক্তনিকায়ের সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছিল ২০০-৪০০ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে)। মিসেস রীজ ডেভিড্স এবং শ্রীমৎ সুরিয়গোডা সুমঙ্গল থের কর্তৃক সংযুক্তনিকায়ের ১ম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। সংযুক্তনিকায় (১ম ও ২য় খণ্ড) সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেন ভারত-বাংলা উপমহাদেশের খ্যাতিমান পালিসাহিত্য বিশারদ শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। ১৯৯৩ সালে ১ম খণ্ড (সগাথা-বর্গ) ও ১৯৯৬ সালে ২য় খণ্ড (নিদান-বর্গ) ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী (ভারত) হতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সংযুক্তনিকায়ের খন্ধকবর্গ বা স্কন্ধবর্গ গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো : এখানে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানই পঞ্চস্কন্ধ। এই স্কন্ধ-সংযুক্ত প্রথমে বলে এর নামানুসারে খন্ধবর্গ বলা হয়েছে। এই অংশ ১২টি সংযুক্তে বিভক্ত। যথা : ১। স্কন্ধ-সংযুক্ত ২। রাধ-সংযুক্ত ৩। দৃষ্টি-সংযুক্ত ৪।

আগত-সংযুক্ত ৫। উৎপত্তি-সংযুক্ত ৬। ক্লেশ-সংযুক্ত ৭। সারিপুত্র-সংযুক্ত ৮। নাগ-সংযুক্ত ৯। সুপর্ণ-সংযুক্ত ১০। বলাহক-সংযুক্ত ১১। বচ্ছগোত্ত-সংযুক্ত ও ১২। ধ্যান-সংযুক্ত ইত্যাদি।

কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামের যৌথ প্রয়াসের ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে উল্লেখ করা যায় এমন প্রতিষ্ঠান, যেগুলো দুটো গ্রামের ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সমৃদ্ধির পতাকাস্বরূপ সেগুলো হলো কর্ত্তালা-বেলখাইন সদ্ধর্মালঙ্কার বিহার, কর্ত্তালা-বেলখাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কর্ত্তালা-বেলখাইন মহাবোধি উচ্চবিদ্যালয়, কর্ত্তালা সর্বজনীন লক্ষ্মী বিহার, বেলখাইন শক্তিনিকেতন বিহার প্রভৃতি।

বৃহত্তর কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাঙ্গাপানি বনবিহারে মারবিজয়ী উপগুপ্ত মহাস্থবিরের মন্দির দান, বনভন্তের চক্ষু চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনবোট ক্রয়, ভাবনাকেন্দ্র নির্মাণ, মুদ্রণযন্ত্র ক্রয়ে, গাড়ি ক্রয়ে, জেনারেটর ক্রয়ে আর্থিক শ্রদ্ধাদান প্রদান ও দুটি আলমারি দানসহ প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার আমাদের মাসিক কার্যক্রম সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করার সৌভাগ্য অর্জন করায় বুদ্ধশাসনের ধ্বজাধারী মহান আর্যপুরুষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের সুদীর্ঘকাল সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং তাঁর শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক বন্দনা নিবেদন করছি। সংযুক্তনিকায় প্রকাশনা করার সুযোগ প্রদান করার জন্য শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির ও আনন্দমিত্র স্থবির আমাদের পক্ষ থেকে ভক্তিযুক্ত বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী এবং ঢাকাবাসী ধর্মানুরক্ত ব্যক্তিগণের এ কর্মে যুক্ত হতে পারা পূর্বজন্মের পুণ্যফল বলে আমরা মনে করছি। অনাগতকালের তরঙ্গায়িত প্রবাহের উপর আমাদের প্রাণস্পন্দন-মিশ্রিত আরও উদ্যোগ ও কর্মের মজবুত সাঁকো বিনির্মাণে আমরা শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)-র আশীর্বাদ কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা করছি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক এবং সকল প্রাণী দুঃখ থেকে মুক্ত হোক।

২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ,
১৪১৬ বাংলা,
৮ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

বিনীত
কর্ত্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী
ও
ঢাকাপ্রবাসীবৃন্দ।

নিবেদন

"সংযুক্তনিকায়" সূত্রপিটকের তৃতীয় নিকায় বা তৃতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ নৈতিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কীয় সূত্র আলোচনায় ভরা। সংযুক্তনিকায়ের সূত্রগুলো নিঃসন্দেহে দীর্ঘনিকায় ও মধ্যমনিকায়ের সূত্র তুলনায় ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থে সমজাতীয় সূত্রগুলোকে একত্রিত করে এক একটি গ্রুপ বা সংযুক্ত করা হয়েছে বিধায় **"সংযুক্তনিকায়"** গ্রন্থের নাম। এতে সূত্রসংখ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে : **"সত্তানং সহস্সানি সূত্র সতানি চ দ্বাসট্ঠি চেব সত্তন্তা, এসা সংযুত্ত সংগহো"** অর্থাৎ সাত হাজার সাতশত বাষট্টিটি সূত্র লইয়া সংযুক্তনিকায় গ্রথিত। এবং এতে ৫৬টি সংযুক্ত রয়েছে। সূত্রগুলি আবার পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। যথা : (১) সগাথা-বর্গ, (২) নিদান-বর্গ, (৩) স্কন্ধবর্গ, (৪) সলায়তন-বর্গ ও (৫) মহাবর্গ। তন্মধ্যে সগাথা-বর্গে ১১টি সংযুক্ত, নিদান-বর্গে ১০টি সংযুক্ত, স্কন্ধবর্গে ১৩টি সংযুক্ত, সলায়তন-বর্গে ১০টি সংযুক্ত, মহাবর্গে ১২টি সংযুক্ত। প্রতিটি সংযুক্ত কতকগুলি সূত্র লইয়া গঠিত। ডক্টর উইন্টা নিচ-এর মতে তিনটি বিষয়ের ভিত্তি করে সূত্রগুলো গ্রথিত করা হয়েছে। যথা ; (১) বৌদ্ধধর্মের কোনো একটি মূলনীতি বিষয়ক ধারা, (২) মানুষ, দেবতা, অথবা গন্ধর্ব ইত্যাদি সম্পর্কীয় কোনো একটি ঘটনা, (৩) ধর্মের যেকোনো এক প্রধান ব্যক্তি। সংযুক্তগুলির নামকরণও হয়েছে একই নিয়ম অনুসারে। যেই সংযুক্তে দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেটির নাম দেবতা-সংযুক্ত। যেই সংযুক্তে ব্রহ্মা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেটির নাম ব্রহ্মা-সংযুক্ত। যেই সংযুক্তে ভিক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেটির নাম ভিক্ষু-সংযুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বুদ্ধপুত্র, অর্হৎ পূজ্য বনভন্তের আবির্ভাব হয়েছে এই দেশের বৌদ্ধধর্মের এক মহাবিপর্যয়পূর্ণ সময়ে। অশিক্ষা, অন্ধ কুসংস্কারাদির চোরাবালিতে যখন হারিয়ে যাচ্ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত আদর্শ। বরং অবৌদ্ধোচিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ ঘটতেছিল চরমভাবে। বৌদ্ধধর্মের এই সংকটে মহান বুদ্ধের প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত, জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, উদ্ভাসিত বনভন্তে মহোদয় অন্ধের চক্ষু লাভ এবং অন্ধকারে প্রদীপতুল্যরূপে আবির্ভূত হন আমাদের মাঝে। তাঁর অসাধারণ জ্ঞাগরিমায় আর ত্যাগ মহনীয়তায় তিনি আজ এতদঞ্চলে বুদ্ধযুগের

দুঃখমুক্তির আবহকে ফিরিয়ে এনেছেন বলা যায়। সদ্ধর্মের পুনর্জাগরণের এই ঢেউ পুরো পার্বত্যাঞ্চলে এবং সমতলে সঞ্চারিত হয়েছে। এমতাবস্থায় অনেকে পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে প্রব্রজিত জীবন যাপনে উৎসাহিত হয়ে গৃহ ছেড়েছেন। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। আরও সুখের বিষয়, পূজ্য বনভন্তে এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত, রক্ষার জন্য ত্রিপিটক শিক্ষা, গবেষণা করার প্রয়োজনীতার কথা ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। তজ্জন্য মাঝে মাঝে তিনি আমাদেরকে পালিভাষা শিক্ষা করার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তাঁর নিকট সেইরূপ গুরুত্ব আরোপও করে থাকেন। এমনকি, শ্রীলঙ্কা হতে পালি ভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষক রাজবন বিহারে এনে শিষ্যদেরকে পালি ভাষা শিক্ষা করাতেও অভিমত ব্যক্ত করেন। পূজ্য ভন্তের মুখ হতে এবম্বিধ বাক্য শুনে আমরা পালি শিক্ষা গ্রহণ করতে মনস্থির করি। এবং ভন্তের নিকট আশীর্বাদ ও অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়কে পালি শিক্ষক হিসাবে রাজবন বিহারে আসতে অনুরোধ জানাই সাংঘিকভাবে। শতব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। এভাবে ২০০৬ সালের বর্ষাবাস হতে পালি শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করি। মধ্যখানে অনেক চড়াই-উৎরাই পারি দিয়ে ২০০৯ সালের জুন মাসে পালি শিক্ষায় মোটামুটি একটি পর্যায়ে উপনীত হই। আর তারই ফসল এই সংযুক্তনিকায় ৩য় খণ্ড-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ। আমাদের এই পালি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ বনভন্তে এবং ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহোদয়দ্বয়ের নিকট আমার চিরকৃতজ্ঞ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের পালিশিক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা, আগ্রহের জন্ম হয়েছে পরম পূজ্য বনভন্তের দ্বারা; আর সেই ইচ্ছা, আগ্রহকে আরও শাণিত এবং পূর্ণতা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবিরের শাসনদরদী চিত্তে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে।

সংযুক্তনিকায় ৩য় খণ্ড গ্রন্থটির বিষয়বস্তু স্কন্ধবর্গ। এই স্কন্ধবর্গে সর্বমোট ১৩টি সংযুক্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থের প্রথম সংযুক্ত অর্থাৎ স্কন্ধ-সংযুক্তটি ইতিপূর্বে (২০০৬ সালে) প্রকাশ দেওয়ান কর্তৃক The Department for the Promotion and Propagation of the Sasana-এর প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তক হতে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। তাই আমরা সেই সংযুক্তটি বাদ দিয়ে অপরাপর সংযুক্তগুলো বঙ্গানুবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছি। কেউ কেউ অবশ্য সেই সংযুক্তটিও অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাদের অনুরোধ পরবর্তীতে বিবেচনায় আনব মনস্থির করে

আমাদের অনুবাদকার্য চালিয়ে নিয়েছি। আমরা যথাসম্ভব পালির মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজ ভাষায় অনুবাদকার্য সমাধা করতে চেষ্টা করেছি। মূলভাব যাতে অটুট থাকে তজ্জন্য সাধুভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। এই অনুবাদকার্য সম্পাদন করতে আমরা ভিক্ষু শীলভদ্র মহোদয় কর্তৃক অনুবাদিত দীর্ঘনিকায় (অখণ্ড), ড. বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ড এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় কর্তৃক অনূদিত মধ্যমনিকায় ২য় খণ্ড হতে কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করেছি। আর কঠিন শব্দগুলির অর্থ উদ্ধার করতে শান্তরক্ষিত মহাথের কর্তৃক রচিত পালি বাংলা অভিধান হতেও সাহায্য গ্রহণ করেছি। তজ্জন্য তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জানি, তারপরও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। কারণ, আমরা তো পালি ও বাংলা কোনো ভাষাতেই অভিজ্ঞ নই। তবে প্রচেষ্টার ত্রুটি করিনি এটুকু বলতে পারি। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য সকলের নিকট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশা রইল।

আমাদের এই পিটকীয় গ্রন্থটির অনুবাদকার্য সমাধা করতে যার নাম বারংবার উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বহুপিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহোদয়। ভদন্ত শতব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় স্থানে তার দক্ষ হাতের ছোঁয়া লাগিয়েছেন। গ্রন্থটি ত্রুটিবিহীন করে প্রকাশ করতে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন আরও একবার। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকা লিখে দেওয়ার আবদারও রক্ষা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ভূমিকার দ্বারা গ্রন্থের শোভবর্ধন ও গাম্ভীর্য আরও বহুগুণে বৃদ্ধি হয়েছে স্বীকার করতেই হয়। তজ্জন্য আমরা ভদন্তকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভদন্ত সত্যিই আমাদেরকে চিরদিনের জন্য ঋণী করেছেন।

'সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি' ভগবান বুদ্ধের এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ত্তালা-বেলখাইন ও ঢাকাবাসী সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ এই গ্রন্থের ব্যয়ভার গ্রহণ করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হয়েছেন। আমরা তাদের সুখ, শান্তি ও মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। এই পুণ্যের ফলে তাদের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

কম্পিউটার কম্পোজের মতন শ্রমসাধ্য কাজটি করে দিয়ে আয়ুষ্মান রত্নাংকুর ভিক্ষু আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। এবং গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে ভদন্ত সৌরজগৎ মহাস্থবির মহোদয় আমাদের প্রতি অকৃত্রিম মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করেছেন। এটি ছাড়াও গ্রন্থটি প্রকাশ

করতে গিয়ে যাদের নিকট হতে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবাইকে জানাই ক্ষেত্রবিশেষে বন্দনা, কৃতজ্ঞতা ও অশেষ মৈত্রীময় শুভাশীর্বাদ।

চিরং তিট্‌ঠতু বুদ্ধসাসনং।

ইতি
অনুবাদকবৃন্দ

‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা’

সূত্রপিটকে
সংযুক্তনিকায়
(তৃতীয় খণ্ড)

স্কন্ধ বর্গ

১. স্কন্ধ-সংযুক্ত
[পঞ্চস্কন্ধ বিষয়ক ধর্মোপদেশ]

১. নকুলপিতা বর্গ

১. নকুলপিতা সূত্র

১. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান ভর্গের মধ্যে বাস করছিলেন সুসুমারগিরে ভেসকলাবন মৃগদায়ে।[1] তখন নকুলপিতা গৃহপতি যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। অতঃপর ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে নকুলপিতা গৃহপতি ভগবানকে বললেন :

‘ভন্তে, আমি এখন জীর্ণ [জরাজীর্ণ], বৃদ্ধ [বয়োবৃদ্ধ], বয়স্ক, বার্ধক্যগ্রস্ত, পীড়িতকায়, নিত্য রোগগ্রস্ত। ভন্তে, আমি এখন সবসময় ভগবান ও মনের

---

[1] ‘ভর্গের মধ্যে’ বলতে [ভর্গ] এই নামক জনপদে। ‘সুসুমারগিরে’ বলতে সুসুমারগির নগরে। সেই নগর সৃষ্টির সময় নাকি সুসুমার শব্দ করেছিল, সেকারণে ‘সুসুমারগির’ নামক নামে অভিহিত হয়েছিল। ‘ভেসকলাবনে’ বলতে ভেসকলায় নামক যক্ষিণীর অধিকৃত বিধায় এই নামে আখ্যায়িত বনে। ওই সময় মৃগদের অভয় দিয়েছিলেন বলে ‘মৃগদায়’ বলা হয়। ভগবান সেই জনপদে সেই নগরকে আশ্রয় করে সেই বনসণ্ডে বিহার করতেন। ‘নকুলপিতা’ বলতে নকুল নামক বালকের পিতা। [অর্থকথা]

উৎকর্ষতা সাধনকারী ভিক্ষুদের [ক্ষীণাসবদের] দর্শন লাভ করতে পারি না। ভন্তে, আমাকে উপদেশ দিন; ভন্তে, আমাকে অনুশাসন করুন, যাতে আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হয়।

"হে গৃহপতি, সত্যিই তাই; গৃহপতি, সত্যিই তাই। হে গৃহপতি, এই শরীর রোগপূর্ণ, ডিমের মতো আবরণে আচ্ছাদিত। হে গৃহপতি, যে ব্যক্তি এই শরীরকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যও নিজের আরোগ্যের কথা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্তই মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। হে গৃহপতি, সে-কারণে আপনার এভাবে শিক্ষা করা উচিত—'আমার শরীর শত রোগগ্রস্ত হোক তবুও যেন আমার চিত্ত দুর্বল না হয়।' হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই আপনার শিক্ষা করা উচিত।"

নকুলপিতা গৃহপতি ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করলেন। অতঃপর আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে প্রদক্ষিণ করে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে প্রণতি জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসলে নকুলপিতা গৃহপতিকে আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন :

'হে গৃহপতি, আজ আপনি খুবই বিপ্রসন্ন এবং আপনার ইন্দ্রিয়গুলো পরিশুদ্ধ ও মুখবর্ণ পরিষ্কার। আপনি আজ ভগবানের সম্মুখে ধর্মকথা শুনার সুযোগ লাভ করেছেন কি?'

'ভন্তে, কিভাবে এর অন্যথা হতে পারে;[১] ভন্তে, আমি এখনই ভগবানের ধর্মকথার অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছি।'[২] 'হে গৃহপতি, কিন্তু কিভাবে আপনি

---

[১] 'কিভাবে এর অন্যথা হতে পারে' বলতে কোন কারণে লাভ হবে না? লাভ হয়েছে অর্থে। এর দ্বারা কী প্রদর্শন করে? ভগবানের প্রতি বিশ্বস্ততাভাব। ইনি নাকি ভগবানকে দেখার পর হতে পিতৃপ্রেম এবং তার উপাসিকা মাতৃপ্রেম লাভ করেন। দুজনেই ভগবানকে 'আমার পুত্র' এরূপ বলতেন। তাদের পূর্বজন্মের স্নেহের কারণে এরূপ বলতেন। সেই উপাসিকা নাকি পাঁচশ জন্ম তথাগতের মাতা এবং সেই গৃহপতি পিতা ছিলেন। পুনঃ সেই উপাসিকা পাঁচশ জন্ম জেঠীমা, উপাসক জেঠুমশাই, তদ্রূপ কাকীমা, কাকা ছিলেন। এভাবে ভগবান দেড় হাজার জন্ম পর্যন্ত তাদের হাতে বড় হয়েছেন। সেই কারণে তাঁরা যা পুত্রের কাছে বা পিতার নিকট বলতে সক্ষম হয় না, তা তাঁরা ভগবানের নিকট বসে বলতে সক্ষম হন। এই কারণে ভগবান তাঁদের 'হে ভিক্ষুগণ, আমার বিশ্বস্ত গৃহী শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে গৃহপতি নকুলপিতা ও নকুলমাতা গৃহপত্নী সর্বাগ্রগণ্য' [অ. নি. ১.২৫৭] এই বলে তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যরূপে স্থাপন করেছিলেন। তাই এই বিশ্বস্তভাব প্রকাশ করতে গিয়ে 'কিভাবে অন্যথা হতে পারে' এটি বলেছিলেন। [অর্থকথা]

[২] এখানে কোনো প্রকার ধ্যান, বিদর্শন, মার্গ কিংবা ফল নয় 'অমৃতে অভিষিক্ত' হয়েছেন

ভগবানের ধর্মকথার অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছেন?' 'ভন্তে, আমি এখনই যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গিয়েছিলাম, গিয়ে ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে একপাশে বসলাম। একপাশে বসে আমি ভগবানকে বললাম :

'ভন্তে, আমি এখন জীর্ণ [জরাজীর্ণ], বৃদ্ধ [বয়োবৃদ্ধ], বয়স্ক, বার্ধক্যগ্রস্ত, পীড়িতকায়, নিত্য রোগগ্রস্ত। ভন্তে, এখন সবসময় আমি ভগবান ও মনের উৎকর্ষতা সাধনকারী ভিক্ষুদের [ক্ষীণাসবদের] দর্শন লাভ করতে পারি না। ভন্তে, আমাকে উপদেশ দিন; ভন্তে, আমাকে অনুশাসন করুন, যাতে আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হয়।'

"ভন্তে, এরূপ বললে ভগবান আমাকে বললেন, 'হে গৃহপতি, সত্যিই তাই; হে গৃহপতি, সত্যিই তাই। হে গৃহপতি, এই শরীর রোগপূর্ণ, ডিমের মতো আবরণে আচ্ছাদিত। হে গৃহপতি, যে ব্যক্তি এই শরীরকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যও নিজের আরোগ্যের কথা প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্তই মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। হে গৃহপতি, সে-কারণে আপনার এভাবে শিক্ষা করা উচিত—'আমার শরীর শত রোগগ্রস্ত হোক তবুও যেন আমার চিত্ত দুর্বল না হয়।' গৃহপতি, ঠিক এভাবেই আপনার শিক্ষা করা উচিত।' ভন্তে, ঠিক এভাবেই আমি ভগবানের ধর্মকথার অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছি।"

"হে গৃহপতি, ভগবান এরূপ বললে আপনার সেই ভগবানকে আরও অধিক প্রশ্ন করার চিত্ত জাগ্রত হয়নি কি—'ভন্তে, কী প্রকার পীড়িত দেহ ও পীড়িত চিত্ত হয়, আবার কী প্রকারে পীড়িত দেহ হয় কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না?'" 'ভন্তে, আমাকর্তৃক অনেক দূর হতে[১] আসা হয়েছে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কাছ থেকে এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানতে। অতীব উত্তম হয় আয়ুষ্মান সারিপুত্রই যদি এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করেন।'

'হে গৃহপতি, তাহলে আপনি শুনুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দিন; আমি বলছি।' 'আচ্ছা ভন্তে।' এই বলে নকুলপিতা গৃহপতি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথায় সায় দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন :

"হে গৃহপতি, কীভাবে পীড়িত দেহ ও পীড়িত চিত্ত হয়? হে গৃহপতি, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী,

---

বলে দ্রষ্টব্য। মধুর ধর্মদেশনাই এখানে 'অমৃতে অভিসিক্ত' বলে জ্ঞাতব্য। [অর্থকথা]

[১] বহুদূরের রাজ্য ও বহুদূরের জনপদ হতে। [অর্থকথা]

আর্যধর্মে অজ্ঞ,[১] আর্যধর্মে অবিনীত,[২] সৎপুরুষদের[৩] অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে[৪] আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।[৫] 'আমি রূপ, রূপ আমার' এই নিয়ে সে দৃষ্টিগ্রাহী হয়।

---

[১] সতিপট্ঠানাদি ভেদে আর্যধর্মে অদক্ষ। [অর্থকথা]

[২] এখানে আর্যধর্মে অবিনীত বলতে সংবর-বিনয় ও প্রহান-বিনয় এই দ্বিবিধ বিনয়। ওই ব্যক্তি দ্বিবিধ বিনয়ের মধ্যে এক এক করে বিনয় পঞ্চধা ভঙ্গ করে। সংবর-বিনয় পাঁচ প্রকার; যথা : শীলসংবর, স্মৃতিসংবর, জ্ঞানসংবর, ক্ষান্তিসংবর, বীর্যসংবর। প্রহান-বিনয় পাঁচ প্রকার; যথা : তদঙ্গপ্রহান, বিষ্কম্ভনপ্রহান, সমুচ্ছেদপ্রহান, পটিপ্রশ্রব্ধিপ্রহান, নিঃসরণপ্রহান। [অর্থকথা]

[৩] এখানে সৎপুরুষ ও আর্য বলতে বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও তথাগতের শ্রাবকদেরকে বুঝতে হবে। [অর্থকথা]

[৪] বৌদ্ধদর্শনে রূপকে এর গুণাবলিতে বিভাগ করে পারমার্থিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা শীতে সংকুচিত হয় এবং উত্তাপে প্রসারিত হয় তা-ই হচ্ছে রূপ। আমাদের এই দেহ-রূপ চার ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত। যথা : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু। এই চার ধাতুর অপর নাম চার মহাভূতরূপ। এই চার মহাভূতের সমন্বয়ে উৎপন্ন রূপকে বলা হয় উপাদারূপ বা উৎপন্নরূপ। এভাবে ১১টি গুচ্ছে ২৮ প্রকারের রূপ অভিধর্মপিটকে পরিদৃষ্ট হয়। এই ২৮ প্রকারের মধ্যে ৪ মহাভূতরূপ [পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু], ৫ প্রসাদরূপ [চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়], ৫ গোচররূপ [রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ], ১ ভাবরূপ [স্ত্রীভাব ও পুংভাব], ১ হৃদয়রূপ [হৃদয়রূপ], ১ জীবিতরূপ [জীবিতেন্দ্রিয়] এবং ১ আহাররূপ [কবলীকৃত আহার] এই ১৮ প্রকার রূপবস্তু বিদর্শন ভাবনার যোগ্য। এসব বস্তুরূপগুলো চিত্তের দ্বারা সংস্পর্শনের উপযোগী বলেই এদেরকে নিষ্পন্ন রূপ বলে। ১ পরিচ্ছেদরূপ [আকাশধাতু], ২ বিজ্ঞপ্তিরূপ [কায় ও বাক্‌বিজ্ঞপ্তি], ৩ বিকাররূপ [রূপের লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা] এবং লক্ষণরূপ [উপচয়, সন্ততি, জড়তা ও অনিত্যতা]। এই ১০ প্রকার রূপ সংস্পর্শের উপযোগী নহে বলে এরা অনিষ্পন্ন-রূপ নামে অভিহিত। এই ২৮ প্রকার রূপের সমন্বয়ে গঠিত এই রূপস্কন্ধ। [বিস্তারিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য]

[৫] এখানে কেউ কেউ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দেখে, 'যেই রূপ, সেই আমি; যেই আমি, সেই রূপ' রূপ ও আত্মাকে অদ্বয় বলে দর্শন করে। যেমন তৈলপ্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করলে যেই অগ্নিশিখা, সেই বর্ণ। যেই বর্ণ সেই অগ্নিশিখা। অগ্নিশিখা ও বর্ণকে অদ্বয় বলে দর্শন করে। ঠিক এভাবেই কেউ কেউ রূপকে আত্মদৃষ্টিতে দর্শন করে... অদ্বয় বলে দর্শন করে এভাবে রূপকে 'আত্মা' দৃষ্টিদর্শনের দ্বারা দেখে। 'আত্মাকে রূপবান দেখে' বলতে অরূপকে 'আত্মা' বলে গ্রহণ করে ছায়াবান বৃক্ষের ন্যায় তাকে রূপবান বলে দর্শন করে। 'আত্মায় রূপ দেখে' বলতে অরূপকে 'আত্মা' বলে ধরে নিয়ে পুষ্পের গন্ধের মতন আত্মায় রূপ দেখে। 'রূপে আত্মা দেখে' বলতে অরূপকে 'আত্মা' বলে ধরে নিয়ে বাক্সে মণির ন্যায় আত্মাকে রূপে বলে দর্শন করে। [অর্থকথা]

'আমি রূপ, রূপ আমার' তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

সে বেদনাকে[১] আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বেদনাবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, আত্মার মাঝে বেদনাকে অথবা বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। 'আমি বেদনা, বেদনা আমার' সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। 'আমি বেদনা, বেদনা আমার' তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বেদনা পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

'সে সংজ্ঞাকে[২] আত্মাকে দেখো, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখে, আত্মায় সংজ্ঞা দেখে কিংবা সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করে। 'আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার' সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। 'আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার' তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংজ্ঞা পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

'সে সংস্কারকে[৩] আত্মাকে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায়

---

[১] বেদনা মানে অনুভূতি; স্পৃষ্ট আলম্বনের "রস-বোধ" বেদনা। আলম্বনের রসানুভব এটির কৃত্য। অনুভূতি অনুসারে বেদনা (১) সুখ বেদনা, (২) দুঃখ বেদনা, (৩) অদুঃখ-অসুখ [সুখও নহে দুঃখও নহে] বেদনা এই ত্রিবিধ। কিন্তু শারীরিক সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, এবং মানসিক সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা বেদনা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-প্রভেদ বেদনা। অর্থাৎ কায়েন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় ভেদে এই পঞ্চবিধ বেদনা। "ফস্‌স-পচ্চযা বেদনা"। এই পাঁচ প্রকার বেদনারাশি বা সমষ্টিকে বেদনাস্কন্ধ বলে। [অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ]

[২] কোনো আলম্বন বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়পথে যেভাবে প্রতিভাত হয়, সেভাবে জানাই হলো সংজ্ঞা। যদ্বারা এই আলম্বন হতে অন্য আলম্বনকে পৃথক করে চিনতে পারা যায় এবং আলম্বনে জ্ঞান জন্মে, তাকে সংজ্ঞা বলে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃসংস্পর্শ হতে সংজ্ঞার উদয় হয়, সুতরাং উৎপত্তির কারণভেদে সংজ্ঞা ছয় প্রকার। অতীত, বর্তমান ও অনাগত যেকোনো কালে অভ্যন্তরস্থ বা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, প্রণীত, দূরের বা নিকটের যেকোনো বস্তু আলম্বনাদির সাথে ইন্দ্রিয়াদির যখন সংস্পর্শ ঘটে তখন সেই সংস্পর্শজনিত বস্তুর আকার বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানের নাম সংজ্ঞা। [বিদর্শন ভাবনা]

[৩] পরমার্থ সত্যানুযায়ী চিত্তবৃত্তিসমূহ ৫২ প্রকার। বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অবশিষ্ট ৫০ প্রকার চিত্তবৃত্তিগুলোকে 'সংস্কার' বলে। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃসংস্পর্শ হতে চিত্তবৃত্তি বা চেতনার উদ্ভব হয়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান অভ্যন্তরস্থ কিংবা বাহ্যিক স্থূল, সূক্ষ্মহীন, প্রণীত, দূরস্থ বা নিকটস্থ কামবচরাদি চতুর্বিধ ভূমির চেতনারাশির

সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করে। 'আমি সংস্কার, সংস্কার আমার' সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। 'আমি সংস্কার, সংস্কার আমার' তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংস্কার পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

'সে বিজ্ঞানকে[১] আত্মাকে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। 'আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার' সে এমন দৃষ্টিগ্রাহী হয়। 'আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার' তেমন দৃষ্টিগ্রাহী ব্যক্তির সেই বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বিজ্ঞান পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

হে গৃহপতি, এভাবেই পীড়িত দেহ ও পীড়িত চিত্ত হয়।"[২]

"হে গৃহপতি, কিভাবে পীড়িত দেহ হয় কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না?' হে গৃহপতি, এখানে শ্রুতবান [স্রোতাপন্ন] আর্যশ্রাবক আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে বিজ্ঞ, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে বিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা

সমষ্টিগত নাম 'সংস্কারস্কন্ধ'। কুশল, অকুশল, অনেঞ্জা, কায়, বাক্য ও চিত্ত-সংস্কার ভেদে ছয় প্রকার। কর্মকেই সাধারণত সংস্কার বলা হয়। 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি' অর্থাৎ 'কর্ম ও সংস্কারের' প্রভেদ তা হলে কী প্রকারে বুঝতে হবে? সাধারণত অতীতে যে-সকল কর্ম করা হয়েছে এবং অনাগতেও যে-সকল কর্ম করা হবে, সে-সকল কর্মের সমষ্টিকে 'সংস্কার' এবং 'বর্তমান কর্মপ্রবাহকে কর্ম' নামে অভিহিত করা হয়। [বিদর্শন ভাবনা]

[১] বিজ্ঞান মানে হচ্ছে রূপ-বেদনা-সংস্কার সহযোগে উৎপন্ন চেতনা বা চিত্ত। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান বলতে ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায়। ৩২ প্রকার বিপাক চিত্ত প্রবর্তনকালে অনুভূত হয় তাও বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। সর্বমোট একাশি প্রকার লৌকিক চিত্ত নিয়ে 'বিজ্ঞানস্কন্ধ' গঠিত। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-ধাতু ও মনো-বিজ্ঞান-ধাতু এবং লৌকিক চিত্তগুলোর সমষ্টিগত নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। [বিদর্শন ভাবনা]

[২] শরীর মাত্রেই পীড়িতকায় হয়, বুদ্ধদেরও পীড়িতকায় হয়। চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মোহ নিমগ্ন হয়ে পীড়িত হয়, তা-ই এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। 'পীড়িত চিত্ত হয় না' বলতে এখানে নিঃক্লেশতার জন্য চিত্তের অপীড়িত দেহ প্রদর্শন করছেন। এই সূত্রে লৌকিক জনসাধারণ পীড়িত দেহ ও পীড়িত চিত্ত হয় বলে প্রদর্শন করছেন। অর্হৎরা পীড়িত দেহ অপীড়িত চিত্ত। সপ্ত শৈক্ষ্য ব্যক্তিদেরকে পীড়িত দেহও নয়, অপীড়িত চিত্তও নয় বলে জানতে হবে। অনুসরণকারীরা অপীড়িত চিত্তকেই অনুসরণ করেন। [অর্থকথা]

রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। 'আমি রূপ, রূপ আমার' তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হন না। 'আমি রূপ, রূপ আমার' তেমন দৃষ্টি-অগ্রাহী ব্যক্তির সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার রূপ পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না।'

তিনি বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, বেদনাবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে বেদনাকে অথবা বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। 'আমি বেদনা, বেদনা আমার' তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হন না। 'আমি বেদনা, বেদনা আমার' তেমন দৃষ্টি-অগ্রাহী ব্যক্তির সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বেদনা পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না।'

'সে সংজ্ঞাকে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংজ্ঞাবান দেখেন না, আত্মায় সংজ্ঞা দেখেন না কিংবা সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করেন না। 'আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার' তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হন না। 'আমি সংজ্ঞা, সংজ্ঞা আমার' তেমন দৃষ্টি-অগ্রাহী ব্যক্তির সেই সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংজ্ঞা পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না।'

'সে সংস্কারকে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মায় সংস্কার দেখেন না কিংবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করেন না। 'আমি সংস্কার, সংস্কার আমার' তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হন না। 'আমি সংস্কার, সংস্কার আমার' তেমন দৃষ্টি-অগ্রাহী ব্যক্তির সেই সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার সংস্কার পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না।'

'সে বিজ্ঞানকে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মায় বিজ্ঞান দেখেন না কিংবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করেন না। 'আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার' তিনি এমন দৃষ্টিগ্রাহী হন না। 'আমি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আমার' তেমন দৃষ্টি-অগ্রাহী ব্যক্তির সেই বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বিজ্ঞান পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না।'

হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই পীড়িত দেহ হয় কিন্তু পীড়িত চিত্ত হয় না?"

আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললে নকুলপিতা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভাষণ

সন্তুষ্ট মনে অভিনন্দন করলেন। [প্রথম সূত্র]

২. দেবদহ সূত্র

২. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে বাস করছিলেন দেবদহ[১] নামক শাক্যদের নিগমে। তখন কিছুসংখ্যক পশ্চিম দেশগামী ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে বন্দনা নিবেদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমরা পশ্চিম জনপদে যেতে ইচ্ছা করছি, পশ্চিম জনপদে গিয়ে সেখানে আবাস প্রস্তুত করব।'

'ভিক্ষুগণ, তোমরা সারিপুত্র হতে সম্মতি নিয়েছ কি? 'ভন্তে, আমরা সারিপুত্র হতে সম্মতি নিইনি।' 'ভিক্ষুগণ, তোমরা সারিপুত্র হতে অনুমতি প্রার্থনা করো। ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র পণ্ডিত;[২] সে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের অনুগ্রহকারী[৩] [উপকারী]।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে সায় দিলেন।

তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের অনতিদূরে কোনো এক দদ্রুগাছের ঝোপে বসেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করলেন। অতঃপর আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আয়ুষ্মান সারিপুত্র সমীপে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। সৌজন্যতামূলক কথাবার্তা সমাপনান্তে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, 'আবুসো সারিপুত্র, আমরা পশ্চিম জনপদে যেতে ইচ্ছা করছি, পশ্চিম জনপদে গিয়ে সেখানে আবাস প্রস্তুত করব। আমরা ভগবানের সম্মতি চেয়েছি।'

'আবুসো, শুন, নানা দেশপ্রদেশে ভ্রমণকারী ভিক্ষুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ব্যক্তি থাকতে পারেন—[যথা :] ক্ষত্রিয়পণ্ডিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গৃহপতিপণ্ডিত ও

---

[১] এখানে 'দেবদহ' বলতে দেব বলা হয় রাজাদের, তাদের মঙ্গলহ্রদ, অথবা সেই হ্রদ হলো স্বয়ংজাত, তাই 'দেবদহ' বলা হয়। দেবদহ তার অবিদূরের নিগম বলে নপুংসকলিঙ্গবশে কথিত। [অর্থকথা]

[২] এখানে 'পণ্ডিত' বলতে ধাতুদক্ষতাদি চতুর্বিধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুণান্বিত। [অর্থকথা]

[৪] এখানে 'অনুগ্রহকারী' বলতে আমিষ-অনুগ্রহ ও ধর্ম-অনুগ্রহের দ্বারা এই দ্বিবিধ অনুগ্রহের দ্বারা অনুগ্রহকারী। [অর্থকথা]

শ্রমণপণ্ডিত।[১] আবুসো, শুন; পণ্ডিত লোকজন পরীক্ষা করবেন—'আয়ুষ্মানদের শাস্তা [গুরু বা শিক্ষক] কী বাদী?[২] কী রকম মত প্রচার করেন?[৩] আয়ুষ্মানদের ধর্ম কি প্রজ্ঞার দ্বারা সুশ্রুত, সুগৃহীত, সুমনস্কারকৃত, সুবিবেচিত, সুজ্ঞাত হয়েছে? উত্তর প্রদানকালে আয়ুষ্মানগণ যাতে ভগবান সম্পর্কে যথার্থবাদী হয়, ভগবানকে যাতে অসত্যের দ্বারা নিন্দা করা হয় না, ধর্মানুযায়ী যাতে ব্যাখ্যা করা হয়, কোনো সহধার্মিকই যাতে বাদানুবাদকালে নিন্দার কারণ না হয়।'

'আবুসো, সেই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানতেই আমরা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট দূর হতে এসেছি। খুবই মঙ্গল হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্রই সেই ভাষিত বিষয়ের অর্থ আমাদের প্রকাশ করেন।' 'আবুসো, তাহলে শুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি বলছি।' 'আচ্ছা আবুসো' এই বলে ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কথায় সায় দিলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র বললেন :

"আবুসো, শুন, নানা দেশ ভ্রমণকারী ভিক্ষুর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ব্যক্তি থাকতে পারেন—[যথা :] ক্ষত্রিয়পণ্ডিত... শ্রমণপণ্ডিত। আবুসো, শুন, পণ্ডিত লোকজন পরীক্ষা করবেন 'আয়ুষ্মানদের শাস্তা কী বাদী? কী রকম মত প্রচার করেন? আবুসো এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তোমাদের এভাবে উত্তর দেয়া উচিত—'আবুসো, আমাদের শাস্তা ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] বিনাশের জন্য উপদেশ দেন।'"

"আবুসো, এভাবে উত্তর প্রদত্ত হলে নিশ্চয়ই আরও অধিক প্রশ্ন করার ব্যক্তি থাকতে পারেন—[যথা :] ক্ষত্রিয়পণ্ডিত... শ্রমণপণ্ডিত। আবুসো, শুন, পণ্ডিত লোকজন পরীক্ষা করবেন—'আয়ুষ্মানদের শাস্তা ছন্দরাগ বিনাশের জন্য কী উপদেশ দেন?' আবুসো, এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ঠিক এভাবেই তোমাদের উত্তর দেয়া উচিত—'আবুসো, আমাদের শাস্তা রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন।"

"আবুসো, এভাবে উত্তর প্রদত্ত হলে নিশ্চয়ই আরও অধিক প্রশ্ন করার

---

[১] 'ক্ষত্রিয়পণ্ডিত' বলতে বিম্বিসার-কোশলরাজাদি পণ্ডিত রাজা। 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' বলতে চঙ্কী-তারুক্ষ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। 'গৃহপতিপণ্ডিত' বলতে চিত্ত-সুদত্ত প্রভৃতি পণ্ডিত গৃহপতি। 'শ্রমণপণ্ডিত' বলতে সভিয়-পিলোতিক প্রভৃতি পণ্ডিত পরিব্রাজক। [অর্থকথা]

[২] নিজের দর্শন সম্পর্কে কী বলেন? কী মতান্তরগ্রাহী। [অর্থকথা]

[৩] শ্রাবক তথা শিষ্যদের উপদেশ-অনুশাসন বিষয়ে কী প্রকাশ করেন? [অর্থকথা]

ব্যক্তি থাকতে পারেন—[যথা :] ক্ষত্রিয়পণ্ডিত... শ্রমণপণ্ডিত। আবুসো, শুন, পণ্ডিত লোকজন পরীক্ষা করবেন—'আয়ুষ্মানদের শাস্তা কী আদীনব [উপদ্রব] দেখে রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন?" আবুসো, এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ঠিক এভাবেই তোমাদের উত্তর দেয়া উচিত—'আবুসো, রূপের প্রতি অবিগতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপিপাসা, অবিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ], অবিগততৃষ্ণাসম্পন্ন ব্যক্তির সেই রূপের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য [মানসিক অশান্তি] ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি অবিগতরাগ... অবিগততৃষ্ণা সম্পন্ন ব্যক্তির সেই সংস্কারের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের প্রতি অবিগতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপিপাসা, অবিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ] অবিগততৃষ্ণাসম্পন্ন ব্যক্তির সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। আবুসো, এই আদীনব দেখে রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য শাস্তা উপদেশ দেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য শাস্তা উপদেশ দেন।"

"আবুসো, এভাবে উত্তর প্রদত্ত হলে নিশ্চয়ই আরও অধিক প্রশ্ন করার ব্যক্তি থাকতে পারেন—[যথা :] ক্ষত্রিয়পণ্ডিত... শ্রমণপণ্ডিত। আবুসো, শুন, পণ্ডিত লোকজন পরীক্ষা করবেন—'আয়ুষ্মানদের শাস্তা কী আনিশংস [সুফল] দেখে রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য উপদেশ দেন?' আবুসো, এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ঠিক এভাবেই তোমাদের উত্তর দেয়া উচিত—'আবুসো, রূপের প্রতি বিগতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপিপাসা, বিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ], বিগততৃষ্ণাসম্পন্ন ব্যক্তির সেই রূপের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি বিগতরাগ... বিগততৃষ্ণা-সম্পন্ন ব্যক্তির সেই সংস্কারের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না। বিজ্ঞানের প্রতি বিগতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম,

বিগতপিপাসা, বিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ] বিগততৃষ্ণা-সম্পন্ন ব্যক্তির সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না। আবুসো, এই আনিশংস দেখে রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য শাস্তা উপদেশ দেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশের জন্য শাস্তা উপদেশ দেন।”

‘আবুসো, অকুশল ধর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অবস্থানকারী ব্যক্তির যদি দৃষ্টধর্মে বিরক্তিহীন, উপায়াসহীন, পরিলাহহীন সুখবিহার হতো এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিশ্চিত সুগতি লাভ হতো, তাহলে ভগবান অকুশল ধর্মগুলোর পরিত্যাগ করার কথা বলতেন না। আবুসো, যেহেতু অকুশল ধর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অবস্থানকারী ব্যক্তির দৃষ্টধর্মে বিরক্তিকর, উপায়াসযুক্ত, পরিলাহযুক্ত দুঃখবিহার হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিশ্চিত দুর্গতি লাভ করে, সে-কারণেই ভগবান এই অকুশল ধর্মগুলো পরিত্যাগ করার কথা বলেন।’

‘আবুসো, কুশল ধর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অবস্থানকারী ব্যক্তির যদি দৃষ্টধর্মে বিরক্তিকর, উপায়াসযুক্ত, পরিলাহযুক্ত দুঃখবিহার হতো এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিশ্চিত দুর্গতি লাভ হতো, তাহলে ভগবান কুশল ধর্মগুলো সম্পাদন করার কথা বলতেন না। আবুসো, যেহেতু কুশল ধর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অবস্থানকারী ব্যক্তির দৃষ্টধর্মে বিরক্তিহীন, উপায়াসহীন, পরিলাহহীন সুখবিহার হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর নিশ্চিত সুগতি লাভ হয়, সে-কারণেই ভগবান এই কুশল ধর্মগুলো সম্পাদন করার কথা বলেন।’

আয়ুষ্মান সারিপুত্র এরূপ বললেন। সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ভাষণ সন্তুষ্ট মনে অভিনন্দন করলেন। [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. হালিদ্দিকানি সূত্র

৩. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চান অবন্তীতে বিহার করছিলেন কুররঘরের পর্বতশীর্ষে। তখন হালিদ্দকানি [হরিদ্রা বা হলুদ বর্ণে রঞ্জিত] গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়ে আয়ুষ্মান মহাকচ্চানকে বন্দনা নিবেদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে আসীন হয়ে হালিদ্দিকানি গৃহপতি আয়ুষ্মান মহাকচ্চানকে বললেন, ‘ভন্তে, অষ্টক-বর্গে মাগণ্ডিয়-প্রশ্নে ভগবান এরূপ বলেছেন :

মুনি গৃহ পরিত্যাগ করে গৃহহীনভাবে বিচরণকারী
এবং গ্রামে সম্পর্ক স্থাপন হতে বিরত।
তিনি কামভোগে রিক্ত ও অনুরাগী না হয়ে
অন্য লোকের সাথে কলহজনক কথায় লিপ্ত হয় না।

'ভন্তে, ভগবানের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই কথার বিস্তারিত অর্থ কিভাবে জানতে হবে?'

'হে গৃহপতি, রূপধাতু হলো বিজ্ঞানের আগার [আশ্রয়স্থান]। রূপধাতুর প্রতি রাগাসক্তি এবং বিজ্ঞানকে 'আগারচারী' বলা হয়। 'হে গৃহপতি, বেদনাধাতু হলো বিজ্ঞানের আগার। বেদনাধাতুর প্রতি রাগাসক্তি এবং বিজ্ঞানকে 'আগারচারী' বলা হয়। 'হে গৃহপতি, সংজ্ঞাধাতু হলো বিজ্ঞানের আগার। সংজ্ঞাধাতুর প্রতি রাগাসক্তি এবং বিজ্ঞানকে 'আগারচারী' বলা হয়। 'হে গৃহপতি, সংস্কারধাতু হলো বিজ্ঞানের আগার। সংস্কারধাতুর প্রতি রাগাসক্তি এবং বিজ্ঞানকে 'আগারচারী' বলা হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই 'আগারচারী' হয়।

'হে গৃহপতি, কীরূপে অনাগারচারী হয়? হে গৃহপতি, রূপধাতুর প্রতি চিত্তের যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যেই অনুশয় রয়েছে তা তথাগতের প্রহীন [পরিত্যক্ত], উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল। সে-কারণে তথাগতকে 'অনাগারচারী' বলা হয়। হে গৃহপতি, বেদনাধাতুর প্রতি... হে গৃহপতি, সংজ্ঞাধাতুর প্রতি... হে গৃহপতি, সংস্কারধাতুর প্রতি... হে গৃহপতি, বিজ্ঞানধাতুর প্রতি চিত্তের যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যেই অনুশয় রয়েছে তা তথাগতের প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, শীর্ষহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল। সে-কারণে তথাগতকে 'অনাগারচারী' বলা হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই অনাগারচারী হয়।"

'হে গৃহপতি, কীরূপে গৃহবাসী হয়? হে গৃহপতি, রূপনিমিত্ত আগাররূপী আসক্তি 'গৃহবাসী' বলে উক্ত হয়। শব্দনিমিত্ত... গন্ধনিমিত্ত... রসনিমিত্ত... স্প্রষ্টব্যনিমিত্ত... হে গৃহপতি, ধর্মনিমিত্ত আগাররূপী আসক্তি 'গৃহবাসী' বলে উক্ত হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই গৃহবাসী হয়।'

'হে গৃহপতি, কীরূপে গৃহহীন হয়? হে গৃহপতি, রূপনিমিত্ত আগাররূপী আসক্তি তথাগতের প্রহীন, উচ্ছিন্ন-মূল, শীর্ষহীন তালবৃক্ষের মতো,

পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল। সে-কারণে তথাগতকে 'গৃহহীন' বলা হয়। শব্দনিমিত্ত... গন্ধনিমিত্ত... রসনিমিত্ত... স্প্রষ্টব্যনিমিত্ত... হে গৃহপতি, ধর্মনিমিত্ত আগাররূপী আসক্তি তথাগতের প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, শীর্ষহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল। সে-কারণে তথাগতকে 'গৃহহীন' বলা হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই গৃহহীন হয়।'

'হে গৃহপতি, কীরূপে গ্রামে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়? হে গৃহপতি, এই জগতে কেউ কেউ গৃহী সংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, অপরের খুশিতে খুশি, অপরের শোকে শোকী, অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,[১] উৎপন্ন কৃত্যকরনীয়ে নিজেকে তন্মধ্যে নিয়োজিত করে। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই গ্রামে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।'

'হে গৃহপতি, কীরূপে গ্রামে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় না? হে গৃহপতি, ভিক্ষু গৃহী অসংশ্লিষ্ট হয়ে অবস্থান করে, অপরের খুশিতে খুশি হয় না, অপরের শোকে শোকী হয় না, অপরের সুখে সুখী হয় না, দুঃখে দুঃখী হয় না, উৎপন্ন কৃত্যকরনীয়ে নিজেকে তন্মধ্যে নিয়োজিত করে না। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই গ্রামে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় না।'

'হে গৃহপতি, কীরূপে কামেতে পরিপূর্ণ হয়? হে গৃহপতি, এই জগতে কেউ কেউ কামেতে [বস্তুকামেতে] রাগযুক্ত, ছন্দযুক্ত, প্রেমসংশ্লিষ্ট, পিপাসাযুক্ত, পরিলাহসমন্বিত, তৃষ্ণাসংশ্লিষ্ট হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই কামেতে পরিপূর্ণ হয়।'

'হে গৃহপতি, কীরূপে কামে শূন্য হয়? হে গৃহপতি, এই জগতে কেউ কেউ কামেতে রাগহীন, ছন্দহীন, প্রেমরহিত, পিপাসারহিত, পরিলাহবিযুক্ত, তৃষ্ণাবিযুক্ত হয়। হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই কামে শূন্য হয়।'

"হে গৃহপতি, কীরূপে পশ্চাৎগামী হয়? হে গৃহপতি, এখানে কারো কারো এরূপ হয়—'এই রূপ সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই বেদনা সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই সংজ্ঞা সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই সংস্কার সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই বিজ্ঞান সুদূর এরূপ হোক।'[২] হে গৃহপতি,

---

[১] 'সুখে সুখী' বলতে পরিচারকের মধ্যে ধনধান্য লাভাদি বশে 'আমি এখনই মনোজ্ঞ ভোজন লাভ করেছি' বলে সংসার জীবনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সুখে সুখী হয়। সেই প্রাপ্ত সম্পত্তিকে অনুভব করতে করতে তিনি বিচরণ করেন। 'দুঃখে দুঃখিত' বলতে সেই কোনো না-কোনো কারণের দ্বারা দুঃখরাশি উৎপন্ন হলে দ্বিগুণ দুঃখের দ্বারা দুঃখিত হয়। [অর্থকথা]

[২] দীর্ঘ সময় পরে কাল-সাদাদি রূপের মধ্যে 'এ ধরনের রূপ হোক' এভাবে প্রার্থনা করে।

ঠিক এভাবেই পশ্চাৎগামী হয়।”

“হে গৃহপতি, কীরূপে অপশ্চাৎগামী হয়? হে গৃহপতি, এখানে কারো কারো এরূপ চিত্ত উদয় হয় না—‘এই রূপ সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই বেদনা সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই সংজ্ঞা সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই সংস্কার সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ হোক, এই বিজ্ঞান সুদূর এরূপ হোক।’ হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই অপশ্চাৎগামী হয়।”

‘হে গৃহপতি, কীরূপে [অন্যের সাথে] কলহজনক কথার কর্তা হয়? হে গৃহপতি, এখানে কেউ কেউ [একে অপরের সাথে] এরূপ কথার কর্তা হয়—‘তুমি এই ধর্মবিনয় জান না, আমি এই ধর্মবিনয় জানি। কিরূপে তুমি এই ধর্মবিনয় সম্পর্কে জানবে? তুমি মিথ্যাপ্রতিপন্ন, আমি সম্যক প্রতিপন্ন। আমার বাক্য অর্থযুক্ত আর তোমার নিরর্থক। তুমি পূর্বে যা বলা উচিত তা পরে বল, পরে যা বলা উচিত তা পূর্বে বল। অনভ্যস্তকে তুমি বিপর্যস্ত করতেছ, তোমার দোষ আরোপিত এবং তুমি নিগৃহীত, বাদ [দোষ] মোচনার্থ-যত্ন কর। অথবা যদি সমর্থ হও তবে গ্রন্থি খোল।’ হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই [অন্যের সাথে] কলহজনক কথার কর্তা হয়।’

‘হে গৃহপতি, কীরূপে [অন্যের সাথে] কলহজনক কথার কর্তা হয় না? হে গৃহপতি, এখানে কেউ কেউ [একে অপরের সাথে] এরূপ কথার কর্তা হয় না—‘তুমি এই ধর্মবিনয় জান না... প্রত্যাখ্যান করে যদি পার খণ্ডন কর।’ হে গৃহপতি, ঠিক এভাবেই [অন্যের সাথে] কলহজনক কথার কর্তা হয় না।’

‘হে গৃহপতি, এরূপেই যা কিছু বলেছেন ভগবান অষ্টকবর্গীয় মাগণ্ডিয় প্রশ্নে—

‘আগার পরিত্যাগপূর্বক গৃহবাসীরূপে বিচরণকারী হয়ে
মুণিগণ গ্রামে করেন বন্ধুত্ব,
কামেতে রিক্ত অপশ্চাদ্গামী হয়ে
কলহজনক কথার জন্মদাতা না হন।’

‘হে গৃহপতি, ভগবানের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই কথার বিস্তারিত অর্থ এভাবেই দ্রষ্টব্য। [তৃতীয় সূত্র]

সুখ প্রভৃতি বেদনার মধ্যে ‘এরূপ বেদনা হোক’। নীল-সংজ্ঞাদির মধ্যে ‘এরূপ সংজ্ঞা হোক’। পুণ্যাভিসংস্কার ইত্যাদি সংস্কারের মধ্যে ‘এরূপ সংস্কার হোক’। চক্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের মধ্যে ‘এরূপ বিজ্ঞান হোক’ এভাবে প্রার্থনা করে। [অর্থকথা]

৪. দ্বিতীয় হালিদ্দিকানি সূত্র

৪. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চান অবন্তীতে বিহার করছিলেন কুররঘরে পর্বতশীর্ষে। তখন হালিদ্দকানি [হরিদ্রা বা হলুদ বর্ণে রঞ্জিত] গৃহপতি যেখানে আয়ুষ্মান মহাকচ্চান আছেন সেখানে গেলেন, গিয়ে আয়ুষ্মান মহাকচ্চানকে বন্দনা নিবেদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে হালিদ্দিকানি গৃহপতি আয়ুষ্মান মহাকচ্চানকে বললেন :

"ভন্তে, ভগবান [দী. নি.] শক্র-প্রশ্নে এরূপ বলেছেন, 'যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তৃষ্ণক্ষয়ে বিমুক্ত [তৃষ্ণাক্ষয় নির্বাণ তদালম্বনের দরুণ ফলবিমুক্তিতে বিমুক্ত], তারা পরিপূর্ণ চিত্তের একাগ্রভাব রক্ষাকারী, পরিপূর্ণ বিমুক্ত, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারী, পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনকারী, দেব-মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।"

'ভন্তে, ভগবানের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই কথার বিস্তারিত অর্থ কীরূপে দেখা উচিত?'

'হে গৃহপতি, রূপধাতুর প্রতি চিত্তের যে রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যে অনুশয় রয়েছে সেসবের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন হতে চিত্তকে পরিপূর্ণ বিমুক্ত বলে বলা হয়।'

'হে গৃহপতি, বেদনাধাতুর প্রতি... হে গৃহপতি, সংজ্ঞাধাতুর প্রতি... হে গৃহপতি, বিজ্ঞানধাতুর প্রতি চিত্তের যে রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যে অনুশয় রয়েছে সেসবের ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন হতে চিত্তকে পরিপূর্ণ বিমুক্ত বলে বলা হয়।'

"হে গৃহপতি, ভগবান [দেবরাজ] শক্র-প্রশ্নে যা কিছু বলছেন—'যে-সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তৃষ্ণক্ষয়ে বিমুক্ত, তারা পরিপূর্ণ চিত্তের একাগ্রভাব রক্ষাকারী, পরিপূর্ণ বিমুক্ত, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচারী, পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনকারী, দেব-মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।"

'হে গৃহপতি, ভগবানের সংক্ষিপ্তভাবে ভাষিত এই কথার বিস্তারিত অর্থ এভাবেই দেখা উচিত। [চতুর্থ সূত্র]

৫. সমাধি সূত্র

৫. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বিহার করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে। সেখানে ভগবান ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন, 'হে ভিক্ষুগণ,'

'ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে সম্মতি দিলেন। ভগবান বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, সমাধি ভাবিত করো, ভিক্ষুগণ সমাহিত ভিক্ষু যথাযথ জানতে পারেন। কী যথাযথ জানতে পারেন? রূপের উৎপত্তি ও বিনাশ; বেদনার উৎপত্তি ও বিনাশ; সংজ্ঞার উৎপত্তি ও বিনাশ; সংস্কারের উৎপত্তি ও বিনাশ, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ।"[১]

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উৎপত্তি কী, বেদনার উৎপত্তি কী, সংজ্ঞার উৎপত্তি কী, সংস্কারের উৎপত্তি কী, বিজ্ঞানের উৎপত্তি কী? ভিক্ষুগণ, এই জগতে ভিক্ষু অভিনন্দন করেন [প্রার্থনা করেন], অভিবাদন করেন,[২] অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

'কী অভিনন্দন করেন, অভিবাদন করেন, কীসে অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন? রূপকে অভিনন্দন করেন, অভিবাদন করেন, রূপে অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন। সেই রূপকে অভিনন্দন করেন, অভিবাদন করেন, সেই রূপে অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা [নন্দী] উৎপন্ন হয়। যা রূপের প্রতি তৃষ্ণা তা উপাদান হয়। সেই উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপত্তি হয়। এভাবেই যাবতীয় দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

'বেদনাকে অভিনন্দন করেন... সংজ্ঞাকে অভিনন্দন করেন... সংস্কারগুলোকে অভিনন্দন করেন... বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন, অভিবাদন করেন, বেদনাতে অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন। সেই বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন, অভিবাদন করেন, বিজ্ঞানে অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করলে তৃষ্ণা [নন্দী] উৎপন্ন হয়। যা বিজ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা তা উপাদান হয়। সেই উপাদানের প্রত্যয়ে ভব, ভবের প্রত্যয়ে জন্ম, জন্মের প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস উৎপত্তি হয়। এভাবেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, এটিই রূপের উৎপত্তি, এটিই বেদনার উৎপত্তি, এটিই সংজ্ঞার উৎপত্তি, এটিই সংস্কারের উৎপত্তি, এটিই বিজ্ঞানের উৎপত্তি।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের বিনাশ কী, বেদনার বিনাশ কী, সংজ্ঞার বিনাশ কী, সংস্কারের বিনাশ কী, বিজ্ঞানের বিনাশ কী?'

---

[১] এটি ভগবান সেই ভিক্ষুদের চিত্ত-একাগ্রতা পরিক্ষীণ হচ্ছে দেখে, 'চিত্ত-একাগ্রতা লাভ করার জন্য এই কর্মস্থান সহায়ক হবে' এটি জ্ঞাত হয়ে বলেছিলেন। [অর্থকথা]

[২] অভিবাদন করেন' বলতে সেই অভিবাদনের দরুন 'অহো! প্রিয়, ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ' বলে প্রকাশ করেন। [অর্থকথা]

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করেন।

'কী অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, কীসে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করেন? রূপকে অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, রূপে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করেন। সেই রূপকে অনভিনন্দন, অনভিবাদন, রূপে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করলে যা রূপের প্রতি তৃষ্ণা [নন্দী] সেটি নিরুদ্ধ হয়। সেই তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়। উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়... এভাবেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'বেদনাকে অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, বেদনাতে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করেন। সেই বেদনাকে অনভিনন্দন, অনভিবাদন, বেদনাতে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করলে যা বেদনার প্রতি তৃষ্ণা [নন্দী] সেটি নিরুদ্ধ হয়। সেই তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়। উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়... এভাবেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'সংজ্ঞাকে অভিনন্দন না করে... সংস্কারকে অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, সংস্কারে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করেন। সেই সংস্কারকে অনভিনন্দন, অনভিবাদন, সংস্কারে অনুরক্ত না হয়ে অবস্থান করলে যা সংস্কারের প্রতি তৃষ্ণা [নন্দী] সেটি নিরুদ্ধ হয়। সেই তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়। উপাদান-নিরোধে ভবনিরোধ হয়... এভাবেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'বিজ্ঞানকে অভিনন্দন না করে, অভিবাদন না করে, অননুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন। সেই বিজ্ঞানকে অনভিনন্দন, অনভিবাদন, অননুরক্ত হয়ে অবস্থান করলে যা বিজ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা [নন্দী] সেটি নিরুদ্ধ হয়। সেই তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ হয়। উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ হয়... এভাবেই সম্পূর্ণরূপে দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, এটিই রূপের বিনাশ, এটিই বেদনার বিনাশ, এটিই সংজ্ঞার বিনাশ, এটিই সংস্কারগুলোর বিনাশ, এটিই বিজ্ঞানের বিনাশ'।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. নির্জনতা সূত্র

৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, নির্জনে ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত কর। ভিক্ষুগণ, [কারণ] নির্জনে ভিক্ষু সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেন। কী সুস্পষ্টভাবে জানতে

পারেন? রূপের উৎপত্তি ও রূপের বিনাশ, বেদনার উৎপত্তি ও বিনাশ, সংজ্ঞার উৎপত্তি ও বিনাশ, সংস্কারের উৎপত্তি ও বিনাশ, বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ... [যেভাবে প্রথম সূত্রে [সমাধি সূত্রে] বিস্তৃত হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বিস্তার করণীয়] [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. উৎপন্ন পরিত্রাস সূত্র

৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের উৎপন্ন পরিত্রাস [উদ্বেগ] ও অনুৎপন্ন অপরিত্রাস সম্পর্কে দেশনা করব। তা শুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি বলছি। 'আচ্ছা ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মতি দিলেন। ভগবান বললেন :

'হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে উৎপন্ন পরিত্রাস হয়? ভিক্ষুগণ এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। তার সেই রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়। তার রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে, চিত্তের অধিকার-হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি] হেতু পরিত্রাস হয়।

বেদনাকে আত্মাদৃষ্টিতে দেখে, আত্মা বেদনাবান দেখে, আত্মায় বেদনা দেখে কিংবা বেদনায় আত্মা দর্শন করে। তার সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার বেদনাবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়। তার বেদনাবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে, চিত্তের অধিকার-হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি] হেতু পরিত্রাস হয়।

সংজ্ঞা আত্মাদৃষ্টিতে দেখেন... সংস্কারকে আত্মাদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে সংস্কারবান দেখে, আত্মায় সংস্কার দেখে কিংবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করে। তার সেই সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার সংস্কারবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান সংস্কারবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়। তার সংস্কারবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়]

সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে, চিত্তের অধিকার-হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি]-হেতু পরিত্রাস হয়।

বিজ্ঞানকে আত্মাদৃষ্টিতে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। তার সেই বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার বিজ্ঞান বিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-বিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয়। তার বিজ্ঞানবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয়, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে, চিত্তের অধিকার হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি] হেতু পরিত্রাস হয়। ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই উৎপন্ন পরিত্রাস হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অনুৎপন্ন অপরিত্রাস হয়? ভিক্ষুগণ এই জগতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক [স্রোতাপন্ন] আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে পণ্ডিত, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে পণ্ডিত, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। তার সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয় না। তার রূপবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয় না, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে না, চিত্তের অনধিকার হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় না ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি]-হেতু পরিত্রাস হয় না।

বেদনায় আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বেদনাবান দেখেন না, আত্মায় বেদনা দেখেন না অথবা বেদনাতে আত্মা দর্শন করেন না। তার সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার বেদনাবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান বেদনাবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয় না। তার বেদনাবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয় না, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে না, চিত্তের অনধিকার হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় না ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি] হেতু পরিত্রাস হয় না।

সংজ্ঞায় আত্মা দেখেন না... সংস্কারে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে সংস্কারবান দেখেন না, আত্মায় সংস্কার দেখেন না অথবা সংস্কারে আত্মা দর্শন করেন না। তার সেই সংস্কার পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার সংস্কারবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান সংস্কারবিপরিণাম-

অনুপরিবর্তী হয় না। তার সংস্কারবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয় না, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে না, চিত্তের অনধিকার হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় না ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি]-হেতু পরিত্রাস হয় না।

বিজ্ঞানে আত্মাকে দেখেন না, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখেন না, আত্মায় বিজ্ঞান দেখেন না অথবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করেন না। তার সেই বিজ্ঞানপরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তার বিজ্ঞানবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে বিজ্ঞান বিজ্ঞানবিপরিণাম-অনুপরিবর্তী হয় না। তার বিজ্ঞানবিপরিণাম-অনুপরিবর্তজাত পরিত্রাস হয় না, ধর্মের [চিন্তনীয় বিষয়] সমুৎপাদ চিত্তকে অধিকার করে থাকে না, চিত্তের অনধিকার হেতু ভীত, বিরক্ত ও আসক্ত হয় না ও উপাদান [দৃঢ়াসক্তি] হেতু পরিত্রাস হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অনুৎপন্ন অপরিত্রাস হয়।' [সপ্তম সূত্র]

৮. দ্বিতীয় উৎপন্ন পরিত্রাস সূত্র

৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের উৎপন্ন পরিত্রাস ও অনুৎপন্ন অপরিত্রাস সম্পর্কে দেশনা করব। তা শুন... ভিক্ষুগণ, কিভাবে উৎপন্ন পরিত্রাস হয়? ভিক্ষুগণ, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দেখেন। তার সেই রূপপরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। সেই রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। বেদনাকে 'এটি আমার... সংস্কারকে 'এটি আমার... বিজ্ঞানকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দেখেন। তার সেই বিজ্ঞানপরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বিজ্ঞানবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই উৎপন্ন পরিত্রাস হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে অনুৎপন্ন অপরিত্রাস হয়? ভিক্ষুগণ, এই জগতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' বলে দেখেন। তার সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার রূপবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না। বেদনাকে 'এটি আমার নয়... সংস্কারকে 'এটি আমার নয়... বিজ্ঞানকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' বলে দেখেন। তার সেই বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে

তার বিজ্ঞানবিপরিণাম-অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অনুৎপন্ন অপরিত্রাস হয়।' [অষ্টম সূত্র]

৯. কালত্রয় অনিত্য সূত্র

৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, অতীত রূপও অনিত্য, অনাগত রূপও অনিত্য; বর্তমান রূপের কথাই বা কী![1] ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন। অতীত বেদনাও অনিত্য... অতীত সংজ্ঞাও অনিত্য... অতীত সংস্কারও অনিত্য, অনাগত সংস্কারও অনিত্য; বর্তমান সংস্কারের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত সংস্কারের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত সংস্কারকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন। অতীত বিজ্ঞানও অনিত্য, অনাগত বিজ্ঞানও অনিত্য; বর্তমান বিজ্ঞানের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন।' [নবম সূত্র]

১০. কালত্রয় দুঃখ সূত্র

১০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, অতীত রূপও দুঃখ, অনাগত রূপও দুঃখ; বর্তমান রূপের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং

---

[1] বর্তমানের কথাই বা কী! বলতে যা বর্তমান তাও অনিত্য। সেই ভিক্ষুরা নাকি অতীত-অনাগত অনিত্য অবলোকন করে বর্তমান সম্পর্কে সন্ধিহান হচ্ছিলেন। অতঃপর তাদের এই হতে অতীত-অনাগতে ও 'বর্তমান অনিত্য' বললে বুঝতে পারবে। এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে ভগবান পুদ্গল অভিপ্রায়ের দ্বারা এই দেশনা দেশনা করেছিলেন। [অর্থকথা]

নিরোধের জন্য কাজ করেন। অতীত বেদনাও দুঃখ... অতীত সংজ্ঞাও দুঃখ... অতীত সংস্কারও দুঃখ... অতীত বিজ্ঞানও দুঃখ, অনাগত বিজ্ঞানও দুঃখ; বর্তমান বিজ্ঞানের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন। [দশম সূত্র]

১০. কালত্রয় অনাত্মা সূত্র

১১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, অতীত রূপও অনাত্মা, অনাগত রূপও অনাত্মা; বর্তমান রূপের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন। অতীত বেদনাও অনাত্মা... অতীত সংজ্ঞাও অনাত্মা... অতীত সংস্কারও অনাত্মা... অতীত বিজ্ঞানও অনাত্মা, অনাগত বিজ্ঞানও অনাত্মা; বর্তমান বিজ্ঞানের কথাই বা কী! ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক অতীত বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ [অনাসক্ত] হন। অনাগত বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিরাগ হন এবং নিরোধের জন্য কাজ করেন।' [একাদশ সূত্র]

[[[নকুলপিতা বর্গ প্রথম সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

নকুলপিতা ও দেবদহ আর হালিদ্দিকানিদ্বয়,
সমাধি ও নির্জনতা আর দ্বিবিধ উৎপন্ন পরিত্রাস হয়;
অতীত-অনাগত-বর্তমান, বর্গ তার দ্বারা উক্ত হয় ॥

২. অনিত্য বর্গ

১. অনিত্য সূত্র

১২. আমি এরূপ শুনেছি—শ্রাবস্তীতে। সেখানে... "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য ও বিজ্ঞান অনিত্য।

হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি অনাসক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতি অনাসক্ত হন, সংস্কারের প্রতি অনাসক্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি অনাসক্ত হন। অনাসক্ত হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে বিমুক্তিজ্ঞানের উদয় হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্ত] অন্য কোনো করণীয় নেই।'" [প্রথম সূত্র]

২. দুঃখ সূত্র

১৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ, বেদনা দুঃখ, সংজ্ঞা দুঃখ, সংস্কার দুঃখ ও বিজ্ঞান দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্ত] অন্য কোনো করণীয় নেই।'" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. অনাত্মা সূত্র

১৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্মা, সংস্কার অনাত্মা ও বিজ্ঞান অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি অনাসক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতি অনাসক্ত হন, সংস্কারের প্রতি অনাসক্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি অনাসক্ত হন। অনাসক্ত হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে বিমুক্তি জ্ঞানের উদয় হয়। 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্ত] অন্য কোনো করণীয় নেই।'" [তৃতীয় সূত্র]

৪. যা অনিত্য সূত্র

১৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো অনিত্য; যা অনিত্য তা হলো দুঃখ, যা দুঃখ তা হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়' এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। বেদনা হলো অনিত্য; যা অনিত্য তা হলো দুঃখ, যা দুঃখ তা হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়' এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। সংজ্ঞা হলো অনিত্য... সংস্কার হলো অনিত্য... বিজ্ঞান হলো অনিত্য; যা অনিত্য তা হলো দুঃখ, যা দুঃখ তা

হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা ‘আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়’ এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি অনাসক্ত হয়, সংজ্ঞার প্রতি অনাসক্ত হন, সংস্কারের প্রতি অনাসক্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি অনাসক্ত হন। অনাসক্ত হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে বিমুক্তিজ্ঞানের উদয় হয়। ‘আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্ত] অন্য কোনো করণীয় নেই।’” [চতুর্থ সূত্র]

৫. যা দুঃখ সূত্র

১৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

‘হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো দুঃখ; যা দুঃখ তা হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা ‘আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়’ এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। বেদনা হলো দুঃখ... সংজ্ঞা হলো দুঃখ... সংস্কার হলো দুঃখ... বিজ্ঞান হলো দুঃখ; যা দুঃখ তা হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা ‘আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়’ এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অপর কোনো কর্তব্য নেই’ এভাবে তিনি বিশেষভাবে জানতে পারেন।” [পঞ্চম সূত্র]

৬. যা অনাত্মা সূত্র

১৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

‘হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা ‘আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়’ এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। বেদনা হলো অনাত্মা... সংজ্ঞা হলো অনাত্মা... সংস্কার হলো অনাত্মা... বিজ্ঞান হলো অনাত্মা; যা অনাত্মা তা ‘আমার নয়, আমি নই, আমার আত্মা নয়’ এভাবে সুস্পষ্টভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অপর কোনো কর্তব্য নেই’ এভাবে তিনি বিশেষভাবে জানতে পারেন।” [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. সহেতু (হেতুসংযুক্ত) অনিত্য সূত্র

১৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো অনিত্য; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় রূপের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য-উদ্ভূত রূপ কোথায় নিত্য হবে! বেদনা হলো অনিত্য; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় বেদনার উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য-উদ্ভূত বেদনা কোথায় নিত্য হবে! সংজ্ঞা হলো অনিত্য; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় সংজ্ঞার উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য-উদ্ভূত সংজ্ঞা কোথায় নিত্য হবে! সংস্কার হলো অনিত্য; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় সংস্কারের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য-উদ্ভূত সংস্কার কোথায় নিত্য হবে! বিজ্ঞান হলো অনিত্য; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় বিজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনিত্য। হে ভিক্ষুগণ, অনিত্য-উদ্ভূত বিজ্ঞান কোথায় নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অপর কোনো কর্তব্য নেই' এভাবে তিনি বিশেষভাবে জানতে পারেন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. সহেতু (হেতুসংযুক্ত) দুঃখ সূত্র

১৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো দুঃখ; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় রূপের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-উদ্ভূত রূপ কোথায় নিত্য হবে! বেদনা হলো দুঃখ... সংজ্ঞা হলো দুঃখ... সংস্কার হলো দুঃখ... বিজ্ঞান হলো দুঃখ; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় বিজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-উদ্ভূত বিজ্ঞান কোথায় নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই' এভাবে তিনি বিশেষভাবে জানতে পারেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. সহেতু (হেতুসংযুক্ত) অনাত্মা সূত্র

২০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো অনাত্মা; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় রূপের উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, অনাত্মা-উদ্ভূত রূপ কোথায় নিত্য হবে! বেদনা হলো অনাত্মা... সংজ্ঞা হলো অনাত্মা... সংস্কার হলো অনাত্মা... বিজ্ঞান হলো অনাত্মা; যেই হেতু ও যেই প্রত্যয় বিজ্ঞানের

উৎপত্তির জন্য দায়ী, সেটিও অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, অনাত্মা-উদ্ভূত বিজ্ঞান কোথায় নিত্য হবে! হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই' এভাবে তিনি বিশেষভাবে জানতে পারেন।" [অষ্টম সূত্র]

১০. আনন্দ সূত্র

২১. শ্রাবস্তীতে... আরামে। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'নিরোধ নিরোধ' বলা হয়। ভন্তে, আসলে এখানে কোন ধর্মগুলোর [বিষয়গুলোর] নিরোধ 'নিরোধ' বলা হয়?" "হে আনন্দ, রূপ অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন [কার্যকারণ-দ্বারা উৎপন্ন], ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। তারই নিরোধকে 'নিরোধ' বলা হয়। বেদনা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। তারই নিরোধকে 'নিরোধ' বলা হয়। সংজ্ঞা... সংস্কার অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। তারই নিরোধকে 'নিরোধ' বলা হয়। বিজ্ঞান অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী ও নিরোধধর্মী। তারই নিরোধ 'নিরোধ' বলা হয়। হে আনন্দ, এখানে এসব ধর্মের নিরোধকে 'নিরোধ' বলা হয়। [দশম সূত্র]

[[[অনিত্য বর্গ দ্বিতীয় সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা; যা অনিত্য অপর তিন সূত্র;
হেতুর দ্বারা ত্রিবিধ ব্যক্ত আর আনন্দের দ্বারা সেই দশ হলো উক্ত ॥

৩. ভার বর্গ

১. ভার সূত্র

২২. শ্রাবস্তীতে... তখন... "হে ভিক্ষুগণ, আমি ভার [বোঝা], ভারবাহক, ভারগ্রহণকারী, ভারত্যাগ বিষয়ে দেশনা করব। তা শুন। হে ভিক্ষুগণ, ভার কিরূপ? তা পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকেই বলা হয়। পঞ্চ কী প্রকার? রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'ভার'।

'হে ভিক্ষুগণ, ভারবাহক কিরূপ? তা পুদ্গল বা ব্যক্তিকেই বলা হয়। যা আয়ুষ্মান এরূপ নাম, এরূপ গোত্র। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'ভারবাহক'।[১]

'হে ভিক্ষুগণ, ভারগ্রহণকারী কিরূপ? যা এই তৃষ্ণা পুনর্জন্মদায়ী নন্দীরাগসহগত সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী, যেমন : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ভারগ্রহণকারী।[২]

'হে ভিক্ষুগণ, ভারত্যাগ কিরূপ? যা সেই সেই তৃষ্ণার অশেষ, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি, বিতৃষ্ণ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'ভারত্যাগ'।"

ভগবান এরূপ বললেন। সুগত এরূপ বলে ভগবান অতঃপর বললেন :

পঞ্চস্কন্ধই হচ্ছে ভার আর ভারবাহক হচ্ছে পুদ্গল;
ভারগ্রহণকারী লোকের হয় দুখ, ভারত্যাগকারীর হয় সুখ।
নিক্ষেপপূর্বক গুরু ভার, অন্য ভার না করে গ্রহণ,
[অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা] সমূলে কর [অবিদ্যাসহ] তৃষ্ণা উৎপাটন
আর অনাসক্ত হয়ে লাভ কর পরিনির্বাণ। [প্রথম সূত্র]

---

[১] 'হে ভিক্ষুগণ, একেই ভার বলে' বলতে এই যে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ, একেই ভার বলা হয়। কোন অর্থে? রক্ষা করা কষ্টকর এই অর্থে। তা স্থাপন-গমন-বসানো-শোয়ানো-স্নান-মণ্ডন-খাওয়ানো-ভোজন করানো প্রভৃতি রক্ষ করা কষ্টকর' বলে রক্ষা করা কষ্টকর অর্থের দ্বারা ভার বা বোঝা বলা হয়। 'এরূপ নাম' বলতে তিষ্য-দত্ত প্রভৃতি নাম। 'এরূপ গোত্র' বলতে কৃষ্ণায়ন-বচ্ছায়ন প্রভৃতি গোত্র। এই কার্যমাত্র সিদ্ধপুদ্গল 'ভারবাহক' করে প্রদর্শন করছেন। পুদ্গল প্রতিসন্ধিক্ষণেই স্কন্ধভার ধারণ করে দশ বছর, বিশ বছর এভাবে যাবজ্জীবন এই স্কন্ধভার স্নান করিয়ে, ভোজন করিয়ে, কোমল-সংস্পর্শযুক্ত মঞ্চপীঠের মধ্যে বসিয়ে, শয়ন করিয়ে যত্নশীল হলেও চ্যুতিক্ষণে তা পরিত্যাগ করে পুনঃ প্রতিসন্ধিক্ষণে অপর স্কন্ধভার গ্রহণ করে, তার কারণে 'ভারবাহক' বলা হয়েছে। [অর্থকথা]

[২] 'পুনর্জন্মদায়ী' বলতে পুনঃ ভবে উৎপন্নকারী। 'নন্দীরাগ-সহগত' বলতে নন্দীরাগের দ্বারা সহ একভাবাপন্ন অবস্থায় গত। প্রকৃত স্বভাব সহগত বলে এখানে অভিপ্রেত। 'সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারী' বলতে উৎপত্তিস্থানে রূপাদির মধ্যে কিংবা আলম্বনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অভিনন্দনশীল হয়। কামতৃষ্ণা প্রভৃতির মধ্যে পঞ্চকামগুণিক রাগ হলো কামতৃষ্ণা, রূপ-অরূপ ভবরাগ ধ্যানীক শাশ্বতদৃষ্টি সহগত রাগ এটি হলো ভবতৃষ্ণা, উচ্ছেদদৃষ্টি সহগত রাগ হলো বিভবতৃষ্ণা। 'ভার গ্রহণকারী' বলতে বোঝা বা দায়িত্ব গ্রহণ তৃষ্ণাই এই ভার গ্রহণ করে। অশেষ, বিরাগ, নিরোধ ইত্যাদি সমস্তই নির্বাণের সমান অর্থবাচক শব্দ। তা আগমন করলে তৃষ্ণা অশেষ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিরুদ্ধ করে, ত্যাগ করে, বর্জন করে বিমুক্ত হয়। যদি এখানে কামালয় কিংবা দৃষ্ট্যালয় না থাকে তবে নির্বাণ লাভ হয়। [অর্থকথা]

২. পরিজ্ঞান সূত্র

২৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পরিজ্ঞান [সর্বতোভাবে জানা] ও পরিজ্ঞেয় [সর্বতোভাবে জানা উচিত] বিষয়ে দেশনা করব। তা শুন। হে ভিক্ষুগণ, পরিজ্ঞেয় বিষয়গুলো কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, রূপ পরিজ্ঞেয় বিষয়, বেদনা পরিজ্ঞেয় বিষয়, সংজ্ঞা পরিজ্ঞেয় বিষয়, সংস্কার পরিজ্ঞেয় বিষয়, বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয় বিষয়। হে ভিক্ষুগণ, 'পরিজ্ঞেয় বিষয়গুলো' একেই বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, পরিজ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, যেই রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'পরিজ্ঞান'।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. অভিজ্ঞা সূত্র

২৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপকে অভিজ্ঞান না করে, পরিজ্ঞান না করে, বিনাশ না করে, ত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। বেদনাকে অভিজ্ঞান না করে, পরিজ্ঞান না করে, বিনাশ না করে, ত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। সংজ্ঞাকে অভিজ্ঞান না করে... সংস্কারকে অভিজ্ঞান না করে, পরিজ্ঞান না করে, বিনাশ না করে, ত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব। বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞান না করে, পরিজ্ঞান না করে, বিনাশ না করে, ত্যাগ না করে দুঃখক্ষয় অসম্ভব।[১]

হে ভিক্ষুগণ, অভিজ্ঞান করে, পরিজ্ঞান করে, বিনাশ করে, ত্যাগ করে দুঃখক্ষয় সম্ভব। বেদনাকে অভিজ্ঞান করে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞান করে, পরিজ্ঞান করে, বিনাশ করে, ত্যাগ করে দুঃখক্ষয় সম্ভব। [তৃতীয় সূত্র]

৪. ছন্দরাগ সূত্র

২৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের প্রতি যেই ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] তা ত্যাগ কর। এভাবে সেই রূপ প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।

---

[১] 'অভিজ্ঞান করেন' বলতে অভিজানন করেন। এর দ্বারা জ্ঞাত-পরিজ্ঞা কথিত হয়েছে। দ্বিতীয় পদের তীরণ-পরিজ্ঞা, তৃতীয় পদের দ্বারা প্রহান-পরিজ্ঞা কথিত হয়েছে। এই সূত্রে ত্রিবিধ পরিজ্ঞাই কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

বেদনার প্রতি যেই ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] তা ত্যাগ কর। এভাবে সেই বেদনা প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।

সংজ্ঞার প্রতি যেই ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] তা ত্যাগ কর। এভাবে সেই সংজ্ঞা প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।

সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] তা ত্যাগ কর। এভাবে সেই সংস্কার প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।

বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দরাগ [তৃষ্ণা] তা ত্যাগ কর। এভাবে সেই বিজ্ঞান প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. আস্বাদ সূত্র

২৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, অনুত্তর সম্যকসম্বোধি অধিগত করার পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আমার এরূপ স্মরণ হয়েছিল—'রূপের আস্বাদ কী, আদীনব [দোষ] কী, নিঃসরণ [মুক্তি] কী? বেদনার আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী? সংজ্ঞার আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী? সংস্কারের আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী? বিজ্ঞানের আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী?

হে ভিক্ষুগণ, তখন আমার এরূপ মনে হয়েছিল—রূপকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো রূপের আস্বাদ। যেই রূপ অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী [পরিবর্তনশীল], এটি হলো রূপের আদীনব। রূপের প্রতি যেই ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো রূপের নিঃসরণ।

বেদনাকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো বেদনার আস্বাদ। যেই বেদনা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী [পরিবর্তনশীল], এটি হলো বেদনার আদীনব। বেদনার প্রতি যেই ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো বেদনার নিঃসরণ।

সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো সংজ্ঞার আস্বাদ। যেই সংজ্ঞা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী [পরিবর্তনশীল], এটি হলো সংজ্ঞার আদীনব। সংজ্ঞার প্রতি যেই ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো সংজ্ঞার নিঃসরণ।

সংস্কারকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো সংস্কারের আস্বাদ। যেই সংস্কার অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী [পরিবর্তনশীল], এটি হলো সংস্কারের আদীনব। সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো সংস্কারের নিঃসরণ।

বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো বিজ্ঞানের আস্বাদ। যেই বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী [পরিবর্তনশীল], এটি হলো বিজ্ঞানের আদীনব। রূপের প্রতি যেই ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো বিজ্ঞানের নিঃসরণ।

'হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত আমি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে ঠিক ঠিকরূপে জানতে পারিনি; হে ভিক্ষুগণ, ততদিন পর্যন্ত আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যদের নিকট অনুত্তর সম্যকসম্বোধিতে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হইনি। হে ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে ঠিক ঠিকরূপে জানতে পেরেছি; হে ভিক্ষুগণ, তখনই আমি সদেব সমার সব্রহ্ম জগতে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যদের নিকট অনুত্তর সম্যকসম্বোধিতে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম। আমার জ্ঞানদর্শন বিকশিত হয়েছিল—'অচঞ্চল আমার বিমুক্তি, এটিই আমার অন্তিম জন্ম, এই হতে আমার আর পুনর্জন্ম নেই।''' [পঞ্চম সূত্র]

৬. দ্বিতীয় আস্বাদ সূত্র

২৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের আস্বাদ অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। রূপের যেই আস্বাদ তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত রূপের আস্বাদ আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের আদীনব অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। রূপের যেই আদীনব তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত রূপের আদীনব আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি রূপের নিঃসরণ অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। রূপের যেই নিঃসরণ তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত রূপের নিঃসরণ আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে।'

'হে ভিক্ষুগণ, আমি বেদনার... হে ভিক্ষুগণ, আমি সংজ্ঞার... হে ভিক্ষুগণ, আমি সংস্কারের... হে ভিক্ষুগণ, আমি বিজ্ঞানের আস্বাদ অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। বিজ্ঞানের যেই আস্বাদ তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত বিজ্ঞানের আস্বাদ আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি বিজ্ঞানের আদীনব অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। বিজ্ঞানের যেই আদীনব তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত বিজ্ঞানের আদীনব আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, আমি বিজ্ঞানের নিঃসরণ অন্বেষণ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছি। বিজ্ঞানের যেই নিঃসরণ তা আমি অধিগত করেছি। যেই পর্যন্ত বিজ্ঞানের নিঃসরণ আছে প্রজ্ঞার দ্বারা আমার সেটি সুদৃষ্ট হয়েছে।'

"হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত আমি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে ঠিক ঠিকরূপে জানতে পারিনি... লাভ করেছি বলে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলাম। আমার জ্ঞানদর্শন বিকশিত হয়েছিল—'অবিচল আমার বিমুক্তি, এটিই আমার অন্তিম জন্ম, এই হতে আমার আর পুনর্জন্ম নেই।'" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. তৃতীয় আস্বাদ সূত্র

২৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, যদি রূপের আস্বাদ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপের আস্বাদ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি রূপের আদীনব না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপের আদীনব আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি রূপের নিঃসরণ বা মুক্তি না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ রূপ হতে মুক্তি হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপের নিঃসরণ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ রূপ হতে মুক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যদি বেদনার... হে ভিক্ষুগণ, যদি সংজ্ঞার... হে ভিক্ষুগণ, যদি সংস্কারের নিঃসরণ বা মুক্তি না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ রূপ হতে মুক্তি হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংস্কারের নিঃসরণ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ সংস্কার হতে মুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি বিজ্ঞানের আস্বাদ না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু

বিজ্ঞানের আস্বাদ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি বিজ্ঞানের আদীনব না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু বিজ্ঞানের আদীনব আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যদি বিজ্ঞানের নিঃসরণ বা মুক্তি না থাকত, তাহলে সত্ত্বগণ বিজ্ঞান হতে মুক্তি হতো না। হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু বিজ্ঞানের নিঃসরণ আছে, সেহেতু সত্ত্বগণ বিজ্ঞান হতে মুক্ত হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত সত্ত্বগণ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে [দোষকে দোষরূপে] ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে ঠিক ঠিকরূপে জানতে পারেনি; হে ভিক্ষুগণ, ততদিন পর্যন্ত এই সত্ত্বগণ সদেব সমার সব্রহ্ম জগৎ থেকে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়নি, বিসংযুক্ত হয়নি, বিমুক্ত হয়নি এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে অবস্থান করেনি। হে ভিক্ষুগণ, যখন সত্ত্বগণ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদকে আস্বাদরূপে, আদীনবকে আদীনবরূপে [দোষকে দোষরূপে] ও নিঃসরণকে নিঃসরণরূপে ঠিক ঠিকরূপে জানতে পেরেছিল; হে ভিক্ষুগণ, তখনি এই সত্ত্বগণ সদেব সমার সব্রহ্ম জগৎ থেকে সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মানব হতে নিঃসৃত হয়েছিল, বিসংযুক্ত হয়েছিল, বিমুক্ত হয়েছিল এবং সীমাতিক্রান্ত চিত্তে অবস্থান করেছিল।' [সপ্তম সূত্র]

৮. অভিনন্দন সূত্র

২৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যে রূপকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে মুক্ত নয় বলে আমি বলি। যে বেদনাকে অভিনন্দন করে... যে সংজ্ঞাকে অভিনন্দন করে... যে সংস্কারগুলোকে অভিনন্দন করে... যে বিজ্ঞান অভিনন্দন করে, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে, সে দুঃখ হতে মুক্ত নয় বলে আমি বলি।

হে ভিক্ষুগণ, যে রূপকে অভিনন্দন করে না, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে না। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে না, সে দুঃখ হতে মুক্ত বলে আমি বলি। যে বেদনাকে অভিনন্দন করে না... যে সংজ্ঞাকে অভিনন্দন করে না... যে সংস্কারগুলোকে অভিনন্দন করে না... যে বিজ্ঞান অভিনন্দন করে না, সে দুঃখকে অভিনন্দন করে না। যে দুঃখকে অভিনন্দন করে না, সে দুঃখ হতে

মুক্ত বলে আমি বলি। [অষ্টম সূত্র]

৮. উৎপত্তি সূত্র

৩০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, অভিনিবৃত্তি, প্রাদুর্ভাব সেটি হলো দুঃখের উৎপত্তি, রোগ-ব্যাধির স্থিতি, জরা-মরণের প্রাদুর্ভাব। যা বেদনার... যা সংজ্ঞার... যা সংস্কার... যা বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, অভিনিবৃত্তি, প্রাদুর্ভাব সেটি হলো দুঃখের উৎপত্তি, রোগ-ব্যাধির স্থিতি, জরা-মরণের প্রাদুর্ভাব।

হে ভিক্ষুগণ, যা রূপের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন সেটি হলো দুঃখের নিরোধ, রোগ-ব্যাধির উপশম, জরা-মরণের অস্তগমন। যা বেদনার... যা সংজ্ঞার... যা সংস্কার... যা বিজ্ঞানের নিরোধ, উপশম, অস্তগমন সেটি হলো দুঃখের নিরোধ, রোগ-ব্যাধির উপশম, জরা-মরণের অস্তগমন।" [নবম সূত্র]

১০. দুঃখের শেকড় সূত্র

৩১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের দুঃখের শেকড় বিষয়ে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ, বেদনা দুঃখ, সংজ্ঞা দুঃখ, সংস্কার দুঃখ ও বিজ্ঞান দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলে দুঃখ। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের শেকড় কিরূপ? যা এই তৃষ্ণা পুনর্জন্মদায়ী নন্দীরাগসহগত সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী, যেমন : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলে দুঃখের শেকড়।'[১] [দশম সূত্র]

১১. ভঙ্গুর সূত্র

৩২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের ভঙ্গুর ও অভঙ্গুর বিষয়ে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, কী ভঙ্গুর, কী অভঙ্গুর? হে ভিক্ষুগণ, রূপ ভঙ্গুর। যা তার নিরোধ, উপশম, অস্তগমন, এটি হলো অভঙ্গুর। বেদনা ভঙ্গুর। যা তার নিরোধ, উপশম, অস্তগমন, এটি হলো অভঙ্গুর। সংজ্ঞা ভঙ্গুর... সংস্কার ভঙ্গুর। যা তার নিরোধ, উপশম, অস্তগমন, এটি হলো অভঙ্গুর। বিজ্ঞান

---

[১] এই সূত্রে দুঃখ-লক্ষণই কথিত হয়েছে।

ভঙ্গুর। যা তার নিরোধ, উপশম, অস্তগমন, এটি হলো অভঙ্গুর।[১] [একাদশ সূত্র]

[[[ভার বর্গ তৃতীয় সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

ভার, পরিজ্ঞান, অভিজ্ঞা, ছন্দরাগ হলো চতুর্থ সূত্র,
আস্বাদ ত্রিবিধ ব্যক্ত, অভিনন্দনসহ হলো অষ্টম;
উৎপত্তি, দুঃখের শেকড় আর ভঙ্গুর হলো একাদশ উক্ত ॥

৪. তোমাদের নয় বর্গ

১. তোমাদের নয় সূত্র

৩৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা [ছন্দরাগ প্রহানের দ্বারা] ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। হে ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নয়? হে ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। সংজ্ঞা তোমাদের নয়... সংস্কার তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। বিজ্ঞান তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে।'

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, এই জেতবনে যেসব তৃণ, কাষ্ঠ, ডালপালা ও পাতা রয়েছে তা যদি লোকজন নিয়ে যায়, দগ্ধ করে, কিংবা যা ইচ্ছা হয় তাই করে। তখন কি তোমাদের এরূপ মনে হয়—'লোকজন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ করছে কিংবা যা ইচ্ছা হয় তাই করছে?' 'ভন্তে, তা নয়।' 'তা কী কারণে?' 'ভন্তে, তা আমাদের নিজের নয় কিংবা আমাদের সম্পদ নয় [অর্থাৎ আমি ও আমার বলতে কিছুই নেই]।' ঠিক এভাবেই হে ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। সংজ্ঞা তোমাদের নয়... সংস্কার তোমাদের নয়... বিজ্ঞান তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে

---

[১] এই সূত্রে অনিত্য-লক্ষণই কথিত হয়েছে।

তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে।' [প্রথম সূত্র]

২. দ্বিতীয় তোমাদের নয় সূত্র

৩৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা [ছন্দরাগ প্রহানের দ্বারা] ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। হে ভিক্ষুগণ, কী তোমাদের নয়? হে ভিক্ষুগণ, রূপ তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। বেদনা তোমাদের নয়... সংজ্ঞা তোমাদের নয়... সংস্কার তোমাদের নয়... বিজ্ঞান তোমাদের নয় তা ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে। হে ভিক্ষুগণ, যা তোমাদের নয় তা [ছন্দরাগ প্রহানের দ্বারা] ত্যাগ কর। তা প্রহীন হলে তোমাদের হিত-সুখ সাধিত হবে।' [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৩৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। অতঃপর ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম [মঙ্গল] হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান [উদ্যমী], একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হবো।'

'হে ভিক্ষু, যা সুপ্ত [অন্তর্নিহিত] থাকে, সেই নামে কথিত হয়।[১] যা সুপ্ত থাকে না, সেই নামে কথিত হয় না।' 'ভগবান, আমি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, যেমন কিভাবে তুমি আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' 'ভন্তে, যদি রূপ সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয় যদি বেদনা সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। যদি সংজ্ঞা সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। যদি সংস্কার সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। যদি

---

[১] 'সেই নামে কথিত হয়' বলতে কামরাগাদির মধ্যে যেই অনুশয়ের দ্বারা সেই রূপ সুপ্ত থাকে, সেই অনুশয়ের দ্বারা 'রঞ্জিত, দোষযুক্ত, পথভ্রষ্ট' বলে পরিচিতি লাভ করে। 'সেই নামে কথিত হয় না' বলতে সেই অভূত বা অবিদ্যমান অনুশয়ের দ্বারা 'রঞ্জিত, দোষযুক্ত, পথভ্রষ্ট' বলে পরিচিতি লাভ করে না। [অর্থকথা]

বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। ভন্তে, যদি রূপ সুপ্ত না থাকে, সেই নামে কথিত হয় না। যদি বেদনা... যদি সংজ্ঞা... যদি সংস্কার... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত না থাকে, সেই নামে কথিত হয় না। ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।'

'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। হে ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। যদি বেদনা... যদি সংজ্ঞা... যদি সংস্কার... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে, সেই নামে কথিত হয়। হে ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত না থাকে, সেই নামে কথিত হয় না। যদি বেদনা... যদি সংজ্ঞা... যদি সংস্কার... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত না থাকে, সেই নামে কথিত হয় না। হে ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে।'

অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

এর পরে সেই ভিক্ষু একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান [উদ্যমী], একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য জীবনের চরম ফল প্রত্যক্ষজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে অর্জন করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি বুঝতে পারলেন। সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন। [তৃতীয় সূত্র]

৪. দ্বিতীয় জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৩৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম [মঙ্গল] হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান [উদ্যমী], একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, যা সুপ্ত থাকে, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত হয়। যা সুপ্ত থাকে না, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত

হয়।’ ‘ভগবান, আমি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।’

‘হে ভিক্ষু, কিভাবে তুমি আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?’ ‘ভন্তে, যদি রূপ সুপ্ত থাকে, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত হয়। যদি বেদনা সুপ্ত থাকে... যদি সংজ্ঞা সুপ্ত থাকে... যদি সংস্কার সুপ্ত থাকে... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে, সুপ্ত থাকে, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত হয়। ভন্তে, যদি রূপ সুপ্ত থাকে না, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না তা সেই নামে কথিত হয় না। যদি বেদনা সুপ্ত না থাকে... যদি সংজ্ঞা সুপ্ত না থাকে... যদি সংস্কার সুপ্ত না থাকে... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে না, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না তা সেই নামে কথিত হয় না। ভন্তে, এভাবেই আমি ভগবান কর্তৃক ভাষিত সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।’

‘সাধু সাধু, হে ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। হে ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত থাকে, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত হয়। হে ভিক্ষু, যদি বেদনা... হে ভিক্ষু, যদি সংজ্ঞা... হে ভিক্ষু, যদি সংস্কার... হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায়, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় তা সেই নামে কথিত হয়। ভিক্ষু, যদি রূপ সুপ্ত থাকে না, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না তা সেই নামে কথিত হয় না। যদি বেদনা সুপ্ত না থাকে... যদি সংজ্ঞা সুপ্ত না থাকে... যদি সংস্কার সুপ্ত না থাকে... যদি বিজ্ঞান সুপ্ত থাকে না, তা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না, যা সুপ্ত থাকা অবস্থায় মরে যায় না তা সেই নামে কথিত হয় না। হে ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপেই বিস্তারিত অর্থ জানতে হবে’... সেই জনৈক ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।’ [চতুর্থ সূত্র]

৫. আনন্দ সূত্র

৩৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। গিয়ে ভগবানের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। সৌজন্যমূলক বাক্য বিনিময় অবসানে একপাশে বসলেন। একপাশে বসলে আয়ুষ্মান আনন্দকে

ভগবান বললেন :

"হে আনন্দ, যদি তোমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করা হয়—'আবুসো আনন্দ, কিরূপে এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়? তুমি যদি এভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হও তাহলে কিভাবে উত্তর দিবে?'"

"ভন্তে, আমাকে যদি এভাবে জিজ্ঞেস করে—'আবুসো আনন্দ, কিরূপে এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়? ভন্তে, ঠিক এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আমি এভাবে উত্তর দেব—'আবুসো, রূপের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। আবুসো, ঠিক এভাবেই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। ভন্তে, ঠিক এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে এভাবে উত্তর দেব।"

"সাধু সাধু আনন্দ। হে আনন্দ, রূপের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। আনন্দ, ঠিক এভাবেই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। আনন্দ, এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তুমি এভাবে উত্তর দেবে।' [পঞ্চম সূত্র]

৬. দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৩৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান বললেন :

'হে আনন্দ, যদি তোমাকে এভাবে প্রশ্ন করা হয়—'আবুসো আনন্দ, কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল? কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে? কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়? হে আনন্দ, এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তুমি কিভাবে এর উত্তর প্রদান করবে?'

"ভন্তে, যদি আমাকে এভাবে প্রশ্ন করে—'আবুসো আনন্দ, কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের

অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল? কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে? কিরূপে ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়? ঠিক এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে আমি এভাবে উত্তর প্রদান করব—'আবুসো, যেই রূপ অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। যেই বেদনা অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। যেই বিজ্ঞান অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। আবুসো, এভাবেই এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল।'"

'আবুসো, যেই রূপ অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। যেই বেদনা অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। যেই বিজ্ঞান অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। আবুসো, এভাবেই এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে।'

'আবুসো, যেই রূপ জাত, প্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। যেই বেদনা অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। যেই বিজ্ঞান অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। আবুসো, এভাবেই উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। ভন্তে, এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে ঠিক এভাবেই আমি উত্তর প্রদান করব।'

'সাধু সাধু আনন্দ। হে আনন্দ, যেই রূপ অতীত, নিরুদ্ধ ও

পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। যেই বেদনা অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার... যেই বিজ্ঞান অতীত, নিরুদ্ধ ও পরিবর্তিত—তার উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল। হে আনন্দ, এভাবেই এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা গিয়েছিল, বিনাশ দেখা গিয়েছিল ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা গিয়েছিল।'

'হে আনন্দ, যেই রূপ অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। যেই বেদনা... যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার... যেই বিজ্ঞান অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে। হে আনন্দ, এভাবেই এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যাবে, বিনাশ দেখা যাবে ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যাবে।'

'হে আনন্দ, যেই রূপ জাত, প্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। যেই বেদনা... যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার... যেই বিজ্ঞান অজাত, অপ্রাদুর্ভূত—তার উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। হে আনন্দ, এভাবেই এই ধর্মগুলোর উৎপত্তি দেখা যায়, বিনাশ দেখা যায় ও স্থিতের অন্যথাভাব দেখা যায়। হে আনন্দ, এভাবে জিজ্ঞাসিত হলে ঠিক এভাবেই আমি উত্তর প্রদান করবো।' [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. অনুধর্ম সূত্র

৩৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন [নব লোকোত্তর ধর্মের অনুলোম ধর্ম পূর্বভাগ প্রতিপদ প্রতিপন্নের] ভিক্ষুর এই অনুধর্ম হয়—যিনি রূপের প্রতি নির্বেদবহুল [উৎকণ্ঠাবহুল] হয়ে বিহার [অবস্থান বা বসবাস] করেন, বেদনার প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন। যিনি রূপের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন, বেদনার প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করেন তিনি [ত্রিবিধ

পরিজ্ঞার দ্বারা] রূপকে জানতে পারেন, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জানতে পারেন। তিনি রূপকে জেনে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জেনে রূপ হতে [মার্গক্ষণে উৎপন্ন প্রহান-পরিজ্ঞার দ্বারা] বিমুক্ত হন, বেদনা হতে বিমুক্ত হন, সংজ্ঞা হতে বিমুক্ত হন, সংস্কার হতে বিমুক্ত হন, বিজ্ঞান হতে বিমুক্ত হন, জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন [বিলাপ], দুঃখ, দৌর্মনস্য [মানসিক দুঃখ], উপায়াস হতে বিমুক্ত হন, দুঃখ হতে বিমুক্ত হন বলে আমি বলি।' [সপ্তম সূত্র]

৮. দ্বিতীয় অনুধর্ম সূত্র

৪০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, ধর্মানুধর্ম ভিক্ষুর এই অনুধর্ম হয়—যিনি রূপের প্রতি অনিত্যানুদর্শী হয়ে বিহার করেন... দুঃখ হতে বিমুক্ত হন বলে আমি বলি।' [অষ্টম সূত্র]

৯. তৃতীয় অনুধর্ম সূত্র

৪১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষুর এই অনুধর্ম হয়—যিনি রূপের প্রতি দুঃখানুদর্শী হয়ে বিহার করেন... দুঃখ হতে বিমুক্ত হন বলে আমি বলি।' [নবম সূত্র]

১০. চতুর্থ অনুধর্ম সূত্র

৪২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষুর এই অনুধর্ম হয়—যিনি রূপের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করেন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করেন। যিনি রূপের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করেন, বেদনার প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে হয়ে বিহার করেন তিনি রূপকে জানতে পারেন, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জানতে পারেন। তিনি রূপকে জেনে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জেনে রূপ হতে বিমুক্ত হন, বেদনা হতে বিমুক্ত হন, সংজ্ঞা হতে বিমুক্ত হন, সংস্কার হতে বিমুক্ত হন, বিজ্ঞান হতে বিমুক্ত হন, জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে বিমুক্ত হন, দুঃখ হতে বিমুক্ত হন বলে আমি বলি।' [দশম সূত্র]

[[[তোমাদের নয় বর্গ চতুর্থ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

তোমাদের নয় দ্বারা ব্যক্ত দ্বয়, ভিক্ষুর দ্বারা অপর দ্বয়;
আনন্দের দ্বারা দুটি ব্যক্ত, অনুধর্মের দ্বারা দ্বিবিধ দ্বিক উক্ত ॥

৫. আত্মদ্বীপ বর্গ

১. আত্মদ্বীপ সূত্র

৪৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আত্মদ্বীপ[১], আত্মশরণ ও অনন্যশরণ [স্বাধীন] হয়ে বিহার কর; ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হয়ে বিহার কর। হে ভিক্ষুগণ, আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, অনন্যশরণ, ধর্মদ্বীপ, ধর্মশরণ ও অনন্যশরণের উৎস বা কারণ (যোনি) খুঁজে দেখা কর্তব্য। শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াসের উৎপত্তি কী ও উৎস কী?'

'হে ভিক্ষুগণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াসের উৎপত্তি কী ও উৎস কী? এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। তার সেই রূপ পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার রূপ পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। সে বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বেদনাবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বেদনাকে অথবা বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। তার সেই বেদনা পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বেদনা পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। সে সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে... সংস্কারকে আত্মা হিসেবে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। তার সেই বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়, অন্যরূপ হয়। তাতে তার বিজ্ঞান পরিবর্তনশীলতা-অন্যথাভাবের দরুন শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়।'

---

[১]। নিজের দ্বীপ, ত্রাণ, আশ্রয়, গতি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে বিহার কর।

“হে ভিক্ষুগণ, রূপের অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, বিরাগ ও নিরোধকে জেনে, পূর্বেও এই সমস্ত রূপ অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; অনুরূপভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাভূত দর্শন করলে যেই শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস সেগুলো প্রহীন হয়। সেসব প্রহীন হলে উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িতের সুখবিহার হয়, সুখবিহারী ভিক্ষুকে ‘তদঙ্গনিবৃত’[১] বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, বেদনার অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, বিরাগ ও নিরোধকে জেনে, পূর্বেও এই সমস্ত বেদনা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; অনুরূপভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাভূত দর্শন করলে যেই শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস সেগুলো প্রহীন হয়। সেসব প্রহীন হলে উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িতের সুখবিহার হয়, সুখবিহারী ভিক্ষুকে ‘তদঙ্গনিবৃত’ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞার অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা জেনে... হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারের অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, বিরাগ ও নিরোধকে জেনে, পূর্বেও এই সমস্ত সংস্কার অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; অনুরূপভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাভূত দর্শন করলে যেই শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস সেগুলো প্রহীন হয়। সেসব প্রহীন হলে উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িতের সুখবিহার হয়, সুখবিহারী ভিক্ষুকে ‘তদঙ্গনিবৃত’ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানের অনিত্যতা, পরিবর্তনশীলতা, বিরাগ ও নিরোধকে জেনে, পূর্বেও এই সমস্ত বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; অনুরূপভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা যথাভূত দর্শন করলে যেই শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস সেগুলো প্রহীন হয়। সেসব প্রহীন হলে উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িতের সুখবিহার হয়, সুখবিহারী ভিক্ষুকে ‘তদঙ্গনিবৃত’ বলা হয়।” [প্রথম সূত্র]

২. প্রতিপদা সূত্র

৪৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সৎকায়-সমুদয়গামী প্রতিপদা [উপায় বা প্রণালি] ও সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-সমুদয়গামী প্রতিপদা কী? হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ,

---

[১]। তদ্ধেতু বিদর্শন অঙ্গের দ্বারা ক্লেশগুলো নিবৃত করেছেন বলে ‘তদঙ্গনিবৃত’। এই সূত্রে বিদর্শনই কথিত হয়েছে।

সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংজ্ঞাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংস্কারকে আত্মা বলে দর্শন করে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ একেই বলা হয় 'সৎকায়-সমুদয়গামী প্রতিপদা, সৎকায়-সমুদয়গামী প্রতিপদা'। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'দুঃখ-সমুদয়গামী সমনুদর্শন'।[১] এখানে এটিই হলো অর্থ।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে শ্রুতবান পৃথগ্‌জন [স্রোতাপন্ন] আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে পণ্ডিত, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে পণ্ডিত, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা বলে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। বেদনাকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... সংজ্ঞাকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... সংস্কারকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। হে ভিক্ষুগণ একেই বলা হয় 'সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা, সৎকায়-নিরোধগামিনী প্রতিপদা'। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় 'দুঃখ-নিরোধগামিনী সমনুদর্শন'।[২] এখানে এটিই হলো অর্থ।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. অনিত্য সূত্র

৪৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। এভাবে ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করলে চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে

---

[১]। যেহেতু সৎকায় দুঃখ, সেহেতু তার সমুদয়গামিনী প্রতিপদা মাত্রই 'রূপকে আত্মা বলে সমনুদর্শন করে' এভাবে দৃষ্ট্যানুদর্শন বলা হয়, তার কারণে 'দুঃখ-সমুদয়গামিনী সমনুদর্শন' এখানে এই অর্থ হয়।

[২]। এখানে বিদর্শনসহ চারি মার্গজ্ঞানকে 'সমনুদর্শন' বলা হয়। এই সূত্রে বর্ত-বিবর্ত কথিত হয়েছে।

বিমুক্ত হয়। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। এভাবে ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করলে চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমুক্ত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর প্রতি ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমুক্ত হয়। বেদনাধাতুতে... সংজ্ঞাধাতুতে... সংস্কারধাতুতে... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানধাতুতে ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত চিত্ত স্থিত, স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট চিত্ত উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই।'"[১] [তৃতীয় সূত্র]

৪. দ্বিতীয় অনিত্য সূত্র

৪৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শনকারীর পূর্বান্তানুদৃষ্টি লাভ হয় না। পূর্বান্তানুদৃষ্টি বিদ্যমান না থাকলে অপরান্তানুদৃষ্টি লাভ হয় না। অপরান্তানুদৃষ্টি বিদ্যমান না থাকলে দৃঢ়রূপে পরামাস [দৃঢ়ভাবে

---

[১] 'সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত' মানে হচ্ছে বিদর্শনসহ মার্গপ্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। 'নিজেকে পৃথক করে বিমুক্ত হন' মানে হচ্ছে মার্গক্ষণে পৃথক হন, ফলক্ষণে বিমুক্ত হন। 'আসব হতে সম্পূর্ণরূপে' মানে হচ্ছে অনুৎপত্তি-নিরোধের দ্বারা নিরুদ্ধ আসব গ্রহণ না করে এই বিমুক্তি লাভ হয়। রূপধাতু ইত্যাদি প্রত্যবেক্ষণ দর্শনার্থে বলা হয়েছে। ফলের দ্বারা সহ প্রত্যবেক্ষণ দর্শনার্থেও বলা হয়েছে। 'স্থিত' তদূর্ধ্ব কর্তব্যকৃত্য অভাবের দরুন স্থিত। 'স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট' মানে হচ্ছে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত অবস্থার দরুন সন্তুষ্ট। 'প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন' মানে হচ্ছে স্বয়ং পরিনির্বাণ লাভ করেন। [অর্থকথা]।

আঁকড়ে ধরে থাকা] হয় না। দৃঢ়রূপে পরামাস বিদ্যমান না থাকলে রূপের প্রতি... বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানের প্রতি ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত চিত্ত স্থিত, স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট চিত্ত উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই।'"[১] [চতুর্থ সূত্র]

৫. সমনুদর্শন সূত্র

৪৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অনেক প্রকারে আত্মাকে দর্শন করতে গিয়ে দর্শন করে। তারা সমস্ত পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধকে দর্শন করে অথবা এগুলোর কোনো একটিকে। কোন পাঁচটি? হে ভিক্ষুগণ, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংজ্ঞাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংস্কারকে আত্মা বলে দর্শন করে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।'

"এভাবে দর্শন করার সময় (তার মনে) 'আমি হই' এই চিন্তা আসে। হে ভিক্ষুগণ, 'আমি হই' এই চিন্তা আসলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অবনমন হয়—[যথা:] চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়। হে ভিক্ষুগণ, মন [কর্মমন] আছে, ধর্মগুলো [আলম্বন] আছে, অবিদ্যাধাতু

---

[১] 'পূর্বান্তনুদৃষ্টিগুলো' বলতে পূর্বান্ত অনুগত আঠারো প্রকার দৃষ্টি লাভ হয় না। 'অপরান্তানুদৃষ্টিগুলো' বলতে অপরান্ত অনুগত চুয়াল্লিশ প্রকার দৃষ্টি লাভ হয় না। 'দৃঢ় পরামাস' বলতে দৃঢ় দৃষ্টি অথচ দৃষ্টিপরামাস হয় না। এতোদূর পর্যন্ত প্রথম মার্গ বা স্রোতাপত্তিমার্গ দর্শিত হয়েছে। এখন বিদর্শনসহ তৃতীয় মার্গ ও ফল প্রদর্শন করতে গিয়ে রূপেতে ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে। অতঃপর দৃষ্টিগুলো বিদর্শনের দ্বারা প্রহীন হয়, কিন্তু এটি তদূর্ধ্ব বিদর্শনসহ চারি মার্গে প্রদর্শন করতে গিয়ে গৃহীত হয়েছে। [অর্থকথা]

[জবনক্ষণে অবিদ্যা] আছে। হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজের দ্বারা [অবিদ্যাসম্প্রযুক্ত স্পর্শ হতে জাত] অনুভূতির দ্বারা স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের [তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান বশে] 'আমি হই' এই ধারণা লাভ হয়, [রূপাদি কোনো ধর্মকে গ্রহণ করে আত্মদৃষ্টিবশে] 'এটি আমি-আমার' এই ধারণা লাভ হয়, [শাশ্বতদৃষ্টিবশে] 'আমি হবো' এই ধারণা লাভ হয়, [উচ্ছেদদৃষ্টিবশে] 'আমি হবো না' এই ধারণা লাভ হয়, [আবার শাশ্বতদৃষ্টিবশে] 'রূপী হবো' এই ধারণা লাভ হয়, 'অরূপী হবো' এই ধারণা লাভ হয়, 'সংজ্ঞী হবো' এই ধারণা লাভ হয়, 'অসংজ্ঞী হবো' এই ধারণা লাভ হয়, 'নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' এই ধারণা লাভ হয়।"

'হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সেখানে সেভাবেই বিদ্যমান থাকে। যখন একজন শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের অবিদ্যা প্রহীন হয়, বিদ্যা [অর্হত্ত্বমার্গ] উৎপন্ন হয়। সেই অবিদ্যাবিরাগ হতে বিদ্যা উৎপন্ন হলে 'আমি হই' এই ধারণা লাভ হয় না, 'এটি আমি-আমার' এই ধারণা লাভ হয় না, 'আমি হবো'... 'আমি হবো না'... রূপী... অরূপী... সংজ্ঞী... অসংজ্ঞী... নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হবো' এই ধারণা লাভ হয় না'।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. স্কন্ধ সূত্র

৪৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পঞ্চস্কন্ধ ও পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ[১] সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চস্কন্ধ কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের—একেই বলা হয় রূপস্কন্ধ। যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের—একেই বলা হয় সংস্কারস্কন্ধ। যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে

---

[১] পঞ্চস্কন্ধকে দুভাবে প্রদর্শন করা হয় একটি পঞ্চস্কন্ধ, অপরটি পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। পৃথগ্‌জনেরা একে শুভ, সুখ, নিত্য ও আত্মা মনে করে এতে আসক্ত হয়। তখন এই পঞ্চস্কন্ধই তাদের তৃষ্ণার গোচরভূমি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় পঞ্চস্কন্ধই তাদের পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হয়। ২৮ প্রকার রূপ রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-চৈতসিক বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-চৈতসিক সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, বাকি ৫০ প্রকার চৈতসিক সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, ৮১ প্রকার লোকীয় চিত্ত বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। [অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ]

বা নিকটের—একেই বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় পঞ্চস্কন্ধ।

'হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান... দূরে বা নিকটে, সাসব[১] উপাদানীয় [উপাদানের যোগ্য]—একেই বলা হয় রূপ-উপাদানস্কন্ধ। যা কিছু বেদনা আছে... দূরে বা নিকটে, সাসব, উপাদানীয়—একেই বলা হয় বেদনা-উপাদানস্কন্ধ। যা কিছু সংজ্ঞা আছে... দূরে বা নিকটে, সাসব, উপাদানীয়—একেই বলা হয় সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ। যা কিছু সংস্কার আছে... দূরে বা নিকটে, সাসব উপাদানীয়—একেই বলা হয় সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ। যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান... দূরে বা নিকটে, সাসব, উপাদানীয়—একেই বলা হয় বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. সোণ সূত্র

৪৯. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান রাজগৃহে বিহার করছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। তখন সোণ নামক গৃহপতিপুত্র যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন... একপাশে আসীন হয়ে সোণ নামক গৃহপতিপুত্রকে ভগবান বললেন :

"হে সোণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল রূপকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দর্শন করে, 'আমি সমান' এই বলে দর্শন করে, 'আমি হীন' এই বলে দর্শন করে; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী! অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল বেদনাকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দর্শন করে, 'আমি সমান' এই বলে দর্শন করে, 'আমি হীন' এই বলে দর্শন করে; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী! অনিত্য সংজ্ঞাকে... অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল সংস্কারকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দর্শন করে, 'আমি সমান' এই বলে দর্শন করে, 'আমি হীন' এই বলে দর্শন করে; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী! অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দর্শন করে, 'আমি সমান' এই বলে দর্শন করে, 'আমি হীন' এই বলে দর্শন করে; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী!"

"হে সোণ, যেকোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল রূপকে

---

[১] অকুশল-চিত্তোৎপত্তির আলম্বন বলে রূপ কামাসবাদির সহযোগী, এজন্য এটি 'সাসব'। [অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ]

'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দেখে না, 'আমি সমান' এই বলে দেখে না, 'আমি হীন' এই বলে দেখে না; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী! অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল বেদনাকে... অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল সংজ্ঞাকে... অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল সংস্কারকে... অনিত্য, দুঃখ পরিবর্তনশীল বিজ্ঞানকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বলে দেখে না, 'আমি সমান' এই বলে দেখে না, 'আমি হীন' এই বলে দেখে না; তারা যথাভূত অদর্শনকারী ছাড়া আর কী!"

'হে সোণ, তুমি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?" 'সত্যিই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।'... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা উচিত কি?" 'সত্যিই নয়, ভন্তে।'

"হে সোণ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে সোণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তি হতে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য জীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।'" [সপ্তম সূত্র]

৮. দ্বিতীয় সোণ সূত্র

৫০. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান রাজগৃহে বিহার করছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। তখন সোণ নামক গৃহপতিপুত্র যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে আসীন হলেন। একপাশে আসীন

হয়ে সোণ নামক গৃহপতিপুত্রকে ভগবান বললেন :

"হে সোণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রূপকে জানে না, রূপ-সমুদয়কে জানে না, রূপ-নিরোধকে জানে না, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। বেদনাকে জানে না, বেদনা-সমুদয়কে জানে না, বেদনা-নিরোধকে জানে না, বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। সংজ্ঞাকে জানে না... সংস্কারকে জানে না... বিজ্ঞানকে জানে না, বিজ্ঞান-সমুদয়কে জানে না, বিজ্ঞান-নিরোধকে জানে না, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। হে সোণ, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে শ্রমণরূপে গণ্য হয় না, ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণের অর্থ বা ব্রাহ্মণের অর্থ ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অর্জন করে অবস্থান করে না।"

"হে সোণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রূপকে জানেন, রূপ-সমুদয়কে জানেন, রূপ-নিরোধকে জানেন, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। বেদনাকে জানেন... সংজ্ঞাকে জানেন... সংস্কারকে জানেন... বিজ্ঞানকে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয়কে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধকে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। হে সোণ, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে শ্রমণরূপে গণ্য হন, ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হন। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণের অর্থ বা ব্রাহ্মণের অর্থ ইহজীবনেরই স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অর্জন করে অবস্থান করেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. নন্দীক্ষয় সূত্র

৫১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অনিত্য এই রূপকে অনিত্য বলে দর্শন করেন। তখন তিনি হন সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দর্শনের কারণে তিনি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়[১]। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অনিত্য এই বেদনাকে অনিত্য বলে দর্শন করেন। তখন তিনি হন সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দর্শনের কারণে তিনি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে

---

[১] এই নন্দী কিংবা রাগ এই অর্থ হতে নির্ণয়করণের জন্য বলা হয়েছে। নির্বেদানুদর্শনের দ্বারা নির্বেদকারীর নন্দী পরিত্যাগ হয়। বিরগানুদর্শনের দ্বারা বিরাগ লাভকারীর রাগ পরিত্যাগ হয়। এ পর্যন্ত বিদর্শনে অবিনিবিষ্ট হয়ে 'রাগক্ষয়ে নন্দীক্ষয়' এখানে মার্গকে প্রদর্শন করে 'নন্দীরাগক্ষয়ে চিত্ত বিমুক্ত হয়' এতে ফল প্রদর্শন করা হয়েছে। [অর্থকথা]

নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অনিত্য এই সংজ্ঞাকে অনিত্য বলে দর্শন করেন... হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অনিত্য এই সংস্কারকে অনিত্য বলে দর্শন করেন... হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু অনিত্য এই বিজ্ঞানকে অনিত্য বলে দর্শন করেন। তখন তিনি হন সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দর্শনের কারণে তিনি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়।" [নবম সূত্র]

১০. দ্বিতীয় নন্দীক্ষয় সূত্র

৫২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, রূপকে স্মৃতিসহকারে দর্শন কর এবং রূপের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন কর। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপকে স্মৃতিসহকারে দর্শন করলে এবং রূপের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন করলে রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, বেদনাকে স্মৃতিসহকারে দর্শন কর এবং বেদনার অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন কর। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বেদনাকে স্মৃতিসহকারে দর্শন করলে এবং বেদনার অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন করলে বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাকে... হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারকে স্মৃতিসহকারে দর্শন কর এবং সংস্কারের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন কর। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সংস্কারকে স্মৃতিসহকারে দর্শন করলে এবং সংস্কারের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন করলে সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানকে স্মৃতিসহকারে দর্শন কর এবং বিজ্ঞানের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন কর। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিজ্ঞানকে স্মৃতিসহকারে দর্শন করলে এবং বিজ্ঞানের অনিত্যতা যথার্থরূপে অবলোকন করলে বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নন্দীরাগক্ষয়ে রাগক্ষয় হয়, রাগক্ষয়ে নন্দীরাগক্ষয় হয়। নন্দীরাগক্ষয়ে বিমুক্ত চিত্তকে সুবিমুক্ত বলা হয়।' [দশম সূত্র]

[[[আত্মদ্বীপ বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

আত্মদ্বীপ, প্রতিপদা এবং দুটি হলো অনিত্যতা;
সমনুদর্শন, স্কন্ধ, দুটি সোণ এবং দুটি হলো নন্দীক্ষয়ের দ্বারা ॥

[[[মূল পঞ্চাশ সমাপ্ত]]]

সেই মূল পঞ্চাশের বর্গসূচি—

নকুলপিতা, অনিত্য, ভার ও তোমাদের নয়;
আত্মদ্বীপের দ্বারা পঞ্চাশ প্রথম সে-কারণে বলা হয় ॥

৬. উপয় (আসক্তি) বর্গ

১. উপয় (আসক্তি) সূত্র

৫৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, আসক্তি (উপয়) হলো অবিমুক্তি, অনাসক্তি হলো বিমুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] স্থিত স্থানে স্থিত হলে, রূপালম্বন রূপপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ হয়। বেদনাসক্তি... সংজ্ঞাসক্তি... সংস্কারাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] স্থিত স্থানে স্থিত হলে, সংস্কারালম্বন সংস্কারপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, যে এরূপ বলে—‘আমি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার ছাড়াই বিজ্ঞানের আগমন, গমন, চ্যুতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রজ্ঞাপিত করব’, এটা অসম্ভব।”

‘হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ (লোভ) প্রহীন হলে ছিন্নালম্বন[১] [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। হে ভিক্ষুগণ, বেদনাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ প্রহীন হলে ছিন্নালম্বন [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। তদ-অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বর্ধিত না হলে অপ্রতিসন্ধিক হয়ে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত চিত্ত স্থিত হয়, স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সন্তুষ্ট চিত্ত উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—

---

[১] প্রতিসন্ধি উৎপাটনের সমর্থতার অভাবের দরুন আলম্বন ছিন্ন হয়।

'জন্ম আমার ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, যা করণীয় তা করা হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই'।" [প্রথম সূত্র]

২. বীজ সূত্র

৫৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হলো বীজের জাত। এই পাঁচ প্রকার কী কী? মূলবীজ [হলুদ, আদা], স্কন্ধবীজ [অশ্বত্থ, নিগ্রোধ], আগাবীজ [গুল্মজাতীয় বৃক্ষ, শ্বেততুলসী], গ্রন্থিবীজ [ইক্ষু, বাঁশ, খাগড়া], বীজবীজ [শালী-মুগ-মাষাদি] এই হলো পঞ্চম। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, এই পাঁচ প্রকার বীজের জাত হয় অখণ্ড, তাজা, বাতাস ও উষ্ণতায় দোষযুক্ত নয়, সারযুক্ত, উত্তমরূপে সংরক্ষিত কিন্তু এখানে মাটি ও জলের বিদ্যমানতা নেই। হে ভিক্ষুগণ, এতে পাঁচ প্রকার বীজের জাত বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সক্ষম হবে কি? 'না, ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, এই পাঁচ প্রকার বীজের জাত হয় অখণ্ড... উত্তমরূপে সংরক্ষিত কিন্তু এখানে মাটি ও জলের বিদ্যমানতা আছে। হে ভিক্ষুগণ, এতে পাঁচ প্রকার বীজের জাত বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে সক্ষম হবে কি?' 'হাঁ, ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, এখানে যেমন পৃথিবীধাতু, অনুরূপভাবে চারি বিজ্ঞানস্থিতি দ্রষ্টব্য। হে ভিক্ষুগণ, এখানে যেমন আপধাতু, অনুরূপভাবে নন্দীরাগ দ্রষ্টব্য। হে ভিক্ষুগণ, এখানে যেমন পাঁচ প্রকার বীজের জাত, অনুরূপভাবে স-আহার [স-প্রত্যয় কর্মবিজ্ঞান] দ্রষ্টব্য।"

"হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়ায়, রূপালম্বন রূপপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে। বেদনাসক্তি... সংজ্ঞাসক্তি... সংস্কারাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়ায়, সংস্কারালম্বন সংস্কারপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে।"

"হে ভিক্ষুগণ, যে এরূপ বলে—'আমি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার ছাড়াই বিজ্ঞানের আগমন, গমন, চ্যুতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রজ্ঞাপন করব।' কিন্তু এমন কখনো হতে পারে না।"

'হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ প্রহীন হলে ছিন্নালম্বন [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। হে ভিক্ষুগণ, বেদনাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ,

সংস্কারধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ প্রহীন হলে ছিন্নালম্বন [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। তদ-অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বর্ধিত না করে অপ্রতিসন্ধিক হয়ে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত চিত্ত স্থিত হয়, স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সন্তুষ্ট চিত্ত উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'জন্ম আমার ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, যা করণীয় তা করা হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই'।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. উদান সূত্র

৫৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তথায় ভগবান এই উদান ভাষণ করলেন[১] :

"'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, আমি যদি না থাকি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমার থাকবে না' এভাবে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু অধোভাগীয়-সংযোজন[২] ছিন্ন করতে সক্ষম হন?" ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হলে, কোনো এক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, কিন্তু কিভাবে 'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, আমি যদি না থাকি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমার থাকবে না' এভাবে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু অধোভাগীয়-সংযোজন ছিন্ন করতে সক্ষম হন?"

"হে ভিক্ষু, এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে [সতিপট্‌ঠানাদিতে] অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে,

---

[১] বলবতী সৌমনস্য উৎপত্তি হওয়ার কারণে এই উদান তথা উচ্ছ্বাসবাণী ভাষণ করলেন। কিন্তু কী নিশ্রয় করে ভগবানের এটি উৎপন্ন হয়েছিল। শাসনের নৈর্বাণিক ভাব দর্শন করে। কিভাবে? ভগবানের নাকি এরূপ মনে হয়েছিল—'এই ত্রিবিধ উপনিশ্রয়—দান-উপনিশ্রয়, শীল-উপনিশ্রয়, ভাবনা-উপনিশ্রয়। তন্মধ্যে দান-উপনিশ্রয় হলো দুর্বল, ভাবনা-উপনিশ্রয় হলো বলবতী। দান-শীল-উপনিশ্রয় ত্রিবিধ মার্গ ও ফল প্রাপ্ত করায়। আর ভাবনা-উপনিশ্রয় অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত করায়। এই দুর্বল-উপনিশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু উদ্যম সহকারে প্রচেষ্টা করে পঞ্চ অধোভাগীয় বন্ধন ছিন্ন করে ত্রিবিধ মার্গফল উৎপন্ন করেছে, 'অহো! এই শাসন নিয়্যানিক' এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে এটি উৎপন্ন হয়েছিল। [অর্থকথা]

[২] সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ [হিংসা] এই হলো অধোভাগীয় সংযোজন।

আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে... সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে... সংস্কারকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।"

"সে অনিত্য রূপকে 'অনিত্য রূপ' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য বেদনাকে 'অনিত্য বেদনা' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য সংজ্ঞাকে 'অনিত্য সংজ্ঞা' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য সংস্কারকে 'অনিত্য সংস্কার' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য বিজ্ঞানকে 'অনিত্য বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"দুঃখ রূপকে 'দুঃখ রূপ' বলে যথাভূত জানে না। দুঃখ বেদনাকে... দুঃখ সংজ্ঞাকে... দুঃখ সংস্কারকে... দুঃখ বিজ্ঞানকে 'দুঃখ বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"অনাত্মা রূপকে 'অনাত্মা রূপ' বলে যথাভূত জানে না। অনাত্মা বেদনাকে 'অনাত্মা বেদনা' বলে যথাভূত জানে না। অনাত্মা সংজ্ঞাকে 'অনাত্মা সংজ্ঞা' বলে যথাভূত জানে না। অনাত্মা সংস্কারকে 'অনাত্মা সংস্কার' বলে যথাভূত জানে না। অনাত্মা বিজ্ঞানকে 'অনাত্মা বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"সৃষ্ট [সংস্কৃত] রূপকে 'সৃষ্ট রূপ' বলে যথাভূত জানে না। সৃষ্ট বেদনাকে... সৃষ্ট সংজ্ঞাকে... সৃষ্ট সংস্কারকে... সৃষ্ট বিজ্ঞানকে 'সৃষ্ট বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না। রূপ যে ধ্বংস হবে এটি যথাভূত জানে না। বেদনা যে ধ্বংস হবে... সংজ্ঞা যে ধ্বংস হবে... সংস্কার যে ধ্বংস হবে... বিজ্ঞান যে ধ্বংস হবে এটি যথাভূত জানে না।"

"হে ভিক্ষু, এই জগতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে বিজ্ঞ, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে বিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... সংস্কারকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখেন না।"

"তিনি অনিত্য রূপকে 'অনিত্য রূপ' বলে যথাভূত জানেন। অনিত্য বেদনাকে... অনিত্য সংজ্ঞাকে... অনিত্য সংস্কারকে... অনিত্য বিজ্ঞানকে 'অনিত্য বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানেন। দুঃখ রূপকে 'দুঃখ রূপ' বলে

যথাভূত জানেন। দুঃখ বেদনাকে... দুঃখ সংজ্ঞাকে... দুঃখ সংস্কারকে... দুঃখ বিজ্ঞানকে 'দুঃখ বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানেন। অনাত্মা রূপকে 'অনাত্মা রূপ' বলে যথাভূত জানেন। অনাত্মা বেদনাকে... অনাত্মা সংজ্ঞাকে... অনাত্মা সংস্কারকে... অনাত্মা বিজ্ঞানকে 'অনাত্মা বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে। সৃষ্ট [সংস্কৃত] রূপকে 'সৃষ্ট রূপ' বলে যথাভূত জানেন। সৃষ্ট বেদনাকে... সৃষ্ট সংজ্ঞাকে... সৃষ্ট সংস্কারকে... সৃষ্ট বিজ্ঞানকে 'সৃষ্ট বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানেন। রূপ যে ধ্বংস হবে এটি যথাভূত জানেন। বেদনা যে ধ্বংস হবে... সংজ্ঞা যে ধ্বংস হবে... সংস্কার যে ধ্বংস হবে... বিজ্ঞান যে ধ্বংস হবে এটি যথাভূত জানেন।"

"সেটিই রূপের অনস্তিত্ব, বেদনার অনস্তিত্ব, সংজ্ঞার অনস্তিত্ব, সংস্কারের অনস্তিত্ব, বিজ্ঞানের অনস্তিত্ব, এভাবেই হে ভিক্ষু, 'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, আমি যদি না থাকি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমার থাকবে না' এভাবে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু অধোভাগীয়-সংযোজন ছিন্ন করতে সক্ষম হন।" 'ভন্তে এভাবেই প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু অধোভাগীয়-সংযোজন ছিন্ন করতে সক্ষম হন।'

'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে ও কিভাবে দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় হয়?' "হে ভিক্ষু, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন নির্ভয় স্থানে ভীত-ত্রাসিত হন। হে ভিক্ষু, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের এই ত্রাস বা ভয় থাকে—'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, আমি যদি না থাকি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমার থাকবে না।'"

"হে ভিক্ষু, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক নির্ভয় স্থানে ভীত-ত্রাসিত হন না। হে ভিক্ষু, শ্রুতবান আর্যশ্রাবকের এই ত্রাস বা ভয় থাকে না—'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, আমি যদি না থাকি, তাহলে ভবিষ্যতেও আমার থাকবে না।'" "হে ভিক্ষুগণ, রূপাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] স্থিত স্থানে স্থিত হলে, রূপালম্বন রূপপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে। বেদনাসক্তি... সংজ্ঞাসক্তি... সংস্কারাসক্তি বিজ্ঞান [কর্মবিজ্ঞান] স্থিত স্থানে স্থিত হলে, সংস্কারালম্বন সংস্কারপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে।"

"যে ভিক্ষু এরূপ বলে— 'আমি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার ছাড়াই বিজ্ঞানের আগমন, গমন, চ্যুতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রজ্ঞাপন করব' এটা অসম্ভব।"

'হে ভিক্ষুগণ, রূপধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ প্রহীন

হলে ছিন্নালম্বন [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। হে ভিক্ষুগণ, বেদনাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারধাতুর প্রতি যদি... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানধাতুর প্রতি যদি ভিক্ষুর রাগ প্রহীন হয়। রাগ প্রহীন হলে ছিন্নালম্বন [কর্ম] বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। তদ-অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান বর্ধিত না হলে অপ্রতিসন্ধিক হয়ে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত চিত্ত স্থিত হয়, স্থিত চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সন্তুষ্ট চিত্ত উৎপীড়িত হয় না, অনুৎপীড়িত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অপর কোনো কর্তব্য নেই'। হে ভিক্ষু, ঠিক এভাবে জ্ঞাত হলে ও এভাবে দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় হয়।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. উপাদান গুচ্ছ (পরিপবত্ত) সূত্র

৫৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, এই হলো পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। এই পঞ্চ কিরূপ? রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত আমি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ও চারি গুচ্ছকে যথাভূত জানতে সক্ষম হইনি; ততদিন পর্যন্ত দেবলোকসহ মারলোকে, ব্রহ্মালোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যদের নিকট অনুত্তর সম্যকসম্বোধিতে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বলে প্রকাশ করিনি। হে ভিক্ষুগণ, যখন আমি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ও চারি গুচ্ছকে যথাভূত জানতে সক্ষম হয়েছি; তখনই দেবলোকে, মনুষ্যলোকে, ব্রহ্মালোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব-মনুষ্যদের নিকট অনুত্তর সম্যকসম্বোধিতে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছি বলে প্রকাশ করেছি।'

'চারি গুচ্ছ কিরূপ? রূপকে জানতে পেরেছি, রূপের উৎপত্তিকে জানতে পেরেছি, রূপের নিরোধকে জানতে পেরেছি, রূপের নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানতে পেরেছি। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে জানতে পেরেছি, বিজ্ঞানের উৎপত্তিকে জানতে পেরেছি, বিজ্ঞানের নিরোধকে জানতে পেরেছি, বিজ্ঞানের নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ কিরূপ? চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন

রূপ।[১] হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় রূপ। আহার[২]-সমুদয় হলে রূপ-সমুদয় হয়। আহার-নিরোধ হলে রূপ-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে রূপকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে রূপ-সমুদয়কে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে রূপ-নিরোধকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে রূপকে জ্ঞাত হয়ে... এভাবে রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে, রূপের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ ও অনুৎপত্তি হয়ে বিমুক্ত তারা সুবিমুক্ত [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে সুষ্ঠু বিমুক্ত]। যারা সুবিমুক্ত তারা কৃতকৃত্য। যারা কৃতকৃত্য তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ বেদনা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার বেদনাকায়—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মন-সংস্পর্শজ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় বেদনা। স্পর্শ-সমুদয় হলে বেদনা সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক

---

[১] রূপ বা জড়শক্তি দ্বিবিধ; চারি মহাভূত [পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু ও বায়ুধাতু] এবং চারি মহাভূতোৎপন্ন রূপ। এই দ্বিবিধ রূপ একাদশ ভাগে বিভক্ত। [বিস্তারিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য]

[২] আহার অর্থে কী বুঝায়? যা 'নাম-রূপকে' উৎপন্ন করে, পরিপোষণ করে তা-ই নাম-রূপের আহার। আহারের উৎপাদিকা শক্তি থাকলেও উপস্তম্ভন বা পরিপোষণ শক্তিই এতে প্রবল। আহার চার প্রকার; কবলীকৃত আহার হলো ভক্ষণীয় দ্রব্যাদি; এটি রূপ-আহার। অরূপ-আহার কিন্তু ত্রিবিধ : স্পর্শ, চেতনা ও বিজ্ঞান আহার। [বিস্তারিত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য] স্পর্শ, চেতনা ও বিজ্ঞান এই তিন নাম-আহারের বলে জীবনচক্র অবিচ্ছিন্ন আবর্তিত হচ্ছে। স্পর্শ-আহার চেতনা-আহারকে, চেতনা-আহার বিজ্ঞান-আহারকে, পুনরপি বিজ্ঞান-আহার স্পর্শ-আহারকে পোষণ করছে। রূপ-আহার রূপকায়কে সঞ্জীবিত রেখে চলেছে। এই চতুর্বিধ আহারের ফলে পঞ্চস্কন্ধ অবিচ্ছিন্ন চ্যুতি-প্রতিসন্ধি মধ্যে দিয়ে সংসরিত হচ্ছে। এই আহারের নিরোধে পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ বা দুঃখরাশি নিরুদ্ধ হয়। পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ এবং দুঃখ অভিন্ন। 'সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানখন্ধাপি দুক্খা।'

সমাধি।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বেদনাকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বেদনা-সমুদয়কে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বেদনা-নিরোধকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে বেদনার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বেদনাকে জ্ঞাত হয়ে... এভাবে বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে... তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ সংজ্ঞা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার সংজ্ঞাকায়—রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পষ্টব্য-সংজ্ঞা ও ধর্ম-সংজ্ঞা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সংজ্ঞা। স্পর্শ-সমুদয় হলে সংজ্ঞা-সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে সংজ্ঞা-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংজ্ঞা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি... তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ সংস্কার কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার চেতনাকায়—রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পষ্টব্য-সঞ্চেতনা ও ধর্ম-সঞ্চেতনা। স্পর্শ-সমুদয় হলে সংস্কার-সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে সংস্কার-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংজ্ঞা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে সংস্কারকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে সংস্কার-সমুদয়কে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে সংস্কার-নিরোধকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে সংস্কারের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে সংস্কারকে জ্ঞাত হয়ে... এভাবে সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে, সংস্কারের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ ও অনুৎপত্তি হয়ে বিমুক্ত তারা সুবিমুক্ত [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে সুষ্ঠু বিমুক্ত]। যারা সুবিমুক্ত তারা কৃতকৃত্য। যারা কৃতকৃত্য তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ বিজ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায়—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মন-বিজ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় বিজ্ঞান। নামরূপ-সমুদয় হলে বিজ্ঞান সমুদয় হয়। নামরূপ-নিরোধ হলে বিজ্ঞান-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন— সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বিজ্ঞানকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বিজ্ঞান-সমুদয়কে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বিজ্ঞান-নিরোধকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বিজ্ঞানকে জ্ঞাত হয়ে... এভাবে বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে, বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ ও অনুৎপত্তি হয়ে বিমুক্ত তারা সুবিমুক্ত [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে সুষ্ঠু বিমুক্ত]। যারা সুবিমুক্ত তারা কৃতকৃত্য। যারা কৃতকৃত্য তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।' [চতুর্থ সূত্র]

৫. সপ্ত স্থান সূত্র

৫৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত স্থানে দক্ষ ও ত্রিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধানকারী ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে সুশিক্ষিত ব্রহ্মচর্য জীবনের পূর্ণতা সাধন করেন বলে তাঁকে 'উত্তম পুরুষ'[১] বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু সপ্ত স্থানে দক্ষ হয়? হে

[১] 'উত্তম পুরুষ' মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই সূত্র গুণপ্রশংসা ও প্রলোভনীয় বলে জ্ঞাতব্য। যেমন রাজা বিজিতসংগ্রাম [জয়ী] হন, তিনি সংগ্রামে বিজয়ীদের উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাদের সৎকার করেন। কারণ কী? তাদের সৎকার দেখে অন্যেরাও সাহসী হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। ঠিক এভাবে ভগবান অসংখ্যকাল ধরে পারমীসম্ভার পূর্ণ করে মহাবোধিমণ্ডপে ক্লেশমারকে পরাজয় করেন। অবশেষে সর্বজ্ঞতা লাভ করে শ্রাবস্তীর জেতবন মহাবিহারে আসীন হয়ে এই সূত্র দেশনা করতে গিয়ে ক্ষীণাসবদের তুলে ধরে গুণকীর্তন করলেন, প্রশংসা করলেন। কারণ কী? এভাবে অবশিষ্ট শৈক্ষ্যপুদ্গল [শিক্ষব্রতী ব্যক্তি] অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তব্য বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। এভাবে এই সূত্র ক্ষীণাসবদের তুলে ধরে প্রশংসিত বিধায় গুণপ্রশংসা, শৈক্ষ্যদের প্রলোভিত বিধায় প্রলোভনীয় বলে জানতে হবে। [অর্থকথা]

ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু রূপকে জানেন, রূপ-সমুদয়কে জানেন, রূপ-নিরোধকে জানেন, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন; রূপের আস্বাদকে জানেন, রূপের আদীনবকে জানেন, রূপের নিঃসরণকে জানেন। বেদনাকে জানেন... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয়কে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধকে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন; বিজ্ঞানের আস্বাদকে জানেন, বিজ্ঞানের আদীনবকে জানেন, বিজ্ঞানের নিঃসরণকে জানেন।"

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ কিরূপ? চারি মহাভূত এবং চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় রূপ। আহার-সমুদয় হলে রূপ-সমুদয় হয়। আহার-নিরোধ হলে রূপ-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'যেই রূপকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সুখ-সৌমনস্য, এটি হলো রূপের আস্বাদ। যেই রূপ অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো রূপের আদীনব। যেই রূপের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশ, ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো রূপের নিঃসরণ।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে রূপকে, রূপ-সমুদয়কে, রূপ-নিরোধকে, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে, রূপের আস্বাদ, রূপের আদীনবকে, রূপের নিঃসরণকে জ্ঞাত হয়ে, রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে রূপকে, রূপ-সমুদয়কে, রূপ-নিরোধকে, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে, রূপের আস্বাদ, রূপের আদীনবকে, রূপের নিঃসরণকে জ্ঞাত হয়ে, রূপের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ ও অনুৎপত্তি হয়ে বিমুক্ত তারা সুবিমুক্ত [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে সুষ্ঠু বিমুক্ত]। যারা সুবিমুক্ত তারা কৃতকৃত্য। যারা কৃতকৃত্য তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ বেদনা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার বেদনাকায়—চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা... মন-সংস্পর্শজ বেদনা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় বেদনা। স্পর্শ-সমুদয় হলে বেদনা সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে বেদনা নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'যেই বেদনাকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সুখ-সৌমনস্য, এটি হলো

বেদনার আস্বাদ। যেই বেদনা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো বেদনার আদীনব। যেই বেদনার প্রতি ছন্দরাগ বিনাশ, ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো বেদনার নিঃসরণ।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বেদনাকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে বেদনা-সমুদয়কে, বেদনা-নিরোধকে, বেদনা-নিরোধগামী প্রতিপদাকে, বেদনার আস্বাদকে, বেদনার আদীনবকে, বেদনার নিঃসরণকে জ্ঞাত হয়ে বেদনার নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বেদনাকে জ্ঞাত হয়ে... তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ সংজ্ঞা কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার সংজ্ঞাকায়—রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পষ্টব্য-সংজ্ঞা ও ধর্ম-সংজ্ঞা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সংজ্ঞা। স্পর্শ-সমুদয় হলে সংজ্ঞা-সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে সংজ্ঞা-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংজ্ঞা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি... তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ সংস্কার কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার চেতনাকায়—রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পষ্টব্য-সঞ্চেতনা ও ধর্ম-সঞ্চেতনা। স্পর্শ-সমুদয় হলে সংস্কার-সমুদয় হয়। স্পর্শ-নিরোধ হলে সংস্কার-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সংজ্ঞা-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন—সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'যেই সংস্কারকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সুখ-সৌমনস্য, এটি হলো সংস্কারের আস্বাদ। যেই সংস্কার অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো সংস্কারের আদীনব। যেই সংস্কারের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশ, ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো সংস্কারের নিঃসরণ।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে সংস্কারকে জ্ঞাত হয়ে, এভাবে সংস্কার-সমুদয়কে, সংস্কার-নিরোধকে, সংস্কার-নিরোধগামী প্রতিপদাকে, সংস্কারের আস্বাদকে, সংস্কারের আদীনবকে, সংস্কারের নিঃসরণকে জ্ঞাত হয়ে সংস্কারের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে

সুপ্রতিষ্ঠিত... তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।'

'হে ভিক্ষুগণ বিজ্ঞান কিরূপ? হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ছয় প্রকার বিজ্ঞানকায়—চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মন-বিজ্ঞান। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় বিজ্ঞান। নামরূপ-সমুদয় হলে বিজ্ঞান সমুদয় হয়। নামরূপ-নিরোধ হলে বিজ্ঞান-নিরোধ হয়। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদা; যেমন— সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সমাধি।'

'যেই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হয় সুখ-সৌমনস্য, এটি হলো বিজ্ঞানের আস্বাদ। যেই বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো বিজ্ঞানের আদীনব। যেই বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দরাগ বিনাশ, ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো বিজ্ঞানের নিঃসরণ।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান-সমুদয়কে, বিজ্ঞান-নিরোধকে, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে, বিজ্ঞানের আস্বাদকে, বিজ্ঞানের আদীনবকে, বিজ্ঞানের নিঃসরণকে জ্ঞাত হয়ে বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হয়, তারা হলো সুপ্রতিপন্ন। যারা সুপ্রতিপন্ন, তারা এই ধর্মবিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এভাবে বিজ্ঞানকে জ্ঞাত হয়ে... এভাবে বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জ্ঞাত হয়ে, বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ ও অনুৎপত্তি হয়ে বিমুক্ত তারা সুবিমুক্ত [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে সুষ্ঠু বিমুক্ত]। যারা সুবিমুক্ত তারা কৃতকৃত্য। যারা কৃতকৃত্য তাদের প্রজ্ঞাপনের জন্য বৃত্ত থাকে না। [কারণ তারা অশৈক্ষ্যভূমিতে উপনীত হয়েছেন]।' হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই ভিক্ষু সপ্ত স্থানে দক্ষ হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে ভিক্ষু ত্রিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধানকারী হন? হে ভিক্ষুগণ, এখানে ভিক্ষু ধাতুবশে অনুসন্ধান করেন, আয়তনবশে অনুসন্ধান করেন, প্রতীত্য-সমুৎপাদবশে অনুসন্ধান করেন। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে ভিক্ষু ত্রিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধানকারী হন। হে ভিক্ষুগণ, সপ্ত স্থানে দক্ষ ও ত্রিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধানকারী ভিক্ষু এই ধর্মবিনয়ে সুশিক্ষিত, ব্রহ্মচর্য জীবনের পূর্ণতা সাধন করেন বলে তাঁকে 'উত্তম পুরুষ' বলা হয়।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র

৫৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘সম্যকসম্বুদ্ধ’ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুও রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘প্রজ্ঞাবিমুক্ত’ বলা হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বেদনার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘সম্যকসম্বুদ্ধ’ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুও বেদনার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘প্রজ্ঞাবিমুক্ত’ বলা হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘সম্যকসম্বুদ্ধ’ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুও বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, অনুৎপত্তি ও বিমুক্ত হন বলে তাকে ‘প্রজ্ঞাবিমুক্ত’ বলা হয়।”

‘হে ভিক্ষুগণ, তথায় তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুর কী প্রভেদ, কী পার্থক্য ও কী নানাকরণ?’ ‘ভন্তে, আমাদের ধর্ম ভগবৎমূলক, ভগবান-নির্দেশক, ভগবান-প্রতিশরণ। ভন্তে, এটিই উত্তম হয় ভগবান যদি এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করেন। ভগবানের মুখ হতে শুনে ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, তাহলে শুন, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও; আমি বলছি।’ ‘আচ্ছা ভন্তে’ বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অপ্রাদুর্ভূত মার্গের প্রকাশকারী, অব্যাখ্যাত মার্গের বর্ণনাকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদূ ও মার্গকোবিদ। হে ভিক্ষুগণ, বতর্মানে মার্গানুগ শ্রাবকগণ পশ্চাৎ সমন্নাগত হয়ে বিহার করেন।[1] ‘হে ভিক্ষুগণ, তথায় তথাগত অর্হৎ

---

[1] ‘অনুৎপন্ন’ বলতে এই মার্গ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপাদন করেছিলেন, মাঝখানে অন্য কোনো শাস্তা উৎপন্ন করতে পারেননি। এই ভগবান অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী। ‘অব্যাখ্যাত’ বলতে অকথিতের। মার্গকে জানেন বলে মার্গজ্ঞ। মার্গকে জ্ঞাত হয়েছেন ও প্রকাশিত করেছেন বলে ‘মার্গবিদূ’। মার্গে ও অমার্গে কোবিদ বা দক্ষ বলে ‘মার্গকোবিদ’। ‘মার্গানুগ’ বলতে মার্গ অনুগমনকারী। ‘পশ্চাৎ সমন্নাগত’ বলতে আমি প্রথমে গমনকারী, শ্রাবকগণ পশ্চাতে সমন্নাগত। [অর্থকথা]

সম্যকসম্বুদ্ধের ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত ভিক্ষুর এই প্রভেদ, এই পার্থক্য ও এই নানাকরণ।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. অনাত্মা লক্ষণ সূত্র

৫৯. একসময় ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তথায় ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন, 'হে ভিক্ষুগণ।' 'ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে সম্মতি দিলেন।[১] ভগবান বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, যদি এই রূপ আত্মা হতো, তাহলে এই রূপ পীড়ার কারণ হতো না এবং রূপকে এভাবে লাভ করা যেতো—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।' হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ অনাত্মা, সেহেতু রূপ পীড়ার দিকে কারণ হয় এবং রূপকে এভাবে লাভ করা যায় না—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।'"

"হে ভিক্ষুগণ, বেদনা অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, যদি এই বেদনা আত্মা হতো, তাহলে এই বেদনা পীড়ার কারণ হতো না এবং বেদনাকে এভাবে লাভ করা যেতো—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।' হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু বেদনা অনাত্মা, সেহেতু বেদনা পীড়ার দিকে কারণ হয় এবং বেদনাকে এভাবে লাভ করা যায় না—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।'"

"হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা অনাত্মা... সংস্কার অনাত্মা। হে ভিক্ষুগণ, যদি এই সংস্কার আত্মা হতো, তাহলে এই সংস্কার পীড়ার কারণ হতো না এবং সংস্কারকে এভাবে লাভ করা যেতো—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।' হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু সংস্কার অনাত্মা, সেহেতু সংস্কার পীড়ার দিকে কারণ হয় এবং সংস্কারকে এভাবে লাভ করা যায় না—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।'"

হে ভিক্ষুগণ, যদি এই বিজ্ঞান আত্মা হতো, তাহলে এই বিজ্ঞান পীড়ার কারণ হতো না এবং বিজ্ঞানকে এভাবে লাভ করা যেতো—'আমার রূপ

---

[১] কোণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচজন হলো বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য। এঁরা পূর্বে বোধিসত্ত্বের সেবক ছিলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে এঁরা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র শ্রবণে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলে 'এখন তাদের আসবক্ষয়ের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করব' এই ভেবে ভগবান পঞ্চমী পক্ষে তাঁদের ডেকেছিলেন অর্থাৎ এটি ভগবান বুদ্ধের দেশিত দ্বিতীয় ধর্মদেশনা। এই সূত্রে অনাত্ম-লক্ষণই কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।' হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু বিজ্ঞান অনাত্মা, সেহেতু বিজ্ঞান পীড়ার দিকে কারণ হয় এবং বিজ্ঞানকে এভাবে লাভ করা যায় না—'আমার রূপ এমন হোক, আমার রূপ এমন না হোক।'"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু বেদনা আছে... সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু সংজ্ঞা আছে... সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু সংস্কার আছে... সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু বিজ্ঞান আছে- অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হয়ে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, যা করণীয় তা করা হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।'"

ভগবান এরূপ বললে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ সন্তুষ্ট মনে অভিনন্দন করলেন।

এই ভাষণের পরপরই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আসব হতে বিমুক্ত হয়ে

অনাসব হলো। [সপ্তম সূত্র]

৮. মহালি সূত্র

৬০. আমি এরূপ শুনেছি—

একসময় ভগবান বৈশালীতে বিহার করছিলেন মহাবনে কূটাগারশালায়। তখন মহালি নামক লিচ্ছবি যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন... একপাশে বসে মহালি লিচ্ছবি ভগবানকে বললেন :

'ভন্তে, পূরণকাশ্যপ এরূপ বলেন, 'সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট [কলুষিত] হওয়ার হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, হেতু বিনা প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বদের বিশুদ্ধির হেতু নেই, প্রত্যয় নেই, হেতু বিনা প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়। এখানে ভগবান কী বলেন?'

'হে মহালি, 'সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার হেতু আছে, প্রত্যয় আছে, হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। হে মহালি, সত্ত্বদের বিশুদ্ধির হেতু আছে প্রত্যয় আছে, হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।'

'ভন্তে, সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার হেতু কিরূপ প্রত্যয় কিরূপ? কিভাবে সহেতু সপ্রত্যয়ে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়?'

'হে মহালি, যদি এই রূপ একান্তই দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনাবিভূত হতো, তাহলে এই সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হতো না। হে মহালি, যেহেতু রূপ সুখ, সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনবিভূত, সে-কারণে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি আসক্ত হয়। তারা সরাগে সংযুক্ত হয়, সংযোগে সংক্লিষ্ট হয়। হে মহালি, সংত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়।'

'হে মহালি, যদি এই বেদনা একান্তই দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনভিভূত হতো, তাহলে এই সত্ত্বগণ বেদনার প্রতি আসক্ত হতো না। হে মহালি, যেহেতু বেদনা সুখ, সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনবিভূত, সে-কারণে সত্ত্বগণ বেদনার প্রতি আসক্ত হয়। তারা সরাগে সংযুক্ত হয়, সংযোগে সংক্লিষ্ট হয়। হে মহালি, সংত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়।'

'হে মহালি, যদি এই সংজ্ঞা... 'হে মহালি, যদি এই সংস্কার একান্তই দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনভিভূত হতো, তাহলে এই সত্ত্বগণ সংস্কারের প্রতি আসক্ত হতো না। হে মহালি, যেহেতু সংস্কার সুখ,

সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনভিভূত, সে-কারণে সত্ত্বগণ সংস্কারের প্রতি আসক্ত হয়। তারা সরাগে সংযুক্ত হয়, সংযোগে সংক্লিষ্ট হয়। হে মহালি, সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়।'

'হে মহালি, যদি এই বিজ্ঞান একান্তই দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনাবিভূত হতো, তাহলে এই সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত হতো না। হে মহালি, যেহেতু বিজ্ঞান সুখ, সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনভিভূত, সে-কারণে সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি আসক্ত হয়। তারা সরাগে সংযুক্ত হয়, সংযোগে সংক্লিষ্ট হয়। হে মহালি, সত্ত্বদের সংক্লিষ্ট হওয়ার এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়।'

'ভন্তে, সত্ত্বদের বিশুদ্ধি হেতু কিরূপ প্রত্যয় কিরূপ? কিভাবে হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়?'

'হে মহালি, যদি এই রূপ একান্তই সুখ, সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনভিভূত হতো, তাহলে সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হতো না। যেহেতু এই রূপ দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনাবিভূত, সে-কারণে এই সত্ত্বগণ রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্বেদ হতে বিরাগ হয়, বিরাগ হতে বিমুক্ত হয়। হে মহালি, সত্ত্বদের বিশুদ্ধি লাভের এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।'

'হে মহালি, যদি এই বেদনা একান্তই সুখ... 'হে মহালি, যদি এই সংজ্ঞা... 'হে মহালি, যদি এই সংস্কার একান্তই সুখ... 'হে মহালি, যদি এই বিজ্ঞান একান্তই সুখ, সুখানুপতিত, সুখাচ্ছন্ন, দুঃখে অনভিভূত হতো, তাহলে সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হতো না। যেহেতু এই বিজ্ঞান দুঃখ, দুঃখানুপতিত, দুঃখাচ্ছন্ন, সুখে অনাবিভূত, সে-কারণে এই সত্ত্বগণ বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্বেদ হতে বিরাগ হয়, বিরাগ হতে বিমুক্ত হয়। হে মহালি, সত্ত্বদের বিশুদ্ধি লাভের এই হলো হেতু, এই হলো প্রত্যয়। ঠিক এভাবেই হেতুযোগে প্রত্যয়যোগে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।' [অষ্টম সূত্র]

৯. প্রজ্জ্বলিত সূত্র

৬১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ প্রজ্জ্বলিত, বেদনা প্রজ্জ্বলিত, সংজ্ঞা প্রজ্জ্বলিত, সংস্কার প্রজ্জ্বলিত, বিজ্ঞান প্রজ্জ্বলিত। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান

আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতিও... সংজ্ঞার প্রতিও... সংস্কারের প্রতিও... বিজ্ঞানের প্রতিও নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।'"[১] [নবম সূত্র]

১০. নিরুক্তিপথ (বিবেচনাবোধ) সূত্র

৬২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ নিরুক্তিপথ, অধিবচনপথ, প্রজ্ঞপ্তিপথ অসঙ্কীর্ণ, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সন্দিহান হয় না, সন্দিহান হবে না, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের কাছে সন্ধিগ্ধ হবে না। কোন ত্রিবিধ? হে ভিক্ষুগণ, যেই রূপ অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না, 'থাকবে' বলে তার শঙ্খা হয় না।"

"যেই বেদনা অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না, 'থাকবে' বলে তার শঙ্খা হয় না।"

"যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না, 'থাকবে' বলে তার শঙ্খা হয় না।"

"যেই বিজ্ঞান অতীত, নিরুদ্ধ, পরিবর্তিত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না, 'থাকবে' বলে তার শঙ্খা হয় না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেই রূপ অনুৎপন্ন, অপ্রাদুর্ভূত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না, 'থাকবে' বলে তার শঙ্খা হয় না।"

"যেই বেদনা অনুৎপন্ন, অপ্রাদুর্ভূত সেটি 'ছিল' বলে তার শঙ্কা, 'ছিল' বলে তার ধারণা, 'ছিল' বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, 'আছে' বলে তার শঙ্খা হয় না,

---

[১] লোভাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি, জন্মাগ্নি, জরাগ্নি, ব্যাধিগ্নি, মরণাগ্নি, শোকাগ্নি, পরিদেবনাগ্নি, দুঃখাগ্নি, দৌর্মনস্যাগ্নি ও উপায়াসাগ্নি এই একাদশ অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত। মহালি সূত্রে এবং এই সূত্রে দুঃখ-লক্ষণই কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার অনুৎপন্ন, অপ্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“যেই বিজ্ঞান অনুৎপন্ন, অপ্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“হে ভিক্ষুগণ, যেই রূপ উৎপন্ন, প্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“যেই বেদনা উৎপন্ন, প্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“যেই সংজ্ঞা... যেই সংস্কার উৎপন্ন, প্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

“যেই বিজ্ঞান উৎপন্ন, প্রাদুর্ভূত সেটি ‘ছিল’ বলে তার শঙ্কা, ‘ছিল’ বলে তার ধারণা, ‘ছিল’ বলে তার প্রজ্ঞপ্তি, ‘আছে’ বলে তার শঙ্খা হয় না, ‘থাকবে’ বলে তার শঙ্খা হয় না।”

‘হে ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ নিরুক্তিপথ, অধিবচনপথ, প্রজ্ঞপ্তিপথ অসঙ্কীর্ণ, অসঙ্কীর্ণপূর্ব, সন্দিহান হয় না, সন্দিহান হবে না শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বিজ্ঞদের কাছে সন্ধিগ্ধ হবে না। হে ভিক্ষুগণ, যেকোনো উৎকল জনপদে বসবাসকারী লোকজন অহেতুকবাদী [সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম ও কর্মফলে অবিশ্বাসী], নাস্তিকবাদী [জীবের পূর্বহেতুতে অবিশ্বাসী] ও অক্রিয়াবাদী [কুশল-অকুশল কর্মে ও তার কৃতাকৃত কর্মে অবিশ্বাসী] আছেন, যদিও তারা এই ত্রিবিধ নিরুক্তিপথে অধিবচনপথে প্রজ্ঞপ্তিপথে নিন্দার যোগ্য নয়, প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয় বলে বিবেচনা করে থাকে। তার কী হেতু? কারণ তারা নিন্দা-আঘাত-ক্রোধ-তিরস্কারকে ভয় পায়।’ [দশম সূত্র]

[[[উপয় বর্গ ষষ্ঠ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

উপয়, বীজ, উদান, উপাদান-গুচ্ছ,
সপ্ত স্থান ও সম্বুদ্ধ, পঞ্চ মহালি আর প্রজ্জ্বলিত;
নিরুক্তিপথের দ্বারা হয় বর্গ সমাপ্ত ॥

৭. অর্হৎ বর্গ

১. আসক্তিপরায়ণ সূত্র

[উপাদিযমান সুত্তং]

৬৩. আমি এরূপ শুনেছি—একময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বিহার করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক নির্মিত আরামে। তখন জনৈক এক ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। অতঃপর ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন, যাতে করে আমি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, আসক্তিপরায়ণ[১] ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' "'ভন্তে, রূপের প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনার প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত। সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত।' ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।"

"সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপের প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনার

---

[১] তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টিবশে গ্রহণকারী।

প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত। সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনাসক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

এর পরে সেই ভিক্ষু একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য জীবনের চরমফল প্রত্যক্ষ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে অর্জন করে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারলেন— 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [নির্বাণ লাভের জন্য] আর অন্য কোনো করণীয় নেই।' সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন। [প্রথম সূত্র]

২. অহংকারী সূত্র

৬৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, অহংকারী[১] ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অহংকারহীন ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' "'ভন্তে, রূপের প্রতি অহংকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অহংকারহীন ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অহংকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অহংকারহীন ব্যক্তি হলো মুক্ত।' ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে

---

[১] তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টির দ্বারা অহংকার করে বলে অহংকারী। [অর্থকথা]

পেরেছি।"

'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপের প্রতি অহংকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অহংকারহীন ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অহংকারহীন ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অহংকারহীন ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।' [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. অভিনন্দনকারী সূত্র

৬৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, অভিনন্দনকারী[১] ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' 'ভন্তে, রূপকে অভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে অভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো মুক্ত। ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।'

'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপকে অভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো মুক্ত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে অভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো পাপমতী মারের দ্বারা আবদ্ধ, অনভিনন্দনকারী ব্যক্তি হলো মুক্ত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।' [তৃতীয় সূত্র]

---

[১] তৃষ্ণা-মান-দৃষ্টির দ্বারা অভিনন্দন করে বলে অভিনন্দনকারী। [অর্থকথা]

৪. অনিত্য সূত্র

৬৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, যা ভিক্ষু অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' "'ভন্তে, রূপ অনিত্য, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।"

"'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপ অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।' [চতুর্থ সূত্র]

৫. দুঃখ সূত্র

৬৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, যা ভিক্ষু দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' "'ভন্তে, রূপ দুঃখ, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান দুঃখ, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত

বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।”

“‘সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপ দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান দুঃখ, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।’ ‘ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন। [পঞ্চম সূত্র]

৬. অনাত্মা সূত্র

৬৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... উদ্যমী, একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।’

‘হে ভিক্ষু, যা ভিক্ষু অনাত্মা, তাতে তোমার ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।’ ‘ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।’

‘হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?’ “‘ভন্তে, রূপ অনাত্মা, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।’ ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।”

“‘সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপ অনাত্মা, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।’ ‘ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।’ [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. নিজের অধিকারভুক্ত নয় সূত্র

৬৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা

করেন... অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, যা ভিক্ষু নিজের অধিকারভুক্ত নয়, তাতে তোমার ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' 'ভন্তে, রূপ নিজের অধিকারভুক্ত নয়, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিজের অধিকারভুক্ত নয়, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।"

"'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপ নিজের অধিকারভুক্ত নয়, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিজের অধিকারভুক্ত নয়, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।' [সপ্তম সূত্র]

৮. সহজাত কামোদ্দীপক বিষয় সূত্র

৬৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন জনৈক এক ভিক্ষু... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এটিই উত্তম হয়, যদি আমাকে ভগবান সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করেন... অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে ভিক্ষু, যা ভিক্ষু সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়, তাতে তোমার ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভগবান, আমি এটি বুঝতে পেরেছি; সুগত, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হে ভিক্ষু, আমি কিভাবে আমাকর্তৃক ভাষিত বিষয়ের বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছ?' "'ভন্তে, রূপ সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়, তাতে আমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' ভন্তে, আমি নিশ্চিতরূপে ভগবান কর্তৃক ভাষিত বিষয়ের এরূপ বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পেরেছি।"

"'সাধু সাধু ভিক্ষু, তুমি উত্তমরূপে আমাকর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত

অর্থ বুঝতে পেরেছ। ভিক্ষু, রূপ সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়, তাতে তোমার ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।' 'ভিক্ষু, আমাকর্তৃক ভাষিত এই বিষয়ের এভাবে বিস্তারিত অর্থ বুঝতে হবে... সেই ভিক্ষু অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।' [অষ্টম সূত্র]

৯. রাধ সূত্র

৭১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান রাধ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না?'

"হে রাধ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে- অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে রাধ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না"... আয়ুষ্মান রাধ অর্হৎদের মধ্যে অন্যতর হলেন।' [নবম সূত্র]

১০. সুরাধ সূত্র

৭২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান সুরাধ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।'

"হে রাধ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান... দূরে বা

নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়।

যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়। হে রাধ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।"... আয়ুষ্মান সুরাধ অর্হৎদের মধ্যে অন্যতর হলেন।' [দশম সূত্র]

[[[অর্হৎ বর্গ সপ্তম সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

আসক্তিপরায়ণ, অহংকারী, অতঃপর অভিনন্দনকারী সূত্র,
অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা, নিজের অধিকারভুক্ত নয়
আর সহজাত কামোদ্দীপক বিষয়;
রাধ-সুরাধের দ্বারা হয় সেই দশ সংযুক্ত ॥

৮. খাদ্য সূত্র

১. আস্বাদ সূত্র

৭৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানেন।' [প্রথম সূত্র]

২. সমুদয় সূত্র

৭৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, অশ্রুতবান পৃথগ্জন রূপের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না। হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানেন। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানেন।' [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. দ্বিতীয় সমুদয় সূত্র

৭৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের সমুদয়, অস্তগমন, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানেন।'[১] [তৃতীয় সূত্র]

৪. অর্হৎ সূত্র

৭৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়' এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই দর্শন করলে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত [নির্লিপ্ত] হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য জীবন

---

[১] ৭৩...৭৫ নং সূত্রের মধ্যে চারি আর্যসত্যই কথিত হয়েছে।

উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।' হে ভিক্ষুগণ, গোটা সত্ত্বাবাসের মধ্যে, ভবাগ্রের মধ্যে ও জগতের মধ্যে তিনিই অগ্র, তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি অর্হৎ।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে অতঃপর সুগত শাস্তা বললেন :

'অহো! অর্হৎগণ সুখী[1], তৃষ্ণা তাদের বিদ্যমান নেই,
আত্ম-অহংকার সমুচ্ছিন্ন, মোহজাল হলো পদদলিত।
নিষ্কাম তাদের লব্ধ, চিত্ত তাদের অনাবিল,
জগতে তারা হলো নিষ্কলঙ্ক, ব্রহ্মভূত অনাসব।
পঞ্চস্কন্ধকে জেনে, সপ্ত সদ্ধর্ম[2] হলো তার গোচর,
প্রশংসিত সৎপুরুষগুলো বুদ্ধের ঔরসজাত পুত্র।
তিনি হন সপ্তরত্ন-সম্পন্ন, ত্রিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত,
ভয়-ভৈরব প্রহীন করে মহাবীর করেন বিচরণ।
দশবিধ অঙ্গের দ্বারা হয় সম্পন্ন, মহানাগ সমাহিত,
জগতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, তৃষ্ণা তাদের নাই বিদ্যমান।
অশৈক্ষ্য-জ্ঞান উৎপন্ন, অন্তিম এই দেহ,
যেই সার ব্রহ্মচর্যের, তা হলো অপরপর্যায়।
অহংকারে হন না কম্পিত, পুনর্ভব হতে বিপ্রমুক্ত,
নির্বাণপ্রাপ্ত, জগতে তারা হলো বিজয়ী।
ঊর্ধ্ব, অধো, মাঝখানে, নন্দী তাদের বিদ্যমান থাকে না,
তারা সিংহনাদে গর্জন করেন[3], জগতে বুদ্ধ হলেন অনুত্তর।' [চতুর্থ সূত্র]

৫. দ্বিতীয় অর্হৎ সূত্র

৭৭. . শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা।

---

[1] ধ্যানসুখে, মার্গসুখে ও ফলসুখে সুখী। তাদের অপায় দুঃখজনিত তৃষ্ণা বিদ্যমান নেই। এভাবে তারা এই তৃষ্ণামূলকের অভাবের দরুন সুখী। তাদের নয় প্রকার অহংকার অর্হত্ত্ব মার্গের দ্বারা সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা তাদের অবিদ্যাজাল ভগ্ন হয়েছে। [অর্থকথা]

[2] শ্রদ্ধা, পাপের প্রতি লজ্জা পাপের প্রতি ভয়, বহুসত্য, আরব্ধবীর্যতা, উপস্থিতবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা হলো সপ্ত সদ্ধর্ম। আর সপ্ত বোধ্যঙ্গ-রত্নের দ্বারা সমন্নাগত হলো সপ্ত রত্নসম্পন্ন। [অর্থকথা]

[3] এখানে এটিই হলো সিংহনাদের সমোধান—'আমি বিমুক্তিসুখের দ্বারা সুখী, দুঃখজনক নয়, তৃষ্ণা প্রহীনজনিত সুখে সুখী। পঞ্চস্কন্ধ পরিজ্ঞাত। দাসকারক ও বর্তমূলিক তৃষ্ণা প্রহীন করে আমি অনুত্তর ও অসদৃশ। চারি সত্যের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধ হয়েছি' ভবাগ্রে স্থিত হয়ে বিজয়োল্লাস ধ্বনিতে ক্ষীণাসব অর্হৎ সিংহনাদে গর্জন করেন। [অর্থকথা]

যা অনাত্মা তা 'আমার নয়, আমি নই, আমার আত্ম নয়'... এভাবেই ঠিক ঠিকরূপে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই দর্শন করলে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্বেদ হতে বিরাগ হয়, বিরাগ হতে বিমুক্ত হয়। বিমুক্ত হলে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য জীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [দুঃখমুক্তির জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।' হে ভিক্ষুগণ, গোটা সত্ত্বাবাসের মধ্যে, ভবাগ্রের মধ্যে ও জগতের মধ্যে তিনিই অগ্র, তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি অর্হৎ।' [পঞ্চম সূত্র]

৬. সিংহ সূত্র

৭৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, মৃগরাজ সিংহ সন্ধ্যাকালীন গুহা হতে বের হলো, গুহা হতে বের হয়ে আড়মোড়া ভাঙল। আড়মোড়া ভেঙে চতুর্দিকে অবলোকন করল। চতুর্দিকে অবলোকন করে তিনবার সিংহনাদে গর্জন করল। তিনবার সিংহনাদে গর্জন করে প্রস্থান করল শিকারের লক্ষ্যে। হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত ইতরপ্রাণী মৃগরাজ সিংহের গর্জন শব্দ শোনে, তারা সকলে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পমান হয়। গুহাশ্রিতরা [সাপ, বেজি] গুহায় প্রবেশ করে, জলাশ্রিতরা [মাছ, কচ্ছপ] জলে প্রবেশ করে, বনাশ্রিতরা [হস্তী, গোড়া, হরিণ] বনে প্রবেশ করে, আকাশে পাখিরা কুজনে রত হয়। হে ভিক্ষুগণ, যেই রাজহস্তী গ্রাম-নিগম-রাজধানীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে চামড়ার লম্বা ফালি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, সেও সেই বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে, অথবা এদিক-ওদিক পালায়ন করে। হে ভিক্ষুগণ, মৃগরাজ সিংহ ইতরপ্রাণীদের জন্য এরূপই মহাঋদ্ধিশালী, মহাশক্তিধর ও মহানুভবসম্পন্ন হয়।'[১]

"হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ যখন তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচারণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর, পুরুষদমনকারী সারথি, দেব-মানবের

---

[১] সিংহ চার প্রকার—তৃণসিংহ, কালোসিংহ, পাণ্ডুসিংহ ও কেশরসিংহ। তৃণসিংহ কপোতবর্ণ গাভী সদৃশ তৃণ ভক্ষণ করে। কালোসিংহ কালো গাভী সদৃশ তৃণ ভক্ষণ করে। পাণ্ডুসিংহ পাণ্ডুপলাশবর্ণ সদৃশ মাংস ভক্ষণ করে। কেশরসিংহ এই সিংহ খুবই বলবান ও শক্তিধর হয়। এর ঘাড় কেশযুক্ত ও পিঠ পরিশুদ্ধ হয়। এখানে এই সিংহকেই বুঝতে হবে। [অর্থকথা]

শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান জগতে উৎপন্ন হন। তিনি ধর্মদেশনা করেন—'এই হলো রূপ, এই হলো রূপের সমুদয়, এই হলো রূপের অস্তগমন।[1] এই হলো বেদনা... এই হলো সংজ্ঞা... এই হলো সংস্কার... এই হলো বিজ্ঞান, এই হলো বিজ্ঞানের সমুদয়, এই হলো বিজ্ঞানের অস্তগমন। হে ভিক্ষুগণ, যেই দেবগণ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন, সুখবহুল, উচ্চ বিমানের [দেবপ্রাসাদে] মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থানকারী তারাও তথাগতের ধর্মদেশনা শুনে সকলেই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পমান হয়। তারা বলে, 'ওহে, আমরা নিত্য মনে করছি কিন্তু আমরা অনিত্য; ওহে, আমরা ধ্রুব মনে করছি কিন্তু আমরা অধ্রুব; ওহে, আমরা শাশ্বত মনে করছি কিন্তু আমরা অশাশ্বত। ওহে, আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত ও সৎকায়ের [পঞ্চস্কন্ধের] অন্তর্গত।' হে ভিক্ষুগণ, তথাগত দেব-মনুষ্যলোকে এরূপই মহাঋদ্ধিশালী, মহাশক্তিধর ও মহানুভবসম্পন্ন হয়।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে অতঃপর সুগত শাস্তা বললেন :

'যখন বুদ্ধ অভিজ্ঞায় ধর্মচক্র করেন প্রবর্তন[2],
সদেব-মনুষ্যলোকের শাস্তা অদ্বিতীয় পুরুষ।
সৎকায় নিরোধ আর সৎকায় উদ্ভব,
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো দুঃখ উপশমগামী।
যে দীর্ঘায়ু দেবতা, রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন ও যশস্বী,

---

[1] 'এই হলো রূপ' বলতে এটি রূপ, এতটুকু রূপ, এর চেয়ে অধিকতর রূপ নেই। এই হতে স্বভাববশে, আস্বাদবশে, অভিপ্রায়বশে, পরিচ্ছেদবশে, সংজ্ঞাবশে চারি মহাভূত ও চারি মাহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ পর্যন্ত সমস্তই প্রদর্শিত হয়েছে। 'এটি হলো রূপের সমুদয়' বলতে 'আহার সমুদয়ে রূপ সমুদয় হয়' ইত্যাদি সমস্তই প্রদর্শিত হয়েছে। 'এটি হলো রূপের অস্তগমন' বলতে 'আহার নিরোধে রূপ নিরোধ হয়' ইত্যাদি সমস্তই প্রদর্শিত হয়েছে। এভাবে বেদনাদি জানতে হবে [অর্থকথা]

[2] এখানে 'ধর্মচক্র' বলতে প্রতিবেধজ্ঞান ও দেশনাজ্ঞান। 'প্রতিবেধজ্ঞান' হচ্ছে যেই জ্ঞানের দ্বারা বোধিপালঙ্কে আসীন হয়ে চারি আর্যসত্য ষোলো আকারের দ্বারা ও ষাটহাজার প্রণালিতে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। 'দেশনাজ্ঞান' বলতে যেই জ্ঞানের দ্বারা ত্রিবৃত্ত [ক্লেশবৃত্ত—অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান। বিপাকবৃত্ত—ভবের 'কর্মভব' নামক একাংশ ও সংস্কার। বিপাকবৃক্ত—ভবের 'উৎপত্তিভব' নামক অপরাংশ ও অবশিষ্ট অঙ্গগুলো] দ্বাদশাকারে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। উভয়ই তা দশবলের হৃদয়ে জাত জ্ঞান। তন্মধ্যে এখানে দেশনাজ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। তা কিন্তু যাবৎ আঠারো কোটি ব্রহ্মার সাথে অঞ্ঞাসি কোণ্ডিন্য স্থবিরের স্রোতাপত্তিফল উৎপন্ন হলো। তা-ই হলো প্রবর্তন। সেই উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রবর্তন বলে জানতে হবে। [অর্থকথা]

ভীত-সন্ত্রস্ত হয় যেমন সিংহের গর্জন শুনে মৃগ।
অবিজিত সৎকায়, ওহে আমরা হলাম অনিত্য,
তাদৃশ বিপ্রমুক্ত অর্হতের বাক্য শুনে।' [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. খাদ্য সূত্র

৭৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যে-সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করতে গিয়ে এইসব পঞ্চ-উপদানস্কন্ধ অনুস্মরণ করেন অথবা এর কোনো একটিকে অনুস্মরণ করেন। কোন পাঁচটি? 'অতীতে এরূপ রূপ ছিল' হে ভিক্ষুগণ, এভাবে অনুস্মরণ করতে গিয়ে রূপকেই অনুস্মরণ করেন। 'অতীতে এরূপ বেদনা ছিল' হে ভিক্ষুগণ, এভাবে অনুস্মরণ করতে গিয়ে বেদনাকেই অনুস্মরণ করেন। 'অতীতে এরূপ সংজ্ঞা ছিল'... 'অতীতে এরূপ সংস্কার ছিল'... 'অতীতে এরূপ বিজ্ঞান ছিল' হে ভিক্ষুগণ, এভাবে অনুস্মরণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানকেই অনুস্মরণ করেন।"

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ, পরিবর্তিত হয় তাই 'রূপ' বলা হয়। কেন পরিবর্তিত হয়? শীতলতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, উষ্ণতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, ক্ষুধায় পরিবর্তিত হয়, পিপাসায় পরিবর্তিত হয়, ডংশক-মশক-বাতাস-রৌদ্র-সরীসৃপের স্পর্শে পরিবর্তিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, পরিবর্তিত হয় বিধায় 'রূপ' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, বেদনা কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ, অনুভূত হয় বিধায় 'বেদনা' বলা হয়। কী অনুভূত হয়? সুখ অনুভূত হয়, দুঃখ অনুভূত হয়, অদুঃখ-অসুখ অনুভূত হয়। হে ভিক্ষুগণ, অনুভূত হয বিধায় 'বেদনা' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ, চেনা যায় বিধায় 'সংজ্ঞা' বলা হয়। কী চেনা যায়? নীল চেনা যায়, হলুদ চেনা যায়, লাল চেনা যায়, সাদা চেনা যায়। হে ভিক্ষুগণ, চেনা যায় বিধায় 'সংজ্ঞা' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ, সৃষ্টকে গঠন করে বিধায় 'সংস্কার' বলা হয়। কী গঠন করে? রূপ রূপের নিমিত্ত রূপকে গঠন করে, বেদনা বেদনার নিমিত্ত বেদনাকে গঠন করে, সংজ্ঞা সংজ্ঞার নিমিত্ত সংজ্ঞাকে গঠন করে, সংস্কার সংস্কারের নিমিত্ত সংস্কারকে গঠন করে, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের নিমিত্ত বিজ্ঞানকে গঠন করে। হে ভিক্ষুগণ, সৃষ্টকে গঠন করে বিধায় 'সংস্কার' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান কাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ, বিজানন করে বিধায় 'বিজ্ঞান' বলা হয়। কী বিজানন করে? অম্লরস বিজানন করে। তিক্ত বিজানন করে, কটু বিজানন করে, মধুর বিজানন করে, লবণাক্ত বিজানন করে, অলবণাক্ত বিজানন করে, লোনা বিজানন করে, অলোনা বিজানন করে। হে ভিক্ষুগণ, বিজানন করে; তাই 'বিজ্ঞান' বলা হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, তথায় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক এরূপ বিচার করে—'আমি এই রূপ দিয়ে খাই, আমি অতীতে এই রূপ দিয়ে খেয়েছি, বর্তমানে আমি যেমন রূপ দিয়ে খাচ্ছি। আমি যদি অনাগত রূপকে অভিনন্দন করি, তবে অনাগতে আমি দীর্ঘসময় এই রূপ দিয়ে খাবো, বর্তমানে আমি যেমন রূপ দিয়ে খাচ্ছি।' তিনি এভাবে জ্ঞানযোগে বিবেচনা করে অতীত রূপের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত রূপকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান রূপের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের দিকে প্রতিপন্ন হন।"

"'আমি এই বেদনা দিয়ে খাই, আমি অতীতে এই বেদনা দিয়ে খেয়েছি, বর্তমানে আমি যেমন বেদনা দিয়ে খাচ্ছি। আমি যদি অনাগত বেদনাকে অভিনন্দন করি, তবে অনাগতে আমি দীর্ঘসময় এই বেদনা দিয়ে খাবো, বর্তমানে আমি যেমন বেদনা দিয়ে খাচ্ছি।' তিনি এভাবে জ্ঞানযোগে বিবেচনা করে অতীত বেদনার প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত বেদনাকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান বেদনার প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের দিকে প্রতিপন্ন হন।"

"'আমি এই সংজ্ঞা দিয়ে খাই,... "'আমি এই সংস্কার দিয়ে খাই, আমি অতীতে এই সংস্কার দিয়ে খেয়েছি, বর্তমানে আমি যেমন সংস্কার দিয়ে খাচ্ছি। আমি যদি অনাগত সংস্কারকে অভিনন্দন করি, তবে অনাগতে আমি দীর্ঘসময় এই সংস্কার দিয়ে খাবো, বর্তমানে আমি যেমন সংস্কার দিয়ে খাচ্ছি।' তিনি এভাবে জ্ঞানযোগে বিবেচনা করে অতীত সংস্কারের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত সংস্কারকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান সংস্কারের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের দিকে প্রতিপন্ন হন।"

"'আমি এই বিজ্ঞান দিয়ে খাই, আমি অতীতে এই বিজ্ঞান দিয়ে খেয়েছি, বর্তমানে আমি যেমন বিজ্ঞান দিয়ে খাচ্ছি। আমি যদি অনাগত বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করি, তবে অনাগতে আমি দীর্ঘসময় এই বিজ্ঞান দিয়ে খাবো, বর্তমানে আমি যেমন বিজ্ঞান দিয়ে খাচ্ছি।' তিনি এভাবে জ্ঞানযোগে বিবেচনা করে অতীত বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ হন, অনাগত বিজ্ঞানকে অভিনন্দন করেন না, বর্তমান বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের

দিকে প্রতিপন্ন হন।"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান... দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় আর্যশ্রাবক ধ্বংস করেন, সঞ্চয় করেন না; পরিত্যাগ করেন, আসক্ত হন না; ছড়িয়ে দেন, যুক্ত করেন না; নির্বাপিত করেন, প্রজ্জ্বলিত করেন না।

কী ধ্বংস করেন, সঞ্চয় করেন না? রূপ ধ্বংস করেন, সঞ্চয় করেন না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান ধ্বংস করেন, সঞ্চয় করেন না।

কী পরিত্যাগ করেন, আসক্ত হন না? রূপ পরিত্যাগ করেন, আসক্ত হন না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান পরিত্যাগ করেন, আসক্ত হন না।

কী ছড়িয়ে দেন, যুক্ত করেন না? রূপ ছড়িয়ে দেন, যুক্ত করেন না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেন, যুক্ত করেন না।

কী নির্বাপিত করেন না, প্রজ্জ্বলিত করেন না? রূপ নির্বাপিত করেন, প্রজ্জ্বলিত করেন না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নির্বাপিত করেন, প্রজ্জ্বলিত করেন না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের প্রতি

নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হয়ে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।'"

"হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় ভিক্ষু সঞ্চয়ও করেন না, ধ্বংসও করেন না; সঞ্চয় না করে স্থিত ব্যক্তি পরিত্যাগও করেন না, আসক্তও হন না; পরিত্যাগ করে স্থিত ব্যক্তি ছড়িয়েও দেন না, যুক্তও করেন না; ছড়িয়ে দিয়ে স্থিত ব্যক্তি নির্বাপিতও করেন না, প্রজ্জ্বলিতও করেন না। নির্বাপিত করে স্থিত ব্যক্তি কী সঞ্চয়ও করেন না, ধ্বংসও করেন না? সঞ্চয় না করে স্থিত ব্যক্তি রূপকে সঞ্চয়ও করেন না, ধ্বংসও করেন না। সঞ্চয় না করে স্থিত ব্যক্তি বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে সঞ্চয়ও করেন না, ধ্বংসও করেন না। সঞ্চয় না করে স্থিত ব্যক্তি কী পরিত্যাগও করেন না, আসক্তও হন না? পরিত্যাগ করে স্থিত ব্যক্তি রূপকে পরিত্যাগও করেন না, আসক্তও হন না। পরিত্যাগ করে স্থিত ব্যক্তি বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে পরিত্যাগও করেন না, আসক্তও হন না। পরিত্যাগ করে স্থিত ব্যক্তি কী ছড়িয়েও দেন না, যুক্তও করেন না? ছড়িয়ে দিয়ে স্থিত ব্যক্তি রূপ ছড়িয়েও দেন না, যুক্তও করেন না। ছড়িয়ে দিয়ে স্থিত বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে ছড়িয়েও দেন না, যুক্তও করেন না। ছড়িয়ে দিয়ে স্থিত ব্যক্তি কী নির্বাপিতও করেন না, প্রজ্জ্বলিতও করেন না? নির্বাপিত করে স্থিত ব্যক্তি রূপকে নির্বাপিতও করেন না, প্রজ্জ্বলিতও করেন না। নির্বাপিত করে স্থিত ব্যক্তি বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে নির্বাপিতও করেন না, প্রজ্জ্বলিতও করেন না।

হে ভিক্ষুগণ, এভাবে নির্বাপিত করে স্থিত এমন বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে সদেবরাজ ইন্দ্র সব্রহ্ম সপ্রজাপতিগণ দূর থেকেও নমস্কার করেন।

> 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনাকে নমস্কার,
> হে পুরুষোত্তম আপনাকে নমস্কার;
> আপনি যে-বিষয়ে গভীর চিন্তা করছেন,
> আমরা সে-বিষয়ে কিছুই জানি না।'[১] [সপ্তম সূত্র]

---

[১] ভগবান এই সূত্রে দেশনাকে ত্রিবিধ ভবের দ্বারা পরিণত করে অর্হত্তের সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছিলেন। দেশনার পরিসমাপ্তিতে পাঁচশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। [অর্থকথা]

৮. ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী সূত্র

৮০. একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যে বিহার করছিলেন [শাক্যগণ কর্তৃক দানকৃত] কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে। তখন ভগবান কোনো এক কারণে ভিক্ষুসংঘকে চলে যেতে বলেছিলেন।[১] অতঃপর পূর্বাহ্ন সময়ে [পরের দিন সকালে] চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে কপিলবাস্তুতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। কপিলবাস্তুতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে মধ্যাহ্নে পিণ্ডাপাত সংগ্রহ করে যেখানে মহাবন সেখানে উপস্থিত হলেন দিবাবিহারের জন্য। মহাবনে প্রবেশ করে তরুণ বেলুব বা বেলবৃক্ষ মূলে দিবাবিহারের জন্য উপবেশন করলেন।

তখন ভগবান নিভৃতে নির্জনে অবস্থান করার সময় তাঁর এরূপ চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল যে—'আমি ভিক্ষুসংঘকে চলে যেতে বলেছি। সেখানে ভিক্ষুদের মধ্যে নব অচিরপ্রব্রজিত রয়েছে যারা এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত। আমাকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। তরুণ বালকেরা মাতাকে না দেখলে যেমন অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হয়, তেমনি সেখানে ভিক্ষুদের মধ্যে নব

---

[১] কী কারণে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে চলে যেতে বলেছিলেন? একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বার্ষাবাস যাপন করলেন। বর্ষাযাপন শেষে প্রবারণা সমাপনান্তে মহাভিক্ষুসংঘ পরিবার নিয়ে শ্রাবস্তী হতে বের হয়ে জনপদে বিচরণ করতে করতে কপিলবাস্তুতে উপনীত হয়ে নিগ্রোধারামে প্রবেশ করলেন। শাক্যরাজাগণ 'শাস্তা এসেছেন' শুনে অপরাহ্নে বৌদ্ধ বিনয়সম্মত তৈল-মধু-মাখনাদি ও পানীয় শত দণ্ডের দ্বারা গ্রহণ করিয়ে বিহারে গিয়ে সংঘকে দান করলেন। ভগবানকে বন্দনা নিবেদন করে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ করে একপাশে বসলেন। ভগবান তাদের মধুর ধর্মকথা বলতে গিয়ে উপবেশন করলেন। সেই মুহূর্তে কোনো কোনো ভিক্ষু শয্যাসন সামলিয়ে রাখছিলেন, কেউ কেউ মঞ্চ-পীঠাদি প্রস্তুত করছিলেন, শ্রামণেরগণ তৃণ পরিষ্কার করছিলেন। ভাণ্ডাগারে উপস্থিত ভিক্ষুও আছে, অনুপস্থিত ভিক্ষুও আছে। উপস্থিত ভিক্ষুগুলো অনুপস্থিত ভিক্ষুদের লাভ গ্রহণ করছিলেন, 'আমাদের দিন, আমাদের আচার্যের জন্য দিন, আমাদের উপাধ্যায়ের জন্য দিন' এভাবে কথা বলতে গিয়ে তারা মহাশব্দ করছিলেন। ভগবান সেই মহাশব্দ শুনে স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আনন্দ, কারা উচ্চশব্দ-মহাশব্দ করছে, মনে হয় যেন জেলেদের মাছের বাজার?' স্থবির তার আদ্যোপান্ত প্রকাশ করলেন। ভগবান তা শুনে বললেন, 'আনন্দ, ভিক্ষুগণ আমিষহেতু মহাশব্দ করছে। 'হ্যাঁ, ভন্তে'। 'আনন্দ, তা নিতান্তই অনুচিত ও অন্যায়। আমি লক্ষাধিক চারি লক্ষ অসঙ্খ্যেয় কল্পকাল ধরে চীবরাদির জন্য পারমী পূরণ করিনি, এই ভিক্ষুগণও চীবরাদিহেতু অগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেনি, অর্হত্ত্বলাভের জন্য প্রব্রজ্জিত হয়ে কেন তারা অনর্থকে অর্থসদৃশ, অসারকে সারসদৃশ করছেন, আনন্দ, যাও তুমি গিয়ে সেই ভিক্ষুদের চলে যেতে বল।' এ কারণে ভগবান ভিক্ষুদের চলে যেতে বলেছিলেন। [অর্থকথা]

অচিরপ্রব্রজিত রয়েছে যারা এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত। তারা আমাকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। তরুণ বীজগুলো জল লাভ না করলে যেমন অন্যথাভাব ও অবস্থার পরিবর্তন হয়, ঠিক তদ্রূপ সেখানে... আমাকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। এটিই ভালো হয় যেভাবে আমাকর্তৃক পূর্বে ভিক্ষুসংঘ অনুগৃহীত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এক্ষণে ভিক্ষুসংঘকে অনুগৃহীত করা হয়।'

ঠিক তখন সহম্পতি ব্রহ্মা নিজ চিত্ত দ্বারা ভগবানের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হলেন। যেমনি বলবান পুরুষ সংকুচিত বাহুকে প্রসারিত করতে ও প্রসারিত বাহুকে সংকুচিত করতে যতক্ষণ সময় লাগে ঠিক এই সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সামনে প্রাদুর্ভূত হলেন। তখন সহম্পতি ব্রহ্মা উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে অঞ্জলিবদ্ধভাবে প্রণতি জানিয়ে ভগবানকে বললেন, 'ভগবান, এটাই কি সত্যি; সুগত, এটাই কি সত্যি যে ভগবান কর্তৃক ভিক্ষুসংঘকে চলে যেতে বলা হয়েছে। সেখানে ভিক্ষুদের মধ্যে নব অচিরপ্রব্রজিত রয়েছে যারা এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত। ভগবানকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। তরুণ বালকেরা মাতাকে না দেখলে যেমন অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হয়, তেমনি সেখানে ভিক্ষুদের মধ্যে নব অচিরপ্রব্রজিত রয়েছে যারা এই ধর্মবিনয়ে অধুনাগত। তারা ভগবানকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। তরুণ বীজগুলো জল লাভ না করলে যেমন অন্যথাভাব ও অবস্থার পরিবর্তন হয়, ঠিক তদ্রূপ সেখানে... ভগবানকে দর্শন না করলে তাদের অন্যথাভাব ও মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। ভন্তে ভগবান, ভিক্ষুসংঘকে অভিনন্দন করুন; ভন্তে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে আসতে আদেশ করুন। যেভাবে ভগবান কর্তৃক পূর্বে ভিক্ষুসংঘ অনুগৃহীত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এক্ষণে ভিক্ষুসংঘকে অনুগৃহীত করা হোক।'

ভগবান মৌনভাব অবলম্বন করে সম্মতি দিলেন। অতঃপর সহম্পতি ব্রহ্মা ভগবানকে সম্মতি জ্ঞাত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে সেখান হতে অন্তর্ধান করলেন।

এর পরে ভগবান সন্ধ্যার সময়ে একাকী বাস হয়ে উত্থিত হয়ে যেখানে নিগ্রোধারাম সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রস্তুতকৃত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশনপূর্বক ভগবান এমনভাবে ঋদ্ধি প্রাতিহার্য

প্রদর্শন করলেন যেভাবে ভিক্ষুগণ [একজন দুইজন করে ভীরুচিত্ত হয়ে যেখানে আমি আছি সেখানে উপস্থিত হোক। সেই ভিক্ষুগণও] একজন দুইজন করে ভীরুচিত্ত হয়ে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসলে সেই ভিক্ষুদের ভগবান বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, জীবন ধারণের নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অত্যন্ত তুচ্ছ। হে ভিক্ষুগণ, পাত্র হস্তে ভিক্ষাবৃত্তি করা জগতের মধ্যে একটা অভিশাপ। হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্রগণ ভালোর জন্যেই এই শাসনে আগমন করেন, রাজা কর্তৃক আনীত হয়ে নয়, চোর কর্তৃক আনীত হয়ে নয়, ঋণের কারণে নয়, ভয়ের কারণে নয়, জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে নয়। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অবতীর্ণ হয়েছ জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াসের দ্বারা দুঃখে পতিত, দুঃখে পীড়িত হতে মুক্ত হতে, শুধুমাত্র এই দুঃখরাশি শেষ করার জন্যেই।

'হে ভিক্ষুগণ, একজন কুলপুত্র এভাবেই প্রব্রজিত হয়। সে অভিধ্যালু [লোভী] হয়, কামের প্রতি তীব্র সরাগ হয়, হিংসুক হয়, প্রদুষ্টমনা হয়, অমনোযোগী হয়, অসম্প্রাজ্ঞ হয়, অসমাহিত হয়, বিভ্রান্তচিত্ত হয়, অসংযত ইন্দ্রিয় হয়। হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, শ্মশানে চিতার দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড উভয়দিকেই দগ্ধ মাঝখানে মল-মক্ষিত, এটি না গ্রামে জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহার করা যায়, না অরণ্যে জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহার করা যায়। হে ভিক্ষুগণ, তদ্রূপ এই পুদ্গলকে আমি বলি যে, তার গৃহীজীবনের ভোগসম্পত্তিও পরিহীন হলো এবং [পরিয়ত্তি-প্রতিবেধ] শ্রামণত্বের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও পরিপূর্ণ হলো না।'

'হে ভিক্ষুগণ, এই হলো ত্রিবিধ অকুশল বিতর্ক—কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক, বিহিংসাবিতর্ক। হে ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ অকুশল বিতর্ক কোনস্থানে পরিপূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? চারি সতিপট্ঠানের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করলে, অনিমিত্ত সমাধি[১] ভাবনা করলে। হে ভিক্ষুগণ, কী পরিমাণ অনিমিত্ত সমাধি ভাবনা করলে যথেষ্ট হয়? হে ভিক্ষুগণ, অনিমিত্ত সমাধি ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে মহাফল ও মহানিশংস হয়।'

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো দ্বিবিধ দৃষ্টি—ভবদৃষ্টি ও বিভবদৃষ্টি। হে

---

[১] এখানে অনিমিত্ত সমাধি মানে হচ্ছে বিদর্শন সমাধি। সেই নিত্য নিমিত্তাদির সমুদ্ঘাতের দ্বারা অনিমিত্ত বলা হয়। এখানে চারি সতিপট্ঠান হলো মিশ্রিত, অনিমিত্ত সমাধি হলো পূর্বভাগ। অথবা অনিমিত্ত সমাধি হলো মিশ্রিত, সতিপট্ঠান হলো পূর্বভাগ বলে জানতে হবে। [অর্থকথা]

ভিক্ষুগণ, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক এরূপ বিচার করেন—'জগতে তেমন কিছু কি আছে যাতে আমি আসক্ত হতে পারি কোনো পাপ ছাড়াই?' তিনি এভাবে জানতে পারেন—'জগতে তেমন কিছুই নেই যাতে আমি আসক্ত হতে পারি কোনো পাপ ছাড়াই।' আমার রূপের প্রতি আসক্তি থাকলে আসক্তি থাকত, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি থাকলে আসক্তি থাকত। সে-কারণে আমার এই উপাদান-প্রত্যয়ে ভব, ভব-প্রত্যয়ে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, শারীরিক ব্যাথা-মানসিক ব্যাথা ও হতাশার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে যাবতীয় দুঃখরাশির উৎপত্তি হয়।'"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান....এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. পারলেয়্য সূত্র

৮১. একসময় ভগবান কৌশাম্বীতে বিহার করছিলেন ঘোষিতারামে। তখন ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পারুপন করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে কৌশাম্বীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। কৌশাম্বীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে মধ্যাহ্নে ভোজনপর্ব সমাপন করলেন। অতঃপর নিজেই শয্যাসন সামলিয়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে অন্য কোনো সেবককে না ডেকে ভিক্ষুসংঘকে দর্শন না করে একাকীই বিচরণার্থে প্রস্থান করলেন।[১]

---

[১] কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের বিবাদকালে ভগবান একদিন কোশলরাজ দিঘীতির কাহিনি আহরণ করে 'শত্রুতা দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না' [ধর্মপদ ৫] গাথায় উপদেশ দিলেন। সেই দিন তাদের কলহ চলতে চলতে রাত্রি প্রভাত হলো। দ্বিতীয় দিনও ভগবান সেই কাহিনি অবলম্বনে তাদের উপদেশ দিলেন। সেই দিনও তাদের কলহ চলতে চলতে রাত্রি প্রভাত হলো। তৃতীয় দিনও ভগবান তাদের সেই কাহিনি অবলম্বনে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাদের কোনো একজন ভিক্ষু এরূপ বললেন, 'ভন্তে, ভগবান আপনি নিরুদ্বেগে দৃষ্টধর্ম সুখবিহারে অনুযুক্ত হয়ে বিহার করুন, আমরা ভণ্ডন, কলহ, ঝগড়া, বিবাদের দ্বারা অবস্থান করব'। ভগবান ভাবলেন, 'এই তুচ্ছ লোকগুলো দেহ-মনে ক্লিষ্ট হবে, আমি এদের বুঝাতে সক্ষম হবো না'। তিনি আরও চিন্তা করলেন, 'আমার এদের সাথে থেকে

অতঃপর কোনো একজন ভিক্ষু ভগবান চলে যাবার অল্পক্ষণ পরে যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, 'আবুসো আনন্দ, এখনই ভগবান নিজেই শয্যাসন সামলিয়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে অন্য কোনো সেবককে না ডেকে ভিক্ষুসংঘকে দর্শন না করে একাকীই বিচরণার্থে প্রস্থান করলেন।' 'আবুসো যেই সময় ভগবান নিজেই শয্যাসন সামলিয়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে অন্য কোনো সেবককে না ডেকে ভিক্ষুসংঘকে দর্শন না করে একাকীই বিচরণার্থে প্রস্থান করলেন, তখন (বুঝা গেল) ভগবান একাকীই বিহার করতে চান, এবং তখন কেউ যেন ভগবানকে অনুসরণ না করেন।'

তখন ভগবান অনুক্রমে পর্যটনার্থে বিচরণ করতে করতে যেখানে পারলেয্য বন আছে সেখানে উপস্থিত হলেন। এমনকি ভগবান পারলেয্য বনে অবস্থান করতেন ভদ্রশাল [মনোজ্ঞ শাল] বৃক্ষের মূলে। সে-সময় কিছুসংখ্যক ভিক্ষু যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন।[১] উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময়রূপ সৌজন্যমূলক বাক্যালাপ শেষ করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন, 'আবুসো আনন্দ, অনেকদিন গত হলো ভগবানের সম্মুখে বসে ধর্মকথা শুনি না। আবুসো আনন্দ, আমরা ভগবানের সম্মুখে বসে ধর্মকথা শুনতে ইচ্ছা করছি।'

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুদেরকে সাথে নিয়ে যেখানে পারলেয্য বনের ভদ্রশাল বৃক্ষমূল আছে সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসলে সেই ভিক্ষুদের ভগবান ধর্মকথায় উপদেশ দিলেন, উৎসাহিত করলেন, সমুত্তেজিত করলেন, সন্তুষ্ট করলেন। সে-সময় কোনো একজন ভিক্ষুর এরূপ চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হলো—'কীভাবে জ্ঞাত হলে ও কীভাবে দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় [মার্গ অনন্তর অর্হত্ত্বফল] প্রাপ্ত হয়?' তখনই ভগবান নিজ চিত্তের দ্বারা সেই ভিক্ষুর চিত্তপরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, 'হে

কী লাভ, আমি একাকীই বাস করব!' তিনি ভোরেই শরীরকৃত্য সমাপন করে কৌশাম্বীতে পিণ্ডাচরণ করে কাউকেই না ডেকে একাকীই বিচরণার্থে প্রস্থান করলেন। [অর্থকথা]

[১] 'ভগবান নাকি ভিক্ষুসংঘকে বহিষ্কার করে অরণ্যে প্রবেশ করেছেন' নিজ ধর্মতাবশত ভগবানের নিকট বর্ষাবাস যাপন করে আগন্তুক ভিক্ষুগুলো গমন করতে অক্ষম হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে গেলেন। [অর্থকথা]

ভিক্ষুগণ, আমাকর্তৃক সম্যকরূপেই ধর্ম [শাসনধর্ম] দেশনা করা হয়েছে। সম্যকরূপেই চারি সতিপট্‌ঠান দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই চারি সম্যক প্রধান দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই চারি ঋদ্ধিপাদ দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই পঞ্চইন্দ্রিয় দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই পঞ্চবল দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই সপ্ত বোধ্যাঙ্গ দেশনা করা হয়েছে, সম্যকরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করা হয়েছে।[১] হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই আমাকর্তৃক সম্যকরূপেই ধর্ম দেশনা করা হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে আমার কর্তৃক সম্যকরূপে ধর্ম দেশিত হলেও কোনো কোনো ভিক্ষুর এরূপ চিত্তপরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়—'কীভাবে জ্ঞাত হলে ও কীভাবে দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?'

'হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে জ্ঞাত হলে ও কীভাবে দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?' হে ভিক্ষুগণ, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, যা সমনুদর্শন সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই বেদনাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই স্পর্শও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।'

---

[১] চারি সতিপট্‌ঠান : কায়ে কায়ানুদর্শন, বেদনায় বেদনানুদর্শন, চিত্তে চিত্তনাদর্শন, ধর্মে ধর্মানুদর্শন। চারি সম্যকপ্রধান : অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপত্তির প্রচেষ্টা, উৎপন্ন অকুশল বিনাশের প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপত্তির প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশল শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা। চারি ঋদ্ধিপাদ : ছন্দঋদ্ধি, বীর্যঋদ্ধি, চিত্তঋদ্ধি ও মীমাংসাঋদ্ধি। পঞ্চইন্দ্রিয় : শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। পঞ্চবল : শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। সপ্ত বোধ্যঙ্গ : স্মৃতিবোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয়বোধ্যঙ্গ, বীর্যবোধ্যঙ্গ, প্রীতিবোধ্যঙ্গ, প্রশান্তিবোধ্যঙ্গ, সমাধিবোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষাবোধ্যঙ্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক সম্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

'সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, কিন্তু রূপবানকে আত্মা হিসেবে দেখে। হে ভিক্ষুগণ, যা সমনুদর্শন সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও... সেই বেদনাও... সেই স্পর্শও... সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।'

'সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, রূপবানকেও আত্মা হিসেবে দেখে না, কিন্তু আত্মার মাঝে রূপকে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, যা সমনুদর্শন সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও... সেই বেদনাও... সেই স্পর্শও... সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।'

'সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, রূপবানকেও আত্মা হিসেবে দেখে না, আত্মার মাঝেও রূপকে দেখে না, কিন্তু রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, যা সমনুদর্শন সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও.. সেই বেদনাও... সেই স্পর্শও... সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।'

'সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, রূপবানকেও আত্মা হিসেবে দেখে না, আত্মার মাঝেও রূপকে দেখে না, রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে না। তথাপি সে বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখে, বেদনাবানকেও আত্মা হিসেবে দেখে, আত্মার মাঝেও বেদনাকে দেখে, বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন

করে। সে সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে না, বিজ্ঞানবানকেও আত্মা হিসেবে দেখে না, আত্মার মাঝেও বিজ্ঞানকে দেখে না, বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে না। হে ভিক্ষুগণ, যা সমনুদর্শন সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও... সেই বেদনাও... সেই স্পর্শও... সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।'

"সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, সে বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখে না, সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে না। অপিচ তার এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়—'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, আমি মৃত্যুর পর নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী হবো?' হে ভিক্ষুগণ, যা শ্বাশতদৃষ্টি সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী?... হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

"সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, সে বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখে না, সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে না। তার এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টিও উৎপন্ন হয় না—'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, আমি মৃত্যুর পর নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামধর্মী হবো?' অপিচ তার এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়—'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না?' হে ভিক্ষুগণ, যা উচ্ছেদদৃষ্টি সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য... হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

"সে রূপকে আত্মা হিসেবে দেখে না, সে বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখে না... বিজ্ঞানের মাঝে আত্মা আছে বলে দেখে না। অপিচ তার এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্নও হয় না—'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, আমি মৃত্যুর পর নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত,

অবিপরিণামধর্মী হবো?' তার এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টিও উৎপন্ন হয় না—'আমি বিদ্যমান না থাকলে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না?' অপিচ সে সন্দিহান হয়, অপূর্ণপ্রাপ্ততার দরুন সদ্ধর্মে বিচিকিৎসা-পরায়ণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই যা সন্দিহানজনিত অপূর্ণপ্রাপ্ততার দরুন সদ্ধর্মে বিচিকিৎসা-পরায়ণ হয় সেটি হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নিদান কী, সমুদয় কী, উৎপত্তি কী, উৎস কী? হে ভিক্ষুগণ, অবিদ্যা-সংস্পর্শজ অনুভূত স্পর্শের কারণে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনের তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তথা হতে [সেই তৃষ্ণা হতে] সেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ, সেই সংস্কারও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই তৃষ্ণাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই বেদনাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই স্পর্শও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন। সেই অবিদ্যাও অনিত্য, সংস্কৃত ও প্রতীত্য-সমুৎপন্ন।

হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে অনন্তর আসবগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [নবম সূত্র]

১০. পুণ্নম সূত্র

৮২. একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বিহার করছিলেন পূর্বারামে মিগারমাতা [বিশাখা কর্তৃক] নির্মিত প্রাসাদে মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে। সে-সময় ভগবান উপোসথ দিবসে পঞ্চদশীর পরিপূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে ভিক্ষুসংঘ জড়ো হয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বসলেন।

তখন কোনো একজন ভিক্ষু আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে অঞ্জলি নমস্কার করে ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমি ভগবানকে সামান্য কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি চাইছি; যদি আমাকে ভগবান সুযোগ দেন তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারি?'

'হে ভিক্ষু, তাহলে তুমি নিজ আসনে বসে যা ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করতে পার।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে সম্মতি দিলেন। অতঃপর নিজ আসনে বসে ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এগুলোই কি পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ?'[১] 'হে ভিক্ষু,

---

[১] 'এই স্থবির পাঁচশত ভিক্ষুর আচার্য, পঞ্চস্কন্ধ পর্যন্তও ভালোভাবে জানেন না' এভাবে কিন্তু বলা উচিত নয়। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে 'এগুলো পঞ্চস্কন্ধ, না অন্য' এভাবে জ্ঞাতব্যক্তির ন্যায় হয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। তাই অজানার ন্যায় প্রশ্ন করেছেন। সেই

এগুলোই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ; যথা : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ কী মূলক?' 'হে ভিক্ষু, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হলো ছন্দমূলক [তৃষ্ণাছন্দমূলক]'.... ভন্তে, তাহলে কি সেই উপাদান কি পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হয় নাকি অন্য পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ উপাদান হয়?' 'হে ভিক্ষু, সেই উপাদানও পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হয় না, অন্য পঞ্চ উপাদানস্কন্ধও উপাদান হয় না। অপিচ যা তথায় ছন্দরাগ তা সেখানে উপাদান হয়।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, তাহলে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগ পার্থক্য আছে কি?' 'হে ভিক্ষু, আছে' এরূপ বলে ভগবান বললেন, "হে ভিক্ষু, এখানে কেউ কেউ নাকি এরূপ মনে করে—'সুদূর ভবিষ্যতে রূপ এ রকম হোক, সুদূর ভবিষ্যতে বেদনা এ রকম হোক, সুদূর ভবিষ্যতে সংজ্ঞা এ রকম হোক, সুদূর ভবিষ্যতে সংস্কার এ রকম হোক, সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এ রকম হোক।' 'হে ভিক্ষু, এভাবে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে ছন্দরাগ পার্থক্য হয়।" 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, কী প্রকারে স্কন্ধগুলো হতে স্কন্ধাধিবচন হয়? 'হে ভিক্ষু, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের—একেই বলা হয় রূপস্কন্ধ। যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের—একেই বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ। হে ভিক্ষু, এ প্রকারেই স্কন্ধগুলো হতে স্কন্ধাধিবচন হয়।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, রূপস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য কী হেতু কী প্রত্যয় হয়?

অন্তেবাসীরাও "আমাদের আচার্য 'আমি জানি' এরূপ বলছেন না, সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের দ্বারা উপযুক্ত করে বলছেন" শ্রবণ করা উচিত, শ্রদ্ধা করা উচিত এরূপ মনে করে অজানার ন্যায় হয়ে প্রশ্ন করেছেন। [অর্থকথা]

বেদনাস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য কী হেতু কী প্রত্যয় হয়? সংজ্ঞাস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য কী হেতু কী প্রত্যয় হয়? সংস্কারস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য কী হেতু কী প্রত্যয় হয়? বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য কী হেতু কী প্রত্যয় হয়?' 'হে ভিক্ষু, রূপস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য চারি মহাভূত হলো হেতু আর চারি মহাভূত হলো প্রত্যয়। বেদনাস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য স্পর্শ হলো হেতু আর স্পর্শ হলো প্রত্যয়। সংজ্ঞাস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য স্পর্শ হলো হেতু আর স্পর্শ হলো প্রত্যয়। সংস্কারস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য স্পর্শ হলো হেতু আর স্পর্শ হলো প্রত্যয়। বিজ্ঞানস্কন্ধের প্রজ্ঞাপনের জন্য নাম-রূপ[১] হলো হেতু আর নাম-রূপ হলো প্রত্যয়।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, কিভাবে সৎকায়দৃষ্টি হয়?' 'হে ভিক্ষু, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, কিভাবে সৎকায়দৃষ্টি হয় না?' 'হে ভিক্ষু, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক [স্রোতাপন্ন] আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে পণ্ডিত, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে পণ্ডিত, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে না, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে না।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে

[১] এখানে 'নাম' বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধকে বুঝায়। আর 'রূপ' বলতে রূপস্কন্ধকে বুঝায়।

ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, রূপের আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী? বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ কী, আদীনব কী, নিঃসরণ কী?' 'হে ভিক্ষু, রূপকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো রূপের আস্বাদ। যেই রূপ অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো রূপের আদীনব। যা রূপের ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো রূপের নিঃসরণ। বেদনাকে ভিত্তি করে যেই... সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে যেই... সংস্কারকে ভিত্তি করে যেই... বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যেই সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয়, এটি হলো বিজ্ঞানের আস্বাদ। যেই বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল, এটি হলো বিজ্ঞানের আদীনব। যা বিজ্ঞানের ছন্দরাগ বিনাশ ও ছন্দরাগ প্রহান, এটি হলো বিজ্ঞানের নিঃসরণ।' 'সাধু ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন ও অনুমোদন করে ভগবানকে অপর প্রশ্ন করলেন :

'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না?' "হে ভিক্ষু, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে- অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে ভিক্ষু, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না।"

তখন কোনো একজন ভিক্ষুর এরূপ চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল—'মহাশয়, রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্মা, সংস্কার অনাত্মা, বিজ্ঞান অনাত্মা। অনাত্মাকৃত কর্মগুলো কিভাবে আত্মাকে স্পর্শ করে? অতঃপর ভগবান নিজ চিত্তের দ্বারা সেই ভিক্ষুর চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে সেই ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, এমনো সম্ভব যে, যা এখানে কোনো কোনো তুচ্ছলোক যে

অজ্ঞানত অবিদ্যাগত ও তৃষ্ণা প্রভাবিত চিত্তে শাস্তার শাসনকে এভাবে অধিকভাবে চিন্তা করে—'মহাশয়, রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্মা, সংস্কার অনাত্মা, বিজ্ঞান অনাত্মা। অনাত্মাকৃত কর্মগুলো কিভাবে আত্মাকে স্পর্শ করে?' হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার দ্বারা সেই ধর্মে কার্যকারণ সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত।"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন।"

'দুটি স্কন্ধ সেভাবেই হয়, অধিবচন হেতুর দ্বারা,
সৎকায়ের দ্বারা দ্বিবিধ ব্যক্ত, আস্বাদ ও বিজ্ঞানকের দ্বারা;
এই দশবিধ ব্যক্ত হয়, ভিক্ষুর প্রশ্ন হয়ে থাকে।' [দশম সূত্র]

[[[খাদনীয় বর্গ অষ্টম সমাপ্ত]]][1]

স্মারক-গাথা :

আস্বাদ, দ্বিবিধ সমুদয়, অর্হতের দ্বারা অপরদ্বয়;
সিংহ, খাদ্য, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ, পারলেয়্যের দ্বারা, পুণ্নম সূত্র হয় ॥

৯. স্থবির বর্গ

১. আনন্দ সূত্র

৮৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন, 'হে আবুসো ভিক্ষুগণ।' 'আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্মতি দিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বললেন :

"আবুসো, আমরা নবপ্রব্রজিত হতে আয়ুষ্মান মন্তানীপুত্র[2] পুণ্ন আমাদের বহু উপকারী। তিনি আমাদের এই উপদেশের দ্বারা অনুশাসন করেন—'আবুসো আনন্দ, আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়,

---

[1] এই বর্গের একেকটি সূত্রে পাঁচশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। [অর্থকথা]

[2] মন্তানী নামক ব্রাহ্মণীর পুত্র। উনি 'বিচিত্র ধর্মকথিক অভিধামণ্ডিত' বুদ্ধের একজন অশীতি মহাশ্রাবক।

অনাসক্তির কারণে হয় না। কী আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়, অনাসক্তির কারণে হয় না? রূপের প্রতি আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়, অনাসক্তির কারণে হয় না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়, অনাসক্তির কারণে হয় না।'"

'আবুসো আনন্দ, মনে কর, স্ত্রী, পুরুষ, বালক কিংবা যুবক একদম সেজেগুজে আয়নাতুল্য পরিশুদ্ধ, নির্মল স্বচ্ছ জলপাত্রে নিজ মুখপ্রতিবিম্ব পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ইচ্ছা থাকলেই দেখতে পায়, ইচ্ছা না থাকলে দেখতে পায় না। আবুসো আনন্দ, ঠিক এভাবেই রূপের প্রতি আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়, অনাসক্তির কারণে হয় না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তির কারণেই 'আমি হই' এই ধারণা হয়, অনাসক্তির কারণে হয় না।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান....এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

'আবুসো, আমরা নবপ্রব্রজিত হতে আয়ুষ্মান মন্তানীপুত্র পুণ্ন আমাদের বহু উপকারী। তিনি আমাদের এই উপদেশের দ্বারা অনুশাসন করেন। আমি আয়ুষ্মান মন্তানীপুত্র পুণ্নের এই ধর্মদেশনা শুনে ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছি [অর্থাৎ আমি স্রোতাপন্ন হয়েছি]।' [প্রথম সূত্র]

২. তিষ্য সূত্র

৮৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন ভগবানের পিসির পুত্র আয়ুষ্মান তিষ্য কতিপয় ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, 'আবুসো, আমার শরীর এখন নিয়ন্ত্রণহীন দুর্বল, দিকগুলোও আমার পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, ধর্মও আমার মনে আর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অধিকার করে থাকে, আমি অনভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি, ধর্মের প্রতি আমার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হচ্ছে।'

অতঃপর কতিপয় ভিক্ষু যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত

হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে আসীন হয়ে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, ভগবানের পিসির পুত্র আয়ুষ্মান তিষ্য কতিপয় ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, ‘আবুসো, আমার শরীর এখন নিয়ন্ত্রণহীন দুর্বল, দিকগুলোও আমার পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, ধর্মও আমার মনে আর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অধিকার করে থাকে, আমি অনভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি, ধর্মের প্রতি আমার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হচ্ছে।’”

তখন ভগবান কোনো একজন ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করলেন, ‘হে ভিক্ষু, যাও তুমি গিয়ে আমার কথায় তিষ্য ভিক্ষুকে আসতে বল।’ ‘আচ্ছা ভন্তে’ বলে সেই ভিক্ষু ভগবানের কথায় সায় দিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান তিষ্য আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান তিষ্যকে বললেন, ‘আবুসো তিষ্য, ভগবান আপনাকে ডাকছেন।’ ‘আচ্ছা আবুসো’ বলে আয়ুষ্মান তিষ্য সেই ভিক্ষুর কথায় সায় দিয়ে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন গিয়ে ভগবান অভিবাদনপূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান তিষ্যকে ভগবান বললেন, “হে তিষ্য, সত্যিই কি তুমি কতিপয় ভিক্ষুকে এরূপ বলেছ, ‘আবুসো, আমার শরীর এখন নিয়ন্ত্রণহীন দুর্বল... ধর্মের প্রতি আমার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হচ্ছে?’” ‘হ্যাঁ ভন্তে।’ ‘হে তিষ্য, তুমি কী মনে কর, যে রূপের প্রতি অবিগতরাগ [রাগযুক্ত], অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপিপাসা, অবিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ], অবিগততৃষ্ণাসম্পন্ন; তার সেই রূপের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় কি?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে।’

‘সাধু সাধু তিষ্য; এটা ঠিক এরূপই হয় তিষ্য। যেমন যে রূপের প্রতি অবিগতরাগ... বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি অবিগতরাগ... তাদের সেই সংস্কারের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় কি?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে।’

‘সাধু সাধু তিষ্য; এটা ঠিক এরূপই হয় তিষ্য। যেমন যে বিজ্ঞানের প্রতি অবিগতরাগ, অবিগতছন্দ, অবিগতপ্রেম, অবিগতপিপাসা, অবিগতপরিলাহ [জ্বালা, প্রদাহ], অবিগততৃষ্ণাসম্পন্ন; তার সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় কি?’ ‘হ্যাঁ ভন্তে।’

‘সাধু সাধু তিষ্য; এটা ঠিক এরূপই হয় তিষ্য। যেমন সেই বিজ্ঞানের প্রতি অবিগতরাগ-সম্পন্ন ব্যক্তি। হে তিষ্য, তুমি এটি কী মনে কর, যে

বিজ্ঞানের প্রতি বিগতরাগ [রাগহীন], বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপিপাসা, বিগতপরিলাহ, বিগততৃষ্ণা; তার সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় কি?' 'ভন্তে, এরূপ হয় না।'

'সাধু সাধু তিষ্য; এটা ঠিক এরূপই হয় তিষ্য। যেমন সে রূপের প্রতি বিগতরাগ-সম্পন্ন... বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি বিগতরাগ, বিগতছন্দ, বিগতপ্রেম, বিগতপিপাসা, বিগতপরিলাহ, বিগততৃষ্ণা; তার সেই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা অন্যথাভাবের কারণে শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয় কি?' 'ভন্তে, এরূপ হয় না।'

'সাধু সাধু তিষ্য; এটা ঠিক এরূপই হয় তিষ্য। যেমন সেই বিজ্ঞানের প্রতি বিগতরাগ-সম্পন্ন ব্যক্তির। হে তিষ্য, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

'হে তিষ্য, মনে কর, দুজন পুরুষ—[তন্মধ্যে] একজন পুরুষ হলো অমার্গদক্ষ, একজন পুরুষ হলো মার্গদক্ষ। যথা শীঘ্র সেই অমার্গদক্ষ পুরুষ অমুক মার্গদক্ষ পুরুষকে মার্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সে এরূপ বলে—'ওহে পুরুষ, আসুন; এই হলো মার্গ। এর মাধ্যমে মুহূর্তে মধ্যে গমন করুন। সে সেই পথ দিয়ে অল্পক্ষণ গমন করে দেখবেন দ্বিধাবিভক্ত পথ। সেখানে সে বামপথকে ত্যাগ করে ডানপথকে গ্রহণ করবেন। তা দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময় গমন করুন। তা দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময় গমন করে দেখবেন ঘন অন্ধকারময় এক বন। তা দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময় গমন করুন। সেই পথ দিয়ে অল্পক্ষণ গমন করে দেখবেন বিশাল আকারের নিচু এক জলাভূমি। এর মাধ্যমে অল্পক্ষণ গমন করুন। সে সেই পথ দিয়ে অল্পক্ষণ গমন করে দেখবেন গর্তবিশিষ্ট এক খাড়া উচু পাহাড়, তা দিয়ে অল্পক্ষণ গমন করুন। তা দিয়ে অল্পক্ষণ গিয়ে দেখবেন সমান ভূমিসম্পন্ন এক রমণীয় স্থান।'

"হে তিষ্য, আমাকর্তৃক উপমা প্রদত্ত হলো কৃত অর্থের মর্মার্থ প্রদর্শনের জন্য। এই হলো এখানে অর্থ—'হে তিষ্য, 'অমার্গদক্ষ পুরুষ', এটি হলো পৃথগ্‌জনের অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, 'মার্গদক্ষ পুরুষ', এটি হলো তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, 'দ্বিধাবিভক্ত পথ', এটি হলো বিচিকিৎসার অধিবচন বা নামান্তর। 'বামপথ', এটি হলো

অষ্টাঙ্গিক মিথ্যামার্গের অধিবচন বা নামান্তর। যেমন : মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাপ্রচেষ্টা, মিথ্যাস্মৃতি ও মিথ্যাসমাধি। হে তিষ্য, 'ডানপথ', এটি হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অধিবচন। যেমন : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। হে তিষ্য, 'ঘন অন্ধকারময় এক বন', এটি হলো অবিদ্যারই অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, 'বিশাল আকারের নিচু এক জলাভূমি', এটি হলো কামগুণগুলোর অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, 'গর্তবিশিষ্ট এক খাড়া উঁচু পাহাড়', এটি হলো ক্রোধ-উপায়াসের অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, 'সমান ভূমিসম্পন্ন এক রমণীয় স্থান', এটি হলো নির্বাণেরই অধিবচন বা নামান্তর। হে তিষ্য, আমার উপদেশের দ্বারা, আমার অনুগ্রহের দ্বারা, আমার অনুশাসনের দ্বারা অভিরমিত হও! অভিরমিত হও!"

ভগবান এরূপ বললেন। আয়ুষ্মান তিষ্য সন্তুষ্ট মনে ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন।[১] [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. যমক সূত্র

৮৫. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে বিহার করছিলেন জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে। সে-সময় যমক নামক এক ভিক্ষুর এরূপ পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হলো—'আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।'

কতিপয় ভিক্ষু শুনতে পেলেন যে যমক নাম ভিক্ষুর নাকি এরূপ পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।' অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ যেখানে আয়ুষ্মান যমক আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান যমকের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। সৌজন্যতামূলক প্রীতিপূর্ণ বাক্যালাপ শেষ করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান যমককে বললেন :

"আবুসো যমক, এটি সত্যি নাকি আপনার এরূপ পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—'আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব

---

[১] শুধুমাত্র অভিনন্দনই করেননি। ভগবানের নিকট এই আশ্বাস লাভ করে প্রচেষ্ট করে উদ্যমী হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। [অর্থকথা]

ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না?’” ‘হ্যাঁ আবুসো, এটা সত্যি! আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।’

“আবুসো যমক, এরূপ বলবেন না, ভগবানকে নিন্দা করবেন না। ভগবানকে মিথ্যা অভিযোগ দেয়া ভালো নয়। ভগবান এরূপ বলতে পারেন না—‘ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।’” এভাবে সেই ভিক্ষুদের দ্বারা বলা হলেও আয়ুষ্মান যমক তার সেই পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি [দৃষ্টি] স্থিরতা, [দৃষ্টি] পরামাস অবিনিবেশের দরুন প্রকাশ করে যে—‘আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।’

যখন আয়ুষ্মান যমককে সেই ভিক্ষুগণ এটি যে পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি এটি বিবেচনা করাতে সক্ষম হয়নি, তখন সেই ভিক্ষুগণ আসন হতে উঠে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন সেখানে গেলেন।[১] গিয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন, “আবুসো সারিপুত্র, যমক নামক ভিক্ষুর এরূপ পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—‘আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।’ এটিই উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র দয়াপরবশ হয়ে যেখানে যমক ভিক্ষু আছেন সেখানে যান।” আয়ুষ্মান সারিপুত্র চুপচাপ থেকে নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যার সময় নির্জনবাস হয়ে উত্থিত হয়ে যেখানে যমক নামক ভিক্ষু আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান যমকের সাথে কুশল বিনিময় করলেন... একপাশে বসে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান যমককে বললেন :

“আবুসো যমক, এটি সত্যি নাকি আপনার এরূপ পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে—‘আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না?’” ‘হ্যাঁ আবুসো, এটা সত্যি! আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ

---

[১] যেমন প্রত্যন্ত জনপদবাসী কুপিত হলে তাদের উপশম করতে অসমর্থ হয়ে রাজপুরুষেরা সেনাপতি কিংবা রাজার নিকট গমন করে, ঠিক এভাবেই দৃষ্টিবশে সেই স্থবির কুপিত হলে তাকে উপশম করতে অসমর্থ হয়ে সেই ভিক্ষুগুলো যেখানে ধর্মরাজের ধর্মসেনাপতি আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন সেখানে গেলেন। [অর্থকথা]

জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।'

'আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'আবুসো অনিত্য'... 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'আবুসো অনিত্য'....এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

"আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, তুমি রূপকে 'সত্ত্ব'[১] বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "বেদনাকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... "বিজ্ঞানকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।'

"আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, তুমি রূপের মধ্যে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "রূপ ব্যতীত 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "বেদনার মধ্যে... বেদনা ব্যতীত... সংজ্ঞার মধ্যে... সংজ্ঞা ব্যতীত... সংস্কারের মধ্যে... সংস্কার ব্যতীত... "বিজ্ঞানের মধ্যে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "বিজ্ঞান ব্যতীত 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।'

"আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।"

"আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, অরূপী... অবেদনা... অসংজ্ঞী... অসংস্কার... অবিজ্ঞানকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" 'আবুসো, না, আমি মনে করি না।' "আবুসো যমক, এখানে তুমি তথাগতকে সত্যত ও যথার্থত উপলব্ধি না করে [জ্ঞাত না হয়ে] তোমার পক্ষে এরূপ বলা কি

---

[১] রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধকে সংযুক্ত করে 'সত্ত্ব' বলে দর্শন কর কি বলে প্রশ্ন করা হয়েছে। তৃষ্ণা-সম্প্রযুক্ত চিত্তে বিচিকিৎসা নেই, কিভাবে বিচিকিৎসা সংস্কার তৃষ্ণা হতে জন্ম হয়? অপ্রহীন বিধায়। যার তৃষ্ণা অপ্রহীনের জন্য সেটি উৎপন্ন হয়, সেই সম্বন্ধে এটি বলা হয়েছে। দৃষ্টিও একই প্রণালিতে লাভ হয়, চারি চিত্ত উৎপন্ন হলে সম্প্রযুক্তদৃষ্টি লাভ হয় না। যেহেতু তৃষ্ণা অপ্রহীন বিধায় তারই উৎপন্ন হয়, সেহেতু সেই সম্বন্ধে বর্তমানেও এই অর্থ যুক্তিযুক্ত। এই ত্রিবৃত্ত দেশনার অবসানে আয়ুষ্মান ক্ষেমক স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন। [অর্থকথা]

উপযুক্ত হয়েছে—'আমি ভগবানের দেশিত ধর্ম এরূপ জানি, যেমন ক্ষীণাসব ভিক্ষু কায়ভেদে মৃত্যুর পর নির্মূল হন, ক্ষান্ত হন; তিনি মৃত্যুর পর আর থাকেন না।'"

'আবুসো সারিপুত্র, পূর্বে আমার যেই অজ্ঞাত ছিল সে-কারণেই এই পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি। কিন্তু এখন আমি আয়ুষ্মান সারিপুত্রের ধর্মদেশনা শুনে সেই পাপজনক মিথ্যাদৃষ্টি প্রহীন হয়েছে, ধর্ম আমার উপলব্ধ হয়েছে।'

"আবুসো যমক, যদি তোমাকে এভাবে প্রশ্ন করা হয়—'আবুসো যমক, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব তিনি কায়ভেদে মৃত্যুর পর কি উৎপন্ন হন?' আবুসো যমক, এভাবে তুমি যদি জিজ্ঞাসিত হও তবে তুমি কী জবাব দিবে?" "আবুসো, যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয়—'আবুসো যমক, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব তিনি কায়ভেদে মৃত্যুর পর কী উৎপন্ন হন?' আবুসো, এভাবে যদি আমি জিজ্ঞাসিত হই তবে এভাবে জবাব দিব—'আবুসো, রূপ অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অস্তগত হয়, নিরুদ্ধ হয়। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখ; যা দুঃখ তা অস্তগত হয়, নিরুদ্ধ হয়।' আবুসো, এভাবে যদি আমি জিজ্ঞাসিত হই তবে এভাবেই জবাব দিব।"

"আবুসো যমক, সাধু সাধু! আবুসো যমক, তাহলে তোমাকে একটি উপমা প্রদান করব এই অর্থেরই অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য। আবুসো যমক, মনে কর, কোনো গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগশালী ও সুরক্ষা-সম্পন্ন। তার কোনো একজন ব্যক্তি অনর্থকামী, অহিতকামী, সুখবিনাশকামী হয়ে তাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক হলো। তখন সে চিন্তা করতে লাগলো যে 'এই গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগশালী ও সুরক্ষা-সম্পন্ন। তাকে বলপ্রয়োগ করে হত্যা করা সহজসাধ্য নয়। এটিই ভালো হয় যদি আমি তাকে কৌশলে বশে এনে হত্যা করি।' সে সেই গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্রকে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে—'প্রভু, আমি আপনাকে সেবা-পূজা করতে চাই।' সেই গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র তাকে অবিলম্বে সেবকরূপে নিযুক্ত করল। সে সেবকরূপে নিযুক্ত হয়ে পূর্বে নিদ্রা হতে উত্থিত হতো, পরে নিদ্রামগ্ন হতো, প্রভুকে দূর হতে আসতে দেখলে আসন হতে দাঁড়িয়ে যেত, অতঃপর নিজের বসার আসনখানা প্রদান করত, প্রভুর এটা-ওটা করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করত, মনোজ্ঞ আচরণ করত, হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা বলত। তার সেই গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র মিত্রতার সাথে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। অন্তরঙ্গতার দরুন তাকে মৈত্রীর

বন্ধনে আবদ্ধ করলো। তাদের মধ্যে বিশ্বাস গড়ে ওঠলো। আবুসো, যখন সেই ব্যক্তির এরূপ ভাবোদয় হলো—'আমার প্রতি গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্র বিশ্বস্ত হয়েছেন', অতঃপর নির্জনস্থান জেনে ধারালো ছুড়ির আঘাতে তাকে হত্যা করলো।'"

"আবুসো যমক, তুমি এটি কী মনে কর, যখন সেই ব্যক্তি অমুক গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্রকে উপস্থিত হয়ে এরূপ বলে—'প্রভু, আমি আপনার সেবক হতে চাই', তখনও সে ঘাতক। ঘাতক হলেও তাকে সে চিনতে পারে না—'ইনি আমার ঘাতক।' যখন সে সেবা-পূজায় নিযুক্ত হলো পূর্বে নিদ্রা হতে উত্থিত হতো, পরে নিদ্রা মগ্ন হতো, প্রভুকে দূর হতে আসতে দেখলে আসন হতে দাঁড়িয়ে যেত, অতঃপর নিজের বসার আসনখানা প্রদান করত, প্রভুর এটা-ওটা করতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করত, মনোজ্ঞ আচরণ করত, হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা বলত; তখনও সে ঘাতক। ঘাতক হলেও তাকে সে চিনতে পারে না—'ইনি আমার ঘাতক।' যখন সে নির্জন স্থান জেনে ধারালো ছুরির আঘাতে তাকে হত্যা করলো, তখনও সে ঘাতক। ঘাতক হলেও তাকে সে চিনতে পারে না—'ইনি আমার ঘাতক।' 'আবুসো, ঠিক তাই।'

'আবুসো, ঠিক তদ্রূপ এই জগতে অশ্রুতবান পৃথগ্জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনায়... সংজ্ঞায়... সংস্কারে... বিজ্ঞানকে আত্মা বলে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।'

"সে অনিত্য রূপকে 'অনিত্য রূপ' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য বেদনাকে 'অনিত্য বেদনা' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য সংজ্ঞাকে 'অনিত্য সংজ্ঞা' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য সংস্কারকে 'অনিত্য সংস্কার' বলে যথাভূত জানে না। অনিত্য বিজ্ঞানকে 'অনিত্য বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"দুঃখ রূপকে 'দুঃখ রূপ' বলে যথাভূত জানে না। দুঃখ বেদনাকে... দুঃখ সংজ্ঞাকে... দুঃখ সংস্কারকে... দুঃখ বিজ্ঞানকে 'দুঃখ বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"অনাত্মা রূপকে 'অনাত্মা রূপ' বলে যথাভূত জানে না। অনাত্মা

বেদনাকে... অনাত্মা সংজ্ঞাকে... অনাত্মা সংস্কারকে... অনাত্মা বিজ্ঞানকে 'অনাত্মা বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"সংস্কৃত রূপকে 'সংস্কৃত রূপ' বলে যথাভূত জানে না। সংস্কৃত বেদনাকে... সংস্কৃত সংজ্ঞাকে... সংস্কৃত সংস্কারকে... সংস্কৃত বিজ্ঞানকে 'সংস্কৃত বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"ঘাতক রূপকে 'ঘাতক রূপ' বলে যথাভূত জানে না। ঘাতক বেদনাকে 'ঘাতক বেদনা'... ঘাতক সংজ্ঞাকে 'ঘাতক সংজ্ঞা'... ঘাতক সংস্কারকে 'ঘাতক সংস্কার' বলে যথাভূত জানে না। ঘাতক বিজ্ঞানকে 'ঘাতক বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানে না।"

"সে রূপ অনুভব করে, আসক্ত হয়, অধিষ্ঠান করে এই বলে যে 'আত্মা আমার।' বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনুভব করে, আসক্ত হয়, অধিষ্ঠান করে এই বলে যে 'আত্মা আমার।' তার এই অধিগত পার্থিব পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখের দিকে তাকে পরিচালিত করে।"

"আবুসো, এই জগতে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক[১] আর্যদের দর্শনকারী... সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। বেদনাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না... সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না... সংস্কারকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না।

"তিনি অনিত্য রূপকে 'অনিত্য রূপ' বলে যথাভূত জানেন। অনিত্য বেদনাকে 'অনিত্য বেদনা' বলে যথাভূত জানেন। অনিত্য সংজ্ঞাকে 'অনিত্য সংজ্ঞা' বলে যথাভূত জানেন। অনিত্য সংস্কারকে 'অনিত্য সংস্কার' বলে যথাভূত জানেন। অনিত্য বিজ্ঞানকে 'অনিত্য বিজ্ঞান' বলে যথাভূত জানেন।"

---

[১] যেমন পণ্ডিত গৃহপতিপুত্র এভাবে উপস্থিত প্রতিপক্ষকে 'এটি আমার প্রতিপক্ষ' এরূপ জ্ঞাত হয়ে অপ্রমত্ত থেকে সেই সেই কর্মগুলো সম্পাদন করে অনর্থ পরিহার করে, অর্থ লাভ করেন, এভাবে শ্রুতবান আর্যশ্রাবকও 'রূপকে আত্মাদৃষ্টিতে দর্শন করেন না' ইত্যাদির প্রণালিতে পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি কিংবা আমার' বলে অগ্রহণ করে 'এটি আমার প্রতিপক্ষ' বলে জ্ঞাত হয়ে রূপসপ্তক-অরূপসপ্তকাদি বশে বিদর্শন যোজনা করে তার মাধ্যমে দুঃখকে পরিবর্জন করে অগ্রফল অর্হত্ত্ব লাভ করেন। [অর্থকথা]

“দুঃখ রূপকে ‘দুঃখ রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। দুঃখ বেদনাকে... দুঃখ সংজ্ঞাকে... দুঃখ সংস্কারকে... দুঃখ বিজ্ঞানকে ‘দুঃখ বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন।”

“অনাত্মা রূপকে ‘অনাত্মা রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। অনাত্মা বেদনাকে... অনাত্মা সংজ্ঞাকে... অনাত্মা সংস্কারকে... অনাত্মা বিজ্ঞানকে ‘অনাত্মা বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন।”

“সংস্কৃত রূপকে ‘সংস্কৃত রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। সংস্কৃত বেদনাকে... সংস্কৃত সংজ্ঞাকে... সংস্কৃত সংস্কারকে... সংস্কৃত বিজ্ঞানকে ‘সংস্কৃত বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন।”

“ঘাতক রূপকে ‘ঘাতক রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। ঘাতক বেদনাকে ‘ঘাতক বেদনা’... ঘাতক সংজ্ঞাকে ‘ঘাতক সংজ্ঞা’... ঘাতক সংস্কারকে ‘ঘাতক সংস্কার’ বলে যথাভূত জানেন। ঘাতক বিজ্ঞানকে ‘ঘাতক বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন।”

“তিনি রূপ অনুভব করেন না, আসক্ত হন না, অধিষ্ঠান করেন না এই বলে যে ‘আত্মা আমার।’ বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনুভব করেন না, আসক্ত হন না, অধিষ্ঠান করেন না এই বলে যে ‘আত্মা আমার।’ তার এই অনধিগত অনুৎপন্ন পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দীর্ঘকাল হিত ও সুখের দিকে তাকে পরিচালিত করে।”

“আবুসো সারিপুত্র, ঠিক এরূপই হয় যাদের আয়ুষ্মানের মতন তাদৃশ সব্রহ্মচারীর অনুকম্পাকারী, অর্থকামী, উপদেশদানকারী, অনুশাসনকারী আছেন। আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এই ধর্মদেশনা শুনে আমার চিত্ত অনাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আসব হতে বিমুক্ত হয়েছে।” [তৃতীয় সূত্র]

৪. অনুরাধ সূত্র

৮৬. আমাকর্তৃক এরূপ শ্রুত হয়েছে—

একসময় ভগবান বৈশালীতে বিহার করছিলেন মহাবন কূটাগারশালায়। সে-সময় আয়ুষ্মান অনুরাধ ভগবানের কাছাকাছি অরণ্য কুটিরে[১] বাস করতেন। তখন কিছুসংখ্যক অন্যতির্থীয় পরিব্রাজক যেখানে আয়ুষ্মান অনুরাধ আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে অনুরাধের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। সৌজন্যতামূলক প্রীতিপূর্ণ বাক্যালাপ শেষ করে একপাশে

---

[১] সেই বিহারের নিকটবর্তী পর্ণশালায়। [অর্থকথা]

বসলেন। একপাশে বসে সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আয়ুষ্মান অনুরাধকে বললেন :

"আবুসো অনুরাধ, যিনি সেই তথাগত উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত[১] হিসেবে বিজ্ঞাপিত [প্রজ্ঞাপিত] করার সময় এই চারি প্রকারে বিজ্ঞাপন [প্রজ্ঞাপন] করা যায় কি—[যেমন] (১) 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি', অথবা (২) 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন না', অথবা (৩) 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন, নাও থাকেন', (৪) 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেনও না, না থাকেনও না?'"

এভাবে ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান অনুরাধ সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকদের বললেন, "আবুসো, যিনি সেই তথাগত উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন না', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন, নাও থাকেন', 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেনও না, না থাকেনও না' এই চারি প্রকার ব্যতীত [অন্য প্রকারে] বিজ্ঞাপন করা যায়।" এরূপ ব্যক্ত হলে অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আয়ুষ্মান অনুরাধকে বললেন, 'এই ভিক্ষু নতুন ও অধুনা প্রব্রজিত হবেন, আর যদি এই স্থবির হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হবেন।' অতঃপর অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আয়ুষ্মান অনুরাধকে নতুন বলে ও অজ্ঞ বলে অপমান করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

তখন অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো প্রস্থান করার অল্পক্ষণ পরে আয়ুষ্মান অনুরাধের এই চিন্তা উৎপন্ন হলো—'যদি আমাকে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগুলো আরো অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকদের কিভাবে ব্যাখ্যা করলে আমার উক্তি ভগবানের উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। অমূলক উক্তির দ্বারা ভগবানকে নিন্দা করা হতো না, ধর্মের অনুধর্মই ব্যাখ্যা করা হতো। তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদে কারণ হতো না?"

তখন আয়ুষ্মান অনুরাধ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে... একপাশে বসে আয়ুষ্মান অনুরাধ ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমি এখানে ভগবানের কাছাকাছি অরণ্য কুটিরে বাস করছিলাম। ভন্তে, তখন কতিপয় অন্যতির্থীয় পরিব্রাজক যেখানে আমি আছি সেখানে গেলেন...

[১] তোমাদের শাস্তা তথাগত, সেই সত্ত্ব তথাগত। [অর্থকথা]

আমাকে বললেন, "আবুসো অনুরাধ, যিনি সেই তথাগত উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত [প্রজ্ঞাপিত] করার সময় এই চারি প্রকারে বিজ্ঞাপন [প্রজ্ঞাপন] করা যায় কি—[যেমন] 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন না', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন, নাও থাকেন', 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেনও না, না থাকেনও না?'"

এভাবে ব্যক্ত হলে আমি সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকদের বললাম, "আবুসো, যিনি সেই তথাগত উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন না', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন, নাও থাকেন', 'তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেনও না, না থাকেনও না' এই চারি প্রকার ব্যতীত [অন্য প্রকারে] বিজ্ঞাপন করা যায়।" এরূপ ব্যক্ত হলে অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আমাকে বললেন, 'এই ভিক্ষু নতুন ও অধুনা প্রব্রজিত হবেন, আর যদি এই স্থবির হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হবেন।' অতঃপর অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আমাকে নতুন বলে ও অজ্ঞ বলে অপমান করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

তখন অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো প্রস্থান করার অল্পক্ষণ পরেই আমার এই চিন্তা উৎপন্ন হলো—'যদি আমাকে সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকগুলো আরো অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি সেই অন্যতির্থীয় পরিব্রাজকদের কিভাবে ব্যাখ্যা করলে আমার উক্তি ভগবানের উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। অমূলক উক্তির দ্বারা ভগবানকে নিন্দা করা হতো না, ধর্মের অনুধর্মই ব্যাখ্যা করা হতো। তা ধর্মানুসারে কোনো বাদানুবাদে কারণ হতো না?"

'হে অনুরাধ, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'....এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

"হে অনুরাধ, তুমি এটি কী মনে কর, তুমি রূপকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর কি?" বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'সত্ত্ব' বলে মনে কর

কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।’

“হে অনুরাধ, তুমি এটি কী মনে কর, তুমি রূপের মধ্যে ‘সত্ত্ব’ বলে মনে কর কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।’ “রূপ ব্যতীত ‘সত্ত্ব’ বলে মনে কর কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।’ বেদনার মধ্যে... বেদনা ব্যতীত... সংজ্ঞার মধ্যে... সংজ্ঞা ব্যতীত... সংস্কারের মধ্যে... সংস্কার ব্যতীত... বিজ্ঞানের মধ্যে... বিজ্ঞান ব্যতীত ‘সত্ত্ব’ বলে মনে কর কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।’

“হে অনুরাধ, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে ‘সত্ত্ব’ বলে মনে কর কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।”

“হে অনুরাধ, তুমি এটি কী মনে কর, অরূপ... অবেদনা... অসংজ্ঞী... অসংস্কার... অবিজ্ঞানকে ‘সত্ত্ব’ বলে মনে কর কি?” ‘ভন্তে, না, আমি মনে করি না।’

“হে অনুরাধ, এখানে তুমি তথাগতকে সত্যত ও যথার্থত প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না করে [জ্ঞাত না হয়ে] তোমার পক্ষে এরূপ বলা কি উপযুক্ত হয়েছে—“আবুসো, যিনি সেই তথাগত উত্তম পুরুষ, পরম পুরুষ, পরম-অবস্থাপ্রাপ্ত; উনাকে তথাগত হিসেবে বিজ্ঞাপিত করার সময় ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকেন কি’, অথবা ‘তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন না’, অথবা ‘তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেন, নাও থাকেন’, ‘তথাগত মৃত্যুর পর কি থাকেনও না, না থাকেনও না’ এই চারি প্রকার ব্যতীত [অন্য প্রকারে] বিজ্ঞাপন করা যায়।” ‘নিশ্চয় নয়, ভন্তে।’

‘সাধু সাধু অনুরাধ! হে অনুরাধ, আমি পূর্বেও এই সমস্ত দুঃখ এবং দুঃখের নিরোধ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।’[১] [চতুর্থ সূত্র]

৫. বক্কলি সূত্র

৮৭. একসময় ভগবান রাজগৃহে বিহার করছিলেন বেণুবনে

---

[১] বর্ত-দুঃখ ও বর্তদুঃখের নিরোধ নির্বাণকে প্রকাশ করা হয়েছে। ‘দুঃখ’ এই বচনের দ্বারা দুঃখসত্য গৃহীত হয়েছে। তা গৃহীত হলে সমুদয়সত্য গৃহীত হয়। ‘নিরোধ’ এই বচনের দ্বারা নিরোধসত্য গৃহীত হয়েছে। তা গৃহীত হলে মার্গসত্য গৃহীত হয়। ‘হে অনুরাধ, আমি পূর্বেও এই চারি সত্যই বর্ণনা করেছি’ বলে প্রদর্শন করছেন। এভাবে এই সূত্রে বর্ত-বিবর্তই কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

কলন্দকনিবাপে। তখন আয়ুষ্মান বক্কলি কুম্ভকারনিবাসে[১] বিহার করছিলেন রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায়। অতঃপর বক্কলি সেবকদেরকে ডাকলেন, "আবুসো, আপনারা এখানে আসুন; ভগবান যেখানে আছেন সেখানে যান, গিয়ে আমার কথায় ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করুন—'ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন, তিনি ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করছেন।' এবং এরূপ বলবেন, 'ভন্তে ভগবান, অনুকম্পাপূর্বক যেখানে বক্কলি ভিক্ষু আছেন সেখানে গেলে খুব ভালো হয়।'" 'আচ্ছা আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বক্কলির কথায় সম্মতি প্রদর্শন করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "'ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন, তিনি ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করছেন'। এবং এরূপ বলেছেন, 'ভন্তে ভগবান, অনুকম্পাপূর্বক যেখানে বক্কলি ভিক্ষু আছেন সেখানে গেলে খুব ভালো হয়।'" ভগবান চুপচাপ থেকে মৌনসম্মতি জানালেন।

অতঃপর ভগবান চীবর পারুপন করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান বক্কলি আছেন সেখানে গেলেন। আয়ুষ্মান বক্কলি ভগবানকে দূর হতে আগমন করতে দেখতে পেলেন। দেখে [ভগবানের প্রতি গারবতাবশত] মঞ্চ [শয্যা] হতে উত্থিত হচ্ছিলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান বক্কলিকে বললেন, 'থাক বক্কলি, তুমি মঞ্চ হয়ে উত্থিত হয়ো না। আসন প্রস্তৃতকৃত আছে, সেখানে আমি বসব।'[২] ভগবান প্রস্তুতকৃত আসনে বসলেন। বসে ভগবান আয়ুষ্মান বক্কলিকে বললেন, 'বক্কলি, তুমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছো কি? তোমার দেহ চালনা করতে পারছ কি? তোমার দুঃখবেদনা কি

---

[১] কুমারশালায়। স্থবির নাকি বর্ষাবাস শেষ করে প্রবারণা উদ্‌যাপন করে ভগবানকে দর্শন করার জন্য আসছিলেন। তার নগরমধ্যে মহাব্যাধি উৎপন্ন হলো। পদদ্বয় আর অগ্রসর হচ্ছিল না। তখন তাকে মঞ্চপালকিতে করে কুমারশালায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই শালা তাদের কর্মশালা, নিবাসশালায় নয়। তাই বলা হয়েছে—'কুম্ভকারনিবাসে বিহার করছিলেন।' [অর্থকথা]

[২] 'আসন প্রস্তুত আছে' বলতে বুদ্ধের সময় একজন ভিক্ষুর বাসস্থানেও 'যদি ভগবান আগমন করেন, এখানে বসবেন' এই ভেবে আসন প্রস্তুত থাকতো; অন্ততপক্ষে কাষ্ঠফলক ও পাতার বিছানা হলেও প্রস্তুত থাকতো। [অর্থকথা]

কমছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে, নাকি বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'

[বক্কলি বললেন] 'ভন্তে, আমার রোগযন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না, আমি দেহ চালনা করতে পারছি না। আমার দুঃখবেদনা অতি প্রবল, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কমছে না; বৃদ্ধি ব্যতীত রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'বক্কলি, তোমার কি কোনো কৌকৃত্য [অনুশোচনা] নেই, কোনো মনস্তাপ নেই?'

'ভন্তে আছে, আমার কৌকৃত্য তো অনেক, মনস্তাপ তো অনেক।'

'বক্কলি, তুমি আপন শীল হতে চ্যুত বলে নিন্দিত হও কি?'

'ভন্তে, আমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত হই না।'

'বক্কলি, যদি তুমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত না হও; তবে কেন তোমার কৌকৃত্য ও মনস্তাপ উৎপন্ন হয়?'

'ভন্তে, অনেকদিন যাবৎ আমি ভগবানকে দর্শন করতে যেতে ইচ্ছা করছিলাম; আমার শরীরে তেমন কোনো শক্তি নেই, যাতে করে আমি ভগবানকে দর্শন করতে যেতে পারি।'

'বক্কলি, রেখে দাও তোমার সেই কথা! এই অশুচি দেহখানা দেখে তোমার কী আসে-যায়?[১] বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে; যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে। বক্কলি, ধর্মকে দর্শনকারী ব্যক্তি আমাকে দেখে, আমাকে দর্শনকারী ব্যক্তি ধর্মকে দেখে।'[২]

'বক্কলি, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'....এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান বক্কলিকে এই উপদেশের দ্বারা অনুশাসন করে আসন হতে উঠে যেখানে গিধ্রকূট পবর্ত আছে সেখানের উদ্দেশ্যে চললেন।

---

[১] ভগবানে দেহখানা সুবর্ণবর্ণ হলেও সর্বদা [অশুচি] ক্ষরিত হয় বলে ভগবান এরূপ বলেছেন। [অর্থকথা]

[২] নব লোকোত্তর ধর্ম হলো তথাগতের কায়। [অর্থকথা]

তখন আয়ুষ্মান বক্কলি ভগবান চলে যাবার পরপরই সেবকদেরকে ডাকলেন, 'আবুসো, আসুন; আমাকে মঞ্চে তুলে যেখানে ঋষিগিলির পাশে কালসিলা [বিহার] আছে সেখানে নিয়ে চলুন। কিভাবেই আমি আমার মতন একজন ব্যক্তিকে গৃহাভ্যন্তরে দেহত্যাগ করার যোগ্য বলে মনে করতে পারি?' 'আচ্ছা আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বক্কলির কথায় সায় দিয়ে আয়ুষ্মান বক্কলিকে মঞ্চে তুলে নিয়ে যেখানে ঋষিগিলির পাশে কালসিলা [বিহার] আছে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তখন ভগবান অবশিষ্ট সেই রাত্রি এবং সেই দিবস গিধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করলেন। অতঃপর দুজন দেবতা রাত্রির শেষভাগে অভিরূপ দেহজ্যোতিতে সমস্ত গিধ্রকূট উদ্ভাসিত করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন... একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত হয়ে একজন দেবতা ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু বিমোক্ষের [মার্গবিমোক্ষের] জন্য প্রচেষ্টা করছেন।' অপর দেবতা ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, তিনি নিশ্চিত সুবিমুক্তিতে বিমুক্ত হবেন [অর্হত্তফল বিমুক্তিতে বিমুক্ত হয়ে বিমুক্ত হবেন]।' সেই দেবতাদ্বয় এরূপ বললেন। এই বলে ভগবানকে বন্দনা করে প্রদক্ষিণপূর্বক ওই স্থান হতে অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের ডাকলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে আস; যেখানে বক্কলি ভিক্ষু আছে সেখানে যাও। গিয়ে বক্কলি ভিক্ষুকে এরূপ বল—'আবুসো বক্কলি, শুন ভগবান ও দুজন দেবতার বাক্য। আবুসো, এই রাত্রিতে দুজন দেবতা রাত্রির শেষভাগে অভিরূপ দেহজ্যোতিতে সমস্ত গিধ্রকূট উদ্ভাসিত করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত হয়ে একজন দেবতা ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু বিমোক্ষের [মার্গবিমোক্ষের] জন্য প্রচেষ্টা করছেন।' অপর দেবতা ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, তিনি নিশ্চিত সুবিমুক্তিতে বিমুক্ত হবেন [অর্হত্তফল বিমুক্তিতে বিমুক্ত হয়ে বিমুক্ত হবেন]।' আবুসো বক্কলি ভগবান এরূপ বলেছেন, 'বক্কলি ভয় করো না, বক্কলি ভয় করো না। তোমার মরণ হবে নিষ্পাপ, তোমার কালক্রিয়া নিষ্পাপ।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মতি প্রদানপূর্বক যেখানে আয়ুষ্মান বক্কলি আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে আয়ুষ্মান বক্কলিকে বললেন, 'আবুসো বক্কলি, শুন ভগবান ও দুজন দেবতার বাক্য।'

অতঃপর আয়ুষ্মান বক্কলি সেবকদেরকে ডাকলেন, 'আবুসো, এখানে

আস; আমাকে মঞ্চ হতে নিচে নামাও। আমার মতন একজন লোকের পক্ষে কিভাবে উচ্চ আসনে বসে সেই ভগবানের সংবাদ শ্রবণ করা উচিত মনে করো?' 'আচ্ছা আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বক্কলিকে সম্মতি দিয়ে আয়ুষ্মান বক্কলিকে মঞ্চ হতে নিচে নামালেন। [অতঃপর ভগবান কর্তৃক প্রেরিত সেই ভিক্ষুগণ বললেন] 'আবুসো, এই রাত্রিতে দুজন দেবতা রাত্রির শেষভাগে... একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত হয়ে একজন দেবতা ভগবানকে বললেন, 'আবুসো, বক্কলি ভিক্ষু বিমোক্ষের [মার্গবিমোক্ষের] জন্য প্রচেষ্টা করছেন।' অপর দেবতা ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, তিনি নিশ্চিত সুবিমুক্তিতে বিমুক্ত হবেন [অর্হত্ত্বফল বিমুক্তিতে বিমুক্ত হয়ে বিমুক্ত হবেন]।' আবুসো বক্কলি ভগবান এরূপ বলেছেন, 'বক্কলি ভয় করো না, বক্কলি ভয় করো না। তোমার মরণ হবে নিষ্পাপ, তোমার কালক্রিয়া নিষ্পাপ।'

[অতঃপর আয়ুষ্মান বক্কলি বললেন] "আবুসো, আমার কথায় ভগবানের পাদপদ্মে অবনতমস্তকে বন্দনা করবেন, 'ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু অসুস্থ, রোগগ্রস্ত, মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তিনি ভগবানের পাদপদ্মে অবনত মস্তকে বন্দনা করছেন।' এবং এরূপ বলবেন, 'রূপ অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'বেদনা অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না। সংজ্ঞা... 'সংস্কার অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'বিজ্ঞান অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না।'" 'আচ্ছা আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান বক্কলিকে সম্মতি জানিয়ে প্রস্থান করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ চলে যাবার পরপরই আয়ুষ্মান বক্কলি আত্মহত্যা [শস্ত্র আহরণ]

করলেন।[১]

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, বক্কলি ভিক্ষু অসুস্থ, রোগগ্রস্ত, মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তিনি ভগবানের পাদপদ্মে অবনত মস্তকে বন্দনা করছেন।' এবং এরূপ বলেছেন, 'রূপ অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... 'বিজ্ঞান অনিত্য।' ভন্তে, তার প্রতি আমি আর সন্দেহ পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা দুঃখ' তার প্রতি আমি আর বিচিকিৎসা পোষণ করি না। 'যা অনিত্য তা পরিবর্তনশীল' তথায় আমার আর ছন্দ, রাগ, প্রেম নেই; তাতে আমি বিচিকিৎসা পোষণ করি না।'"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের ডাকলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আস; চল আমরা যেখানে ঋষিগিলির পাশে কালশিলা [বিহার] আছে সেখানে গমন করি, যেখানে বক্কলি কুলপুত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করা হয়েছে।' 'আচ্ছা ভন্তে' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে সম্মতি দিলেন। তখন ভগবান কতিপয় ভিক্ষুর সাথে যেখানে ঋষিগিলির পাশে কালশিলা [বিহার] আছে সেখানে গমন করলেন। ভগবান দূর হতেই মঞ্চে শোয়ানো আয়ুষ্মান বক্কলির মরদেহ দেখতে পেলেন।

সে-সময় ধোঁয়া ও অন্ধকার জমাট হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব, অধো, দিক-বিদিক ছুটলো। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ, এই ধোঁয়া ও অন্ধকার জমাট হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব, অধো, দিক-বিদিক ছুটছে?' 'হ্যাঁ ভন্তে।' 'হে ভিক্ষুগণ, পাপী মার বক্কলি কুলপুত্রের বিজ্ঞান তথা প্রতিসন্ধিচিত্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।' [সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রশ্ন

[১] বক্কলি স্থবির নাকি অধিমানবশে সমাধি-বিদর্শনের দ্বারা বিনষ্ট ক্লেশগুলোর অবস্থা না দেখে 'আমি অর্হৎ হয়েছি' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে 'এই দুঃখময় জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ? ছুরি বিদ্ধ হয়ে মরব' এই চিন্তা করে তীক্ষ্ণ ছুড়ি দিয়ে নিজ কণ্ঠনালি ছিন্ন করলেন। অতঃপর তাঁর দুঃখ বেদনা উৎপন্ন হলো। তিনি সেই ক্ষণেই নিজের পৃথগ্‌জনভাব জ্ঞাত হলেন। অতঃপর অবিচ্ছিন্ন কর্মস্থান বিধায় শীঘ্র মূল কর্মস্থান গ্রহণ করে তাতে দক্ষতা অর্জনপূর্বক অর্হত্ত্ব লাভ করে কালগত হলেন। [অর্থকথা]

করলেন] 'কোথায় বক্কলি কুলপুত্রের বিজ্ঞান তথা প্রতিসন্ধিচিত্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?' 'হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞান তথা প্রতিসন্ধিচিত্ত অপ্রতিষ্ঠার দরুন বক্কলি কুলপুত্র পরিনিবৃত হয়েছে।' [পঞ্চম সূত্র]

৬. অশ্বজি সূত্র

৮৮. একসময় ভগবান রাজগৃহে বিহার করছিলেন বেণুবনে কলন্দকনিবাপে। তখন আয়ুষ্মান অশ্বজি কাশ্যপক আরামে [কাশ্যপ শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত আরামে] অবস্থান করছিলেন রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায়। অতঃপর আয়ুষ্মান অশ্বজি সেবকদেরকে ডাকলেন, "আবুসো, আপনারা আসুন; যেখানে ভগবান আছেন সেখানে যান। গিয়ে আমার কথায় ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা নিবেদন করুন—'ভন্তে, অশ্বজি ভিক্ষু রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তিনি ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করছেন। এবং এরূপ বলবেন, 'ভন্তে ভগবান, এটি মঙ্গলজনক হয়, যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক যেখানে অশ্বজি ভিক্ষু আছেন সেখানে গমন করেন।'" 'আচ্ছা আবুসো' বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অশ্বজির কথায় সম্মতি প্রদর্শন করে যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে ভগবানকে বন্দনা জানিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে বললেন, "'ভন্তে, অশ্বজি ভিক্ষু রোগগ্রস্ত... 'ভন্তে ভগবান, এটি মঙ্গলজনক হয়, যদি আপনি অনুকম্পাপূর্বক যেখানে অশ্বজি ভিক্ষু আছেন সেখানে গমন করেন।'" ভগবান চুপচাপ থেকে মৌন সম্মতি জানালেন।

অতঃপর ভগবান সান্ধ্যকালীন নির্জনবাস হতে উঠে যেখানে আয়ুষ্মান অশ্বজি আছেন সেখানে গেলেন। আয়ুষ্মান অশ্বজি ভগবানকে দূর হতে আগমন করতে দেখতে পেলেন। দেখে [ভগবানের প্রতি গারবতাবশত] মঞ্চ হতে উত্থিত হচ্ছিলেন। তখন ভগবান আয়ুষ্মান অশ্বজিকে বললেন, 'থাক অশ্বজি, তুমি মঞ্চ হয়ে উত্থিত হয়ো না। আসন প্রস্তুতকৃত আছে, সেখানে আমি বসব।' ভগবান প্রস্তুতকৃত আসনে বসলেন। বসে ভগবান আয়ুষ্মান অশ্বজিকে বললেন, 'অশ্বজি, তুমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দেহ চালনা করতে পারছ কি? তোমার দুঃখবেদনা কমছে কি নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে, নাকি বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'

[অশ্বজি বললেন] 'ভন্তে, আমার রোগযন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না, আমি দেহ

চালনা করতে পারছি না। আমার দুঃখবেদনা অতি প্রবল, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কমছে না; বৃদ্ধি ব্যতীত রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'অশ্বজি, তোমার কি কোনো কৌকৃত্য [অনুশোচনা] নেই, কোনো মনস্তাপ নেই?'

'ভন্তে আছে, আমার কৌকৃত্য ও মনস্তাপ অল্প নয় অনেক।'

'অশ্বজি, তুমি আপন শীল হতে চ্যুত বলে নিন্দিত হও কি?'

'ভন্তে, আমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত হই না।'

'অশ্বজি, যদি তুমি শীলচ্যুত বলে নিন্দিত না হও; তবে তোমার কৌকৃত্যই বা কি ও মনস্তাপই বা কি?'

"ভন্তে, পূর্বে আমি অসুস্থ হলে উপশমের মাধ্যমে কায়সংস্কারে[১] বিহার করতাম, তারপরেও আমি সমাধি [চিত্তের একাগ্রতা] লাভ করতাম না। ভন্তে, আমার তাতে সমাধি লাভ না করা সত্ত্বেও এই চিত্ত উৎপন্ন হলো—'তারপরও আমি শাসন হতে চ্যুত হচ্ছি না।'"

"অশ্বজি, যেকোনো শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সমাধিসার [বিদর্শন-মার্গফলগুলো সার] সমাধিশ্রমণত্ব তাদের সেই সমাধি লাভ না করা সত্ত্বেও এরূই চিত্ত উৎপন্ন হয়—'তারপরও আমি শাসন হতে চ্যুত হচ্ছি না।'"

'অশ্বজি, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'... বিজ্ঞান... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] আর করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

"তিনি যদি সুখবেদনা অনুভব করেন, সেটি 'অনিত্য' বলে জানেন।[২] 'সংলগ্ন নয়' বলে জানেন। 'অভিনন্দিত নয়' বলে জানেন। তিনি যদি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, সেটি 'অনিত্য' বলে জানেন। 'সংলগ্ন নয়' বলে জানেন। 'অভিনন্দিত নয়' বলে জানেন। তিনি যদি অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করেন, সেটি 'অনিত্য' বলে জানেন... 'অভিনন্দিত নয়' বলে জানেন। তিনি যদি সুখবেদনা অনুভব করেন, তাকে বিসংযুক্ত বলে অনুভব করেন, তিনি যদি দুঃখবেদনা অনুভব করেন, তাকে বিসংযুক্ত বলে অনুভব

---

[১] 'কায়সংস্কারে' বলতে আশ্বাস-প্রশ্বাসে। তিনি লব্ধ চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা উপশমের মাধ্যমে বিহার করতেন। [অর্থকথা]

[২] এভাবে স্থবিরকে সন্তুষ্ট করে এখন ত্রিবৃত্ত ধর্মদেশনাকে ভিত্তি করে 'তা কী মনে কর' প্রভৃতি বললেন। অতঃপর ত্রিবৃত্ত দেশনা অবসানে অর্হত্ত্ব প্রাপ্তের জীবনের দীর্ঘকাল স্থায়ী বিহার প্রদর্শন করতে গিয়ে 'তিনি যদি সুখবেদনা অনুভব করেন' প্রভৃতি বলেছেন। [অর্থকথা]

করেন, তিনি যদি অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করেন, তাকে বিসংযুক্ত বলে অনুভব করেন। তিনি যদি কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করেন তবে 'কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি' বলে জানেন। যদি জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করেন তবে 'জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি' বলে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, 'দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।'"

"অশ্বজি, মনে কর, তৈল ও বর্তিকে [সলিতা] ভিত্তি করে তৈলপ্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, যদি সেই তৈল ও বর্তির নিঃশেষ হয়, তাহলে সেই প্রদীপ অনাহারে [উপাদানহীন হয়ে] নির্বাপিত হয়। অশ্বজি, ঠিক এভাবেই ভিক্ষু যদি কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করেন তবে 'কায়ান্তিক বেদনা অনুভব করছি' বলে জানেন। যদি জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করেন তবে 'জীবনান্তিক বেদনা অনুভব করছি' বলে জানেন। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন যে, 'দেহভঙ্গে জীবনক্ষয়ের পর এখানেই অনভিনন্দিত সকল বেদনা শান্ত হয়ে যাবে এবং দেহই অবশিষ্ট থাকবে।'" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. ক্ষেমক সূত্র

৮৯. একসময় কতিপয় স্থবির ভিক্ষু কৌশাম্বীতে বিহার করছিলেন ঘোসিতারামে। সে-সময় আয়ুষ্মান ক্ষেমক বদরিকারামে বিহার করছিলেন রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায়। অতঃপর স্থবির ভিক্ষুগণ সন্ধ্যাকালীন নির্জনবাস হতে উঠে আয়ুষ্মান দাসককে ডাকলেন, "আবুসো দাসক, আসুন, যেখানে ক্ষেমক ভিক্ষু আছেন সেখানে যান। গিয়ে ক্ষেমক ভিক্ষুকে এরূপ বলুন, "আবুসো ক্ষেমক, স্থবির ভিক্ষুগণ এরূপ বলেছেন—'আবুসো, আপনি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দেহ চালনা করতে পারছেন কি? আপনার দুঃখবেদনা কমছে কি নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে, নাকি বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'"

'আচ্ছা আবুসো' বলে আয়ুষ্মান দাসক স্থবিরদের সম্মতি জানিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান ক্ষেমক আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেমককে বললেন, "আবুসো ক্ষেমক, স্থবির ভিক্ষুগণ এরূপ বলেছেন—'আবুসো, আপনি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দেহ চালনা করতে পারছেন কি? আপনার দুঃখবেদনা কমছে কি নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ কমছে বলে মনে হচ্ছে, নাকি বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে

হচ্ছে?'" 'আবুসো আমার রোগযন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না, আমি দেহ চালনা করতে পারছি না। আমার দুঃখবেদনা অতি প্রবল, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কমছে না; বৃদ্ধি ব্যতীত নিষ্পত্তি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।'

অতঃপর আয়ুষ্মান দাসক যেখানে স্থবির ভিক্ষু আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে স্থবির ভিক্ষুদের বললেন, 'আবুসো, ক্ষেমক ভিক্ষু এরূপ বলেছেন—'আবুসো, আমার রোগ নিরাময় হচ্ছে না... উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কমছে বলে মনে হচ্ছে না।' "আবুসো দাসক, তুমি এদিকে আস; যেখানে ক্ষেমক ভিক্ষু আছেন সেখানে যাও। গিয়ে ক্ষেমক ভিক্ষুকে এরূপ বল—'আবুসো ক্ষেমক, স্থবিরগুলো আপনাকে এরূপ বলেছেন—আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আয়ুষ্মান ক্ষেমক এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখে কি?'"

'আচ্ছা আবুসো' বলে আয়ুষ্মান দাসক স্থবির ভিক্ষুদের কথায় সায় দিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান ক্ষেমক আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে... "আবুসো ক্ষেমক, স্থবিরগুলো আপনাকে এরূপ বলেছেন—'আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আয়ুষ্মান ক্ষেমক এই পঞ্চ-উপাদাসস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখে কি?'" 'আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখি না।'

অতঃপর আয়ুষ্মান দাসক যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে স্থবির ভিক্ষুদের বললেন, "আবুসো, ক্ষেমক ভিক্ষু এরূপ বলেছেন—'আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখি না।'" "আবুসো দাসক, তুমি এদিকে আস; যেখানে ক্ষেমক ভিক্ষু আছেন সেখানে যাও। গিয়ে ক্ষেমক ভিক্ষুকে এরূপ বল—'আবুসো ক্ষেমক, স্থবিরগুলো আপনাকে এরূপ বলেছেন—আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-

উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আয়ুষ্মান ক্ষেমক যদি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে না দেখেন। তাহলে আয়ুষ্মান ক্ষেমক অর্হৎ ক্ষীণাসব।'"

'আচ্ছা আবুসো' বলে আয়ুষ্মান দাসক স্থবির ভিক্ষুদের কথায় সায় দিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান ক্ষেমক... "আবুসো ক্ষেমক, স্থবিরগুলো আপনাকে এরূপ বলেছেন—'আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আয়ুষ্মান ক্ষেমক যদি এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎ নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে না দেখেন। তাহলে আয়ুষ্মান ক্ষেমক অর্হৎ ক্ষীণাসব।'" "আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখি না বটে; কিন্তু আমি অর্হৎ ক্ষীণাসব নই। আবুসো, অপিচ আমার চিত্ত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে 'আমি হই' এই ধারণা অধিকৃত, এবং আমি 'আমি, আমার, আমিত্ব' বলে দেখি না।"

অতঃপর আয়ুষ্মান দাসক যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ... স্থবির ভিক্ষুদের এরূপ বললেন, "আবুসো, ক্ষেমক ভিক্ষু এরূপ বলেছেন—'আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ ভগবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যেমন : রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। আবুসো, এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও নিজের কিংবা নিজের অধিকারভুক্ত বিষয় বলে দেখি না বটে; কিন্তু আমি অর্হৎ ক্ষীণাসব নই। আবুসো, অপিচ আমার চিত্ত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে 'আমি হই' এই ধারণা অধিকৃত, এবং আমি 'আমি, আমার, আমিত্ব' বলে দেখি না।"

"আবুসো দাসক, তুমি এদিকে আস; যেখানে ক্ষেমক ভিক্ষু আছেন সেখানে যাও। গিয়ে ক্ষেমক ভিক্ষুকে এরূপ বল—'আবুসো ক্ষেমক, স্থবিরেরা আপনাকে এরূপ বলেছেন—আবুসো ক্ষেমক, যাকে তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে তুমি 'আমি হই' বলেছ? রূপকে 'আমি হই' বলেছ নাকি রূপ ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'আমি হই' বলেছ নাকি বিজ্ঞান ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। আবুসো ক্ষেমক, যাকে তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে তুমি 'আমি হই' বলেছ?'"

'আচ্ছা আবুসো' বলে আয়ুষ্মান দাসক স্থবিরদের সম্মতি জানিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান ক্ষেমক আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেমককে বললেন, "আবুসো ক্ষেমক, স্থবির ভিক্ষুগণ এরূপ বলেছেন— 'আবুসো ক্ষেমক, যাকে তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে তুমি 'আমি হই' বলেছ? রূপকে 'আমি হই' বলেছ নাকি রূপ ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'আমি হই' বলেছ নাকি বিজ্ঞান ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। আবুসো ক্ষেমক, যাকে তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে আপনি 'আমি হই' বলেছ?'" 'আবুসো দাসক, হয়েছে এবার থাম; এখানে পুনঃপুন গমন-আগমনের কী দরকার। আবুসো একটি লাঠি খুঁজে আন। আমি নিজেই যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ আছেন সেখানে যাব।'[১]

অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেমক লাঠিতে ভর দিয়ে যেখানে স্থবির ভিক্ষুগণ আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে স্থবির ভিক্ষুদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেমককে স্থবির ভিক্ষুগণ বললেন, "আবুসো ক্ষেমক, যা তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে তুমি 'আমি হই' বলেছ? রূপকে 'আমি হই' বলেছ নাকি রূপ ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'আমি হই' বলেছেন নাকি বিজ্ঞান ব্যতীত 'আমি হই' বলেছ। আবুসো ক্ষেমক, যাকে তুমি এই 'আমি হই' বলেছ, কাকে তুমি 'আমি হই' বলেছ?'" "আবুসো, আমি রূপকে 'আমি হই' বলি না, রূপ ব্যতীত 'আমি হই' বলি না। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'আমি হই' বলি না। বিজ্ঞান ব্যতীত 'আমি হই' বলি না। আবুসো, অপিচ আমার চিত্ত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে 'আমি হই' এই ধারণা অধিকৃত, এবং আমি 'আমি, আমার, আমিত্ব' বলে দেখি না।"

---

[১] বদরিকা আরাম হতে প্রায় দেড়ক্রোশ মাত্র দূরে ঘোষিতারামে আগমন করলেন। দাসক স্থবির কিন্তু চারবার গমন-আগমনের দ্বারা সেই দিন দুই যোজন পর্যন্ত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছিল। কেন সেই স্থবিরগুলো তাকে পাঠিয়েছিলেন? বিশ্রুত বিষয়ে ধর্মকথিকের নিকট ধর্ম শ্রবণ করব এই ভেবে। স্বয়ং কেন গমন করেননি? স্থবিরের বাসস্থান হচ্ছে অরণ্যে দুঃখময় জায়গায়, সেখানে ষাটজন মাত্র স্থবিরের দাঁড়ানোর কিংবা বসার সুযোগ নেই বিধায় গমন করেননি। 'এখানে এসে আমাদের ধর্মদেশনা করুন' এই বলে কেন পাঠাননি? স্থবির অসুস্থ বিধায়। অতঃপর কেন পুনঃপুন পাঠালেন? স্বয়ংই জ্ঞাত হয়ে আমাদের দেশনা করতে আসবেন এই ভেবে। স্থবিরও তাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে এসেছিলেন। [অর্থকথা]

"আবুসো, মনে কর, উৎফল, পদুম কিংবা পুণ্ডরীকের সুগন্ধি। যদি কেউ এরূপ বলে—'পাতার সুগন্ধি', 'বর্ণের সুগন্ধি' কিংবা 'পাপড়ির সুগন্ধি' এভাবে বললে তার বাক্য সম্যক বলে কথিত হয় কি?'" 'নিশ্চয়ই নয় আবুসো।' 'আবুসো, কিভাবে বললে তার বাক্য সম্যক বলে কথিত হয়?' "আবুসো, 'পুষ্পের সুগন্ধি' এরূপ বললে তার বাক্য সম্যক বলে কথিত হয়।'" "আবুসো, ঠিক তদ্রূপ আমি রূপকে 'আমি হই' বলি না, রূপ ব্যতীত 'আমি হই' বলি না। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'আমি হই' বলি না। বিজ্ঞান ব্যতীত 'আমি হই' বলি না। আবুসো, অপিচ আমার চিত্ত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে 'আমি হই' এই ধারণা অধিকৃত, এবং আমি 'আমি, আমার, আমিত্ব' বলে দেখি না।"

"আবুসো, যেকোনো আর্যশ্রাবকের পঞ্চ-অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়, অতঃপর তাঁর নাকি এমনো হয়—পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে যেই অনুসহগত 'আমি হই' এই মান, 'আমি হই' এই ছন্দ, 'আমি হই' এই অনুশয় সমুচ্ছিন্ন হয় না। তিনি অপর সময়ে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন—এটি রূপ, এটি রূপের উৎপত্তি, এটি রূপের বিনাশ, এটি বেদনা... এটি সংজ্ঞা... এটি সংস্কার... এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এটি বিজ্ঞানের বিনাশ।" তাঁর এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করলে পরে যেই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে অনুসহগত 'আমি হই' এই মান, 'আমি হই' এই ছন্দ, 'আমি হই' এই অনুশয় সমুচ্ছিন্ন হয় না, সেটিও সমুৎপাটন হয়।"

"আবুসো, মনে কর, একটি নোংরা, মললিপ্ত কাপড়। তা মালিক কর্তৃক ধোপার নিকট পাঠানো হলো। সেটি ধোপা ক্ষারমৃত্তিকা, ক্ষার, গোবর দিয়ে পদদলিত পরিষ্কার জলে ধৌত করে। এতে করে যথাশীঘ্র যেকোনো কাপড় পরিষ্কার নির্মল হয়, কিন্তু তার যেই অনুসহগত ক্ষারমৃত্তিকাগন্ধ, ক্ষারগন্ধ, গোবরগন্ধ বিদূরীত হয় না। যথাশীঘ্র এটি ধোপা মালিককে প্রদান করে। সেটি মালিক গন্ধযুক্ত বলে বাক্সে ছুঁড়ে মারে। যেটি অনুসহগত ক্ষারমৃত্তিকাগন্ধ, ক্ষারগন্ধ, গোবরগন্ধ বিদূরীত হয় না, সেটিও সমুৎপাটন হয়। আবুসো, ঠিক এভাবেই যেকোনো আর্যশ্রাবকের পঞ্চ-অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়, অতঃপর তাঁর নাকি এমনও হয়—পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের মধ্যে যেই অনুসহগত 'আমি হই' এই মান, 'আমি হই' এই ছন্দ, 'আমি হই' এই অনুশয় সমুচ্ছিন্ন হয় না। তিনি অপর সময়ে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন—এটি রূপ, এটি রূপের উৎপত্তি, এটি

রূপের বিনাশ, এটি বেদনা... এটি সংজ্ঞা... এটি সংস্কার... এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এটি বিজ্ঞানের বিনাশ।" তাঁর এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয়-ব্যয়ানুদর্শী হয়ে বিহার করলে পরে যেই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে অনুসহগত 'আমি হই' এই মান, 'আমি হই' এই ছন্দ, 'আমি হই' এই অনুশয় সমুচ্ছিন্ন হয় না, সেটিও সমুৎপাটন হয়।"

এরূপ ব্যক্ত হলে স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ক্ষেমককে বললেন, 'আমরা আয়ুষ্মান ক্ষেমককে যন্ত্রণা দিতে প্রশ্ন করিনি। অপিচ [আমরা তা করেছি কারণ] আয়ুষ্মান ক্ষেমক সেই ভগবানের শাসনকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে, দেশনা করতে, জানাতে, প্রতিষ্ঠা করতে, বিবৃত করতে, সুবিভক্ত করতে, উন্মুক্ত করতে সমর্থ হতে গিয়ে। তাতে আয়ুষ্মান ক্ষেমক কর্তৃক সেই ভগবানের শাসন বিস্তারিতভাবে প্রকাশ, দেশনা, জানানো, প্রতিষ্ঠা, বিবৃত, সুবিভক্ত, উন্মুক্ত করা হয়েছে।'

আয়ুষ্মান ক্ষেমক এরূপ বললেন। স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ক্ষেমকের ভাষণকে সন্তুষ্ট মনে অভিনন্দন করলেন। এই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলে আয়ুষ্মান ক্ষেমক এবং ষাটজন স্থবির ভিক্ষুর চিত্ত আসব হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হলো। [সপ্তম সূত্র]

৮. ছন্ন সূত্র

৯০. একসময় কিছুসংখ্যক স্থবির ভিক্ষু বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তখন আয়ুষ্মান ছন্ন[১] সন্ধ্যার সময়ে একাকী বিহার হতে উত্থিত হয়ে চাবি নিয়ে বিহার হতে বিহারে উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণ বলতে লাগলেন, 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ, আমাকে উপদেশ দিন, আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে অনুশাসন করুন। আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে ধর্মকথা বলুন, যাতে করে আমি ধর্মদর্শন করতে সক্ষম হই।'[২]

---

[১] ইনি তথাগতের সাথে একই দিনে জন্ম নিয়েছিলেন। মহাভিনিষ্ক্রমণ দিবসে বোধিসত্ত্বের সাথে নিষ্ক্রমণপূর্বক পরে ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অতঃপর 'আমাদের বুদ্ধ আমাদের ধর্ম' এই বলে ভণ্ডামি, হিংসাসূচক সব্রহ্মচারীদের কর্কশবাক্য বলে অহংকার করে বেড়াতেন। [অর্থকথা]

[২] কেন তিনি এরূপ বলবতী উৎসাহসম্পন্ন হয়ে এখানে সেখানে গিয়ে এরূপ বলে বেড়াতে লাগলেন? উৎপন্ন সংবেগের দরুন। ভগবান পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলে ধর্মসংগ্রাহক স্থবিরদের দ্বারা আয়ুষ্মান আনন্দকে কৌশাম্বীতে পাঠিয়ে তাকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ব্রহ্মদণ্ড প্রদত্ত হলে উৎপন্ন মানসিক কষ্টে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পতিত হয়ে পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করে উত্থিত হয়ে এক ভিক্ষুর নিকট গেলেন। তিনি তার সাথে কিছুই বললেন না।

এরূপ ব্যক্ত হলে স্থবির ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান ছন্নকে বললেন, 'আবুসো ছন্ন, রূপ অনিত্য; বেদনা অনিত্য; সংজ্ঞা অনিত্য; সংস্কার অনিত্য; বিজ্ঞান অনিত্য। রূপ অনাত্মা; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা। সমস্ত সংস্কার [ত্রিভূমিক সংস্কার] অনিত্য; সমস্ত ধর্ম [চতুর্ভূমিক ধর্ম] অনাত্মা।'

অতঃপর আয়ুষ্মান ছন্নের এরূপ মনে হলো—"আমারও তো এরূপ ধারণা হয় 'রূপ অনিত্য, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। রূপ অনাত্মা; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা। সমস্ত সংস্কার অনিত্য; সমস্ত ধর্ম অনাত্মা।' অতঃপর আমার সর্বপ্রকার সংস্কার প্রশমিত হলে সর্ব উপধি পরিত্যাগ হলে, তৃষ্ণাক্ষয়ে, বিরাগে, নিরোধে চিত্ত উৎপন্ন হয় না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, মুক্ত হয় না। আকাঙ্ক্ষা হতে উপাদান উৎপন্ন হয়; পুনরায় আমার মনে উদয় হয়—'তাহলে কোনটি আমার আত্ম?' [চারি সত্য] ধর্মদর্শনকারীর এরূপ হয় না। কে আমাকে তদ্রূপ ধর্মদেশনা দিতে পারে যাতে করে আমি ধর্মদর্শন করতে পারি।"

অতঃপর আয়ুষ্মান ছন্নের এই চিন্তার উদয় হলো—'আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছেন। ভগবান কর্তৃক তিনি প্রশংসিত এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ কর্তৃক পূজিত। আয়ুষ্মান আনন্দ আমাকে তদ্রূপ ধর্মদেশনা করতে সক্ষম হবেন যেভাবে আমি ধর্মদর্শন করতে পারি। আমার প্রতিও আয়ুষ্মান আনন্দের অনুরূপ বিশ্বাস রয়েছে। এটিই ভালো হয় যদি আমি যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে গমন করি।' তখন আয়ুষ্মান ছন্ন শয্যাসন গুছিয়ে রেখে পাত্র-চীবর নিয়ে কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে যেখানে আনন্দ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল বিনিময়... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান ছন্ন আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন :

"আবুসো আনন্দ, একসময় আমি বারাণসীতে বিহার করছিলাম ঋষিপতন মৃগদায়ে। আবুসো, তখন আমি সন্ধ্যার সময়ে একাকী বিহার হতে উত্থিত হয়ে চাবি নিয়ে বিহার হতে বিহারে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হয়ে স্থবির ভিক্ষুগণকে বলতে লাগলাম, 'আয়ুষ্মান স্থবিরগণ, আমাকে উপদেশ দিন, আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে অনুশাসন করুন। আয়ুষ্মান স্থবিরগণ

অরেকজনের নিকট গেলেন। তিনিও কিছু বললেন না এভাবে করে সমস্ত বিহার বিচরণ করে নিরাশ হয়ে পাত্র-চীবর নিয়ে বারাণসীতে গিয়ে সংবেগ লাভ করে এখানে সেখানে গিয়ে এরূপ বলতে লাগলেন। [অর্থকথা]

আমাকে ধর্মকথা বলুন, যাতে করে আমি ধর্মদর্শন করতে সক্ষম হই।'

'আবুসো, এরূপ ব্যক্ত হলে আমাকে স্থবির ভিক্ষুগণ আমাকে এরূপ বললেন, 'আবুসো ছন্ন, রূপ অনিত্য; বেদনা অনিত্য; সংজ্ঞা অনিত্য; সংস্কার অনিত্য; বিজ্ঞান অনিত্য। রূপ অনাত্মা; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা। সমস্ত সংস্কার অনিত্য; সমস্ত ধর্ম অনাত্মা।'

"আবুসো তখন আমার এরূপ মনে হলো—'আমারও তো এরূপ ধারণা হয় 'রূপ অনিত্য, বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য। রূপ অনাত্মা; বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা। সমস্ত সংস্কার অনিত্য; সমস্ত ধর্ম অনাত্মা।' অতঃপর আমার সর্বপ্রকার সংস্কার প্রশমিত হলে সর্ব উপধি পরিত্যাগ হলে তৃষ্ণাক্ষয়ে, বিরাগে, নিরোধে চিত্ত উৎপন্ন হয় না, প্রসন্ন হয় না, স্থির হয় না, মুক্ত হয় না। আকাঙ্ক্ষা হতে উপাদান উৎপন্ন হয়; পুনরায় আমার মনে উদয় হয়—'তাহলে কোনটি আমার আত্মা?' [চারি সত্য] ধর্মদর্শনকারীর এরূপ হয় না। কে আমাকে তদ্রূপ ধর্মদেশনা দিতে পারে যাতে করে আমি ধর্মদর্শন করতে পারি।"

"আবুসো, তখন আমার এই চিন্তার উদয় হলো—'আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে বিহার করছেন। ভগবান কর্তৃক তিনি প্রশংসিত এবং বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ কর্তৃক পূজিত। আয়ুষ্মান আনন্দ আমাকে তদ্রূপ ধর্মদেশনা করতে সক্ষম হবেন যেভাবে আমি ধর্মদর্শন করতে পারি। আমার প্রতিও আয়ুষ্মান আনন্দের অনুরূপ বিশ্বাস রয়েছে। এটিই ভালো হয় যদি আমি যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে গমন করি।' আয়ুষ্মান আনন্দ, আমাকে উপদেশ দিন, আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে অনুশাসন করুন। আয়ুষ্মান স্থবিরগণ আমাকে ধর্মকথা বলুন, যাতে করে আমি ধর্মদর্শন করতে সক্ষম হই।"

'এতটুকুতে আমরা আয়ুষ্মান ছন্নের প্রতি সন্তুষ্ট। যেহেতু আয়ুষ্মান ছন্ন সেই খুঁটি ছেদন করে সুস্পষ্ট করেছেন। আবুসো ছন্ন, শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হয়েছ।' তখন আয়ুষ্মান ছন্নের তৎক্ষণাৎ বলবতী প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হলো এই মনে করে যে 'অহো! আমি ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হয়েছি।'

"আবুসো ছন্ন, এটি সামনাসামনি ভগবান হতে শ্রুত হয়েছে, কচ্চানগোত্র ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদান করার সময় সামনাসামনি প্রতিগৃহীত হয়েছে[১]—'হে

---

[১] স্থবির ছন্নের কথা শুনে 'কীরূপ ধর্মদেশনা এর উপযোগী' এই চিন্তা করতে করতে

কচ্চান, জগৎবাসী অধিকাংশই অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব [শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি] এই [দৃষ্টি]-যুগল নিশ্রিত। হে কচ্চান, লোক-সমুদয় বা লোক-উৎপত্তি যথাযথভাবে সম্যকজ্ঞানে দর্শন করলে জগতে যে নাস্তিত্ব বা উচ্ছেদদৃষ্টি তা হয় না। হে কচ্চান, লোকনিরোধ যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করলে জগতে যে অস্তিত্ব বা শাশ্বতদৃষ্টি তা হয় না। হে কচ্চান, এ জগৎ প্রায়শ তৃষ্ণা-দৃষ্টি উপগমনে [প্রবেশ] উপাদানে অভিনিবেশে আসক্তিতে ক্লিষ্ট। [সম্যক দর্শনকারীর] তৃষ্ণা-দৃষ্টি উপগমন হয় না, উপাদান হয় না, তাতে 'আমার আত্মা' বলে অধিষ্ঠিত হয় না। স্বতই তাঁর জ্ঞানোদয় হয় দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখ নিরুদ্ধমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে সন্দিহান থাকে না, বিচিকিৎসা থাকে না। হে কচ্চান, এভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়।

হে কচ্চান, 'সমস্তই আছে' এই ধারণা একটি অন্ত, 'সমস্তই নেই' এই ধারণা [আর একটি] দ্বিতীয় অন্ত। এই উভয় অন্ত উপগত না হয়ে বা পরিহার করে তথাগত মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে ধর্মদেশনা করেন—অবিদ্যা-প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয়ে ভব, ভব-প্রত্যয়ে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয়ে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপত্তি হয়। এভাবে যাবতীয় দুঃখরাশির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যার অশেষ বিরাগ নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধ তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এভাবে যাবতীয় দুঃখরাশির নিরোধ হয়।"

'এভাবেই আবুসো আনন্দ, তাদের কাছেই আসে যেই আয়ুষ্মানদের তাদৃশ অনুকম্পাকারী, মঙ্গলকামী, উপদেশদানকারী, অনুশাসনকারী সব্রহ্মচারী আছে। আয়ুষ্মান আনন্দের এই ধর্মদেশনা শুনে আমি ধর্ম

ত্রিপিটক বুদ্ধবচন অনুসন্ধান করে কচ্চান সূত্র [সং. নি. ২.১৫] দর্শন করে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। [অর্থকথা]

হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি।' [অষ্টম সূত্র]

৯. রাহুল সূত্র

৯১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান রাহুল ভগবান সমীপে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে... একপাশে বসে আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না?'

"হে রাহুল, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।

যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে রাহুল, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না। [নবম সূত্র]

১০. দ্বিতীয় রাহুল সূত্র

৯২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে বসে আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।'

"হে রাহুল, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক... দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়।

যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে...

যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা সমীপের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়। হে রাহুল, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।" [দশম সূত্র]

[[[স্থবির বর্গ নবম সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

আনন্দ, তিষ্য, যমক, অনুরাধ আর বক্কলি হয়;
অশ্বজি, ক্ষেমক, ছন্ন, রাহুল হলো অপরদ্বয় ॥

১০. পুষ্প বর্গ

১. নদী সূত্র

৯৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, মনে করো পর্বত হতে প্রবাহিত খরস্রোতে পতিত-অপতিত তৃণ-কাষ্ঠ-পাতাদি প্রবাহকারিণী, দূরগামী একটি নদী। তার উভয় তীরের মধ্যে যদি কাশফুল উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাকে জড়ায়ে ধরে থাকতে পারে। যদি কুশতৃণ উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাকে জড়ায়ে ধরে থাকতে পারে। যদি খাগড়া উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাকে জড়ায়ে ধরে থাকতে পারে। যদি বীরণ [তৃণমূলবিশেষ] উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাকে জড়ায়ে ধরে থাকতে পারে। যদি গাছপালা উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাকে জড়ায়ে ধরে থাকতে পারে। একজন ব্যক্তি স্রোতে বয়ে চলার সময় যদি কাশকে হাতের মুষ্টিতে ধারণ করে, তবে সেটি ভেঙে যেতে পারে। সে সে-কারণে দুঃখদুর্দশা সংঘটিত হতে পারে। যদি কুশতৃণ, খাগড়া, বীরণ, গাছপালাকে হাতের মুষ্টিতে ধারণ করে, তবে সেটি ভেঙে যেতে পারে। সে সে-কারণে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে

আত্মাকে দর্শন করে। তার সেই রূপ ধ্বংস হয়। সে সে-কারণে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে পারে। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... 'বিজ্ঞানকে আত্মাকে দেখে, আত্মাকে বিজ্ঞানবান দেখে, আত্মায় বিজ্ঞান দেখে কিংবা বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করে। তার সেই বিজ্ঞান ধ্বংস হয়। সে সে-কারণে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে পারে। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [নির্বাণ লাভের জন্য] আর অন্য করণীয় নেই' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন।" [প্রথম সূত্র]

২. পুষ্প সূত্র

৯৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি লোকের সাথে বিবাদ করি না।[১] লোকই আমার সাথে বিবাদ করে। হে ভিক্ষুগণ, ধর্মবাদী ব্যক্তি কারো সাথে বিবাদ করে না। হে ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা যাকে নাস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, আমিও সেটিকে 'নাস্তি' বলে প্রকাশ করি। হে ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা যাকে অস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, আমিও সেটিকে 'অস্তি' বলে প্রকাশ করি।"

"হে ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা কী নাস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, যাকে আমিও 'নাস্তি' বলে প্রকাশ করি? হে ভিক্ষুগণ, রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীলধর্ম জগতে পণ্ডিতেরা যাকে নাস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'নাস্তি' বলে প্রকাশ করি। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীলধর্ম জগতে পণ্ডিতেরা যাকে নাস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'নাস্তি' বলে প্রকাশ করি। হে ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা যাকে নাস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'নাস্তি' বলে প্রকাশ করি।"

"হে ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা কী অস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, যাকে আমিও 'অস্তি' বলে প্রকাশ করি? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, দুঃখ, পরিবর্তনশীলধর্ম জগতে পণ্ডিতেরা যাকে অস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'অস্তি' বলে প্রকাশ করি। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য, অনিত্য, দুঃখ, পরিবর্তনশীলধর্ম জগতে পণ্ডিতেরা যাকে অস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'অস্তি' বলে প্রকাশ করি। হে

---

[১] [পঞ্চস্কন্ধকে] 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ও অশুচি' বলে প্রকাশকারীর সাথে 'নিত্য, সুখ, আত্মা ও শুচি' বলে বিবাদ করা। [অর্থকথা]

ভিক্ষুগণ, জগতে পণ্ডিতেরা যাকে অস্তিসম্মত বলে প্রকাশ করেন, তাকে আমিও 'অস্তি' বলে প্রকাশ করি।"

'হে ভিক্ষুগণ, জগতে লোকধর্ম[১] আছে, তা তথাগত বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন। বুঝে, উপলব্ধি করে তা [সর্বসাধারণের নিকট] প্রকাশ করেছেন, দেশনা করেছেন, জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিবৃত করেছেন, সুবিভক্ত করেছেন, উন্মুক্ত করেছেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, জগতে লোকধর্ম কী, তা তথাগত বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন। বুঝে, উপলব্ধি করে তা [সর্বসাধারণের নিকট] প্রকাশ করেছেন, দেশনা করেছেন, জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিবৃত করেছেন, সুবিভক্ত করেছেন, উন্মুক্ত করেছেন?'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো জগতে লোকধর্ম, তা তথাগত বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন। বুঝে, উপলব্ধি করে তা [সর্বসাধারণের নিকট] প্রকাশ করেছেন, দেশনা করেছেন, জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিবৃত করেছেন, সুবিভক্ত করেছেন, উন্মুক্ত করেছেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক এভাবে প্রকাশিত, দেশিত, জানানো, প্রতিষ্ঠিত, বিবৃত, সুবিভক্ত, উন্মুক্ত করা হলেও যদি কেউ না জানে দর্শন না করে, হে ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ, পৃথগ্জন, অন্ধ, অচক্ষুক, অজাননকারী, অদর্শনকারীকে আমি কি-ই বা করতে পারি। হে ভিক্ষুগণ, বেদনা হলো জগতে লোকধর্ম... হে ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা... হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার... হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানহলো জগতে লোকধর্ম, তা তথাগত বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন। বুঝে, উপলব্ধি করে তা [সর্বসাধারণের নিকট] প্রকাশ করেছেন, দেশনা করেছেন, জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিবৃত করেছেন, সুবিভক্ত করেছেন, উন্মুক্ত করেছেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, তথাগত কর্তৃক এভাবে প্রকাশিত, দেশিত, জানানো, প্রতিষ্ঠিত, বিবৃত, সুবিভক্ত, উন্মুক্ত করা হলেও যদি কেউ না জানে দর্শন না করে, হে ভিক্ষুগণ, সেই মূর্খ, পৃথগ্জন, অন্ধ, অচক্ষুক, অজাননকারী, অদর্শনকারীকে আমি কি-ই বা করতে পারি।'

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, উৎফল, পদ্ম কিংবা পুণ্ডরীক জলে জন্ম নেয়, জলেই বৃদ্ধি হয়, জলে অবস্থান করে প্রস্ফূটিত হয় কিন্তু জলের সাথে লিপ্ত

---

[১] লোকধর্ম হলো পাঁচটি স্কন্ধ। তা ক্ষয়স্বভাবসম্পন্ন বলে তাকে লোকধর্ম বলা হয়েছে। [অর্থকথা]

হয় না। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই তথাগত জগতে জন্ম নেন, জগতেই বর্ধিত হন, জগতেই প্রভুত্ব অর্জন করে অবস্থান করেন কিন্তু জগতের সাথে লিপ্ত হন না।' [তৃতীয় সূত্র]

৩. ফেণপিণ্ড উপমা সূত্র

৯৫. একসময় ভগবান অযোধ্যায় বসবাস করছিলেন গঙ্গা নদীর তীরে। তখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন[১] :

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, এই গঙ্গা নদী বিশাল এক ফেণপিণ্ড নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তা একজন চোখের দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি সেটি দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তার সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে ফেণপিণ্ডে সার বলে কী থাকতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক... দূরে কিংবা সমীপের তা ভিক্ষু দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তা সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে রূপে সার বলে কী থাকতে পারে?'

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, শরৎকালীন সময়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সময় জলে জলবুদবুদ উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ হয়। তৎমুহূর্তেই কোনো চক্ষুষ্মান[২] পুরুষ সেটি দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তার সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়,

---

[১] 'গঙ্গা নদীর তীরে' বলতে অযোধ্যা পুরবাসীর অপরিমাণ ভিক্ষুপরিবৃত হয়ে ধর্মপ্রচারার্থে বিচরণ করতে করতে তথাগত নিজ নগরে উপনীত হচ্ছেন দেখে গঙ্গা হতে প্রত্যাবর্তন স্থানে মহাবনসণ্ড মণ্ডিত প্রদেশে ভগবানকে একখানা বিহার নির্মাণ করে দেয়া হয়। ভগবান তাতে বিহার করেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'গঙ্গা নদীর তীরে।' 'তখন ভগবান ভিক্ষুদের ডাকলেন' বলতে সেই বিহারে আসীন হয়ে গঙ্গা নদী হতে আগমন করার সময় মস্ত বড়ো এক ফেণপিণ্ড দেখে 'আমার শাসনে পঞ্চস্কন্ধনিশ্রিত এক ধর্মদেশনা করব' এই চিন্তা করে জড়ো হয়ে উপবিষ্ট ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন। [অর্থকথা]

[২] মাংসচক্ষু ও প্রজ্ঞাচক্ষু এই দ্বিবিধ চক্ষুর দ্বারা চক্ষুষ্মান। [অর্থকথা]

অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে জলবুদবুদে সার নামক কী থাকতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যা কিছু বেদনা আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক... দূরে কিংবা সমীপের তা ভিক্ষু দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তা সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে বেদনায় সার নামক কী থাকতে পারে?'[১]

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, গ্রীষ্মের শেষ মাসে স্থিত মধ্যাহ্নকালে মরীচিকা[২] স্ফন্দিত হয়। তৎমুহূর্তেই কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ সেটি দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তার সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়... হে ভিক্ষুগণ, তাহলে মরীচিকায় সার নামক কী থাকতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যা কিছু সংজ্ঞা আছে...।'

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একজন সারান্বেষণকারী, সারগবেষী, সারসন্ধানকারী ব্যক্তি বিচরণ করতে করতে ধারালো কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে। সে তথায় দর্শন করে বিশাল, সোজা, নতুন, ভিতরে অন্তসার শূন্য এক কলাগাছ। তৎমুহূর্তে সে তার মূল ছেদন করে, মূল ছেদন করে আগা ছেদন করে, আগা ছেদন করে বাকল ছিন্ন করে, সে তার বাকল ছিন্ন করে সারের আশেপাশের শক্ত কাঠও পেলো না, কোথায় তাতে সার। তৎমুহূর্তেই কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ সেটি দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তার সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে কলাগাছে সার নামক কী থাকতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যা কিছু সংস্কার আছে—অতীত-

---

[১] মাত্র আঙুলের এক তুড়ি প্রমাণ সময়ে কিংবা মাত্র চক্ষুর এক পলক সময়ে লক্ষ কোটি বেদনা উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ হয়। [অর্থকথা]

[২] মরুভূমির শুষ্ক বালুকার উপর যখন সূর্যের কিরণ পতিত হয় তখন সেটি এতই চকচকে হয় যে দূর হতে পিপাসার্থ মৃগ সেটিকে জলভ্রমে তার দিকে দ্রুত গমন করে। তথায় পৌঁছে দেখে যে তা প্রকৃত জল নয়, জলের ন্যায় দর্শন ভ্রমমাত্র। এরূপে জলভ্রমে তখন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু কোথাও জলের সন্ধান না পেয়ে সেই মৃগ অবশেষে প্রাণত্যাগ করে থাকে। দূর হতে ওইরূপ চকচকে জলের ন্যায় ভ্রমপূর্ণ দর্শনকে 'মরীচিকা' বলা হয়। [পালি-বাংলা অভিধান]

অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক... দূরে কিংবা সমীপের তা ভিক্ষু দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তা সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে সংস্কারে সার নামক কী থাকতে পারে?'

'হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, জাদুকর কিংবা জাদুকর অন্তেবাসী চৌমহনীতে যাদু প্রদর্শন করে। তৎমুহূর্তেই কোনো চক্ষুষ্মান পুরুষ সেটি দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তার সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে যাদুতে সার নামক কী থাকতে পারে? হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক... দূরে কিংবা সমীপের তা ভিক্ষু দর্শন করে, চিন্তা করে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করে। তা সেই দর্শন হতে, চিন্তা হতে, মনোযোগের সাথে পরীক্ষা হতে এটি রিক্ত বা শূন্য বলে যদি প্রতীয়মান হয়, তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়, অসার বলে যদি প্রতীয়মান হয়। হে ভিক্ষুগণ, তাহলে বিজ্ঞানে সার নামক কী থাকতে পারে?'

"হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।"

ভগবান এরূপ বললেন। সুগত এরূপ বলে অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন :

'ফেণপিণ্ড তুল্য রূপ, বেদনা বুদবুদ তুল্য,
মরীচিকা তুল্য সংজ্ঞা, সংস্কার কলাগাছ তুল্য,
জাদু (মায়া) তুল্য বিজ্ঞান, বলেছেন বুদ্ধ ভগবান।'
'ঠিকঠাকভাবে করলে দর্শন, মনোযোগের সাথে হলে পরীক্ষিত
রিক্ত, তুচ্ছ বলে ধরা পড়ে, যিনি তাকে করেন দর্শন জ্ঞানত।'
'এই কায়কে সর্বপ্রথম ভূরিপ্রজ্ঞায় হয়েছে দেশিত,
তিনটি ধর্মের দ্বারা প্রহান হয়, রূপকে দর্শন কর নিক্ষিপ্ত।'

‘আয়ু, উত্তাপ ও বিজ্ঞান, যখন আমার কায় হতে নির্গত হয়,
পরিত্যক্ত হলে তখন নিদ্রিতের মতো
অচেতন হয়ে পরের আহার্য হয়।’
‘এতাদৃশ এই অসার বস্তুর মায়াতে মূর্খজন আসক্ত হয়,
ঘাতক একে বলা হয়, সার এখানে নাই বিদ্যমান।’
‘এভাবে স্কন্ধগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে ভিক্ষু আরব্ধবীর্যগণ,
যদি দিবা-রাত্রি থাকেন স্মৃতিমান আর সম্প্রজ্ঞান।’
‘ত্যাগ করেন সর্বসংযোজন, আত্মশরণ করেন প্রতিলাভ,
অচ্যুতপদ [নির্বাণ] প্রার্থনা করে
প্রজ্জ্বলিত মস্তকতুল্য করেন বিচরণ।’ [তৃতীয় সূত্র]

৪. গোবর পিণ্ড সূত্র

৯৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, এমন কোনো রূপ আছে কি যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে [নিত্যরূপে] বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো বেদনা আছে কি যেই বেদনা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো সংজ্ঞা আছে কি যেই সংজ্ঞা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো সংস্কার আছে কি যেই সংস্কার নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো বিজ্ঞান আছে কি যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে?’

‘হে ভিক্ষু, এমন কোনো রূপ নেই যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, এমন কোনো বেদনা নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো সংজ্ঞা নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো সংস্কার নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো বিজ্ঞান নেই যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে?

অতঃপর ভগবান সামান্য গোবরের পিণ্ড হস্তে নিয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, ‘হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব নেই যা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, যদি এতটুকুমাত্রও প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব নিত্য,

ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী থাকত তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। হে ভিক্ষু, যেহেতু এতটুকুমাত্রও প্রাণীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণকারী সত্ত্ব নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী নেই, সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।'

'হে ভিক্ষু, অতীতে আমি রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলাম।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চুরাশি হাজার নগর ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ চুরাশি হাজার প্রাসাদ ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চুরাশি হাজার কূটাগার [চূড়াযুক্ত গৃহ] ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার চুরাশি হাজার পালঙ্ক ছিল—যা দন্তময়, সারময়, সুবর্ণময়, 'গোণক' নামীয় দীর্ঘ মেষলোমে প্রস্তুত পশমের কম্বল বিস্তৃত এবং 'পটিক' নামীয় ঊর্ণাময় শ্বেত আস্তরণে আবৃত, 'পটলিক' নামীয় ঘন সূচীকর্মযুক্ত ঊর্ণাময় আস্তরণে আবৃত, বিছানার চাদর বিস্তৃত, শ্রেষ্ঠ কদলীমৃগ-প্রত্যাস্তরণ-সম্পন্ন, উত্তম আচ্ছাদন সহ এবং উভয়পার্শ্বে লোহিত উপাধানবিশিষ্ট।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার সুবর্ণালংকার, সুবর্ণধ্বজা, সুবর্ণজাল আচ্ছাদিত, উপোসথ নাগরাজ প্রমুখ চুরাশি হাজার নাগ [হস্তী] ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার সুবর্ণালংকার, সুবর্ণধ্বজা, সুবর্ণজাল আচ্ছাদিত, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ চুরাশি হাজার অশ্বরাজ ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার সুবর্ণালংকার, সুবর্ণধ্বজা, সুবর্ণজাল আচ্ছাদিত, বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ চুরাশি হাজার রথ ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার মণিরত্ন প্রমুখ চুরাশি হাজার মণি ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার সুভদ্রাদেবী প্রমুখ চুরাশি হাজার স্ত্রী ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার নির্ভরশীল

পরিণায়করত্ন প্রমুখ চুরাশি হাজার ক্ষত্রিয় ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার দুকুল-বন্ধন ও কংসভাণ্ডসহ চুরাশি হাজার গাভী ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার চুরাশি হাজার কোটি সূক্ষ্ম-ক্ষৌম, সূক্ষ্ম-কৌশেয়, সূক্ষ্ম-কম্বল, সূক্ষ্ম-কার্পাস বস্ত্র ছিল।

হে ভিক্ষু, রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের রাজা হিসেবে আমার সন্ধ্যায় ও ভোরে আহার্য পরিবেশনের জন্য চুরাশি হাজার স্থালিপাক [রন্ধন করার দ্রব্যপূর্ণ হাড়ি বা থালি] ছিল।'

'হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার নগরের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন বাস করতাম, সেটি হলো রাজধানী কুশাবতী।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার প্রসাদের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন বাস করতাম, সেটি হলো ধর্মপ্রাসাদ।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার কূটাগারের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন বাস করতাম, সেটি হলো মহাব্যূহ কূটাগার।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার পালঙ্কের মধ্যে একটি ছিল যেটি আমি তখন পরিভোগ করতাম, সেই পালঙ্ক হলো দন্তময়, সারময়, সুবর্ণময়, রৌপ্যময়।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার নাগের [হস্তীর] মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন আরোহণ করতাম, সেই নাগ হলো উপোসথ নামক নাগরাজা।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার অশ্বের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন আরোহণ করতাম, সেই অশ্ব হলো বলাহক নামক অশ্বরাজা।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার রথের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি তখন আরোহণ করতাম, সেই রথ হলো বৈজয়ন্ত রথ।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার স্ত্রী মধ্যে একজন ছিল যে তখন আমার সেবা-শুশ্রূষায় রত থাকত—সেই স্ত্রী হলো ক্ষত্রিয়াণী অথবা বেলামিকানী [ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভ হতে জাত]।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার কোটি বস্ত্রের মধ্যে একটি ছিল যেটি আমি তখন পরিধান করতাম—সেই বস্ত্রযুগল হলো সূক্ষ্ম-ক্ষৌম, সূক্ষ্ম-কৌশেয়, সূক্ষ্ম-কম্বল, সূক্ষ্ম-কার্পাস নির্মিত।

হে ভিক্ষু, ওই সকল চুরাশি হাজার স্থালিপাকের মধ্যে একটি স্থালিপাক ছিল যেখানে আমি তখন নালি পরিমাণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করতাম এবং

সূপব্যঞ্জন পান করতাম।

হে ভিক্ষু, ওই সকল সংস্কার এখন অতীত, নিরুদ্ধ ও বিপরিণত। হে ভিক্ষু, ঠিক তদ্রূপ সংস্কারমাত্রই অনিত্য। হে ভিক্ষু, সংস্কারমাত্রই অধ্রুব [জলবুদবুদতুল্য ধ্রুববিরহিত]। হে ভিক্ষু, সংস্কারমাত্রই অবিশ্বাস্য [স্বপ্নতুল্য]। অতএব, হে ভিক্ষু, সমস্ত সংস্কারের প্রতি বিরাগ উৎপাদন করা উচিত, অনাসক্ত হওয়া উচিত, বিমুক্ত হওয়া উচিত। [চতুর্থ সূত্র]

৫. নখাগ্র সূত্র

৯৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এমন কোনো রূপ আছে কি যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে [নিত্যরূপে] বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো বেদনা আছে কি যেই বেদনা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো সংজ্ঞা... ভন্তে, এমন কোনো সংস্কার আছে কি যেই সংস্কার নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো বিজ্ঞান আছে কি যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে?'

'হে ভিক্ষু, এমন কোনো রূপ নেই যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, এমন কোনো বেদনা নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো সংজ্ঞা নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো সংস্কার নেই... হে ভিক্ষু, এমন কোনো বিজ্ঞান নেই যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে।'

অতঃপর ভগবান নখাগ্রে কিছুসংখ্যক ধূলো নিয়ে সেই ভিক্ষুকে বললেন, 'হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও রূপ নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, যদি এতটুকুমাত্রও রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী থাকত তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। হে ভিক্ষু, যেহেতু এতটুকুমাত্রও রূপ নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।'

'হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও বেদনা নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত,

অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, যদি এতটুকুমাত্রও বেদনা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী থাকত তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। হে ভিক্ষু, যেহেতু এতটুকুমাত্রও বেদনা নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।'

'হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও সংজ্ঞা নেই... হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও সংস্কার নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, যদি এতটুকুমাত্রও সংস্কার নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী থাকত তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। হে ভিক্ষু, যেহেতু এতটুকুমাত্রও সংস্কার নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।'

'হে ভিক্ষু, এতটুকুমাত্রও বিজ্ঞান নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে। হে ভিক্ষু, যদি এতটুকুমাত্রও বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী থাকত তাহলে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। হে ভিক্ষু, যেহেতু এতটুকুমাত্রও বিজ্ঞান নেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, সেহেতু সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের নিমিত্তে এই ব্রহ্মচর্যবাসের প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।'

'হে ভিক্ষু, তুমি এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] আর করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. শুদ্ধিক সূত্র

৯৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, এমন কোনো রূপ আছে কি যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে? ভন্তে, এমন কোনো বেদনা আছে কি... ভন্তে, এমন কোনো সংজ্ঞা আছে কি... ভন্তে, এমন কোনো সংস্কার আছে কি... ভন্তে, এমন কোনো বিজ্ঞান আছে কি যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত,

অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে?'

'হে ভিক্ষু, কিঞ্চিৎমাত্রও রূপ নেই যেই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে... হে ভিক্ষু, কিঞ্চিৎমাত্রও বেদনা নেই... হে ভিক্ষু, কিঞ্চিৎমাত্রও সংজ্ঞা নেই... হে ভিক্ষু, কিঞ্চিৎমাত্রও সংস্কার নেই... হে ভিক্ষু, কিঞ্চিৎমাত্রও বিজ্ঞান নেই যেই বিজ্ঞান নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনধর্মী, চিরকাল একইরূপে বিদ্যমান থাকে।' [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. চর্মদড়িবদ্ধ সূত্র

৯৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই সংসার [জন্ম-মৃত্যুর চক্র] অনাদি। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ [সংসার আবর্তে] ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বদের পূর্বকোটি (শুরুটা) দেখা যায় না।

হে ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যে মহাসমুদ্র শুষ্ক-বিশুষ্ক হয়, উৎপত্তিরহিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, তারপরেও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ [সংসার আবর্তে] ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বদের দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় বলে আমি বলি না।

হে ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যে সিনেরু পর্বতরাজ দগ্ধ হয়, বিনাশ হয়, উৎপত্তিরহিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, তারপরেও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ [সংসার আবর্তে] ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বদের দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় বলে আমি বলি না।

হে ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যে মহাপৃথিবী দগ্ধ হয়, বিনাশ হয়, উৎপত্তিরহিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, তারপরেও অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ [সংসার আবর্তে] ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বদের দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় বলে আমি বলি না।

হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি কুকুরকে চর্মদড়ির দ্বারা শক্তভাবে খুঁটিতে কিংবা স্তম্ভে বেঁধে রাখা হলে সেই কুকুর খুঁটিকে কিংবা স্তম্ভকে নিশ্রয় করে ইতস্তত বা এদিক-ওদিক দৌড়ায়, অনবরত ঘুরতে থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ অশ্রুতবান পৃথগ্জন[১] [সাধারণ লোক] আর্যদের অদর্শনকারী, আর্যধর্মে

[১] পৃথগ্জন সত্ত্বগণ মিথ্যাদৃষ্টিতে-তৃষ্ণায়-সৎকায়ে আবদ্ধ হয়ে খুঁটিতে কিংবা স্তম্ভে চর্মদড়িতে বাঁধা কুকুরের ন্যায় সৎকায়ের দ্বারা পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে ঘূর্ণায়মান বলে জানতে হবে।

অজ্ঞ, আর্যধর্মে অবিনীত, সৎপুরুষদের অদর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে অজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। বেদনাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংজ্ঞাকে আত্মা বলে দর্শন করে... সংস্কারকে আত্মা বলে দর্শন করে... বিজ্ঞানকে আত্মা বলে দর্শন করে, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে।

সে রূপকে অনুসরণ করে ও পশ্চাদ্ধাবন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে ও পশ্চাদ্ধাবন করে। সে রূপকে অনুসরণ করলে ও পশ্চাদ্ধাবন করলে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে অনুসরণ করলে ও পশ্চাদ্ধাবন করলে রূপ হতে পরিমুক্ত হয় না, বেদনা হতে পরিমুক্ত হয় না, সংজ্ঞা হতে পরিমুক্ত হয় না, সংস্কার হতে পরিমুক্ত হয় না, বিজ্ঞান হতে পরিমুক্ত হয় না। এভাবে সে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে পরিমুক্ত হয় না। তাকে আমি 'দুঃখ হতে পরিমুক্ত নয়' বলে প্রকাশ করি।"

হে ভিক্ষুগণ, শ্রুতবান আর্যশ্রাবক [স্রোতাপন্ন] আর্যদের দর্শনকারী, আর্যধর্মে বিজ্ঞ, আর্যধর্মে সুবিনীত, সৎপুরুষদের দর্শনকারী, সৎপুরুষধর্মে বিজ্ঞ, সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা বলে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। বেদনাকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... সংজ্ঞাকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... সংস্কারকে আত্মা বলে দর্শন করেন না... বিজ্ঞানকে আত্মা বলে দর্শন করেন না, বিজ্ঞানবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে বিজ্ঞানকে, অথবা বিজ্ঞানের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না।

তিনি রূপকে অনুসরণ করেন না ও পশ্চাদ্ধাবন করেন না। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেন না ও পশ্চাদ্ধাবন করেন না। তিনি রূপকে অনুসরণ না করলে ও পশ্চাদ্ধাবন না করলে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে অনুসরণ না করলে ও পশ্চাদ্ধাবন না করলে রূপ হতে পরিমুক্ত হন, বেদনা হতে পরিমুক্ত হন, সংজ্ঞা হতে পরিমুক্ত হন, সংস্কার হতে পরিমুক্ত হন, বিজ্ঞান হতে পরিমুক্ত হন। এভাবে তিনি জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস হতে পরিমুক্ত হন। তাকে আমি 'দুঃখ হতে পরিমুক্ত' বলে প্রকাশ করি।" [সপ্তম সূত্র]

৮. দ্বিতীয় চর্মদড়িবদ্ধ সূত্র

১০০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই সংসার [জন্ম-মৃত্যুর চক্র] অনাদি। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তৃষ্ণাপাশবদ্ধ [সংসার আবর্তে] ধাবমান সংসরণকারী সত্ত্বদের পূর্বকোটি (শুরুটা) দেখা যায় না।

হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি কুকুরকে চর্মদড়ির দ্বারা শক্তভাবে খুঁটিতে কিংবা স্তম্ভে বেঁধে রাখা হলো। সে যদি গমন করে তখন খুঁটি কিংবা স্তম্ভের নিকট আসে, সে যদি দাঁড়ায় তখন খুঁটি কিংবা স্তম্ভের নিকট দাঁড়ায়, সে যদি বসে তখন খুঁটি কিংবা স্তম্ভের নিকট বসে, সে যদি ঘুমায় তখন খুঁটি কিংবা স্তম্ভের নিকট ঘুমায়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবেই অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করে। বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করে। সে যদি গমন করে এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের নিকট আসে, সে যদি দাঁড়ায় এই পঞ্চ-উপদানস্কন্ধের নিকট দাঁড়ায়, সে যদি বসে এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের নিকট বসে, সে যদি ঘুমায় এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের নিকট ঘুমায়।

হে ভিক্ষুগণ, সেই কারণে সর্বদা নিজ চিত্তকে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—'দীর্ঘসময় ধরে এই চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহের দ্বারা কলুষিত হয়েছে।' হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত কলুষিত হলে সত্ত্বগণ কলুষিত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।"

'হে ভিক্ষুগণ, চিত্রপটকে দেখেছ কি?' 'নিশ্চয়ই ভন্তে।' "হে ভিক্ষুগণ, সেই চিত্রপটটিও চিত্তের দ্বারা চিত্রিত হয়। অতত্রব হে ভিক্ষুগণ, চিত্রপট হতে চিত্ত আরও বেশি বিচিত্র। হে ভিক্ষুগণ, সেই কারণে সর্বদা নিজ চিত্তকে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—'দীর্ঘসময় ধরে এই চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহের দ্বারা কলুষিত হয়েছে।' হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত কলুষিত হলে সত্ত্বগণ কলুষিত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একটি নিকায়ও (গুচ্ছও) দর্শন করি না যা চিত্তের মতো অত বৈচিত্রপূর্ণ। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এইরূপ ইতরপ্রাণী; হে ভিক্ষুগণ, তারাও ইতরপ্রাণী চিত্তের দ্বারা চিত্রিত। অতত্রব হে ভিক্ষুগণ, ইতরপ্রাণীর চিত্তও ভীষণ বৈচিত্রপূর্ণ। হে ভিক্ষুগণ, সেই কারণে সর্বদা নিজ চিত্তকে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত—'দীর্ঘসময় ধরে এই চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও মোহের দ্বারা কলুষিত হয়েছে।' হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত কলুষিত হলে সত্ত্বগণ

কলুষিত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে সত্ত্বগণ বিশুদ্ধ হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, রংকারক কিংবা চিত্রাকর রঞ্জিতকরণের জন্য লাল, হলদে, নীল, মঞ্জিষ্ঠা রং দিয়ে সুমার্জিত ফলকে, ভিত্তিতে কিংবা কাপড়ের পাটে সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত স্ত্রী কিংবা পুরুষের ছবি আঁকে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপভাবে অশ্রুতবান পৃথগ্জন রূপকে তৈরি করে ও পুনরায় তৈরি করে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে তৈরি করে ও পুনরায় তৈরি করে।"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে'... এভাবে দর্শন করে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] আর করণীয় নেই' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. বাটালির হাতল সূত্র

১০১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, জানা ও দর্শন হতে আসবগুলো ক্ষয় হয় বলে আমি বলি; অজানা ও অদর্শন হতে নয়। হে ভিক্ষুগণ, কী জ্ঞাত হলে ও কী দর্শন করলে আসবগুলো ক্ষয় হয়? 'এটি রূপ, এটি রূপের উৎপত্তি, এটি রূপের বিলয়। এটি বেদনা... এটি সংজ্ঞা... এটি সংস্কার... এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এটি বিজ্ঞানের বিলয়'—হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে জ্ঞাত হলেও এভাবে দর্শন করলে আসবগুলো ক্ষয় হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় আত্মনিয়োগ না করে বিহারকারী ভিক্ষুর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আসব হতে বিমুক্ত হোক।' তারপরেও আসব হতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় না। তার কী হেতু? 'অভাবিত' বিধায় এরূপ বলা হয়। কী অভাবিত? চারি সতিপট্ঠান অভাবিত, চারি সম্যক প্রধান অভাবিত, চারি ঋদ্ধিপাদ অভাবিত, পঞ্চইন্দ্রিয় অভাবিত, পঞ্চবল অভাবিত, সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভাবিত, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি মুরগী আটটি, দশটি কিংবা বারটি ডিম দেয়। তাতে যদি মুরগীটি সম্যকরূপে না বসে, সম্যকরূপে তাপ না দেয়, সম্যকরূপে মনোযোগ না দেয়। সেই মুরগীর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার ছানাগুলো পা, নখাগ্র ও ঠোঁট দ্বারা ডিমের খোসা ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে আসুক।' তারপরেও সেই ছানাগুলো পা,

নখাগ্র ও ঠোঁট দ্বারা ডিমের খোসা ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে অক্ষম হয়। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, মুরগী আটটি, দশটি কিংবা বারটি ডিম দেয়। তাতে মুরগী সম্যকরূপে বসে না, সম্যকরূপে তাপ দেয় না, সম্যকরূপে মনোযোগ দেয় না।

হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ ভাবনায় আত্মনিয়োগ না করে অবস্থানকারী ভিক্ষুর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আসব হতে বিমুক্ত হোক।' তারপরেও আসব হতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় না। তার কারণ কী? 'অভাবিত' বিধায় এরূপ বলা হয়। কী অভাবিত? চারি সতিপট্‌ঠান অভাবিত... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভাবিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে অবস্থানকারী ভিক্ষুর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আসব হতে বিমুক্ত হোক।' অবশ্যই আসব হতে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়। তার কারণ কী? 'ভাবিত' বিধায় এরূপ বলা হয়। কী ভাবিত? চারি সতিপট্‌ঠান ভাবিত, চারি সম্যক প্রধান ভাবিত, চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবিত, পঞ্চবল ভাবিত, সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবিত, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি মুরগী আটটি, দশটি কিংবা বারটি ডিম দেয়। তাতে যদি মুরগী সম্যকরূপে বসে, সম্যকরূপে তাপ দেয়, সম্যকরূপে মনোযোগ দেয়। সেই মুরগীর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার ছানাগুলো পা, নখাগ্র ও ঠোঁট দ্বারা ডিমের খোসা ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে আসুক।' অবশ্যই সেই ছানাগুলো পা, নখাগ্র ও ঠোঁট দ্বারা ডিমের খোসা ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, মুরগী আটটি, দশটি কিংবা বারটি ডিম দেয়। তাতে মুরগী সম্যকরূপে বসে, সম্যকরূপে তাপ দেয়, সম্যকরূপে মনোযোগ দেয়।

হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ ভাবনা মনোনিবেশে আত্মনিয়োগ করে অবস্থানকারী ভিক্ষুর কিঞ্চিৎ এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে—'অহো! আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আসব হতে বিমুক্ত হোক।' অবশ্যই আসব হতে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হতে পারে। তার কারণ কী? 'ভাবিত' বিধায় এরূপ বলা হয়। কী ভাবিত? চারি সতিপট্‌ঠান ভাবিত... আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত।"

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একজন রাজমিস্ত্রী কিংবা রাজমিস্ত্রীর সহকর্মী কুড়ালির হাতল দেখার সময় তার আঙুলপদগুলোতে দেখে বৃদ্ধাঙুলির চিহ্ন।

বাস্তবিক তার এরূপ জ্ঞান জন্মে না যে—'অহো! আজ আমার এই কুড়ালির হাতলের এতটুকু ক্ষয় হয়েছে, গতকাল এতটুকু, পূর্বে এতটুকু ক্ষয় হয়েছিল।' প্রকৃতপক্ষে সে জানে যে কুড়ালির হাতলটি ক্ষয় হয়, যখন এটি ক্ষয় হয়েছে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ ভাবনা মনোনিবেশে আত্মনিয়োগ করে অবস্থানকারী ভিক্ষুর কিঞ্চিৎ এরূপ জ্ঞান জন্মে না যে—'অহো! আজ আমার আসবগুলোর এতটুকু ক্ষয় হয়েছে, গতকাল এতটুকু, পূর্বে এতটুকু ক্ষয় হয়েছিল।' প্রকৃতপক্ষে সে জানে যে আসবগুলোর ক্ষয় হয়, যখন এটি ক্ষয় হয়েছে।"

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, একটি সামুদ্রিক নৌকাকে বেত্রবন্ধনের দ্বারা বাঁধা হয়। সেটি বর্ষার মাসগুলোতে জলে নামিয়ে রাখা হয়, হেমন্তকালে স্থলে তুলে রাখা হয় বিধায় বেত্রবন্ধনগুলো বাতাস ও উষ্ণতায় ক্লিষ্ট হয়। তা বর্ষাঋতুতে বৃষ্টির বর্ষণের কারণে সহজে বিনষ্ট হয়ে গিয়ে পঁচে যায়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে অবস্থানকারী ভিক্ষুর সহজেই সংযোজনগুলো [পুনঃপুন জন্মগ্রহণের বন্ধন] বিনষ্ট হয়ে গিয়ে নির্মূল হয়।" [নবম সূত্র]

১০. অনিত্য-সংজ্ঞা সূত্র

১০২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়। সমস্ত রূপরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত ভবরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত অবিদ্যা নির্মূল হয়, সমস্ত আমিত্বের অহংকার[১] নির্মূল হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমনি শারদকালীন সময়ে কৃষক মহালাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করার সময় বিস্তার করে স্থিত সমস্ত শেকড়গুলো খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে ফেলে কর্ষণ করে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়। সমস্ত রূপরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত ভবরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত অবিদ্যা নির্মূল হয়, সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"[২]

---

[১] মান তথা অহমিকা বা অহংকার নয় প্রকার। মান সবসময় অন্যের সাথে তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। যেমন : ১. আমি শ্রেষ্ঠ, ২. আমি শ্রেষ্ঠের সমান, ৩. আমি শ্রেষ্ঠ হতে হীন, ৪. আমি সমান, ৫. আমি সমানের সমান, ৬. আমি সমান হতে হীন, ৭. আমি হীন, ৮. আমি হীনের সমান, ৯. আমি হীন হতেও হীন। [অর্থকথা]

[২] মহালাঙ্গলের ন্যায় হলো অনিত্য-সংজ্ঞা, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিস্তার করে স্থিত শেকড়গুলোর ন্যায়

"হে ভিক্ষুগণ, যেমনি তৃণকর্তনকারী ব্যক্তি একগুচ্ছ কর্তিত তৃণ নিয়ে আগায় ধরে ঝাঁকায়, নাড়া দেয়, যেখানে ইচ্ছা ছুঁড়ে মারে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন আমগুচ্ছ হতে বোঁটা ছিন্ন করার জন্য [রাখা হলে] যা সেখানে বোঁটাবদ্ধ আম সমস্তই তার তদনুবর্তী হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"[১]

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন চূড়াযুক্ত গৃহের যেকোনো বিম সমস্তই তা চূড়ায় স্থাপিত, চূড়ায় আদিষ্ট, চূড়ায় সংযুক্ত; চূড়াকে তাদের অগ্র বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সমস্ত মূলগন্ধ আছে চন্দনকাষ্ঠের গন্ধকে তাদের অগ্র বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সমস্ত সারগন্ধ আছে তন্মধ্যে লালবর্ণের চন্দনকাষ্ঠের গন্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সমস্ত পুষ্পগন্ধ আছে তন্মধ্যে মল্লিকা বা মালতী পুষ্পের গন্ধকে [বস্সিকং] অগ্র বলা হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়...

হলো ক্লেশ। যেমন কৃষক কর্ষণ করার সময় লাঙ্গলের দ্বারা তা খণ্ড-বিখণ্ড করে, ঠিক এভাবেই যোগী অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবনা করার সময় অনিত্য-সংজ্ঞা জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশগুলো খণ্ড-বিখণ্ড করে। এখানে এই উপমা প্রদর্শন করা হয়েছে। [অর্থকথা]

[১] 'বোঁটা ছিন্ন করার জন্য' বলতে ধাঁরালো ক্ষুরের দ্বারা বোঁটা ছিন্ন করার জন্য। 'তার অনুগামী হয়' বলতে সেই আমগুচ্ছকে অনুসরণ করে। সেটি পতিত হওয়ার সময় আমগুলো ভূমিতে পতিত হয়। এখানেও আমগুচ্ছের ন্যায় হলো ক্লেশ, ধারালো ক্ষুরের ন্যায় হলো অনিত্য-সংজ্ঞা। যেমন, ক্ষুরের দ্বারা ছিন্ন করার সময় আমগুচ্ছের সমস্ত আমই ভূমিতে পতিত হয়, ঠিক তদ্রূপ অনিত্য-সংজ্ঞা জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশগুলোর মূল স্বরূপ অবিদ্যা ছিন্নতার দরুন সর্বক্লেশ বিনাশ হয়। এখানে এই উপমা প্রদর্শন করা হয়েছে। [অর্থকথা]

সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সমস্ত অপ্রধান রাজা আছে সমস্ত রাজা চক্রবর্তীর নির্ভরশীল হয়, তাদের মধ্যে চত্রবর্তীই অগ্র বলে কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, যেমন যে-সমস্ত তারকারাজির জ্যোতির প্রভা রয়েছে, সমস্তই তা চন্দ্রপ্রভার ষোলো ভাগের একভাগও হয় না, চন্দ্রপ্রভা তন্মধ্যে সর্বোত্তম বলে কথিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, যেমন যেকোনো শরৎকালীন সময়ে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে নতূন সূর্য উদিত হওয়ার সময় সমস্ত আকাশমাঝে অন্ধকার বিদূরীত করে দীপ্তিমান হয়, আলোকিত করে এবং উদ্ভাসিত করে। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক তদ্রূপ [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ, কিভাবে [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়... সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়? ‘এটি রূপ, এটি রূপের উৎপত্তি, এটি রূপের বিনাশ, এটি বেদনা... এটি সংজ্ঞা... এটি সংস্কার... এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এটি বিজ্ঞানের বিনাশ’—হে ভিক্ষুগণ, ঠিক এভাবে [বিদর্শক] অনিত্য-সংজ্ঞা ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে সমস্ত কামরাগ নির্মূল হয়। সমস্ত রূপরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত ভবরাগ নির্মূল হয়, সমস্ত অবিদ্যা নির্মূল হয়, সমস্ত আমিত্বের অহংকার নির্মূল হয়।” [দশম সূত্র]

[[[পুষ্পবর্গ দশম সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

নদী, পুষ্প, ফেণ, গোবর আর নখাগ্র;
শুদ্ধিক আর দ্বিবিধ চর্মদড়ি,
কুড়ালির হাতল, অনিত্যতায় হয় ইতি ॥

[[[মধ্যম পঞ্চাশ সমাপ্ত]]]

সেই মধ্যম পঞ্চাশের বর্গসূচি—

উপয়, অর্হৎ, খাদনীয়, স্থবির নামপ্রদত্ত;
পুষ্প বর্গের দ্বারা হয় পঞ্চাশ, তার দ্বারা দ্বিতীয় হলো উক্ত ॥

১১. অন্ত বর্গ

১. অন্ত সূত্র

১০৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো চারি অন্ত। কোন চারি? সৎকায় অন্ত, সৎকায়-সমুদয় অন্ত, সৎকায়-নিরোধ অন্ত, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা অন্ত। হে ভিক্ষুগণ, সৎকায় অন্ত কিরূপ? পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে এরূপ বলা হয়। কিরূপ এই পঞ্চ? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায় অন্ত।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-সমুদয় অন্ত কিরূপ? যা তৃষ্ণা পুনর্জন্মদায়ী নন্দীরাগসহগত সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী; যেমন—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-সমুদয় অন্ত।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-নিরোধ অন্ত কিরূপ? যা সেই সেই তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-নিরোধ অন্ত।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা অন্ত কিরূপ? এই হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা অন্ত। হে ভিক্ষুগণ, এই হলো চারি অন্ত।" [প্রথম সূত্র]

২. দুঃখ সূত্র

১০৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ কী? পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে এরূপ বলা হয়। কিরূপ এই পঞ্চ? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ।"

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-সমুদয় কী? যা তৃষ্ণা পুনর্জন্মদায়ী নন্দীরাগসহগত

সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী; যেমন—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-সমুদয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধ কী? যা সেই সেই তৃষ্ণার অশেষ, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-নিরোধ।"

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? এই হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদা।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. সৎকায় সূত্র

১০৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের সৎকায়, সৎকায়-সমুদয়, সৎকায়-নিরোধ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, সৎকায় কী? পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে এরূপ বলা হয়। কিরূপ এই পঞ্চ? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-সমুদয় কী? যা তৃষ্ণা পুনর্জন্মদায়ী নন্দীরাগসহগত সেই সেই বিষয়ের অভিনন্দনকারিণী; যেমন—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-সমুদয়।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-নিরোধ কী? যা সেই সেই তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-নিরোধ।"

"হে ভিক্ষুগণ, সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা কী? এই হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সৎকায়-নিরোধগামী প্রতিপদা।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. পরিজ্ঞেয় সূত্র

১০৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের পরিজ্ঞেয় ধর্ম, পরিজ্ঞা, পরিজ্ঞায়ী পুদ্গল

সম্পর্কে দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। হে ভিক্ষুগণ, পরিজ্ঞেয় ধর্ম কী? হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো পরিজ্ঞেয় ধর্ম। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হলো পরিজ্ঞেয় ধর্ম। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় পরিজ্ঞেয় ধর্ম।"

"হে ভিক্ষুগণ, পরিজ্ঞা কী? হে ভিক্ষুগণ, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়। হে ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় পরিজ্ঞা।"

"হে ভিক্ষুগণ, পরিজ্ঞায়ী পুদ্গল কে? অর্হৎকে এরূপ বলা হয়। আয়ুষ্মানের এরূপ নাম, এরূপ গোত্র হয়ে থাকে—হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় পরিজ্ঞায়ী পুদ্গল।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. শ্রমণ সূত্র

১০৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। পঞ্চ কী? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না... জনেন। তিনি নিজে নিজেই অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অর্জন করে বিহার করেন।"[1] [পঞ্চম সূত্র]

৬. দ্বিতীয় শ্রমণ সূত্র

১০৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। পঞ্চ কী? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানে না... জনেন। তিনি নিজে নিজেই অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে, অর্জন করে বিহার করেন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. স্রোতাপন্ন সূত্র

১০৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। পঞ্চ কী? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যখন হতে একজন

---

[1] ৫-১০ সূত্রের মধ্যে চারি আর্যসত্যই কথিত হয়েছে। ৯-১০ এই সূত্রের মধ্যে ক্লেশ প্রহান কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

আর্যশ্রাবক এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত জানেন। হে ভিক্ষুগণ, স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক চারি অপায় হতে মুক্ত, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে কথিত হন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. অর্হৎ সূত্র

১১০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এই হলো পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। পঞ্চ কী? যেমন—রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। হে ভিক্ষুগণ, যখন হতে একজন ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাভূত ওয়াকিবহাল হয় তখন তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হন। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাসব, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, কৃতকার্য, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, পরিক্ষয় ভব-সংযোজন, সম্যক জ্ঞাত হয়ে বিমুক্ত।" [অষ্টম সূত্র]

৯. ছন্দ প্রহান সূত্র

১১১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ কর। ঠিক এভাবেই সেই রূপ প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ কর। ঠিক এভাবেই সেই বিজ্ঞান প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।" [নবম সূত্র]

১০. দ্বিতীয় ছন্দ প্রহান সূত্র

১১২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যেই অনুশয় রয়েছে তা পরিত্যাগ কর। ঠিক এভাবেই সেই রূপ প্রহীন, শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তি বশে চিত্তের আশ্রয়ভূত [আত্মদৃষ্টিমূলক] যেই অনুশয় রয়েছে তা পরিত্যাগ কর। ঠিক এভাবেই সেই বিজ্ঞান প্রহীন,

শেকড়সহ উৎপাটিত, মস্তকহীন তালবৃক্ষের মতো, পুনর্ভবরহিত, ভবিষ্যতে অনুৎপত্তিশীল হবে।" [দশম সূত্র]

[[[অন্তবর্গ একাদশ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

অন্ত, দুঃখ ও সৎকায়, পরিজ্ঞেয় আর শ্রমণদ্বয়;
স্রোতাপন্ন, অর্হৎ আর দ্বিবিধ ছন্দ প্রহানে বর্গ উক্ত হয় ॥

১২. ধর্মকথিক বর্গ

১. অবিদ্যা সূত্র

১১৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন কোনো একজন ভিক্ষু ভগবানের সমীপে গেলেন... একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলা হয়। ভন্তে, অবিদ্যা কী? এবং কী প্রকারে একজন লোক অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"হে ভিক্ষু, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন [মার্গফলহীন ব্যক্তি] রূপকে জানে না, রূপ-সমুদয়কে জানে না, রূপ-নিরোধকে জানে না, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। বেদনাকে জানে না... সংজ্ঞা... সংস্কারকে জানে না... বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। হে ভিক্ষু, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই একজন লোক অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।" [প্রথম সূত্র]

২. বিদ্যা সূত্র

১১৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। ভন্তে, বিদ্যা কী? এবং কী প্রকারে একজন লোক বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"হে ভিক্ষু, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক [মার্গফললাভী ব্যক্তি] রূপকে জানেন, রূপ-সমুদয়কে জানেন, রূপ-নিরোধকে জানেন, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। বেদনাকে জানেন... সংজ্ঞা... সংস্কারকে জানেন... বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। হে ভিক্ষু, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই একজন লোক বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. ধর্মকথিক সূত্র

১১৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে আসীন হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'ধর্মকথিক ধর্মকথিক' বলে বলা হয়। ভন্তে, কিভাবে ধর্মকথিক হয়?"

"হে ভিক্ষু, যদি রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন [আত্মনিয়োগকারী] হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি রূপের নির্বেদ হেতু, বিরাগ হেতু ও নিরোধ হেতু, পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'দৃষ্টধর্মে [প্রত্যক্ষজীবনে] নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে কথিত হন।[১]

হে ভিক্ষু, যদি বেদনার... হে ভিক্ষু, যদি সংজ্ঞার... হে ভিক্ষু, যদি সংস্কারের... হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ হেতু, বিরাগ হেতু ও নিরোধ হেতু, পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে কথিত হন।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. দ্বিতীয় ধর্মকথিক সূত্র

১১৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে আসীন হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'ধর্মকথিক ধর্মকথিক' বলে বলা হয়। ভন্তে, কিভাবে ধর্মকথিক হয়? কিভাবে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়? কিভাবে দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়?"

"হে ভিক্ষু, যদি রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি রূপের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি রূপের

---

[১] এখানে প্রথমটির দ্বারা ধর্মকথিক, দ্বিতীয়টির দ্বারা শৈক্ষ্যভূমি ও তৃতীয়টির দ্বারা অশৈক্ষ্যভূমি নির্দেশ করে। [অর্থকথা]

নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধ, পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে কথিত হন।

হে ভিক্ষু, যদি বেদনার... হে ভিক্ষু, যদি সংজ্ঞার... হে ভিক্ষু, যদি সংস্কারের... হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য ধর্মদেশনা করেন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মকথিক ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধের জন্য প্রতিপন্ন হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ভিক্ষু' বলে কথিত হন। হে ভিক্ষু, যদি বিজ্ঞানের নির্বেদ, বিরাগ ও নিরোধ, পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তি শূন্য হয়ে বিমুক্ত হন, তাহলে তিনি যথার্থ 'দৃষ্টধর্মে নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষু' বলে কথিত হন।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. বন্ধন সূত্র

১১৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন আর্যদের অদর্শনকারী... সৎপুরুষধর্মে অবিনীত, সে রূপকে আত্মা বলে দর্শন করে, রূপবানকে আত্মা হিসেবে, আত্মার মাঝে রূপকে, অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপ বন্ধনে আবদ্ধ, অভ্যন্তরিণ-বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ, অতীরদর্শী, অপারদর্শী, জন্ম-মৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইহলোক-পরলোক পরিভ্রমণ করে।[১] বেদনাকে আত্মা... বেদনার মাঝে আত্মাকে দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বেদনা বন্ধনে আবদ্ধ, অভ্যন্তরিণ-বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ, অতীরদর্শী, অপারদর্শী, জন্ম-মৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইহলোক-পরলোক পরিভ্রমণ করে। সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করে... হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন বিজ্ঞান বন্ধনে আবদ্ধ, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ, অতীরদর্শী, অপারদর্শী, জন্ম-মৃত্যু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইহলোক-পরলোক পরিভ্রমণ করে।"

"হে ভিক্ষুগণ, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক আর্যদের দর্শনকারী...

---

[১] এখানে 'অতীরদর্শী' বলতে তীর হচ্ছে বর্ত, তাকে দেখে না। 'অপারদর্শী' বলতে পার বলতে নির্বাণকে বুঝায়, তাকে দেখে না। 'বন্ধন' বলতে ক্লেশ বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে জন্ম ও মৃত্যুকে এবং ইহলোক-পরলোক ঘূর্ণায়মান। এই সূত্রে বর্ত-দুঃখের কথিত হয়েছে। [অর্থকথা]

সৎপুরুষধর্মে সুবিনীত, তিনি রূপকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, রূপবানকে আত্মা হিসেবে দর্শন করেন না, আত্মার মাঝে রূপকে অথবা রূপের মাঝে আত্মাকে দর্শন করেন না। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপ বন্ধনে আবদ্ধ নয়, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তীরদর্শী, পারদর্শী; 'সে দুঃখ হতে পরিমুক্ত' বলে আমি বলি। বেদনাকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... সংজ্ঞাকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... সংস্কারকে আত্মা হিসেবে দেখন না... বিজ্ঞানকে আত্মা হিসেবে দেখেন না... হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান বন্ধনে আবদ্ধ নয়, অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তীরদর্শী, পারদর্শী; 'সে দুঃখ হতে পরিমুক্ত' বলে আমি বলি।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. প্রতিপ্রশ্ন সূত্র

১১৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এভাবে দর্শন করা উচিত হয় কি?"

'সত্যিই নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, সাধু! রূপকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' এভাবে বিষয়টি দর্শন করা উচিত হয় কি?"

'সত্যিই নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, সাধু! বিজ্ঞানকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত... এভাবে দর্শন করে... আমার করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. দ্বিতীয় প্রতিপ্রশ্ন সূত্র

১১৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এভাবে দর্শন করা উচিত হয় কি?"

'সত্যিই নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, সাধু! রূপকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞানকে 'তা আমার, তা আমি, তা আমার আত্মা' এভাবে বিষয়টি দর্শন করা উচিত হয় কি?"

'সত্যিই নয়, ভন্তে।'

"হে ভিক্ষুগণ, সাধু! বিজ্ঞানকে 'তা আমার নয়, তা আমি নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত... এভাবে দর্শন করে... আমার করণীয় কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] অন্য কোনো করণীয় নেই' এভাবে তিনি সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. সংযোজনীয় সূত্র

১২০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় [সংযোজন বা বন্ধনের বিষয় বা আলম্বন] ধর্মগুলো এবং সংযোজন সম্পর্কে দেশনা করব। তা শুন। হে ভিক্ষুগণ, সংযোজনীয় ধর্মগুলো কী? এবং সংযোজন কী? হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো সংযোজনীয় ধর্ম। সেখানে যা ছন্দরাগ তা হলো সেখানে সংযোজন। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হলো সংযোজনীয় ধর্ম। সেখানে যা ছন্দরাগ তা হলো সেখানে সংযোজন। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় সংযোজনীয় ধর্ম এবং এই হলো সংযোজন। [অষ্টম সূত্র]

৯. উপাদানীয় সূত্র

১২১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় [উপাদান বা বন্ধনের বিষয় বা আলম্বন] ধর্মগুলো এবং উপাদান সম্পর্কে দেশনা করব। তা শুন। হে ভিক্ষুগণ, উপাদানীয় ধর্মগুলো কী? এবং উপাদান কী? হে ভিক্ষুগণ, রূপ হলো উপাদানীয় ধর্ম। সেখানে যা ছন্দরাগ তা হলো সেখানে উপাদান। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হলো উপাদানীয় ধর্ম। সেখানে যা ছন্দরাগ তা হলো সেখানে উপাদান। হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় উপাদানীয় ধর্ম এবং এই হলো উপাদান।' [নবম সূত্র]

১০. শীলবান সূত্র

১২২. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তখন আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক সন্ধ্যার সময় একাকী বাস হতে উত্থিত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন সেখানে গেলেন... বললেন :

'আবুসো, শীলবান [চারি পরিশুদ্ধিশীল-সম্পন্ন] ভিক্ষুর কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, শীলবান ভিক্ষুর পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য, দুঃখতুল্য, ব্রণতুল্য, শৈল্যতুল্য, বেদনাতুল্য, পীড়াতুল্য, অপরতুল্য, ধ্বংসতুল্য, শূন্যতুল্য [সত্ত্বশূন্যার্থে], অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। পঞ্চ কিরূপ? যেমন রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। 'আবুসো কোট্ঠিক, শীলবান ভিক্ষুর এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য, দুঃখতুল্য, ব্রণতুল্য, শৈল্যতুল্য, বেদনাতুল্য, পীড়াতুল্য, অপরতুল্য, ধ্বংসতুল্য, শূন্যতুল্য, অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। আবুসো, শীলবান ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, স্রোতাপন্ন ভিক্ষুর দ্বারা কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, স্রোতাপন্ন ভিক্ষুর দ্বারা এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, স্রোতাপন্ন ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে সকৃদাগামীফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, সকৃদাগামী ভিক্ষুর দ্বারা কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, সকৃদাগামী ভিক্ষুর দ্বারা এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, সকৃদাগামী ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে অনাগামীফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, অনাগামী ভিক্ষুর দ্বারা কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, অনাগামী ভিক্ষুর দ্বারা এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক

মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, অনাগামী ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, একজন অর্হতের কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, একজন অর্হতেরও এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য, দুঃখতুল্য, ব্রণতুল্য, শৈল্যতুল্য, বেদনাতুল্য, পীড়াতুল্য, অপরতুল্য, ধ্বংসতুল্য, শূন্যতুল্য, অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, অর্হত্ত্ব হতে অধিক আর করণীয় নেই, এখানেই করণীয়ের পরিসমাপ্তি হয়। অধিকন্তু এই ধর্মগুলো ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে ইহজীবনেই স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সুখবিহারের দিকে নিজেকে পরিচালিত করে।' [দশম সূত্র]

১১. শ্রুতবান সূত্র

১২৩. একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তখন আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক সন্ধ্যার সময় একাকী বাস হতে উত্থিত হয়ে যেখানে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আছেন সেখানে গেলেন, গিয়ে... বললেন :

'আবুসো, শ্রুতবান [কর্মস্থানশ্রুত] ভিক্ষুর কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, শ্রুতবান ভিক্ষুর পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। পঞ্চ কিরূপ? রূপ-উপাদানস্কন্ধ... বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ। 'আবুসো কোট্ঠিক, শ্রুতবান ভিক্ষুর এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। আবুসো, শ্রুতবান ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, স্রোতাপন্ন ভিক্ষুর দ্বারা কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, স্রোতাপন্ন ভিক্ষুর দ্বারা এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, স্রোতাপন্ন ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অনিত্যতুল্য... অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করে সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ করতে পারেন এরূপ

সম্ভবনা রয়েছে।'

'আবুসো সারিপুত্র, একজন অর্হতের কিরূপ ধর্মে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত?' 'আবুসো কোট্ঠিক, একজন অর্হতেরও এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের প্রতি অনিত্যতুল্য, দুঃখতুল্য, ব্রণতুল্য, শৈল্যতুল্য, বেদনাতুল্য, পীড়াতুল্য, অপরতুল্য, ধ্বংসতুল্য, শূন্যতুল্য, অনাত্মাতুল্য বলে জ্ঞানপূর্বক মনোনিবেশ করা উচিত। আবুসো, অর্হত্ত্ব হতে অধিক আর করণীয় নেই, এখানেই করণীয়ের পরিসমাপ্তি হয়। অধিকন্তু এই ধর্মগুলো ভাবিত ও বাহুলীকৃত করলে ইহজীবনেই স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে সুখবিহারের দিকে নিজেকে পরিচালিত করে।' [একাদশ সূত্র]

১২. কপ্প সূত্র

১২৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান কপ্প ভগবান সমীপে উপস্থিত হলেন... একপাশে বসে আয়ুষ্মান কপ্প ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না?'

"হে কপ্প, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে এভাবে যথাভূত সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত। হে কপ্প, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব-মানানুশয় থাকে না।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩. দ্বিতীয় কপ্প সূত্র

১২৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একপাশে বসে আয়ুষ্মান কপ্প ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, কিভাবে জ্ঞাত

হলে কিভাবে দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।'

"হে কপ্প, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান... দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়।"

"যা কিছু বেদনা আছে... যা কিছু সংজ্ঞা আছে... যা কিছু সংস্কার আছে... যা কিছু বিজ্ঞান আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে পুনর্বার জন্মগ্রহণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হয়ে বিমুক্ত হয়। হে কপ্প, ঠিক এভাবেই জ্ঞাত হলে ও দর্শন করলে এই বাহ্যিক সবিজ্ঞানক কায়ে ও সর্বনিমিত্তের মধ্যে অহংকার-আমিত্বভাব ও নানাবিধ মান অতিক্রম করা যায় এবং পুরোপুরি শান্ত বিমুক্ত চিত্ত হয়।" [ত্রয়োদশ]

[[[ধর্মকথিক বর্গ দ্বাদশ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

অবিদ্যা, বিদ্যা, দুটি হলো কথিক, বন্ধন, প্রতিপ্রশ্নদ্বয়;
সংযোজন, উপাদান, শীলবান ও শ্রুতবান
আর দুই কপ্প বর্গ হলো ইতি ॥

১৩. অবিদ্যা বর্গ

১. উৎপত্তিধর্মী সূত্র

১২৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন কোনো এক ভিক্ষু ভগবান সমীপে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে... একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলে বলা হয়। ভন্তে, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"হে ভিক্ষু, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন উৎপত্তিধর্মী রূপকে 'উৎপত্তিধর্মী রূপ' বলে যথাভূত জানে না। বিনাশধর্মী রূপকে 'বিনাশধর্মী রূপ' বলে

যথাভূত জানে না। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তিধর্মী বেদনাকে ‘উৎপত্তিধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানে না। বিনাশধর্মী বেদনাকে ‘বিনাশধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনাকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তিধর্মী সংজ্ঞাকে... উৎপত্তিধর্মী সংস্কারকে... উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানে না। বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানে না। হে ভিক্ষু, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।”

এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, “ভন্তে, ‘বিদ্যা বিদ্যা’ বলে বলা হয়। ভন্তে, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?”

“হে ভিক্ষু, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক উৎপত্তিধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তিধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। বিনাশধর্মী রূপকে ‘বিনাশধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তিধর্মী বেদনাকে ‘উৎপত্তিধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানেন। বিনাশধর্মী বেদনাকে ‘বিনাশধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনাকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তিধর্মী সংজ্ঞাকে... উৎপত্তিধর্মী সংস্কারকে... উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন। বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন। হে ভিক্ষু, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।” [প্রথম সূত্র]

২. দ্বিতীয় উৎপত্তিধর্মী সূত্র

১২৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তখন আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক সন্ধ্যার সময় একাকী বাস হতে উত্থিত হয়ে... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

“আবুসো সারিপুত্র, ‘অবিদ্যা অবিদ্যা’ বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?”

“আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন উৎপত্তিধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তিধর্মী

রূপ’ বলে যথাভূত [ঠিক ঠিকরূপে] জানে না। বিনাশধর্মী রূপকে... উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তিধর্মী বেদনাকে... বিনাশধর্মী বেদনাকে... উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনাকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বেদনা’ বলে যথাভূত জানে না। উৎপত্তিধর্মী সংজ্ঞাকে... উৎপত্তিধর্মী সংস্কারকে... উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানে না। বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে... উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।” [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. তৃতীয় উৎপত্তিধর্মী সূত্র

১২৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

“আবুসো সারিপুত্র, ‘বিদ্যা বিদ্যা’ বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?”

“হে ভিক্ষু, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক উৎপত্তিধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তিধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। বিনাশধর্মী রূপকে... উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী রূপ’ বলে যথাভূত জানেন। উৎপত্তিধর্মী বেদনাকে... উৎপত্তিধর্মী সংজ্ঞাকে... উৎপত্তিধর্মী সংস্কারকে... উৎপত্তিধর্মী বিজ্ঞানকে... বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে... উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞানকে ‘উৎপত্তি-বিনাশধর্মী বিজ্ঞান’ বলে যথাভূত জানেন। আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।” [তৃতীয় সূত্র]

৪. আস্বাদ সূত্র

১২৯. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

“আবুসো সারিপুত্র, ‘অবিদ্যা অবিদ্যা’ বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?”

“আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন রূপের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের

আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. দ্বিতীয় আস্বাদ সূত্র

১৩০. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

"আবুসো সারিপুত্র, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"আবুসো, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. উৎপত্তি সূত্র

১৩১. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... "আবুসো সারিপুত্র, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন রূপের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. দ্বিতীয় উৎপত্তি সূত্র

১৩২. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে বললেন :

"আবুসো সারিপুত্র, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"আবুসো, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [সপ্তম সূত্র]

৮. কোট্‌ঠিক সূত্র

১৩৩. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে। তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র সন্ধ্যাকালীন... একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে বললেন, "আবুসো কোট্‌ঠিক, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।"

এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে বললেন, "আবুসো কোট্‌ঠিক, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"আবুসো, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [অষ্টম সূত্র]

৯. দ্বিতীয় কোট্‌ঠিক সূত্র

১৩৪. বারাণসীতে বিহার করছিলেন ঋষিপতন মৃগদায়ে... "আবুসো কোট্‌ঠিক, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন রূপের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।"

এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোট্‌ঠিককে বললেন, "আবুসো কোট্‌ঠিক, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"আবুসো, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসরণ যথাভূত জানেন।

আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [নবম সূত্র]

১০. তৃতীয় কোট্ঠিক সূত্র

১৩৫. তদ্রূপ নিদান। একপাশে আসীন হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে বললেন, "আবুসো কোট্ঠিক, 'অবিদ্যা অবিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, অবিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে অবিদ্বান [মূর্খ] হয়?"

"আবুসো, এখানে অশ্রুতবান পৃথগ্জন রূপকে জানে না, রূপ-উৎপত্তিকে জানে না, রূপ-নিরোধকে জানে না, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। বেদনাকে জানে না... সংজ্ঞাকে জানে না... সংস্কারকে জানে না... বিজ্ঞানকে জানে না, বিজ্ঞান-উৎপত্তিকে জানে না, বিজ্ঞান-নিরোধকে জানে না, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানে না। আবুসো, একেই বলা হয় অবিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই অবিদ্বান [মূর্খ] হয়।"

এরূপ বললে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে বললেন, "আবুসো কোট্ঠিক, 'বিদ্যা বিদ্যা' বলে বলা হয়। আবুসো, বিদ্যা কিরূপ? এবং কিভাবে বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়?"

"আবুসো, এখানে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপকে জানেন, রূপ-উৎপত্তিকে জানেন, রূপ-নিরোধকে জানেন, রূপ-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। বেদনাকে জানেন... সংজ্ঞাকে জানেন... সংস্কারকে জানেন... বিজ্ঞানকে জানেন, বিজ্ঞান-উৎপত্তিকে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধকে জানেন, বিজ্ঞান-নিরোধগামী প্রতিপদাকে জানেন। আবুসো, একেই বলা হয় বিদ্যা এবং ঠিক এভাবেই বিদ্বান [জ্ঞানী] হয়।" [দশম সূত্র]

[[[অবিদ্যা বর্গ ত্রয়োদশ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

উৎপত্তিধর্মে তিন, আস্বাদে অপরদ্বয়;
উৎপত্তিতে দুটি ব্যক্ত, কোট্ঠিক অপর তিনে হয় ইতি ॥

১৪. জ্বলন্ত কয়লা বর্গ

১. জ্বলন্ত কয়লা সূত্র

১৩৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপ জ্বলন্ত কয়লা, বেদনা জ্বলন্ত কয়লা, সংজ্ঞা জ্বলন্ত কয়লা, সংস্কার জ্বলন্ত কয়লা, বিজ্ঞান জ্বলন্ত কয়লা। হে ভিক্ষুগণ, ঠিক

এভাবে [স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে] দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নিরপেক্ষ হন, বেদনার প্রতি নিরপেক্ষ হন, সংজ্ঞার প্রতি নিরপেক্ষ হন, সংস্কারের প্রতি নিরপেক্ষ হন, বিজ্ঞানের প্রতি নিরপেক্ষ হন। নিরপেক্ষতা হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত [অর্হৎ] হন। বিমুক্ত হলে আমি বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন—'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] আমার আর অন্য করণীয় নেই।'" [প্রথম সূত্র]

২. অনিত্য সূত্র

১৩৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনিত্য? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ [তৃষ্ণা] পরিত্যাগ করা উচিত।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. দ্বিতীয় অনিত্য সূত্র

১৩৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনিত্য? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. তৃতীয় অনিত্য সূত্র

১৩৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনিত্য? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনিত্য... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ

করা উচিত।” [চতুর্থ সূত্র]

৫. দুঃখ সূত্র

১৪০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী দুঃখ? হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।” [পঞ্চম সূত্র]

৬. দ্বিতীয় দুঃখ সূত্র

১৪১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী দুঃখ? হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত।” [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. তৃতীয় দুঃখ সূত্র

১৪২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী দুঃখ? হে ভিক্ষুগণ, রূপ দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান... হে ভিক্ষুগণ, যা দুঃখ; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।” [সপ্তম সূত্র]

৮. অনাত্মা সূত্র

১৪৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

“হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনাত্মা? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্মা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত।” [অষ্টম সূত্র]

৯. দ্বিতীয় অনাত্মা সূত্র

১৪৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনাত্মা? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্মা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের রাগ পরিত্যাগ করা উচিত।" [নবম সূত্র]

১০. তৃতীয় অনাত্মা সূত্র

১৪৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, কী অনাত্মা? হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা অনাত্মা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত। হে ভিক্ষুগণ, যা অনাত্মা; তার প্রতি তোমাদের ছন্দরাগ পরিত্যাগ করা উচিত।" [দশম সূত্র]

১১. নির্বেদবহুল সূত্র

১৪৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের এই অনুধর্ম হয়—যে রূপের প্রতি নির্বেদবহুল [প্রবল বিরাগসম্পন্ন] হয়ে বিহার করতে সক্ষম হয়। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করতে সক্ষম হয়। যে রূপের প্রতি নির্বেদবহুল হয়ে বিহার করে সে রূপকে জানে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জানে। সে রূপকে জেনে, বেদনাকে জেনে, সংজ্ঞাকে জেনে, সংস্কারকে জেনে, বিজ্ঞানকে জেনে রূপ হতে বিমুক্ত হয়, বেদনা হতে বিমুক্ত হয়, সংজ্ঞা হতে বিমুক্ত হয়, সংস্কার হতে বিমুক্ত হয়, বিজ্ঞান হতে বিমুক্ত হয়, এভাবে সে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন [বিলাপ], দুঃখ, দৌর্মনস্য [মানসিক যন্ত্রণা] ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়; 'সে দুঃখ হতে বিমুক্ত' বলে আমি বলি।" [একাদশ সূত্র]

১২. অনিত্যানুদর্শী সূত্র

১৪৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের এই অনুধর্ম হয়—যে রূপের প্রতি অনিত্যানুদর্শী হয়ে বিহার করে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অনিত্যানুদর্শী হয়ে বিহার করে... 'সে দুঃখ হতে বিমুক্ত' বলে আমি বলি।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩. দুঃখানুদর্শী সূত্র

১৪৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের এই অনুধর্ম হয়—যে রূপের প্রতি দুঃখানুদর্শী হয়ে বিহার করে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি দুঃখানুদর্শী হয়ে বিহার করে... 'সে দুঃখ হতে বিমুক্ত' বলে আমি বলি।" [ত্রয়োদশ সূত্র]

১৪. অনাত্মানুদর্শী সূত্র

১৪৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্রের এই অনুধর্ম হয়—যে রূপের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে। যে রূপের প্রতি অনাত্মানুদর্শী হয়ে বিহার করে সে রূপকে জানে, বেদনাকে... সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে... বিজ্ঞানকে জানে। সে রূপকে জেনে, বেদনাকে জেনে, সংজ্ঞাকে জেনে, সংস্কারকে জেনে, বিজ্ঞানকে জেনে রূপ হতে বিমুক্ত হয়, বেদনা হতে বিমুক্ত হয়, সংজ্ঞা হতে বিমুক্ত হয়, সংস্কার হতে বিমুক্ত হয়, বিজ্ঞান হতে বিমুক্ত হয়, এভাবে সে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে বিমুক্ত হয়; 'সে দুঃখ হতে বিমুক্ত' বলে আমি বলি।" [চতুর্দশ সূত্র]

[[[জ্বলন্ত কয়লা বর্গ চতুর্দশ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

জ্বলন্ত কয়লা, ত্রিবিধ অনিত্যের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা অপরত্রয়;
অনাত্মার দ্বারা ত্রিবিধ ব্যক্ত, কুলপুত্রের দ্বারা দ্বিবিধ দ্বিকে শেষ হয় ॥

১৫. দৃষ্টি বর্গ

১. আধ্যাত্মিক সূত্র

১৫০. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে এবং কীরূপ তৃষ্ণার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে এবং রূপ তৃষ্ণার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে এবং বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর আধ্যাত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [দুঃখমুক্তির নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [প্রথম সূত্র]

২. এটি আমার সূত্র

১৫১. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এই বলে ধারণা জন্মে?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি

অনুরক্ত হলে.... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এই বলে ধারণা জন্মে।" 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে'... "যা অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এই বলে ধারণা জন্মে কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে'... বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' এই বলে ধারণা জন্মে কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. সেটি আত্মা সূত্র

১৫২. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে 'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অবিপরিণামধর্মী হবো' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?" 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অবিপরিণামধর্মী হবো' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে 'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অবিপরিণামধর্মী হবো' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর 'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অবিপরিণামধর্মী হবো'

এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয় কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর 'সেটি আত্মা, সেটি জগৎ, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অবিপরিণামধর্মী হবো' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয় কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [নির্বাণলাভের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. এটি আমার নয় সূত্র

১৫৩. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

"হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 'আমি অবিদ্যমানে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?" 'ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে, রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে 'আমি অবিদ্যমানে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।" বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে 'আমি অবিদ্যমানে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।"

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে আর 'আমি অবিদ্যমানে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই, আমার থাকবে না' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয় কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর 'আমি অবিদ্যমানে, আমারও নাই, ভবিষ্যতেও আমি নাই,

আমার থাকবে না' এরূপ [মিথ্যা]-দৃষ্টি উৎপন্ন হয় কি?" 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. মিথ্যাদৃষ্টি সূত্র

১৫৪. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হলে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। সংস্কারের উপস্থিতিতে... মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য... তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে আর কি মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [দুঃখমুক্তির নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. সৎকায়দৃষ্টি সূত্র

১৫৫. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের ধর্মের মূল উৎস, ধর্ম ভগবৎ প্রবণ ভগবৎ প্রতিশরণ। অতএব ভন্তে,

ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন। 'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে, রূপের প্রতি অনুরক্ত হলে সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য,দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে আর সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি অনুরক্ত না হলে সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. আত্মানুদৃষ্টি সূত্র

১৫৬. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে আত্মানুদৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফুট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপ তৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হলে আত্মানুদৃষ্টি উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে আত্মানুদৃষ্টি উৎপন্ন হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য... তার প্রতি অনুরক্ত না হলে কি আর সৎকায়দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' 'বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ, ভন্তে।' 'যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি

অনুরক্ত না হলে আত্মানুদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. অভিনিবেশ সূত্র

১৫৭. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীসের কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপের কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য... তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে আর অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয় কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [নির্বাণলাভের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. দ্বিতীয় অভিনিবেশ সূত্র

১৫৮. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

'হে ভিক্ষুগণ, কীসের উপস্থিতিতে, কীসের কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়?' 'ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। অতএব ভন্তে, ভগবানই স্বয়ং কথিত বিষয়ের অর্থ পরিস্ফূট করুন, ভগবানের মুখ হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।'

'হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপে কারণে, রূপের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার

উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হলে অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয়।'

'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এটি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য, ভন্তে' 'যা অনিত্য... তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে আর অনুরাগবদ্ধ সংযোজন উৎপন্ন হয় কি?' 'নিশ্চয়ই নয়, ভন্তে।' "ঠিক এভাবেই [স্মৃতি সহকারে] দর্শন করলে পরে... এ জীবনে [আসবক্ষয়ের নিমিত্তে] আর অন্য কোনো করণীয় নেই' বলে সম্যকরূপে জানতে পারেন।" [নবম সূত্র]

১০. আনন্দ সূত্র

১৫৯. শ্রাবস্তীতে উৎপত্তি :

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে ভগবান আছেন সেখানে গেলেন। গিয়ে... ভগবানকে বললেন, 'ভন্তে, আমার পক্ষে উত্তম [মঙ্গল] হবে, ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনে একাকী, বিচ্ছিন্ন, অপ্রমত্ত, বীর্যবান [উদ্যমী], একাগ্রচিত্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।'

'হে আনন্দ, তুমি কী মনে কর, রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা' বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।' 'বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।'... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?' 'অনিত্য ভন্তে।' 'যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?' 'দুঃখ ভন্তে।' "যা অনিত্য, দুঃখ ও পরিবর্তনশীল; সেটিকে 'এটি আমার, এতে আমি, এটি আমার আত্মা বলে দর্শন করা ঠিক কি?" 'ঠিক নয়, ভন্তে।'

"হে আনন্দ, যা কিছু রূপ আছে—অতীত-অনাগত-বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটের যাবতীয় রূপ সম্পর্কে 'তা আমার নয়, আমি তাতে [অবস্থিত] নই, তা আমার আত্মা নয়' এভাবে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করা উচিত।"

"হে আনন্দ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত [নির্লিপ্ত] হন, বেদনার প্রতি প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ হতে বিরাগ হন, বিরাগ হতে বিমুক্ত হন। বিমুক্তি হতে আমি

বিমুক্ত হয়েছি বলে জ্ঞান হয়। তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারেন- 'আমার জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্যজীবন উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কার্য কৃত হয়েছে, এ জীবনে [আসবক্ষয়ের জন্য] অন্য কোনো করণীয় নেই।'" [দশম সূত্র]

[[[দৃষ্টি বর্গ পঞ্চদশ সমাপ্ত]]]

স্মারক-গাথা :

আধ্যাত্মিক, এটি আমার, সেটি আত্মা, আমারও নাই সূত্র;
মিথ্যা-সৎকায়-আত্মানু দ্বয়, অভিনিবেশ, আনন্দের দ্বারা হয় বর্গ সমাপ্ত ॥

[[[শেষ পঞ্চাশ সমাপ্ত]]]

সেই শেষ পঞ্চাশের বর্গসূচি—

অন্ত, ধর্মকথিক, বিদ্যা, জ্বলন্ত কয়লা ও দৃষ্টি এই বর্গ পঞ্চমে—
তৃতীয় পঞ্চাশ হলো ব্যক্ত, 'নিপাত' তার দ্বারা হয়েছে বর্ণিত এখানে ॥

[[[স্কন্ধ-সংযুক্ত সমাপ্ত]]]

২. রাধ-সংযুক্ত

১. প্রথম বর্গ

১. মার সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬০. অতঃপর আয়ুষ্মান রাধ[১] ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'মার, মার' বলা হয়ে থাকে, আসলে সেই মার কী?"

"হে রাধ, রূপ বিদ্যমান থাকলে মার থাকবে; অর্থাৎ মারা যাবে। তাই হচ্ছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি রূপকে মার বলে দর্শন কর, মারে বলে দর্শন কর, মৃয়মান বলে দর্শন কর, রোগ বলে দর্শন কর, গণ্ড[২] বলে দর্শন কর, শল্য বলে দর্শন কর, দুঃখ বলে এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলে দর্শন কর। যারা এটিকে এভাবে দর্শন করে থাকে, তাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।

হে রাধ, বেদনা বিদ্যমান থাকলে... হে রাধ, সংজ্ঞা বিদ্যমান থাকলে... হে রাধ, সংস্কার বিদ্যমান থাকলে... হে রাধ, বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে মার থাকবে; অর্থাৎ মারা যাবে। তা-ই হচ্ছে মার। সেই হেতু রাধ, তুমি বিজ্ঞানকে মার বলে দর্শন কর, মারে বলে দর্শন কর, মৃয়মান বলে দর্শন কর, রোগ বলে দর্শন কর, গণ্ড বলে দর্শন কর, শল্য বলে দর্শন কর, দুঃখ বলে এবং যাবতীয় দুঃখোৎপত্তির কারণ বলে দর্শন কর। যারা এটিকে এভাবে দর্শন করে থাকে, তাদের দর্শন হয় সম্যক দর্শন।"

---

[১] আয়ুষ্মান রাধ হলেন থেরগাথায় উল্লেখিত রাধ স্থবির। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধকালে পুত্র-কন্যার দুর্ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হয়ে "গৃহবাসে কী প্রয়োজন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব" বলে প্রব্রজিত হন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি পূর্ণ করিতে অসমর্থ হবে ভেবে প্রথমদিকে ভিক্ষুগণ তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেননি। বুদ্ধ তাঁর অর্হত্ত্ব লাভের হেতু দেখে ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র স্থবিরকে দিয়ে প্রব্রজ্যা করিয়ে নেন। অর্হত্ত্ব লাভ করার পূর্বে আয়ুষ্মান রাধ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সকল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করেন। ভগবানও তাঁর সবকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। (Dictionary of Pāli Proper Names Vol .II)

[২] আঘাতজনিত ফুলে যাওয়া।

"ভন্তে, সম্যক দর্শন অর্থে কী বুঝায়?" "রাধ, এটি নির্বেদজ্ঞান অর্থে।" "ভন্তে, নির্বেদজ্ঞান অর্থে কী বুঝায় ?" "রাধ, এটি বিরাগ অর্থে।" "ভন্তে, বিরাগ অর্থে কী বুঝায়?" "রাধ, এটি বিমুক্তি অর্থে।" "ভন্তে, বিমুক্তি অর্থে কী বুঝায়?" "রাধ, এটি নির্বাণ অর্থে।" "ভন্তে, নির্বাণ অর্থে কী বুঝায়?" "রাধ, তুমি প্রশ্নোত্তরের বাইরে চলে গিয়েছ। তুমি এই প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। কারণ ব্রহ্মচর্যকে নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়। তাই নির্বাণগামীর নির্বাণেই অবসান, নিষ্পত্তি এবং সমাপ্তি জ্ঞাতব্য।" [প্রথম সূত্র]

২. সত্ত্ব সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'সত্ত্ব, সত্ত্ব' বলা হয়; আসলে কী কারণেই বা সত্ত্ব বলা হয়ে থাকে?"

"হে রাধ, রূপের প্রতি যেই ছন্দ (আকাঙ্ক্ষা), রাগ (আসক্তি), নন্দী (আনন্দ), তৃষ্ণা তাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হয়ে থাকে। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তাতেই সত্ত্ব, বিসত্ত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু সত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।"

"হে রাধ, যেমন ছোট ছোট বালক-বালিকারা ধূলি-বালি দ্বারা তৈরি করা গৃহ দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে খেলতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত তাদের সেই ধূলি-বালি দিয়ে তৈরিকৃত গৃহের প্রতি ছন্দ, রাগ, প্রেম, পিপাসা, দাহ এবং তৃষ্ণা অপগত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা ওই (রকম) গৃহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খেলা করে ধনের ন্যায় 'আমার আমার' বলে থাকে। রাধ, যেই দিন সেই বালক-বালিকাদের সে-সকল গৃহের প্রতি ছন্দ, রাগ, প্রেম, পিপাসা, দাহ এবং তৃষ্ণা অপসৃত হয়, সেই দিনই তারা ওই গৃহ হস্ত-পদ দ্বারা ইতস্তত বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করে চিরতরে সেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে; অবসান ঘটে থাকে। রাধ, ঠিক, এভাবে তোমরাও রূপকে ইতস্তত বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করে চিরতরে রূপের পরিসমাপ্তি ঘটাও, অবসান ঘটাও। এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। বেদনাকে ইতস্তত বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করে চিরতরে বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটাও, অবসান ঘটাও এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ

অবলম্বন কর। সংজ্ঞাকে... সংস্কারকে ইতস্তত বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করে চিরতরে সংস্কারের পরিসমাপ্তি ঘটাও, অবসান ঘটাও এবং তৃষ্ণক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। বিজ্ঞানকে ইতস্তত বিকীর্ণ, ছত্রভঙ্গ, ধ্বংস-বিধ্বংস করে চিরতরে বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটাও, অবসান ঘটাও এবং তৃষ্ণাক্ষয়ের নিমিত্তে সম্যক মার্গ অবলম্বন কর। হে রাধ, তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্বাণ।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. ভবতৃষ্ণা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'ভবতৃষ্ণা নিরোধ, ভবতৃষ্ণা নিরোধ' বলা হয়; আসলে সেই ভবতৃষ্ণা কী এবং ভবতৃষ্ণা নিরোধ কী?"

"হে রাধ, রূপের প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; এটিকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর এটির নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ। বেদনার প্রতি... সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি... বিজ্ঞানের প্রতি ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং উপাদানাসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয়; এটিকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা। আর এটির নিরোধকে বলা হয় ভবতৃষ্ণা নিরোধ।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. পরিজ্ঞেয় সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৩. আয়ুষ্মান রাধ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন :

"হে রাধ, আমি পরিজ্ঞেয়, পরিজ্ঞা এবং পরিজ্ঞাত ব্যক্তির ধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করব। তুমি তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি।" "হ্যাঁ, ভদন্ত" বলে আয়ুষ্মান রাধ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

হে রাধ, পরিজ্ঞেয় ধর্ম কিরূপ? রাধ, রূপ পরিজ্ঞেয় ধর্ম, বেদনা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, সংজ্ঞা পরিজ্ঞেয় ধর্ম, সংস্কার পরিজ্ঞেয় ধর্ম, বিজ্ঞান পরিজ্ঞেয় ধর্ম। রাধ, এগুলোকে বলা হয় পরিজ্ঞেয় ধর্ম।

হে রাধ, পরিজ্ঞান কিরূপ? রাধ, রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয় জ্ঞানই পরিজ্ঞান। রাধ এই জ্ঞানকে বলা হয় পরিজ্ঞান।

হে রাধ, পরিজ্ঞাত[১] পুদ্‌গল কিরূপ? অর্হৎকে এরূপ বলা হয়। যেই আয়ুষ্মানের এরূপ নাম, এরূপ গোত্র হয়ে থাকে—তাকে বলা হয় পরিজ্ঞাত ব্যক্তি।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. শ্রমণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, উপাদানস্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপ উপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

হে রাধ, যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের আস্বাদ (উপভোগ), আদীনব (উপদ্রব), নিঃসরণ (মুক্তি) সম্বন্ধে যথাযথ জানে না; সেই সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রক্ষাণসম্মত নয়। তারা শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব না জেনে দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি না করেই অবস্থান করে। পুনশ্চ, রাধ, যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ সম্বন্ধে যথাযথ জানেন; সেই সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণসম্মত, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণসম্মত হন। তারা শ্রমণত্ব, ব্রাহ্মণত্ব জানিয়াই দৃষ্টধর্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করেন।"[পঞ্চম সূত্র]

৬. দ্বিতীয় শ্রমণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, উপাদানস্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপ উপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ, ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

হে রাধ, যেই যেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান (সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন), আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ সম্বন্ধে যথাযথ জানে না... স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করেন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

---

[১] পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তি। যাঁর পরিপূর্ণ নির্দোষ জ্ঞান লাভ হয়েছে।

৭. স্রোতাপন্ন সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, উপাদানস্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপ উপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

হে রাধ, যেহেতু আর্যশ্রাবক এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব এবং নিঃসারণ যথাযথ জানেন—সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, এবং অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে কথিত হন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. অর্হত্ত্ব সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, উপাদানস্কন্ধ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? রূপ উপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ, বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

হে রাধ, যেহেতু ভিক্ষু এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উৎপত্তি, তিরোধান, আস্বাদ, আদীনব, নিঃসরণ যথাযথ জ্ঞাত হয়ে দৃঢ়াসক্তি বিমুক্ত হন—সেহেতু এই অর্হৎকে বলা হয়ে থাকে ক্ষীণাসব, ব্রতসম্পন্ন[১], কৃতকার্য, অপনীত[২]-ভার, সদর্থপ্রাপ্ত[৩], পরিক্ষীণ ভবসংযোজন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বিমুক্ত।" [অষ্টম সূত্র]

৯. ছন্দরাগ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ

---

[১] যার আসবক্ষয়ের নিমিত্তে আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই। সকল কর্তব্য পরিপূর্ণ, সমাপ্ত হয়েছে।

[২] যার (জন্ম-জন্মান্তরের) সমস্ত দুঃখ ভার অপসৃত হয়েছে। যিনি দুঃখ ভার থেকে বিমুক্ত হয়েছেন।

[৩] সদর্থ শব্দের অর্থ নিজের মঙ্গল।

কর। এভাবে সেই রূপ পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। বেদনার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই বেদনা পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই সংস্কার পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই বিজ্ঞান পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না।” [নবম সূত্র]

১০. দ্বিতীয় ছন্দরাগ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৬৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, “হে রাধ, রূপের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই রূপ পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। বেদনার প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই বেদনা পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। সংজ্ঞার প্রতি... সংস্কারের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই সংস্কার পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না। বিজ্ঞানের প্রতি যেই ছন্দ, রাগ, নন্দী, তৃষ্ণা এবং দৃঢ়াসক্তিবশে চিত্তে আশ্রয়ভূত (আত্মদৃষ্টিমূলক) যেই অনুশয় তা পরিত্যাগ কর। এভাবে সেই বিজ্ঞান পরিত্যক্ত হলে উচ্ছিন্নমূল, শীর্ষবিহীন তালবৃক্ষসদৃশ পুনর্ভবরহিত হয়ে ভবিষ্যতে আর উৎপন্ন হবে না।” [দশম সূত্র]

রাধ-সংযুক্তের প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় বর্গ

১. মার সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'মার, মার' বলা হয়; আসলে সেই মার কী?"

"হে রাধ, রূপ মার, বেদনা মার, সংজ্ঞা মার, সংস্কার মার, বিজ্ঞান মার। রাধ, এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ-হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ-হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত-হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন (অর্থাৎ বিমুক্ত হয়েছি বলে জানেন)। 'জন্ম ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহ জীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [প্রথম সূত্র]

২. মারধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'মারধর্ম, মারধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই মারধর্ম কীরূপ?"

"হে রাধ, রূপ মারধর্ম, বেদনা মারধর্ম, সংজ্ঞা মারধর্ম, সংস্কার মারধর্ম, বিজ্ঞান মারধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. অনিত্য সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'অনিত্য, অনিত্য' বলা হয়; আসলে সেই অনিত্য কী?"

"হে রাধ, রূপ অনিত্য, বেদনা অনিত্য, সংজ্ঞা অনিত্য, সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. অনিত্য ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'অনিত্য ধর্ম, অনিত্য ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনিত্য ধর্ম কিরূপ?"

"হে রাধ, রূপ অনিত্য ধর্ম, বেদনা অনিত্য ধর্ম, সংজ্ঞা অনিত্য ধর্ম, সংস্কার অনিত্য ধর্ম, বিজ্ঞান অনিত্য ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. দুঃখ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'দুঃখ, দুঃখ' বলা হয়; আসলে সেই দুঃখ কিরূপ?"

"হে রাধ, রূপ দুঃখ, বেদনা দুঃখ, সংজ্ঞা দুঃখ, সংস্কার দুঃখ, বিজ্ঞান দুঃখ। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. দুঃখ ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'দুঃখ ধর্ম, দুঃখ ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই দুঃখ ধর্ম কিরূপ?"

"হে রাধ, রূপ দুঃখ ধর্ম, বেদনা দুঃখ ধর্ম, সংজ্ঞা দুঃখ ধর্ম, সংস্কার দুঃখ ধর্ম, বিজ্ঞান দুঃখ ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. অনাত্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'অনাত্ম, অনাত্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনাত্ম কিরূপ?"

"হে রাধ, রূপ অনাত্ম, বেদনা অনাত্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. অনাত্ম ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'অনাত্ম ধর্ম, অনাত্ম ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই অনাত্ম ধর্ম কী?"

"হে রাধ, রূপ অনাত্ম ধর্ম, বেদনা অনাত্ম ধর্ম, সংজ্ঞা অনাত্ম ধর্ম, সংস্কার অনাত্ম ধর্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. ক্ষয়ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'ক্ষয়ধর্ম, ক্ষয়ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই ক্ষয়ধর্ম কী?"

"হে রাধ, রূপ ক্ষয়ধর্ম, বেদনা ক্ষয়ধর্ম, সংজ্ঞা ক্ষয়ধর্ম, সংস্কার ক্ষয়ধর্ম, বিজ্ঞান ক্ষয়ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [নবম সূত্র]

১০. ব্যয়ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৭৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'ব্যয়ধর্ম, ব্যয়ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই ব্যয়ধর্ম কী?"

"হে রাধ, রূপ ব্যয়ধর্ম, বেদনা ব্যয়ধর্ম, সংজ্ঞা ব্যয়ধর্ম, সংস্কার ব্যয়ধর্ম, বিজ্ঞান ব্যয়ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [দশম সূত্র]

১১. সমুদয়ধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৮০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'সমুদয়ধর্ম, সমুদয়ধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই সমুদয়ধর্ম কী?"

"হে রাধ, রূপ সমুদয়ধর্ম, বেদনা সমুদয়ধর্ম, সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম, সংস্কার সমুদয়ধর্ম, বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [একাদশ সূত্র]

১২. নিরোধধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৮১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, 'নিরোধধর্ম, নিরোধধর্ম' বলা হয়; আসলে সেই নিরোধধর্ম কী?"

"হে রাধ, রূপ নিরোধধর্ম, বেদনা নিরোধধর্ম, সংজ্ঞা নিরোধধর্ম, সংস্কার নিরোধধর্ম, বিজ্ঞান নিরোধধর্ম। রাধ, এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [দ্বাদশ সূত্র]

রাধ-সংযুক্তের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

৩. যাচঞা বর্গ

১-১১. মারাদি সূত্র একাদশ

শ্রাবস্তী নিদান :

১৮২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ প্রার্থনা করলেন, "ভন্তে, ভগবান, আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখ-মঙ্গলার্থে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে একাকী জনমানবশূন্য অরণ্যে নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ইত্যাদি গুণে গুণবান হয়ে তৃষ্ণাক্ষয়কর নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করতে পারি।"

"হে রাধ, যা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। হে রাধ, সেই মার কী? রাধ, রূপ মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।"

১৮৩. "হে রাধ, যা মারধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৪. "হে রাধ, যা অনিত্য; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৫. "হে রাধ, যা অনিত্য ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৬. "হে রাধ, যা দুঃখ; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৭. "হে রাধ, যা দুঃখধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৮. "হে রাধ, যা অনাত্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৮৯. "হে রাধ, যা অনাত্মধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯০. "হে রাধ, যা ক্ষয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯১. "হে রাধ, যা ব্যয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯২. "হে রাধ, যা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, সেই সমুদয়ধর্ম কী? রাধ, রূপ সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।" [প্রথম-একাদশ সূত্র]

১২. নিরোধধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

১৯৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধ ভগবানকে এরূপ প্রার্থনা করলেন, "ভন্তে, ভগবান আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখ-মঙ্গলার্থে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন; যাতে আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে একাকী জনমানবশূন্য অরণ্যে নির্জনবাসী, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ইত্যাদি গুণে গুণবান হয়ে তৃষ্ণাক্ষয়কর নির্বাণগত চিত্তে অবস্থান করতে পারি।"

"হে রাধ, যা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, সেই নিরোধধর্ম কী? রাধ, রূপ নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই

ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।" [দ্বাদশ সূত্র]

জিজ্ঞাসা বর্গ সমাপ্ত।

৪. সন্নিকট বর্গ

১-১১. মারাদি সূত্র একাদশ

শ্রাবস্তী নিদান :

১৯৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, যা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, সেই মার কী? রাধ, রূপ মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।"

হে রাধ, যা মার; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

১৯৫. "হে রাধ, যা মারধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯৬. "হে রাধ, যা অনিত্য; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯৭. "হে রাধ, যা অনিত্যধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

১৯৮. "হে রাধ, যা দুঃখ; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

১৯৯. "হে রাধ, যা দুঃখধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা

পরিত্যাগ করা উচিত।...

২০০. "হে রাধ, যা অনাত্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

২০১. "হে রাধ, যা অনাত্মধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

২০২. "হে রাধ, যা ক্ষয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

২০৩. "হে রাধ, যা ব্যয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।...

২০৪. "হে রাধ, যা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, সেই সমুদয়ধর্ম কী? রাধ, রূপ সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, যা সমুদয়ধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।" [প্রথম-একাদশ সূত্র]

১২. নিরোধধর্ম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান রাধকে লক্ষ করে ভগবান এরূপ বললেন, "হে রাধ, যা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, সেই নিরোধধর্ম কী? রাধ, রূপ নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বেদনা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংজ্ঞা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। সংস্কার নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত। বিজ্ঞান নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ,

ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।

হে রাধ, যা নিরোধধর্ম; তাতে তোমার যেই ছন্দ, রাগ, ছন্দরাগ তা পরিত্যাগ করা উচিত।" [দ্বাদশ সূত্র]

সন্নিকট বর্গ সমাপ্ত।

রাধ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৩. দৃষ্টি-সংযুক্ত

১. স্রোতাপত্তি বর্গ

১. বাতাস সূত্র

২০৬. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে[১] অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে এরূপ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। এটিই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই এটির অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হতে শ্রবণ করে ধারণ করবেন। তা হলে, ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তা ভাষণ (দেশনা) করব। "হ্যাঁ ভদন্ত" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না,

---

[১] শ্রাবস্তীর (বর্তমান নাম সায়েট-মায়েট) প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক জেত নামক রাজকুমারের রমণীয় উদ্যান আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত করে তার বিনিময়ে ক্রয় করে সেখানে একখানা সুরম্য বিহার করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। জেত রাজকুমারের উদ্যানে নির্মিত হয়েছিল বিধায় বিহারটি 'জেতবন' নামে খ্যাত হয়। এই বিহারের জন্য শ্রেষ্ঠীর সর্বমোট চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল।

"জেতবন বিহার দানের দৃশ্য ভারহুতে খোদিত আছে। সেখানে এই শিলালিপিও দৃষ্ট হয়, 'জেতবনে অনধপেডিকে দেতি কোটিসংথতেন কেত'।"—মহামানব গৌতম বুদ্ধ, পৃষ্ঠা ১৬২

গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

তাহলে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়, যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [প্রথম সূত্র]

২. এটি আমার সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২০৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এটি আমার,

এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার আত্মা?”

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল, ভগবানই আমাদের পথপ্রদর্শক এবং ভগবানই আমাদের আশ্রয়। এটিই উত্তম হয় ভন্তে; যদি ভগবানই এটির অর্থ প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণ ভগবান হতে শ্রবণ করে ধারণ করবেন। তাহলে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি তা ভাষণ (দেশনা) করব। “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে... বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ‘এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার আত্মা।’

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, “রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?” “অনিত্য ভন্তে।”... “বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?”... “সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?”... “সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?”... “বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?” “অনিত্য ভন্তে।” “যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?” “দুঃখ ভন্তে।” “যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, ‘এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার আত্মা?’” “না ভন্তে, এরূপ হবে না।”

“যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?” “অনিত্য ভন্তে।” “যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?” “দুঃখ ভন্তে।” “যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, ‘এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত, এটি আমার আত্মা?’” “না ভন্তে, এরূপ হবে না।”

“হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।” [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. সেই আত্মা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২০৮. “হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ‘সেই আত্মা,

সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব?'" ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল...

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকিব।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়—'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকব'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকব'।" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'সেই আত্মা, সেই জগৎ নিত্য, ধ্রুব এবং শাশ্বত। সেই আমি মৃত্যুর পর অপরিবর্তিত স্বভাবে থাকব?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. আমি থাকব না সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২০৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং

কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নেই, আমি থাকব না। ভবিষ্যতেও আমি নেই, আমি থাকব না?'" ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল...

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নেই, আমি থাকব না। ভবিষ্যতেও আমি নেই, আমি থাকব না।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... "সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'আমি এখনো নেই, আমি থাকব না। ভবিষ্যতেও আমি নেই, আমি থাকব না'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'আমি এখনো নেই, আমি থাকব না। ভবিষ্যতেও আমি নেই, আমি থাকব না?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'আমি এখনো নেই, আমি থাকব না। ভবিষ্যতেও আমি নেই, আমি থাকব না?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'এটি হবে না, আমার হবে না এবং ভবিষ্যতেও এটি হবে না, আমার হবে না?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত

হন।” [চতুর্থ সূত্র]

৫. দানে ফল নেই সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১০. “হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ‘দানে ফল নেই, অতিথি সৎকারে ফল নেই, যজ্ঞে ফল নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মে বিপাক নেই, ইহলোক[১] নেই, পরলোক[২] নেই, মাতাপিতার প্রতি সুব্যবহার কিম্বা দুর্ব্যবহারে কোনো ফল নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই। (তারা আরও বলতে পারে) জগতে সম্যক মার্গপ্রাপ্ত, সম্যক প্রতিপন্ন এমন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নেই যারা স্বয়ং অভিজ্ঞাবলে ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করে অপরকে নিশ্চিত করে এসকল সুকর্ম, দুষ্কর্মের ফল বলতে পারে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, চতুর্মহাভৌতিক (দেহধারী) এই ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে থাকে, তখন তার দেহস্থ পৃথিবীধাতু মহাপৃথিবীতে গমনপূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। অপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে গমনপূর্বক উহাতেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়গুলো আকাশে লীন হয়। পাঁচজন পুরুষ খাটিয়ায় করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়া যায়। দাহস্থান পর্যন্ত তার গুণাগুণ বর্ণিত হয়, অস্থিগুলো কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। আহুতিগুলো ভস্মে পরিণত হয়। তাই এই যে দান, এটি নির্বোধের ঘোষণা। যারা বলে দানে ফল আছে, তাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপমাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?’ ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

“হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ‘দানে ফল নেই, অতিথি সৎকারে ফল নেই,... দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না।’

বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, ‘দানে ফল নেই, অতিথি সৎকারে ফল

---

[১] পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক নয় বা ইহলোক নেই।

[২] বর্তমান জন্মের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ পরলোক হবে না বা পরলোক নেই।

নেই,... দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'দানে ফল নেই, অতিথি সৎকারে ফল নেই,... দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়। মরণান্তে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. করো সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করলে বা (অপরের দ্বারা) করালে, দণ্ড দ্বারা পীড়ন করলে বা করালে, শোক উৎপাদন করলে বা করালে, শারীরিক কষ্ট প্রদান করলে বা করালে, বিক্ষুব্ধ করলে বা করালে, প্রাণিহত্যা ও চুরি করলে বা করালে, সিঁদ কাটলে বা কাটালে; গ্রাম লুণ্ঠন, এক এক গৃহ ঘেরাও করে লুট, পথে লুকিয়ে থেকে ডাকাতি করলে, পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ করলে পাপ হয় না। এমনকি পাপ করছি জেনে পাপ করলেও পাপ হয় না। ধারালো ক্ষুরের চক্র ঘুরিয়ে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কেটে মাংসগুলো একত্রে পুঞ্জ বা স্তূপ করলেও পাপ হয় না; পাপের কোনো আগমনও হয় না। যদি কেউ (তীরস্থ লোকদিগকে) হনন, আঘাত, ছেদন, উৎপীড়ন করতে করতে বা করাতে করাতে গঙ্গার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত গমন করে, তার হেতুতে কোনো পাপ হয় না; পাপের আগমনও হয় না। আবার, যদি দান, মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করতে করতে বা করাতে করাতে গঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত গমন করে, সেই হেতুতে

কোনো পুণ্য হয় না, পুণ্যের আগমনও হয় না। দান, দম[১], সংযম এবং সত্যবাক্য ভাষণ দ্বারা কোনো পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না।' ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,...

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করলে বা (অপরের দ্বারা) করালে,... বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'স্বহস্তে ছেদন করলে বা (অপরের দ্বারা) করালে,... কোনো পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?"... কোনো পুণ্য হয় না; পুণ্যের আগমনও হয় না?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. হেতু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তারা সংক্লিষ্ট হয়ে থাকে। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই। হেতু, প্রত্যয় ব্যতীত তারা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। (তৎনিমিত্ত) তাদের বল, বীর্য, শক্তি, পরাক্রমের প্রয়োজন নেই। সকল সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত,

---

[১] কুকর্ম হতে মনোনিবৃত্তি। কুকর্ম সম্পাদন না করিতে চিত্তকে শাসন করা, দমন করা। ভালো কর্মে চিত্তকে বশীভূতকরণ।

জীব অবশ, বল, বীর্যহীন হইয়াও নিয়তি সংযোগে পরিচালিত হয়ে ষড়বিধ জাতিভুক্ত হয়ে স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে?'" ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই।... বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই।... সুখ-দুঃখ অনুভব করে'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই।... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্যতার পিছনে কোনো প্রকার হেতু ও প্রত্যয় নেই।... সুখ-দুঃখ অনুভব করে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [সপ্তম সূত্র]

৮. মহাদৃষ্টি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ[১], অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ[১], অচল স্তম্ভসদৃশ।

---

[১] যাহা কোনো আদেশবিশেষ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

এগুলো গতিহীন, বিকারহীন। এগুলো একে অপরের বিরোধী নয়; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নয়, বা সুখ-দুঃখ দাতা নয়। সেই সাত বিষয় কী কী? পৃথিবীকায়, অপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম সত্ত্ব-জীব। এই সপ্ত বিষয় অকৃত, অকৃত-বিধ, অনির্মিত, নির্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভসদৃশ। এগুলো গতিহীন, বিকারহীন; একে অপরের বিরোধী; একে অপরের সুখ-দুঃখের কারণ নয়, বা সুখ-দুঃখ দাতা নয়। তাই কেউ যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা কারও শিরচ্ছেদ করে, সে ত দ্বারা তার জীবন নাশ করে না; তাতে সপ্ত বিষয়ের মধ্যস্থ শূন্যস্থানে অস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র। (ভিক্ষুগণ) প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ, ছয় সহস্র, ছয়শত। যা পাঁচশত প্রকার কর্ম দ্বারা, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় পরিগ্রহ করে তিন প্রকার কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্ম সম্পাদন করায় এসকল কর্মে কর্ম[২] এবং অর্ধকর্ম[৩]ও আছে। দ্বি-ষষ্ঠী[৪] পর্যায়, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ষড়-অভিজাতি[৫], অষ্ট পুরুষ[৬]-ভূমি, ঊনপঞ্চাশ শত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশ শত নাগবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নিগ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য,

---

[১] অনুভূতিহীন।

[২] কর্ম বলতে এখানে কায়িক ও বাচনিক কর্মকে একত্রে ধরা হয়েছে।—অট্ঠকথা

[৩] অর্ধকর্ম বলতে মানসিক কর্মকে ধরা হয়েছে।—অট্ঠকথা

[৪] একটি কল্পে চৌষট্টিটা অন্তরকল্প থাকে। তারা বাষট্টিটা সম্বন্ধে জ্ঞাত, অপর দুটি তাদের অজ্ঞাত। তাই বাষট্টি অন্তরকল্পের হিসাব করে থাকে।—সংযুক্তনিকায় অট্ঠকথা

[৫] ষড়বিধ অভিজাতি—(১) কৃষ্ণাভিজাতি (ব্যাধ, চোর প্রভৃতি কয়েদি প্রভৃতি ক্রুরকর্মা), (২) নীলাভিজাতি (ভিক্ষু, প্রব্রজিত প্রভৃতি, কণ্টকময় বৃত্তিধারী), (৩) লোহিতাজাতি (একবস্ত্র পরিধানকারী নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী), (৪) হরিদ্রাতিজাতি (শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী গৃহী অচেলক শ্রাবক), (৫) শুক্লাভিজাতি (আজীবক সন্ন্যাসী), (৬) পরম শুক্লাভিজাতি (নন্দবচ্ছ, কৃশ সাংকৃত্য ও মক্ষলি গোসাল প্রমুখ তীর্থিয়গণ)। সংযুক্তনিকায় অট্ঠকথা

[৬] অষ্ট পুরুষ-ভূমি : মানুষের অষ্টবিধ ভূমি বা অবস্থা। যথা : (১) মন্দভূমি (মাতৃকুক্ষি হতে নিষ্ক্রান্তের সময় প্রাপ্ত দুঃখে শিশু যে জন্মের সপ্তম দিবস পর্যন্ত ভোঁতা অবস্থায় থাকে, সেই সময়), (২) খিড্ডাভূমি (দুর্গতি হতে আগতরা ক্রন্দন, চিৎকার করে আর সুগতি হতে আগতরা সেই সুখের কথা স্মরণ করে সহাস্য থাকে—এইভাবে খেলার সময়), (৩) বীমংসকভূমি (মাতাপিতার হাত, পদ ও খাট, চেয়ার প্রভৃতি গ্রহণ করে পদ নিক্ষেপণের সময়), (৪) উজুগতভূমি (হাঁটিতে সক্ষম সময়), (৫) সেখভূমি (বিদ্যাশিক্ষা করার সময়), (৬) সমণভূমি (গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস সময়), (৭) জাননভূমি (আচার্যকে সেবা করে তার নিকট হতে অভিজ্ঞাত গ্রহণের সময়), (৮) পন্নভূমি (শ্রমণের অলাভ বা পতিত সময়)।—সংযুক্তনিকায় অট্ঠকথা

সাত পিশাচ, সাত সর (উচ্চ শ্রেণির দেবতাবিশেষ), সাত গ্রন্থি, সাত প্রপাত, সাত শত প্রপাত, সাত স্বপ্ন, সাত শত স্বপ্ন, চুরাশি লক্ষ মহাকল্প যাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তসাধন করবে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, 'আমি এই শীল, ব্রত, তপঃ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ব কর্মের সাধন করব এবং পরিপক্ব কর্মকে ভোগ করে উহার অন্তসাধন করব', কিন্তু তা নয় বা তারা কৃতকার্য হবে না। সংসারের দ্রোণীজাত সুখ দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নেই, বৃদ্ধিও নেই, উৎকর্ষও নেই, অপকর্ষও নেই। যেইরূপ সূত্রগুল ক্ষিপ্ত হলে তার বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাবে—এরূপ তারা প্রকাশ করে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত... বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত... সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাবে, এরূপ তারা প্রকাশ করে'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'এই সপ্ত বিষয় অকৃত-বিধ, অনির্মিত... সুখ-দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাবে, এরূপ তারা প্রকাশ করে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়—সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [অষ্টম সূত্র]

৯. শাশ্বতদৃষ্টি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৪. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক (জগৎ) শাশ্বত?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক শাশ্বত'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'লোক শাশ্বত?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'লোক শাশ্বত?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [নবম সূত্র]

১০. অশাশ্বতদৃষ্টি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৫. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অশাশ্বত?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে... হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... "বেদনা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংজ্ঞা নিত্য নাকি অনিত্য?"... "সংস্কার নিত্য নাকি অনিত্য?"... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'লোক অশাশ্বত?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'লোক অশাশ্বত?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [দশম সূত্র]

১১. অন্তবান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৬. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অন্তবান (সীমিত)?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [একাদশ সূত্র]

১২. অনন্তবান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৭. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'লোক অনন্তবান?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩. যেই জীব সেই শরীর সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৮. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কীসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'যেই জীব সেই শরীর?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [ত্রয়োদশ সূত্র]

১৪. জীব এক শরীর অন্য সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২১৯. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'জীব এক শরীর অন্য?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [চতুর্দশ সূত্র]

১৫. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২০. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [পঞ্চদশ সূত্র]

১৬. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [ষষ্ঠদশ সূত্র]

১৭. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, থাকে না সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব (একাধারে) থাকে কি থাকে না?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [সপ্তদশ সূত্র]

১৮. তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নয় সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... "হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না... ।"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"যা এরূপ দৃষ্ট, শ্রুত, অনুমিত, জ্ঞাত, প্রাপ্ত, নির্ণীত, ভাবিত, বিবেচিত তা নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু আর্যশ্রাবকের এই বিষয়াদির প্রতি শঙ্কা প্রহীন হয়; যথা : দুঃখে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ সমুদয়ে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধে শঙ্কা প্রহীন হয়, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় শঙ্কা প্রহীন হয়, সেহেতু আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে অভিহিত হন।" [অষ্টাদশ সূত্র]

স্রোতাপত্তি বর্গ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় গমন বর্গ

১. বাতাস সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... "হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না,... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'। বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না,... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না,... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে ?'" "বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী, তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না,... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।" [প্রথম সূত্র]

২. এটি আমার সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২২৫-২৪০. (আগের বর্গের মতো করে এখানে মোট আঠারোটি সূত্রের বর্ণনা বিস্তারিত করতে হবে।)

১৮. অস্তিত্ব থাকে না, থাকে না তাও নয় সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪১. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়'।"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়'।" [অষ্টাদশ সূত্র]

১৯. আত্মা রূপী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪২. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত ইবার কারণে এরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য[১] অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" [ঊনবিংশতি সূত্র]

---

[১] অরোগাতি নিচ্চং—প-সূ.।

২০. আত্মা অরূপী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৩. "হে ভিক্ষুগণ কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" (পেয়্যাল) বিংশতি সূত্র।

২১. আত্মা রূপী ও অরূপী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৪. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপতৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা রূপী ও অরূপী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"... [একবিংশতি সূত্র]

২২. আত্মা নৈবরূপী-নারূপী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৫. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা নৈবরূপী-নারূপী (অরূপীও নয়, রূপীও নয়) এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"... [দ্বাবিংশতি সূত্র]

২৩. একান্ত সুখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৬. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"... [ত্রয়োবিংশতি সূত্র]

২৪. একান্ত দুঃখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৭. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"... [চতুর্বিংশতি

সূত্র]

২৫. সুখ-দুঃখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৮. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা সুখ-দুঃখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"... [পঞ্চবিংশতি সূত্র]

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৪৯. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ

মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"হে ভিক্ষুগণ, এরূপে দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এবং দুঃখের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" [ষষ্ঠবিংশতি সূত্র]

দ্বিতীয় গমন বর্গ সমাপ্ত।

৩. তৃতীয় গমন বর্গ

১. বাতাস বয় না সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৫০. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না... বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।'"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য তা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য তা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে'।" [প্রথম সূত্র]

২৫১-২৭৪. (দ্বিতীয় বর্গের ন্যায় এই চব্বিশটি সূত্র পূরণ করতে হবে।) পঞ্চবিংশতি সূত্র।

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।'"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।"... বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য তা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার

কারণে এরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।'"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদনে কি আর এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'" "না ভন্তে, এরূপ হবে না।"

"ভিক্ষুগণ, যা অনিত্য তা দুঃখ। সেই দুঃখের উপস্থিতিতে, দুঃখ তৃষ্ণার কারণে এরূপ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।" [ষষ্ঠবিংশতি সূত্র]

তৃতীয় গমন বর্গ সমাপ্ত।

৪. চতুর্থ গমন বর্গ

১. বাতাস বয় না সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

২৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কীরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না, নদীগুলো প্রবাহিত হয় না, গর্ভিণীরা প্রসব করে না, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় না, অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'বাতাস বয় না,... অস্তগমন করে না সবই স্তম্ভের ন্যায় স্থির থাকে।'"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, "রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তা কি তোমরা এরূপে দর্শন করতে পার—'এটি

আমার, এতে আমি অবস্থিত এবং এটি আমার আত্মা?'" "না ভন্তে, এরূপে দেখতে পারি না।"

"বেদনা... "সংজ্ঞা... "সংস্কার... "বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?" "অনিত্য ভন্তে।" "যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?" "দুঃখ ভন্তে।" "যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তা কি তোমরা এরূপে দর্শন করতে পার—'এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত এবং এটি আমার আত্মা?'" "না ভন্তে, এরূপে দেখতে পারি না।"

"তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ—'আমার নয়, তাতে আমি অবস্থিত নই এবং তা আমার আত্মাও নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করতে হবে।... সমস্ত বেদনা... সমস্ত সংজ্ঞা... সমস্ত সংস্কার... সমস্ত বিজ্ঞান—'আমার নয়, তাতে আমি অবস্থিত নই এবং তা আমার আত্মাও নয়' এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করতে হবে।

"এভাবে দর্শন করে... আমার আর অন্য কর্তব্য নেই' বলে সম্যকরূপে জানেন।" [প্রথম সূত্র]

২৭৭-৩০০. (এই চব্বিশটি সূত্র দ্বিতীয় বর্গের ন্যায় পূরণ করতে হবে।) পঁচিশতম সূত্র।

২৬. না-দুঃখী না-সুখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০১. "হে ভিক্ষুগণ, কিসের উপস্থিতিতে, কিরূপ তৃষ্ণার কারণে এবং কিসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?'"

ভন্তে, ভগবানই আমাদের মূল,... ।

ভগবান এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, রূপের উপস্থিতিতে, রূপতৃষ্ণার কারণে এবং রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।' বেদনার উপস্থিতিতে... সংজ্ঞার উপস্থিতিতে... সংস্কারের উপস্থিতিতে... বিজ্ঞানের উপস্থিতিতে, বিজ্ঞান তৃষ্ণার কারণে এবং বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় যে, 'মরণের পর আত্মা না-দুঃখী না-সুখী এবং নিত্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে'।"

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কী মনে কর, “রূপ নিত্য নাকি অনিত্য?” “অনিত্য ভন্তে।” “যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?” “দুঃখ ভন্তে।” “যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তা কি তোমরা এরূপে দর্শন করতে পার—‘এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত এবং এটি আমার আত্মা?’” “না ভন্তে, এরূপে দেখতে পারি না।”

“বেদনা... “সংজ্ঞা... “সংস্কার... “বিজ্ঞান নিত্য নাকি অনিত্য?” “অনিত্য ভন্তে।” “যা অনিত্য তা দুঃখ নাকি সুখ?” “দুঃখ ভন্তে।” “যা অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণামধর্মী; তা কি তোমরা এরূপে দর্শন করতে পার—‘এটি আমার, এতে আমি অবস্থিত এবং এটি আমার আত্মা?’” “না ভন্তে, এরূপে দেখতে পারি না।”

“তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ, অতীত, অনাগত, বর্তমান, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী সমস্ত রূপ—‘আমার নয়, তাতে আমি অবস্থিত নই এবং তা আমার আত্মাও নয়’ এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করতে হবে।... সমস্ত বেদনা... সমস্ত সংজ্ঞা... সমস্ত সংস্কার... সমস্ত বিজ্ঞান—‘আমার নয়, তাতে আমি অবস্থিত নই এবং তা আমার আত্মাও নয়’ এরূপে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করতে হবে।

“এভাবে দর্শন করে শ্রুতবান আর্যশ্রাবক রূপের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বেদনার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংজ্ঞার প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, সংস্কারের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। নির্বেদ-হেতু বিরাগপ্রাপ্ত হন। বিরাগ-হেতু বিমুক্ত হন। বিমুক্ত-হেতু বিমুক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। “জন্ম ক্ষয় হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং ইহজীবনে আসবক্ষয়ের জন্য আমার আর অন্য কর্তব্য নেই” বলে সম্যকরূপে জানেন।” [ষষ্ঠবিংশতি সূত্র]

চতুর্থ গমন বর্গ সমাপ্ত।

দৃষ্টি-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৪. আগত-সংযুক্ত

১. চক্ষু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী[১], অন্যথভাবী[২]; শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; কায়-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; মন-ইন্দ্রিয় অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। তার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়। কারণ তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়ে থাকে।

"ভিক্ষুগণ, এরূপে যার এই ধর্মগুলো প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হতে তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হয়ে থাকেন। ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলো এরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [প্রথম সূত্র]

২. রূপ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৩. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শব্দ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; গন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; রস অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ধর্ম অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

---

[১] সতত পরিবর্তনশীল।

[২] অন্যথভাবী (এক অবস্থায় থাকে না)।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। তার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়। কারণ তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়ে থাকে।"

"ভিক্ষুগণ, এরূপে যার এই ধর্মগুলো প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হতে তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হয়ে থাকেন। ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলো এরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. বিজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৪. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; কায়-বিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; মনোবিজ্ঞান অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. সংস্পর্শ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৫. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; কায় সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; মন সংস্পর্শ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. সংস্পর্শজ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৬. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; কায় সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; মন সংস্পর্শজ বেদনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. রূপসংজ্ঞা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৭. "হে ভিক্ষুগণ, রূপসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শব্দসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; গন্ধসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; রসসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; স্পর্শসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ধর্মসংজ্ঞা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. রূপ-সঞ্চেতনা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৮. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শব্দ-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; গন্ধ-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; রস-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; স্পর্শ-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ধর্ম-সঞ্চেতনা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [সপ্তম সূত্র]

৮. রূপতৃষ্ণা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩০৯. "হে ভিক্ষুগণ, রূপতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; শব্দতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; গন্ধতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; রসতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; স্পর্শতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; ধর্মতৃষ্ণা অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [অষ্টম সূত্র]

৯. পৃথিবীধাতু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১০. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; আপধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; তেজধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; বায়ুধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; আকাশধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; বিজ্ঞানধাতু অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী... নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।" [নবম সূত্র]

১০. স্কন্ধ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপস্কন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; বেদনাস্কন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; সংজ্ঞাস্কন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; সংস্কারস্কন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী, অন্যথভাবী; বিজ্ঞানস্কন্ধ অনিত্য, বিপরিণামী অন্যথভাবী।

ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলোতে এরূপ বিশ্বাস রেখে শ্রদ্ধান্বিত হন, অনুরক্ত হন তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। তার পক্ষে এই কর্ম সম্পাদন সেই

সময় থেকে অসম্ভব হয়, যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়। কারণ তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়ে থাকে।”

“ভিক্ষুগণ, এরূপে যার এই ধর্মগুলো প্রজ্ঞা দ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় তাকেই বলা হয় ধর্মানুসারী, লক্ষ্যপথে আগত, সৎপুরুষভূমিতে আগত এবং পৃথগ্‌জনভূমি হতে অপগত। যেই কর্ম সম্পাদন করলে নিরয়, তির্যক ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হতে হয়, সেই কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ। যখন হতে তার স্রোতাপত্তিফল লাভ হয় তখন থেকেই সেই কর্ম সম্পাদনে অতীত হয়ে থাকেন। ভিক্ষুগণ, যিনি এই ধর্মগুলো এরূপে সম্যকভাবে জানেন, দর্শন করেন, তাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।” [দশম সূত্র]

আগত-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৫. উৎপত্তি-সংযুক্ত

১. চক্ষু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি... ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি... কায়-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি... মন-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ.... ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ... জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ... কায়-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ... মন-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [প্রথম সূত্র]

২. রূপ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৩. "হে ভিক্ষুগণ, রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। শব্দের... গন্ধের... রসের... স্পর্শের... ধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রূপের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। শব্দের... গন্ধের... রসের... স্পর্শের... ধর্মের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. বিজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৪. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞানের নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... মনোবিজ্ঞানের নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. সংস্পর্শ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৫. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... মন-সংস্পর্শের উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্ষু-সংস্পর্শের নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... মন-সংস্পর্শের নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়।"[চতুর্থ সূত্র]

৫. সংস্পর্শজ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৬. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-সংস্পর্শজ (চক্ষুসংস্পর্শ হতে জাত) বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... মনোসংস্পর্শজ বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... মনোসংস্পর্শজ বেদনার নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. সংজ্ঞা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৭. "হে ভিক্ষুগণ, রূপসংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... ধর্মসংজ্ঞার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রূপসংজ্ঞার নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... ধর্মসংজ্ঞার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. সঞ্চেতনা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৮. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ-সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... ধর্ম-সঞ্চেতনার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রূপ-সঞ্চেতনার নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... ধর্ম-সঞ্চেতনার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [সপ্তম সূত্র]

৮. তৃষ্ণা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩১৯. "হে ভিক্ষুগণ, রূপতৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি... জরামরণের আবির্ভাব হয়... ধর্মতৃষ্ণার উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রূপতৃষ্ণার নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়... ধর্মতৃষ্ণার নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [অষ্টম সূত্র]

৯. ধাতু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২০. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। অপধাতুর... তেজধাতুর... বায়ুধাতুর... আকাশধাতুর... বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতুর নিরোধ... জরামরণের তিরোধান হয়। অপধাতুর... তেজধাতুর বায়ুধাতুর... আকাশধাতুর... বিজ্ঞানধাতুর নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [নবম সূত্র]

১০. স্কন্ধ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, পুনরুৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে অশেষ দুঃখের উৎপত্তি, রোগের স্থিতি এবং জরামরণের আবির্ভাব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, রূপের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়। বেদনার... সংজ্ঞার... সংস্কারের... বিজ্ঞানের নিরোধ, প্রশমন এবং তিরোধান-হেতু অশেষ দুঃখের নিরোধ, রোগের উপশম এবং জরামরণের তিরোধান হয়।" [দশম সূত্র]

উৎপত্তি-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৬. ক্লেশ-সংযুক্ত

১. চক্ষু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২২. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রবণে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। ঘ্রাণে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। জিহ্বাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। কায়তে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। মনেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [প্রথম সূত্র]

২. রূপ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৩. "হে ভিক্ষুগণ, রূপেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দেতে... গন্ধেতে... রসেতে... স্পর্শেতে... ধর্মেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. বিজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৪. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র-বিজ্ঞানেতে... ঘ্রাণ-বিজ্ঞানেতে... জিহ্বা-বিজ্ঞানেতে... কায়-বিজ্ঞানেতে... মনোবিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়,

তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. সংস্পর্শ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৫. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু-সংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র-সংস্পর্শতে... ঘ্রাণ-সংস্পর্শতে... জিহ্বা-সংস্পর্শতে... কায়-সংস্পর্শতে... মনোসংস্পর্শতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. সংস্পর্শজ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৬. "হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু সংস্পর্শজতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শ্রোত্র সংস্পর্শজতে... ঘ্রাণ সংস্পর্শজতে... জিহ্বা সংস্পর্শজতে... কায় সংস্পর্শজতে... মন সংস্পশর্জতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. সংজ্ঞা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৭. "হে ভিক্ষুগণ, রূপসংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দসংজ্ঞাতে... গন্ধসংজ্ঞাতে... রসসংজ্ঞাতে... স্পর্শসংজ্ঞাতে... ধর্মসংজ্ঞাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়,

তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. সঞ্চেতনা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৮. "হে ভিক্ষুগণ, রূপ-সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দ-সঞ্চেতনাতে... গন্ধ-সঞ্চেতনাতে... রস-সঞ্চেতনাতে... স্পর্শ-সঞ্চেতনাতে... ধর্ম-সঞ্চেতনাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [সপ্তম সূত্র]

৮. তৃষ্ণা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩২৯. "হে ভিক্ষুগণ, রূপতৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। শব্দতৃষ্ণাতে... গন্ধতৃষ্ণাতে... রসতৃষ্ণাতে... স্পর্শতৃষ্ণাতে... ধর্মতৃষ্ণাতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [অষ্টম সূত্র]

৯. ধাতু সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩০. "হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ। আপধাতুতে... তেজধাতুতে... বায়ুধাতুতে... আকাশধাতুতে... বিজ্ঞানধাতুতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়,

তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [নবম সূত্র]

১০. স্কন্ধ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩১. "হে ভিক্ষুগণ, রূপেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ... বিজ্ঞানেতে যেই ছন্দরাগ উৎপন্ন হয় তা চিত্তে অশেষ উপক্লেশ।

ভিক্ষুগণ, যদি এই ষড়বিধ স্থানে ভিক্ষুর চিত্তে উপক্লেশগুলো প্রহীন হয়, তাতে তার চিত্ত নৈষ্ক্রম্যের দিকে নমিত হয়। এবং নৈষ্ক্রম্য পরিভাবিত চিত্ত অভিজ্ঞা দ্বারা করণীয় ধর্মগুলোতে চিত্তের কর্ম সংস্কার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" [দশম সূত্র]

ক্লেশ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৭. সারিপুত্র-সংযুক্ত

১. বিবেকজ সূত্র

৩৩২. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। একদা তিনি পূর্বাহ্নে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করলেন। (শ্রাবস্তীতে) পিণ্ডাচরণ শেষান্তে আহার গ্রহণপূর্বক অপরাহ্নে দিবা-বিহারের নিমিত্তে যেখানে অন্ধবন তথায় উপস্থিত হলেন। সেই অন্ধবনে প্রবেশ করে কোনো এক বৃক্ষমূলে দিবা-বিহারের জন্য উপবেশন করলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান সারিপুত্র দিবাবসানে বিবেকবাস হতে উত্থিত হয়ে যেখানে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরাম তথায় উপস্থিত হলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন (অত্যাধিক নির্মল), মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"আয়ুষ্মান আনন্দের উত্তরে সারিপুত্র বললেন, বন্ধু, ইদানিং আমি কাম অকুশল প্রবৃত্তিগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও বিবেকজনিত (নির্জনতা জনিত) প্রীতি-সুখসমন্বিত প্রথম, ধ্যানস্তরে প্রবেশপূর্বক অবস্থান করেছি। সেই হেতুতে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি—'আমি প্রথম ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি।' তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়গুলো চিরকালের জন্য সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, 'আমি প্রথম ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [প্রথম সূত্র]

২. অবিতর্ক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৩. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে অভ্যন্তরীণ সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক ও বিচারহীন এবং সমাধিজনিত প্রীতি-সুখসমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি। সেই হেতুতে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি।' তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়গুলো চিরকালের জন্য সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তদ্ধেতু তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি—'আমি দ্বিতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. প্রীতি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৪. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাভাবে অবস্থানপূর্বক স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানে দৈহিক সুখ অধিগত করে অবস্থান করছি। যেই অবস্থায় থাকলে আর্যগণ উহাকে উপেক্ষাসম্পন্ন স্মৃতিমান সুখবিহারী বলে থাকেন, আমি সেই তৃতীয় ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, 'আমি তৃতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি।' তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়গুলো চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তদ্ধেতু তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি—'আমি তৃতীয় ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. উপেক্ষা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৫. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সুখ-দুঃখ পরিহারপূর্বক সুখ-দুঃখহীন পরিশুদ্ধ উপেক্ষা স্মৃতিসম্পন্ন হয়ে চতুর্থ ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি। সেই হেতুতে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, 'আমি চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি।' তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়গুলো চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে 'আমি চতুর্থ ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. আকাশ অনন্তায়তন সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৬. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তঁহার উদ্দেশে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল প্রকার রূপসংজ্ঞা সমতিক্রম করে প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তমিত করে নানাত্বসংজ্ঞার প্রতি অমনযোগবশে অনন্ত আকাশ ভাবনায় আকাশ অনন্তায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীয়ত হয়ে অবস্থান করছি... ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. বিজ্ঞান অনন্তায়তন সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৭. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, "বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?"

"বন্ধু, ইদানিং আমি সকল আকাশ অনন্তায়তন সমতিক্রম করে অনন্ত বিজ্ঞান ভাবনা করে বিজ্ঞান অনন্তায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি... ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি'।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. আকিঞ্চনায়তন সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৮. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে

দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, “বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?”

“বন্ধু, ইদানিং আমি সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমতিক্রম করে কিছুই নাই ভাবনা করে আকিঞ্চনায়তন নামক ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি... ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি’।” [সপ্তম সূত্র]

৮. নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৩৯. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, “বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?”

“বন্ধু, ইদানিং আমি সকল আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি... ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি’।” [অষ্টম সূত্র]

৯. নিরোধসমাপত্তি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪০. আয়ুষ্মান আনন্দ দূর হতে আগমনরত আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে দেখতে পেলেন। দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে এরূপ বললেন, “বন্ধু, সারিপুত্র, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো বিপ্রসন্ন, মুখবর্ণ পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র দেখাচ্ছে। আয়ুষ্মান সারিপুত্র, অদ্য কী প্রকারে অতিবাহিত করেছেন?”

“বন্ধু, ইদানিং আমি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধঅর্থাৎ নিরোধসমাপত্তি ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করছি। অথচ সেই হেতুতে আমার এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, ‘আমি নিরোধসমাপত্তি ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি।’ তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের অহংকার, অনুরাগ, মানানুশয়গুলো চিরদিনের জন্য সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তদ্ধেতু আয়ুষ্মান সারিপুত্রের এরূপ চিন্তার উদয় হয়নি যে, ‘আমি নিরোধসমাপত্তি ধ্যানস্তরে নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্যানস্তর হতে উত্থিত হয়েছি’।” [নবম সূত্র]

১০. সূচিমুখী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪১. এক সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাজগৃহের বেণুবনে, কলন্দক[১] নিবাপে অবস্থান করছিলেন। একদা তিনি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধানপূর্বক পাত্র গ্রহণ করে পিণ্ডাচরণার্থে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করলেন। তথায় সপাদানিক পিণ্ডাচরণ করে অন্যতর এক বৃক্ষমূলকে আশ্রয় করে পরিভোগে রত হলেন। সেই সময়ে সূচিমুখী নাম্নী জনৈকা পরিব্রাজিকা আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এরূপ বললেন :

"হে শ্রামণ, আপনি অধোমুখী হয়ে কেন আহার করছেন?" (তৎশ্রবণে সারিপুত্র বললেন,) "না ভগিনি, আমি অধোমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছি না।" "তাহলে হে শ্রমণ, আপনি কি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আহার করছেন?" "না ভগিনি, আমি ঊর্ধ্বমুখী হয়েও আহার করছি না।" "তাহলে শ্রমণ কি দিশামুখী হয়ে আহার করছেন?" "না ভগিনি, আমি দিশামুখী হয়েও আহার করছি না।" "তাহলে শ্রমণ কি বিদিশামুখী হয়ে আহার করছেন?" "না ভগিনি, আমি বিদিশামুখী হয়েও আহার করছি না।"

"হে শ্রমণ, আপনাকে "অধোমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছেন" কি না জিজ্ঞেস করলে, আপনি বললেন "না ভগিনি, আমি অধোমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছি না।" "তাহলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছেন" কি না জিজ্ঞেস করলে, আপনি পুনঃ বললেন "না ভগিনি, আমি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছি না।" "তাহলে দিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছেন" বলে জিজ্ঞেস করলে, আপনি একইভাবে বললেন "না ভগিনি, আমি দিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছি না।" "তাহলে বিদিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছেন" বলে জিজ্ঞেস করলেও আপনি সেই পূর্বের ন্যায় বললেন "না

---

[১] বেণুবনকে কলন্দক নিবাপ বা কাঠবিড়ালদের বাসস্থানও বলা হয়। কথিত আছে, একদা যুবরাজ বিম্বিসার প্রমোদ ভ্রমণে সঙ্গীদের নিয়ে এই উদ্যানে এসেছিলেন। প্রমোদের এক পর্যায়ে প্রকাণ্ডে এক বৃক্ষমূলে ঘুমিয়ে পড়লেন। তার সঙ্গীরাও অন্যত্র বিশ্রামে রত হলেন। ইত্যবসরে এক বিষধর সর্প তার শিয়রের দিকে ফণা তুলে ছোবলোদ্যত হলো। বৃক্ষ থেকে এক কাঠবিড়াল সেই দৃশ্য দেখে বিকট আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ জাগ্রত হলেন এবং সর্পের ছোবলোদ্যত ফণা বিস্তারের কবল হতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। যুবরাজ কাঠবিড়ালী দ্বারা জীবন রক্ষা পেয়ে ভেবে কৃতজ্ঞতাবশত তথায় বিভিন্ন ফল-ফুলের বাগান করিয়ে, কাঠবিড়ালদিগের প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করেন। তাই এ স্থানটি কলন্দক নিবাপ বলে খ্যাত।

ভগিনি, আমি বিদিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করছি না।” তা হলে, শ্রমণ, আপনি কিভাবে আহার গ্রহণ করেন?

“হে ভগিনি, যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বাস্তুবিদ্যা[১] নামক তিরশ্চান (হীন) বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অধোমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নক্ষত্রবিদ্যা[২] নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা মিথ্যা জীবিকায় নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দৌতকার্যে[৩] নিযুক্ত হয়ে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করেন। যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অঙ্গবিদ্যা[৪] নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদিশামুখী হয়ে আহার গ্রহণ করেন।”

“হে ভগিনি, আমি বাস্তুবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। নক্ষত্রবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। দৌতকার্যে নিযুক্ত হয়ে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। এবং অঙ্গবিদ্যা নামক হীন বিদ্যাবলম্বনে মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি না। আমি ধর্মানুরূপে আহার অন্বেষণ করি, অন্বেষণ করে তা পরিভোগ করে থাকি।”

অতঃপর সূচীমুখী পরিব্রাজিকা অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে যথাক্রমে রাজগৃহের যেখানে রথে গমনযোগ্য তথায় রথে গমন করে, যেখানে চৌরাস্তা তথায় উপস্থিত হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে এরূপ বলতে লাগলেন, “আপনারা সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদেরকে আহার প্রদান করুন; তাঁরা ধর্মানুরূপে ও পরিশুদ্ধভাবে আহার পরিভোগ করে থাকেন।” [দশম সূত্র]

সারিপুত্র-সংযুক্ত সমাপ্ত।

---

[১] ভূমি দেখে উহা কোনো ফল-শয্যাদি ফলনের এবং বসবাসের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

[২] অদ্য এই নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে গমন করা উচিত, এটি এটি করা উচিত। এবং এই নক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হলে এই ফল হবে, বিপথে গতি হলে এই ফল হবে তা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

[৩] গৃহীকর্তৃক “এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, এটি নিয়ে আস, এটি ওইস্থানে নিয়ে যাও” এইরূপে আদিষ্ট হয়ে যথায়-তথায় গমনাগমন করার নাম দৌতকার্য। (অট্ঠকথা)

[৪] স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক লক্ষণ দেখে তার এই নাম হওয়া উচিত এবং তার এই এই স্বভাব হবে, তা নির্ণয় করার কৌশল। (অট্ঠকথা)

৮. নাগ-সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪২. "হে ভিক্ষুগণ, নাগযোনি চার প্রকার। সেইগুলি কী কী? যথা : ১) অণ্ডজ নাগযোনি ২) জরায়ুজ নাগযোনি ৩) সংস্বেদজ নাগযোনি এবং ৪) ঔপপাতিক নাগযোনি।

ভিক্ষুগণ, এটিই চার প্রকার নাগযোনি। [প্রথম সূত্র]

২. শ্রেষ্ঠতর সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৩. "হে ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে চার প্রকার নাগযোনি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ১) অণ্ডজ নাগযোনি ২) জরায়ুজ নাগযোনি ৩) সংস্বেদজ নাগযোনি এবং ৪) ঔপপাতিক নাগযোনি।

ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে অণ্ডজ নাগযোনি অপেক্ষা জরায়ুজ, সংস্বেদজ এবং ঔপপাতিক নাগযোনি শ্রেষ্ঠতর। আবার অণ্ডজ, জরায়ুজ নাগযোনি অপেক্ষা সংস্বেদজ ও ঔপপাতিক নাগযোনি শ্রেষ্ঠতর। এবং অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ নাগযোনি অপেক্ষা ঔপপাতিক নাগযোনি শ্রেষ্ঠতর।

ভিক্ষুগণ, এটিই চার প্রকার নাগযোনি। [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. উপোসথ সূত্র

৩৪৪. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কোন কোন অণ্ডজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে উপোসথব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কোনো কোনো অণ্ডজ নাগের এরূপ চিন্তা উদিত হয়—'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হয়েছিল। সেই কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়েছি। অদ্য হতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে

পারব। এই মনে করে বলে, ওহে, চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোনো কোনো অণ্ডজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে (মনুষ্যবেশে) উপোসথব্রত পালন করে।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. দ্বিতীয় উপোসথ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৫. একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। আর উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কোন কোন জরায়ুজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে উপোসথব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে... ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোনো কোনো জরায়ুজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে (মনুষ্যবেশে) উপোসথব্রত পালন করে।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. তৃতীয় উপোসথ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৬. একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। আর উপবিষ্ট অবস্থায় ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কোন কোন সংস্বেদজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে (মনুষ্যবেশে) উপোসথব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে... ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোনো কোনো সংস্বেদজ নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে (মনুষ্যবেশে) উপোসথব্রত পালন করে।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. চতুর্থ উপোসথ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৭ ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কোন কোন ঔপপাতিক নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে উপোসথব্রত পালন করে?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কোনো কোনো ঔপপাতিক নাগের এরূপ চিন্তা

উদিত হয়—'পূর্বে আমার কর্তৃক কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদিত হয়েছিল। সেই কর্মের বিপাকস্বরূপ দেহাবসানে মৃত্যুর পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়েছি। অদ্য হতে যদি কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি, তাহলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হতে পারব। এই মনে করে বলে, ওহে, চলুন, এখন থেকেই আমরা কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করি।'

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কোনো কোনো ঔপপাতিক নাগ নাগদেহ পরিত্যাগ করে (মনুষ্যবেশে) উপোসথব্রত পালন করে।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. শ্রবণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" [সপ্তম সূত্র]

৮. দ্বিতীয় শ্রবণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"... ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" [অষ্টম সূত্র]

৯. তৃতীয় শ্রবণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৫০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"... ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" [নবম সূত্র]

১০. চতুর্থ শ্রবণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।" [দশম সূত্র]

১১-২০. অণ্ডজ দানুপকার সূত্র দশক

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৫২-৩৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ নাগকুলে

উৎপন্ন হওয়ার জন্য অন্ন দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"... পানীয় দান করে... বস্ত্র দান করে... যান দান করে... মালা দান করে... গন্ধ দান করে... বিলেপন দ্রব্য দান করে... শয্যা দান করে... আবাস-গৃহ দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

২১-৫০. জরায়ুজ দানুপকার সূত্র ত্রিশটি

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৬২-৩৯১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ নাগকুলে... দেহাবসানে মরণের পর সংস্বেদজ নাগকুলে... দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়?"

হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক নাগেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হওয়ার জন্য অন্ন দান করে.. পানীয় দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক নাগকুলে উৎপন্ন হয়।"

(এই পেয়্যাল দিয়ে মোট দশটি দশটি করে সূত্র বিস্তৃত করা কর্তব্য। এভাবে চার যোনিতে চল্লিশটি বর্ণনা হয়ে থাকে। আগের দশটি সূত্রসহ মোট পঞ্চাশটি সূত্র হয়।)

নাগ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

৯. সুপর্ণ-সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৯২. হে ভিক্ষুগণ, সুপর্ণ যোনি চার প্রকার। সেইগুলি কী কী? যথা : ১) অণ্ডজ সুপর্ণ যোনি ২) জরায়ুজ সুপর্ণ যোনি ৩) সংস্বেদজ সুপর্ণ যোনি ৪) ঔপপাতিক সুপর্ণ যোনি।

ভিক্ষুগণ, এটিই চার প্রকার সুপর্ণ যোনি। [প্রথম সূত্র]

২. হরণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৯৩. হে ভিক্ষুগণ, এইগুলি হচ্ছে চার প্রকার সুপর্ণ যোনি। সেই চার প্রকার কী কী? যথা : ১) অণ্ডজ সুপর্ণ যোনি ২) জরায়ুজ সুপর্ণ যোনি ৩) সংস্বেদজ সুপর্ণ যোনি ৪) ঔপপাতিক সুপর্ণ যোনি।

ভিক্ষুগণ, তন্মধ্যে যারা অণ্ডজ সুপর্ণ তারা শুধুমাত্র অণ্ডজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু জরায়ুজ, সংস্বেদজ কিম্বা ঔপপাতিক নাগদিগকে নয়। যারা জরায়ুজ সুপর্ণ তারা অণ্ডজ এবং জরায়ুজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু সংস্বেদজ কিম্বা ঔপপাতিক নাগদিগকে নয়। যারা সংস্বেদজ সুপর্ণ তারা অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং সংস্বেদজ নাগদিগকে হরণ করে; কিন্তু ঔপপাতিক নাগদিগকে নয়। কিন্তু যারা ঔপপাতিক সুপর্ণ তারা অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ এবং ঔপপাতিক সকল নাগদিগকে হরণ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ, সুপর্ণ এই চার প্রকার হয়। [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. উভয়কারী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৯৪. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে (ভগবানকে) অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই

তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" [তৃতীয় সূত্র]

৪-৬. দ্বিতীয় উভয়কারী সূত্র ত্রিক

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৯৫-৩৯৭. জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে (ভগবানকে) অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে... সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে... ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭-১৬. অণ্ডজ দানুপকার সূত্র দশক

শ্রাবস্তী নিদান :

৩৯৮-৪০৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, অণ্ডজ সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে অণ্ডজ সুপর্ণকুলে

উৎপন্ন হওয়ার জন্য অন্ন দান করে... পানীয় দান করে... বস্ত্র দান করে... যান দান করে... মালা দান করে.. গন্ধ দান করে... বিলেপন দ্রব্য দান করে... শয্যা দান করে... আবাস-গৃহ দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর অণ্ডজ সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

১৭-৪৬. জরায়ুজ দানুপকার সূত্র ত্রিশটি

শ্রাবস্তী নিদান :

৪০৮-৪৩৭. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর জরায়ুজ সুপর্ণকুলে... সংস্বেদজ সুপর্ণকুলে... ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা ভালো-মন্দ উভয় কর্মই সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, ঔপপাতিক সুপর্ণেরা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হওয়ার জন্য বস্ত্র দান করে... পানীয় দান করে... বস্ত্র দান করে... যান দান করে... মালা দান করে.. গন্ধ দান করে... বিলেপন দ্রব্য দান করে... শয্যা দান করে... আবাস-গৃহ দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর ঔপপাতিক সুপর্ণকুলে উৎপন্ন হয়।"

(এভাবে একসঙ্গে মোট ছয়চল্লিশটি সূত্র হয়ে থাকে।)

সুপর্ণ-সংযুক্ত সমাপ্ত।

১০. গন্ধর্বকায়-সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সূত্র

৪৩৮. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে এরূপ বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে গন্ধর্বকায়িক[১] দেবতা সম্বন্ধে দেশনা প্রদান করব। তোমরা তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর।

ভিক্ষুগণ, গন্ধর্বকায়িক দেবতারা কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, এমন দেবতা আছে যারা মূলগন্ধে বাস করে, সারগন্ধে বাস করে, ফেগ্গুগন্ধে বাস করে, তচগন্ধে বাস করে, পপটিকগন্ধে বাস করে, পত্রগন্ধে বাস করে, পুষ্পগন্ধে বাস করে এবং যারা গন্ধগন্ধে বাস করে। ইহাদেরকে বলা গন্ধর্বকায়িক দেবতা। [প্রথম সূত্র]

২. সুচরিত সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৪৩৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতু, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধর্বকায়িক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধর্বকায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. মূলগন্ধ দাতা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৪৪০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন,

---

[১] চতুর্মহারাজিক দেবভবনে বাসকারী এক শ্রেণির দেবতা। মূলগন্ধ, সারগন্ধ, ফেগ্গুগন্ধ নববিধ গুণধর্মে বিশিষ্ট দেবতা।

"ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" [তৃতীয় সূত্র]

৪-১২. সারগন্ধ দাতা সূত্র নবক

শ্রাবস্তী নিদান :

৪৪১-৪৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে[২] অধিবাসী দেবতাকুলে... ফেগ্গুগন্ধে[৩] অধিবাসী দেবতাকুলে... তচগন্ধে[৪] অধিবাসী দেবতাকুলে... পপটিকগন্ধে[৫] অধিবাসী দেবতাকুলে... পত্রগন্ধে[৬] অধিবাসী দেবতাকুলে... পুষ্পগন্ধে[৭] অধিবাসী দেবতাকুলে... ফলগন্ধে[৮] অধিবাসী দেবতাকুলে... রসগন্ধে[৯] অধিবাসী দেবতাকুলে... গন্ধগন্ধে[১০] অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন

---

[১] বৃক্ষমূলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে। চতুর্মহারাজিক দেবভবনের নয় প্রকার গন্ধর্বকায়িক দেবতাগণের মধ্যে এক প্রকার দেবতা।

[২] বৃক্ষসারের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৩] বৃক্ষসার পরিবেষ্টকের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৪] বৃক্ষের বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৫] বৃক্ষের শুষ্ক বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৬] বৃক্ষপত্রের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৭] বৃক্ষপুষ্পের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৮] বৃক্ষফলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৯] বৃক্ষরসের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[১০] বৃক্ষগন্ধের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সেই সারগন্ধে[১] অধিবাসী দেবতাকুলে... ফেগ্গুগন্ধে[২] অধিবাসী দেবতাকুলে... তচগন্ধে[৩] অধিবাসী দেবতাকুলে... পপটিকগন্ধে[৪] অধিবাসী দেবতাকুলে... পত্রগন্ধে[৫] অধিবাসী দেবতাকুলে... পুষ্পগন্ধে[৬] অধিবাসী দেবতাকুলে... ফলগন্ধে[৭] অধিবাসী দেবতাকুলে... রসগন্ধে[৮] অধিবাসী দেবতাকুলে... গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে সারগন্ধ দান করে... ফেগ্‌গুগন্ধ দান করে... তচগন্ধ দান করে... পপটিকগন্ধ দান করে... পত্রগন্ধ দান করে... পুষ্পগন্ধ দান করে... ফলগন্ধ দান করে... রসগন্ধ দান করে... গন্ধগন্ধ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩-২২. মূলগন্ধ দানুপকার সূত্র দশক

শ্রাবস্তী নিদান :

৪৫০-৪৫৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর

---

[১] বৃক্ষসারের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[২] বৃক্ষসার পরিবেষ্টকের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৩] বৃক্ষের বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৪] বৃক্ষের শুষ্ক বাকলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৫] বৃক্ষপত্রের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৬] বৃক্ষপুষ্পের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৭] বৃক্ষফলের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

[৮] বৃক্ষরসের সুগন্ধ উপভোগ করে বাস করে।

মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে মূলগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে... পানীয় দান করে... বস্ত্র দান করে... যান দান করে... মালা দান করে... গন্ধ দান করে... বিলেপন দ্রব্য দান করে... শয্যা দান করে... আবাস-গৃহ দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর মূলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

২৩-১১২. সারগন্ধ দানুপকার সূত্র নব্বইটি

শ্রাবস্তী নিদান :

৪৬০-৫৪৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... ফেগ্‌গুগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... তচগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... পপটিকগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... পত্রগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... পুষ্পগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... ফলগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... রসগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে... গন্ধগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, সারগন্ধে অধিবাসী দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে সারগন্ধে অধিবাসী দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে... পানীয় দান করে... বস্ত্র দান করে... যান দান করে... মালা দান করে... গন্ধ দান করে... বিলেপন দ্রব্য দান করে... শয্যা দান করে... আবাস-গৃহ দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর সারগন্ধে অধিবাসী দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।"

(এভাবে একসঙ্গে মোট একশ বারোটি সূত্র হয়ে থাকে।)

গন্ধর্বকায়-সংযুক্ত সমাপ্ত।

১১. বলাহক (মেঘ)-সংযুক্ত

১. শুদ্ধি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৫৫০. "হে ভিক্ষু, আমি তোমাদেরকে বলাহককায়িক[১] দেবতা সম্বন্ধে দেশনা করব। তোমরা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর।

ভিক্ষুগণ, বলাহককায়িক দেবতারা কিরূপ?

ভিক্ষুগণ, এমন দেবতা আছে যারা শীতবলাহক দেবতা, উষ্ণবলাহক দেবতা, অভ্রবলাহক দেবতা, বায়ুবলাহক দেবতা এবং বর্ষাবলাহক দেবতা। এদেরকে বলা হয় বলাহককায়িক দেবতা।" [প্রথম সূত্র]

২. সুচরিত সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৫৫১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, বলাহককায়িক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়— 'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর বলাহককায়িক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩-১২. শীতবলাহক দানুপকার সূত্র দশক

শ্রাবস্তী নিদান :

৫৫২-৫৬১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন

---

[১] এগুলো বিভিন্ন প্রকার মেঘকে আশ্রয় করে বাস করে।

করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, শীতবলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে শীতবলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর শীতবলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩-৫২. উষ্ণবলাহক দানুপকার সূত্র চল্লিশটি

শ্রাবস্তী নিদান :

৫৬২-৬০১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর উষ্ণবলাহক দেবতাকুলে... অভ্রবলাহক দেবতাকুলে... বায়ু-বলাহক দেবতাকুলে... বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়?"

"হে ভিক্ষু, ইহজগতে কেউ কায়-বাক্-মন দ্বারা সুচরিত কর্ম সম্পাদন করে থাকে। সে এরূপ শ্রবণ করে যে, বর্ষা-বলাহক দেবতারা নাকি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন, সুবর্ণের অধিকারী এবং সুখবহুল হয়ে অবস্থান করে। তাই তার এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'অহো! আমি যদি দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হতে পারতাম।' এই কামনায় সে বর্ষা-বলাহক দেবত্ব লাভের অভিপ্রায়ে অন্ন দান করে... প্রদীপ দান করে। তদ্ধেতু সে দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে ইহজগতে কেউ দেহাবসানে মরণের পর বর্ষা-বলাহক দেবতাকুলে উৎপন্ন হয়।" বায়ান্নতম সূত্র।

৫৩. শীত-বলাহক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০২. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে একসময় শীতের আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু, শীত-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রয়েছে। যখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করতে

পারতাম।' তাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই শীতের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় শীতের আগমন ঘটে।"

৫৪. উষ্ণ-বলাহক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৩. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে এক সময় গ্রীষ্মের আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু, উষ্ণ-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রয়েছে। যখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করতে পারতাম।' তাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই গ্রীষ্মের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় গ্রীষ্মের আগমন ঘটে।"

৫৫. অভ্র-বলাহক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৪. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে এক সময় ঘন কালো মেঘের আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু, অভ্র-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রয়েছে। যখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করতে পারতাম।' তাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই ঘনকালো মেঘের আগমন ঘটে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় ঘনকালো মেঘের আগমন ঘটে।"

৫৬. বায়ু-বলাহক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৫. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে এক সময় বায়ু (বাতাস) প্রবাহিত হয়?"

"হে ভিক্ষু, বায়ু-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রয়েছে। যখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করতে পারতাম।' তাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই বাতাস প্রবাহিত হয়।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় বাতাস প্রবাহিত।"

৫৭. বর্ষা-বলাহক সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, কী হেতুতে, কী কারণে এক সময় বর্ষার আগমন ঘটে?"

"হে ভিক্ষু, বর্ষা-বলাহক নামক এক প্রকারের দেবতা রয়েছে। যখন তাদের এরূপ চিন্তা উদয় হয়—'যদি আমরা স্বদেহাসক্তিতে অবস্থান করতে পারতাম।' তাদের সেই অভিপ্রায়ের কারণে তখনই বর্ষার আগমন ঘটে।

ভিক্ষু, এই হেতুতে, এই কারণে এক সময় বর্ষার আগমন ঘটে।"

বলাহক-সংযুক্ত সমাপ্ত।

১২. বচ্ছগোত্র-সংযুক্ত

১. রূপ-অজ্ঞান সূত্র

৬০৭. এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন বচ্ছগোত্রীয়[১] নামে এক পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময়ান্তে ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন :

"ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক (জগৎ) শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব অন্য শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?"

"হে বচ্ছ, রূপে অজ্ঞান, রূপ সমুদয়ে অজ্ঞান, রূপ নিরোধে অজ্ঞান, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হওয়ার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [প্রথম সূত্র]

---

[১] বচ্ছগোত্র একজন মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ পরিব্রাজক। তিনি ভগবান বুদ্ধকে জগৎ ও জীবন (আত্মা) সম্পর্কিত দশটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি ত্রিপিটকের বিভিন্ন স্থানে (দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়ে) আলোচিত হয়েছে।

২. বেদনা-অজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৮. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?"

"হে বচ্ছ, বেদনায় অজ্ঞান, বেদনা সমুদয়ে অজ্ঞান, বেদনা নিরোধে অজ্ঞান, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হওয়ার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. সংজ্ঞা-অজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬০৯. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?"

"হে বচ্ছ, সংজ্ঞায় অজ্ঞান, সংজ্ঞা সমুদয়ে অজ্ঞান, সংজ্ঞা নিরোধে অজ্ঞান, সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হওয়ার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. সংস্কার-অজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬১০. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?"

"হে বচ্ছ, সংস্কারে অজ্ঞান, সংস্কার সমুদয়ে অজ্ঞান, সংস্কার নিরোধে অজ্ঞান, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হওয়ার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই

জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?” [চতুর্থ সূত্র]

৫. বিজ্ঞান-অজ্ঞান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬১১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, “ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, “লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?”

“হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে অজ্ঞান, বিজ্ঞান সমুদয়ে অজ্ঞান, বিজ্ঞান নিরোধে অজ্ঞান, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞান হওয়ার কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, “লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।”

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, “লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।” [পঞ্চম সূত্র]

৬-১০. রূপ-অদর্শন সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬১২-৬১৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, “ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, “লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক

অশাশ্বত... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?"

"হে বচ্ছ, রূপের প্রতি অদর্শন হেতুতে... রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে... বেদনার প্রতি অদর্শন হেতুতে... সংজ্ঞার প্রতি অদর্শন হেতুতে... সংস্কারের প্রতি অদর্শন হেতুতে... বিজ্ঞানের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি অদর্শন হেতুতে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অদর্শন হেতুতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, লোক অশাশ্বত, লোক সান্ত, লোক অনন্ত, যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যামতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [দশম সূত্র]

১১-১৫. রূপ-অনুপলব্ধি সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬১৭-৬২১. "হে বচ্ছ, রূপে অনুপলব্ধির কারণে... রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

"হে বচ্ছ, বেদনায় অনুপলব্ধির কারণে... বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

"হে বচ্ছ, সংজ্ঞায় অনুপলব্ধির কারণে... সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

"হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে অনুপলব্ধির কারণে... বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অনুপলব্ধি কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" পনেরোটি।

১৬-২০. রূপ অনুবোধহীন সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬২২-৬২৬. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে... হে বচ্ছ, রূপ অনুবোধহীনতার কারণে... রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হওয়ার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

"হে বচ্ছ, বেদনায় অনুবোধহীনতার কারণে...

"হে বচ্ছ, সংজ্ঞায় অনুবোধহীনতার কারণে...

"হে বচ্ছ, সংস্কারে অনুবোধহীনতার কারণে...

"হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে অনুবোধহীনতার কারণে... বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞাত হওয়ার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

২১-২৫. রূপে অজ্ঞতা সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬২৭-৬৩১. একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, "ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে... হে বচ্ছ, রূপে অজ্ঞতার কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানের প্রতি মূর্খতার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [পঞ্চবিংশতি সূত্র]

২৬-৩০. রূপে অন্তর্দৃষ্টিহীনতা সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৩২-৬৩৬. "হে বচ্ছ, রূপে অন্তর্দৃষ্টিহীনতার কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানের প্রতি অবিবেচনার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [ত্রিংশতি সূত্র]

৩১-৩৫. রূপে তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতা সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৩৭-৬৪১. "হে বচ্ছ, রূপে তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীনতার কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে অপ্রভেদকরণের কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [পঞ্চত্রিংশতি সূত্র]

৩৬-৪০. রূপে সঠিক সংজ্ঞাহীনতা সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৪২-৬৪৬. “হে বচ্ছ, রূপে সঠিক সংজ্ঞাহীনতার কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম চিন্তাহীনতার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।” [চত্বারিংশতি সূত্র]

৪১-৪৫. রূপে বিচারহীনতা সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৪৭-৬৫১. হে বচ্ছ, রূপে বিচারহীনতার কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানে বিচারহীনতার কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।” [পঞ্চচত্বারিংশতি সূত্র]

৪৬-৫০. রূপে অপ্রত্যবেক্ষণ সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৫২-৬৫৬. হে বচ্ছ, রূপে অপ্রত্যবেক্ষণের কারণে... হে বচ্ছ, বিজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষণের কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।” [পঞ্চাশৎ সূত্র]

৫১-৫৪. রূপে অপ্রত্যক্ষ কর্ম সূত্র পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৫৭-৬৬০. একদা বচ্ছ গোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে কুশল বিনিময় করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট বচ্ছগোত্রীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপে জিজ্ঞেস করলেন, “ভো গৌতম, কী হেতুতে, কী কারণে ইহজগতে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, “লোক শাশ্বত... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না?”

“হে বচ্ছ, রূপে অপ্রত্যক্ষ কর্মের কারণে, রূপ সমুদয়ের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, রূপ নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, রূপ নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে...

“হে বচ্ছ, বেদনার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা সমুদয়ের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বেদনা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে...

“হে বচ্ছ, সংজ্ঞার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংজ্ঞা সমুদয়ের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংজ্ঞা নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে,

সংজ্ঞা নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে...

"হে বচ্ছ, সংস্কারের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার সমুদয়ের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, সংস্কার নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষকরণের কারণে... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [চতুর্পঞ্চাশৎ সূত্র]

৫৫. বিজ্ঞান-অপ্রত্যক্ষ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬১. "হে বচ্ছ, বিজ্ঞানের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান সমুদয়ের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধের প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে, বিজ্ঞান নিরোধগামিনী প্রতিপদার প্রতি অপ্রত্যক্ষ করণের কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারের মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত... মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।"

বচ্ছ, এই হেতুতে, এই কারণে এবম্বিধ অনেক প্রকারে মিথ্যা মতবাদ হয় যে, "লোক শাশ্বত, শাশ্বত, লোক অশাশ্বত; লোক সান্ত, লোক অনন্ত; যেই জীব সেই শরীর, জীব এক শরীর অন্য, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না বা থাকে না তাও না।" [পঞ্চপঞ্চাশৎ সূত্র]

বচ্ছগোত্র-সংযুক্ত সমাপ্ত।

১৩. ধ্যান-সংযুক্ত

১. সমাধিমূলক বিষয়ে সমাপত্তি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬২. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে অদক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাপত্তিতেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাপত্তিতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [প্রথম সূত্র]

২. সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিতি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৩. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [দ্বিতীয় সূত্র]

৩. সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৪. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থান হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [তৃতীয় সূত্র]

৪. সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৫. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে

প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [চতুর্থ সূত্র]

৫. সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৬. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [পঞ্চম সূত্র]

৬. সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৭. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে

দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [ষষ্ঠ সূত্র]

৭. সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৮. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [সপ্তম সূত্র]

৮. সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৬৯. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী তিনি

এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও আগ্রহী তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [অষ্টম সূত্র]

৯. সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭০. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়েও অধ্যবসায়ী তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [নবম সূত্র]

১০. সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭১. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী কিন্তু সমাধিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও নয়। এবং কোনো কোনো

ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [দশম সূত্র]

১১. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে স্থিতি সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭২. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [একাদশ সূত্র]

১২. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উত্থান সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৩. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক

বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [দ্বাদশ সূত্র]

১৩. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৪. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [ত্রয়োদশ সূত্র]

১৪. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আরম্মণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৫. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী

কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [চতুর্দশ সূত্র]

১৫. সমাপত্তিমূলক বিষয় অন্বেষণ সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৬. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [পঞ্চদশ সূত্র]

১৬. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে উদ্যম সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৭. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [ষষ্ঠদশ সূত্র]

১৭. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আগ্রহী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৮. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর

হয়ে থাকে।” [সপ্তদশ সূত্র]

১৮. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৭৯. “হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও হয়।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।” [অষ্টদশ সূত্র]

১৯. সমাপত্তিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৮০. “হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী কিন্তু সমাপত্তিতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ নয়, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত

দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাপত্তিতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [ঊনবিংশতি সূত্র]

২০-২৭. স্থিতিমূলক বিষয়ে উত্থান সূত্র অষ্টক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৮১-৬৮৮. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতে দক্ষ নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে স্থিত হতেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [সপ্তবিংশতি সূত্র]

(পূর্বের মূলক বিষয়ে সূত্রগুলোর ন্যায় সাতাশতম পর্যন্ত স্থিতিমূলক ও সপ্রায়কারী সূত্র মোট আটটি সূত্র পূরণ করতে হবে।)

২৮-৩৪. উত্থানমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা সূত্র সপ্তক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৮৯-৬৯৫. "হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের ধ্যানী কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ, কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উত্থানেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর

হয়ে থাকে।” [অষ্টবিংশতি সূত্র]

(পূর্বের মূলক বিষয়ে সূত্রগুলোর ন্যায় চৌত্রিশতম পর্যন্ত উত্থানমূলক ও সপ্রায়কারী সূত্র মোট সাতটি সূত্র পূরণ করতে হবে। উত্থানমূলক)

৩৫. প্রফুল্লতামূলক বিষয়ে আরম্মণ সূত্র ষষ্ঠক

শ্রাবস্তী নিদান :

৬৯৬-৭০১. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে প্রফুল্লতা উৎপাদনেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।” [পঞ্চত্রিংশতি সূত্র]

(পূর্বের মূলক বিষয়ে সূত্রগুলোর ন্যায় চুয়াল্লিশতম পর্যন্ত প্রফুল্লতামূলক ও সপ্রায়কারী সূত্র মোট ছয়টি সূত্র পূরণ করতে হবে। প্রফুল্লতামূলক)

৪১. আরম্মণমূলক বিষয় অন্বেষণ সূত্র প্রভৃতি পঞ্চক

শ্রাবস্তী নিদান :

৭০২-৭০৬. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আরম্মণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।” [একচত্বারিংশতি সূত্র]

(পূর্বের মূলক বিষয়ে সূত্রগুলোর ন্যায় পঁয়তাল্লিশতম পর্যন্ত আরম্মণমূলক ও সপ্রায়কারী সূত্র মোট পাঁচটি সূত্র পূরণ করতে হবে। আরম্মণমূলক)

৪৬-৪৯. অন্বেষণমূলক বিষয়ে উদ্যম সূত্র প্রভৃতি চতুষ্ক

শ্রাবস্তী নিদান :

৭০৭. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন গাভীদুগ্ধ (গাভী হতে জাত দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড (পনির) শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যিনি সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [ষচত্বারিংশতি সূত্র]

৭০৮. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নয়...।

৭০৯. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়...।

৭১০. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয় অন্বেষণে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়...। [ঊনপঞ্চাশৎ সূত্র] (গোচরমূলক)

৫০-৫২. উদ্যমমূলক বিষয়ে আগ্রহী সূত্র প্রভৃতি ত্রিক

শ্রাবস্তী নিদান :

৭১১. "হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও অদক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমেও দক্ষ, সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর

হয়ে থাকে।” [পঞ্চাশৎ সূত্র]

৭১২. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়...।

৭১৩. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে উদ্যমে দক্ষ কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়...। [দ্বাপঞ্চাশৎ সূত্র] (উদ্যমমূলক)

৫৩-৫৪. আগ্রহীমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী সূত্র প্রভৃতি দ্বিক

শ্রাবস্তী নিদান :

৭১৪. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও নয়, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নয়... কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহীও, সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে... উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।” [তেপঞ্চাশৎ সূত্র]

৭১৫. “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়... [চতুর্পঞ্চাশৎ সূত্র]

৫৫. অধ্যবসায়ীমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী সূত্র

শ্রাবস্তী নিদান :

৭১৬. “হে ভিক্ষুগণ, ধ্যানী চার প্রকারের। সেই চার প্রকারের কারা?

ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারী কিন্তু সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ী নয়। কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও নয়, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও নয়। এবং কোনো কোনো ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও।

ভিক্ষুগণ, যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে; যেমন ভিক্ষুগণ, গাভীদুগ্ধ

(গাভী হতে উৎপন্ন দুগ্ধ) হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড শ্রেষ্ঠতর; এরূপে যেই ধ্যানী সমাধিমূলক বিষয়ে অধ্যবসায়ীও, সমাধিমূলক বিষয়ে আনুকূল্যতাকারীও, তিনি এই চার প্রকার ধ্যানীর মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উত্তম এবং পরমোৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে।" [পঞ্চপঞ্চাশৎ সূত্র]

ভগবান এরূপে বিবৃত করলেন। আর ভিক্ষুগণ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দিত করলেন।

ধ্যান-সংযুক্ত সমাপ্ত।

সূত্রপিটকে সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধ বর্গ (তৃতীয় খণ্ড) সমাপ্ত।

পবিত্র ত্রিপিটক (ষষ্ঠ খণ্ড) সমাপ্ত।